CONTENTS

FRIDAY, 7TH JULY, 2000

ii) Shri Sudhan Das, raised a matter regarding proposal of double Lane high way No—44 from Churaibari to Agartala.
Shri Badal Choudhury, Minister, agreed to make a statement.

iii) Shri Samir Deb Sarkar, raised a matter regarding programme of Subarna Jayanti.
Shri Keshab Majumder, Minister, agreed to make a statement.

8. CALLING ATTENTION.

i) Shri Manik Sarkar, Chief Minister, He is also Minister-in-charge of the Home Department, agreed to make a statement on the calling attention notice given of by Shri Kajal Ch. Das, regarding attack to Bagber refugee camp by extremist.

ii) Shri Manik Sarkar, Chief Minister, He is also Minister-in-charge of the Home Department, agreed to make a statement on the calling attention notice given of by Shri Samir Deb Sarkar, regarding attack to Sub- Zonal Officer (TTAADC) Shri Sanjib Purakastha by the extremis and death.

iii) Shri Manik Sarkar, Chief Minister, agreed to make a statement on calling attention notice given of by Shri Khagendra Jamatia, regarding harassed to reporter of the Daily Desher Katha.

MONDAY, THE 10TH JULY, 2000.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A. M. on Friday, the 7th July, 2000.

PRESENT.

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker 16 Ministers and 38 Members.

ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR.

Mr. Speaker :– Hon'ble Members,

I received a letter on the 5th July, 2000 from Chief Minister of Tripura that Sri Keshab Majumder, Minister, Health & Family Welfare, Parliamentary Affairs etc. Departments is to perform duty and responsibility of the business relating to the Tripura Legislative Assembly in respect of the Departments hold by Sri Jitendra Choudhury, Minister, IC&T, R. D etc. Departments during his absence in the House on 7th July, 2000 as he has gone outside the State for urgent official business.

QUESTION AND ANSWERS.

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

MATTER RAISED BY MEMBERS

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, এরমধ্যে ব্যাপক সংখ্যক খুন হয়েছেন। এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়েছেন। অর্থাৎ জাতি উপজাতির মধ্যে দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্বিচারে মানুষ খুন হচ্ছেন নারীরা নির্যাতিত হয়েছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং রাজ্য সরকার মানুষের নিরাপত্তা দানে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। এই দাবীতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পদত্যাগ করে উনার ব্যর্থতা স্বীকার করে নেওয়ার দাবী জানাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষের কাছে একটিই প্রশ্ন মানুষ এই রাজ্যে থাকতে পারবে কিনা? মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করা যাবে কিনা? এই রাজ্যের জাতি, উপজাতিদের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতি যেটা ধ্বংস হচ্ছে রক্ষা করা করা যাবে কিনা এবং এই রাজ্যের মানুষ নিরাপত্তা পাবে কিনা। সন্তান মায়ের কোল থেকে অপহরণ হয়ে যায়, মায়ের কোলের শিশু খুন হয়ে যায়, মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন সেই মা খুন হয়ে যায়, মানুষের কাছে এখন বড় প্রশ্ন মানুষের বাঁচার অধিকার আছে কিনা বা মানুষ বাঁচতে পারবে কিনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—পয়েন্ট অব অর্ডার, ইটস কোয়েশ্চন আওয়ার।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে সমস্ত ব্যর্থতা স্বীকার করে পদত্যাগ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য জওহর বাবু আপনি বসুন।

শ্রীজওহর সাহা :— না না স্যার, আমরা জানতে চাইছি এই ব্যাপারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজে উনি ব্যর্থ হয়েছেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তর পরিচালনার ক্ষেত্রে। উনি দায় স্বীকার করে এ দপ্তরটা ছেড়ে দিন এখন বাদল বাবু আছেন, উনি তো নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ মন্ত্রী, বাদল বাবুর মত লোককে দিতে পারেন। অন্য কারোর হাতে দেওয়ার দরকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— এখন তো অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন হচ্ছে। মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া।

অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৭।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৭।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৭।

প্রশ্ন

১। গুঁকই খেলাকে (জমাতিয়া ও ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের) রাজ্যের খেলা হিসাবে স্বীকার করার সরকারের পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

২। থাকলে, কবে নাগাদ স্বীকার করা হবে ?

উত্তর

১। গুঁকুই খেলাকে জমাতিয়া ও ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের রাজ্যের খেলা হিসাবে স্বীকার করার পরিকল্পনা সরকারের আপাততঃ নেই।

২) প্রশ্ন ওঠে না।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া : — আমাকে বলতে দিন স্যার, মাননীয় বিরোধী নেতা কথা বলছেন, আমরা প্রশ্ন করতে পারছি না।

সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন, এই গুঁকই খেলা আমাদের জমাতিয়া, ত্রিপুরী এবং রিয়াং সম্প্রদায়ের খেলা আমাদের খুব জনপ্রিয় খেলা। এই খেলাকে জনপ্রিয় করবার জন্য রাজ্য সরকার অবিলম্বে স্বীকৃতি দানের চিন্তা ভাবনা করেছেন কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : — আপনারা প্রশ্ন করবার সুযোগ দিন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— গুঁকুই খেলাটা ত্রিপুরী, জমাতিয়া এবং রিয়াং সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় খেলা এবং এটা তাদের প্রাচীন খেলা। এই খেলায় আপাততঃ রাজ্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই। কারণ এটা সকলেই জানেন। সাধারণতঃ সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে যে সব খেলাগুলি স্বীকৃত আছে সেই সব খেলাকে নিয়েই রাজ্য সরকার এখন মোটামোটিভাবে খেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সেগুলি আমাদের এখানে চালু আছে। ভবিষ্যতে এটা চিন্তা ভাবনা করে দেখা যেতে পারে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ বসুন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ (কৃষ্ণনগর) : — মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো শুনেছেন বিরোধী দলনেতার বক্তব্য। আমি আশা করব আপনার কাছ থেকে শুনতে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, বলুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটাতো স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যর্থতা নয়। বিরোধী দলনেতা আর উনাদের সঙ্গে যারা চলেন এই সন্ত্রাসবাদী সমস্যার গভীরতা আর তীব্রতা এটা আসলে উনার ব্যর্থতা থেকে শুরু হয় নি।

শ্রীজওহর সাহা : — মাননীয় স্পীকার স্যার, রিপ্লাই হয় নি। আমরা বলছি যে এই ব্যাপারে ব্যর্থতা স্বীকার করে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তর অন্য কোন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করতে, মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলছিনা, রাজ্যের মানুষের জীবন সম্পত্তি জাতি উপজাতি ঐক্য এবং সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী উনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং এই ব্যর্থতার দায় স্বীকার করবেন কিনা। এটা হল আমার পরিষ্কার কথা।

মিঃ স্পীকার :— এটার মূল যে স্পীরিটটা পাওয়া যে গভীর মূল্যায়ন এটাই হচ্ছে এখানে।

শ্রীজওহর সাহা :— আমি সোজা কথায় উত্তর চাই। উনি পদত্যাগ করবেন কিনা। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীর ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে উনি পদত্যাগ করবেন কিনা। এটার জবাব আপনি পেয়েছেন কি স্যার, আমরা পাইনি।

মিঃ স্পীকার :— মন্ত্রী জবাব দিয়েছেন।

শ্রীজওহর সাহা :— কি জবাব হল, স্যার।

গণ্ডগোল

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— সাপ্লিমেন্টারী যে উত্তরটা আমি দিয়েছি এখন রাজ্যে ভারত সরকার কর্তৃক ... যেসব খেলা আছে সেইগুলো নিয়ে রাজ্য সরকার খেলা পরিচালনা করবেন এইগুলো ও আমাদের রাজ্যের তালিকায় রয়েছে। ঐ খেলাটা এখন পর্যন্ত তালিকাভুক্ত হয়নি। এটা ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা করে দেখা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, জওহর বাবু যে ব্যাপার নিয়ে বলেছেন সেই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন। আমি যতটুকু জানি সেটা পরিষ্কার তবুও জওহর বাবু সেটার অনুধাবন করতে হয়তো অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই বিষয়ে পরিষ্কার করে বলার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দল নেতা যে প্রশ্ন তুলেছেন এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং এই সমস্যা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা নয়, সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সমস্যা। সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্যা নিয়ে গত একুশ তারিখ মিটিং হল এবং সেখানে প্রশ্ন এসেছে যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় সরকার তার দায়িত্বে এগিয়ে আসুন এবং সেই জায়গায় নানাভাবে প্রশ্ন তুলেছেন। রাজ্যে যারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে রাজ্যের সম্প্রীতি বিনষ্ট করে রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের দিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। পদত্যাগের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে

আমরা পালাবার জন্য আসিনি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা এবং শ্রদ্ধা করে বলছি, শান্তিকামী মানুষকে এক সাথে করে এই সমস্ত রকমের দুর্বৃত্তপনার বিরোদ্ধে রুখে দাঁড়াব। পদত্যাগ কোথায় থেকে আসছে। আমরা আবেদন করব বিরোধী বন্ধুরা আমাদের সহযোগিতা করুন।

QUESTIONS AND ANSWERS.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য জয়গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৮৮।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) : —স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৮৮

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন কোন ব্লক আই, সি, ডি, এস প্রকল্প অনুসারে কাজ চলছে।

২। মান্দারবাড়ী ও কাকড়াবন ব্লকে এর সংখ্যা কত, তাতে কতজন শিশু এর আওতায় এসেছে, এবং

৩। বর্তমান আর্থিক বছরে এর জন্য রাজ্য সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছেন ?

উত্তর

১। রাজ্যে সমস্ত ব্লক এলাকায় আই, সি, ডি, এস প্রকল্প অনুসারে কাজ চলছে।

২। মান্দারবাড়ী ও কাকড়াবন ব্লকে আই, সি, ডি, এস সেন্টারের সংখ্যা বর্তমানে যথাক্রমে ১০২ (একশত দুই) এবং ৬০ (ষাট) টি। মান্দারবাড়ী ব্লকে ৮০৭৬ জন এবং কাকড়াবন ব্লকে ৩২৯৩ জন শিশু এর আওতায় এসেছে।

৩। বর্তমান আর্থিক বছরে মান্দারবাড়ী এবং কাকড়াবন ব্লকের জন্য ৪,৭০,০০০ (চার লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— এই সেন্টারগুলির অনেকগুলিরই মেরামতের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যেগুলির অতিসত্বর মেরামতের প্রয়োজন তা এই আর্থিক বছরে মেরামত করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— মেরামতের সিদ্ধান্ত আমাদের আছে। কিন্তু অর্থের অভাবের জন্য আমরা ঠিক মত দৃষ্টি দিতে পারছি না। পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে কিছু মেরামত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— স্যার, আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্তর্গত হরিশচন্দ্র সেন্টারটি বর্তমানে খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। অবিলম্বে যদি এই সেন্টারটি মেরামত করা না হয়, তাহলে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়বে। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই আর্থিক বছরে এটা মেরামত করা হবে কিনা ?

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— আমরা চেষ্টা করব।

(আইন শৃংখলার অবনতির প্রশ্ন তুলে এই সময়ে কংগ্রেস দলের বিধায়কদের সভাকক্ষ ত্যাগ করেন)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেঁচারথল) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৩৫।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৫

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে বার্ধক্য ভাতা, কৃষি ভাতা মোট কত জনকে দেওয়া হয়, তার মধ্যে রাজ্য সরকার কত জনকে দেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কতজনকে দেন তার হিসাব,

২। রাজ্য সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত ভাতা এক সাথে দেওয়া হয় কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ২৪৫৮৯ জন বার্ধক্য ভাতা এবং ৩৭৭০ জন কৃষি শ্রমিক বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন। ২৪৫৮৯ জন বার্ধক্য ভাতা প্রাপকের মধ্যে ১৫৬০০ জন কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন এবং ৮৯৮৯ জন রাজ্য সরকারী প্রদত্ত বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন।

২। না, রাজ্য সরকারের বার্ধক্য ভাতা এবং কৃষি শ্রমিক বার্ধক্য ভাতা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পরিদর্শক এবং বি ডি. পি. ও'র মাধ্যমে বন্টন করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত বার্ধক্য ভাতা জেলা সমাহর্তা, বি. ডি. ও এবং এস. ডি. ওদের মাধ্যমে বিলি করা হয়।

শ্রীঅনিল চাকমা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারের ভাতাগুলি বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে একটা সামঞ্জস্য রেখে এক সাথে দেওয়া হয় না, ৩-৪ মাস গ্যাপ পরে যায়। দেখা গেছে ব্লকগুলিতে রাজ্য সরকারের ভাতা যারা পান তারা ভাতা পেয়ে গেলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ভাতা যারা পান তারা হয়তো পান না। যার ফলে এই বার্ধক্য ভাতা পাবার ক্ষেত্রে একটা গোলমাল হয়ে যায়। সুতরাং এক সাথে ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, এটা ইদানীংকালে দপ্তরের নজরে এসেছে। যাতে এক সাথে ভাতাগুলি দেওয়া যায় তার জন্য দপ্তর চিন্তা ভাবনা করবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বার্ধক্য ভাতা প্রদান কিভাবে নির্ণয় করা হয় এবং কত বছর হলে পরে বৃদ্ধ হয়েছেন বলে ধরা হয়। আমরা জানি এমন অনেকে আছেন যারা ৪০-৫৫ বছর বয়সেও বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন। আবার অনেকে ৮০ বছরেও পায় না। নাম চাইলে আমার কাছে নাম আছে আমি নাম দিতে পারি। বর্তমানে যে হারে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে এই হার বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং যদি না থাকে তাহলে তার অসুবিধার কারণগুলি কি কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :—স্যার, ১৯৭৮ ইং সালে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার সর্ব প্রথম ভারতবর্ষের মধ্যে বার্ধক্য ভাতা ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করেন। তখন সিদ্ধান্ত ছিল ৮০ বছর। পরবর্তীকালে ৭৮ইং সনের পর ভারত সরকার সারা ভারতবর্ষে ওল্ড এইজ পেনশন স্কীম চালু করেন। তখন বার্ধক্য বয়স ধরা হয় ৬০ + । এর ফলে বয়সের একটু হেরফের হতে পারে। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪০-ও হতে পারে আবার বেশী বয়সও হতে পারে। ভারত সরকার এখন পর্যন্ত বার্ধক্য ভাতা দিচ্ছেন ৭৫ টাকা আর ত্রিপুরা সরকার এই সাথে আরও ৫০ টাকা যোগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহনক্রমে ১২৫ টাকা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ভারত সরকারের এই ৭৫ টাকা বৃদ্ধির জন্য কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ভারত সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) : —স্যার, এটার ক্ষেত্রে একটা কমিটি আছে এবং তারাই এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

বি. পি. এল-এর ব্যাপারে ভারত সরকারের একটা পরিকল্পনা আছে এবং মানবাধিকার কমিশনও বলেছেন এটার জন্য চিন্তা-ভাবনা চলছে। বি. পি. এল. এর সংখ্যা যদি ৬০ + হয় তাহলে আমাদের সংখ্যা আরও বাড়বে। সেই দিক থেকে আমরা আরও সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করেছি। এর আগে বিড়ি শ্রমিকরা এই ভাতার সঙ্গে যুক্ত ছিল না, এখন আমরা বিড়ি শ্রমিকদের এই ভাতার সঙ্গে যুক্ত করেছি। এই প্রস্তাবটা আমরাও সমর্থন করি তাই সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমরা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) : - মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে বার্ধক্য ভাতা, জুমিয়া ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে ২৪৫৮৯ এবং কৃষি শ্রমিক ভাতা ৩৭৪০ জনকে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই সংখ্যাটা বৃদ্ধি করার কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের আছে কি ?

দ্বিতীয় হলো—জুমিয়া পরিবার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নেই, কিন্তু সে সমস্ত এলাকার জন্য বার্ধক্য ভাতার কোটা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে জুমিয়া পরিবার রয়েছে সেই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে এটা ট্রান্সফার করা যায় কিনা, কারণ অনেকদিন ধরে আমরা দেখছি সেখানে সেই ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে সেখানকার সাধারণ মানুষ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কি এবং এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— এটা ব্লক ভিত্তিক আমরা টার্গেট ঠিক করেছিলাম। এবং যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য করেছেন যেখানে পঞ্চায়েত ভিত্তিক জুমিয়া পরিবার আছে, সেখানে যদি এটা করতে হয় তাহলে দপ্তরের সিদ্ধান্ত ছাড়া আপাততঃ কিছু বলা যাবে না।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বিড়ি শ্রমিক কত জনকে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— এটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং যথা সম্ভব দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীমানিক দে :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কতজনকে ভাতা দেওয়া হবে ?

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) :— ১২০ জনকে হয়তো দিতে পারব এখন সার্ভে চলছে। সার্ভে কমপ্লিট হলে সেশনের পর সঠিক তথ্য দিতে পারব

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৯।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৯.

প্রশ্ন

১) ব্লক এলাকা ভিত্তিক সি ডি পি ও এবং সোশাল এডুকেশন ইনস্পেকটর অফিস গড়ে তোলার কথা বিবেচনা করা হবে কি না, এবং

২) খোয়াই ব্লকের শান্তিনগর ও লক্ষ্মীনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থিতিতে অবস্থিত এস ই সেক্টার ও এ ডবলিউ সেন্টার গুলো ইনস্পেকটর স্কুল এডুকেশন খোয়াই ও সি ডি পি ও খোয়াই অফিসের সাথে যুক্ত করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, বিবেচনা করা হবে।

২) খোয়াই ব্লকের শান্তিনগর ও লক্ষীনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দুটিতে অবস্থিত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও অঙ্গন-ওয়াড়ী সেন্টারগুলো খোয়াই সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক এবং সি ডি পি ও অফিসের সাথে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সুধন দাস মহোদয়।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর):— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭.

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার--৮৭.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের প্রত্যেক ব্লক হেড কোয়ার্টারে দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও বানিজ্য বিভাগ চালু নেই এবং

২) যদি সত্য হয় তাহলে রাজনগর ব্লক হেড কোয়ার্টারের স্কুল সহ অন্যান্য তা চালু করা হবে কি না?

উত্তর

১) হ্যাঁ, চালু করা হবে। ২ বর্তমানে এই রূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীসুধন দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার এটা লক্ষ্য করেছি যে ব্লক একোর্ট একটা বিরাট এলাকা এবং এলাকাটা নিয়ে একটা দ্বাদশ শ্রেনীর স্কুল থাকে এবং পুরো এলাকাটার সমস্ত ছাত্রছাত্রী সেই স্কুলেই পড়াশুনা করতে হয়। এমতাবস্থায় সেই স্কুলে যদি বিজ্ঞান ও বানিজ্য বিভাগ চালু করা না হয় তাহলে এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষে বিজ্ঞান ও বানিজ্য বিভাগে পড়াশুনা করতে ইচ্ছা থাকলেও তারা অনেক সময় দেখা যায় টাকা পয়সার অভাবে বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করতে পারে না। ফলে এলাকার মধ্যে থেকে এলাকার স্কুল পড়ার জন্য তাকে অনার্স নিয়ে পড়াশুনা করতে হয়। কাজেই এই স্কুলে যদি বিজ্ঞান ও বানিজ্য বিভাগ খোলা হয়তো এলাকার জনগনের জন্য সেটা খুবই সুবিধাজনক হবে। তাছাড়াও সেই এলাকার বিভিন্ন অফিসের অফিসার ও কর্মচারী যারা আছেন তারাও ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বানিজ্য বিভাগ না থাকাতে খবই অসুবিধায় পড়ছেন। কাজেই এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে দ্বাদশ শ্রেনীর স্কুলে বিজ্ঞান ও বানিজ্য বিভাগ খোলা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা সারা ত্রিপুরাতেই প্রয়োজন ভিত্তিক নূতন করে ব্লক তৈরী করছি এবং সেই ব্লকে অফিসার কর্মচারী নূতন করে কিছু মিডেল ক্লাস কাজে যোগ দিচ্ছে এবং থাকছে। তবে তাদের সংখ্যাটা খুবই কম, তাদের প্রয়োজনের চেয়েও মানে তাদেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই এলাকার আরও যে বৃহত্তর জন সংখ্যা আছে তাদেরও প্রয়োজন আছে! কিন্তু ব্লকটা যেমন নূতন, করে করা হয়েছে আনুসাঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কি স্বাস্থ্য, কি অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট, কিএডুকেশন তাকেও ধীরে ধীরে সেখানে তৈরী করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, তবে রাজনগর ব্লকটা খুবই নূতন এবং সেখানে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ছিল না। আমরা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করেছি এবং সেই স্কুল করার জন্য সেখানে ঘরবাড়ী কিছুই ছিল না। তখন সেখানে পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ এবং শিক্ষা দপ্তর মিলিতভাবে সেই কাজটা করেছে এবং সেখানে নূতন করে ক্লাস চালু করতে গেলে নূতন করে বিল্ডিং বা ক্লাস ঘরের

দরকার হয়। আপনারা জানেন যে, কোন একটা ক্লাস ঘর তৈরী করতে গেলে কম করে দুই লাখ টাকা লাগে। অথচ আমার শিক্ষা দপ্তরের বাজেটের মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি ৩৯৬ কোটি টাকা হল শিক্ষক ও অন্যান্যদের বেতন ভাতা বাবদ, আর নির্মানের জন্য আছে ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। কাজেই টাকার একটু অসুবিধা আছে। তাছাড়া আমরা ধীরে ধীরে সব কিছু করব। এখানে এখন কলা বিভাগ চালু আছে। তারপর আমরা বানিজ্য চালু করব তবে তার জন্য ঘর করা দরকার। আমি আশা করব তার জন্য পঞ্চায়েত ও শিক্ষা দপ্তর এমনকি যারা সাংসদ আছেন তারাও এই ব্যাপারে সহায্য করবেন, এভাবে প্রথমে বানিজ্য বিভাগটা সেখানে করা হোক। তারপর বিজ্ঞানের জন্য আমরা অগ্রসর হব, তবে তবে শুধু প্রেকটিক্যালের ক্লাসের জন্যই তিনটা ঘর লাগে।

জীবন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা এবং রসায়ন এই তিনটি শাখা খুলতে গেলে কম করেও ৩০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। নতুন যেসব বিদ্যালয়ে চালু করা হচ্ছে সেখানে আমরা স্ট্রেইজ ভিত্তিক ধীরে ধীরে করব। মাননীয় সদস্য যেখানে যে কথাটা বলেছেন সেটা আমাদের চিন্তায় আছে এবং নিশ্চয়ই সেগুলি আমরা ধীরে ধীরে করতে পারব বলে আশা করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (চাম্পক) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছে যে, রাজনগর দাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়টিকে ধীরে ধীরে কলা, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিভাগের আওতায় আনা হবে। এটা সরকারের নীতি কিনা যে প্রত্যেক ব্লকের সরকারী দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হবে? যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি কিছু ব্লকের নাম দিতে পারি যেমন, হেজামারা ব্লক, কিল্লা ব্লক, ছামনু ব্লক এই সমস্ত ব্লকে কোন হাইস্কুল বা টেন প্লাস টু বিদ্যালয় নেই। সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে। এখন আমার মূল প্রশ্নটা হল রাজনগর ব্লকে হলে রাজ্যের অন্যান্য ব্লকগুলিতে অনুরোপভাবেই ঐ শাখাগুলি বিদ্যালয়ে খোলা হবে কিনা এটা মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি উত্তরটা বিস্তু সব ব্লকের জন্যই দিয়েছি। বর্তমানে ১৬টি ব্লক হেড কোয়াটারে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা রয়েছে। ২১টি রয়েছে বানিজ্য এবং অন্য সবগুলিতেই কলা বিভাগটা রয়েছে। এইটা যেভাবে এসেছে তাতে বলতে হচ্ছে, প্রতিটি ব্লক করার আগে সেখানকার দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে আগে বিজ্ঞান, কলা এবং বাণিজ্যের শাখা খুলতে হবে এবং তারপরই ব্লক গঠন করতে হবে। এটাতো সম্ভব না। কাজেই, আমরা মনে করি যে প্রতিটা ব্লকে হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশনের তিনটা স্ট্রীম চালু হওয়া উচিৎ এবং এটা একটা নীতিগত ব্যাপার। কিন্তু এরই পাশাপাশি আমাদের কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও মাথায় রাখতে হচ্ছে। কাজেই, প্রথম আমরা হাইস্কুল চালু করছি এবং তারপর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল চালু করব তারপর অন্যান্যগুলি ধীরে ধীরে এক-এক করে করা হবে। কাজেই এই হল পদ্ধতিটা বা নীতিটা। আমরা বলেছি কোথাও আছে এবং কোথাও নেই। সবটা ধীরে ধীরে পূরণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ মহোদয়।

(অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়।

(অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাজলচন্দ্র দাস।

(অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—১৮৯।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার — ১৮৯।

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর, ছৈলেংটা, মনু, গণ্ডাছড়ায় কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি,

২। থাকিলে কবে পর্যান্ত কার্যকরী হবে, এবং

৩। না থাকলে কারণ ?

উত্তর

১। এখন পর্যান্ত না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বিষয়টি পর্যাপ্ত আর্থিক সংগতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সমূহের পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর নির্ভরশীল।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্নটা এই রকম ছিল না। প্রশ্নটা ছিল যে, সরকার-এর নীতি হচ্ছে প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে কলেজ হবে। সেই ক্ষেত্রে এই কাঞ্চনপুর, ছৈলেংটা এবং গণ্ডাছড়া মহকুমায় যদি সরকারের নীতি হয়ে থাকে তাহলে এখানে কোন কলেজ হবে না কেন ? এটা এখনও বিবেচনার পর্য্যায়ে সরকারের নীতি কেন লংঘিত হচ্ছে ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, হায়ারসেকেণ্ডারী স্কুল খোলা হবে সেইজন্য কলেজ খুলতে হবে, এই ভাবে লজিকটা হয় না। সেখানে কত ছাত্রছাত্রী আছে এবং নীতি ঠিক হয় প্রয়োজন ভিত্তিক।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, মহকুমা ভিত্তিক কলেজ খোলার যেখানে সরকারের নীতি রয়েছে।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলছি। আপনি আবার বলবেন। প্রথম দরকার ছাত্র-ছাত্রী এবং একটা কলেজ চালাতে গেলে তার যে শিক্ষক তার যে পরিকাঠামো তার যে লোকাল ডিমাণ্ড, নীতি হতে পারে যে প্রত্যেক মহকুমায় আমরা একটা কলেজ খুলব। এই নীতকে প্রয়োগ করার মত কতগুলি ট্যাকনিক্যাল অর্থাৎ সেই প্রয়োজন অবস্থাগত ব্যাপারটাও দরকার। এটাও নৈতিকতার মধ্যে পরে। গণ্ডাছড়ায় একটা কলেজ আমিও চাই শ্যামাবাবুও চান। কারণ, গণ্ডাছড়া দুর্গম এলাকা এটা নৈতিক দাবী। কিন্তু সেখানে যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে সেখানে গত বছর ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল তার মধ্যে পাশ করেছে মাত্র ২১ জন। এই জনের মধ্যে হয়ত একজন কি দুইজন ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। নিশ্চয়ই তারা গণ্ডাছড়ার নতুন স্কুলে থাকবে না। এবং কমে গিয়ে সেখানে দেখা যাবে যে ছাত্র সংখ্যা হয়ে দাঁড়াবে ১০ জন। ঠিক এমনি ভাবে কাঞ্চনপুর মহকুমার পেঁচারথল ব্লক, দশদা ব্লক এবং জম্পুই ব্লকে ৬টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। এই সমস্ত স্কুল থেকে গত বছর পরীক্ষার্থী ছিল ১১৯ জন তারমধ্যে পাশ করেছে ৭০ জন। এই ৭০ জনের মধ্যে আমি নিশ্চিত অর্দ্ধেক অন্যান্য ধর্মনগর কলেজ এবং কৈলাশহর

কলেজে চলে যাবে। তা হলে ৩৫ জনকে দিয়ে সেখানে কলেজটা চলে কিনা? কাজেই নীতিগত ভাবে আমি শ্যামাবাবুর সাথে কিছুতেই দ্বিমত করছি না। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা সরকারের আর্থিক সঙ্গতি নিশ্চয়ই বাস্তবতা সম্পর্কে তার যে সঠিক মূল্যায়ন সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই মুহুর্তে এখানে কলেজ জাষ্টিফাই করতে পারিনা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুরে ৭০ জন ছাত্র একটা কলেজ স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট। এমন নীতি হওয়া উচিত নয় যে শুধু কাঞ্চনপুরের ছেলেরাই এখানে পড়বে, আগরতলা, ধর্মনগরের ছেলেমেয়েরাও সেখানে গিয়ে পড়তে পারবে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর যে ২৫ দফা উপজাতি উন্নয়নের কর্মসূচী এটা নিয়ে আমরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার-এর সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম ট্রাইবেল এলাকাতে অন্তত একটা কলেজ খোলার কথা ছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতিগত অবস্থা জানিয়েছেন।

কারণ কাঞ্চনপুর হউক, গণ্ডাছড়ায় হউক অন্তত একটা কলেজ ট্রাইবেল এলাকায় করা হবে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, ভবিষ্যতে দেখা যাবে। কিন্তু আমি প্রসঙ্গত এইটুকু বলতে চাই যে কাঞ্চনপুরে কেন আগরতলার ছেলেরা পড়বে না, কেন কৈলাশহরের ছেলেরা কাঞ্চনপুরে যাবে না, কেন আগরতলার ছেলেরা শিলং, কলকাতা, দিল্লীতে পড়তে যায়, এবং এরা কাদের ছেলে? এই আমরা আপনারা যারা এই ধরনের বক্তৃতা দেই আমাদের ছেলেরাই কিন্তু সেখানে যায়। কাজেই ব্যাপারটা কিন্তু খুব ডিলেটিভ। কাজেই আপনার যে আশা ভবিষ্যতে সেখানে একটি কলেজ হউক, আমি আপনার সঙ্গে একমত।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমবাসা ডিষ্ট্রিক হেড কোয়ার্টার। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন নীতিগতভাবে বা বিভিন্ন দিক দিয়ে, সব দিকে যদি বিচার করা হয় আমার মনে হয় সব চেয়ে আগে আমবাসাতে হওয়া দরকার যেহেতু এটা ডিষ্ট্রিক হেড কোয়ার্টার এবং সাব ডিভিশন হেড কোয়ার্টার তাছাড়া এই ডিষ্ট্রিকটের মধ্যে একমাত্র কমলপুর সাব-ডিভিশনে একটি কলেজ আছে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের প্রসঙ্গটা আমি বাতিল করে দিচ্ছিনা, কিন্তু কাছেই কমলপুর এবং কটিকরায়ে কলেজ রয়েছে। আমবাসা একটা প্রচণ্ড পশ্চাদপদ, অনগ্রসর অঞ্চল, তার মানসিক, সাইকলজিক্যাল এবং সোস্যাল সবাদকে তাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অন্যান্য ডেভলাপমেন্ট-এর সঙ্গে আমরা এটাকে ডিষ্ট্রিক হেড কোয়ার্টার করেছি। এই হেড কোয়ার্টার এই মাত্র তার অগ্রগতি শুরু হয়েছে। সময় আসুক নিশ্চই দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেয়েন নাম্বার—৩২৯।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেয়েন নাম্বার—৩২৯।

প্রশ্ন

১. এ. ডি. সি. এলাকাতে যে সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলিকে এ. ডি. সি-র কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত করার জন্য রাজ্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা,

২. পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকলে কবে নাগাদ হস্তান্তরিত করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩. পরিকল্পনা না থাকলে তার কারন।

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী এ, ডি. সি. এলাকার কেবল মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার দায়িত্ব এ. ডি. সি, কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এলাকাতে যে সমস্ত স্কুলগুলি রয়েছে বর্তমানে যে পরিস্থিতি যেমন তৈবাগবাড়ী হাইস্কুল আর খেলাকুং উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রায় ২'থেকে ৩ মাস ধরে ধরে বেতন নিতে পারছেনা যেহেতু তাদের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে উদয়পুরে। এই ব্যাপারে নিশ্চই আপনি অবগত আছেন। গত ১৮ই মে থেকে এখন পর্যন্ত কিল্লা থেকে উদয়পুর এবং উদয়পুর থেকে আঠারভোলা গাড়ী চলাচল করেনা। যার ফলে ঐ সব প্রত্যন্ত অঞ্চলের অফিসের লোকজন শহরে তাদের অফিসের কাজে আসতে পারছেনা। সেই জন্য আমি বলছি এ, ডি. সি-র যে সমস্ত অফিস শহরে রয়েছে সেগুলিকে এ' ডি, সি. এলাকাতে হস্তান্তর করা হবে কিনা এবং এ. ডি. সি. এলাকাতে স্কুল পরিদর্শকের অফিস করে তাদের যে সুযোগ সুবিধাগুলি আছে সেইগুলি দেওয়া যাবে কিনা?

এডিসি এলাকাতে যদি হেড্‌কোয়ার্টার করা হয় স্কুল পরিদর্শকের কার্যালয় এর অফিস করা হয় তাহলে যে সুবিধা গুলো দেওয়া যাবে কিনা এই সমস্ত চিন্তা করে এ ডি সি কে আরোও উন্নয়নের জন্যই বা শিক্ষাকে আরোও প্রসার করার জন্য এডিসির হাতে ক্ষমতা দেওয়া যাবে কিনা, এই বিষয়টা চিন্তা করা দরকার এবং বামফ্রন্ট সরকার বলেছে আমরা শিক্ষাকে আলোকিত করতে চাই, বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যেখানে প্রত্যন্ত এলাকা আছে। তাহলে পরে উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক এবং অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোকে এডিসি এলাকায় ক্ষেত্রে কেন অসুবিধা ভোগ করছে। যেহেতু এডিসি এলাকার কর্তৃপক্ষরা চাইছেন যে রাজ্য সরকার যাতে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো তাদের হাতে দেওয়ার জন্য আপিল করেছেন এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি এবং এডিসি শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব যিনি বর্তমানে আছেন তার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যাবস্থা করেছেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাষ্ট্রীয় আইন মোতাবেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব এডিসির হাতে এখন ১২৮৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এটা চালানোর দায়িত্ব সম্পূর্ণ এডিসির। এডিসি এলাকার মধ্যে ১৭৭টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে, ১৫০ টি মাধ্যমিক বিদালয় আছে, ৫১টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এখন ১২৮৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব যে তারা পেয়েছেন সঠিক ভাবে সেই দায়িত্ব পালন করবেন। এবং সেটা পালন করতে গেলে এই স্কুলগুলোতে যারা আছেন তারা মাসে মাসে যে বেতন পান সে বেতন তাদেরকে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, তার একটি বড় অংশের মধ্যে হলো কক্‌বরক মাধ্যম। কক্‌বরক ভাষাটি তাদেরকে পড়াতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়ত, বেতন নেওয়ার জন্য এখন ইনস্‌পেকটরেইটস আছে সেখানে এসে তাদেরকে বেতন নিতে হবে। সেই জন্য ট্রেন্সপোর্ট এর ব্যাপার আছে, শিক্ষা দপ্তর সেসব শিক্ষকদের বেতন দিতে পারেন বা বাধ্য এবং সেখানে যে স্কুলগুলো আছে সেগুলোও তদারকি করতে পারেন। কিন্তু বেতন নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ট্রেন্সপোর্ট এর ব্যাবস্থাটা শিক্ষা দপ্তর করতে

পারেন না। সেটা কেন এমন হচ্ছে মাননীয় সদস্য নিশ্চই এটা বুঝবেন। সন্ত্রাসবাদীদের জন্য সমস্ত কমিউনিকেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এই স্কুলগুলো কোনটা চালু আছে আবার কোনটা চালু নেই এই ভাবেই চলছে, এই হচ্ছে ত্রিপুরা রিয়ালিটি এছাড়া আমরা এই একথাটা অফিসিয়াল বলতে পারিনা যে শিক্ষকদেরকে সেখানে সন্ত্রাসবাদীর বন্দুকের খরচ দিতে হয় সে জন্য তাদের উপর একটা স্বাধীন ত্রিপুরা রাষ্ট্রীয় এলাকা নাম করে প্রত্যেকে তিন শতাংশ বা ছয় শতাংশ চাঁদা দেওয়ার একটি নোটিশ দেওয়া আছে এবং সেটা দেখানে পরে তাদের উপর কোন আক্রমন আসে না সেজন্য আমরা লক্ষ্য করছি অত্যন্ত পক্ষে ১২০০ স্কুলের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ৫০০০ হাজার শিক্ষক প্রতি মুহূর্তে দেয়ার আণ্ডার দ্যা টেররাইজেশন তারা সেখানে থাকতে ও ইচ্ছুক না। একটি বিশাল অংশের মানুষ সেখানে থেকে তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে থেকে তারা আসতে চায়। সেই জন্য দেখা যাচ্ছে ককবরক শিক্ষকদেরও একটি অংশকে আমাদেরকে সেইক জায়গায় আনতে হচ্ছে।
দ্বিতীয়ত হলো মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক এবং সিনিয়র বেসিক স্কুল সেখানেও কম শিক্ষক নয়। প্রায় ১৭৭টি স্কুলে প্রত্যেকটিতে যদি ১০ জন করে শিক্ষক প্রয়োজন হয় এই সবগুলো যদি আমরা ধরি এই স্কুলগুলোতে প্রায় ৪০০ মত যে স্কুল যে শিক্ষক আছেন সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষক, বাংলা শিক্ষক এবং সেখানে সাবজেকট টিচার-এর লোক ত্রিপুরা ট্রাইবেল এলাকার যারা শিক্ষিত হয়েছেন আমার ধারনা গড়ে পাঁচ শতাংশের বেশী সাবজেকট টিচার ট্রাইবেলদের মধ্যে হয়নি। কাজেই এই এ. ডি. সি. এলাকার মধ্যে যদি যেহেতু অ মি বাসিন্দা সেই জন্য আমাকে করতে হবে সেই ধরনের মানসিকতা ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের জন্য। কাজেই এখনই এই স্কুলগুলো তাদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রশ্ন নেই। এখন যে শিক্ষক আছে তারাই সেখানে যেতে পারছেন না, তারা ভেঙ্গে পড়ছেন। কাজেই আমি আশা করি মাননীয় সদস্য যেটা অনুধাবন করবেন। আর ভবিষ্যতে যদি সেই আইন পরিবর্তন হয় নিশ্চয়ই সমস্ত স্কুল, কলেজ পর্যন্ত এ ডি সি চালক সেটা আমরা চাই। কাজেই আমি আশা করছি মাননীয় মাননীয় সদস্য ব্যাপারটা অনুধাবন করবেন আর ভবিষ্যতে আইন যদি পরিবর্তন হয়, নিশ্চয়ই সমস্ত স্কুল কলেজ পর্যন্ত এ. ডি. সি. চালক এটা এটা আমরা চাই।
শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী শেষে একটা কথা বলেছেন এটা বুঝেছি কিন্তু বাকি যে প্রশ্নের অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দিয়েছেন, এটা জানাবেন কি, যে বামফ্রন্ট প্রতিবারেই উপজাতি দরদী হিসাবে পরিচয় পেতে চায়, যে অধিক ক্ষমতা এ. ডি. সি. কে দেওয়া হউক এটা তাদের পার্টির ইস্তাহারেও আছে এবং আমার মনে হয় এটা আমরা আগে চেয়েছিলাম এবং আপনারাও চান, উত্তরপ্রদেশে স্যার, গিয়ে দেখি পঞ্চায়েতের কাছে হাইস্কুলগুলিকে তুলে দেওয়া হয়েছে, মিজোরামে ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল আছে, এবং সেখানে স্কুলগুলিকে চালানোর জন্য আলাদা বোর্ড করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে বোর্ড আছে এই বোর্ডই এটা পরিচালনা করে। তো অধিক ক্ষমতা দেওয়ার স্বার্থে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় আইন উল্লেখ করেছেন ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত আছে। কিন্তু এমন কোথাও বাধা ধরা আইন নেই যে রাজ্য সরকারের হাইস্কুল পর্যন্ত, ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত দেওয়া যাবে না। রাজ্য সরকার পুনর্বিবেচনা করবেন কিনা যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এটা এটা এ. ডি. সি. এলাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হউক, আর একটা যেটা উনি বলেছেন যে পার্সেন্টিজ হিসাবে সেখানে ট্রাইবেল শিক্ষক দেওয়া হবে এর কিন্তু বাধা ধরা নিয়ম হওয়া উচিৎ নয়। অতএব এটা খুব ব্যথা লাগল আমাদের যে সেখানে তো শিক্ষকরা পাঁচ ভাগ ট্রাইবেল শিক্ষিত হয় নাই। সেখানে নন্

ট্রাইবেল যাবে মনিপুরি, মারোয়ারী যাবে যে যাবে যারা শিক্ষিত তারাই যাবে। এবং এ, ডি, সি তে এই কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই যে অন্য কেউ চাকরী করতে পারবে। অতএব এটা স্পষ্ট করে বলবেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— আমি শতকরা পাঁচ ভাগের কথা শুধু এই জন্যই বলেছি যে স্বাধীনতার ৫২ বছর পরেও এই রাজ্যে একটা জনগোষ্ঠী শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র উপযুক্ত হয়েছে বিষয় শিক্ষকের জন্য। ৫০ বছর গেল অন্তত: শতকরা ৩১ ভাগ বিষয় শিক্ষকের যোগ্যতা তারা অর্জন করতে পারল না মাননীয় সদস্য ব্যথা পাওয়ার জন্য আমি দুঃখিত, সহানুভূতিশীল আমি কম। ব্যথা থেকে এই কথাটা বলিনি কিন্তু, কারণ আমার ব্যাথাটা অনেক ক্ষত থেকে এসেছে। কিন্তু এটা হল কোন এ. ডি. সি মানেই তো স্বয়ংভরতা. অন্তত: পক্ষে শতকরা ৩: ভাগ ট্রাইবেল পপুলেশান, এই শতকরা ৩১ ভাগ ট্রাইবেল পপুলেশান আগরতলায় শহরের ও প্রতিটি কেন্দ্রের মধ্যে শতকরা ৩১ ভাগ এম্পলয়ী ভাগ নন-ট্রাইবেল পার্বত্য এলাকায় থাকছে। আমি এটা বিশ্বাস করি। কিন্তু আরকে যে কতকথা এসেছে পাহাড়ের মধ্যে নন-ট্রাইবেল থাকতে পারবে না. স্কুলের মধ্যে বাঙ্গালী-শিক্ষক থাকতে পারবে না, বাঙ্গালী এলাকায় ট্রাইবেল শিক্ষক থাকতে পারবে না. এটা এইভাবে সর্বনাশ করা হয়েছে, আমি যদি কোন সদস্যকে ব্যাথা দিয়ে থাকি-এই ব্যাথাটা ক্রিয়েটিভ, ক্রিয়েটিভ মিনস, আমি এই কথাটা সেইজন্যই বলছি, আপনি বলুন আজকে কি অবস্থা একটা শিক্ষক যদি যায় সেখানটাই কিডন্যাপ হয়ে যেতে পারে, একটা কিডন্যাপ হলে পরে, একটা শিক্ষককে কেন্দ্র করে করে দশটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়. অন্তত: পাঁচ থেকে দশ লক্ষ টাকা দিতে হয়। তারপরে যদি খুন হয়ে যায় তাহলে এই অবস্থার মধ্যে এবং কতগুলি টিনেজার বৈরী এইভাবে এই জিনিষগুলি করে টোটাল রাজ্যের যে অগ্রগতির যে পরিবেশটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং জাতি উপজাতির মধ্যে হাজার বছরের যে বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটাই রিয়েলিটি। সেই দিক থেকে কিন্তু আমরা কথাটা বিশ্বাস করি যদি কোন দিন হয়ত পার্সেন্টেজ সেই জনসংখ্যার ভিত্তিতে হেরফের হতে পারে, কিন্তু যেটা ষ্টাট্যুটরি ব্যাপার অন্তত: পক্ষে ৩১ শতাংশ ট্রাইবেল প্রতিটি বিষয়ে ৩১ জন শিক্ষক সরবরাহ করার মত তার যে সোস্যাল ডেভলাপমেন্ট, একাডেমী ডেভলাপমেন্ট এটা তো আজকে হয়নি। এই জায়গাটায় আমরা সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়ে যাচ্ছি। এটাকে-ব্যবহার করা এই রাজ্যের মধ্যে এইরকম হচ্ছে। এবং মাননীয় সদস্য যদি ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল এর ব্যাপারে ব্যাথা পেয়ে থাকেন তাহলে আমি দুঃখিত। কিন্তু এটাও সত্য যে আজকে এটা একটা ষড়যন্ত্র চলছে। বাঙ্গালী এলাকায় পাহাড়ী থাকতে পারবে না, পাহাড়ী এলাকায় বাঙ্গালী থাকতে পারবে না। এই যদি হয় তাহলে শিক্ষার অবস্থা কোন দাঁড়ায়। আমরা চাই এ. ডি. সি. পূর্ণ দায়িত্ব নিক। কিন্তু সেখানে তো শিক্ষা দিতে হবে, ডাক্তার যেতে পারছে না, বাজার বসছে না ইঞ্জিনিয়ার যেতে পারছে না। যেখানে ১৬ টাকা বিড়ির পেকেট আগামী দিনে ৪০ টাকা হবে। কিন্তু আমি সেই জায়গাতে কথা বলছি।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন পর্ব শেষ, ২০ মিনিট চলে গেছে। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

ANNEXURE'S 'A & B'

OBITUARY REFERENCE

সভার পরবর্তী কার্যসূচী স্মৃতি চারন। আজকে পাঁচটি স্মৃতি চারন আছে, এই পাঁচটি স্মৃতি-চারন একত্র করে তারপর যারা প্রয়াত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, একটা ব্যাপারে আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এখানে স্যার, নর্মাল কোর্সে দেখছি পার্লামেন্ট এবং অ্যাসেম্ব্লিতে কনভেনশন সাধারণত মন্ত্রী, জন প্রতিনিধি নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু এখানে দেখছি শ্রদ্ধেয় প্রয়াত ভাণ্ডবাবুর এখানে স্মৃতিচারণ হয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামী বা অন্যান্যদের ব্যাপারে হয় নাকি। এখানে এটা কিভাবে আসল। এই জিনিসটা ঠিক হচ্ছে নাকি এটা দেখার ব্যাপার। যদি অতীতে কোন ইনষ্টান্স থাকে, কারণ অন্যান্য সময় দেখছি জন প্রতিনিধি আইদার মন্ত্রী এই রকম ইনষ্টান্স এই হাউসে নেই। কারণ এটা চিন্তার বিষয়। এই রকম আমার তা মোহনপুরে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী মারা গেছে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা এই হাউসে কোন দিন করে নি। এটা আসবে কিনা, বা আনা যাবে কিনা

মিঃ স্পীকার :— এই ব্যাপার নিয়ে পরবর্তী সময় আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর :— মিঃ স্পীকার স্যার, শোক প্রস্তাব হোক, শোক প্রস্তাব নিয়ে আমার কোন আপত্তি নেই। বাইরেও ভাণ্ডবাবুর শোক প্রস্তাব হয়েছে।

(গণ্ডগোল `

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমার কোন আপত্তি এটা কথা না, এটা স্যার, কনভেনশানে তো এই রকম নেই।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা আলোচনা করে ঠিক করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ : —স্যার, স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা অতীতে প্রয়াত হয়েছে, অ্যাসেম্ব্লি সেক্রেটারী থেকে কালেকশন করে, এইগুলি যেন পালন করা হয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এই সময় আমার বিতর্ক স্টীল।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ।—স্যার, এটা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে এটা নিয়মের মধ্যে পরে কিনা। কারণ এর আগে আমার এলাকায় একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী রেবতী সরকার মারা গেছে। তখন আমি প্রশ্নটা তুলেছিলাম, কিন্তু সে এই হাউসের মেম্বার নয় এই অজুহাতে সেই প্রশ্নটা বাতিল করা হয়েছিল।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় এখন লিষ্টের মধ্যে আছে। এখানে তো এত লোক এবং সবাই বলছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এর প্রসঙ্গে এমন কতগুলি বিষয় এসেছে যেটা এমনি ছিলেন হয়তো তাদেরটা এখানে নেওয়া যায়নি। আপনি বলছেন আমি অনুরোধ করব পরবর্তী সময় আমাদের এফেয়্যার্স মিনিষ্টার এবং বিরোধী দলনেতার সাথে বসে আলোচনা করে একটা প্রপার গাইড লাইন লে ডাউন করেন। তাতে যদি এটা নিয়ে কিছু না হয় আমি সেটা বলবার চেষ্টা করছি। এখন তো লিষ্টের মধ্যে একজন প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম এসেছে হতে পারে তিনি আমাদের পার্টির নেতা। টা নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নগুলি অসঙ্গত এটাতো বলা যাবেনা। অতীতে যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা আগে নিলাম না এখন আমরা নিচ্ছি কেন। শাসকদলের নেতা ছিলেন বলেই কি আমরা করছি এই প্রশ্নটা। এইভাবে রিলেভেন্সি না আসলেও মনের মধ্যে এটা আসে। আমি এটা পরিষ্কার করে বলছি। তার জন্য আমি বলছি এখন তো আমরা এই অবিচুয়ারি রেফারেন্সে সবার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। মাননীয় স্পীকার সাহেব বিভিন্ন দলের বা

গ্রুপের যারা লিডাররা আছেন বিধানসভায় তারা এবং আমাদের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টের এফেয়ার্স মিনিষ্টার বসে ভবিষ্যৎ দিনে এটার জন্য একটা গাইড লাইন তৈরী করে দেবেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা নিশ্চয়ই আপনার জানা আপনার এলাকার তেলিয়ামুড়ার শিবিরকুমার যে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। উনিতো কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ছিলেন। উনি বিগত কয়েকদিন আগে মারা গেছেন। উনাকে কেন এখানে আনা হল না, এটা নিয়ে কি আলোচনা করবেন।কি ?

মিঃ স্পীকার :— শ্রদ্ধা জানাতে কোন আপত্তি নেই। আমরা পরবর্তী সময় গাইড লাইন ঠিক করব সবাইকে নিয়ে। এটা তো আমি বললাম।

গীতা মুখার্জি

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে, প্রবীণ কমিউনিষ্ট নেত্রী দেশের নারী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব সি. পি. আই, এর বিশিষ্ট সাংসদ গীতা মুখার্জি গত ৪ঠা মার্চ ২০০০ইং সকাল ৭:১০ মিনিটে নয়াদিল্লীর ভিঠল ভাই প্যাটেল হাউসে তাঁর সাংসদ আবাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রয়াত গীতা মুখার্জির জন্ম ১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারী অবিভক্ত বাংলার যশোহরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক মুহূর্তে উত্তাল ছাত্র আন্দোলন একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে সি. পি. আইতে যোগ দেন। ১৯৬৭ সালে তিনি প্রথম মেদিনীপুর জেলা পাঁশকুড়া পূর্ব কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই কেন্দ্রের বিধায়িকা ছিলেন। ১৯৮০ সালে পাশকুড়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন। এই কেন্দ্র থেকেই তিনি ১৯৯৯ সালে ত্রয়োদশ লোকসভা পর্যন্ত একটানা সাতবার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি মহিলা আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান উইমেন এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সভানেত্রী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি আপাদমস্তক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

এই বিশিষ্ট নেত্রীর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তার পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

ভানু ঘোষ

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, উপজাতি অনুপজাতি শোষিত নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের শোষণ মুক্তির সংগ্রামে অন্যতম অগ্রণী নেতা ভানু ঘোষ গত ৫ই এপ্রিল ২০০০ইং গভীর রাতে কলকাতার এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

ভানু ঘোষের জন্ম ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরে অবিভক্ত ভারতের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার নাটাই গ্রামে। ছাত্রাবস্থায় তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি একটি রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং তার এক বছর জেল হয়। ১৯৫২ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য দপ্তরের সবক্ষনের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য হন। ১৯৬৪ সালে

পার্টি ভাগ হলে তিনি সি. পি. আই. (এম)-এ যোগ দেন। ১৯৭৮ সাল থেকে একটানা ১০ বছর তিনি রাজ্য কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন।

এই বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সগ্রামী প্রবীণ কমিউনিষ্ট নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ৬ই মে ২০০০ইং রাত ১০.১৫ মিনিটে কলকাতা এস. এস কে এম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

প্রয়াত বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর জন্ম ১৯১১ সালের ১৪ই জানুয়ারী বর্ধমানের গুটবার গ্রামে। স্বাধীনতা আন্দোলনের বামমুখী ধারা থেকে যারা কমিউনিষ্ট পার্টিতে এসেছিলেন, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বিপ্লববাদী আন্দোলন, লবন আইন অমান্য আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনের নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর জীবনটাই ছিল এক ইতিহাস। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নানা পথ ঘুরে ১৯৩৮ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ পান। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পলিটব্যুরোর সদস্য। ত্যাগ ও আদর্শের প্রতীক বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ভূমি সংস্কার দপ্তরের মন্ত্রী হন। মূলত তাঁর নেতৃত্বেই রাজ্যে ভূমি সংস্কারে কাজ সফল হয়। ১৯৮২ সালে পঞ্চায়েত দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন ১৯৫২ সালে বর্ধমান বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই কেন্দ্র থেকে মোট নয়বার তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এই বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার : — সভার পরবর্তী কর্মসূচী হলো, "স্মৃতিচারণ পর্ব"। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে পাঁচটি স্মৃতি চারণ এর বিষয় উল্লেখ রয়েছে। আমি দুটি স্মৃতি চারণ এখন পাঠ করব এবং পাঠের শেষে, মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব ২ (দুই) মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে।

মনমোহন দেববর্মা

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য এবং ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি শ্রীমনমোহন দেববর্মা গত ৩-রা জুন, ২০০০ইং তাঁর জম্পুইজলার মহিম চৌধুরী পাড়াস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

প্রয়াত দেববর্মার জন্ম ১৯৩২ সালের ৭ই অক্টোবর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জম্পুইজলা অন্তর্গত মহিম চৌধুরী পাড়ায়। তিনি ১৯৪২ সালে উমাকান্ত একাডেমিতে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ঐ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি বি. এ পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপরেই তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে

যোগদান করেন এবং ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। প্রয়াত দেববর্মা ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্বে পালন করেছেন। কর্মজীবনে তিনি নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করে গেছেন। এই বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুতে ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তার পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য। সদস্যাগণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

রাজেশ পাইলট

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য, সাংসদ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেশ পাইলট গত ১১ই জুন, ২০০০ ইং বিকাল ৪.৪৫ মিনিটে রাজস্থানের দৌসা জেলায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বৎসর।

প্রয়াত রাজেশ পাইলটের জন্ম ১৯৪৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। মিরাট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ এবং দিল্লী থেকে বিমান চালনায় স্নাতক ডিগ্রী পেয়ে বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৭৯ সালে স্কোয়াড্রন লীডার হিসাবে অবসর গ্রহণ করে কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৮০ সালে রাজস্থান-এর দৌসা কেন্দ্র থেকে লোকসভার সাংসদ নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি লোকসভার সাংসদ ছিলেন। ১৯৮৫ সালে পরিবহন প্রতি মন্ত্রী হিসাবে রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। নরসীমা রাও মন্ত্রিসভায় প্রথমে অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পরে পরিবেশ মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেন।

এই বিশিষ্ট নেতার আকস্মিক অকাল প্রয়ানে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য / সদস্যাগনকে ২ (দুই) মিনিট দাড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

MATTER RAISED BY MEMBERS

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, একটা ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, গত এ্যাসেম্বলী শেসানে আমার একটা কোয়েশ্চান ছিল হোম ডিপার্টমেন্টের উপর। কোয়েশ্চান নং—৭ ছিল। সেটা পাঁচই জুলাই, ৯৯ ইং সালের। এখানে ম্যানশন করা আছে রোল ৫৫ ক্রম ৩। আমি দেখছি এটা অনেক দিন ধরেই নিয়ম বহির্ভূতভাবে এই হাউসে চলছে। If its a go through rule 55,reply to the the postpond Question shall be given by the concerned Minister on the floor of the House, after 15 days of the postpoment. provided that the question shall subject of the provisional of rule 49 replaced in the list after all the question which are not been so postpond.

স্যার, আমি একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, গত অ্যাসেম্বলী সেশানে আমার প্রশ্ন ছিল হোম ডিপার্টমেন্টের উপর ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার, সেটা ৫ই জুলাই আমাদের প্রত্যেক সদস্যদের কাছে রিপ্লাই পাঠানো হয়। এখানে রুলসের মধ্যে পষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান সম্পর্কে পরিস্কার ৫৫তে লেখা আছে। কিন্তু সে নিয়ম আপনার অফিস মানছে না। বছরের পর বছর ধরে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কাজ চলছে।

এখানে আমি রুলস টি পড়ছি। 55. (1) Replies to the postponed questions shall be given by the concerned Minister on the floor of the House after 15 days of the postponement :

Provided that question shall, subject to the provision of Rule 49 be placed in the list after all the questions which have not been so postponed.

2) If the Session does not prolong for 15 days or more from the date of the postponement of the question the concerned Department shall furnish replies to those questions to the Assembly Secretariat within 15 days from the date of postponement of the question.

3) The Secretary shall forward the replies to those questions as referred to in sub-rule (2) above, to the the Members of the House,

4) The concerened Minister shall, in the next Session lay a copy of such replies to the postponed questions on the Table of the House on the day alloted for the Minister under the Rule 49 and shall give notice to that effect in writing to the Secretary :

Provided that if the day alloted for the Minister does not fall within the Session period he may lay the copies of reply on any other day within this Session.

স্যার, আমার কোয়েশ্চান ছিল ১৪.২.২০০০ ইং তারিখে। নিয়ম অনুসারী ২২শে ফেব্রুয়ারী আসার কথা ছিল যদি ঠিক সময়ে দেওয়া হত। আর ৫ই জুলাই যে রিপ্লাই এসেছে, তাতে অনেক তথ্য চেপে দেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন ছিল, সমগ্র ত্রিপুরার উপর। কিন্তু রিপ্লাই এসেছে, মাত্র ২টি ডিষ্ট্রিক্টের উপর। যদি রিপ্লাই আসত, তা হলে এই সেশানে আমি অনেক জিনিস জানতে পারতাম। কাজে কাজেই এই ভুল প্রসেস দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এটা বছরের পর বছর কন্টিনিউ করছে। এটা পষ্টপন্ড কোয়েশ্চান নয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি রুলস প্রসিডিউর এ্যাণ্ড কনডাক্ট অব বিজনেস এর ৪৭ (২) উল্লেখ করছি— "A question shall be replied on the date on which it is listed. If the information required by the member is not available, the Minister shall state the position accordingly, and the Speaker may allow such futuretime as he may, under the circumstances, been proper and fix a date for the answer". মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে নেকস্ট সেশানে হোম ডিপার্টমেন্ট যে দিন আসবে সেদিন উত্তর দেবেন। তার মানে ডেইট হ্যাজ অলরেডি বীন ফিক্সড। সুতরাং ৪৭ মোতাবেক দ্যাট ইজ নট এ পোষ্টপোনড কোয়েশ্চান।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— ইট ইজ টু বী লেইড অন দ্য টেবিল।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মেম্বারদের রাইট কারটেইল, হয়েছে। আমি এডিশন্যাল প্রশ্ন করতে পারব না। ডেইট হ্যাজ বীন ফিকসড ফর হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, ইট গো থ্রু দ্য রেকর্ডস অব দিস এসেম্বলী। আমার স্পষ্ট মনে আছে লীডার

অবশ্য হাউস বলেছিলেন নেক্সট সেশানে হোম ডিপার্টমেন্টের যে দিন কোয়েশ্চান আসবে সেদিন সেটার রিপ্লাই উনি দেবেন। এটা রেকর্ড আছে। স্যার, ইউ গো থ্রো দ্য রেকর্ড। স্যার এই পদ্ধতিটা বং। কেন আমরা ভুল পদ্ধতি এডপট করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি দেখে পরবর্ত্তী সময়ে বলব।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, নেকস্ট হোম ডিপার্টমেন্টের কোয়েশ্চানে এটা উঠবে তো ?

মিঃ স্পীকার :— আপনি আসুন আমার চেম্বারে। আমি এই মুহূর্তে এই কথা বলতে পারছি না। আমি আমি এটা দেখব। আপনি আমার চেম্বারে আসলে পরে এটা আলোচনা করা যাবে।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— ঠিক আছে।

REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE—Adtopted.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও গ্রহণ করা।"

বর্তমান অধিবেশনের ৭ই জুলাই, শুক্রবার, ২০০০ ইং তারিখ হইতে ২০শে জুলাই, বৃহস্পতিবার ২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য,, বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছে সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভায় বর্তমান অধিবেশনের ৭ই জুলাই, ২০০০ ইং তারিখ হইতে ২০শে জুলাই, বৃহস্পতিবার ২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনা জন্য "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছে তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— স্যার, ২০শে জুলাই পর্যান্ত হাউস চলবে। যদি আরও একদিন অর্থাৎ ২১শে জুলাই শুক্রবার পর্যন্ত বাড়ানো হয় তাহলে আমরা প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেতে পারি। এই ব্যাপারে আরও একদিন বাড়ানোর জন্য আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আরও একদিন বাড়লে ভাল হয় স্যার। এই ব্যাপারে আমাদেরও দাবী রইল।

মিঃ স্পীকার :— আগে ১৭ই জুলাই পর্যান্ত অধিবেশনের মেয়াদ নির্দ্ধারিত ছিল। পরে সবার সাথে আলোচনা-ক্রমে আরও তিনদিন বাড়িয়ে ২০শে জুলাই পর্যন্ত করা হয়। সবার সাথে আলোচনাক্রমেই এটা করা হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতে যে "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো :—

"বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"।

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায় মহোদয় কর্তৃক

একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায় মহোদয়কে উনার নোটিশটি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার আমার নোটিশটি হলো — গত ২১শে জুন ২০০০ "সালে ত্রিপুরা দর্পন" পত্রিকায় ১ম পাতায় "জি. বি. হসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা বিপর্যস্ত "চিকিৎসা বিভ্রাট-ইনটেনসিভ ইউনিটের রোগীনীর মৃত্যুর পর রিপোর্ট হাপিস, তদন্ত ধামাচাপা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

মিঃ স্পিকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখবেন, তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এ সম্পর্কে আমি আগামী ১৮ই জুলাই, ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহাশয়ের নিকট থেকে রেফারেন্সের একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে সেটি উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহাশয়কে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীসুধন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

'৪৪ নং জাতীয় সড়কে চূড়াইবাড়ী থেকে আগরতলা পর্যন্ত ডাবল লেন করা, আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রাস্তায় পীচ কর্তৃক নিম্ন মানের কাজ হওয়া সম্পর্কে"।

মিঃ স্পিকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এখনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই নোটিশটির উপর আমি আগামী ১২. ৭. ২০০০ ইং তারিখে আমার বক্তব্য আমার বক্তব্য এই হাউসে পেশ করব।

মিঃ স্পীকার:— আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এবং মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। এই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় সদস্যগনকে আহ্বান করছি উনাদের মধ্য থেকে যে কেহ একজন দাঁড়িয়ে নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"স্বর্ণ জয়ন্তী স্বরোজগার যোজনার অর্থ সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে দিয়ে দেবার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে, রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে যাবার দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য

রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই নোটিশটির উপর আমি আগামী ১৭. ৭. ২০০০ইং তারিখে আমার বক্তব্য এই হাউসে পেশ করব।

CALLING ATTENTION.

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে হাউসে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহাশয়কে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"গত ২০শে মে, ২০০০ইং কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত বাঘবেড় শরণার্থী শিবিরে ঢুকে গণহত্যা সংগঠিত হওয়া সম্পর্কে "।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে একটি পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ১৩. ৭. ২০০০ইং তারিখ এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার এবং মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা মহাশয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় সদস্যদের আহ্বান করছি উনাদের মধ্য থেকে যে কেউ একজন দাঁড়িয়ে নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"গত ১৯শে জুন, ২০০০ইং খোয়াই মহকুমার চাম্পাহাওয়ার বাজারে এ. ডি. সি.-র সাব জোনাল অফিসার সন্নিকট পুরকায়স্থ এন, এল, এফ, টি উগ্রবাদীদের আক্রমণে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষান বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আর কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ের উপর আমি ১২. ৭. ২০০০ইং তারিখ হাউসে আমার বক্তব্য পেশ করব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। এই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে আহ্বান করছি দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৫ই জুলাই ২০০০ইং ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার প্রকাশিত সি. আর. পি. এফ. এর হাতে ডেইলী দেশের কথার সাংবাদিক নিগৃহীত সংবাদ সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অবগত করে জানান।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি হাউসে ১৩. ৭. ২০০০ইং বক্তব্য রাখব।

LAYING OF THE REPORTS OF THE SELECT COMMITTEE,

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, I would like to inform you that a Report of the Select Committee of the Tripura Voluntary Village Defence Parties Bill, 2000 (Tripura Bill No, 4 of 2000) has been submitted to me by the Hon'ble Chairman of the Select Committee i, e, Hon'ble Minister-in-charge of the said Bill.

Now, I directed the Secretary, Tripura Legislative Assembly to lay a copy of the said Report on the Table of the House.

(At this stage the Secretary, Tripura Legislative Assembly will lay a copy of the Report of the Select Committee on the Table of the House).

(উপস্থিত মাননীয় বিধায়কগণের মধ্যে সিলেকট কমিটির) রিপোর্টটি বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার মনে হচ্ছে রিপোর্টটা ইনকম্প্লিট, এখানে বলা হয়েছে— The Select Committee has carefully examined the "Tripura Voluntary Village Defence Parties Bill, 2000 (Tripura Bill no 4 of 2000 ," In view of the above position emerging from the Report of the Select Sub-Committee, it has been unanimously decided the object & purpose of the proposed"

TripuraVoluutary Village Defence Parties Bill 2000 (Tripura Bill No. 4 of 2000) may also be achieved under the existing police Act, 1861 followed in this State and also by taking Administrative decisions as may be necessary. As such the Committee is presenting its Report to the House to this effect and as regards the said Bill, the Committee leaves the matter to the House for consideration. এই যদি হয় তা হলে তো এর কোনই ভ্যালুর প্রশ্ন আছে।

মিঃ স্পীকার :— আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলতে দিন। I would now request the Hon'ble Chief Minister of the Bill to take such step as deems necessary,

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো আমাদের এই কমিটির চেয়ারম্যান অন বিহাফ অফ দ্যা কমিটি। কমিটি রিপোর্টের কপি সার্কুলেশন করা হয়েছে অন কনসিডার। আমি তাই এই বিষয়ে ডিটেইলসে যাচ্ছি না

Shri Manik Sarkar (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir, in pursuance of Rule 139 (a) of the Rules of procedure and conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly- I move the following MOTION in the House today on 7. 7. 2K.

That "the Tripura Voluntary Village Defence Parties Bill, 2000 (Tripua Bil No. 4 of 2000) as introduced in the House on 15. 2. 2000 at the 6th Session of the 8th Assembly and subseqently referred to the Select Committee by the House on 19. 2. 2000 be withdrawn."

Mr. Speaker :— Now, I am putting the MOTION moved by the Hon'ble Minister in-Charge of the Bill to Vote.

Shri Ratanlal Nath :— Mr. Speaker Sir, here is a provision for withdrawal of Bill. In rule 121 of the Rules of procedure and conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly, it is clearly mentioned "Provided that any member may object to the report being so taken into consideration if a copy of the report has not been made available for the use of members for five days before the day on which the Motion is made and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the report to be taken into consideration or"

স্যার, কোন সদস্য যদি এটা ৫ দিন আগে না পেয়ে থাকেন তা হলে এই নিয়ে আলোচনা করার আর অন্য কোন স্কোপ এই রুলে রয়েছে কিনা সেটা আপনি অনুগ্রহ করে একটু লক্ষ্য করে দেখুন। এখানে এই নিয়ে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে যে কোন মেম্বারের এতে আপত্তির সুযোগ রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— বিল কান্সিডারেশনের প্রশ্নে এটা করা যেত।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আপনি যদি রুলটা দেখে এটা বলেন তাতে কিন্তু স্পষ্ট করেই উল্লেখ রয়েছে এনি মেম্বার মে অবজেক্ট।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, বিলটা প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে যে ড্রাফটিংটা করা হয়েছে সেটা রতনবাবুকে সঙ্গে নিয়েই করা হয়েছে। কাজেই, রতনবাবুরও এতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এই জন্যই আমার যে কোন আপত্তি এই ব্যাপারে নেই সেটা আমি আগেই বলে দিয়েছি। মূল প্রশ্নটা এসেছে বিল প্রত্যাহারের প্রথাটা যথার্থ ভাবে হচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে—অন্য কিছু নয়।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে তাহলে এটা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এখানে এই নিয়ে আমার আর কোন আপত্তি নেই।

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill to vote .

The Motion is—

That The Tripura Voluntary Village Defence Parties Bill, 2000 (Tripura Bill No. 4 of

2000) as introduced in the House on 15. 2. 2000 of the 6th Session of the 8th Assembly and subsequently referred to the Select Committee by the House on 19.2.2000 be withdrawn.

(The Motion is passed by Voice Vote
without contrary opinion.)

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমি যদি পারি অন্যভাবে করতে তাহলে কেন সরকারের ৫ টাকা অযথা খরচ হবে? সুতরাং আমার মাধ্যমে ট্রেজারী বেঞ্চের বিশেষ করে মন্ত্রীদেরকে অনুরোধ করছি যাতে এই সমস্ত ব্যাপারে অফিসার যা বলবে তা যাতে চোখ বুজে সই না করে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার আমার মনে হয় সমস্ত দায়িত্বটা অফিসার বন্ধুদের কাঁধে চাপানোটা ঠিক হবে না। কারণ মাননীয় সদস্যের একটা চিঠি ছিল যে, পাঞ্জাবের ধাঁচে আইন করে আমাদের এখানে করার জন্য। এবং মাননীয় সদস্য খুব অনেস্টলিভাবে সিলেক্ট কমিটির মিটিং-এ আলোচনায়ও বলেছেন যে আমার জানা ছিল না, পাঞ্জাবে না গেলে কিছু জানতে পারতাম না। এখন প্রশাসনিক স্তরে একটা জায়গায় সিদ্ধান্ত হয়েছে. সিদ্ধান্ত আসার পেছনে কারণটা কি? বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ বা ফোর্সেরা বলছে এইরকম একটা ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি হওয়া উচিৎ। আমরা আলোচনা করেছি পুলিশের সাথে যে প্রসিড করে তোমরা কিভাবে করবে। তারা ল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বার্তা বলে একটা বিল তৈরী করেছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা তথ্যাদি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন এবং কর্ণাটক থেকে তারা তথ্য পেয়েছেন। যাই হোউক, তারা এটা তৈরী করেছেন সেই সময় কিন্তু আমরাও এখানে কেউ আলোচনার মধ্যে এই কথা বলিনি এই বিলে। তারপরে আমরাও এখানে অ্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করেছি। এনি মেম্বার এবং তাতে ওয়ান অব দি মেম্বারস অব হাউসে উনি বলেছেন যে এটা কনসিডার করতে যাওয়ার আগে, যে যে রাজ্যগুলি এইসমস্ত সমস্যা যা অতীতে ভুগছে সেই রাজ্যগুলিও আমাদের একটা স্পষ্ট স্টাডি করা দরকার। ওয়ান অব দি মেম্বারস অব দি হাউস বলেছেন যে এটা দরকার। বরং এটা পলিটিক্যালি ব্যাখ্যা হয়েছে এ. ডি. সি নির্বাচনের সময় বুথ দখল কমিটি একটা ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি, বুথ দখল কমিটির জন্য এটা করাহয়েছে, এইসমস্ত আলোচনা হয়েছে।

যাই হোক, এখানে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যখন বিশেষভাবে বিরোধী দলনেতা আলোচনায় বলেছেন এটা আগে সিলেকট কমিটিতে পাঠান. আমরা সময় চাই এই ব্যাপারে। আমরা হাউসের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে ঠিক আছে তাই করব আমরা। রাজ্যের শান্তির জন্য সম্প্রীতির জন্য করছি। সবাই মিলে মিশে যদি করতে পারি তাহলে সবচেয়ে ভাল হবে। সিলেকট কমিটিতে বসার পর আমরা যখন পরীক্ষা করছি তখনও কিন্তু আলোচনার মধ্যে আসেনি এই প্রশ্নটা, যে না এটা দরকার নেই। মাননীয় সদস্যরা কিন্তু ঘুরে আসার পর বলদেন। যে এটা না করাটা-আমি এই কারণে বলছি নট টু ডিপেণ্ড দিস, তাহলে আসলে কোন না কোনভাবে পুরো বিষয়টার ব্যাপারে আমরা সবাই যুক্ত হয়েগেছি। ফলে শুধু এই অফিসার বন্ধুদের উপর আমরা এটা চাপিয়ে দিই। থাকতে পারে তাদের সম্পূর্ণ তাদের চিন্তার মধ্যে তাই তাদের কাঁধে সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে ঠিক হবে না। এবং আলোচনার মধ্যেই সদস্যরা যারা ঘুরে এসেছেন তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন এটা না করেও করা যেতে পারে। এই কারণে বলছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমি বলেছি পাঞ্জাবের মত করতে, ঠিক আছে তাহলে পাঞ্জাবের মত করলেই হত। আমার চিঠিটা ছিল পাঞ্জাবের মত। তাহলে এই বিল আনার দরকার কি ছিল?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিতর্কে না গিয়ে আমি মাননীয় সদস্যকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব উনি যখন সিলেকট কমিটির মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন উনি নিজেও কিন্তু রেফার করেছিলেন। আমারও ধারণা ছিল পাঞ্জাবে বোধ হয় একটা বিশেষ ধরণের আইন আছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেল, কোন আইন নেই। মাননীয় সদস্য আপনি জানেন যে আমরা বিধানসভার সিলেকট কমিটি বসে প্রথম মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম স্পটে যাওয়ার আগে এই রাজ্যগুলির কাছে চিঠি লিখে বিষয়গুলি জানার জন্য। কিন্তু রেসপন্স পেয়েছি শুধুমাত্র কর্ণাটকের একটা রুলস্ পাঠিয়েছে আর আসাম থেকে একটা আইন পাঠিয়েছে বাকি কেউ রেসপন্স করে নি। এটাও আলোচনা করেছি। তারপরে সিলেকট কমিটি সিদ্ধান্ত করেছে স্পটে যাবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ব্যাপার হলো হোম ডিপার্টমেন্ট, ল ডিপার্টমেন্ট এখানে বিশেষজ্ঞ আছে পাঞ্জাবে কি আছে এটা গিয়ে দেখতে হবে? আইনটা কি আছে এটা একটা ফোনেই জেনে নেওয়া যায়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টা এই রকম সহজ না। আমাদের হোম ডিপার্টমেন্ট, ল ডিপার্টমেন্ট চীফ সেক্রেটারী তাঁদের সবাইকে আমরা লাগিয়েছি। কাশ্মীরের চীফসেক্রেটারীর সঙ্গে কথা হয়েছে, আসামের চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা হয়েছে, পাঞ্জাবের চীফসেক্রেটারীর সঙ্গে কথা হয়েছে এবং নাগাল্যাণ্ডের সঙ্গে কথা হয়েছে, সবার সাথে কথা হয়েছে। কাজেই ফোন করে সব জিনিষ জানা যায় না। আপনারা যাওয়ার পরও অনেক জায়গায় অনেক জিনিষ যেভাবে চেয়েছেন সবটা পাননি।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (কৈলাশহর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কি এ, ডি, সি নির্বাচনের আগে দলীয় লোকদের হাতে অস্ত্র তোলে দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল হল কিনা?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, একজন সদস্য এই রকম রক্ষী বাহিনী করার জন্য অনুরোধ করাতে উনি এটা এনেছেন। এইরকম তো অনেক সদস্য আমরা চিঠি দিয়ে থাকি কিন্তু উনি আনেন না। এইরকম জিনিষ আমরা অনুরোধ করতেই পারি আমাদের রাইট আছে, মেম্বারদের রাইট আছে। আনার পরে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে হঠাৎ করে একটা বিল আকারে নিয়ে আসা ঠিক হয়েছে কিনা?

এটা এখন বুঝা যাচ্ছে। এইটা আসামে আছে। এই বিল আনার আগে একজন অফিসার পাঠিয়ে কি অবস্থা তা জানা যেত। সেটা না করে চট করে একটা বিল এখানে নিয়ে এসেছেন। এই জন্য তো প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। রাজ্যের যে অবস্থা এই টাকাগুলি তো প্রত্যন্ত অঞ্চলে খরচ করা যেত। এখানে বিল এনে সেটাকে আবার প্রত্যাহার করা হল এর কোন অর্থ হয় না। এই রকম যে ভবিষ্যতে আবার হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। স্যার আপনার মাধ্যমে বলছি ভবিষ্যতে যাতে মাথা গরম করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলার জন্য এই রকম বিল আনা না হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুই চারটি কথা না বললে না হয়। আমি কি বলেছি তার রেকর্ড আছে। কোন একজন সদস্য যেমন বলেছেন, আমি ফোর্সের কথাও বলেছি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে যখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে যান তাদের দেওয়া যে বিভিন্ন প্রস্তাব এটাও আমি রেফার করেছি। তবে হ্যাঁ কোন একজন সদস্যও যদি কোন প্রস্তাব সরকার যদি মনে করে বিবেচনা করে যে রাজ্যের স্বার্থে এটা দরকার তা হলে একজন সদস্য বললে এটা করবনা কেন। কিন্তু ঘটনা এই রকম না। এটা মাথা গরম করার ব্যাপার না এটা আলোচনার হওয়ার পর এটা দীর্ঘ সময় নিয়ে করা হয়েছে। একটা বিল কিন্তু রাতারাতি তৈরী করা যায় না এটা ঠিক।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE.

Mr. Speaker :— Now the Business before the House—Laying of a copy of "The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Facilities to the Leader of the Opposition (Amendment) Rules, 2000 as required under Sub-section (2) of Section 12 of the Salary, Allowances and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Act. 1972,

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs Department to lay the above Rules on the Table of the House.

Shri Keshab Majumder (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay a copy of the "The Salary, Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Facilities to the Leader of the Opposition) (Amendment) Rules, 2000 on the Table of the House.

Mr. Speaker :— Now the Business before the House—Laying of a copy of "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixteenth Amendment) Rules, 2000 as required under Section 198 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department to lay the above Rules on the Table of the House.

Shri Keshab Majumder (Minister) :— Mr. Speaker sir, I beg to lay a copy of "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixteenth Amendment) Rules, 2000" on the Table of the House.

Mr. Speaker : — Now the Business before the House—Laying of a copy of "Seventeenth Eaighteenth and Ninteenth Report of the Tripura Publice Service Commission as required under clause (2) of Article 325 of the Constitution of India"

Now, I request the Hon'ble Chief Minister to lay the above Reports on the Table of the House.

Shri Manik Sarkar (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay a copy each of the Seventeenth, Eighteenth and Ninteenth Reports of the Tripura public Service Commission on the Table of the House.

Mr. Speaker :— Now the Business befor the House—Laying of a copy of "The Annual Report of the Tripura Industrial Development Corporation Limited for the Year 1990-1991 as required under clause (b) of Sub-section (3) of section 619 A of the companies Act, 1956".

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department to lay the above Report on the Table of the House.

Shri Pabitra Kar (Minister) :— Mr. Spearker Sir, I beg to lay a copy of "Annual Report (1990-1991) of the Tripura Industrial Development corporation Limited" on the Table of the House.

Mr. Speaker :— Now the Business before the House—Laying of a copy of "The Tripura Security Ordinance, 1999 (Tripura Ordinance No. 2 of 2000) as required under Sub-clause (a) of clause (2) of Article 213 of the Constitution of India.

Now, I request the Hon'ble Chief Minister to lay the above Ordinance on the Table of the House.

Mr. Manik Sarkar (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay a copy of "The Tripura Security Ordinance. 1999 (Tripura Ordinance No. 2 of 2000)" on the Table of the House.

Mr. Speaker :— Now the Business before the House—Laying of a copy of "The Tripura Sales Tax (Ninth Amendment) Ordinance, 2000 (Tripura Ordinance No. 3 of 2000) as required under Sub-clause (a) of Clause (2) of Article 213 of the Constitution of India.

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Deptt. to lay the above Ordinance on the Table of the House.

Mr. Badal Choudhury (Minister) Speaker Sir, I beg to lay a copy of "The Tripura Sales Tax (Ninrh Amendment) Ordinance, 2000 (The Tripura Ordinance No. 3 of 2000)" on the Table of the House.

GOVERNMENT BILLS—Introduced

Mr. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—

"The Tripura public Demand Recovery Bill, 2000 (Tripura Bill No. 6 of 2000) উৎথাপন। আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Mr. Badal Choudhury (Minister) "The Tripura Public Demand Recovery Bill, 2000 (Tripura Bill No. 6 of 2000).

এই সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎপাতি মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— "The Tripura Public Demand Recovery Bill, 2000 (Tripura Bill No. 6 of 2000)

এই সভা উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক। উক্ত প্রস্তাবটি ধবনি ভোটে সভা কর্তৃক বিলটি উৎথাপিত হলো।

সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— The Tripura Shops And Establishments (Third Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 8 of 2000)" উৎথাপন।

আমি এখন শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতী চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীকয়জুর রহমান (মন্ত্রী)) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Shops And Establishments (Thir Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 8 of 2000)".

এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো .— "The Tripura Shops And Establishments (Third Amendment), 2000 (Tripura Bill No. 8 of 2000)".

এই সভায় উৎপাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক। উক্ত প্রস্তাবটি ধবনি ভোটে সভা কর্তৃক বিলটি উৎথাপিত হলো।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION — Negatived

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশান" আজকের কার্যাসূচীতে ২টি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান আছে। প্রথম রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় দ্বিতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে, মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশানটি হলো "রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের দ্বারা আক্রান্ত, বাস্তুচ্যুত তথা বিপন্ন পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার মাধ্যমে স্ব-স্ব- গৃহে ফিরিয়ে নেওয়া সাপেক্ষে উক্ত পরিবারগুলির থাকা খাওয়ার সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে শীঘ্রই স্থায়ী শরনাথী শিবির খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া সম্পর্কে"।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটি নিত্ত অব্যা হাউস। কারণ রাজ্যে গত কয়েক বছর ধরে সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপের ফলে বহু লোক নিহত, বহু লোক আহত এর সংখ্যা সঠিকভাবে বলা কষ্ট সাধ্য। আমি ব্যক্তিগত ভাবে সরকারী তথ্য অনুসারে অন্যান্য এজেন্সির মাধ্যমে আমি সংগ্রহ করেছি। তবুও কমলপুর,

সাব্রুম এবং কৈলাশহর আজকে পর্যান্ত আমি তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। আমার কাছে সেই ইনফারষ্ট্রাকচার নেই।

কারণ সরকার এটা ভাল বলতে পারবেন যে কত লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে. একটা জিনিষ আশ্চর্য যে সরকারও বলতে পারছে না কত লোক বাস্তুচ্যুত, মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মনের এক প্রশ্নের উত্তরে যেটা গতকাল পেয়েছি সেই প্রশ্নের উত্তরে যদিও জানুয়ারী মাসের ঘটনা সেখানে ও বলছে এজ পার রিপোর্ট এভেইলএ্যাবল। এপ্রোক্সিমেইটলী। তারা অনুমান করে বলছে, তাহলে রাজ্যে কত লোক বাস্তুচ্যুত এই সংখ্যাটা সঠিকভাবে সরকার দিতে পারছে না। কিন্তু আমি নরমেল কোর্সে সাধারণত বিরোধী দল থেকে প্রস্তাব আসলে মনে হয় সরকার বা ট্রেজারী বেঞ্চকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কোন একটা প্রচেষ্টা হতে পারে, এই রকম একটা কিছু থাকতে পারে। কিন্তু আমার কাছে যে পরিসংখ্যান, সেটা লোয়ার সাইড আমিও ডিটেইলস পাইনি কিন্তু যতটুকু পেয়েছি সেই তথ্য শুনলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এমন কোন ব্যাপার নেই এখানে দু-চার জন ছাড়া, যার যার বিধানসভা এলাকায় কত লোক কি জাতি, উপজাতি, কত লোক আজকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং তারা কোথায় আছে? আজকের সকালের পত্রিকায় দেখুন স্যার, যে চেবরী দিয়ে লোক শরনার্থী ও ত্রানের অভাবে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। ঐ দিনের পত্রিকায় দিয়েছে শত শত লোক কল্যাণপুর থেকে বাংলাদেশের দিকে রওয়ানা দিয়েছে আশ্রয় জন্য স্যার, মাননীয় কাজল বাবু পথ আটকেছেন এবং তাদেরকে শান্ত করছেন ঐখানে গিয়ে কি হবে এখানেই থাক, বরঞ্চ আলোচনা করে দেখি কি করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর একটা বিধানসভার কেন্দ্র যদি বলি, মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্র, মাননীয় সদস্য উনি আছেন আমি লোয়ার সাইড বলব। হরিজয় চৌধুরী পাড়ায় ৭২টি বাঙ্গালী পরিবার, হরিজয় স্কুলে রয়েছে। ঐ পাড়ার ৫৬টি উপজাতি পরিবার মাধববাড়ি, দশারাম বাড়ি এবং এ, ডি, সি কমপ্লেক্সে রয়েছে। ভগবান কোবরা পাড়া, ধুন্দরাই পাড়ার ৪৭টি উপজাতি পরিবার মাধববাড়ি এ, ডি, সি হেড কোয়াটার সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে। ভাস্কর কোবরা পাড়া, গোলক ঠাকুর পাড়া—৬৬টি বাঙ্গালী পরিবার রাণীরবাজার, জিরানীয়া এবং আগরতলায় আশ্রয় নিয়েছে। ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ এলাকায় (ভদ্রমিসিপ পাড়া এবং অর্জুনসাধু পাড়ার মোট ৭২টি বাঙ্গালী পরিবার রাণীরবাজার স্কুলে, জিরানীয়া অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছেন। নতুনবাড়ি—১০৫টি বাঙ্গালী পরিবার—শচীন্দ্রনগর কলোনী, অফিসটিলা, নোয়াবাদী, জিরানীয়া দাস পাড়া এবং জিরানীয়া এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। নগ্রাইবাড়ি— ৩৬টি উপজাতি পরিবার মান্দাই এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। জয়কৃষ্ণ কোবরা পাড়া— ৩০টি উপজাতি পরিবার মান্দাইতে আশ্রয় নিয়েছে। মান্দাই বাজার বিধানসভা কেন্দ্র মান্দাই: মান্দাই বাজার এলাকা থেকে ৪২টি বাঙ্গালী পরিবার জিরানীয়া, মোহনপুর, কিছু কিছু পরিবার আগরতলায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। দুর্গানগর, কোবরাখামার, চকবস্তা, কৈতবাড়ি এলাকা থেকে ২৬৭টি বাঙ্গালী (মুসলমান সহ) রাণীরবাজার মোহনপুর, জিরানীয়া, কাশীপুর এবং খয়েরপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং ৬২টি পরিবার (মুসলিম) দেশত্যাগ করে বাংলাদেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। উক্ত অঞ্চলগুলির ৫২ টি উপজাতি পরিবার পার্শ্ববর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে গিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা দুইটা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষনা করা হয়েছে।

AFTER RECES AT 2·00 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতনবাবু যারা এই বিষয়ে উপর আলোচনা করবেন তাদের নাম দিয়ে দেবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি যেটা আলোচনা শুরু করছি, এটার পরিসংখ্যান দিচ্ছি। কিন্তু এ সুবিক চিত্র হলো সন্ত্রাসবাদী কারণে সারা রাজ্যের মানুষ নিহত, আহত এইগুলি তো আছেই এবং পরবর্তী সময় এমন কি উগ্রপন্থীদের হাত থেকে জীব-জন্তু পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। এছাড়া দিন মজুর যারা করে তারাও কাজে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কৃষক তার ফসল তুলতে পারছে না। এমন কি একটা পরিস্থিতির মধ্যে এবং যারা গ্রাম অঞ্চলে থাকে, আগরতলা শহরে নয় তারা জঙ্গলে গিয়ে থাকে। এখন এই হলো ত্রিপুরার অবস্থা। স্যার, এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে সরকার ও কোন পরিসংখ্যান দিচ্ছে না। বিভিন্ন দল থেকে বিভিন্ন বক্তব্য রাখা হচ্ছে। কেউ বলছে দেড় লক্ষ পরিবার, কেউ বলছে ১০ হাজার এই সংখ্যাটাও পরে না। গর্ভবতী, কোলের শিশু নিয়ে গাছের তলায়, ইটের ভাটায়, স্কুলে এবং বাজারের শেডে যে যেখানে পারে তারা আশ্রয় নিচ্ছে। এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধারা ও আশ্রয় নিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। এখন আপনারা নাকি ৪ টাকা করেছেন রিলিফ ম্যান ওয়েল যেটা ৬টাকা ছিল এখন পত্রপত্রিকা দেখছি ৮টাকা করেছে। ৫জন যদি থাকে ৩০টাকা, আর পার হেড ৮টাকা করেছে। এটা ৩ বা ৪ দিন দিয়ে বলছে বাড়ী চলে যাও। এটা বাস্তবিক কথা কেউ ইচ্ছা করে শরনার্থী শিবিরে থাকতে চায় না। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আজকে এই অবস্থা হয়েছে। আমার এখানে একটা মোড়াবাড়ী জায়গা, সেখানে ৬৯ পরিবার তারানগর স্কুলে আছে জানুয়ারী মাস থেকে এখনও শরনার্থী আছে। কি পেয়েছে ৫ দিনের ৬ টাকা করে রিলিফ ম্যানওয়েল পেয়েছে। ২ দিনের কাজ দিয়েছে যেনড্রিস বোধ হয় ৪০ টাকা খুব সম্ভব। ৬ মাস এই ভাবে কিছু ছাড়া চলতে পারে স্যার। আমাদের রাজ্যের বৈশিষ্ট কি, অতীত অভিজ্ঞতা কি বাংলাদেশের শরণার্থী যখন এসেছে ১৯৭১ সনে আমাদের এই ত্রিপুরায় হাজার সংখ্যা এখানে এসেছে। আমাদের রাজ্যের মানুষ তখন সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। এখানে রেখেছে আদর যত্ন এবং রাজ্যসরকার ও যথাউপযুক্ত সাহায্য করছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও সহযোগিতা করছে। এর ফলে সারা বিশ্বের কাছে ত্রিপুরার মানুষ প্রসংশিত। এখানে বাংলাদেশের শরনার্থী দক্ষিণ ত্রিপুরায় ছিল সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর টাকা দিয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু পরবর্তী সময় মিজোরাম থেকে এসেছে রিয়াং শরনার্থী উত্তর ত্রিপুরায় এখনও আছে। অনেক সময় টাকা পেতে দেরী হচ্ছে তখন কেন্দ্রীয় সরকার চালাচ্ছে। আমরা আজকে অন্য দেশের মানুষকে সেবা করছি, আমাদের রাজ্যের স্ব-ভূমিতে শরনার্থী, স্ব-ভূমিতে যার বাস্তুচ্যুত তারা আজকে অবহেলিত, লাঞ্ছিত অমি অনুরোধ করব আগে যেটা বলতে চাইছিলাম উগ্রপন্থা সমস্যা যেটা মারাত্মক সমস্যা এটা সমাধান হওয়া উচিত। আর যারা বাস্তুচ্যুত তাদের কথাটা সর্বাগ্রে আজকে আমরা যারা বিধানসভার জনপ্রতিনিধি, সরকার ট্রেজারী বেঞ্চ এবং অপজিশন বেঞ্চ আমাদের সর্বাগ্রে এই দায়িত্ব নিতে হবে যে তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করা হোক। কারন তাদেরকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন নয়, এইটা কি কথা আমি থাকতে পারলাম না, ব্যবস্থা করতে পারলাম না। যদি আমি সব

কিছু বাদ দেই তাহলে কমপক্ষে ৭৬ হাজারের—মত পরিবার হবে স্যার। কারণ সরকারই বলতে পারছেন না। সরকার বলছে অনুমান কোন বৎসর জানুয়ারী মাসে তাও কি ২ জেলায়, আর বাকি ২ জেলার খবরই জানে না এটা বামফ্রন্ট সরকারের উত্তর। আজকে আমি আপনার মাধ্যমে এবং হাউসের প্রত্যেক সদস্যের কাছে অনুরোধ করব এটা কোন উদ্দেশ্য যা বিশ্বাস করা যায় না। এটা কি স্যার আমার দরকার হলে বাজেটের অর্থ কাট করে আগে নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। ৮০ জনের দাঙ্গায় কি হল, ৮০ জনের দাঙ্গায় যখন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে আসল যারা অস্থায়ীভাবে শিবির করে তুলে তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী কেন্দ্রের সাথে আলোচনা করে বা নিজে উদ্যোগ নিয়ে ব্যবস্থা করে দিল। পরবর্তী সময় স্থায়ী ক্যাম্প করে দিয়েছে। পরবর্তী সময় যখন কিছু কিছু জায়গায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল এবং কিছু কিছু জায়গায় ঐ এলাকার কাছে একটা ছাউনি করে দিল সবাইকে। তারা সরকারের সাহায্যে প্রত্যেকে তাদের জায়গায় বাসস্থান টিনের ঘর বা ছনের ঘর যাই করুক সমস্ত এরেঞ্জমেন্ট করে রয়েছে। কিন্তু বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় নৃপেন চক্রবর্তী বুঝেছিলেন। আজকে আমি এখানে অনুরোধ করব যেটা বলেছিলাম মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্র সাদাই বলেছিলাম কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কুঞ্জবন দাস পাড়ার ৭২টি পরিবার বর্তমানে কল্যাণপুর গোপালনগর এবং কুঞ্জবন মনিপুর বস্তিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

উক্ত পাড় থেকে ৭টি উপজাতি পরিবার বর্তমানে রূপাই এলাকাতে বসবাস করছে। অমর কলোনীর (রাইনাসী পাড়া, তোতাবাড়ির (ভূমিহীন কলোনী), কমলনগরের মাইঝভাণ্ডারে প্রায় ২২২টি পরিবার (বাঙ্গালী) বর্তমানে অমর কলোনীর রাস্তার উপরে স্কুল সংলগ্ন এলাকায়, মোহরছড়া বাজারে, তোতাবাড়ি বাজারে, মনমনসিংহ পাড়াতে আছে। অবশ্য এইসব অঞ্চলের কিছু লোক তেলিয়ামুড়া এবং আথরতলা চলে এসেছে।

খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্র :—

বাধামোহনপুর —৪৬টি পরিবার (বাঙ্গালী)—বর্তমানে মোহনপুরে আশ্রয় নিয়েছে।

ঐ গ্রামের ৪৭টি উপজাতি পরিবার—এ. ডি. সি, হেড কোয়ার্টার সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে।

বাগবাড়ি ৪২টি পরিবার —কড়ইবন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে।

লেগুল্যাস্ কলোণী—৪৩টি পরিবার—পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

তোতাকোনা, দপছড়া—৬২টি উপজাতি এবং উড়িয়া পরিবার এ, ডি, সির হেড কোয়ার্টার সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে।

কল্যানপুর বিধানসভা কেন্দ্র :—

তোতাবাড়ি থেকে ৭৬টি উপজাতি পরিবার দেবতাবাড়ি, ডুম্বি, হাকিমপাড়াতে আশ্রয় নিয়েছে। সম্প্রতি খিলাতলী গাঁওসভার "বাগবেড়ের' শরনার্থী শিবিরে আক্রমণের ঘটনার পর থেকে ২০০০ইং প্রায় ১২৬টি উপজাতি পরিবার মহারাণীপুর, মুঙ্গিয়াবাড়ি. এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। ওয়াতিলং পাড়ার ৬৩টি বাঙ্গালী পরিবার বর্তমানে কল্যাণপুর শরনার্থী শিবিরে রয়েছে।

প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্র :—

প্রমোদনগর গাঁওসভার মাত্র ৮টি উপজাতি পরিবার ছাড়া গ্রামবাসী সবাই বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। (যেমন, প্রমোদনগর উত্তর ঘিলাতলীর কচু কলোনী, উত্তর মহারাণীপুর, দক্ষিণ মহারাণীপুর, শান্তিনগর,

গারোটিলার প্রায় ১০৬টি পরিবার বিভিন্ন শিবিরে—যেমন—কল্যাণপুর হাইস্কুল, থাপিদরাজস্কুল, নেতাজী-নগরস্কুল, সারদাময়ীস্কুল এবং বিভিন্ন বালোয়ারীস্কুল. ইটভাটা সহ বিভিন্নস্থানে আশ্রয় নিয়েছে।

খাস কল্যাণপুরের উপজাতি এবং বাঙ্গালী মিলিয়ে মোট ৫৩টি পরিবার রামদয়াল সহ বিভিন্নস্থানে আশ্রয় নিয়েছে।

শান্তিনগর গাঁওসভার অন্তর্গত বড়ইকুটা গ্রামের ৯১টি পরিবার চেবড়ি স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন। কলাবাগান এলাকার বেশ কিছু উপজাতি পরিবার তুলাশিখর এবং বাঙ্গালী পরিবারগুলি চেবড়ি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এখানে বাস্তুচ্যুত জাতি-উপজাতি পরিবারগুলির সংখ্যা ৭২টি।

গোলাঘাটি বিধানসভা এলাকা :—

বড়জলা ৫২টি পরিবার—কিছু চড়িলামে এবং অবশিষ্টরা বিভিন্ন জায়গায়।

ব্রজেন্দ্র কলোনী ৫১টি পরিবার—বর্তমানে আনন্দনগরে আছে।

আঙ্গলিয়া ছড়া-১০৩টি পরিবার—আনন্দনগরে আছে।

কীর্তিকালিম-২৫টি পরিবার—আমতলী ও সেকেরকোটে আছে।

দুর্গাচরণ পাড়া-১৫টি পরিবার—যুগলকিশোর নগরে আছে।

বৃদ্ধসর্দার পাড়া-৩০টি পরিবার—সেকেরকোটে আছে।

টেলারবন ৫০টি পরিবার—ফুলতলীতে আছে।

কৃষ্ণকান্ত পাড়া-১৫টি পরিবার—সেকেরকোটে আছে।

ধাজয়ঙ্গল-৫০টি পরিবার—সেকেরকোট এবং মলয়নগরে আছে।

দেবেন্দ্র পাড়া-৫০টি পরিবার—সেকেরকোটে আছে।

ভৈরব পাড়া৪০টি পরিবার—সেকেরকোট এবং সূর্যমনিনগরে আছে।

মোহনীয়াপাড়া— ৩০টি পরিবার—মলয়নগরে আছে।

জামতলী— ৮০টি পরিবার—(মুসলিম)— ফুলতলীতে আছে।

ওয়াকীবার পাড়া— ১০টি পরিবার— মলয়নগরে আছে।

হরিকান্ত পাড়া— ১৫০টি পরিবার— যোগেন্দ্রনগরে এবং সেকেরকোটে আছে।

গাবর্দী— ১৩০টি পরিবার- আগরতলা এবং বাধারঘাটের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

খামারবাড়ি— ২৫টি পরিবার—বড়জলা বিধানসভার নারায়ণপুরে আছে।

পালপাড়া— ২৩০টি পরিবার—বিশালগড় বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় এসেছে।

প্রতাপপুর কলোনী— ৫২টি পরিবার—মলয়নগর এবং যোগেন্দ্রনগর এলাকায় আছে।

বাসুদেব কলোনী— ৫৫টি পরিবার—মলয়নগর এবং যোগেন্দ্রনগর এলাকায় আছে।

ঘাড়িয়াপুরা— ৩০টি পরিবার—বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড়ে আছে।

গোলাঘাটি— ৫৬টি পরিবার—সেকেরকোট এবং দুর্গানগরে আছে।

এদের রেশন কার্ড আছে কিন্তু রেশন তুলতে পারে না ১৯৯৬ ইং সন থেকে। ওরা চাইছে ফিরে যেতে কিন্তু মহকুমা প্রশাসন বলছে টেন্ডার নিয়ে আসার জন্য। রেশনশপগুলি অনবরত মাল তুলছে। রেশনশপগুলি হল

(১) গাবর্দি ল্যাম্পস (২) এস. টি পাড়া রেশনসপ (৩) ব্রজেন্দ্র কলোনী রেশনসপ। এই তিনটি রেশনসপের রেশন কার্ড দিয়ে অনবরত মাল তুলছে। কিন্তু কেউ তো রেশন আনতে যাচ্ছে না। তারা বলছে তাদের রেশন কার্ডগুলিকে ফিরিয়ে দিতে কিন্তু স্যার, প্রশাসন বলছে না ট্রান্সফার নিয়ে আসুন। এই কথা কেউ বলতে পারে। এই পরিস্থিতিতে এটা আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এটা ভেরী সিরিয়াস এবং ঐ এলাকার যে গ্রামগুলির কথা বললাম ঐ এলাকার লোক মহকুমা শাসকের কাছে এপ্লিকেশন দিয়েছে এই ব্যাপারে। আমি যে দপ্তর নিয়ে আলোচনা করছি এই দপ্তরের দায়িত্বশীল মন্ত্রী হলেন মুখ্যমন্ত্রী স্যার। স্যার, উনি ইন-চার্জ মিনিষ্টার। উনার হাতে রিলীফ ডিপার্টমেন্ট। আমার মনে হয় স্যার, আই এ্যাম মোর দেন সিউর রিলীফ এ্যাণ্ড রিহেবিলাটেশন মিনিষ্টার, ইটস আণ্ডার দা চিফ মিনিষ্টার,। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রে টাকারজলা বাজারের আশপাশের গ্রামগুলি থেকে মোট ২৬০টি পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তারা বর্তমানে আগরতলা বিশালগড়, জিরানিয়া, সেকেরকোটে আছে। জম্পুইজলা বাজারের আশপাশের গ্রামগুলি থেকে এবং সোমবারিয়া বাজারের আশপাশের গ্রামগুলি থেকে প্রায় ৩৫০টি পরিবার জিরানিয়া, মোহনপুর, আগরতলা, এবং বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রে শ্রীনগরে প্রায় ৬০টি পরিবার আনন্দ নগরের আশে পাশে রয়েছে। জামতলীর ২৭টি পরিবার কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের ফুলতলীতে আছে। আঠারবাচাই-এর ৩৫টি পরিবার যোগেন্দ্রনগর, মলয়নগর, নাগিছড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উরাবাড়ির ৬২টি পরিবার বর্তমানে তারানগর স্কুলে রয়েছে। দীঘালয়ার ৩০টি পরিবার বর্তমানে বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় এবং অন্যান্য স্থানে রয়েছে। নবীনগরের ১৫টি পরিবার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নয়াগাঁও-এর ১৮টি পরিবার বর্তমানে তারানগরে আছে। নৃপেন্দ্রনগর কলোনীর ৪০টি পরিবার বর্তমানে বণিক্য চৌমুহনী এবং খয়েরপুরের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে।

চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রে আমতলী গাঁওসভার প্রায় ৪০০টি পরিবার, দক্ষিণ চড়িলামের ৫০টি পরিবার টকর চড়িলামের ২০টি পরিবার, চেলিখলা গাঁওসভার ২৫টি পরিবার, লালসিংমুড়ার ২৫টি পরিবার এবং বাগছড়া গাঁওসভার ২৫টি পরিবার (উক্ত জায়গাগুলির বেশীরভাগ বাস্তুচ্যুত বিশ্রামগঞ্জ স্কুলে এবং বাজারের আশেপাশে রয়েছে, উক্ত জায়গাগুলির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলি হলো :— ইটভাটা, জগাইবাড়ী, কড়ইমুড়া, জোড়াপুকুর, পদ্মনগর, বাঁশতলীসহ কয়েকটি গ্রাম)।

কুলাই বিধানসভা কেন্দ্রের মরাছড়ায় ২০০টি পরিবার বর্তমানে ফটিকরায় এবং কুমারঘাট-এ রয়েছে। উত্তর ধুমাছড়ার এব দক্ষিণ ধুমাছড়ার প্রায় ২০০টি পরিবারগুলির বেশীর ভাগই এখনো মঠতে রয়েছে।

ছামনু বিধানসভা কেন্দ্রে বাঙ্গাপানিয়া ৫০টি পরিবার (বাঙ্গালী এবং কুলী সম্প্রদায়-এর) বর্তমানে ছৈলেংটায় রয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্যরা আছেন। আপনারা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করুন। যারা নিপীড়িত, লাঞ্ছিত বাস্তুচ্যুত তাদের কথা সরকার খবর রাখেনা এটা থেকে বড় দুঃখ কি হতে পারে স্যার।
সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের ব্রজাবনোদিনীপুর-এর ৪০টি পরিবার বর্তমানে কলাগাছিয়া স্কুল-এ এবং বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়াও সত্তের কাউ-এর ২০টি পরিবার বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। সাতছড়ির ১৯টি পরিবার বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। মনতলা কলোনীর ৪০টি পরিবার, কাটাছড়ার ১৫টি পরিবার, সোনারাম ৪২টি পরিবার, ঈশানপুর-এর ৩০টি পরিবার, বড়কাঁঠালের ৬৬টি পরিবার এবং

ব্রহ্মকুণ্ড, পুটিয়াবিল থেকেও কিছু লোক অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। স্যার, যারা বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন তাদের প্রতি রিলীফফাণ্ড সুষ্ট বন্টন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। স্যার, মিজোরাম থেকে শরণার্থীর এই রাজ্যে এসেছে তাদের প্রতি সরকার টাকা, থাকা ও খাওয়া ব্যবস্থা সরকার দিয়েছে। আমাদের রাজ্য শরণার্থীদের দিচ্ছে না। ইহা থেকে করুন দৃষ্টি কি হতে পারে স্যার, যদি বাস্তুহারাদের পাশে না দাঁড়ায়।

স্যার, রাইয়াবাড়ীর ২০টি মুসলিম পরিবার জানুয়ারী মাস থেকে ছনবনে এবং বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। লক্ষীপতির কিছু পরিবার মহারাণীতে চলে এসেছে।

স্যার, ২০ নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষনডেপার ৬০ পরিবার বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। বাঘমারা ১০টি পরিবার বাধারঘাট এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। কুমারিয়া কুচার ৮টি পরিবার সোনামুড়া ও মেলাঘরে আশ্রয় নিয়েছে। শুকছাপাড়া ও শিবনরের ৪১টি পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

স্যার, ৩৩ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৈনানীর ৩০টি পরিবার মাতাবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে।

দক্ষিণ মহারাণীর ৮টি পরিবার অন্যত্র চলে গিয়েছে। ৩২ রাধাকিশোরপুর এলাকায় আঠারবোলার ২৮ পরিবার এবং গকুলপুরের ৩২টি পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

স্যার, সাব্রুমের খবর আমার কাছে নেই। ওখানকার মন্ত্রীতো আছেন, বিধায়করা আছেন তাঁরা সেখানকার খবর ভালই বলতে পারবেন।

স্যার, তারপর আছে ৪২ অম্পি নগর বিধানসভা কেন্দ্র। সেখানকার উত্তর তৈদু ও দক্ষিণ তৈদু ও তৈদু বাজার এলাকা মিলিয়ে প্রায় ৯০০ পরিবার তেলিয়ামুড়া, আমবাসা, মোহরছড়া, তুইচিন্দ্রাই সহ বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে।

অম্পি কলোনী, অম্পি সমতল পাড়া, পাল পাড়া মাতব্বর টিলা, হরিপুর, ধনলেখা বাঙ্গালী পাড়া, তৈছাং এই এলাকাগুলি থেকে ১৬০০ পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

স্যার, সরবং - ৮০টি পরিবার অমরপুরে আশ্রয় নিয়েছে। পশ্চিম মালগাসার ৪০০টি পরিবার অমরপুরে আশ্রয় নিয়েছে। ডালাক ২৫০টি পরিবার অমরপুরে এবং উদয়পুরে আশ্রয় নিয়েছে। কমলাই ৪০টি পরিবার অমরপুরের আশে পাশে আশ্রয় নিয়েছেন। বীরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের রামপুরের ৪০০টি পরিবার অমরপুর, উদয়পুর এবং সোনামুড়াতে আশ্রয় নিয়েছে। দেববাড়ীর ১০০টি পরিবার কিছু সোনামুড়া, কিছু নলছড় এবং কিছু রাংগামাটির দিকে চলে গেছে। রাঙামাটির ২০টি পরিবার অমরপুর শহরের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। পূব রাঙ্গামাটির ২৭৫টি পরিবার কিছু অমরপুর শহরের কাছে, কিছু সোনামুড়া এবং কিছু উদয়পুরে আশ্রয় নিয়েছে। বীরগঞ্জ-১৯০টি পরিবার সোনামুড়া, রাজনগর এবং উদয়পুরে আশ্রয় নিয়েছে। স্যার, ক্যাম্পের মানে কী তিন চার দিনের ম্যাচমেল? এখানে আবার বলা হচ্ছে, সাম টাইমস্। সামটাইমস্ কেন হবে। যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদেরকে সাহায্য করতেই হবে। এখানে সাম টাইমস্-এর কোন প্রশ্ন নয়। মৈলাকের ১৭৫টি পরিবার বেশীর ভাগ অমরপুর শহরে এবং কিছু পরিবার উদয়পুর জামজুরির দিকে আশ্রয় নিয়েছে। শঙ্করপল্লীর ৮০টি পরিবার অমরপুর নগর-পঞ্চায়েত এলাকায় এবং আগরতলার কিছু আশ্রয় নিয়েছে। টাউন রাংকাং-এর ২৫টি পরিবার, কিছু কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার মধুপুরে এবং বাকিরা অমরপুর শহরে আশ্রয় নিয়েছে; চেলাগাংয়ের (দক্ষিণ চেলাগাং গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২৫টি পরিবারের কেহ বাধারঘাট বিধানসভা এলাকায়, কেহ অমরপুরে,

কেহ পিলাকে, কেহ রাজনগরে আশ্রয় নিয়েছে।

স্যার, ঝরঝরিয়ার ৭০টি পরিবার। তারমধ্যে বেশীরভাব নতুনবাজার, কিছু আগরতলায় এবং কিছু, উদয়পুরে আশ্রয় নিয়েছে। উত্তর চেলাগাংয়ের ১২০টি পরিবার রাজনগর এবং জোলাইবাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। খেদারনাল-৭০টি পরিবার তারমধ্যে বেশীরভাগ নতুন বাজারে এবং কিছু উদয়পুরে চলে গেছে। সুকান্ত-কলোনীর ৩৫টি পরিবারের এবং অরবিন্দ কলোনীর ২০টি পরিবার নতুন বাজারে আশ্রয় নিয়েছে। মতন-বাড়ীর ৮০টি পরিবার বিভিন্ন জায়গায় নিয়েছে। উত্তর একছড়ির ৩০টি পরিবার কিছু মতনবাড়ী, কিছু নতুন বাজারে আশ্রয় নিয়েছে স্যার, এখন সব র কাজ ফেলে আগে বাস্তুচ্যুতদের পাশে গিয়ে সবার একযোগে দাঁড়ানো উচিত।

স্যার, করবুকের ৩৫টি পরিবার, জলয়ার ২২টি পরিবার, তীর্থমুখ-মন্দিরঘাটের ২০টি পরিবার, গণ্ডাছড়া অঞ্চলের লক্ষ্মীপুর, হরিপুর কালাজারির প্রায় ৪২৫ পরিবার, কিছু পরিবার আমবাসাতে বাকীরা গণ্ডাছড়া প্রপার এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। শান্তির বাজারের লক্ষীছড়া ১২৫টি পরিবার বাইখোরা এবং আশ পাশ এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। তাকমার ৬২টি পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে পূর্ব বগাফায় পুৎপাংয়ের ১৩০টি পরিবার শান্তিরবাজার এবং পাশাপাশি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। বীরচন্দ্রের পূর্বদিকের কিছু পরিবার প তছ'ড়র পূর্বদিকের কিছু পরিবার এবং কালাছড়ার ৯০টি পরিবার মোট ২০০ পরিবার বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে।

স্যার, জোলাইবাড়ীর কলসী দেবদারুর প্রায় ১৩০টি পরিবার জোলাইবাড়ী সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। মনুর শিলাছড়ি, ঘোড়াকাপ্পার প্রায় ১৯০টি পরিবার, বেশীরভাগ সাব্রুমে এবং কিছু উদয়পুর এবং কিছু আগরতায় আশ্রয় নিয়েছেন। তেলিয়ামুড়ার ব্রহ্মছড়া এবং ধনচাকমার বেশ কিছু পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়ে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বালুছড়া, কিরনমালাকায় বস্তি সহ বেশ কিছু এলাকার লোক তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। আজকে এই অবস্থা চলছে। স্যার, উজান মাছমারার ৩৩৮১ গ্রামবাসীর মধ্যে ৫০৭ জন বাস্তুচ্যুত হয়ে ধর্মনগরে আছে। লালগুড়ির ৩২২০ গ্রামবাসীর মধ্যে ৬৪৪ জন ধর্মনগর ও শিলচরে আছে। পিপলাছড়ার ৩৩৭১ গ্রামবাসীর মধ্যে ৭৫জন পানিসাগরে আছে। রহমছড়ায় ২১২৫ গ্রামবাসীর মধ্যে ১৩৫ জনই পানিসাগরে আছে। দামছড়ার ১৯৫৯ গ্রামবাসীর মধ্যে ৭০০ জন ধর্মনগর, পানিসাগর ও পাথারকান্দিতে আছে। নরেন্দ্রনগর ১০৭২ জনের মধ্যে ৩০০ জন পানিসাগর, ধর্মনগর ও পাথারকান্দিতে আছে। কাঞ্চনছাড়ায় ১০ এর মধ্যে ১০ জন বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। দামছড়া (আর. এফ) ৮০ জনের মধ্যে ৮০ জন কাছাড়ে গিয়েছে।

তারপর দামছড়া আর. এফ থেকে ৮০ টি পরিবার ছিল এই ৮০টি পরিবারই কাছাড়ে চলে গিয়েছে। খেদাছড়া ২৫ পরিবার, এই ১২০ পরিবারই কাঞ্চনপুরে শহরে আছে। তারপর শান্তিপুর ১৩০০ পরিবারের মধ্যে ২০০ পরিবার কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর ও কুমারঘাটে আছে। কাঞ্চনপুর মহকুমায় আরও আছে। আজকে সমস্ত কিছু ছেড়ে যারা অসহায় অবস্থায় আছে তাদের কথা চিন্তা করতে হবে আগে। কটিকরায় থানা এলাকার লালজুড়িতে ৯০ পরিবার, ডেমডুম থেকে ১২ পরিবার, গঙ্গানগর থেকে ৫২ টি পরিবার, কাঞ্চনবাড়ী থেকে

৬৩ম পরিবার, এয়ারাপাশা থেকে ৩২ টি পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। কমলপুর মহকুমার মেছরিয়া এবং মেন্দি এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কিছু পরিবার বাস্তুচ্যুত হয় আজও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে রয়েছে সংখ্যাটা আমার জানা নেই। তারপর সাব্রুম, কমলপুর, কৈলাশহর সহ বেশ কয়েকটি মহকুমা থেকে আজ সকাল পর্যন্ত চেষ্টা করেও বাস্তুচ্যুতদের সঠিক চিত্রটি সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে আমরা সবাই জানি যে ঐ সকল জায়গা থেকে প্রতিদিনই বাস্তুচ্যুতদের ঢল নামছে। তাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারের কাছে রয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই জিনিষটা আজকে ভাববার বিষয়। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট গত ৩১-৫-২০০০ ইং তারিখে রাজ্যের বিপন্ন ও বাস্তুচ্যুত জনগণের স্থায়ী শরনার্থী শিবির সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গত ৬-৬-২০০০ ইং তারিখে আমাকে জানিয়েছেন—"প্রিয় মহাশয়, গত ৩১ শে মে ২০০০ ইং তারিখে লেখা আপনার চিঠি পেয়েছি। বিষয়গুলি দেখা হচ্ছে। বাস্তব চিত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই দেখেছেন। স্যার, আমি এডমিনিষ্ট্রেশনের কিছু বুঝি না, আমি কোনদিন মন্ত্রী ও হইনি। কিন্তু সরকারকে তো ফার্স্ট রিলিফ এবং রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যাপারে আগে স্টেপ নিতে হবে। স্টেপ নিয়ে পরপর কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিতে হবে যে রাজ্য উগ্রপন্থার কারণে এটা হয়েছে। ফার্স্ট তো রাজ্য সরকারকে স্টেপ নিতে হবে। নৃপেন চক্রবর্তী তো কাউকে জিজ্ঞেস করেন নি। উনি রিলিফ ক্যাম্প শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি বিপন্নদের শাড়ী দিয়েছেন, শিশুদের দুধ দিয়েছিলেন, খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন, ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেন্ট্রাল গভার্নমেন্ট তো টাকা দিতে কোন আপত্তি করেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার যদি টাকা না দেয় তাহলে আমরা এই ব্যাপারে আপনাদের সাথে সহযোগিতা করব। রাজ্যবাসী বিক্ষোভ করবে। কিন্তু রিলিফের ব্যবস্থা করতে হবে আগে। সেই সঙ্গে উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধানও করতে হবে। স্যার, কেউ ইচ্ছা করে শরনার্থী শিবিরে আসে না। আপনি ইচ্ছা করলে সব লোককেও আপনি রাখতে পারবেন না কারণ তাদের জমিজমা আছে। স্যার কিছু লোক তাদের বলেছে রেশন কার্ড ট্রান্সফার করে নেবার জন্য। তারা বলছে - না, রেশন কার্ড ট্রান্সফার করে নেওয়াটা একটা কনস্পিরেসী। রেশন কার্ড হয়রাণ হচ্ছে। স্যার, আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের নৃপেন্দ্রনগরের ফেয়ার প্রাইস শপে ওরা যেতে পারে না। তারা বলে ওরা কোথায় আছে — বনিকা চৌমুহনীতে। তখন বলা হলো তাদের রেশন কার্ড ট্যাক করে দেওয়া হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সমস্ত পরিবারগুলির রেশন কার্ড ট্যাক করা হয়নি। স্যার, আমি অনুরোধ করব এই সমস্ত জিনিষগুলি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে না দেখা হয়। বর্তমানে ত্রিপুরায় যে পরিস্থিতি আমি চৈত্রের গীত মাঘে গাই, আজকে গর্দিশ নিজেদের উপরে এসে পড়েছে। আজকে আমরা সবাই কম্পমান। আজকে আগরতলা শহরের বাইরে কোন কাজ হচ্ছে না।

স্যার এই পরিস্থিতিতে আর একটা কথা, ইট ইজ ভেরী ক্রুসিয়াল ত্রিপুরা রাজ্যে জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব। দক্ষিণ ত্রিপুরার ঘনত্ব ২৩৭ বর্গ কিলোমিটার, উত্তর ত্রিপুরার ঘনত্ব ২২৩ বর্গ কিলোমিটার, ধলাই জেলার ঘনত্ব ১২০ বর্গ কিলোমিটার এবং পশ্চিম ত্রিপুরার ঘনত্ব ৪২৭ বর্গ কিলোমিটার। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জন সংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে প্রতি বর্গ কিলোমিটার ২৭৪ জন। ত্রিপুরায় ২৬৩ জন তাহলে কি হলো? এই কথাটা আমরা অনেকে বলি এখানে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে কথাটা ঠিক আছে। কিন্তু এখনও ইণ্ডিয়ার যে ডেনসিটি এটাকে পাস করেনি। কিন্তু একটা জিনিস আগরতলাকে বেইস করে সব মানুষই যুক্ত আছে। ইট ইজ ভেরী ভেরী বেড সাইন। আর উঁচু এলাকা ৪০০০ বর্গ কিলোমিটার, টিলাভূমি

২৩০০ বর্গ কিলোমিটার, উপত্যকা ২১৪৯ বর্গ কিলোমিটার এবং সমতল ভূমি ২০৪২ বর্গ কিলোমিটার যদিও আয়তন ১০ হাজার ৭৭ বর্গ কিলোমিটার এটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সমতল ভূমি ২০৪২ বর্গ কিলোমিটার, সমস্ত ফোর্স স্যার, এখানে এ্যাটাক কি শুধু সমতল এলাকায়ই মেনলি টারগেট করছে? পুলিশ কোথায় রাখা হয়েছে? তাহলে ৮৪৪৯ বর্গ কিলোমিটার ফাঁকা, এটা কি আমি এডমিনিষ্ট্রেসান বলব? বললে বলবেন ওপাবলি সাজেসান দিন। প্রশ্ন হলো এই যে ব্যাপক এলাকা এই এলাকার সিকিউরিটি আছে কি? ভেরী ক্রুসিয়াল কেউ বুঝুক আর না বুঝুক। এখানে তো হোম ডিপার্টমেন্টের একজন (মাননীয় মিষ্টার বাদল চৌধুরী) বসে আছেন দোষ হলে তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর দিয়ে যাবে তাতে আমার কি এলো গেল? ছোট রবীন্দ্র দেববর্মা এ্যাক্স এম. এল. এ মোহনপুর মিটিং-এ একদিন এই বক্তব্য রেখেছিলেন, যদিও তাঁর এই বক্তব্য সে দিন আমি কনডেম করেছি কিন্তু এখন দেখছি এপোপ্রিয়েট। এতটুকু ছেলে হলে কি হবে এ তো দেখছি' "মাঘ মাসের আগে শীত এসে গেল।" কথাটা চিন্তা করতে হবে স্যার, বিভিন্ন মানুষ থেকে শেখার আছে, বুঝার আছে। একটা জিনিষ বুঝতে হবে ফোর্স কম বেশী আনার জন্য আমিও চীফ মিনিষ্টারকে লিখেছি তার কপি উনি দিয়েছেন এবং চিঠিতে গভর্ণমেন্টকে বাদ দেওয়ার এটাও বলেছি। নাসা দিতে বলা হলো। নাসা কি করলো? আমাকে তো সে দিনও ডি. এম. সাহেব বলেছেন মিঃ এম.এল. এ. সাহেব আজকে তো এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এখন তো ইলেকশান ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে। আমি উগ্রপন্থীর সঙ্গে জড়িত এই কথা বললে নাসায় গ্রেপ্তার হবে। এই কথা আমি প্রথম শুনলাম ভারতবর্ষে। এই ব্যাপারে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমরা বলি কিছু বুঝি না এবং একদম যে কম বুঝি তাও না। যেটা গঠনমূলক সেটার সমালোচনা করব। খারাপ কাজ করলে গভর্ণমেন্টও বলব, যেটা খারাপ করবে নিশ্চয়ই বলব। আমরা দেশের মধ্যে নেই, পাবলিক দেশের মধ্যে নেই? যদি কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দেয় তাহলে কি করা যাবে? মাঘ মাসের আগেই চৈত্র মাসে কেন আমরা শীত-এর গীত গাব?

মুড়াবাড়ীতে সিকিউরিটি ছাড়া কে থাকতে পারবে, কে সেখানে সিকিউরিটি ছাড়া যেতে পারবে। এমন কোন এম এল এ আছেন যিনি সেখানে সিকিউরিটি ছাড়া যেতে পারবেন বা থাকতে পারবেন। তাহলে যেখানে সিকিউরিটি ছাড়া আমি সেখানে যেতে পারব না বা থাকতে পারব না সেই সব এলাকায় সিকিউরিটি ছাড়া আমি কি করে অন্য লোককে বলি যে তোমরা গিয়ে থাক, এটা একটা কথা নাকি। এই যে একটা গভর্ণমেন্ট স্কীম আছে কিডনেপিং হলে বা উগ্রপন্থীদের হাতে মারা গেলে দুই বছরের মধ্যে চাকুরী দেওয়া হবে। তা এরকম কত জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, চাকুরী কত দেবে আমি কি বুঝি না। কত শত লোক উগ্রপন্থীদের হাতে মারা যাচ্ছে। এইভাবে এখন যা চলছে তাতে এই স্কীম উঠিয়ে ফেলতে হবে। এক বৎসর দুই বৎসর পার হয়ে যায় চাকুরী দেওয়ার কোন নাম নাই. কিন্তু কি করে দেবে আমি কি বুঝি না। সুতরাং এই স্কীমটা বন্ধ করে দিতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি পলিটিক্যাল বক্তব্য রাখছি না, আমাদের কাছে এইসব এলাকার লোক প্রত্যেক দিন আসছে। স্যার, ছয় মাসে একটা লোক যদি তিনশত বা চারশত টাকা রোজগার করে তাহলে সে তার সংসারটা চালায় কিভাবে, আবার এমনও দেখা যায় যে, কারও কারও আবার থাকার জায়গারও অসুবিধা হয় স্কুলগুলিও বন্ধ এই পরিস্থিতিতে আমি অনুরোধ করব ট্রেজারী বেঞ্চ এবং অপজিশন বেঞ্চের সকলকে যে, সময়ের প্রয়োজনে যে প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিশনটা আমি আজকে হাউসের কাছে প্লেস করেছি এটা সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করা হোক। কারণ এদেরকে তো আর বসিয়ে বসিয়ে বছরের পর বছর খাওয়ানো যাবে না তাই তাদের বাড়ী ফিরে যাওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। সময়ের প্রয়োজনে আমার এই রিজিউলিউশানটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার জন্য আমি আবেদন করছি। এবং এটা করতে গিয়ে আমাদের বাজেটের কিছু টাকা যদি যায় তো যাক না, এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেবেই এবং যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিষয়গুলি দেখা হচ্ছে। আমার মনে হয় এটা আমাদের এই সময়েই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ এবং কিভাবে নেবেন সেটা দরকার হলে আলোচনা করে আপনারা সিদ্ধান্ত নিন। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহাশয়। আপনার সময় ৭ মিনিট।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য রতনলালনাথ মহোদয় যে প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশানটি এনেছেন এটাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত দুই একটা কথা বলছি। আমি আশা রাখব এই রিজিউসিউশানটিকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে। ভাবলে অবাক লাগে। বামফ্রন্ট সরকারের পতনকালে মানসিকতা ও নৈতিকতার কথা চিন্তা করলে অবাক লাগে। এই জিনিষটা একটা নির্বাচিত সরকার থাকতে রতনবাবুকে প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশান হিসাবে হাউসে উৎথাপিত করতে হয়। বাস্তবে উপভোগ করছেন দেখছেন ওনারা, আমরা সবাই দেখছি সরকার এই ব্যাপারে নিজের থেকে কোন স্টেপ নিলেন না, বিরোধী দলের একজন সদস্যের এটা উত্থাপিত করতে হল হাউসে। আমি বুঝি ক্ষমতায় থাকার জন্য যেনতেন প্রকারে একটা ভাবমূর্তি সরকার এবং সেই ভাবমূর্তিটাকে উজ্জ্বল রাখার ক্ষেত্রে এই পারমানেন্ট রিলিফ ক্যাম্প যদি সফল হয় তো শরনার্থীদের সঠিক সংখ্যাটা বেরিয়ে আসবে এবং পারমানেন্ট রিলিফ ক্যাম্প যদি হয়তো সারা ভারতবর্ষে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে এবং ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি প্রমাণ হয়ে যাবে যে, রাজ্যের আইন শৃংখলা স্বাভাবিক নয়। আমি সেটা বুঝি, উপলব্ধি করি এবং সেই কারণে সরকার পারমানেন্ট রিলিফ ক্যাম্প খোলার জন্য কোন উদ্যোগ বা প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নাই। এই সরকারের যাতে বদনাম না হয়, ক্ষমতায় যাতে থাকতে পারেন তার জন্য পারমানেন্ট রিলিফ ক্যাম্প স্থাপনের কথা এখন পর্যন্ত বিবেচনা করেন নি। ক্ষমতায় আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য এই সরকার এখন পর্যন্ত পার্মানেন্ট রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করছেন না।

স্যার, গত অধিবেশনে এই হাউসে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এখানে যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন সেটা ছিল এই সরকারের একটি রাজনৈতিক দলিল। তাতে লেখা ছিল, রাজ্যে গণবন্টন ব্যবস্থা সঠিকভাবেই চলছে। সুষ্ঠ গণবন্টন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই নিয়েছে।

মাননীয় সদস্য রতনবাবু এখানে বাস্তুচ্যুত পরিবারের যে সংখ্যাটা এক এক করে বলে গিয়েছেন সেটা আমি কিছুক্ষণ যোগ করার চেষ্টা করেছি এবং বাস্তুচ্যুত ৫৭ হাজার পরিবার পর্যন্ত আমি কাউন্ট করতে পেরেছি। তবে প্রকৃত সংখ্যাটা কোন অবস্থাতেই এক লক্ষের কম হবে না। বরং বেশীই হবে। সংখ্যাটা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সঠিকভাবে জানানোও অসুবিধা আছে। কিন্তু উনারা সেটা তথ্য দিয়ে অস্বীকারও করতে পারবেন না। এক জায়গার লোক আর জায়গায় গিয়েছেন। হাজার হাজার লোক সীমান্ত অতিক্রম করে গিয়েছেন। এদের মধ্যে উপজাতিও আছে। নিরাপত্তাহীনতায় সব কিছু ফেলে

হাজার হাজার বাঙালী আজ বাঁচার তাগিদে ছুটে চলছেন অজানা-অচেনা পথে। তাদের সামনে আজ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত ছাড়া কিছুই নেই। আপনারা কি কেউ এটা অস্বীকার করতে পারবেন। জানি পারবেন না। বাস্তবকে স্বীকার করতে কোন অসুবিধা থাকার কথাও নয়। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিদিনই সাম্প্রদায়িক হিংসাশ্রয়ী তাণ্ডবের পাশাপাশি সহায়-সম্বল, ঘর-দুয়ার, জায়গা-জমি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে আসা রাজ্যের শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষদের অর্থাৎ বাস্তুচ্যুতদের ঢল প্রত্যক্ষ করছি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। সেই ট্রেডিশন সামনেই চলছে স্যার। পত্রিকা খুললেই দেখা যাচ্ছে, নিরাপত্তাহীনতায় ক্ষুধার্ত মানুষগুলি সীমান্ত অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বাস্তুচ্যুতদের অনেকেই প্রাণ ভয়ে ছুটছেন। এটাই ত্রিপুরার প্রতিদিনকার ছবি। কয়েকদিন আগে দেখলাম কল্যাণপুর থেকে লোক চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে এবং ছবিতে দেখা গেল মাননীয় সদস্য কাজলবাবু তাদের বুঝিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। আজকের পত্রিকায় দেখলাম অনেকেই বাংলাদেশে নেমে গিয়েছে। এটাই ত্রিপুরার নিত্য দিনের চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাননীয় সদস্য রতনবাবু এই বাস্তুচ্যুতদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাটুকু যেন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে করা হয় সেটার উল্লেখ করেছিলেন। আবার আমি ফিরে আসছি মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা সেই কথায় যেখানে তিনি বলেছিলেন রাজ্যে সুষ্ঠু গণবন্টন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সন্ত্রাসদীর্ণ গ্রাম-পাহাড়ের বাস্তুচ্যুতদের জন্য রেশন কার্ড ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত চাল, চিনি, গম, ডিজেল, কেরোসিন তেল ইত্যাদি সামগ্রীগুলি আজ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া বাস্তুচ্যুতরা নিশ্চয়ই রেশন দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন না। তাহলে তাদের সামগ্রীগুলি কোথায় যাচ্ছে? কারণ, কোন রেশন দোকানেই একজন কার্ড হোল্ডারেরও রেশন সামগ্রী বন্ধ হয়নি। তাহলে যেহেতু বাস্তুচ্যুতরা স্বাভাবিক কারণেই রেশন সামগ্রীগুলি গ্রহণ করতে পারছেন না, সেই রেশন সামগ্রীগুলি যাচ্ছে কোথায়? রাজ্যপালের ভাষণ অনুসারে সুষ্ঠ গণবণ্টন ব্যবস্থায় বাস্তুচ্যুতদের রেশনগুলি কার কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে? কাদের হাতে গেছে স্যার?

বাস্তুচ্যুত মানুষের যে খাওয়ার চাউল, ডাল ইত্যাদি কাদের হাতে গেছে? এটার কোন হিসাব আছে আপনাদের? অথচ একজন ভদ্রলোককে দিয়ে একটা রাজনৈতিক মিথ্যা কথা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এই হাউসের পবিত্র স্থানে উনাকে দিয়ে আপনারা পাঠ করিয়েছেন। আজকে হুলিয়া জারী হচ্ছে যে ট্রাইবেল তোমরা বাঙ্গালীদের কাছ থেকে কোন কিছু ক্রয় করতে পারবে না পাল্টা বাঙ্গালীরা বলছে তোমরা ট্রাইবেলের কাছ থেকে কোন কিছু ক্রয় করতে পারবে না। ট্রাইবেলরা বলছে তোমরা বাঙ্গালীদের এলাকায় গিয়ে জিনিষ বিক্রি করতে পারবে না, বাঙ্গালীরা বলছে যে ওদের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারবে না, স্যার, আজ থেকে পনের বিশ দিন আগে শিলচর থেকে আমার এক বন্ধু এসেছিলেন সে গৌহাটিতে আমার সঙ্গে পড়াশুনা করেছে। নাইট সুপারে আসছিলেন সম্ভবত চাকমাঘাট বা নর্থে সেখানে একজন ট্রাইবেল একটা সবরী কলার ছড়ি ১৫ টাকা দিয়ে বিক্রি করেছে কল্পনা করা যায়? একটা বড় সবরী কলার ছড়ি ১৫ টাকা দিয়ে বিক্রি করতে হলো। কি করবে কেউ কিনছে না। যদি সেখানকার স্থানীয় মানুষ কিনে তাহলে সে মার খাবে। আর যে বিক্রি করতে আসছে সে যদি বিক্রি না করে তাহলে তার বৌ বাচ্চারা না খেয়ে থাকবে। কি করবে? ১৫ টাকা বিক্রি করেছে অন্তত আজকের দিনটা বউ বাচ্চাদের মুখে ভাত দিতে পারবে এই উদ্দেশ্যে বিক্রি করে দিয়েছে। সেই কলা আমিও খেয়েছি। সেই কলা আগরতলায়

প্রতি আলি ২৫ টাকা করে বিক্রি হবে এটা কেউ অস্বীকার করবে না। তাহলে এই যে ন্যূনতম আশ্রয় কেউ শখ করে বৌ-বাচ্চা নিয়ে হাজার লোকের মাঝখানে মাটিতে মশার কামড়ের মধ্যে থাকতে চায় না। এটা একটা সখের জায়গা না। পারমানেন্ট রিলিফ ক্যাম্পে তারাই আসবে যারা উগ্রপন্থীদের দ্বারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। এই থাকা এবং খাওয়ার এই দুইটা জিনিষের জন্য আজকে এখানে আমরা জোরালো দাবী রাখছি। ডেভেলাপমেন্ট ল এণ্ড অর্ডার ইজ কো-রিলেটেড। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিশেষ করে ১৯৯৭-৯৮, ১৯৯৮-৯৯ইং অর্থ বছরে পি. ডাব্লিও. ডির উপর কিছু বই উনি পাবলিশ করেছেন কি কি ওয়ার্ক ঐ ফিনান্সিয়াল ইয়ারে একস্‌কিউট হবে, আমাদেরকেও এই বই দিয়েছেন। বুকে হাত দিয়ে বলুন, সত্যি কথা বলুক, উনার একটা প্রচেষ্টা আছে উনি ইফিশিয়েট তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ডেভেলাপমেন্ট ল এণ্ড অর্ডার সিচুয়েশান ডাইরেকটলি অর ইনডাইরেকটলি কো-রিলেটেড। উনার ইচ্ছা থাকলেও রাস্তাঘাট করতে পারছে না। রাস্তাঘাট করবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন অফিসার, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, এ্যাসিসটেন্ট জুনিয়র ইঞ্জিনীয়াররা যেতে পারছেন না। হাই রেইটে কাজ হচ্ছে সরকারের কোষাগার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত উন্নয়ন স্তব্ধ। এই টাকাগুলি আন-স্পেন্ট। স্যার, আমি এক হাজার রাস্তা করব এই অর্থ বছরে আমি টাকা ধার্য করেছি কিন্তু আমি রাস্তা করেছি মাত্র একশ, নয়শ রাস্তা হয় নাই। এই যে রাস্তাঘাট উন্নয়নের কথাগুলো আপনারা বলবেন আমি জানি। এখানে টাকা দিলে চলে না মাসে মাসে রাজ্যের উন্নয়নের কথা চিন্তা করতে হবে। এই যে আরও নয়শ রাস্তার টাকা যেটা বাজেটে আমাদের ধরা ছিল সেই টাকাটা কোথায় গেল ? কেন আমরা টাকা ডাইভারশান করি, কেন আমরা উগ্রপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত ভাই-বোনদের সাহায্য করতে পারি না। এখানে দাবী কি রাস্তাঘাট কোন কিছু না তারা চায় শান্তিতে থাকতে এবং শুধু ডালভাত খাবে তাদের শুধু এই দাবী। কাজেই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বামফ্রন্ট সরকার যদি বিন্দুমাত্র মনুষত্ববোধ থাকে সত্যিকারের জনসাধারণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতে কেউ বাধা দেবে না—এই আশা রেখে আমি এই সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি সমস্ত সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি এই প্রাইভেট মেম্বারস রেজুলেশন সার্বিকভাবে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হউক যে না আমাদের নিয়ে রাজনীতি নয়। আমাদের জন্য যে পবিত্র জায়গায় এখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদের উর্দ্ধে উঠে সরকার পক্ষ এবং বিপক্ষ আমাদের কথা চিন্তাভাবনা করবেন সেই মেন্টাল সেটিসফেকশন পাওয়ার জন্য চলুন আমরা এই প্রাইভেট মেম্বারস রেজুলেশানটা যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। থাকার এবং বাঁচার জন্য পারমানেন্ট রিলিফ ক্যাম্প করা হউক। চলুন করতে গিয়ে যদি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ধর্ণা দিতে হয় চালুন কোন প্রশ্ন নেই।

এখানে যদি আপনারা সত্যিকারের জনসাধারনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন তা হলে আমার বিশ্বাস এই প্রাইভেট-মেম্বার রিজিলেশানকে কেউ বাধা দেবেন না সেই বিশ্বাস আমি রাখছি। আমি এই আশা রেখে সরকার পক্ষ এবং সকলের কাছে এবং এই হাউজের সকল সদস্যের কাছে অনুরোধ রাখছি এই প্রাইভেট মেম্বার রিজিওলেশানকে আপনারা সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করবেন যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে যে আমাদের নিয়ে রাজনীতি নয় এখানে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ কিছু করছে আমাদের জন্য। তাই বলছি এই প্রাইভেট মেম্বার রিজিওলেশানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ থাকা এবং বাঁচার জন্য স্থায়ী রিলিফ ক্যাম্প করা। এটা করতে গিয়ে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যেতে হয় এবং এর জন্য যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ধর্ণা

দিতে হয় তার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। আমি আশা করছি এই হাউসে আমার প্রস্তাবটা সর্বসম্মতভাবে পাশ হবে এই আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়। সময় কম, সংক্ষেপে বলবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাহলে আমি আর বলিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, না, মাননীয় সদস্য আপনি বলুন। সময় কমের জন্য সংক্ষেপে বলতে বলেছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি তো বক্তব্য শুরু করার পরও বলতে পারতেন। আমি বক্তব্য শুরুই করলামনা আপনি বললেন যে সময় কম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে, আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল নাথ মহোদয় এখানে যে প্রাইভেট মেম্বার রিজিউলিশান এনেছেন এটা রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এই প্রাইভেট মেম্বার রিজিউলেশান এটা এসেছে আমার মনে হয়। কারণ রাজ্যের যে পরিস্থিতি এটা একটার সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা জড়িত এই প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলেশান। প্রথমত রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা যদি ঠিক থাকত তা হলে তো তাদেরকে স্থায়ী শরণার্থী শিবিরে রাখার প্রশ্নই আসত না। উনি সারা রাজ্যের পরিস্থিতি তথ্য ভিত্তিক এনেছেন। এর মধ্যে আরো অনেক বাকী আছে যেটার খবর উনি পান নি। যেখানে উপজাতি মানুষেরাও বিপন্ন। একদিকে বাঙ্গালী ভাইয়েরা যেমন বিপন্ন অন্য দিকে উপজাতি অংশের মানুষেরাও বিপন্ন। উনি যে তথ্য দিয়েছেন বাঙ্গালী ভাইরা শহরমুখী হচ্ছে আর ট্রাইবেল ভাইরা যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তারা পাহাড় মুখী হচ্ছে। যার কারণে স্যার পাহাড় জঙ্গলে কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ক্যাম্প করে থাকে সেখানে স্কুল থাকে হয়তো সেখানে আশ্রয় নেয়। কিন্তু যেখানে স্কুল ঘরও নেই সেখানে তাদেরকে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হয়। স্যার ত্রিপুরা রাজ্যের ঘটনা হলো এই। সব জায়গাতেই আজকে আইন শৃঙ্খার কথা উঠেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চই পরবর্তী সময়ে বক্তব্য রাখলে বলবেন এবং তিনি নতুন একটি সূত্র পেয়েছেন। প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার সি. আর. পি. এফ দেয় না, আসাম রাইফেল দেয় না। কেন্দ্র এই রাজ্য সরকারের দিকে তাকায় না। আজকে কয়েকদিন ধরে নতুন রূপ দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যের দিকে কম তাকান। এখানে স্যার, একটা জিনিস হলো মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড এবং আসামে যে গণ্ডগোল হচ্ছে, সেটার সঙ্গে কি ত্রিপুরার গণ্ডগোলের কি পার্থক্য। এখানে দুই জাতির মধ্যে গণ্ডগোল। যেমন ১৯৮০ সাল থেকে জাতি দাঙ্গা, সেটা মাঝে মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। স্যার, ১৯৮০ সালের ৬ তারিখ জাতি দাঙ্গা দুটো জাতির মধ্যে। আর আজকে ১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ অব্দি জুন মাস আসলেই পরে মানুষের মনে একটা আতংক দেখা দেয়। এইবার সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এ ডি সি নির্বাচন আসছে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবেন। ক্ষমতার আশা নিয়ে চারমাস আগেই নির্বাচন এগিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু এখানে নির্বাচন না যেমন মনে হলো দাঙ্গাই নিয়ে এসেছেন, চার মাস আগেই। পশ্চিমবঙ্গের মতো চার মাস আগেই নিয়ে এসেছে। ছোট ছোট জায়গাতে একটি এলাকার ভিত্তিতে জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দাঙ্গা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। স্যার, তারজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের কোন আক্ষেপ উৎক্ষেপ কোন কিছু থাকেনা। আমার মনে পড়ে মার্চ মাসের ৭ তারিখ ২০০০ইং সালের কর্ণাটকে দুটো জাতির মধ্যে দাঙ্গা হয়েছিল। সেই জাতির সংঘর্ষে সাতজন লোক মারা গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তার অন্যান্য মন্ত্রীদেরকে

নিয়ে যত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সেই কাজগুলো বাদ দিয়ে সেখানে ছুটে যান। সেখানকার মানুষকে শান্তনা। দেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এত শত শত লোক প্রাণ হারাচ্ছে কিন্তু কোন সদুত্তর নেই। তিনি আগরতলা থেকে বের হতেই রাজি না। দেখলাম পঞ্চবটী ঘটনার সময় যখন ১৬ জন লোক মারা গেছেন তখন ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকাতে দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেখানে যাবেন। কিন্তু এটা মিথ্যা অপপ্রচার কিন্তু যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি আবার প্রচার করেছেন কেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেলেন না। তাহলে এখানে অনুধাবন করা দরকার যে জনসাধারণ কত ক্ষোভ। দ্বিতীয়ত কল্যানপুর কৃষ্ণবন পাড়াতে ১৬জন মারা গেলেন কিন্তু সেখানে কোন মন্ত্রী গেলেন না। গেলেন না আপনার মুখ্যমন্ত্রীও। মুখ্যমন্ত্রী তো যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ কোন মন্ত্রীই সেখানে যায় না। কিন্তু কর্ণাটকে ৭ জন মরলে মুখ্যমন্ত্রী ছুটে যায়, কারণ সেখানে মানুষের মূল্য আছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যদি শতজন মারা যায় তাহলে কোন মূল্যই নেই। এটাতো প্রমাণ করছে। এই সরকারের আমলে মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই। স্যার দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় বাগবেরের ঘটনার আগের দিন উত্তর মহারাণীপুরে দীর্ঘদিন যাবৎ গাড়ি চলে না, সে দিন প্রথমে চলছে। সেই গাড়িটি ছিল জিপ গাড়ি, তারিখটি ছিল ১৯শে জুন। ১৯ তারিখ যারা টি,বি,এল,এফ-এর নামে বোম ছুঁড়েছিল সে গাড়ীতে ট্রাইবেল এবং নন্ ট্রাইবেলও ছিল। তারা আমার খুবই নিকট আত্মীয় ৬টি ডেথ ৫ জন হয়েছে, এর মধ্যে একজন আমার জামাইবাবু, একজন খুড়তুতু ভাই, আর একজন ভাগনী এবং ভাগনীর দুই শিশু। সকাল ৯.৩০ মিঃ টেলিফোনে বললাম, ডি. জি. আই, জি-কে ফোন করে বিকাল ৪টা পর্যন্ত একটা এসকর্ট যোগার করে দিতে পারল না। একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিতে পারল না। যে দাহ করার মত, শেষ বারের মত দেখার সুযোগটা আমায় দেওয়া হল না। তার পরেও শ্রাদ্ধের দিনে আমি যাব বললাম, শ্রী সরকারকে রিকুয়েষ্ট করলাম উনি বললেন স্যার, ক্যান্সেল করুন, শ্রাদ্ধ তা আমি ক্যান্সেল করব। এটা কি আরেকটা তারিখে করব যেদিন আমি পুলিশ এসকর্ট পাব। আমি বললাম আপনি দেন না দেন মৃত দেহ দেখতে না পারলেও আমি শ্রাদ্ধে যাব। দুই ঘন্টা পরে সেলিম আলিকে অনুরোধ করলাম, মারা হল আমার নিজের পরিবার আমি তাদের দেখব না, এই বললাম, এর জন্য কি একটু সাহায্য করবেন না। বলে স্যার, আমি দেখছি, তার পরেও তিন ঘন্টা বাদে এসকর্ট আনল, কোথায় থেকে আনল আমি জানি না, প্রথমে বলল যে কোন মতেই দেওয়া যাবে না, আসলটা কি? এটা কি একটা প্রশাসন, এটা খুব মর্মান্তিক, যার বাড়িতে মারা যান তারা জানেন কত বেদনাদায়ক। আমি নিজের আপন ছোট ভাই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নির্মূল হওয়ার পথে। ৬০ জন মারা গেছে। তারপর সেখানে মহারাণীপুর খগেন্দ্রবাবু আছেন এবং জানেন সমস্ত জমি জমা ফেলে দিয়ে এসেছি, মাত্র এখনও ভাই আছেন। প্রতিদিন হুমকি দেওয়া হয় যে তুলে নেওয়া হবে। কচু কাটা হবে, আমি আই, জি, ডি, জি এবং মুখ্যমন্ত্রীকে বার বার বলেছিলাম, বলে পুলিশ নেই, ফোর্স নেই, কেন্দ্র দেয় না। বলেও তো আর কিছু পাচ্ছি না মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। স্যার, এর জন্য বলছি আজকে মানুষ আশ্রয় চায়, চায় না চাকরি চায় শুধু আশ্রয়। আমি অঘোরবাবুকে টেলিফোনে বলেছিলাম, যে রাজনগরের তুলাশিখরে আশ্রয় নিয়েছে তারা চারদিন ধরে উপোস আছে একটু ব্যবস্থা নিন, উনি বললেন ২৫ পরিবারের কথা, আমি বললাম ২২৫, উনি বললেন তাহলে রিপোর্ট ভুল দিয়েছে। চারদিন ধরে হয়ত তিনি কিছু করেছেন, তারপরে মহারাণীপুরের ট্রাইবেলরা চলে গেছে কল্যাণপুরে। তারপর এখানে কৃষ্ণপুর, তেলিয়ামুড়ার সমস্ত এলাকা স্পীকার মহাশয়ের গ্রামের কাছ থেকে যারা

ট্রাইবেল আছে তারা চলে গেছে। ঐদিকে ওয়াতৃইলং, বকপুই চিনাইবিল এবং নয়নপুর সমস্ত উত্তর মহারাণীপুরের দিকে দীনদয়াল পাড়া থেকে ঘিলাতলীর দিকে চলে গেছে। সেই উত্তর মহারাণীপুর ৬ থেকে ৭ হাজার উপজাতি এবং বাঙালী প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন জায়গায় আছে। একটা প্রাণীও আসতে পারে না, এত বড় অমানবিক এবং এত বড় নির্দয় যে, গত মাসের ৬ তারিখ থেকে রেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শরণার্থী শিবিরে রেশন বন্ধ। যেদিন আমি যাই আমার ভাগ্নে এম, বি একজন ডাক্তার আছে, আর এমন একজন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে যাই এবং আমার চোখের সামনে ৩৫ বছরের একজন মহিলা মারা যায়। এই নিয়ে সেই শিবিরে ৮ জন মারা গেল। আমি গিয়েছিলাম ১৭ তারিখ তারা বলে না। এ, ডি, সি না রাজ্য সরকার কেউ আসেনি। কারণ তারা দিতে পারবে না বলে আসে না। স্যার, চলে গেল ১৮ মুড়া ২৬ মাইল কেউ থাকে না। মোলিয়াবাড়ীতে সব মিলে ১০০টি পারবার আছে। কোথা থেকে আসল সেখানে ৪ থেকে ৫ হাজার লোক সেই উত্তর মহারাণীপুর শরণার্থীরা ট্রাক লোট করছে। আখ্যায়িত করা হয়েছে উগ্রপন্থীদের আক্রমণ। সেখানে আখাসাভার ছিল, বাস ছিল, এবং যাত্রী গাড়ী ছিল তাদের তো কিছুই করেনি। যেখানে আহতের লিষ্ট আক্রান্তের লিষ্ট সবই তো ট্রাকের কথা। এই থেকে নিশ্চিত বাসে খাদ্য আসে না। এটা ওদের সেন্স আছে। তাই তারা ট্রাক লোট করছে, সম্পূর্ণ বস্তা একবারে নিয়ে যেতে পারবে না। যার যতটুকু প্রয়োজন এক বেলা খেতে পারলেই চলে। ২ কেজি বা ৪ কেজি। স্যার, কি পরিনামটা এইগুলি অত্যন্ত মর্মান্তিক। তামসাধন জমাতিয়া তার ৫ দ্রোণ জমি আছে ওয়াতোকলাই পাড়া তামসাধন জমাতিয়ার বংশধররা ২ কেজি চালের জন্য সেখানে ট্রাক লোট করতে বাধ্য হচ্ছে। সরকার কি পারে না এক, দুই মাস খাওয়াতে এবং তাদের জন্য অষুধপত্র পাঠাতে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— রবীন্দ্রবাবু কনক্লোড করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— তার জন্য রাজনীতির জন্য রাজনীতি করলে হয় না স্যার, একটু সহানুভূতি রাখার জন্য আমি আহ্বান রাখব এই মন্ত্রীসভার কাছে। কারণ যে দুর্দশা এই ৩৭ মাইল এটা একটা নমুনা, মনে করবেন না আর হবে না। যখন মানুষ ক্রুদ্ধ হবে তখন আর রোধ করে রাখতে পারবে না। খাদ্য গুদামও রোধ করতে পারবেন না লোট হয়ে যাবে। তখন মন্ত্রীর সিকিউরিটিও যাবে না ১০টা ১২টা গাড়ী নিয়ে গেলেও রেহাই পাবে না কেউ। আমরাও পাব না আপনারাও পাবেন না। তখন কে কোন দল কে সরকার পেছনে উগ্রপন্থী আছে, কে কোথায় এইগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে এটাই করুন। সেই বিষয়টা হল শান্তি আনা। কি করে মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া যায়। এখানে স্যার, বিধানসভায় অনেকগুলি প্রশ্ন। এবার আমি প্রশ্নই করি নাই। আগের প্রশ্ন কয়েকটা করছি আর করিনি। এখন কি প্রশ্ন করব। আমার একটাই প্রশ্ন ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর কাছে নিরাপত্তায় তাদের জীবন রক্ষা হবে কিনা। কি কর্মচারী, কি পুলিশ, কি শ্রমিকশ্রেণী। প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের কাছে এই প্রশ্ন। বিধানসভায় বারবারই এই একটা প্রশ্ন রাখতে চাই। এই প্রশ্নের উত্তর আপনার এই সরকার একমাত্র দিতে পারে যারা শপথ নিয়েছে। জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা হবে কিনা এই সদ্য উত্তর আমি আপনাদের কাছে পাব এবং ত্রিপুরাবাসীগণ পাবে। এটা আমি বিশ্বাস করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আর সময় পাবেন না রবীন্দ্রবাবু। অন্য মেম্বারদের তো টাইম দিতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— নিরাপত্তার দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয়।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ মহাশয় যে প্রাইভেট মেম্বার মোশান প্রস্তাবটা এনেছেন আমি এই প্রস্তাবের সহমত পোষন করতে পারি না এবং আমি এর বিরোধিতা করছি। কারণ আমরা জানি এবং রাজ্যবাসীও জানে, এই প্রস্তাবটা আপনি যেভাবে এখানে আনবার চেষ্টা করেছেন এটা ঠিক না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে যে পরিসংখ্যানের কথা আপনি এখানে বলেছেন এটা রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের। অনেক জায়গায় দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। তারা অনেক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং ত্রিপুরার যে চতুর্দিকটা তুলে ধরেছেন এবং বিশেষ করে গত তিনটা বছর দেখেছি আপনাদের খোয়াই মহকুমাতে এবং এটাও আমরা লক্ষ্য করছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা এই রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কি ট্রাইবেল, কি বাঙ্গালী, প্রশাসন তরফ থেকে বারবার তাদের পাশে দাড়িয়েছে এবং এই যে আমাদের চোখের সামনে তেলিয়ামুড়া এলাকার কল্যাণপুর খোয়াই মহকুমার মধ্যে যে. ঘটনা ঘটল আমরা দেখেছি এবং শুধু এটা না পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে, ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, এস. ডি. ও, ডি. এম যত রকমের প্রশাসনিক সাহায্য দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এবং প্রথমত আমরা এটায় একমত যে এখানে যারা আশ্রয় নিয়েছে কি টাইবেল. কি বাঙ্গালী সব অংশের মানুষ আমরা চাই যে তাড়াতাড়ি তারা স্ব স্ব স্থানে ফিরে যেতে পারে। তারজন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করেছেন। আমাদের এখানে হাজার হাজার দুর্গত মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছিলেন আমরা দেখছি এর মধ্যে অন্তত ৭টা পুলিশ ক্যাম্প এখানে করা হয়েছিল এবং টাইবেল কি, বাঙ্গালী উভয় অংশ কিছু কিছু ফিরে গেছেন এবং কিছু বাকি আছেন। গত কালকেও পশ্চিম জেলা শাসক আই. ডি. পি, এস. বি, এস. ডি, ও, বি. ডি ও আমরা কথা বলেছি। দুর্গত মানুষদের কিভাবে সাহায্য করা যায় এবং তাদেরকে যত তাড়াতাড়ি নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে স্ব-স্ব বাসস্থান এবং স্ব-স্ব এলাকায় পাঠানোর জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এবং ২টা নতুনভাবে ক্যাম্প দেওয়ার পরে কি জাতি কি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পরে। আর সঙ্গে সঙ্গে যে আনুসঙ্গিক সমস্যা দাঁড়িয়েছে সেখানে দেখছি আসবাবপত্র কিংবা গম ফেক্‌টরী থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে তাদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে। এটা আমরা আশা বিশ্বাস করি। তেলিয়ামুড়া বাস্তুচ্যুতদের সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্র বাবুও বলেছেন। স্যার, এখন পর্যন্ত যে তথ্য আছে সেটা হল স্বকান্ত স্কুলে ২৬২ জন, স্বামীদয়াল-এ ২০৯ জন, কল্যাণপুরে ৪৩০ জন, চেবরীতে ৪৮৯ জন, রামকৃষ্ণপুরে ২০ জন, বিদ্যামোহন পাড়াতে ৩৪ জন, দীনদয়ালে ৩২ জন, সিকারাই পাড়াতে ১৫ জন রাইদাস পাড়াতে ৩০ জন, কুঞ্জ ঠাকুর পাড়াতে ১০ জন। এছাড়াও জুমিয়া কলোনী, সেনারাই এই সব জায়গায় বাস্তুচ্যুতদের সব মিলিয়ে প্রায় ১৬২টি পরিবার হবে। উত্তর মহারানীপুর এলাকায় বর্তমানে ৫টি সি আর পি এফ ৫ টি এস আর ক্যাম্প আছে। কল্যাণপুর এলাকায় সিকারাই পাড়া ও মহারানীপুরে বর্তমানে নতুন ভাবে ক্যাম্প করা হয়েছে। দীনদয়াল পাড়া ও সিনদাঃবিল কিংবা যে সমস্ত গ্রামগুলি পোড়া গেছে। প্রশাসন তাদের সাহায্য দিয়ে পুনরায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা দরকার। আর যে সমস্ত গ্রামগুলিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই সেখানে নিরাপত্তার চৌকির ব্যবস্থা করে পাঠানো হোক। স্যার, মিশ্রিত জনবসতি এলাকাতে যেখানে ফেরার মত সুযোগ থাকে সেখানে নিরাপত্তার চৌকির ব্যবস্থা করে

শরনার্থীদের পাঠানো ব্যবস্থা করা হোক। যেমন উক্ত মহারানি পুরে পাঠানো যায়। আমরা সবাই একমত পোষণ করব ক্ষতিগ্রস্ত শরনার্থীদের জন্য ব্যবস্থা করেন এবং আমি এই আশা রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, কাজল চন্দ্র দাস আপনার পাঁচ মিনিট সময় আছে। আপনি পাঁচ মিনিট সময় বলবেন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানে উনার যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি দাড়ি, কমা, সেমিকোলন সমেত সমর্থন করছি। আমি সমর্থন করছি এই কারণে, যদিও এখানে আমার মহকুমার আরো বিধায়ক আছেন, কিন্তু ঘটনা ঘটার পর আজ পর্যন্ত সেখানে গেছেন কিনা আমার জানা নেই। আপনারাতো সব সময় মুখে গরীবের বন্ধু বলে নিজেদের জাহির করে থাকেন কিংবা সর্বহারার বন্ধু বলে দাবী করেন সে জায়গায় রতন বাবু যে প্রাইভেট মেম্বার্স মোশান এনেছেন এটা তো গরীবদের জন্যই আসুন না, সবাই সমর্থন করি। মাননীয় সদস্য উনার প্রস্তাব মুভ করতে গিয়ে সমগ্র ত্রিপুরার চিত্র সংখ্যা দিয়ে তুলে ধরেছেন। আমি আমার এলাকার কিছু তথ্য দিচ্ছি। মহারানীতে ১৩০টি পরিবার রয়েছে। ২০সে মে যে দাঙ্গা হল ঘিলাতলী, ওয়ারেংবাড়ী, ছিনাইপুর এই সব জায়গার কথা উনি কি জানেন? খোয়াই মেইন রাস্তার সঙ্গে ৮৩ পরিবার দেবতাবাড়ীতে আছে। অময় কলোনীতে ১৪টি ট্রাইবেল আছে। তাদের থাকার জায়গা নেই। খাস কল্যাণপুর বেশ কিছু ট্রাইবেল-নন ট্রাইবেল পরিবার গকুলনগর আছে। কৃষ্ণবন দাসপাড়ায় ১৪.৮.৯৯ সালে ১৪টি ট্রাইবেল ফ্যামিলির ৭৮ জন পরিবার ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। তারা কাজ পাচ্ছে না। মানুষেরবাড়ীতে, বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে। অমর কলোনীর ১৫০ বাঙালী পরিবার বিভিন্ন মানুষের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তোতাবাড়ী, খোয়াই রাস্তার সঙ্গে ট্রাইবেল পরিবার রয়েছে ৭৯টি। উত্তর মহারানীর ২০৯টি বাঙালী পরিবার স্কুলে আছে। মাইগঙ্গাতে ২৮২ পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। উনার কেন্দ্রের মধ্যেই এই ক্যাম্প গুলি হয়েছে। মাইগঙ্গা স্কুল, সাংদামনী স্কুল, থাপিদয়াল এই ক্যাম্পগুলি রয়েছে। মহকুমা শাসকের রিপোর্ট অনুযায়ী ৭০০ পরিবার এই ক্যাম্পগুলিতে রয়েছে। সেখানে গত ২৭ তারিখে রেশন দেওয়া হয়েছে, ২ তারিখ রেশন মানি দেওয়া হয়েছে। কল্যাণপুর প্রমোদনগর গাঁওটি সম্পূর্ণ ভাবে এবোলিশড হয়ে গেছে। সেখানে মাত্র ৭টি উপজাতি রয়ে গেছে আর বাকী ৪৩২টি পরিবার কল্যাণপুরে আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদেরকে আমরা বাড়ী ঘরে ফিরে যেতে বলতে পারছি না। স্যার, গত ৩০ জুন কল্যাণপুর শরণার্থী শিবির থেকে বেশ কিছু পরিবার বাংলাদেশ পারি দেবে উদ্দেশ্য রওয়ানা দেয়। তখন তাদেরকে আটকাবার জন্য কোন কমরেড বিধায়ক সেখানে যাননি। আমরাই সেদিন তাদেরকে আটকিয়ে ছিলাম। স্যার, মানুষ আজকে শিবিরগুলিতে খেতে পাচ্ছে না। না খেতে পেয়ে তারা আজকে মারা যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত লজ্জাস্কর ব্যাপার। অথচ একদিন উনারা শপথ নিয়ে বলেছেন যে মানুষের খাবার ব্যবস্থা করবেন, শিশুদের দুধের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আজকে এই সমস্ত বাস্তুচ্যুত লোকদের প্রতি উনাদের কোন নজর নেই। তারা আজকে অনাহারে মারা যাচ্ছে তাই আমি আজকে দাবী করছি যতদিন পর্যন্ত এই সমস্ত এলাকার শরনার্থীরা বাড়ীতে যেতে পারছে না ততদিন পর্যন্ত একটা স্থায়ী ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হোক। রাজ্য সরকার যদি টাকার ব্যবস্থা করতে না পারেন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাব। স্যার, আজকে

দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আমরা খবরে শুনেছি যে উনি কল্যাণপুর শরনার্থী শিবিরে পা বাড়াননি। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। আজকের রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত। কিন্তু তাদের জন্য রাজ্য সরকারের কোন উৎকণ্ঠা নেই। মাননীয়, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কোন উৎকণ্ঠা নেই। সেই রাজ্যের মানুষ হিসাবে আমি লজ্জিত। স্যার, উনারা কথায় কথায় বলেন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয় না। আমি একটা প্রশ্ন বিধানসভায় এনেছিলাম যে কেন্দ্র কত টাকা দিয়েছে তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব দেবার জন্য বলেছিলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নটা রিজেক্ট হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার উত্তর দেবে না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন। উনাদের শুধু টাকা লাগে। কিন্তু রাস্তাঘাট ত্রিপুরা রাজ্যে কোথাও হচ্ছে না। রাস্তার অভাবে প্রমোদনগরের মানুষ কল্যাণপুরে আসতে পারে না। এই হচ্ছে উনাদের কাজের নমুনা। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না। মাননীয় সদস্য রতনবাবু সব বলেছেন। আমি শুধু এই টুকুই বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যারা কল্যাণপুরে আশ্রয় নিয়েছেন সেখানে তাদের জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। ৪৩২ টি পরিবারের থাকার মত জায়গা সেখানে নেই। বিভিন্ন রোগের আক্রমনে প্রচুর লোক এই শিবির গুলিতে মারা যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে একটি ৮ বছরের ছেলে এই শিবিরে জ্বর হয়ে মারা গেছে। সেই জন্য বলছি যতদিন পর্যন্ত না এই সমস্ত পরিবার গুলি বাড়ীতে যাতে প রছে তারা যাতে সুন্দর ভাবে এই স্থায়ী ক্যাম্প গুলিতে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক। যে সমস্ত ছেলেরা তাদের বই পত্র হারিয়ে ফেলেছে পড়াশুনা করতে পারছে না তাদের বইয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের আমি অনুরোধ করব আপনার এটার বিরোধিতা না করে কি ভাবে সহমত পোষণ করা যায় সেই চিন্তাভাবনা করবেন। এই সমস্ত শরনার্থীদের রক্ষা করার জন্য মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আপনারা সমর্থন করবেন এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু আপনাকে আর সময় দিতে পারছি না কারণ এটা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা খুব সেনসেটিভ ব্যাপার তাই বলছি স্যার, আমাকে দু মিনিট আলোচনা করার সুযোগ দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না আর সময় দেওয়া যাবে না কারণ আমাদের হাতে আর সময় নেই।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এটা নিয়ে তো দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়েছে. আমাকে স্যার, দু মিনিট সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে বলুন।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ রাজ্যের সন্ত্রাসের কবলে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির ব্যাপারে যে বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরনে সমর্থন করছি। এবং এই ব্যাপারে আমার আবেদন থাকবে কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি না নিয়ে এই রাজ্যের সামাজিক স্বার্থে, এই রাজ্যের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করে এবং সেটা দ্রুত সমাধান করার জন্য সর্ব সম্মত ভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এই রাজ্যে যে প্রথম হয়েছে তা নয়। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বাদ

দিলাম। কাশ্মীরেও সন্ত্রাস হয়েছে এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি বাস্তুচ্যুত হয়ে জম্মুতে আশ্রয় নিয়েছে। পাঞ্জাবে ও বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস হয়েছে। পাঞ্জাব থেকে হরিয়ানা তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে এবং পাঞ্জাবেও রাজ্য সরকার এই বাস্তুচ্যুতদের জন্য ক্যাম্প করে দিয়েছেন এবং তাদের রিলিফ দেওয়ার ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র তারা ত্রুটি করেননি। কারণ সেখানে তারা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের বাচবার জন্য এবং তার পরিবারগুলিকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমরাও ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ রাজ্যের বসবাসকারী মানুষ, আমরাও ভারতবর্ষের নাগরিক। তাহলে এই রাজ্যের সন্ত্রাসের কারণে জাতি উপজাতির জনগণ যেভাবে নিরাশ্রয় হচ্ছে এই অবস্থায় তারা আশ্রয়ের সুব্যবস্থা পাবেনা কেন। এখানকার জনগণ যেটা মাননীয় সদস্য রতন বাবুও বলেছেন যে দুইটা ডিসট্রিকটের হিসাব উনার কাছে নেই, দুইটা ডিসট্রিকটকে বাদ দিয়েও ৭৫ হাজার পরিবারের কথা বলেছেন। আমি বলব আমার কাছে যে তথ্যটা আছে এটা যদি বিস্তৃতভাবে দিতে যাই তাহলে অনেক সময় লাগবে। আমাদের এই রাজ্যে এখন পর্যন্ত এক লক্ষের উপর জাতি উপজাতির পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। কাজেই এটাকে এখানকার সাময়িক সমস্যা হিসাবে দেখলে চলবে না। এদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় এবং এদের জন্য শরনার্থী শিবির করার ব্যাপারটা আজকে আলোচনার বিষয় ছিল না। এগুলি অনেক আগেই করা উচিৎ ছিল এবং ১৯৯৮ সালে এই বিধানসভাতে আমি প্রথম এই ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, রাজ্যে সন্ত্রাসের কারণে কতগুলি পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব চেয়েছিলাম, উত্তরে তথ্য সংগ্রহাধীন বলে এড়িয়ে গিয়েছিল এবং সেই তথ্য আজও আমরা পাইনি। স্যার, রাজ্যের জনগণের প্রতি এই রাজ্যের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের কি নিদারুন পরিহাসের সৃষ্টি, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের জনগণকে নিদারুণ ভাবে পরিহাস করছে। রাজ্যের জনগণ শরনার্থী শিবির না করার পরেও বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে. বিভিন্ন স্কুল, পঞ্চায়েত ঘর, বারোয়ারী সেন্টার যেখানেই খালি জায়গা পাচ্ছে সেখানেই আশ্রয় নিচ্ছে। আর রাজ্যের বর্তমান সরকার কোথায়ও দুই কি তিনদিনের রিলিফ, কোথাও বা সাত কি দশদিনের রিলিফ দিচ্ছে, কিন্তু মানুষের চিকিৎসার বা পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা করছে না। এই ব্যবস্থাটাকে কি আমরা বলতে পারি যে, এভাবে এই সরকার মানবিক সভ্যতা ও মানবিক অধিকারকে লংঘন করছে। স্যার, বিভিন্ন জায়গায় যারা শরনার্থী হয়ে এসেছেন ওরা কিন্তু ইচ্ছা করে সরকারের কাছ থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য আসেনি এটা রাজ্য সরকারের জানা উচিৎ। তাদের প্রত্যেকের বাড়ী ঘর ছিল, জমিজমা ছিল, কারও কারও কিছু জিনিষপত্রও ছিল। সব ফেলে অনেকে আবার নিজের পরিবারের কাউকে হারিয়ে শুধু প্রাণ রক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। সেজন্য ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ টুকু মিলবে না, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন উনি জবাব দিন। আমি নিজে কয়েকটা ক্যাম্প ঘুরে দেখেছি, আনন্দনগর, কল্যাণপুর, উদয়পুরের ভিতরের দিকে কয়েকটা জায়গায়, প্রমোদনগরের কাছে এবং তেলিয়ামুড়া ভিতরে যে সমস্ত ক্যাম্পগুলি আছে সেগুলিতে আমি গিয়েছিলাম এবং আমি দেখেছি সেখানে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালের কোন কোন ডাক্তার চাপে পড়ে শরনার্থী শিবিরে গিয়েছে এবং সেখানে গিয়ে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে এসেছে তাতে হয়তো দুইশত বা তিনশত টাকার ঔষধ আছে। তা যারা দিনে এক বেলা খেতে পায় না তারা ঔষধ কেনার জন্য এই টাকা কোথা থেকে পাবে। এটা কি সেই সব শরনার্থীদের প্রতি রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের উদাসিন্য নয় বা পরিহাস নয়। এটা এই রাজ্যের

শরনার্থীদের দুর্ভাগ্য, এটা এই রাজ্যের জনগণের দুর্ভাগ্য যে, একটা সরকার রাজ্যের গদিতে থাকা সত্বেও রাজ্যের জনগণের নিরাপত্তা দিতেতো পারলই না, উপরন্তু শরনার্থীদের জন্য চিকিৎসা ও পানীয় জলের সুব্যবস্থাটুকুও করতে পারল না। কাজেই, আমি অনুরোধ করব। এই প্রস্তাবটাকে শুধু রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে হবে না এবং শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করলে হবে না এই রাজ্যের মানুষের বাস্তব অবস্থা এবং রাজ্যের শরনার্থীদের বাস্তব সমস্যাটাকে উপলব্ধি করে ট্রেজারী বান্সের মাননীয় সদস্যগণ আপনাদের মতামত প্রকাশ করুন। নতুবা জনগণ আপনাদের ক্ষমা করবে না এবং জনগণের কাছে আপনাদের জবাব দিতে হবে। স্যার, এরা যারা শরনার্থী হয়ে এসেছে যে কথাটা মাননীয় সদস্য খগেন্দ্রবাবুও বলেছেন, আমরাও বলছি, আমাদের মাননীয় সদস্যগণও বক্তব্য করেছেন যে, আমরা চাই আমাদের দাবী ও আবেদন তারা যেথান থেকে এসে শরনার্থী হয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন তাদেরকে তাদের সেই আগের মানে পুরানো স্ব-স্ব-স্থানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে ফেরত পাঠানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে রাজ্য সরকারকে। মানুষের নিরাপত্তা ও উন্নয়নে কাজ করবেন বলে যারা সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে মন্ত্রিত্ব করছেন তাদের কিন্তু দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উর্দ্ধে উঠে কাজ করা উচিৎ। সুতরাং সেই দিনের সেই শপথ আজকে আপনাদের নতুন করে স্মরণ করা উচিৎ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা, আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীজওহর সাহা :— শেষ করছি স্যার, রাজ্য সরকার যদি মনে করেন যে স্থায়ী শরণার্থী ক্যাম্প করতে গিয়ে যে টাকার প্রয়োজন হবে সেটা প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা চেয়ে নিতে পারি। কেন্দ্রের কাছে এই ব্যাপারে টাকা চাওয়ার জন্য প্রয়োজনে দিল্লী যেতেও আমাদের আপত্তি নেই। এই বিধানসভা থেকেই তারজন্য একটি সর্বদলীয় কমিটি করা যেতে পারে। কিন্তু রাজ্য সরকারকে পরিস্কার করে জানাতে হবে বিষয়টির প্রতি রাজ্য সরকারের আদৌ সদিচ্ছা আছে কিনা? থাকলে আমরা তাকে স্বাগত জানাব। প্রচুর জমি-জমাফেলে বহু পরিবার আজ বাস্তুচ্যুত। তাদের যে জমিগুলিতে ফসল ভরে থাকত সেই সব জমিগুলি আজ পরিত্যাক্ত হয়ে আছে। গত সিজনে তারা তাদের উৎপাদিত ফসল ঘরে তুলতে পারেনি, আর এবারতো বহু জায়গাতেই জমি চাষ করাও সম্ভব হয়নি। এই যদি অবস্থা চলতে থাকে তাহলে আগামী দিনে রাজ্যের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে—যা সামলানো মুশকিল হবে। খাদ্য সংকট হতে পারে। জিনিষ-পত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি আরোও ব্যাপকহারে হবে।

কাজেই, বাস্তুচ্যুতদের জন্য আপনাদের ভাবতে হবে. এই জন্যই প্রস্তাবটিকে পূর্ণ সমর্থন করে বাস্তুচ্যুতদের দুর্গতি লাঘবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধজানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখার অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার,

শ্রীরতনলাল নাথ :— উনি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসবে প্রস্তাবটির উপর বক্তব্য রাখছেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার-ইন-চার্জ হিসাবে, রেভেন্যু এণ্ড রিহেবিলেটেশান।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, এটা কিন্তু উনার দপ্তরের সঙ্গে রিলেটেড নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উনি বলবেন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— এটা কি করে হয় ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার জন্য সি এম আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন সেইজন্য আমি আলোচনায় অংশগ্রহণ করছি।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— হোয়ার ইজ্ দ্যা স্কোপ্ অব্ ইট স্যার ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, রুলে এই ব্যাপারে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মিনিস্টার বলেছেন, উনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, উনি বলতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, রেভেনিউর একটা ব্যাপার আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— রেভেনিউ না, রেভেনিউ বেকেটে রিহেবিলেটেশন আছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা তৎকালীন ছিল উনি এটা কেন বলছেন আমি বলতে পারব না। ইট ইজ নট মেনডাটরী।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ইট ইজ মেনডাটরী। স্যার, উনি বক্তব্য রাখতে পারবেন আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু মন্ত্রী মিনিষ্টার ইন-চার্জ উনি বলতে পারবেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মিনিষ্টারকে এটার উত্তর দিতে হবে এমন কোন কথা নেই।

(গণ্ডগোল)

Shri Sudip Roy Barman :— Sir, Rules. 75 The Minister-in-Charge of the Department to which a resolution relates may.

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা রেভেনিউর সঙ্গে রিলেটেড।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, তাহলে রুলস মেনশন করুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই রেজুলেশনের বক্তব্যে অংশ গ্রহণ করব। আমি এই রেজুলেশনের উপর বক্তব্য রাখছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ঠিক আছে, তাহলে এই কথা বলুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রস্তাবের উপর যে আলোচনা এখানে চলো বার বার প্রস্তাবের উত্থাপক মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ উনি উল্লেখ করেছেন উনি রাজনীতি করেন না। কিন্তু রাজনীতি করার উদ্দেশ্যে উনি প্রস্তাবও আনেননি। মানুষের দুঃখে দুঃখী হয়ে মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য সহানুভূতি হয়ে এই প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে রাজনীতি করা। আমি এইজন্য এই কথা বলছি। বিরোধী দলের পক্ষে যারা যাঁরা এর মধ্যে অংশ গ্রহণ করেছেন এই প্রস্তাবে তাদের

সকলে কিন্তু একমত নন। কোন কোন সদস্য চেষ্টা করেছেন আসল সমস্যার দিকে যাওয়ার জন্য। কোন পরিস্থিতিতে কোন বিষয় থেকে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেই পরিস্থিতি সমাধানের দিকে যদি না যাওয়া হয় তাহলে পরে এই সমস্যার সমাধান হবে না। যেমন মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা উল্লেখ করেছেন, প্রয়োজন হচ্ছে শান্তি সম্প্রীতির একটা পরিবেশ তৈরী করা যাতে করে মানুষের ঘরবাড়ী ছাড়তে না হয়। মাননীয় বিরোধী দলনেতার বক্তব্য শুধু এর উপর নির্ভর করতে চেস্টা করেছেন যে, শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশন করা। এবং আর্থিক দিকের উপরও আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক জীবনের উপর বিশেষ ব্যবস্থাদি আছে। তাদের জুম ছিল, এরা চাষবাস করতেন। এরা শুধু নিজেদের পরিবার পরিজনের জন্য শুধু না গোটা রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা তারমধ্যে কনট্রিবোশন ছিল। সুতরাং সেই কারণে প্রয়োজন কত তাড়াতাড়ি শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। এবং এই শান্তি প্রতিষ্ঠা করে সেই জায়গায় স্ব স্ব জায়গায় সে ট্রাইবেল হউক, নন-ট্রাইবেল হউক তাদের সেই সমস্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়া। এই বিষয়ে কোন দ্বিমত করেননি। কারণ, আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাটা যেভাবে উদ্ভব হচ্ছে, সমস্যাটা যেভাবে তৈরী হচ্ছে এই সমস্যা কোন একটা পার্টিকুলার সমস্যা নয়। কেউ কেউ বলতে চেস্টা করেছেন যে আইন শৃঙ্খলা সমস্যা, আইন শৃঙ্খলা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঠিক হবে ততক্ষন পর্যান্ত এই ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে রতনবাবু যে কথাটা বলতে চেয়েছেন। যতক্ষণ না রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ পর্যান্ত তাদের স্থায়ী ক্যাম্প ইত্যাদি তৈরী করে সেই সব লোকদের থাকার ব্যবস্থা করা। স্যার, প্রশ্নটা শুধু কি আইন শৃঙ্খলা? আমি অন্তত মনে করি না যে, এটা আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন। এটা শুধু আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন না। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে এটাকে দুই ভাগে দেখতে হবে। এটা একটা পার্টিকুলার বিষয়। এটা উগ্রপন্থার বিষয়। সেই জন্য এটা কোন স্বাভাবিক আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে এটা জড়িত নয়। এবং এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্ভূত বিষয়ও না। বিষয়টা গোটা উত্তর -পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে এটা জড়িত। গোটা দেশের সঙ্গে এটা জড়িত। এটা তো আলেদা করে দেখলে চলবেনা। আমি যদি আলাদা করে ত্রিপুরার সমস্যা হিসাবে দেখতে চাই তাহলে পরে তো আমি বলতে পারি এখানে দুই দেশের সমস্যা। না। তা হলে কেন আমাদের রাজ্যে মিজোরামের শরণার্থীরা রয়েছে। এরা তো বিদেশ থেকে আমাদের রাজ্যে আসেনি। এরা এসেছে প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরাম থেকে। এরা সেই রাজ্য থেকে বিতারিত হয়ে আমাদের রাজ্যে এসেছে। সুতরাং আমি সেই দিক দিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে বলতে চাই যে, বিষয়টা উঠেছে আমি কোন সাফাই গাইতে চাইনা এটা ঠিক। রাজ্যের এই উদ্ভূত উগ্রপন্থী সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু পরিবার উচ্ছেদ হয়ে গেছে, বিশেষ করে যেখানে যেখানে যেমন যেমন সংকট সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই সমস্যা তৈরী হচ্ছে যেমন খোয়াইতে ইদানিংকালে যে সমস্যা তৈরী হয়েছে কেউ বললেন ৫৭ হাজার জওহর বাবু বল্লেন ১ লাখের উপর। আমি জানিনা কোথায় তারা এই হিসাব পেলেন। খোয়াইয়ের এই সব অঞ্চলের মধ্যে আমার স্বাধীন ভাবে সেখানে ১১টা ক্যাম্প খুলেছি। মানুষ যেমন বিপন্ন হয়েছে সরকারও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এবং সেই ক্যাম্পগুলিতে ১১ হাজার পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। মানুষের প্রতি মনুষ্যত্ব বোধের দৃষ্টিকোণ মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা বামফ্রন্ট সরকার চিন্তা করেন বলেই মানুষের এই সমস্যা সমাধানে এবং রাজ্যের এই সমস্যা সমাধানে ঐকান্তিক বলেই এখন পর্যান্ত আমাদের যতটা সম্পদ আছে এবং সিকিউরিটি মানুষকে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যে সামর্থ আছে সেই অনুযায়ী চেষ্টা করেছি।

এখন পর্যাস্ত মানুষও সহমত পোষণ করেছেন। এখন পর্য্যস্ত ১৬ শত পরিবার ছাড়া সকলেই বাড়ী ঘরে চলে গেছে। সুতরাং একই অবস্থায় কাঞ্চনপুরের যেটা উল্লেখ করেছেন মাননীয় সদস্যরা কাঞ্চনপুরে এই ধরনের ঘটনায় ১ হাজার পরিবার ক্যাম্পবাসী হয়েছেন। আমি বলতে পারি দামছড়া এলাকায় যেমন পবলাছড়া রমেন্দ্রনগর দামছড়া রিজার্ভ ফরেষ্টের এই সব গ্রাম থেকে যে সব পরিবার উচ্ছেদ হয়ে গেছেন বলে এবং সেখানে আর ফিরে আসেনি বলে উল্লেখ করেছেন এটা মিথ্যা কথা এটা একেবারেই সত্য নয়। এই সব জায়গা থেকে কোন পরিবারই উচ্ছেদ হয়নি। ঠিক এমনি কাঞ্চনপুর মহকুমার উজান মাছমারা লালজুরী এই সব এলাকা থেকে ব্যক্তিগত ভাবে দুই চারটি পরিবার হয়তো নিজেদের ক্ষেত্রেতে চলে যেতে পারেন, এমনিতেও গ্রাম থেকে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে তারা সরে যান। কেউ হয়তো চাকুরী পেয়ে শহরে এসে বাড়ী ঘর করেছেন। তাকে যে ভাবে বলা হচ্ছে গ্রামছেড়ে সবাই চলে গেছেন এটা ঠিক না। তবে কিছু জায়গা আছে যেখান থেকে লোক সরে গিয়ে পাশাপাশি জায়গাতে বসবাস করছেন এটা আমরা অস্বীকার করছি না। এর অর্থ এই না যে এর সঙ্গে এমনকিছু জুরে দিতে হবে যে মানুষ বিভ্রান্তির স্বীকার হন। যাতে করে যারা এসবের সঙ্গে জড়িত তারা উৎসাহিত হন এই রকম অবস্থা যাতে না হয় তার জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার. বুড়ামাতে এক সময় বাঙ্গালী গাঁওসভা ছিল এখন এক জনও বাঙ্গালী আছে কিনা? মরাছড়া, উত্তর ধুমাছড়া সংলগ্ন মরাছাড়া একসময় বাঙ্গালী গাঁওসভা ছিল এখন সেখানে একটি বাঙ্গালী পরিবার নেই। এখানে রতনবাবু যে অভিযোগ করেছেন এটা সত্যি কিনা, এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো বলেছি বুড়ামা কেন আমি আরেকটা কথা বলতে পারি আঠারবাট আছে সেখানে যে পরিবারগুলি ছিল এখন নেই। আমি তো তা অস্বীকার করছি না। আমি বলেছি এই ধরনের জায়গাতে যারা ছিল তারা উঠে গেছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এটা শুধু বুরাখাতে কেন আপনার আঠারকাঠে ও কিছু কিছু পারিবার উঠে গিয়ে তারা অন্য জায়গায় আছে। আমি তো অস্বীকার করছি না। কিন্তু এখানে যেভাবে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে যে লক্ষাধিক পরিবাররা আমি মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবুর কথা বলি, উনি যে লাক্ষাধিক পরিবারের কথা বলছেন এটা ঠিক নয়।

শ্রীরতন লাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, তাহলে উনি বলুক যে কত পরিবার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলছি যে বলছি তা নয়।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি বলেছিলাম আমার বক্তব্যের মধ্যে যে শতাধিক পরিবার শরনার্থী হয়ে আছে তাদের মধ্যে লোক সংখ্যা হবে প্রায় ৫৫০ এর মত। আমি বেসরকারী ভাবে তথ্যটা সংগ্রহ করেছি। এখন যদি মাননীয় মন্ত্রী বলত যে না এটা ঠিক না তাহলে উনি বলুক সংখ্যাটা কত। নতুবা একটি কমিটি করে সমস্ত জায়গাগুলো ঘুরে দেখুন। যে চেলাগাং এর মত জায়গা গুলো কেন খালি পরে আছে। নতুন বাজার মধ্যে জায়গাগুলো কেন খালি পড়ে আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার এটাতো এমনি বললে হবে না। যে নতুন বাজার খালি পরে আছে এটাতো ঠিক না, এখানে স্যার বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। চেলাগাং এ কিছু মানুষ রয়েছে আর কিছু

মানুষ চলে গেছে। মিঃ স্পীকার স্যার আমি এই কথা বলতে চাই যে, এই প্রশ্নটাকে তারা গুলিয়ে ফেলছে কিন্তু এটা না যে, নরমাল আইন শৃংখলার পরিস্থিতি নেই, এটা একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যার ক্ষেত্র হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এবং একটা না উদ্দেশ্য নিয়েই তারা চলছে। এরা চেষ্টা করছেন যে উভয় দিক থেকে এটা সংখ্যায় কায়েম হয়েছে এবং আমাদের এটা উদ্বেগের ব্যাপারও হয়েছে বটে। শুধু ট্রাইবেলদের জন্য নয় আপনারা জানেন একটি অংশ যারা বন্দুক হাতে নিয়ে যে সব উগ্রবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তারা বলছে এ ডি সি এলাকাকে আমরা নন, ট্রাইবেলদেরকে মুক্ত করব। এই রকম পরিকল্পনা নিয়েই তারা অগ্রসর হচ্ছে। আবার অন্যদিকে নন-ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে আরেকটা অংশ যারা অস্ত্র শস্ত্র নিয়েছে তারাও বলছে এখানে ট্রাইবেলদেরকে থাকতে দেব না। তাদেরকে তাড়িয়ে দেব। এই রকম যদি পরিস্থিতি হয় ত্রিপুরা রাজ্যে তাহলে কিভাবে সমস্যা সমাধান হবে বা ত্রিপুরা রাজ্যই বাঁচবে কি করে? সুতরাং সেজন্য স্যার আমি যেটা বলতে চাইছি যে উগ্রপন্থী সমস্যা যার মধ্যে থেকে উদ্ভব হয়েছে এবং মানুষগণ বাড়ি ছাড়া হচ্ছেন আমরা রাজ্য সরকার চেষ্টা করছি তাদেরকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। আর শান্তির কথাতো এরাও বলছে। যাতে উপজাতিদের মধ্যে মৈত্রী সুদৃঢ় করে একই জায়গায় গিয়ে বসবাস করতে পারে। তেমনি আমরা অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বলতে পারি, অন্যান্য সমস্যার কথা বলতে পারি। কাজেই এই রাজ্যের অশান্তি করে সমস্যা সমাধান করা যায় না। সুতরাং এই সমস্যাগুলোর সমাধান হতে হয় তার জন্য যদি আমাদের কিছু করতে হয় রাজ্যের উন্নতির কথা যদি চিন্তা করতে হয় তাহলে জাতি উপজাতির মধ্যে ঐক্য ছাড়া অন্য কোন সমস্যা প্রাধান্য দেওয়ার কোন প্রশ্নই নাই। সুতরাং সে জন্য আমি অন্তঃ এই কথা বলব মাননীয় সদস্যরা আসল জায়গাটার মধ্যে গুরুত্ব দিক। এখানে বলেছেন সরকার হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানানোর জন্য বা সরকার হলে সর্বদলীয় মিটিং করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানাব। স্যার, এই প্রচেষ্টা রাজ্যের চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার তরফ থেকে এই দাবী জানিয়ে আসছে। এটা নতুন নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা বলেছিলাম রাজ্যের যখন বিভিন্ন জায়গায় মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, বাড়ি, ঘর ছাড়া হচ্ছে। এই যে ঘটনা হচ্ছে আমাদের দরকার তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া। আমাদের নিজস্ব কোন ফোর্স নেই, নিজস্ব ফোর্স কি আছে শুধু ৬ ব্যাটেলিয়ান আছে। আগে তাও ছিল না। ৬ ব্যাটেলিয়ান টি এস আর আছে, আর আছে আসাম রাইফেলস সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারের। কারণ স্যার, পাঞ্জাব যেটা সাফিসিয়েন্ট সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য নাও হতে পারে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের যেটা সাফিসিয়েন্ট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য নাও হতে পারে। এই সমস্ত বিষয়গুলো সবাই মিলে আমরা এক কথা বলতে পারি যদি আমাদের এই ত্রিপুরা বাসীর প্রতি দরদ থাকে, আমরা কেন্দ্রের কাছে বলতে পারি যে আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফোর্স দাও।

এখানকার চেহারা অন্য জায়গার মত এক নয়। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গীকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করলেই তো হবে না। ভুল কিছু বলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ঘুরানোর চেষ্টা করে তো কোন লাভ নেই। সুতরাং সেইজন্য অন্তঃ সবাই মিলে এক কথায় বলতে পারি মানুষের প্রতি যদি দরদ থাকে তাহলে আমরা কেন্দ্রের কাছে বলতে পারি যে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমানে ফোর্স দাও। এখানে সেনাবাহিনী ছিল তোমরা তুলে নিয়েছ। এটা স্যার, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। যারা আজকে বলে যে

এখানে অন্য কোন ফোর্সের প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রে একটা সরকার এসেছিল যারা আমাদের জন্য আর্মি ডেপ্লয় করেছিল। আমাদের কিছু ব্যাটেলিয়ান আর্মি দিয়েছিল। তারা চেষ্টা করেছিল আমাদের এখানেও সমস্ত সমাধানের জন্য, ইনসারজেন্সী ফাইট করার জন্য যে ধরনের ফোর্স দরকার সেই ধরনের ট্রেইনড দিয়ে আমাদের সহায়তা করবার চেষ্টা করেছিল। অথচ সেই সরকারও পাল্টে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাচ্ছে. এখন মন্ত্রীরা বলছেন যে ইনসারজেন্সী এফেক্টের জন্য সেনা ব্যবহার করা হবে না। একবার ব্যবহার করা হল এখন বলছে ব্যবহার করা হবে না। কাশ্মীরে ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের এখানে ব্যবহার করা হবে না। নর্থ ইষ্টের অন্যান্য জায়গায় আছে, নাগাল্যাণ্ডে আছে, আমাদের এখানে থাকবে না। সুতরাং এই যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য রয়েছে রাজ্যের প্রতি যেহেতু এই রকম বিমাতৃসুলভ মনোভাব রয়েছে, আমরা সব রাজনৈতিক দলকে বলেছি আসুক সবাই মিলে যাইনা কেন্দ্রকে বলি, আমরা আজকে এই কথা বলছি যে দরকার হলে কেন্দ্রের কাছে যাব, সরকার যখন হয়েছে তখন তো আমরা বলছি, যে বামফ্রন্ট সরকার এইদৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে নয়। আমাদের শুধু এই ইনসারজেন্সী ফাইট করার প্রশ্ন না. রাজ্যে উন্নয়নের প্রশ্নে, অন্যান্য রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ-এর ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট যে উদ্যোগ নিয়েছে সমস্ত দলের লোক ডেকে আমরা কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের কথা বলেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ত্রিপুরা থেকে এইরকম কিছু করা গেল না। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি অন্যান্য রাজ্যের যে দলগুলি বিরোধী দলের এই ভূমিকা দেখা গেল, তারা সদিচ্ছা দেখালো না অথচ বিধানসভায় এসে চিৎকার করে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা না করা উচিৎ। স্যার, এটা ওরা বলেছে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বামফ্রন্ট এখন এটা চেষ্টা করছে।

আমি একটু উল্টো করে বলতে চাই ক্ষমতায় আসার জন্য সাধারনত এই ধরণের একটা উৎপাত সৃষ্টি, এটা আজকে না তো, ত্রিপুরার মানুষের এই অভিজ্ঞতা আছে। ১৯৯৮ বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ছিল ইনক্লুডিং কংগ্রেস দল তাদের কি ভূমিকা ছিল ? উগ্রপন্থীরা ওখানে বলছেন বামফ্রন্টকে আমরা ডিজলভ করব, এর মধ্যে পার্থক্য কি ? সুতরাং সেই জন্য বুঝতে হবে যে, প্রশ্ন করেছেন এটা উত্থাপন কেন হয়, পার্মানেন্ট রিলিফ ক্যাম্প এর অর্থ কি ? এর পেছনে কি আছে ? পার্মানেন্ট গোলমাল, পার্মানেন্ট বাড়িঘর ছাড়া, পার্মানেন্ট মানুষদেরকে উৎখাত করা।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব অর্ডার, উনি যদিও মিনিষ্টার ইন চার্জ না, একজন দায়িত্ববান মন্ত্রী এইভাবে বলতে পারে একটা রিজলিউশান সম্পর্কে। পার্মানেন্ট ক্যাম্প, আগের অংশ না, পরে বলছে আপনি কিন্তু স্যার এলাউ করে যাচ্ছেন, এই রকমভাবে পারে কি স্যার. আমি বলছি স্যার আমি যখন হাউসে বক্তব্য রেখেছি তো হয় নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা তো পয়েন্ট অব অর্ডার হয়নি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটা কি পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না ? কোন কিছু রিলেটিং ছাড়া বলতে পারে কোন মন্ত্রী যে পার্মানেন্ট গণ্ডগোল, পার্মানেন্ট হামলা, আর আপনি এলাউ করে যাচ্ছেন।

কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— সুতরাং সেই জন্য সুচারু রূপে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য. রাজ্য বামফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য এবং মানুষের কাছে এবার এই সব অপপ্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্তি করে এই সব বলে তো কোন লাভ নেই। বরং আমরা উল্টো দিক

থেকে বলতে পারি যেখানে যখন মানুষ বিপন্ন হয়েছে, তার ন্যাচারাল কেলামেটি হোক বা এই ধরণের কোন গোলমাল উগ্রপন্থার কারণ ইত্যাদি। এবং যখন যেখানে যা হয়েছে রাজ্য সরকার প্রথম সেখানে ছুটে চলে গেছে। আজকে যারা এখানে বলছেন যে আমি তো তা এতখানি দেখেনি যে সত্য বলেছেন তারা এই সমস্ত করছেন। আমি তো ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারছি যখন যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছে তার দুই চারটা ঘটনা ছাড়া আর সমস্ত জায়গায় আমি গেছি। বিধানসভার তরফ থেকে এবং মন্ত্রীসভার তরফ থেকে আমি তো গেছি, কিন্তু আমি তো দেখিনি। এবং অন্যান্য যারা বলছেন এই হাউসকে বিভ্রান্ত করার প্রশ্ন উঠে না। ত্রিপুরার মানুষের কাছে বামফ্রন্ট সরকার বার বার ঐকান্তিকতা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষের সমস্যার প্রতি নিষ্ঠা এবং সমস্যা সমাধানের প্রতি বামফ্রন্ট বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মানুষ ভালভাবে জানেন বলেই মানুষ বার বার বামফ্রন্ট-এর সঙ্গে আছে। এবং বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে যায়নি। এবং যারা চেষ্টা করছে বামফ্রন্টকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য তাদের এই কথা মনে করা দরকার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আর চেষ্টা করতে হবে না। স্যার, এটা যে আর একটা প্রশ্ন তারা সেমিফাইনাল খেলেছেন এইবার নাকি ফাইনাল খেলা। উগ্রপন্থীর কথা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য কথাই বলছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে এই কথাই বলব, রাজ্যটা শুধু বামফ্রন্টের না। এই রাজ্যের মধ্যে ট্রাইবেল থাকবে, নন ট্রাইবেল থাকবে তাদের আলাদা করে রাখার কোন প্রশ্ন নেই। আমরা যেহেতু সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি, তার মধ্যে বিভিন্ন দলমতের লোক থাকবে। তাদের উত্তর পুরুষরাও এই রাজ্যে বসবাস করবেন, যদি পারেন রাজনীতি করুন কোন আপত্তি নেই। আগামী প্রজন্মকে একটা শান্তিপূর্ণ উন্নত রাজ্যে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য যাতে অবহেলা না করা হয়। আমি এই আবেদন মাননীয় বিরোধী সদস্যদের কাছে রাখব, কারণ এই রাজ্যটাতে সবাই থাকবেন। আমরা এই রাজ্যের মধ্যে আছি। আগামী প্রজন্ম না হলে আমাদের অভিশাপ দেবে। এবং তারা কি তৈরী করে গেছে এই সব যারা করছে তারাও রেহাই পাবে না। সুতরাং আমি এই আবেদন রাখব যে, যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাব তুলে নেওয়ার জন্য। তার মানে পারমানেন্ট রিলিফ ক্যাম্প কোন ব্যাপার না। এটা তারা তুলে নিবেন, না করলে যা হয় আমি তার সার্বিক বিরোধীতা করছি। আমি বলছি বামফ্রন্টের গৃহিত যেসব কর্মসূচী এই রাজ্যের দুর্গত মানুষের জন্য যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, সেই কর্মসূচী সার্থক ভাবে রূপায়িত করার জন্য আমি সমস্ত সদস্যদের কাছে আবেদন করব। এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের যে সমস্ত মানুষ আছে, বিভিন্ন জায়গায় জাতি উপজাতি, ধর্ম, বর্ণ উভয় অংশের মানুষকে বাড়ীঘরে ফিরে নিয়ে যেতে পারি, "এই বক্তব্য রেখে এই প্রস্তাবকে সার্বিক বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক শ্রী রতনলাল নাথ যে প্রস্তাব এনেছেন, দীর্ঘ সময় ধরে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমি এটাতে দীর্ঘ সময় নিতে চাই না। এবং সমস্যাটার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। এটা বাঙালি অউপজাতি এবং উপজাতি অংশের মানুষের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক না করে, তাদের স্থায়ী যে বাসস্থান সেই জায়গায় সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্মের কারণে তারা পূর্বের মত থাকতে সাহস পাচ্ছে না। এবং সেই এলাকার যারা সাময়িক কালের জন্য থাকতে বাধ্য হয়েছেন। এটা সমাধানের জন্য মাননীয় সদস্য তার উৎকণ্ঠা থেকে যে প্রস্তাব বা পরামর্শ বিধানসভা

সামনে উপস্থিত করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করার চেষ্টা করেছেন সে সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাখবার চেষ্টা করেছেন। এর সাথে যুক্ত করে দুই একটা বিষয় আবার বলব। সমস্যাটার মূলে যদি আমরা সবাই একমত হই যে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের কারণে তারা যাতে লক্ষ্য রাখে সন্ত্রাসবাদীরা প্রধানত তিনটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে। স্বাধীন ত্রিপুরা বা স্বাধীন উত্তর পূর্বাঞ্চল যে কারণে তাদেরকে বেআইনী ঘোষনা করা হচ্ছে। এরা জানে যে এই দাবীটা অন্তসার শূণ্য। ভারতবর্ষের মাটিতে এই দাবী বাস্তবায়িত হচ্ছে এমন কোনো বাস্তবতা নাই' কিন্তু এই শ্লোগানটাকে তোলে বা দাবী হিসাবে উপস্থিত করে তারা যেই জায়গাটা আঘাত করার চেষ্টা করেছে সেটা হচ্ছে সম্প্রীতি। এদের আক্রমণের যে ধরনটা' আক্রমণের ধরণটাই হচ্ছে উপজাতি এবং অনুপজাতি অংশের মানুষ তাদের মধ্যে বিভাজন তৈরী করা এবং লক্ষ্য করলে দেখবেন ত্রিপুরার উপজাতি এলাকায় স্বশাসিত জেলা পরিষদের মধ্যে যারা বাসিন্দা তাদের বড় অংশ উপজাতি অংশের মানুষ কিন্তু এই জেলা পরিষদ এলাকাটা এই নামে এখানে শুধু মাত্র উপজাতি অংশের মানুষ বসবাস করে, অনুপজাতি অংশের মানুষ বসবাস করে এবং জেলা পরিষদ আইন তৈরী করার সময় কোথাও এই কথা বলা হয়নি যে এখানে অউপজাতি অংশের মানুষ থাকতে পারবেন না। একটা বিধি নিষেধ সেখানে আরোপ করা হয়েছে কত সালের পর থেকে ওখানে কেউ স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করলে পরে সেটা বাধা দেওয়া হবে এবং এই যে বিষয়টা এটা জেলা পরিষদ তৈরীর সময় সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এবং এটা অস্বীকার করলে জেলা পরিষদ তৈরী করা তার বাস্তবতাই হারিয়ে যাবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বহু বিতর্কের পরে আমরা সবাই ঐক্যমত হয়ে বলব এই জেলা পরিষদ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে তৈরী করতে চাই। এখন যেটা লক্ষ্য করা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে অনুপজাতি যারা তাদেরকে জেলা পরিষদ এলাকা থেকে উৎখাত করাই না এর মধ্য দিয়া অনুপজাতি অংশের মধ্যে যারা চিন্তার দিক থেকে এতটা উচ্চ পর্যায়ে না তারাও এই ধরনের আক্রমণের মধ্য দিয়া সাম্প্রদায়িক গুরগুরির শিখর হয়ে চান তাদেরকেও আক্রমনমুখী করে তোলে। সন্ত্রাসবাদীদের কাজের দায়িত্ব সমস্ত উপজাতি জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দিয়া এটা উভয় অংশের মধ্যে বিভাজন তৈরী করা এবং এই প্রচেষ্টা নিরন্তর অব্যাহত রয়েছে এবং যেটা রাজ্যের পক্ষে দারুণভাবে ক্ষতিকারক। এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করছি সকাল বেলা আলোচনা হাচ্ছিল স্কুলে আছে মাস্টার মহাশয় যেতে পারছেন না, হাসপাতাল আছে, ডাক্তারবাবুকে পাঠানো যাচ্ছে না। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে কি হচ্ছে উন্নয়নের কাজে আমরা একটা বিরাট কিছু করে ফেলেছি বা করার মত বিরাট কিছু নেওয়ার অপেক্ষা করছি এই দাবী করাটাতো বাতুলতা হবে। কিন্তু নূনতম যেগুলি আছে সেইগুলি করা প্রতিনিয়ত এই ঘটনাগুলি আমাদের সামনে বিরাট বাধা হিসাবে এসে দাঁড়াচ্ছে। তাহলে এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রদ্রোহী শ্লোগান তোলে সাম্প্রদায়িক ভেদ বিচ্ছেদ তৈরী করে আমাদের আদি অনাদি কাল থেকে যে উপজাতি অনুপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে যে মৈত্রী যেটা আমাদের রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং যেটাকে পুঁজি করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি তার মধ্যে আঘাত দেওয়া আমাদের যে পশ্চাৎপদতা এখন থেকে বাইরে আসার যে প্রচেষ্টা তাকে ব্যহত করে দেবার জন্য। কিন্তু এই আক্রমণগুলি চলছে। এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদীরা যা চাইছে অথবা তাদের এই প্ররোচনাত্মক আক্রমণের মধ্য দিয়া আর একটা অংশ তারাও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদেরকে তথাকথিত মোকাবেলার নাম করে এই যে বিভাজনের ব্যাপারটা সেখানে তীব্রতর করার চেষ্টা করছে। এখানে যদি এই ধরণের একটা সিদ্ধান্ত

উপনীত হই এটাতো তাদের হাতকে শক্তিশালী করা আমাদের সবারই মিলে চেষ্টা করতে হবে। এ ডি সি এলাকা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এটা ঠিক আছে এটা সংবিধানের আইন মোতাবেকই হয়েছে। এ ডি সি এলাকার মধ্যে উপজাতি অনুপজাতি উভয় অংশের মানুষই থাকবে। আজকে তারা আক্রমণের মুখে পরে নিরাপত্তা জনিত কারণে এটা একটা ঘটনা। মানুষ যেভাবে মনে করছেন এই বিষয়গুলি নিলে পরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে। আমাদের এইগুলি করার মত সামর্থ নাই। এইগুলি লুকিয়ে রাখবার কিছুই নেই।

কি কারণে নেই সেগুলি আমরা ব্যাখ্যা করে বলছি। এই জায়গায় আমরা আমাদের নবপ্রয়ত্নে সকলের দিক থেকে চেষ্টা করা দরকার। এই প্রচেষ্টা যাতে কোন মতেই সফলতা না পায়। যারা এখান থেকে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাদেরকে ফিরে যেতে সবাই মিলে চেষ্টা করা দরকার। এদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা আক্রমণ করে, করে. তাদেরকে ওখান থেকে আসতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আরও দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ সোচ্চারিত হওয়ার দরকার। তারা যদি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে ভাল মনে করে, যদি তারা না আসে তাহলে সবাই মিলে এদের কোণঠাসা করতে হবে এবং তাদেরকে বাধ্য করতে হবে অস্ত্র পরিহার করতে তার জন্য রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং শান্তিকামী জনগণ সবাই মিলে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এটা না করে আমরা যদি ওই জায়গাতে যায় তাহলে কিন্তু ওরা সেখানে মদত পেয়ে যাবে। মাননীয় সদস্য যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখছি এটা করলে পরে এই জিনিষটা ওখানে চলে যেতে পারে। এটা ঘটনা হাজার লোক আসছেন, হাজার লোক ক্যাম্পে থাকছেনা। গ্যাপ লাইন এখানে সবসময় হতে পারে না। কি করে সম্ভব এটা খুব কষ্টের মধ্যে আছেন। আমরা এর মধ্যে কিন্তু দুই চার টাকা বাড়িয়েছি, আমাদের সামর্থ্য মত। এর চেয়ে বেশী আমরা বাড়াতে পারছিনা। দুই থেকে ছয় টাকা আবার ছয় থেকে আট টাকা করেছি। পরিবার ছিল পঁচিশ, হয়েছে এটা পঁয়ত্রিশ। তার থেকে আমরা পঁয়তাল্লিশ টাকা করেছি। কষ্টের মধ্যে আছেন তারা। দুধ প্রতিদিন দেওয়া যায় না। সাত দিন কিংবা আট দিন পর ডাক্তার বাবুর পাঠানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু এটা দিয়ে সাত দিনে একবার বা দুইবার গেলে কটার সমস্যা সমাধান করা যায়? কিন্তু এই দাবী তো করানোর ঠিক হবে না। কাজেই সমস্যা সম্পর্কে এখানে চেপে যাওয়ার প্রশ্ন আসছেনা। কিন্তু সমাধানের জন্য এখানের জায়গা না দেওয়া। আমরা যদি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি, ক্ষতি হয়ে যাবে। এই কারণে আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যেভাবে প্রস্তাব এসেছে এই প্রস্তাবটাকে ঐভাবে এখানে গ্রহণ করা যায় না, গ্রহণ করা মানে ওদের হাতকে শক্তিশালী করা। ফলে মাননীয় সদস্য এখানে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রশ্ন এনেছেন এটা তিনি যেন বুঝার চেষ্টা করেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে দৃষ্টিভঙ্গী দিক থেকে পার্থক্য থাকতেই পারে কিন্তু সে দিক থেকে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করছি সেটা বুঝিয়ে বললাম এবং আমি অনুরোধ করব তিনি যেন বুঝেন। এই প্রস্তাবটাকে তিনি ইন্‌সিস্ট করবেনা বরং আমরা একসাথে সবাই মিলে যতদ্রুত তাদের এলাকা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অন্যান্য চেষ্টাগুলি করতে পারি।

বিধানসভা অধিবেশন চলছে দরকার হলে এই বিধানসভায় আলোচনা হতে পারে অথবা তার বাইরে আমরা তার আলোচনা করতে পারি। কোন সমস্যা নেই, সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিন আমরা সেটা পরীক্ষা করে দেখব। আমাদের সামর্থের যতটুকু থাকলে সেটা আমরা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করব। যেটা আমরা পারব না সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিয়ে যাব। যদি আপনারা নিতে চান তাহলে নিশ্চয় আমরা সেখানে একসাথে মিলে যেতে পারি। কোন আপত্তি তার মধ্যে নেই। এই কয়েকটি কথা

বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— রতনবাবু, আপনি অল্প সময়ে বলবেন। উনি দেড় ঘন্টা সময় বলেছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি দুই মিনিট সময় বলব। স্যার, এখানে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রশ্ন নয়। এখানে মাননীয় মন্ত্রী প্রথম থেকে আমার বক্তব্য শুনেননি। উনার পরিষদীয় মন্ত্রী বক্তব্য শুনেছেন। এখানে সংখ্যা বিতর্ক-এর প্রশ্ন নয়। এটা কি দশ হাজার নাকি সত্তর হাজার কিংবা দুই লক্ষ এটার ব্যাপারে আমি জানতে চায়নি। আমি পরিসংখ্যান দিয়েছি এবং লোয়ার সাইট দিয়েছি। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এটা সমস্যা মিলে অপর সমস্যা নিশ্চয়। এখানে কোন সমস্যার কথা বলেছেন। সমস্যাটা যদি উগ্রপন্থী সমস্যা হয় তাহলে যতদিন এই সমস্যা সমাধান না হয় ততদিন তাদের যে লক্ষ্য সে লক্ষ্যের কারণে বাস্তুচ্যুতদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র বাবু বলেছেন যে অনেক কিছু লক্ষ্য ফিরে যেতে পারে অবশ্য কমলনগর সহ কিছুটা জায়গায় ফিরে যেতে পারবেনা, না পারলে তাহলে কি হবে? সংখ্যাটা এক না দশ আমার প্রশ্ন না। তাদেরকে যতদিন তাদের বাড়ী-ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে না যেতে পারছে ততদিন কি তাদের আমরা খাওয়ার ব্যবস্থা করব না? এটা কি রকম কথা। খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় উনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, অনেক লোকই ফিরে যেতে পারে। তবে কমলনগরের কিছু কিছু ফ্যামিলি যেতে পারবে না। এটা কেমন কথা? শরনার্থী যেতে পারছে না। তাদেরকে খাবার দিলে নাকি উগ্রপন্থীদের মদত দেওয়া হবে? তাহলে আমার জানতে ইচ্ছা করছে, নৃপেন বাবু যখন শরণার্থী শিবির করেছিলেন ৮০ সালের দাঙ্গার পর তখন কি সেটা উগ্রপন্থীদের মদত দেওয়ার জন্য করেছিলেন? আমার ল্যাঙ্গুয়েজে যদি স্থায়ী কথাটা কোন অসুবিধে সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে সেই স্থায়ী কথাটা উঠে যাক। উড়াবাড়ীতে ১৯টি পরিবার আছে। সেখানে ছয় মাসে ৪০০ (চারশত) টাকা দেওয়া হয়েছে। এতে কি চলে? আমি দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা করছি, কিন্তু সেখানে এস. ডি. ও. কে নিয়ে যেতে পারছি না। কেন তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হবে না। কেন্দ্র দেবে না টাকা। তার বাপ দেবে টাকা। কিন্তু এর জন্যে তো স্টেপ নিতে হবে। কাজলবাবু বলেছেন, ইট ভাট্টায় আছে কিছু লোক। তবুতো ওরা কিছু পাচ্ছে। স্যার, পরিবেশ ভাল করা এটা আলাদা জিনিষ। এটা আমরা সবাই চাই। কিন্তু এটা তো একদিনে হয়ে যাবে না। কিংবা জোর করে ঘরে পাঠিয়ে দিলেই হবে না। নানা কারণে লোকগুলি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। কারো গৃহদাহ হয়েছে। কারো বাড়ীর কোন না কোন লোককে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। কিংবা কোন পরিবারে নিহত হয়েছে। নানা কারণে ওরা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি চিঠি দিয়েছিলাম এই ব্যাপারটা জানিয়ে। উনি বলেছিলেন, চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে, ওদের সম্পর্কে কি করা যায়। আমরা এর আগে আমাদের রাজ্যে এই ধরণের বহু ক্যাম্প দেখেছি। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবির হয়েছিল। মিজোরাম থেকে রিয়াং শরণার্থী আসার পর শিবির করা হয়েছে। চাকমা শরণার্থী শিবির করা হয়েছে। কাজেই এখানে স্থায়ী না হলেও ক্যাম্প করতে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না, আমার যে রিজলিউশান এসেছে তার মেছেজ কি হবে? স্যার, এটার দ্বারা প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্ন আসছে না। ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা জানেন, দামছড়ায় গো-ডাউন লুট হয়েছে। এখানে ট্রাক লুট

হচ্ছে। এগুলি কি মদত দেওয়ার পর্য্যায়ে পড়ে না? যদি দরকার হয়, আমার প্রাইভেট মেম্বার্স টোটাল উইথ ড্র করুন। আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আনমেসেসারী এনেছি এই কথা বলবেন না। যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের জন্য কিছু করাকে আপনাদের কাছে রাজনীতি হতে পারে আমাদের কাছে নয়।

মিঃ স্পীকার :— সংক্ষেপ করুন, মাননীয় সদস্য।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, সংরক্ষণ করার প্রশ্ন নয়। আমি যতক্ষণ ক্লিয়ার না হব ততক্ষণ আমাকে বিষয়টি বুঝতে হবে। এটা কি করে আনমেসেসারী হল? আমরা কোন স্টেপ নেব না? এটা এখানে ৩টি চাকরী দেওয়ার প্রশ্ন নয় যে, কেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করবু। আমি মনে করি আমার এই রিজলিউশান সময়ের প্রয়োজনে এসেছে। সুতরাং এই ব্যাপারটি খুব নীড অব দ্য আওয়ার। এই ব্যাপারটি অত্যন্ত জরুরী এবং পুনর্বিবেচনা করা দরকার উনারা তো মেজরিটি আছেন আর আমরা মাইনরিটি। সুতরাং ভোটে দিলে উনারা পাশ করবেন। এটা ভোটাভোটির প্রশ্ন না। আমি এটাকে ভোটে দেবার জন্য আনিনি। যদি কেন্দ্র একদম টাকা না দিত তাহলে তো এই কথা উনারা এরেঞ্জমেন্ট করতে পারতেন। এরেঞ্জমেন্টের স্কোপ ইজ দেয়ার। কেন্দ্র দিল না রাজ্য সরকার দিল না আমার প্রশ্ন সেখানে নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে শরনার্থীদের কি হবে? ভোটাভোটি দেবার অর্থ হচ্ছে তারা কিছু পাবে না। আমার কাছে ডাটা আছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে শরণার্থী আছে? দরকার হলে আমার এটা উইথড্র করে নিন। উইথড্র করে নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলুন যে তাদের রিলিফের ব্যবস্থা করবেন, তাদের থাকার ব্যবস্থা করবেন। তারা ইট ভাটায় থাকছে, গাছের তলায় থাকছে।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :— স্যার, গত ৩০শে জুন যে সমস্ত শরণার্থীরা বাংলাদেশ অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বামফ্রন্ট প্রার্থী কল্যাণপুর ব্লকের চেয়ারম্যানও ছিলেন। এটা আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য না। আমরা আমরা এটাকে রাজনীতিগত ভাবে দেখতে চাইনা।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, মাননীয় সদস্য রতন বাবু তো রাইট অব রিপ্লাই দিলেন। এখন মাননীয় লীডার অব দ্য হাউস কিছু বলুন।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনা হয়েছে, রিপ্লাই দিয়েছেন; এখন তো আমি ভোটে দেব। আপনাদের প্রস্তাব উনারা মানলে সমর্থন করবেন। আর না মানলে সমর্থন করবেন না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটা কি ধরনের কথা হলো স্যার। আমার ওড়াবাড়ীর লোকগুলিকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনি তো বক্তব্য রেখেছেন। এই ভাবে তো হয় না। এটা নিয়ম আছে তো। এখন তো প্রস্তাবটিকে ভোটে দিতে হবে। তাঁরা যদি আপনাদের কথা মানেন তাহলে তাঁরা কনসিডার করবেন। এটাই তো নিয়ম।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমরা এটাকে ভোটাভোটিতে দিতে চাই না। আমরা এটাকে রাজনৈতিক-ভাবে নিতে চাই না। মাননীয় সদস্য যথাযথভাবে বলেছেন এটার সমস্যার সমাধান করার জন্য।

এই প্রস্তাবে যদি ত্রুটি থাকে। তাহলে আপনারা যদি আনেন আমরা মেনে নেব। কিন্তু বাস্তব সমস্যার সমাধান হতে হবে। এটা হাউসের সেন্টিমেন্ট। এই ব্যাপারে যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা বিরোধী বেঞ্চের তরফ থেকে এখানে বলছি যে এই শরণার্থীদের বাঁচার জন্য, তাদের রক্ষার জন্য আমরা আমাদের এক মাসের বেতন ভাতা দিয়ে দেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে আবেদন করুন। আমরা চাই মানবিক দিক থেকে এই সমস্যার সমাধান হোক। এটা ভোটা-ভোটির প্রশ্ন নয়। এটাকে রাজনৈতিকভাবে দেখার বিষয় নয়। আমরা চাই আন্তরিকভাবে সমস্যার সমাধান হোক।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমার একটা সাবমিশান আছে স্যার, সেটা হচ্ছে, এটা একটা মানবিক ব্যাপার। যার কাছে আছে স্থায়ীভাবে না হলেও হয়। কারণ অনেক জায়গায় রেশন বন্ধ হয়ে গেছে। রেশন এটা যদি কনটিনিউ করা যায়, পারমানেন্ট ক্যাম্প করা এটা সম্ভব নয়। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারটা এটা মনে করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি আশ্বাস দেন মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ এটা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাদের বাড়ী-ঘর পুড়ে গেছে বাড়ীঘর গড়ে দিচ্ছে তাদের বাড়ী ছাড়ার জন্য অর্থাৎ অনেক দিন ধরে বাড়ীর বাইরে আছেন তাদের বাড়ী ঘর নষ্ট হয়ে গেছে পুড়েনি। এইগুলি খানিকটা কিভাবে সাহায্য করা যায় তার চেষ্টাও করছি। তৈজসপত্র যাদের নষ্ট হয়েছে সরকারের সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও আমরা কোন্ কোন্ জায়গায় দেওয়ার চেষ্টা করছি জেনারাইজ করছি না। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রেশনের পরিমাণ তো আমরা খানিটা বাড়িয়েছি। যারা যেতে পারছেন না বা সিকিউরিটির ব্যবস্থার একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। সে সমস্ত জায়গায় আমরা আশেপাশে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। সেখানে এস. আর. পির কাজ কিছুই নেই সাধারণ কাজ করলেই টাকা দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করছি। আমাদের কোন চেষ্টা নেই এটা নেই এটা তো ঠিক নয়। এই বিষয়গুলি বিরোধী দলে যারা আছেন তাঁরাই শুধু মানবিক আর শাসক দলের সবাই পাষণ্ড, এটা কথা হল নাকি? ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের তো চোখ, কান খোলা আছে কাজেই সে জায়গায় পাষণ্ড কারা, মানুষ কারা এটা রাজ্যের মানুষই ঠিক করবেন। আমি এই নিয়ে বিতর্কে যাচ্ছি না, আমরা মহামানবের দাবী করছি না এটা ঘটনা। যারা যেতে পারছেন না এবং আমরা যেখানে বুঝছি সত্যি সত্যি অসুবিধা হচ্ছে যাচ্ছে সেখানে তারা না খেয়ে থাকবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। এখানে যখন একটা সরকার আছে তাদের না খেয়ে থাকার কোন কারণ নেই। কয়েকটা জায়গায় যেমন সিদ্ধান্ত করে তাঁরা নিজেরাই বলেছেন যে আমাদের সাত দিনের রেশন দিয়ে দিন আমরা চলে চাই। তাদের রেশন দেওয়া হয়েছে তারপর তাঁরা বলছেন আমাদের সিকিউরিটি দিতে হবে। বললাম ঠিক আছে সিকিউরিটি যাবে সি. আর. পি. এফ তখন তাঁরা বললেন সি. আর. পি. এফ দিলে হবে না। কোন্ কোন্ জায়গায় ডি. আর. ডি. এ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানে তাঁরা বলছেন টি. এস. আর দিতে হবে। এইগুলি কোথা থেকে আমরা দেব। আপনারা জানেন আমরা তো লুকিয়ে রাখছি না কোন কিছু। এই যে একটার পর একটা দাবী এই ব্যাপারে আমি বলব সাধারণ শিবিরবাসী যারা এটা তাদের সাধারণ চিন্তার অভিব্যক্তি নয়। তারা কোন না কোন ভাবে একটা ছোট্ট অংশ থেকে প্ররোচিত হয়ে যাচ্ছে এবং

এটার সংখ্যা খুব বেশী নয়। বাংলাদেশে যাব তারা বলছেন এটার কোন অর্থ আছে? এটা ১৯৯৬ থেকে শুনছি। কিছু হলেই শুনছি বাংলাদেশে চলে যাব, এটা কি মেলা দেখতে যাওয়া নাকি চাইলেই কেউ বাংলাদেশে যেতে পারেন? এখন এই যে জিনিসগুলি, এই জিনিসগুলি আপনা আপনি হচ্ছে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। এই যদি পরিস্থিতি হয় কেউ না বললেও সরকার দায়িত্ব পালন করতে পিছু পা হবে না। কতগুলি ক্ষেত্রে রেশন বন্ধ হয়েছিল যেমন, কল্যানপুরে রেশন বন্ধ ছিল, সেখানে আমরাই তো সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেছি তাদের রেশন দাও এবং তাদের জন্য সাহায্য কর। মাননীয় সদস্যরা যদি কোথাও দেখে থাকেন রেশন বন্ধ হয়ে গেছে এবং এই এই কারণে রেশন যেতে পারছে না, তাহলে আপনারা সরকারের দৃষ্টিতে আনুন অথবা না আনলেও সরকারের দৃষ্টি তো আসবেই। সেখানে আমরা পিছিয়ে থাকব মনে করার কোন কারণ নেই। আপনিও বলেছেন স্থায়ী ক্যাম্প করার এই প্রস্তাবটা সুবিবেচনা প্রসূত না এবং মাননীয় সদস্য এটাকে ইনসিস্ট করছেন না। কিন্তু এই যে পয়েন্টটা একে বরাবর আমরা ব্লড মাইণ্ড ও ওপেন মাইণ্ডে নিচ্ছি, আমরা সেটা নিশ্চয়ই করব। আর রিয়াং রিফিউজিদের সাহায্য করার প্রশ্নেতো কেন্দ্রীয় সরকার পরে দায়িত্ব নিলেন। আমরাইতো প্রথম ঠিক করলাম যে, যাই হোক, তাদেরকে রাখতে হবে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছে অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। তাদের টাকা দিয়েই আমরা তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করছি। রাজ্য সরকারের কোন টাকা নাই। আমাদের কাজ দেখভাল করা। আমরা ডাক্তার দিচ্ছি, নার্স দিচ্ছি এবং কর্মচারীও দিচ্ছি সেটা অবশ্য আলাদা প্রশ্ন। কাজেই এখানে মানবিক দিকতো একটা আছেই এটা অস্বীকার করা যাবে নাকি। কাজেই সেই দিক থেকে এটা নিয়ে সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারেনা।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ব্যাপারটা হল কি, যদি বুঝতাম যে, কেন্দ্রের কাছে তাদের জন্য টাকা চেয়েছে তাহলেও না হয় হত, বা যদি বলত যে কেন্দ্র টাকা দিক তারপর স্টার্ট করব তাহলেও না হয় হত। তা না বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন মিজোরামের রিয়াংরা যখন এখানে এসেছেন তখন আমরাইতো তাদের জন্য আগে করেছি। নিশ্চয়ই করতে হবে, যে রাজ্যে শরণার্থী আসবে সেই রাজ্যকে আগে কিছু করতেই হবে। এদিকে স্ব-ভূমিতে রাজ্যের জনগণ আজকে বাস্তুচ্যুত, অথচ তাদের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে টাকা নাই। বড় দুঃখের কথা।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনাথ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউশানটি ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এটাকে ভোটে দেবেন নাকি?

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, আলোচনা হয়েছে, এখন ভোট হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ভোটে দিলে আমরা চলে যাব।

(গণ্ডগোল)

(মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ—সভাকক্ষ ত্যাগ করেন)

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নাথ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিশানটি হলো :— "রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের দ্বারা আক্রান্ত বাস্তুচ্যুত তথা বিপন্ন পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার মাধ্যমে স্ব-স্ব গৃহে ফিরিয়ে নেওয়া সাপেক্ষে

উক্ত পরিবার গুলির থাকা খাওয়ার সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে শীঘ্রই স্থায়ী শরনার্থী শিবির খোলার ব্যাপার উদ্যোগ নেওয়া হোক ''

(অতএব, রিজিউলিউশানটি সভা কর্তৃক বাতিল হলো)

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION—Adopted

মিঃ স্পীকার :— দ্বিতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীন সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয় কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউপানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রী মানিক দে :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজিউলিউশানটি হলো, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রেশনে সরবরাহকৃত চাউল, গম, কেরোসিন ও চিনি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের এবং রান্নার গ্যাসের যে মূল্য বৃদ্ধি করেছেন তা প্রত্যাহার করে পূর্বেকার মূল্যে ঐ জিনিষগুলো সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন। আমি আমার এই প্রস্তাবটি সমর্থন করছি।

মি : স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয় কর্তৃক প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক রায় এবং শ্রী সুদীপ রায় বর্মন মহোদয়গন যুগ্মভাবে একটা সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং আমি বিষয়টির গুরুত্ব আরোপ করে সংশোধনী প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছি। সেই সংশোধনের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিজিউলিউশানটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উৎথাপন করার জন্য। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— দ্বিতীয় রিজিইলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীমানিক দেঃ — মানীনয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজিউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করছি রিজিউলি-উশানটি হলো : —

"সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রেশনে সরবরাহকৃত চাউল, গম, কেরোসিন, চিনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের এবং রান্নার গ্যাসের যে মূল্য বৃদ্ধি করেছেন তা প্রত্যাহার করে পূর্বেকার মূল্যে ঐ জিনিষগুলো সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন।"

মিঃ স্পীকার :— মাননী সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিউলিউশানটির উপর মাননীয় শ্রী দীপক রায় এবং শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহোদয়দ্বয় যুগ্মভাবে এবং সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং আমি বিষয়টির গুরুত্ব আলাপ করে সংশোধনী প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছি। সেই সংশোধনের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি, রিজিউলিউশানটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

(সভায় শ্রী রায় মহোদয় অনুপস্থিত থাকার ফলে সংশোধনী প্রস্তাবটি উৎথাপন হয়নি এবং সংশোধনী প্রস্তাবটি বাতিল বলিয়া ঘোষিত হয়।)

মি : স্পীকার : — এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রেজিউলিউশানটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীমানিক দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাল, চিনি, গম, কেরোসিন এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম প্রতি বছরই বাড়ছে। সম্প্রতি যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সেটা খুবই অস্বাভাবিক। গত একটি বছরের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, চালের দাম কে. জি প্রতি ছিল মাত্র ৭ টাকা, তারপর সেটা হল ১০ টাকা এবং এখন সেই মূল্য এসে দাঁড়িয়েছে ১২.৭৫ টাকায়। চিনির দাম ছিল কে. জি. প্রতি ৯.৪০ টাকা, তারপর সেটা বৃদ্ধি পেয়ে হল ১২ টাকা এবং বর্তমানে সেটা ১৩ টাকা। কেরোসিনের প্রতি লিটার পিছু ভোক্তাদের দিতে হত ২.৬০ টাকা এরপর ৩.০২ টাকা এবং এক্ষনে বৃদ্ধি পেয়ে সেটা নির্ধারিত হয়েছে ৬.০৫ টাকায়। গ্যাসের মূল্যও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথমে ছিল ১২৬ টাকা, তারপর হল ১৫১ টাকা এবং বর্তমানে সেটা দাঁড়িয়েছে ১৯৮.০৬ টাকায়। এই ধরনের মূল্য বৃদ্ধি খুবই অস্বাভাবিক এবং সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার তার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সরলীকরণের যে নীতি গ্রহণ করেছে সেখানে গণবণ্টন ব্যবস্থা এবং মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেন নাই। এই বিষয়গুলি নিয়ে জনগণের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব থাকার কথা সেটা তাদের নেই। তারা যদিও ভোটের আগে বলেছেন, গণবণ্টন ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি সম্পর্কে তারা দেখবেন। কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি রাখেননি। এই মূল্যবৃদ্ধি জনগণের সামনে একটা বাড়তি বোঝা হিসাবে এসেছে। রেশনে মূল্য বৃদ্ধির ফলে ৬ হাজার কোটি টাকা এই বছর সংগ্রহ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। ভর্তুকী কমিয়ে দেওয়ার ফলে এই টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আসবে। কিন্তু রেশন সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির ফলটা কি দাঁড়িয়েছে? ওরা ঠিকই বলেছিলেন, আমরা গণবণ্টন ব্যবস্থা এমনভাবে করতে চাই যাতে মানুষ রেশনে আর না যায়। তারা সরাসরি রেশন দোকানগুলি বন্ধ না করে বাঁকা পথে রেশন দোকান সামগ্রীগুলির দাম বাড়িয়ে রেশন গ্রহীতাদের সংখ্যাটাই কমিয়ে দিতে চাইছে। আমরা দেখেছি দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীরা বি. পি. এল কার্ড হোল্ডাররাও এখন আর রেশন থেকে চাল নিতে যাচ্ছেন না। কেননা বাজার থেকে আরো কমমূল্যে ভাল চাল এখন পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই রেশন থেকে নিম্নমানের চাল বেশী দামে কিনে কেন খাবে? কাজেই তাদেরকেও বাজার থেকে চাল কিনে খাওয়াতে বাধ্য করানো হচ্ছে। মানুষ যাতে রেশন দোকানে আর না যায় সেই ব্যবস্থাটাই তারা করে দিয়েছেন। চিনির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটাকে ডি-কনট্রোল করে দিবে। সাধারণ মানুষের জন্য যে সুযোগটা ছিল সেটাকেও বন্ধ করে দিচ্ছেন। কেরোসিনের দামটাও এমনভাবে বৃদ্ধি করা হল যেন গরীব মানুষ আর ক্রয় করতে না পারেন। অন্ধকার ঘরে একটু আলো জ্বালানোর জন্য মূলতঃ গরীবরা কেরোসিন ক্রয় করেন। আবার অনেকে রান্নার প্রয়োজনেও ব্যবহার করেন। গরীবের ঘরে আলো যাতে না জ্বলে, গরীব যেন অন্ধকারেই থাকে সেই জন্যই এটা করা হয়েছে।

এর থেকেই বুঝা যায় এটা যে জনবিরোধী। গ্যাসের উপর থেকে ছয় হাজার কোটি ভর্তুকী তুলে দিয়ে সেটা সংগ্রহ করছেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করে।

স্যার' সমস্ত গোডাউনগুলিতে প্রচুর খাদ্য-শস্য মজুত রয়েছে। এক কোটি মেট্রিক টনের উপর খাদ্য এখনও মজুত রয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে মজুত করে রাখা এই খাদ্য এখন পোকা মাকড়ে খাচ্ছে। পচন ধরে গিয়েছে। এই মজুত খাদ্য ভাণ্ডার থেকে ৫০০ মেট্রিক টন বিদেশী সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মানুষের উৎপাদিত শস্য আকশান করে দিচ্ছে বিদেশে। পক্ষান্তরে

দেশের মানুষ সেই শস্য ক্রয়ের সুযোগ পাচ্ছেন না।

নেহেরু যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন মিশ্র অর্থনীতির একটা সিদ্ধান্ত ছিল গণবন্টন ব্যবস্থা সরকারের দায়িত্বে থাকবে। সেখানে সরকারের উপর কিছু দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এখন তারা দায়িত্ব পালন করতে চাইছে না, সেই দায়িত্ব থেকে তারা সরে আসছে। এবং এইগুলি ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যবস্থা প্রাইভেট মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন এবং বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দিচ্ছেন। মাল্টি নেশানাল ক্যাপিটেল যেটা ভারতবর্ষে এসে তারা অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে তারজন্য তারা সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। এর ফলে আমরা দেখছি শুধু এটা করেই ক্ষান্ত হন নি মানুষ তার যে জিনিস সংগ্রহ করবে সেই সুযোগ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যদি না বাড়ে তাহলে রেশনে থাকুক আর বাইরে থাকুক সেটা সংগ্রহ করার কোন ক্ষমতা তার থাকবেনা। এখানে আমরা লক্ষ্য করছি ৭১৪টা পণ্য ইতিমধ্যে ১লা এপ্রিল থেকে সেখানে আমদানী প্রত্যাহার করে দিয়ে এটাকে অবাধ করার যে সুযোগ করে দিয়েছে বিদেশীরা আমার দেশে এসে বিক্রি করবেন। সেখানে খাদ্য প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ঔষধপত্র থেকে শুরু করে কাপড়, জামা সেই মুড়ী থেকে শুরু করে কপালের সিঁদুর পর্যন্ত যা আছে সমস্ত কিছু বিদেশীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী বছর এপ্রিল মাসের এক তারিখ ওরা আরও ১৫টা পণ্য ওরা বিদেশীদের হাতে তুলে দেবেন। ২০০২ সালের মধ্যে এই ডাব্লিউ, টি, ও শর্ত অনুযায়ী সেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে খুশী করার জন্য আমার ভারত সরকার সেখানে নাকে খড় দিয়ে মেনে নিয়েছেন। তিনহাজার আইটেম ২০০২ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে বিদেশের হাতে তুলে দেবেন। তাহলে দেশের মানুষ করবে কি? সমস্ত জিনিষ যদি বিদেশ থেকে আসে তাহলে আমার দেশে বেকারত্ব বাড়বে এবং মানুষের জিনিস সংগ্রহ করার বত কোন ক্ষমতা থাকবে না, তাহলে মানুষের কোন কাজ থাকবে না কর্মহীন মানুষের সংখ্যা আরও বাড়বে। এবং এতে বাজারে প্রচুর জিনিষ থাকলেও এমন ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে সেই জিনিস সংগ্রহ করার লোক থাকবে না। আমরা এখানে দেখছি যেমন ধরুন কোকাকোলা একটা কোম্পানী ভারতে যখন এসেছিল ওরা বলেছিল কিছু লোকের কর্মসংস্থান-এর সুযোগ করে দেবে। ওরা প্রথম শুরু করেছিল বাণিজ্য। প্রথমে ৩ টাকা ৪টাকা করে খাওয়াতে শুরু করল এখন বার টাকা একটা বোতল। একটা বোতলে খরচ কত? ২ টাকা ৬ পয়সা। আর ভারতে যে সমস্ত কোম্পানী গুলি ছিল সেগুলি সব তাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। এগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়েছে, আবার কতগুলি তারা ফ্রিজ করে দিয়েছেন আবার কোন কোন জিনিষগুলি তারা কিনে নিয়েছেন কোম্পানীগুলি কিনে একচেটিয়া সমস্ত মার্কেট-এর তারানিয়ন্ত্রনে নিয়ে গেছেন। সেই বিদেশী কোম্পানী এই মাল্টি নেশানাল কোম্পানী গোটা ভারতবর্ষের আমাদের দেশে স্ব-নির্ভর অর্থনীতি এটাকে বিপর্যস্ত করেছে এবং স্ব-নির্ভর কৃষি নীতি এটাকে বিপর্যস্ত করেছে। সমস্ত দিক থেকে দেশের মানুষ আজকে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং এদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এরমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা ৫ থেকে ৩৫ শতাংশ সেখানে আমদানী শুল্ক প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অপর দিকে তাদের পরিসংখ্যানে দেখা যায় একজন খেতমজুর গরীব মানুষ যারা কর্মহীন মানুষ যারা গ্রামে কাজ করেন তাদের ১৫ শতাংশে আয় মাত্র ৩ টাকা প্রতিদিন। তিনটাকা বেশী আয় নেই ১৫ শতাংশে তাদের পরিসংখ্যানে বলছে। আবার আর একটা পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৮ শতাংশ মানুষ ৫ টাকা আয়। একটা মানুষের যদি তিন টাকা আয় হয়, পাঁচ টাকা আয় হয় যেভাবে জিনিস

পত্রের দাম বাড়ছে সরকার যেখানে দায়িত্ব পালন করছেন না, রেশনের সমস্ত জিনিষ প্রত্যাহার করে নিয়ে আসছেন তাহলে মানুষ খাবে কি ? এবং এতে অনাহার অর্দ্ধাহার মৃত্যু বাড়বে. দারিদ্রতা এবং দেশের মানুষকে মানুষকে আরও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। সেই দিকেই কেন্দ্রীয় সরকার ঠেলে দিচ্ছেন। আমরা দেখছি ১৯৭৮ সালের প্রেস্কেট অ্যাক্টকে সংশোধন করে কৃষির উপর আঘাত এনেছেন। এবং ভেষজ ঔষধ. কীট নাশক ঔষধ থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়গুলি আছে কৃষিতে সেই স্ব-নির্ভর কৃষিকে বিপন্ন করে দিয়েছেন এই প্রেস্কেট অ্যাক্টে সংশোধন করে। এটার লক্ষ্য একটাই, অপর দিক দিয়ে তারা বলেছেন উন্নয়ন করেছেন। এইগুলির মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত গণবন্টন ব্যবস্থা মানি কাট করে দিয়ে টাকা পয়সা কমিয়ে দিয়ে এটা নাকি উন্নয়নের সোপান। আর তারা নাকি দেশকে প্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এটা কি অগ্রগতির লক্ষণ ? আমরা লক্ষ্য করছি, যারা নির্বাচনের আগে বলেছিলেন এক কোটি বেকারের কর্মসংস্থান করে দেবে প্রতি বছর। কোথায় গেল সেই প্রতিশ্রুতি ? এখন বলছে ছাঁটাই করতে হবে। আজকের পত্রিকায় দেখলাম ৮৪ হাজার ব্যাংক কর্মচারীকে ছাঁটাই করার জন্য সেখানে নোটিশ সার্ভ করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। সেই সমস্ত প্রফিটেবল যে সংস্থাগুলি যেখান থেকে সরকারের কিছু আয় হত যার থেকে কিছু কাজ করা যেত সেই সমস্ত সংস্থাগুলিকে আজকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এর ফলে বেকারত্ব বাড়বে, বেকারত্ব বাড়বে মানে সেখানে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমবে এবং মানুষের আরও মৃত্যু বাড়বে এর থেকে পরিষ্কার আমাদের রাজ্যে আমরা লক্ষ্য করছি চেহারাটা কি। ওই রেশন সপে মূল্য বৃদ্ধির পর এখন রেশন সপের ডিলাররা আন্দোলন করতে যাচ্ছেন। ওদের বক্তব্য রেশন সপে কেউ মাল নিতে আসছে না, ওদের আয় হচ্ছে না। এখন রেশন সপ চলবে কি করে। এই হল রাজ্যের রেশন সপগুলির চেহারা। আমাদের রাজ্য বিশেষ করে আমরা পিছিয়ে পড়া রাজ্য। অনগ্রসর রাজ্য আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সময় সময় বিভিন্ন কথাবার্তা বলে আমাদের অনগ্রসরতার কথা স্বীকার করেন। কিন্তু স্বীকার করেও দেখা গেল ঐ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও ইচ্ছা করলে এই রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দিতে পারতেন বা এই রাজ্যগুলির মানুষের কথা চিন্তা করে এখানকার মানুষের কিছু সুযোগ সুবিধার কথা ভাবতে পারতেন। কিন্তু তা তারা করলেন না। এর থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার মুখে যা বললেন কাজে তার বিপরীত করেন। যারা বলেছেন এগুলির মধ্য দিয়ে দেশকে উন্নত করবেন এবং যারা এই পথ দেখেছেন ওরা বিশ্বায়নের নীতিকে মেনে নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্ত অনুযায়ী এই সমস্ত ভর্তুকী প্রত্যাহার করার ফল দেখে এসেছেন। আজকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া-এই দেশগুলির আজকে চেহারাটা কি। তারা দেউলিয়াতে পরিণত হয়ে গেছে। ইন্দোনেশিয়াতে সেখানকার ৩ হাজার টাকা দিয়ে মাত্র একটা ডলার পাওয়া যায়। আজকে আমাদের দেশের চেহারাটা কি, এক ডলার পেতে হলে ৪৩ টাকা দিতে হয়। আগামি দিনে যে ভাবে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার স্বার্থগুলি মেনে নিয়ে একটার পর একটা আত্মসমর্পন করছেন এমন একদিন আসবে যেদিন আমাদের দেশের টাকার কোন দাম থাকবে না। তখন ইন্দোনেশিয়ার এবং মালয়েশিয়ার মত আমাদের দেশের অবস্থা হবে। বর্তমানে সেই দিকেই দেশের অর্থনীতিকে টেনে নিচ্ছেন। যার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি তৃতীয় দুনিয়ার যে দেশগুলি তার যে নীতি এই নীতি নিয়ে তারা আক্রান্ত। তারা বুঝতে পেরেছেন যার ফলে এইসব দেশ থেকে আন্দোলন বাড়ছে। এবং তারা প্রতিবাদী হচ্ছেন। এবং আমাদের দেশেও তারা যে নীতি নিয়েছেন আমরা তার বিরোধীতা করছি। আমরা মনে করি এই ভাবে যদি জিনিষ পত্রের দাম

বাড়তে থাকে তা হলে সংকট আরো বাড়বে। এখানে আমাদের রাজ্য সরকারের যে অবস্থা রাজ্য সরকারের চেহারাটা কি ? রাজ্যসরকার মানে কি ? কেন্দ্র থেকে যা আসে টাকা পয়সা এবং রাজ্য থেকে যে টাকা পয়সা আয় হয় তার থেকে একটা বাজেট তৈরী হয়। রাজ্যে আমাদের আয়ের উৎস কি ? আমাদের রাজ্যে তো সরকার ট্যাক্স বসান না আমরা যদিও সামান্য বসাতে যাই যেমন বিদ্যুৎতের ক্ষেত্রে প্রতিবৎসরে ৪০ থেকে ৫০ কোটি টাকা ভরতুকী দেওয়া হচ্ছে। যেখানে এই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রাইভেট করে দেওয়া হচ্ছে। অন্ধ্রতে বিদ্যুৎ প্রাইভেটাইজেশান হয়ে গেছে। আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যে ১০ কানি জমির খাজনা নেওয়া হয়না। রাজ্য টাকাটা আর করবে কোথা থেকে। রাজ্য সরকারের যদি দেওয়ার ইচ্ছাও থাকে পারবে না কারন রাজ্যের তো আয় থাকতে হবে। জনসাধারণের উপর করের বোঝা চাপিয়ে রাজ্যের আয় বাড়ানো যাবে না এবং সেটা সম্ভব না। আমাদের রাজ্যে সেই উৎসও নেই যা দিয়ে আমাদের রাজ্যের আয়কে বাড়াতে পারি। স্বাভাবিক কারণেই কেন্দ্রকে সেখানে ভাবতে হবে। ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য আছে যেখানে হাসপাতালে গেলে টাকা খরচ করতে হয়। অনেক রাজ্য আছে যেখানে পানীয় জলের জন্য টাকা দিতে হয়। জল সেচের জন্য টাকা দিতে হয়। কিন্তু আমাদের রাজ্যে তো সেটা লাগেনা। এই সবগুলি পরিসেবার মধ্যে পরে। কাজেই সাধারন মানুষের জন্য যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তগুলিকো অধিক গুরুত্ব দিয়ে আমাদের সরকার সেখানে দেখছেন। আমি আশা করি যে প্রস্তাবট এখানে এনেছি সেই প্রস্তাবের যথার্থতা বিচার করে এই হাউজ একমত হবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিতে চাই এবং কেন্দ্রীয় সরকার মূলত বৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা প্রত্যাহার করুক আমাদের দাবী অনুযায়ী আগে যে দাম ছিল সেই দামে। এই কথা বলে এবং সর্বসম্মত ভাবে এই হাউজে এটা একমত হবেন এই আস্থা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রস্তাবক তার প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলেছেন, বলার অবকাশ খুব কম। এই প্রস্তাব কোন শাসক দলের বিধায়ক এনেছেন বলে এটাকে সমর্থন করছি ঘটনাটা তা না। এটা রাজ্যবাসী যারা দলমত নির্বিশেষে এটা সকলেরই মনের কথা এবং এটাই তার প্রস্তাবের মধ্যদিয়ে অভিব্যক্ত ঘটেছে এখন বর্তমানে দিল্লীতে যে সরকার রয়েছে তারাতো গত আট নয় মাসে এমন একটাও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেননি যেগুলি দেশের গরীব, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, তপশিলী এবং ও. বি.সি. উপজাতি শ্রমজীবী মানুষ তাদের স্বার্থে গেছে। একটাও সিদ্ধান্ত তারা দেন নি। বর্তমানে যে সরকার দিল্লীতে রয়েছেন তারা তো গত ৮ থেকে ৯ মাস হলো এমন একটি অর্থনীতর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেননি যেগুলো এই দেশের গরিব, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত তপশিলি, ও বি সি উপজাতি এবং শ্রমজিবি অংশের মানুষের স্বার্থে গেছে। এমন একটিও সিদ্ধান্তে নেননি। যা কিছু অর্থনীতির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেশের আট থেকে দশ ভাগ মানুষের জন্য। এবং তারা হচ্ছেন একচেটিয়া পুঁজিবাদী, জোতদার এবং জমিদার এর সাথে যুক্ত মালটি ন্যাশান্যাল কর্পোরেশন গুলো। এখানে আমাদের দেশের অর্থনীতিটাকে পরোক্ষে আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাজেশন, এই তিনটা যেগুলো মূল তালিকা ভুক্তশক্তি আছে আর কিছু বুনিয়াদী ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশ তারা আমাদের দেশের সমস্ত অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। তার ফলশ্রুতিতে আজকে এখানে দাঁড়িয়েছি। ফলে আমাদেরকে সর্বনাশা পথের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভোটের আগে তারা যে সমস্ত কথাবার্তা

বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে কিন্তু আজকে ভোটের পরে ক্ষমতায় গিয়ে তার সম্পূর্ণ উল্টোটা করছেন মানুষ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দেখছেন। এবং এটা ঘটনাও যে সিদ্ধান্ত গুলো প্রতিবাদও হচ্ছে, কোথাও শ্রমিকরা করছে, কোথাও অন্যান্য অংশের শ্রমজীবি মানুষেরাও করছেন। সমস্ত অংশের মানুষেরা প্রতিবাদ করছেন। আমরা এই রাজ্যের সরকারের পক্ষ থেকেও অত্যাবশ্যক সামগ্রিকগুলির উপর থেকে ভর্তুকী তুলে নেওয়ার এই নীতি আমরা প্রথম থেকেই বিরোধীতা করছি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে আমরা প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং বলেছি যে এটি দেশকে সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতে দারিদ্র বাড়বে, এতে বেকারী বাড়বে, এতে হতাশা বাড়বে এগুলোকে পুঁজি করে যারা আমাদের দেশে অস্থিতিশিলতার অবস্থা তৈরীর প্রবনতা বিদ্যমান। এটাকে বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই কথা শুনবে কে, একটি ছোট অংশের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ডিটারমাইণ্ড হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন এটা খুব জরুরী প্রস্তাব। এবং এটা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা থেকে তুলছি তা না, এই যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা যখন একটি ফোরাম তৈরী করছে সেই ফোরাম থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গত ২১-০৬-২০০০ ইং তারিখে আমরা একটা মেমোরেনডাম সাবমিট করছি। তাতে এই যে বিষয়টা এই বিষয় সম্পর্কে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি।
সেখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে রাজ্যগুলো আমাদের একটা দাবীর মধ্যে আছে যে ইকোনমি অব্ দ্যা পিপল্ অব্ দ্যা নর্থ ইষ্ট স্টেটস হেভ বিন মোষ্ট এডভারসলি ইফেকটেড বাই দ্যা ইফেক্ট অব ইম্প্লিমেন-টেশন অব দ্যা সুপ্রিমকোর্ট অর্ডার ডেইটেড ১২ই জানুয়ারী ১৯৯৮ইং ইন দ্যা মেটার অব অপারেশন ফরেস্ট, এটা হচ্ছে ফরেস্ট সম্পর্কে। এর পরের যে কথাটা সেটা হল পাউজেনস অব রুলার ফেমিলিস হেভ বীন রিডিউজড টু পভারটি এ্যাণ্ড পেনারী অব দ্যা সারবাসটেনসেস দ্যা রিডিউন সাবস্টেনসিয়েল ইনক্রিজ ইন ইস্যু রেইটস অব সি পি এল রাইস এ্যাণ্ড হুইচ থ্রো দ্যা পাব্লিক ডিসট্রিবিউশন সিসটেম হেজ টা দে বেরী হার। উই দেয়ার ফোর আস ইউ সাস টু, কস্ট দ্যা মিনিষ্ট অব ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই টু গ্রেন্ট দ্যা এ্যাপ্রোরসিয়েট কেটাগরি অব দ্যা পোওর অব দ্যা নর্থ ইষ্ট স্টেটস রিলিইন ইন দ্যা এভাব রিগাড বাই ফুলিং ব্যাক দ্যা ইস্যু রেইটস অব বি পি এল এ্যাণ্ড এ পি এল রাইস এ্যাণ্ড হুইচ টু প্রি রিভাইস লেভেল। এটা শুধু আমরা বলছি না সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সারা দেশের কথা বলছেন যে স্টক ফাইলড হয়েছে। চাল দিচ্ছে না, আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতিটাও তাই। আমাদের রাজ্যের এখন যে অবস্থা হচ্ছে এ পি এল কার্ড ধারীদের যে চাল ছিল ১০ টাকা আজকে সেটা হয়েছে ১২.৭৫ টাকা। কমন রাইস যেটা ছিল ৭.৭০ টাকা ছিল সেটা বেড়ে হয়েছে ১২.০৫ টাকা। কাজেই এই চালের দাম এত বাড়ানোর ফলে কেউ আর রেশন সপ থেকে কিনছে না। ফলে বাজার থেকে আরোও ভাল চাল পাচ্ছে যার দরুন রেশন সপ মার খাচ্ছে। গত কয়েকদিন হলো রেশন সপের মালিকরা আবার আসছিলেন যে তারা আগামী ১লা তারিখ থেকে স্ট্রাইকে যাবেন বলে আমাকে নোটিশ দিয়েছিল। তারপর তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। তাদের দাবী কি? তাদের দাবী বাজারের দামের চেয়ে কম দামে আমরা যাতে চাল বিক্রি করতে পারি সেই দামে আমাদের চাল সরবরাহ করতে সেই ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম

কোথায় থেকে করব। চাল তো আমরা দিচ্ছি না এটা তো কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে। একই দাবীতো আমরাও করছি। আপনারা করুন। আপনারা আমরা সবাই মিলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ সৃষ্টি করব। এবং এটাই ঠিক এবং এটাই প্রমাণ। কারণ একটি রেশন সপে ন্যূনতম পাঁচটি পরিবার। পাঁচটি পরিবারে পঁচিশটি মানুষের খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা চাকরী বাকরি সবাইকে দিতে পারছি না। এই দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেলে পরে আমাদের কয়েকশ দোকান আছে কি অবস্থা দাঁড়াবে। গরীব মানুষ যারা বা নিম্নবিত্ত যারা তারা না খেয়ে মারা যাবে। এবং বি পি এল যারা আছে তাদেও একই অবস্থা। কারণ যে চাল ছিল আগে ৪'০০ টাকা সেটা বেড়ে হয়েছে ৬'৪০ টাকা। গম ছিল ০১'৯০ টাকা এটা এখন ০২'৫০ টাকা এবং এটাকে ডাবল করে দেওয়া হল। কিন্তু এই যে বি. পি. এল কার্ডধারী লোক তারা তো গ্রামে কাজ করবে, কাজ করার পর তারা রেশনের দোকানে যাবে। দুইগুণ কেন চারগুণ করলেও কি হবে, হাতে পয়সা থাকলে তো কিনবে। কর্মসংস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে টাকা পেতাম তা অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। এই কমার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে গেল। তাহলে কাজ নাই। এখানে দাম পরিমাণ বাড়লেও কাজ নেই, মজুরী নাই। পরিমাণ বাড়ল কিন্তু দিতে পারছেন না, আবার দামও বাড়ল। তাহলে এই যে সিদ্ধান্তগুলি প্রহসনাত্মক মানুষকে বোকা বানাবার একটা রাস্তা। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এইগুলির বিরুদ্ধাচারণ আজকে শুধুমাত্র ত্রিপুরা বিধানসভা না, সারা ভারতের সাধারণ মানুষ করছেন সেই দিক থেকে আমিও আর কথা না বাড়িয়ে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন রাজ্য সরকার মধ্যেও এটা জানা থাকা দরকার এবং সবাই জানেন না এফ সি আই যে দামে চাল, গম দেন সেই দামে রাজ্য সরকার এনে তার সঙ্গে কিছু ভর্তুকী দিয়ে তার যে ট্রান্সপোর্ট কষ্ট সমস্ত কিছু এটা দিয়ে যখন পাঠান তাতে দেখা যায় পার কুইন্টালে ৯৫ টাকা বেশী রাজ্য সরকারের খরচ হয়ে যাচ্ছে। আবার কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিচেছ যে তোমরা বি. পি. এল এর ক্ষেত্রে কে. জি. প্রতি ৫০ পঃ বেশী দাম বাড়াতে পারবে না, এ. পি. এল যেমন খুশি তেমন বাড়াও, তুমি মুনাফা কর তাতে আপত্তি নাই। তো আমরা মুনাফা করার উদ্দেশ্যে রেশন করছি না। আমরা সেটা বাড়াচ্ছি না। বি. পি. এল এর ৫০ পঃ এর বেশী বাড়ানো যাচ্ছে না, এই করতে গিয়ে আজকে পরিস্থিতি যা তার পরেও এ. পি. এল নিচ্ছে না। বি. পি. এল যা নিচ্ছে তা দিতে গিয়ে আমাদের বছরে প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের টাকা নেই। এটা আমাদের ভর্তুকী দিতে হচেছ। এইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কাজ করছি। ফলে এখানে দাঁড়িয়ে এটা গরীব মানুষের পক্ষে থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এই প্রস্তাব নিশ্চয়ই আমরা পাঠাব। আমরা আশা করব কেন্দ্রীয় সরকারও নিশ্চয়ই এর পক্ষে ইতিবাচক একটা সাড়া দেবেন। আমাদের নর্থইষ্ট কাউন্সিল এর মিটিং আবার কেন্দ্রীয় সরকার ডাকছেন সেই মিটিং এ গিয়ে নিশ্চয়ই সেই বিষয়গুলি আবার তোলার চেষ্টা করব। আমি এই কথা বলে মাননীয় সদস্য এর আনীত প্রস্তাবটা পুরোপুরি সমর্থন করে আমার কথা বলা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিউলিশানটি ভোটে দিচ্ছি।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রেশনে সরবরাহকৃত চাউল, গম, কেরোসিন, চিনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের এবং রান্নার গ্যাসের যে মূল্য বৃদ্ধি করেছেন তা প্রত্যাহার করে পূর্বেকার মূল্যে ঐ জিনিষগুলি সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন, তাঁরা হঁ্যা বলবেন, (হঁ্যা বলার পর) যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন, তাঁরা না বলবেন, (না বলার পর) আমি মনে করি যারা হঁ্যা বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব, রিজিউলিউশানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

এই সভা আগামী ১০ই জুলাই সোমবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতব রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers),

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 10

Name of the Member :— Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

QUESTON :—

1. Is it fact that the Sr. Basic School of Kamalacherra under Kamalpur Inspectorate (Ambassa) is running short of qualified teacher.

AND

2. If so, the School building/houses are too inadequate too accommodate students.

ANSWE .

(1) Yes হঁ্যা।

(2) Yes হঁ্যা।

Admitted Starred Question No,15

Name of the Member : Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister-in- Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কদমতলায়, গার্লস্ হাইস্কুল মঞ্জুর করা হবে কিনা, এবং

২। না করলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। বিষয়টি মাপকাঠির আওতায় পড়ে না।

Admitted Starred Question No. 20

Name of the memebr : — Sri Billal Mia,

Will the Hon'ble minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত দুর্গাপুর হাই স্কুলের মোট কতটি ঘর আছে এবং এই সব ঘরগুলি শিক্ষা দপ্তর থেকে কবে নাগাদ করা হয়েছে।

২। এই সব ঘরগুলি যদি খারাপ হয়ে থাকে তাহলে এই সমস্ত ঘরগুলি নূতন ভাবে মেরামত করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। যদি না থাকে তার কারণ কি ?

৪। আর থাকিলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। দুর্গাপুর হাই স্কুলের মোট ৪ (চারটি) ঘর আছে। একটি ঘর ১৯৭৫-৭৬ সালে, একটি ঘর ১৯৭৯-৮০ সালে, এবং ১৯৯৬—৯৭ সালে বাকী দু'টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

২। আছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। বর্তমান আর্থিক বছরে ঘরগুলি মেরামত করার কাজ হাতে নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 25

Name of the member Sri joy Govinda Deb Roy

Will be the minister In-Charge of the Information Cultural Affiars & Tourism Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে কতগুলি টুরিস্ট স্পট রয়েছে ?

২। এগুলি থেকে বৎসরে রাজ্য সরকারের কত টাকা আয় হচ্ছে ?

৩। বর্তমানে রাজ্যে কয়টি ইকো পার্ক রয়েছে ?

৪। ইকো পার্কগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে ৩০ (ত্রিশ) টি টুরিস্ট স্পট রয়েছে।

২। এগুলি থেকে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বৎসরে শুধু তথ্য সংস্কৃতি পর্যটন দপ্তরে আয় হয়েছে ১৭, ৮৬, ৭৬৫ টাকা। এছাড়া বন দপ্তরের সিপাহীজলায় ১৯৯৯—২০০০ অর্থ বৎসরে আয় হয়েছে ৬৮, ৫৪৯ টাকা।

৩। বর্তমানে রাজ্যে ৮টি ইকো পার্ক আছে।

৪। রাজ্যের ইকো-পার্কগুলিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বাহারী ফুলের বাগান,

জলাশয় কৃত্রিম ঝর্ণা, গ্রীন হাউস, মেরী গো রাউণ্ড, দোলনা, সাইডিং, দেশী ও বিদেশী বৃক্ষ রোপন সহ পর্যটকদের বসার জন্য শেড নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া সিপাহীজলার এবং এম বি বি স্টেডিয়াম সংলগ্ন নেহেরু ইকো-পার্ক এলাকায় ২ (দুইটি) ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No—30.

Name of the Member :— Sri Ashok Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বি. এ, বি. এস, সি, বি. কম পরীক্ষার ক্যালেণ্ডার কি ;

২। নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় কি ;

৩। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত পরীক্ষা সমূহের ফল প্রকাশে প্রতি বছরই বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ; এবং

৪। পরীক্ষার খাতা দেখার দায়িত্ব গ্রহণকারী অধ্যাপকরা নির্দিষ্ট সময়ে খাতা দেখে জমা না দেওয়ায় ফল প্রকাশে বিলম্ব হয় কি ?

উত্তর

১। সাধারনতঃ প্রতি বছর মে থেকে জুলাই মাসের বিভিন্ন তারিখে পরীক্ষাগুলি নেয়া হয়ে থাকে।

২। হ্যাঁ, তবে কখনো কখনো অনিবার্য কারণ বশতঃ পরীক্ষার সময় সূচীর পরিবর্তন করতে হয়।

৩। পরিক্ষকের সংখ্যার স্বল্পতা ও অন্যান্য পরিকাঠামো জনিত অসুবিধার জন্য ফল প্রকাশে কখনো কখনো দেরী হয়।

৪। হ্যাঁ। এটিও একটি অন্যতম কারণ।

Admitted Starred Question No.—75.

Name of the Member — Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্য্যালয়ে ১১৮ জন গ্রেজুয়েট এবং ২০৬ জন আণ্ডার গ্রেজুয়েট শিক্ষকের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাবদ এপ্রিল, ১৯৯৯ইং থেকে অক্টোবর, ১৯৯৯ইং অব্দি সাত মাসের জমা বার লাখের ও বেশী পরিমাণ টাকা ৯-২-২০০০ ইং তারিখ পর্যন্ত তাদের নামে জমা পড়েনি।

২। সত্য হলে তার কারণ কি ?

৩। এ বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথায় আছে ?

উত্তর

১। খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্য্যালয়ে ১১৮ জন গ্রেজুয়েট এবং ২০৬ জন আণ্ডার গ্রেজুয়েট নতুন শিক্ষকদের জি, এর টাকা এপ্রিল, ১৯৯৯ইং থেকে অক্টোবর, ১৯৯৯ ইং অব্দি সাত মাসে মোট ১১; ০২,৫২৮ টাকা

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমার জন্য তাদের বেতনের বিল থেকে কেটে রাখা হয়। তারমধ্যে ৪, ১৬, ৫১৮ টাকা ৯-২-২০০০ইং এর পূর্বেই শিক্ষকদের ব্যক্তিগত পোষ্ট অফিস সেভিংস একাউন্টে জমা দেওয়া হয়।

২। খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও পোষ্ট অফিস থেকে পাশবই খোলার প্রয়োজনীয় আবেদনপত্রের ফরম না পাওয়ায় এবং নূতন শিক্ষকদের জি, পি, এফ একাউন্ট নাম্বার না পাওয়ায় সেই শিক্ষকদের নামে ডি. এর সমস্ত টাকা ৯-২-২০০০ইং এর পূর্বে জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

৩। নূতন শিক্ষকদের ডি. এর টাকা বিভিন্ন তারিখে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক একাউন্টে জমা দেওয়া হয় এবং বাকী সাব-ট্রেজারীতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের আয়ত্বণ চেষ্টে রাখা হয়েছিল।

Admitted Starred Question No. 92

Name of the Member :— Sri Umesh Chandra Nath

Will be the Minister-in-charge of the information cultural affairs & tourism Department be Pleased to State,

প্রশ্ন

(১) বর্তমান সময় পর্যান্ত সারা রাজ্যে মোট কতটি তথ্য কেন্দ্র আছে?

(২) তার মধ্যে ভাড়া বাড়ীতে কতটি এবং দপ্তরের নিজস্ব বাড়ী কতটি ?

উত্তর

(১) বর্তমান সময় পর্যান্ত সারা রাজ্যে মোট ৪০টি তথ্য কেন্দ্র আছে।

(২) তার মধ্যে ভাড়া বাড়ীতে আছে — ২৯টি

দপ্তরের নিজস্ব বাড়ীতে আছে — ৫টি

ভাড়া দিতে হয় না এমন বাড়ীতে আছে — ৬টি।

Admitted Starred Question No—96.

Name of the members :— Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের প্রত্যেক স্কুল ইনসপেকটরেট বর্তমানে কোন গাড়ী নেই,

২। যে সমস্ত আই. এস, অফিসে বর্তমানে গাড়ী আছে, ইহাদের নাম ! এবং

৩। যে সমস্ত আই, এস; অফিসে গাড়ী নেই সেগুলিতে গাড়ী দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। সত্য।

২। খোয়াই, কাঞ্চনপুর, উদয়পুর, বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে সরকারী গাড়ী আছে। এছাড়া সাব্রুম, শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া, সোনামুড়া, মোহনপুর, জিরানীয়া, তেলিয়ামুড়া, কমলপুর, ধর্মনগর বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে প্রয়োজন অনুযায়ী ভাড়া করে গাড়ী ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে।

৩ প্রয়োজন অনুসারে গাড়ী ভাড়া করা যেতে পারে।

Admitted Starred Question No. — 104

Name of the Member : — Sri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Education Department to pleased to state : —

প্রশ্ন

১। কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের পতিত ভূমিতে কমিউনিটি হল করার জন্য স্কুল ডেভেলাপমেন্ট কমিটির পক্ষে এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পক্ষে নো অবজেকশান দেওয়া সত্বেও কমিউনিটি হলের অর্ডার না দিয়ে সেক্ষেত্রে ক্যাম্পাস হলের অনুমতি দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। শিক্ষা দপ্তরের বিদ্যালয়গুলিতে সাধারনত ক্যাম্পাস হল থাকে। কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পতিত জমিতে যে হলের অনুমতি দেয়া হয়েছে তা নির্মিত হলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে যাতে বিদ্যালয় প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারে আবার জনসাধারণ ও তা ব্যবহার করতে পারে। বিদ্যালয়ে নির্মিত হল ক্যাম্পাস হল নামে পরিচিত হয় বলে কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের জন্যও ক্যাম্পাস হলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No :—116

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার শান্তিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে বড়ছড়া জে. বি স্কুলটির ঘর গুলি (১৯৯৭ ইং সনের মাঝামাঝি সময়ে) দুস্কৃতিকারীরা ভেঙ্গে নিয়ে গেছে এমন তথ্য সরকারের জানা আছে কিনা,

২। বর্তমানে বড়ছড়া জে, বি, স্কুলের কজন শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন ও তারা কোথায় ক্লাস করছেন ;

৩। জনমানবহীন বড়ছড়া গ্রাম থেকে স্কুলটি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বড়ইগোটাতে স্থানান্তর করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। (দুই) জন শিক্ষক। উনারা এখন সোনাছড়া জে. বি. স্কুলে কাজ করছেন।

৩। না।

Admitted starred question No :— 122

Name of the Member :— Shri Sudip Roy Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Election Department be pleased to state :-

Question

1. Is it a fact that a private members resolution was unanimously adopted by the House asking the concerned Department to take necessary steps to ensure

that the voters displaced from their homes and hearths due to insurgency could cast their franchise from safer place.

2. if so when was it adopted

3. What action has been taken so far ?

Answer

1. Yes. Sir,

2. The resolution was adopted on 27.08.1999.

3. The resolution adopted by the Tripura Legislative Assembly was forwarded to the Election Commission of India, New Delhi for taking action.

Admitted starred Question No :—125

Name of the Member :— Shri Sudip Roy Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

1. When was the Computer Education made available at School level ;

2. Is it still available to the school students ; and

3. If not, since when ?

উত্তর

১। রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে চালু হয়।

২। হ্যাঁ, এখনও চালু আছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 128

Name of the Member :— Sri Bijoy Kumar Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

1. How many Class—XII Schools are therein all over the state of Tripura with science Laboratory Equipment ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ৭৪টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় আছে যেখানে বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার ও যন্ত্রপাতি আছে।

Admitted Starred Question No.—134

Name of the Member : — Sri Ashok Bhattacharjee,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভাগের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ;

২। পরিকাঠামো উন্নয়নে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার,

এবং

৩। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউ. জি. সি) কাছে কোন বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

১। স্নাতক স্তরে পরীক্ষার টেবুলেশনের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে।

২। সমগ্র টেবুলেশনের কাজের জন্যই কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু করা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত টেবুলেটার নিযুক্তি এবং পরীক্ষা নিয়ামকের দপ্তরে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ কর্মীর নিয়োগ ও নিজস্ব উন্নত মুদ্রণ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি।

৩। পরীক্ষার বিভাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে স্বতন্ত্রভাবে কোন বরাদ্দ চাওয়ার সুযোগ নাই।

Admitted Starred Question No.—137

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের ১৫টি অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের জন্য ২০ টাকা করে দৈনিক বরাদ্দ করা হচ্ছে।

২। সত্য হলে, উক্ত টাকার মধ্যে আবাসিকদের থাকা, খাওয়া-পড়া-চিকিৎসা-পোষাক ইত্যাদিতে যে পরিমাণ টাকা অনাথ আবাসিকদের খরচা হয় সেটা মাথা পিছু দৈনিক ২০ টাকার সঙ্গে যথার্থ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। এবং

৩। না হলে এই সকল অনাথদের জন্য যথার্থ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। অনাথ আশ্রমের সংখ্যা ১৪টি। ১৫টি নয়। হঁ্যা, আবাসিকদের জন্য মাথাপিছু ২০ টাকা করেই দৈনিক বরাদ্দ করা হচ্ছে।

২। ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাবশ্যক জিনিষপত্রের বাজারদরের সাথে তুলনা করে বর্তমান ২০ টাকা দৈনিক মাথাপিছু ব্যয় যথার্থ নয় সত্য।

৩। অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে। যদি অর্থের সংস্থান হয় বিবেচনা করা হবে।

Admitted Starrod Qusetion No.—140

Name of the member— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১১-২-২০০০ ইং এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে বিধান সভার বিভাগীয় মন্ত্রীর লিখিত উত্তরের ভিত্তিতে এখন পর্য্যন্ত কতজন ককবরক শিক্ষককে ককবরক শিক্ষা চালু নেই এরূপ বিদ্যালয় থেকে ককবরক শিক্ষাক্রম চালু আছে এমন বিদ্যালয়ে বদলী করা হয়েছে,

২। যাদের এখন ও বদলী করা হয়নি তাদের আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বদলী করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত ৪১ (একচল্লিশ) জনকে বদলী করা হয়েছে।

২। না।

Admitted Starred Question No.—143

Name of the Mamber—Sri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch. Castes, O. B. C. & Minorities Welfare Deptt. be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বেশ কয়েকটি রাজ্যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হয়েছে' এবং কোন কোন রাজ্যে ৫০ শতাংশের বেশী (চাকুরীতে নিয়োগ সহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে) সংরক্ষণ চালু রয়েছে, এবং

২। সত্য হলে ত্রিপুরা রাজ্যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ চালু না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ সব রাজ্যেই কার্যকরী হচ্ছে। তবে কোন কোন রাজ্যে ৫০ শতাংশের বেশী (চাকুরীতে নিয়োগসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে) সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে এটা ঠিক নয়। কোন কোন রাজ্যে ৫০ শতাংশের বেশী সংরক্ষণের নিয়ম করা হলেও তা মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের অন্তবর্ত্তীকালীন আদেশের ফলে কার্যকরী করা যায়নি।

২। তপশীল জাতি ও উপজাতিদের জন্য বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় মোট ৪৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু আছে। সংবিধানগত ভাবে ৫০ শতাংশের বেশী সংরক্ষণ দেওয়া যায়না। ফলে ত্রিপুরায় ও, বি, সিদের জন্য সংরক্ষণ চালু করা যাচ্ছে না। তবে মণ্ডলকমিশনের অন্যান্য সুপারিশ রাজ্য সরকার বাস্তবায়ন করছেন।

Admitted Starred Questions No. 185

Name of the Members :— 1) Shri Prakash Ch. Das

2) Sri Kajal Ch. Das

Will the be Hon'ble Minister-in-Charge of Sch. castes, O. B. C & Minerotties Welfare Department. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে; তপশীলি ও জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের লোকেদের কাষ্ট সার্টিফিকেট প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত আগরতলা পৌর এলাকা সহ বিভিন্ন ব্লক ভিত্তিক সাবকমিটিগুলিতে মাহিষ্যদাস ভুক্ত প্রতিনিধি না থাকার ফলে মাহিষ্য দাস ভুক্তরা এস, সি, সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন,

২ সত্য হলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণে আগরতলার পৌর এলাকার উক্ত সাব কমিটি সহ ব্লক ভিত্তিক গঠিত সাব কমিটিগুলিতে (যেখানে মাহিষ্য দাসের প্রতিনিধি নেই) শিঘ্রই মাহিষ্য দাস ভুক্তদের প্রতিনিধি রাখার ব্যাপারে কার্য্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা এবং

৩। নেওয়া না হলে এর কারন ?

উত্তর

১। আগরতলা পৌর এলাকাসহ বিভিন্ন ব্লক ভিত্তিক S/C welfare Sub Committee গুলিতে মাহিষ্য দাস ভুক্ত প্রতিনিধি না থাকার ফলে S/C Certificate পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এধরনের ১টি অভিযোগ আগরতলা পৌর এলাকার ব্যাপারে মাননীয় বিধায়ক কাজল দাস মহোদয়ের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

২। উক্ত অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No.—201

Name of the Members :— Shri Kajal Chandra Das.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি জেলায় একটি করে ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস কমপ্লেক্স ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পরি-কল্পনা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে ?

২। আগামী অর্থ বছরে এই ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে কি না ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি জেলায় একটি করে ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেলেই এই কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা যাবে।

Admitted Starred Question No.—205

Name of the Members— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble-in-Caarge of Relief and Rehabilitation Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। আমতলীসহ পি. এল. (Permanent liabitlity) ক্যাম্প বন্ধ করা হয়েছে কি না ;

২। ইহা কি সত্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮০ সালেই ঐ ক্যাম্পটি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন,

৩। সত্য হলে ঐ সময় বন্ধ করা হয়েছে কিনা ,

উত্তর

১। না।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—208

Name of the Member— Sri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Sch. castes, O. B. Cs & Minorities Welfare Deptt. be pleased to State.

প্রশ্ন

১। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১১-১-৯৯ ইং থেকে ১০-৫-২০০০ ইং পর্যন্ত সময়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তপশীলি জাতিদের জন্য সংরক্ষিত কতগুলি পদ অসংরক্ষিত করা হয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 226

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to st

প্রশ্ন

১। বিকলাঙ্গদের পুনর্বাসনে আরও পূর্ণাঙ্গ এবং বহুমুখী প্রকল্প প্রণয়নের নামে রাজ্য সরকার একজন কমিশনারকে চেয়ারম্যান করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট যে কমিটি গঠন করেছেন সেই কমিটির কোন সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়েছে কিনা ?

২। সুপারিশ জমা পড়লে তাতে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি কি রয়েছে ?

উত্তর

১। কমিটির কোন সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়ে নাই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 232

Name of the Members :— 1. Shri Prakash Ch. Das
2. Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Election Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাবানুসারে তপশিলী জাতি সম্প্রদায় ভুক্তদের জন্য লোকসভায় একটি আসন সংরক্ষিত করা এবং রাজ্য বিধানসভায় জনসংখ্যানুপাতে আসন বৃদ্ধি করার প্রস্তাবটি কার্যকর করার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। উক্ত প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হওয়ার পর তাহা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিধানসভা সচিবালয় থেকে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর বিধানসভা সচিবালয় থেকে উক্ত প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি পাওয়ার পর প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের আইন, বিচার ও কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। উপরোক্ত চিঠির উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন, বিচার ও কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, লোকসভার বর্তমান আসন সংখ্যা আগামী ২০২৬ইং সন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে না। তবে বিধানসভায় তপশিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয় জানিয়েছেন যে চলিত জনগণনা (Population Census) শেষে জনসংখ্যার তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর উক্ত বিষয়টি বিবেচনার জন্য বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহের বর্তমান সংখ্যা বৃদ্ধি না করে সংবিধানের বিধি অনুযায়ী সীমিতভাবে বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজ হাতে নেওয়া যেতে পারে যাতে জনসংখ্যা ও নির্বাচকমণ্ডলীর অসম বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট বৈসাদৃশ্য দূর করা যায়।

Admitted Starred Question No.—247

Name of the Member :— Shri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের ইংরেজীর কোন বিষয় শিক্ষক নেই,

২। ইহাও কি সত্য যে উক্ত বিদ্যালয়ে এখনও শারীরিক শিক্ষক পদটি শূন্য রয়েছে, এবং

৩। সত্য হলে, উভয় ক্ষেত্রে শীঘ্রই উক্ত বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা পোষ্টিং দেওয়া হবে কিনা ?

১। সত্য, তবে ইতিমধ্যে একজন ইংরেজী বিষয় শিক্ষককে বদলি করে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে।

২। সত্য, তবে ইতিমধ্যে একজন শারীর শিক্ষককে বদলি করে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—270

Name of the Member— Shri Dilip Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। আমতলীস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে নিয়োগ এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে বর্তমানে হানড্রেড পারসেন্ট রোস্টার মানা হচ্ছে কিনা;

২। হয়ে থাকলে ঐ স্কুলে বর্তমানে তপশীলি জাতিভুক্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা কত (পদের নাম সহ ২৫-৫-২০০০ইং তারিখ পর্যন্ত হিসাব);

৩। ১৬-৯-১৯৯৪ তারিখ থেকে ২৫-৫-২০০০ইং পর্যন্ত ঐ স্কুলে কতজন তপশিলী জাতিভুক্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে তার বিবরণ;

৪। যদি নিয়োগ না করা হয়ে থাকে এর কারণ এবং কবে নাগাদ তা করা হবে;

উত্তর

১। আমতলীস্থিত রামকৃষ্ণমিশন স্কুলে হানড্রেড পারসেন্ট রোস্টার প্রথা সঠিক মেনে নিয়োগ ও প্রমোশন দেখা হয়নি।

২। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে ৩ (তিন) জন তপশিলী জাতিভুক্ত ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী রয়েছেন।

৩। ১৬-৯-১৯৯৪ইং তারিখ থেকে ২৫-৫-২০০০ইং পর্যন্ত ঐ স্কুলে ২ (দুই) জন অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

৪। অতীতে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে শিক্ষক পদের জন্য এস. টি / এস. সি, থেকে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি। তবে এখন থেকে সমস্ত নিয়োগ হানড্রেড পারসেন্ট রোস্টার মেনেই করা হবে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

Admitted Starred Question No —276.

Name of the Member — Shri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :

১। ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন বিদ্যালয় 'ইন্দিরা প্রিয়দর্শনী বৃক্ষমিত্র' পুরস্কার পেয়েছে; এবং

২। সামাজিক - বনায়নের জন্য ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত পুরস্কার প্রাপক বিদ্যালয় গুলির জন্য রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে কিনা, এবং

৩। থাকলে কি রয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রপুর নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত আম্বেদকার মডেল সিনিয়রবেসিক স্কুল বৃক্ষমিত্র পুরস্কার পেয়েছে।

২। হ্যাঁ।

৩। ক) পুরস্কার প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিকে প্রশংসাপত্র দেওয়া।

খ) অতিরিক্ত কন্টিনজেন্ট গ্র্যান্ট দেওয়া।

গ) পরিবেশের উপর কোন প্রশিক্ষণে সুযোগ এলে পুরস্কার প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া।

ঘ) পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয় ত্রিপুরার সমস্ত বিদ্যালয়কে অবহিত করা ও এই দৃষ্টান্ত সব স্কুলকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া।

Admitted Starred Question No. 281

Name of the Member :— Shri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minisrer-in-Charge of the Edncation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের যে সকল শিক্ষক জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত, রাজ্যের শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে (সরকারী অনুষ্ঠানে) তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রথা সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা ?

উত্তর

১। এমন কোন প্রথা চালু নেই।

Admitted Starred Question NO. 318

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-eharge of the Education Deptt. be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে উদয়পুর মহকুমার ফোটামাটি হাইস্কুল ও জমেলা হাইস্কুলটি পাকাবাড়ী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। পরিকল্পনা থাকিলে কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় : এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ :

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। অর্থাভাব।

Admitted Starred Question No. 331

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ডের হার বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

২। যদি পরিকল্পনা থেকে তাহলে কত বাড়ানো হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 332

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Scienee, Technology Environment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পলিপ্যাক নিষিদ্ধ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত তা কার্যকর করা হবে ?

৩। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক সার্বিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে Recycled প্লাস্টিকের উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা/নিয়ন্ত্রণ জারীর উদ্দেশ্যে 'Recycled Plastics Manufacture & Usage Rule 1999" নামে আইন প্রণয়ন করেছে। এটি ত্রিপুরাতেও প্রযোজ্য।

৩। আগেই বলা হয়েছে যে, পলিপ্যাক নিষিদ্ধ করার জন্য প্রণীত আইনটি ত্রিপুরাতেও কার্যকর।

Admitted Un-starred Question No. 1. ANNEXURE— B'

Name of the Member :— Sri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the sports & Youth Affairs Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বি, পি, ই, ডি, পাশ করা কতজন বেকার অবস্থায় আছেন ?

২। রাজ্যের খেলাধূলার উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে সরকার কি, কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের নিকট ডি, পি, এড, ডিপ্লোমা প্রাপ্ত বেকারের সঠিক পরিসংখ্যান সরকারের হাতে নেই।

২। সরকারী চাকুরীতে কর্মরত নন এমন DPEd অন্যান্য কৃতি খেলোয়ার স্বেচ্ছায় বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে সহযোগীতা করেছেন তাছাড়া বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাগুলিতেও তাঁরা যুক্ত আছেন।

Admitted Un-Starred Question No, 16

Name of the Member : Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in- Charge of the S. C, OBC & Minority Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বর্ষে কতজন মুসলীম পরিবারকে মাইনোরিটি কর্পোরেশন থেকে আর্থিক সহায়তা করার লক্ষ্যমাত্রা (টার্গেট) ছিল ;

২। তন্মধ্যে কতগুলি সংখ্যালঘু মুসলীম পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। এছাড়া আরও কি কি ধরনের সাহায্য করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থবর্ষে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী এমন ১১২ জন সংখ্যালঘু মুসলীম সম্প্রদায়কে আর্থিক সহায়তা করার লক্ষমাত্রা (টার্গেট) ছিল।

২। তন্মধ্যে মোট ১০৮ জন মুসলীম পরিবারকে ত্রিপুরা সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগম থেকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। নিম্নে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল : —

ক) পাওয়ারটিলার —	১৮ জন।
খ) স্মল বিজনেস —	২১ ,,
গ) সব্জী ,, —	১৫ ,,
ঘ) তৎকাল যোজনা— (তৈয়ারী পোষাক বিক্রেতা) (মুদির দোকান কাঠের কাজ ইত্যাদি)	৫৪ ,,
	মোট = ১০৮ জন

৩। ত্রিপুরা সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগম রাজ্যের ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষ করে মুসলীম জনগণ যারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে তাদের স্ব-স্ব মেধার এবং দক্ষতার ভিত্তিতে আর্থিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে এই নিগম উপরিউক্ত ২ নং প্রশ্নের উত্তরের প্রকল্পগুলির জন্য সাহায্য করা হয়েছে।

Admitted Un- Starred Question No. 19

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের মহাবিদ্যালয় (ডিগ্রী কলেজ) সমূহের ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা কত (কলেজ ভিত্তিক হিসাব)

২। রাজ্যের কোন্ কোন্ মহাবিদ্যালয়ে স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই।

৩। দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজে বায়োসায়েন্স বিভাগ চালু করা হবে কি, এবং

৪। দশরথদেব মেমোরিয়াল কলেজে শিক্ষা বিজ্ঞান ও অংকে অনার্স কোর্স চালু করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে মহাবিদ্যালয় গুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের কলেজ ভিত্তিক পৃথক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

১। এম. বি. বি. কলেজ—	৩৪৫৩
২। বি. বি. ইন্জিনিং কলেজ—	১৮০০
৩। উইমেন্স কলেজ—	২৪১৮
৪। রাম ঠাকুর কলেজ—	২২৯০
৫। দশরথদেব মেমোরিয়াল কলেজ—	৯৩১
৬। কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়—	৫৬৪
৭। গভঃ ডিগ্রী কলেজ, ধর্মনগর—	১০৮৭
৮। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়—	৯০৭
৯। আম্বেদকর কলেজ—	১৭৯
১০। গভঃ ডিগ্রী কলেজ কমলপুর—	৫১৪
১১। নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়—	১৬৩৭
১২। গভঃ ডিগ্রী কলেজ, অমরপুর—	১৩২
১৩। বিলোনীয়া কলেজ—	১৫৯৭
১৪। গভঃ ডিগ্রী কলেজ, সাব্রুম—	১৮৫
১৫। সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়—	১৮৭
১৬। মিউজিক কলেজ—	৩০৪
১৭। শিক্ষক শিক্ষন মহাবিদ্যালয়—	১২৬
১৮। সরকারী আইন কলেজ—	১৩৬
১৯। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ—	৪৯১

২। নিম্নলিখিত মহাবিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই।

যেমন :— ১। সাব্রুম, ২। অমরপুর, ৩। আম্বেদকর কলেজ, ফটিকরায় ৪। চারুকলা মহাবিদ্যালয়।

৩। আপাততঃ এ ধরণের কোন পরিকল্পনা নাই।

৪। আপাততঃ এ ধরণের কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Un-Starred Question No.—20.

Name of the Member — Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। খোয়াই সরকারী ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টির বিল্ডিং নির্মানের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং

২। খোয়াই সরকারী ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডিং বাড়ী নির্মানের কোন কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

১। আপাততঃ নাই।

২। হ্যাঁ।

Admitted Un-Starred Question No—21.

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বর্ষ থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বর্ষ পর্যান্ত কতটি জে. বি. এবং এস. বি. স্কুল বিল্‌ডিং নির্মান করা হয়েছে এবং এতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে ১৯৯৩-৯৪ইং অর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত মোট ৬০২ টি জে. বি. এবং ১০২ টি এস. বি. স্কুল বিল্‌ডিং নির্মান করা হয়েছে এবং এতে মোট ১৪ কোটি ৬১ লক্ষ ৪১ হাজার ৭২৪ টাকা ব্যয় হয়েছে। বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব সংগে জুড়ে দেয়া গেল।

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক স্কুল বিল্ডিং নির্মাণের সংখ্যা ও ব্যয়ের হিসাব

ক্রমিক নং মহকুমার নাম		১৯৯৩-৯৪ইং	১৯৯৪-৯৫ইং	১৯৯৫-৯৬ইং	১৯৯৬-৯৭ইং	১৯৯৭-৯৮ইং	১৯৯৮-৯৯ইং	১৯৯৯--২০০০ইং
১। কৈলাশহর	সংখ্যা	৬টি	৩টি	—	—	৩টি	—	—
ক) জে. বি. স্কুল	টাকার পরিমাণ	৭,৬২,০০০টাঃ	৩,৮১,০০০টাঃ			৩,৮১,০০০টাঃ		
খ) এস. বি. স্কুল	সংখ্যা	—	—	—	১টি	৩টি	৮টি	২টি
	টাকার পরিমাণ				৪,০০,০০০টাঃ	১২,০০,০০০টাঃ	১৮,৫৬,০০০টাঃ	৯,২৬.০০০টাঃ
২। ধর্মনগর	সংখ্যা	৪টি	৩১টি	৩০টি	—	—	—	—
ক) জে, বি, স্কুল	টাকার পরিমাণ	৫.০৮,০০০টাঃ	২৯,৩৭,০০০টাঃ	৪০,৮০,০০০টাঃ				
খ) এস. বি, স্কুল	সংখ্যা	—	—	—	—	১টি	৬টি	১টি
	টাকার পরিমাণ					৪,০০,০০০টাঃ	১৭,২৮,০০০টাঃ	৪,৬৩,০০০টাঃ
৩। কাঞ্চনপুর	সংখ্যা	—	৪টি	৫টি	৪টি	৫টি	৩০টি	১৭টি
ক) জে, বি, স্কুল	টাকার পরিমাণ		৭,০৮,০০০টাঃ	৭,৬০,০০০টাঃ	৫,৮৪,০০০টাঃ	৮,২০;০০০টাঃ	৫১,৯০,০০০টাঃ	৩৯,২৭,০০০টাঃ
খ) এস, বি, স্কুল	সংখ্যা	—	—	—	—	৩টি	—	৪টি
	টাকার পরিমাণ					১২,০০,০০০টাঃ		১৮,৫২,০০০টাঃ
৪। লংতরাইভ্যালী	সংখ্যা	—	—	—	৬টি	৩০টি	—	৬টি
ক) জে, বি, স্কুল	টাকার পরিমাণ				৮,৭৬,০০০টাঃ	৪,৩৮০,০০০টাঃ		১০,৫০,০০০টাঃ
খ) এস, বি, স্কুল	সংখ্যা.	—	—	—	—	—	—	
	টাকার পরিমাণ						১টি	৪,০০,০০০টাঃ
৫। আমবাসা	সংখ্যা	—	—	—	—	—	—	১১টি
ক) জে, বি, স্কুল	টাকার পরিমাণ							১,৭৩,০০০টাঃ
খ) এস .বি. স্কুল	সংখ্যা	—	—	—	—	—	—	—
	টাকার পরিমাণ							

ক্রমিক নং মহকুমার নাম		১৯৯৩-৯৪ইং	১৯৯৪-৯৫ইং	১৯৯৫-৯৬ইং	১৯৯৬-৯৭ইং	১৯৯৭-৯৮ইং	১৯৯৮-৯৯ইং	১৯৯৯-২০০০ইং
৬। গণ্ডাছড়া	সংখ্যা	—	—	—	১৩টি	—	৫টি	১৬টি
ক) জে, বি, স্কুল	টাকার পরিমাণ				২৩,৩৬,০০০টাঃ		৮,৮০,০০০টাঃ	২৮,০০,০০০টাঃ
খ) এস, বি, স্কুল	সংখ্যা	—	—	—	—	—	—	—
	টাকার পরিমাণ							
৭। কমলপুর	সংখ্যা	—	৫টি	৫টি	৫টি	৪টি	১০টি	৪টি
ক) জে, বি, স্কুল	টাকার পরিমাণ		৭,৩০,০০০টাঃ	৭,৪০.০০০টাঃ	৭,৩০,০০০টাঃ	৫,৮৪,০০০টাঃ	১৪,৬০,০০০টাঃ	৫,৮৪,০০০টাঃ
খ) এস, বি, স্কুল	সংখ্যা	—	—	—	—	—	—	—
	টাকার পরিমাণ							
৮। খোয়াই	সংখ্যা	১৫টি	১৯টি	৫টি	—	৩টি	৪টি	—
ক) জে. বি, স্কুল	টাকার পরিমাণ	১৯০৫.০০০টাঃ	২৭,৯০,০০০টাঃ	৭,৪৩,০০০টাঃ		৪.৯৮,০০০টাঃ	৭,০৪০০০টাঃ	
খ) এস.বি. স্কুল	সংখ্যা	—	—	—	—	—	২টি	২টি
	টাকার পরিমাণ						৮,০০,০০০টাঃ	১৩,২৬,০০০টাঃ
৯। সদর	সংখ্যা	৮টি	৯টি	৪টি	৩টি	৮টি	৭টি	১২টি
ক) জে, বি. স্কুল	টাকার পরিমাণ	১০,৬৫,০০০টাঃ	১২,৫৫,০০০টাঃ	৫,৮৪,০০০টাঃ	৭,৫২,০০০টাঃ	৩২,০০,০০০টাঃ	৩০,৬৫,০০০টাঃ	২৬,৩৪,৬৪১টাঃ
খ) এস.বি.স্কুল	সংখ্যা	—	—	১টি	১০টি	১০টি	৩টি	৫টি
	টাকার পরিমাণ			২৬,৭২,৭০০০টাঃ	২৯,৫০,০০০টাঃ	৪৮,০০,০০০টাঃ	১৩.২৬,০০০টাঃ	১০,০০,০০০টাঃ
১০। বিশালগড়	সংখ্যা	১০টি	১৫টি	—	৩টি	—	১টি	১১টি
ক) জে, বি. স্কুল	টাকার পরিমাণ	১১০৩,৯২২টাঃ	২৩,৯২,০০০টাঃ		১২,০০,০০০টাঃ		১,৭৬,০০০টাঃ	৩১.১৫,০০০টাঃ
খ) এস, বি, স্কুল	সংখ্যা	—	—	—	১০টি	—	২টি	—
	টাকার পরিমাণ				৫২,০০,০০০টাঃ		৮.০০,০০০টাঃ	
১১। সোনামুড়া	সংখ্যা	৫টি	৬টি	২টি	১২টি	৫টি	৭টি	—
ক) জে.বি, স্কুল	টাকার পরিমাণ	৬,৩৫,০০০টাঃ	৯,৭২,৭১০টাঃ	৩,০২,০০০টাঃ	৪২,৩৬,০০৬টাঃ	১৫,৬৩,৮৬৭টাঃ	১২,৮০,০০০টাঃ	
খ) এস, বি, স্কুল	সংখ্যা	—	১টি	—	৪টি	৩টি	১টি	—
	টাকার পরিমাণ		২,০০,০০০টাঃ		১৮,৩০,২৪৫টাঃ	১২,৪৮,১৩৩টাঃ	৪,০০,০০০টা	

ক্রমিক নং মহকুমার নাম		১৯৯৩-৯৪ইং	১৯৯৪-৯৫ইং	১৯৯৫-৯৬ইং	১৯৯৬-৯৭ইং	১৯৯৭-৯৮ইং	১৯৯৮-৯৯ইং	১৯৯৯-২০০০ইং
১২। উদয়পুর	সংখ্যা	৬টি	১২টি	৩টি	৭টি	—	২টি	৩টি
ক) জে.বি. স্কুল	টাকার পরিমাণ	৭,৬২,০০০টাঃ	১৮,১২,২২৬টাঃ	৪,০৯,৫৫৫টাঃ	১০,২২,০০০টাঃ	—	২,৯২,০০০টাঃ	১২,১৭,০০০টাঃ
খ) এস.বি. স্কুল	সংখ্যা	১টি	১টি	—	৪টি	১টি	—	২টি
	টাকার পরিমাণ	১,২৭,০০০টাঃ	১,৬৬,০০০টাঃ	—	১৬,০০,০০০টাঃ	২,২৬,০০০টাঃ	—	৮,০০,০০০টাঃ
১৩। অমরপুর	সংখ্যা	—	৩টি	৫টি	৩টি	৮টি	৬টি	৬টি
ক) জে.বি. স্কুল	টাকার পরিমাণ	—	৩,৮১,০০০টাঃ	৭,৩০,০০০টাঃ	৪,৩৮,০০০টাঃ	১২,২৮,০০০টাঃ	২,৬৬,০০০টা	১৩,৮১,০০০টাঃ
খ) এস.বি স্কুল	সংখ্যা	—	—	—	—	১টি	—	১টি
	টাকার পরিমাণ					৪,০০,০০০		৪,০০,০০০টা
১৪। বিলোনীয়া—								
ক) জে.বি. স্কুল	সংখ্যা	৯টি	৯টি	১৩টি	২১টি	—	২১টি	১১টি
	টাকার পরিমাণ	১২,৭৮,০০০	১২,৭৮,০০০	২১,৭৯,০০০	৪১,০০,০০০		৭৯,০৮,০০০	১৪,৯৮,০০০
খ) এস. বি স্কুল	সংখ্যা	—	—	—	—	১টি	১টি	১টি
	টাকার পরিমাণ					৪,০০,০০৯	৪,০০,০০৯	৪,৩০,০০০
১৫। সাব্রুম—								
ক) জে. বি. স্কুল	সংখ্যা	৭টি	২০টি	২টি	১টি	—	১২টি	৭টি
	টাকার পরিমাণ	১১,৫২,৭৭৭	৩,৯১,০২৪	৩,৮১,০২৪	১,৬৬,২০৪		২১,১২,০০০	১৬,১৭,০০০ টাঃ
খ) এস. বি. স্কুল	সংখ্যা	—	—	—	—	১টি	—	১টি
	টাকার পরিমাণ					৪,০০,০০		৪,০০,০০

Admitted Un-Starred Question No :—25

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister -in-Charge of the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৯৩-৯৪ইং অর্থবর্ষ থেকে ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থবর্ষ পর্যন্ত মোট কতটি মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। তার বৎসর ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব;

২। উপরোক্ত কাজে কত টাকা ব্যয় হয়েছে? (বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে ১৯৯৩-৯৪ইং অর্থবর্ষ থেকে ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থবর্ষ পর্য্যন্ত ১৪৭টি মাধ্যমিক ও ৫০টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।

২। উপরোক্ত কাজে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৬৮ টাকা ব্যয় হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ব্যয়িত টাকার হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেয়া গেল।

ক্রমিক নং মহকুমার নাম		১৯৯৩-৯৪ইং	১৯৯৪-৯৫ইং	১৯৯৫-৯৬ইং	১৯৯৬-৯৭ইং	১৯৯৭-৯৮ইং	১৯৯৮-৯৯ইং	১৯৯৯-২০০০ইং	মোট
১। কৈলাশহর		—	—	৪টি	১টি	৩টি	—	—	৮টি
ক) উচ্চ বিদ্যালয়		—	—	৭৯,৩৮,৮০০	৪০,০,০০০	১২,০০,০০০	—	—	১৫,৬৮৮,০০
খ) উঃ মাঃ ,,		—	—	—	—	—	—	—	—
২। ধর্মনগর	সংখ্যা	৩টি	—	২টি	২টি	২টি	—	—	৯টি
ক) উচ্চ বিদ্যালয়	টাঃ পরিমাণ	৫৯,৫৪,১০০	—	৩৯,৬৯,৪০০	৮,০০,০০০	৮,০০,০০০	—	—	১,১৫,২৩,৫০০
খ) উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	২টি	—	—	—	১টি	১টি	—	৪টি
	টাঃ পরিমাণ	৪২,৫৬,০০০				৪,০০,০০০	৪,০০,০০০		৫০,৫৬,০০০
৩। কাঞ্চনপুর	সংখ্যা	—	২টি	—	২টি	১টি	—	—	৫টি
ক) উচ্চ বিদ্যালয়	টাঃ পরিমাণ		৩৯,৬৯,৪০০		৮,০০,০০০	৪,০০,০০০	—	—	৫১,৫৯,৪০০
খ) উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	—	১টি	—	—	১টি	—	—	২টি
	টাঃ পরিমাণ		১৯,৮৪,৭০০			৪,০০,০০০			২৩,৮৪,৭০০
৪। লংতরাইভ্যালী	সংখ্যা					২টি			২টি
ক) উচ্চ বিদ্যালয়	টাঃ পরিমাণ	—	—	—	—	৮,০০,০০০	—	—	৮,০০,০০০
খ) উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	—	—	—	—	—	—	—	—
৫। গণ্ডাছড়া	টাঃ পরিমাণ					২টি	২টি	—	৩টি
ক) উচ্চ বিদ্যালয়	সংখ্যা	—	—	—	—	৮,০০,০০০	৪,০০,০০০	—	১২,০০,০০০
খ) উঃ মাঃ ,,	টাঃ পরিমাণ					১টি			১টি
	সংখ্যা	—	—	—	—	৪,০০,০০০	—	—	৪,০০,০০০
	টাকার পরিমাণ								

১		৪	৫	৬	৭		৮	৯	১০
৬। আমবাসা	টাঃ পরিমাণ					১টি			১টি
ক) উচ্চ বিদ্যালয়	সংখ্যা	—	—	—	—	৪,০০,০০০	—	—	৪,০০,০০০
খ) উঃ মাঃ ,,	টাঃ পরিমাণ	—	—	—	—	—	—	—	—
৭) কমলপুর	সংখ্যা					২টি	—	—	২টি
ক) উচ্চ বিদ্যাল	টাঃ পরিমাণ	—	—	—	—	৮,০০,০০০	—	—	৮,০০,০০০
খ) উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা					১টি			১টি
	টাঃ পরিমাণ	—	—	—	—	৪,০০,০০০	—	—	৪,০০,০০০
৮। খোয়াই	সংখ্যা	১টি	—	৩টি	৩টি	২টি	১টি	—	১০টি
ক) উচ্চ বিদ্যালয়	টাঃ পরিমাণ	১,৩৬,৮৩৫	—	৪৬,৩৯,০০০	২৩,০৭,৪০০০	৮,০০,০০০	১০,৮০,০০০	—	৮৯,৬৩,৩৩৫
খ) উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	—	—	—	৩টি	—	১টি	—	৪টি
	টাঃ পরিমাণ				৪২,৩০,০০০	—	৪,০০,০০০	—	৪৬,৩০,০০০
৯। সদর	সংখ্যা	৩টি	৩টি	১টি	১৫টি	২টি	—	—	২৪টি
ক) উচ্চ বিদ্যালয়	টাঃ পরিমাণ	২৭,৪০,২৯৮	৪,৫০,০০০	১৬,২৯,০০০	১,০৮,০০,০০০	৭,০০,০০০	—	—	১,৬৩,৮০,৯
খ) উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	৩টি	৩টি	১টি	—	৩টি	—	৫টি	১৫টি
	টাঃ পরিমাণ	৪১,২২,১০০	৪১,২৮,৩৩৭	১৭,৮০,০০০	—	৪০,৫০,০০০	—	২১,০০,০০০	১,৬১,৮,৪০৪
১০। বিশালগড়	সংখ্যা	২টি	২টি	৩টি	১০টি	৪টি	২টি	—	২৩টি
ক) উচ্চ বিদ্যালয়	টাঃ পরিমাণ	৪,০৮,৭৩৫	২,৫০,০০০	৪৩,৩৭,০০০	৯৫,০০,০০০	২৮,৪১,১০০	১০,০২,৬০০	—	১,৮২,৩৯
খ) উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	—	—	—	৪টি		৪টি	২টি	১০টি
	টাঃ পরিমাণ				৩১,৪৮,৮০০	—	১৩,০৮,৪০০	৮,০০,০০০	৬২,৫৭,০০০
১১। সোনামুড়া	সংখ্যা	—	—	—	১০টি	৭টি	৫টি	[illegible]টি	২৩টি
ক) উচ্চ বিদ্যালয়	টাঃ পরিমাণ				৪৪,৪২,৪৫০	২৫,৪৩,৪৬৩	৭৪,৪৮,০০০	৪,০০,০০০	১,৪৮,৩

১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮	৯	১০
খ)	উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	—	—	—	১টি	১টি	—	—	২টি
		টাঃ পরিমাণ				৩,২০,০০০	৪,০০,০০০	—	—	৭,২০,০০০
১২।	উদয়পুর	সংখ্যা	—	১টি	—	৩টি	—	—	—	৪টি
ক)	উচ্চ বিদ্যালয়	টাঃ পরিমাণ	—	২,০০,০০০	—	৯,৬০,০০০	—	—	—	১১,৬০,০০০
খ)	উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	—	—	১টি	—	৪টি	১টি	—	৬টি
		টাঃ পরিমাণ			১,৫০,০০০	—	১৬,০০,০০০	১৭,৪৭,০০০	—	৩৪,৯৭,০০০
১৩।	অমরপুর	সংখ্যা	—	—	১টি	—	১টি	—	—	২টি
ক)	উচ্চ বিদ্যালয়	টাঃ পরিমাণ	—	—	১,৫০,০০০	—	৪,০০,০০০	—	—	৫,৫০,০০০
খ)	উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	—	—	—	—	—	—	—	—
১৪।	বিলোনীয়া	সংখ্যা	১টি	১টি	১টি	৩টি	১৩টি		২টি	১২টি
ক)	উচ্চ বিদ্যালয়	টাঃ পরিমাণ	১,৬০,০০০	৩,৮০,০০০	২,৫০,০০০	৬১০,০০০	১,৩২,২২০০০	—	৮,০০,০০০	১,৪৫,২৭,০০০
খ)	উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	=	১টি	১টি	১টি	—	—	—	৩টি
		টাঃ পরিমাণ	—	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	—	—	—	৬,৫০,০০০
১৫।	সাব্রুম	সংখ্যা	—	—	—	২টি	৭টি	—	—	৯টি
ক)	উচ্চ বিদ্যালয়	টাঃ পরিমাণ	—	—	—	৬,০০,০০০	৯৪,৮৫,০০০	—	—	১,০০,৮৫,০০০
খ)	উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	—	—	—	—	২টি	—	—	২টি
		টাঃ পরিমাণ	—	—	—	—	৫,০০,০০০	—	—	৫,০০,০০০
মোট—		সংখ্যা	১২টি	১২টি	১৮টি	৬০টি	৬৩টি	১৬টি	১০টি	১৯৭টি
		টাঃ পরিমাণ	১৭৭,৭৮,৭১৮	১,১৫,১২,৪০৭	২,৫০,৬৩,২০০	৩,৯১,৬৮,৬৫০	৪,২৬,৫১,৫৬৩	১,৪৭,৮৬,১০০০	৪১,০০,০০০	১৫,৫০,৫০,৬৬৮
ক)	উচ্চ বিদ্যালয়	সংখ্যা	১০টি	১০টি	১২টি	৫১টি	৪৯টি	৯টি	৩টি	১৪৭টি
		টাঃ পরিমাণ	৯৪,০০,৬১৮	৫২,৪৯.৪০০	২.২৯,৮৩.২০	৩,১১,১৯,৮৫০	৩,৪৪,৯১৪৬৩	৯৯,৩০,৭০০০	১২,০০,০০০	১১,৪,৪৩,৭৫,৩৩১
খ)	উঃ মাঃ ,,	সংখ্যা	৫টি	৫টি	৩টি	৯টি	১৪টি	৭টি	৭টি	টি৫০
		টাঃ পরিমাণ	৮৩,৭৮,১০০	৬২,৬৩,০৩৭	২০,৮০,০০০	৮৩,৪৮,৮০০	৮১,৫০,০০০	৪৮,৫৫,৪০০	২৯,০০,০০০	৪,০৬,৭৫,৩০৭

Admitted Un- Starred Question No. —28

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department to pleased to state : —

প্রশ্ন

১। ২০০০-২০০১ইং অর্থবর্ষে মোট কতটি Jr. Basic, Sr. Basic, High এবং Higher Secondary School এর পাকা বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

উত্তর

১। ২০০০-২০০১ইং অর্থবর্ষে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে ২০৮টি Jr. Basic, ২৫টি Sr. Basic, ১টি High ও ১টি Higher Secondary School-এর পাকা বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No.—29.

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থবর্ষে নতুন কতটি জে, বি, স্কুল খোলা হয়েছে।

২। ২০০০-২০০১ইং অর্থবর্ষে কতটি নতুন জে, বি, স্কুল, এস, বি, স্কুল ও হাইস্কুলকে পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত করা হবে।

উত্তর

১। ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থবর্ষে মোট ৩৭ (সাঁইত্রিশ) টি নতুন জে, বি. স্কুল (এ, ডি, সি, সহ) খোলার আদেশ দেওয়া হয়েছে ।

২। ২০০০-২০০১ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ৪০ (চল্লিশ) টি (এ, ডি, সি সহ) নতুন জে, বি, স্কুল খোলার পরিকল্পনা আছে।

৩। ২০০০-২০০১ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে ২৫ (পঁচিশ) টি জে, বি, স্কুলকে এস, বি, স্কুলে,২০ (কুড়ি) টি এস. বি, স্কুলকে হাইস্কুলে এবং ১০টি হাইস্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করণের পরিকল্পনা আছে।

Admitted Un-Starred Question No.—39.

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Sch. Castes O. B. Cs & Minorities Welfare Department. be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে এস, সি ও ও, বি, সি কর্পোরেশন থেকে ১৯৯৩-১৯৯৪ ইং হইতে, ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থবর্ষ পর্যন্ত উক্ত সম্প্রদায়ের কতজনকে মোট কতটাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে (বৎসর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ক) রাজ্যে ও, বি, সি কর্পোরেশন থেকে ১৯৯৩-১৯৯৪ ইং সন হইতে ১৯৯৫-৯৬ ইং সন পর্যান্ত কোন ঋন দেওয়া হয়নি। তবে ১৯৯৬-৯৭ ইং সন থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থবর্ষ অব্দি যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে ইহার বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

সন	মহকুমার নাম	ঋণ প্রাপকের সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ
১৯৯৬-১৯৯৭ ইং	১। সদর	১৩৫ জন	৩৫,২৭,৬৫৮ টাকা
	২। বিশালগড়	৬৩ জন	১২,৭০,২৫৫ টাকা
	৩। উদয়পুর	১০ জন	৩,৭৪,৫০২ টাকা
	৪। খোয়াই	—	—
	৫। ধর্মনগর	৮ জন	৩,৩২,২৬৭ টাকা
	৬। কৈলাশহর	৩ জন	১,৫৯ ৮২৫ টাকা
	৭। সোনামুড়া	১ জন	২৮৫০০ টাকা
	৮। গণ্ডাছড়া	—	—
	৯। অমরপুর	—	—
	১০। কমলপুর	১ জন	৪৯,৯০০ টাকা
	১১। বিলোনীয়া	—	—
	১২। সাব্রুম	—	—
	১৩। লংতরাইভ্যালী	—	—
	১৪। কাঞ্চনপুর	—	—
	মোট	২২৩ জন	৫৭,৪২,৮৯৭ টাকা
১৯৯৭-১৯৯৮ ইং	১। সদর	১৫০ জন	৪৮,৭৭,৩০৫ টাকা
	২। বিশালগড়	৫৫ জন	১৬,০৮,৪,৫০ টাকা
	৩। উদয়পুর	৭৪ জন	৯৫১৫১০ টাকা
	৪। খোয়াই	২৫ জন	৮৩১১৫০ টাকা
	৫। ধর্মনগর	১২ জন	৪৫০১২০ টাকা
	৬। কৈলাশহর	১৮ জন	৮,১৪,৩৪০ টাকা
	৭। সোনামুড়া	১৩ জন	৩৪৮১৭৫ টাকা
	৮। গণ্ডাছড়া	—	—
	৯। অমরপুর	২০ জন	৫৫৯৯০০ টাকা
	১০। কমলপুর	৭ জন	৩,৩২৫০০ টাকা
	১১। বিলোনীয়া	২১ জন	৯৪৩২২৫ টাকা
	১২। সাব্রুম	৫ জন	২২৯৪০০ টাকা
	১৩। লংতরাইভ্যালী	৩ জন	১১৪০০০ টাকা
	১৪। কাঞ্চনপুর	৮ জন	৩৫২১৬৫ টাকা
	মোট	৩৬১ জন	১,২৪,২২,২৪০ টাকা

১	২	৩	৪
১৯৯৮-৯৯ইং	১। সদর	২৬৪ জন	৭৬৬৬৩০৫ টাকা
	২। বিশালগড়	৯২ জন	২৪৯০৩৪৫ টাকা
	৩। উদয়পুর	১৫ জন	৬৮০৬৭৫ টাকা
	৪। খোয়াই	৫১ জন	১৪৭৫৯৫৫ টাকা
	৫। ধর্মনগর	২৫ জন	৯০৯৮৫০ টাকা
	৬। কৈলাশহর	১৪ জন	৫৮৩৯৬৫ টাকা
	৭। সোনামুড়া	৩১ জন	৭৫৮৫৭৫ টাকা
	৮। গণ্ডাছড়া	—	—
	৯। অমরপুর	১৩ জন	৩১৫৭৮০ টাকা
	১০। কমলপুর	২৮ জন	১১৫৮৭৭৫ টাকা
	১৩। বিলোনীয়া	১১ জন	৩৪৬৭৫০ টাকা
	১৪। সাব্রুম	১২ জন	৩৫০১১৫ টাকা
	১৫। লংতরাইভ্যালী	৬ জন	১৮৩৩৫০ টাকা
	১৪। কাঞ্চনপুর	১ জন	২৩৭৫০ টাকা
	মোট	৫৭৭ জন	১৬৯৪৬৬৭০ টাকা
১৯৯৯-২০০০ইং	১। সদর	৭৫ জন	১৬০১৭৬৫ টাকা
	২। বিশালগড়	১৭ জন	৬৩৮৪০১ টাকা
	৩। উদয়পুর	৩ জন	১১৪৪৭৫ টাকা
	৪। খোয়াই	৫ জন	৭৩৪৭০ টাকা
	৫। ধর্মনগর	১৩ জন	৫১০২৫০ টাকা
	৬। কৈলাশহর	১৭ জন	৫৫২২০০ টাকা
	৭। সোনামুড়া	১৮ জন	৬৬০২০১ টাকা
	৮। গণ্ডাছড়া	৩ জন	১১৪২০০ টাকা
	৯। অমরপুর	৩ জন	১৭৬২২৭ টাকা
	১০। কমলপুর	২০ জন	৯৫৭৩৯৫ টাকা
	১১। বিলোনীয়া	৪৭ জন	১৮০৯২ টাকা
	১২। সাব্রুম	৩৪ জন	১১০৪৬০০ টাকা
	১৩। লংতরাইভ্যালী	—	—
	১৪। কাঞ্চনপুর	—	—
	মোট	২০৩ জন	৮৬৩২৮৬২ টাকা
	সর্বমোট	১৩৭৫ জন	৪,৬৪৪৪,৬৬৯ টাকা

১। (খ) রাজ্যে এস. সি, কর্পোরেশন থেকে ১৯৯৩-৯৪ইং হইতে ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থবর্ষ পর্যন্ত উক্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে ইহার বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

সন	মহকুমা	ঋণ প্রাপকের সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ
১৯৯৩-৯৪ইং	১। সদর	২	৬২৩৪০ টাকা
	২। বিশালগড়	৪	১২৬১৬০ টাকা
	৩। উদয়পুর	১	৩০৮০০ টাকা
	৪। খোয়াই	৩	৩১১১১৫৬ টাকা
	৫। ধর্মনগর	—	— —
	৬। কৈলাশহর	৯	১৪০৪৭৮ টাকা
	৭। সোনামুড়া	—	— —
	৮। গণ্ডাছড়া	—	— —
	৯। অমরপুর	—	— —
	১০। কমলপুর	—	— —
	১১। বিলোনীয়া	—	— ...
	১২। সাব্রুম	—	
	১৩। লংতরাইভ্যালী	১	৩০৮০০ টাকা
	১৪। কাঞ্চনপুর	১	৩০৮০০ টাকা
১৯৯৪-৯৫ ইং	১। সদর	১৩ জন	১৭৩৮১৮৩ টাকা
	২। বিশালগড়	২০ জন	১১২১৪৯৭ টাকা
	৩। উদয়পুর	৩ জন	১৭৩৬৭৪ টাকা
	৪। খোয়াই	৫ জন	৯৩১০৪৮ টাকা
	৫। ধর্মনগর	৯ জন	৩০৮০০ টাকা
	৬। কৈলাশহর	৮ জন	৪৯৫৯০০ টাকা
	৭। সোনামুড়া	৭ জন	১২০১২২৮ টাকা
	৮। গণ্ডাছড়া	×	×
	৯। অমরপুর	২ জন	৭৩৫৬০ টাকা
	১০। কমলপুর	৫ জন	৩৫৫২১৫ টাকা
	১১। বিলোনীয়া	২ জন	১৭১০৬০ টাকা
	১২। সাব্রুম	১ জন	২০৬৪৬৪ টাকা
	১৩। লংতরাইভ্যালী	১ জন	১২৩৯৩৪ টাকা
	১৪। কাঞ্চনপুর	×	×

	২	৩	৪
১৯৯৫-৯৬ ইং	১। সদর	১১ জন	১১৬৭০০৯ টাকা
	২। বিশালগড়	৮ জন	১৪৭৮৪৫৮ টাকা
	৩। উদয়পুর	×	×
	৪। খোয়াই	৩ জন	২০২০৭৬ টাকা
	৫। ধর্মনগর	×	×
	৬। কৈলাশহর	৩ জন	১০৪৮০০ টাকা
	৭। সোনামুড়া	২ জন	১১২৫৭০ টাকা
	৮। গণ্ডাছড়া	×	×
	৯। অমরপুর	×	×
	১০। কমলপুর	×	×
	১১। বিলোনীয়া	১ জন	৩৭৩৭৬৩ টাকা
	১২। সাক্রম	×	×
	১৩। লংতরাইভ্যালী	×	×
	১৪। কাঞ্চনপুর	×	×
১৯৯৬-৯৭ইং	১। সদর	৪২ জন	৫৩৯২০৪৩ টাকা
	২। বিশালগড়	৩৭ জন	৪৩৩৫৪৪৯ টাকা
	৩। উদয়পুর	২১ জন	২৩২৪৪৪৫ টাকা
	৪। খোয়াই	৩৬ জন	৩৯৪৩১৫৩ টাকা
	৫। ধর্মনগর	৮ জন	১৩৭৪৫৯৩ টাকা
	৬। কৈলাশহর	১৫ জন	১২৯৫১১৬ টাকা
	৭। সোনামুড়া	১৬ জন	২৪৮৫০৮৭ টাকা
	৮। গণ্ডাছড়া	১ জন	২৭১৪৮২ টাকা
	৯। অমরপুর	১১ জন	১৩১৪৫৪৭ টাকা
	১০। কমলপুর	১৩ জন	১৮৯৩৮২৯ টাকা
	১১। বিলোনীয়া	১৯ জন	৩১৮৩৭৬২ টাকা
	১২। সাব্রুম	৯ জন	১৬৮৩৩৪৯ টাকা
	১৩। লংতরাইভ্যালী	৪ জন	৬৫৯২৫২ টাকা
	১৪। কাঞ্চনপুর	৩ জন	৮৩০৭৫৬ টাকা
১৯৯৭-৯৮ইং	১। সদর	৭০ জন	১৭৩৮১০০ টাকা
	২। বিশালগড়	২৪ জন	৮১০০০০ টাকা

সন	মহকুমা	সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ
	৩। উদয়পুর	৪ জন	৪৬৪৩৫০ টাকা
	৪। খোয়াই	১৮ জন	৬৬৪৪১৬ টাক
	৫। ধর্মনগর	১ জন	২৩৭৫০ টাকা
	৬। কৈলাশহর	৬ জন	২৯৩১৫০ টাকা
	৭। সোনামুড়া	৪ জন	৯৫০০০ টাকা
	৮। গণ্ডাছড়া	×	×
	৯। অমরপুর	১ জন	২৯৬৫০০ টাকা
	১০। কমলপুর	১ জন	৯৫০০০ টাকা
	১১। বিলোনীয়া	১১ জন	৪৯৬০৭০ টাকা
	১২। সাব্রুম	২ জন	৩৫'৪০০ টাকা
	১৩। লংতরাইভ্যালী	×	×
	১৪। কাঞ্চনপুর	×	×
১৯৯৮-৯৯	১। সদর	১৩ জন	৭৪০৩৪৫ টাকা
	২। বিশালগড়	৫ জন	২৬০৯২৫ টাকা
	৩। উদয়পুর	২ জন	১৭৮৮৬০ টাকা
	৪। খোয়াই	৮ জন	৬৩২১০৫ টাকা
	৫। ধর্মনগর	১ জন	৩১৩৫০০ টাকা
	৬ কৈলাশহর	১ জন	৪৯৪৩০ টাকা
	৭। সোনামুড়া	৪ জন	৩৭০৯১০ টাকা
	৮। গণ্ডাছড়া	×	×
	৯। অমরপুর	×	×
	১০। কমলপুর	×	×
	১১। বিলোনীয়া	৪ জন	২৩৮৮৬০ টাকা
	১২। সাব্রুম	×	×
	১৩। লংতরাইভ্যালী	×	×
	১৪। কাঞ্চনপুর	×	×
১৯৯৯-২০০০ইং	১। সদর	৭ জন	১৭৫৫৪৩০ টাকা
	২। বিশালগড়	৮ জন	২৪২৬১২৮ টাকা
	৩। উদয়পুর	× জন	×
	৪। খোয়াই	৬ জন	১৮৬৭৫৯৬ টাকা

৫।	ধর্মনগর	১ জন	৩০৩২৬৬ টাকা
৬।	কৈলাশহর	১ জন	৩০৩২৬৬ টাকা
৭।	সোনামুড়া	৪ জন	৯৫১১২৮ টাকা
৮।	গণ্ডাছড়া	×	×
৯।	অমরপুর	১ জন	৩০৩২৬৬ টাকা
১০।	কমলপুর	×	×
১১।	বিলোনীয়া	১ জন	৬০৬২৩১ টাকা
১২।	সাব্রুম	২ জন	৩৫১২৬৬ টাকা
১৩।	লংতরাইভ্যালী	১ জন	৩০৩২৬৬ টাকা
১৪।	কাঞ্চনপুর	১ জন	৩০৩২৬৬ টাকা

Admitted Un- Starred Question No. 43

Name of the Member :— Shri Joygobinda Deb Roy

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১ রাজ্যে কতগুলি বেসরকারী হাইস্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল রয়েছে. (বিভাগ ভিত্তিক নামসহ)

২। উক্ত স্কুলগুলিতে কত শূন্যপদ আছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। খালি পদগুলি পূরণের জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। সরকার অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারীভাবে পরিচালিত হাইস্কুল = ৭ (সাত) টি এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ২৫ (পঁচিশ) টি নিয়ে মহকুমার ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল

সদর (হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল)

১। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন।

২। রামঠাকুর পাঠশালা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (বালক বিভাগ)

৩। রামঠাকুর পাঠশালা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (বালিকা বিভাগ)

৪। এম. জি. এম. দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।

৫। শশিচরন দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়।

৬। এস. ডি. বিদ্যানিকেতন।

৭। প্রগতি দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যাভবন।

৮। হিন্দি দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়।
৯। প্রাচ্যভারতী দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়।
১০। রানীর বাজার দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যামন্দির।

(হাইস্কুল)

১। রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দির।
২। মহিমারনগর পুরাতাই স্কুল।
৩। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির।
৪। যতীন্দ্র কুমার হাই স্কুল।

বিশালগড় মহকুমার

১। বড়দোয়ালী দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়।
২। শঙ্করাচার্য্য দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যাভবন।
৩। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়।
৪। বিশালগড় দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়।
৫। কড়ইমুড়া দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়।
৬। ঈশানচন্দ্রনগর পরগনা দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়।

খোয়াই মহকুমার

১। শ্রীনাথ দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যানিকেতন।
২। বিবেকানন্দ দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়।

হাইস্কুল

১। সারদাময়ী বিদ্যাপীঠ।

উদয়পুর মহকুমার

১। রমেশ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

(হাইস্কুল)

১। কাইজ জুয়েলস হাইস্কুল।

বিলোনীয়া

১। জোলাইবাড়ী দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়
২। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ (দ্বাদশশ্রেণী)

ধর্মনগর

১। ভি. এম. বিদ্যামন্দির (দ্বাদশশ্রেণী)

কমলপুর

১। হরচন্দ্র দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়

কৈলাশহর

১। রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (দ্বাদশশ্রেণী)

২। ফটিকরায় দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়।

হাই স্কুল

১। দার্বচৈ খ্রীষ্টিয়ান হাইস্কুল

উত্তর

২। উক্ত স্কুলগুলিতে ১৫৮ টি শূণ্যপদ রয়েছে।

সদর	শূণ্যপদ
১। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন	১৪ টি
২। রামঠাকুর পাঠশালা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (বালক বিভাগ)	২ টি
৩। রামঠাকুর পাঠশালা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (বালিকা বিভাগ)	২ টি
৪। এম. জি. এম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	১১ টি
৫। এস. ডি. বিদ্যানিকেতন	২ টি
৬। প্রগতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যাভবন	৬ টি
৭। হিন্দী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	৪ টি
৮। প্রাচ্যভারতী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	১ টি
৯। সখিচরণ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যানিকেতন	২ টি
১০। রাণীর বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যামন্দির	১১ টি
১১। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির	২ টি
১২। যতীন্দ্র কুমার হাইস্কুল	৯ টি
বিশালগড়	
১। বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	২০ টি
২। বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	৪ টি
৩। কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	৯ টি
৪। ঈশানচন্দ্রনগর পরগণা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	৪টি
খোয়াই মহকুমায়	
১। শ্রীনাথ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যানিকেতন	১১ টি
২। বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	৭টি
উদয়পুর মহকুমায়	
১। রমেশ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	৯ টি
২। কাইন্ড জুয়েলস্ হাইস্কুল	২ টি

বিলোনীয়া মহকুমায়	শূণ্যপদ
১। জোলাইবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	৭ টি
২। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ (দ্বাদশ শ্রেণী)	৪ টি
ধর্মনগর মহকুমায়	**শূণ্যপদ**
১। ডি. এম. বিদ্যামন্দির (দ্বাদশ শ্রেণী)	১০ টি
কমলপুর মহকুমায়	**শূণ্যপদ**
১। হরচন্দ্র দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়	১ টি
কৈলাশহর	**শূণ্যপদ**
১। রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৭ টি
২। ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	৪ টি

৩। ১৫ টি শূণ্যপদ পূরণের জন্য ইন্টারভিউর কাজ শেষ হয়েছে। ২১ টি পদ পূরণের জন্য আবেদন পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সম্প্রতি ৪৮ টি পদ পূরণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি (১৯৯৯-২০০০ সালে) অধিক সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারী অবসর গ্রহণের ফলে এই শূণ্যতা দেখা দেয়। সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ শূণ্যপদগুলি পূরণের জন্য শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন চাইলে তা আমরা বিচার বিবেচনা করে অনুমোদন দেব।

Admitted Un-Starred Question No, 48

Name of the Member : Shri Samir Deb Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department to plessed to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, খোয়াই সরকারী-দ্বাদশ শ্রেণী (বালক) বিদ্যালয়ের বাড়ীটি সংস্কারের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্ত দপ্তরকে অনুরোধ জানাইয়াছেন ;

২। ইহা ও কি সত্য যে, বিদ্যালয়টির শৌচাগারটি দীর্ঘদিন যাবত সংস্কারের অভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না ও পরিবেশ দূষিত করছে ;

৩। সত্য হলে পূর্তদপ্তর উহার সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় এ্যাষ্টিমেট তৈরী করেছেন কিনা, এবং কবে নাগাদ সংস্কার করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। পূর্তদপ্তর ১৯৯৮ ইং সনের জানুয়ারী মাসে খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী (বালক) বিদ্যালয়ের বিশেষ মেরামতির জন্য ১০ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার একটি এষ্টিমেট তৈরী করেছেন। অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হলে বিদ্যালয়টির গৃহসংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Un-Starred Question No —55.

Name of the Member — Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার শান্তিনগর ভূমিহীন কলোনী জে. বি. স্কুলটিতে বর্তমানে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা কত ;

২। উপরোক্ত স্কুলটির কোন গৃহ বর্তমানে আছে কিনা ; এবং

৩। স্কুলটিতে বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমার শান্তিরবাজার ভূমিহীন কলোনী জে. বি. স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে ৫৩ (তিপ্পান্ন) জন।

২। হ্যাঁ।

৩। স্কুলটিতে বর্তমানে শিক্ষক ৭ (সাত) জন।

Admitted Un-Starred Question No 56

Name of the memebr Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে এ, ডি, সি, এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারনকালে এ. ডি, সি পরিচালিত কতটি জে, বি স্কুল এ. ডি, সি এলাকার বাইরে চলে যায়। (নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব);

২। উপরোক্ত সময় কালে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর পরিচালিত কতটি জে, বি, স্কুল এ, ডি, সি, এলাকাভুক্ত হয় (নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব);

৩। উভয় ক্ষেত্রে পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে কি না ; এবং

৪। খোয়াই মহকুমার সমতল পদ্মবিল গ্রামের সুকান্ত পল্লী জে, বি, স্কুলটির পরিচালনার দায়িত্ব এখনও এ, ডি, সি. কর্তৃপক্ষ-এর কাছে কি না ?

উত্তর

১। রাজ্যে এ, ডি, সি এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণকালে এ, ডি, সি পরিচালিত ৩৬ (ছত্রিশ) জে, বি,/প্রাথমিক স্কুল এ, ডি, সি, এলাকার বাইরে চলে গেছে (মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল)।

২। উপরোক্ত সময় কালে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর পরিচালিত ১৩৫ (এক শত পয়ত্রিশ) টি জে, বি,/প্রাথমিক স্কুল এ, ডি, সি, এলাকা ভুক্ত হয় (মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল)।

৩। না।

৪। হ্যাঁ।

এ- ডি. সি পরিচালিত যে সকল জে. বি স্কুল এ ডি সি এলাকার বাইরে চলে যাবে
(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

পশ্চিম ত্রিপুরা (ক) সদর মহকুমা

১। রতন নগর জে বি স্কুল
২। সাউথ মহেশপুর ,, ,,
৩। চকবস্তা ,, ,,
৪। খামার বাড়ী ,, ,,
৫। পদ্মমোহন পাড়া ,, ,,
৬। পূর্ব কলোনী ,, ,,
৭। বৈরাগী মারা ,, ,,
৮। মেগলী বন ,, ,,
৯। কান্তলামারা ,, ,,
১০। পাট্টা বিল ,, ,,
১১। মতাই ,, ,,
১২। পুটিয়া বিল ,, ,,
১৩। পুরাতন সিমনা ,, ,,
১৪। পুরাতন সিমনা (বি পি) ,, ,,
১৬। সিমনা ছড়া ,, ,,

খ) বিশালগড় মহকুমা

একটিও নয়।

গ) সোনামুড়া মহকুমা

একটিও নয়।

রাজ্য শিক্ষা দপ্তর পরিচালিত যে সকল জে. বি. স্কুল এ, ডি সি এলাকা ভুক্ত হবে
(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

পশ্চিম ত্রিপুরা (ক) সদর মহকুমা

১। জয়নগর জে বি স্কুল
২। নরেন্দ্র সরদার পাড়া ,, ,,
৩। মজলিশপুর ,, ,,
৪। ভগবান কোবরা পাড়া ,, ,,
৫। বাগ বাড়ী (এল) ,, ,,
৬। সিপাই পাড়া ,, ,,
৭। শম্ভু চন্দ্র পাড়া ,, ,,

খ) বিশালগড় মহকুমা

১। মাওরা কিল্লা জে বি স্কুল
১। আমতলী ,, ,,
৩। বংশী বাড়ী ,, ,,
৪। পুরান বাড়ী ,, ,,
৫। নীলপূর্ণ কলই কলোনী ,, ,,
৬। রাম রহিম পাড়া ,, ,,
৭: কুমারিয়া পাড়া ,, ,,

গ) সোনামুড়া মহকুমা

১। মনিরাম চৌঃ পাড়া জে বি স্কুল
২। ঝড়াজলা জে বি স্কুল

৩।	দমদমা	,,	,,
৪।	ঝড়ঝড়িয়া	,,	,,
৫।	ঈশানচন্দ্র চৌঃ পাড়া	,,	,,
৬।	জলধর চৌঃ পাড়া	,,	,,
৭।	কালিথলা	,,	,,
৮।	জগৎ দাস বৈরাগী পাড়া	,,	,,
৯।	পাঁচ নালীয়া	,,	,,
১০।	ভৃগুরাম চৌঃ পাড়া	,,	,,
১১।	তুলাতলি	,,	,,
১২।	ময়নামুড়া	,,	,,

ঘ) খোয়াই মহকুমা

১।	সুকান্তপল্লী	জে বি	স্কুল
২।	কলাবাগান কলোনী	,,	,,
৩।	পুরাতন কাডিয়া ঠাকুর পাড়া	,,	,,

ঘ) খোয়াই মহকুমা

১।	ঈশ্বর চন্দ্র বাড়ী	জে বি	স্কুল
২।	উত্তর রামচন্দ্রঘাট	,,	,,
৩।	শেওড়াতলী	,,	,,
৪।	মিটমাছড়া	,,	,,
৫।	লাঠাবাড়ী	,,	,,
৬।	নগরাই কোবরা	,,	,,
৭।	ওযাণ্ডালং বাড়ী	,,	,,
৮।	ধন চাকমা	,,	,,
৯।	তুই চাক্মা	,,	,,
১০।	বড়লুঙ্গা এল এস কলোনী	,,	,,
১১।	সর্বঙ্গল টিলা	,,	,,
১২।	জয় বাহাদুর রামবাবু পাড়া	,,	,,
১৩।	মহারাণীপুর বাজার	,,	,,
১৪।	উত্তর মহারানীপুর বি. কলোনী	জে বি	
১৫।	মোহর বাড়ী	জে বি	স্কুল
১৬।	খামার বাড়ী	,,	,,
১৭।	বামদেব ঠাকুর পাড়া	জে. বি	,,
১৮।	মাইগাং বাড়ী	জে বি	স্কুল
১৯।	রূপাছড়া		

দক্ষিণ ত্রিপুরা ঃ) উদয়পুর মহকুমা

১। লাউথ বাগমা সমতল পাড়া
এইচ এস (প্রাথমিক বিভাগ)
২। বাগমা প্রাইমারি স্কুল
৩। পশ্চিম কুপিলং জে বি স্কুল
৪। দক্ষিণ রমেন্দ্রনগর ,, ,,
৫। চুং টিং ছড়া ,, ,,

দক্ষিণ ত্রিপুরা ঙ) উদয়পুর মহকুমা

১। ভাতুরিয়া পাথর জে বি স্কুল
২। সোনাইছড়ি ,, ,,
৩। হাতী পচা বটতলী ,, ,,
৪। পত্তিরাম রিয়াং চৌ পাড়া ,, ,,
৫। গাথালং ,, ,,
৬। কালাটিলা প্রাইমারী ,, ,,
৭। গর্জি ভালহাসরাম রিয়াং বাড়ী ,, ,,
৮। বসন খোলা জে বি স্কুল
৯। মগ পুষ্করিণী ,, ,,
১০। ১ নং কড়ইমুড়া ,, ,,
১১। ফোঁটামাটি প্রাইমারী ,, ,,
১২। কোরাইমুড়া জে বি স্কুল ,, ,,
১৩। নাজিলা বাড়ী ,, ,,
১৪। দক্ষিণ বোয়াখাট ,, ,,
১৫। মহারানী কলোনী ,, ,,

দক্ষিণ ত্রিপুরা

চ) অমরপুর মহকুমা

১। গোবিন্দ টিলা জে বি স্কুল
২। পশ্চিম মালবাসা

দক্ষিণ ত্রিপুরা

চ) অমরপুর মহকুমা

১। দেবের বাড়ী জে বি স্কুল
২। গোলাসিং বাড়ী ,, ,,
৩। বিমন্দ ,, ,,
৪। লালগিরি ,, ,,
৫। খত্তিরায় পাড়া ,, ,,
৬। বাবুসাই বাড়ী ,, ,,
৭। কুরমাছড়া কলোনী ,, ,,

ছ) সাব্রুম মহকুমা

১। নং ২ নিউমহু কলোনী ,, ,,
২। নেতাজী ,, ,,
৩। গার্দ্দাং এইচ এস ,, ,,
(প্রাঃ বিভাগ)

ছ) সাব্রুম মহকুমা

১। মারু পাড়া জে বি স্কুল
২। সোনা চন্দ্র পাড়া ,, ,,
৩। কালাচেপা প্রাইমারী ,,
৪। গার্দ্দাং (তৈতুঙ্গা) ,, ,,

৫। মাইয়াছড়ি ,, ,,
৬। অর্জুন প্রসাদ আর পি জে বি স্কুল
৭। শরৎ চন্দ্র আর পি জে বি স্কুল
৮। মানাই গ্রাম ,, ,,
৯। উত্তর জয়পুর ,, ,,

দক্ষিণ ত্রিপুরা

জ) বিলোনীয়া মহকুমা

১। মুড়ালিং পাড়া জে বি স্কুল
২। বিষ্ণুপুর ,, ,,

উত্তর ত্রিপুরা

ঝ) ধর্মনগর মহকুমা

একটিও নয়।

দক্ষিণ ত্রিপুরা

জ) বিলোনীয়া মহকুমা

১। রতনমণি আর পি জে বি স্কুল
২। জয়কুমার রোয়াজা পাড়া ,, ,,
৩। ওয়াংছড়া জে বি স্কুল
৪। উদয়হরি ,, ,,
৫। সোনাতন চৌঃপাড়া ,, ,,
৬। গোবিন্দ ত্রিপুরা পাড়া ,, ,,
৭। বিন্দামা টিলা ,, ,,
৮। সোমাছড়ি ,, ,,
৯। গলাচিপা ,, ,,
১০। বটুয়াবাড়ী ,, ,,
১১। লুধ্যা বাড়ী ,, ,,
১২। পিত্রাই আর পি ,, ,,
১৩। ইষ্ট চরকবাই কারমাল প্রাইঃ
১৪। আক্র, মগ পাড়া জে বি স্কুল
১৫। মলেন্দ্র আর পি ,, ,,
১৬। নংরাম আর পি ,, ,,
১৭। পতিছড়ি স্কুল ও ,, ,,
১৮। মৌসাউ মগ পাড়া ,, ,,

উত্তর ত্রিপুরা

ঝ) ধর্মনগর মহকুমা

১। কাটুয়াছড়া জে বি স্কুল
২। চাঁদপুর মুজিরাম হালাম পাড়া জে বি
৩। বাগিছড়া প্রাইমারী

	৪। বৈতাল জে বি স্কুল
	৫। টং ছড়া ,, ,,
	৬। পদ্মবিল দোগঙ্গা জে বি
	৭। মধ্য থাংনান জে বি স্কুল
	৮। পূর্ব ভলুবাড়ী ,, ,,
	৯। জারুলমুড়া প্রাইমারী
	১০। তিল থৈ হালাম বস্তি ,, ,,
	১১। নোয়াগাঁও ইন্দ্রছড়া চৌঃ ,, ,,
ঞ) কৈলাশহর মহকুমা	ঞ) কৈলাশহর মহকুমা
একটিও নয়।	১। পশ্চিম পঞ্চাননগর জে বি স্কুল
	২। আড়াই দ্রোণ ,, ,,
	৩। মহেন্দ্র চৌপাড়া
	৪ পশ্চিম ধন বিলাস ,, ,,
	৫। ফুলতলী ,, ,,
	৬। দাররচই ,, ,,
	৭। সাধু চন্দ্র হিয়াং পাড়া ,, ,,
	৮। ঝরিছড়া ,, ,,
	৯। গঙ্গারাম সি. পি ,, ,
	১০। বাত্যাছড়া টি এস পি ,, ,,
	১১। বেতছড়া ভারলং পাড়া
ট) কাঞ্চনপুর মহকুমা	ট) কাঞ্চনপুর মহকুমা
একটিও নয়	একটিও নয়
ধলাই জিলা—	ধলাই জিলা
ঠ) গণ্ডাছড়া মহকুমা	ঠ) গণ্ডাছড়া মহকুমা
একটিও নয়	একটিও নয়
ড) লংথরাইভ্যালী মহকুমা	ড) লংথরাইভ্যালী মহকুমা
একটিও নয়।	একটিও নয়

চ) আমবাসা মহকুমা	চ) আমবাসা মহকুমা
১। লালছড়া জে বি স্কুল	১। মালীছড়া বি. এইচ জে কলোনী জে বি
	২। দক্ষিণ মালীছড়া জে বি স্কুল
	৩। মালীছড়া জে বি স্কুল
	৪। মালীছড়া ভূমিহীন জে বি
ণ) কমলপুর মহকুমা	ণ) কমলপুর মহকুমা
১। জামথুং জে বি স্কুল	১। নারায়ণ সি পি জে বি স্কুল
২। নর্থ কচুছড়া ,, ,,	২। শিববাড়ী জে বি
৩। শান্তির বাজার ,, ,,	৩। বিদ্যামোহন সি পি জে বি
৪। কাটালৎমা কলোনী মালাকার পাড়া জে বি	৪। পশ্চিম আভাঙ্গা জে বি
৫। ঘোষ পাড়া জেবি	৫। আভাঙ্গা আর পি. সি.
	৬। আভাঙ্গা ভূমিহীন কলোনী
	৭। জনকরাম চৌ: পাড়া
	৮। নাকাশী চৌ: পাড়া
	৯। ধনচন্দ্র চৌ: পাড়া
	১০। পদ্মকুমার পাড়া ,, ,,
	১১। কুচিয়াছড়া ,, ,,
	১২। কানাই লাল হালাম পাড়া ,, ,,
	১৩। ধবিছড়া কলোনী ,, ,,
	১৪। বিচিত্র চৌ: পাড়া ,, ,,
	১৫। ধুমছড়া জে বি স্কুল

Admitted Un-Starred Question No.—57

Name of the Member— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be please to state :-

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্য্যালয় এলাকায় গণকী ভূমিহীন কলোনী জে, বি, স্কুলটি বর্ত্তমানে চালু আছে কি না ;

২। উপরোক্ত বিদ্যালয়টির কোন গৃহ আছে কি না ;

৩। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষকের সংখ্যা কত ; এবং

৪। বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না ?

উত্তর

১। বিদ্যালয়টি নিকটবর্তী একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চালু আছে

২। বিদ্যালয়টির নিজস্ব কোন গৃহ নেই।

৩। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ৪ (চার) জন শিক্ষক কর্মরত আছে।

৪। হ্যাঁ।

Admitted Un-Starred Question No.—157

Name of the Member :— Shri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs And Tourism Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন নীতি আছে কি ?

২। থাকিলে তাহার বিস্তৃত বিবরণ।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২ (১) রাজ্য সরকারের বর্তমান বিজ্ঞাপন নীতি যা ১-১১-১৯৯৮ইং থেকে চালু করা হয়েছে তার বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলো —

ক) বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু বহুল প্রচারের স্বার্থে রাজ্য সরকার বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন,

খ) রাজ্য থেকে প্রকাশিত ক্ষুদ্র সংবাদপত্র, সাহিত্য পত্রিকা এবং সংখ্যালঘু ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র গুলির উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

২ (২) সরকারী বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়—

ক) প্রচার সংখ্যা, পৃষ্ঠার সংখ্যা, সংবাদপত্রের আকার এবং মুদ্রিত অংশের আয়তন

খ) প্রকাশনার সময়কাল (Periodicity), প্রকাশনার মেয়াদ (Lenght of Publication.), এবং নিয়মিত প্রকাশনা (Rogularity in publication.), (Production Standard)

গ) প্রকাশনার মান, ছাপার ধরন (Mode of Printing.) এবং পাঠকের শ্রেণী,

ঘ) সাংবাদিকতার নিয়মনীতি মানা করার প্রবনতা ইত্যাদি।

৩ (৩) বিজ্ঞাপন পাওয়ার যোগ্যতা :—

ক) আর এন আই কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত হতে হবে,

খ) দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ মাস ধারাবাহিক প্রকাশনা, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ও মাসিক সংবাদপত্রের সাময়িকপত্রে ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ মাস ধারাবাহিক প্রকাশনা, অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে ১ বছর ধারাবাহিক প্রকাশনা।

গ) প্রতিটি সংবাদপত্রের জেলা, মহকুমা ও ব্লক সদরে অনুমোদিত সেলস এজেন্ট থাকতে হবে।

ঘ) দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০০০ কপি, সাপ্তাহিক পত্রিকার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০০০ কপি এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০০ কপি প্রচার সংখ্যা থাকতে হবে।

ছ) দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ৭ দিন প্রকাশিত হতে হবে এবং বছরে কমপক্ষে ৩২৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হতে হবে। সাপ্তাহিকের ক্ষেত্রে বছরে ৪৫টি সংখ্যা, পাক্ষিকের ক্ষেত্রে ২৩টি সংখ্যা, মাসিক এর ক্ষেত্রে ১১টি সংখ্যা, দ্বি-মাসিকের ক্ষেত্রে ৫টি সংখ্যা এবং ত্রৈমাসিকের ক্ষেত্রে ৩টি সংখ্যা বছরে প্রকাশিত হবে।

চ) সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রে মুদ্রিত অংশের কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ পাঠ্য বিষয় হতে হবে।

২ (৪) সংবাদপত্রের শ্রেণী বিন্যাসের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠিত হয়েছে।

১। সচিব, তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর,

২। শ্রম কমিশনার,

৩। দুইজন সাংবাদিক প্রতিনিধি,

৪। অধিকর্তা, তথ্য, সংস্কৃতি, ও পর্যটন দপ্তর,

৫। তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক,

নিম্নলিখিত যোগ্যতা অনুসারে সংবাদপত্রের শ্রেণী বিন্যাস করা হবে:—

এ—ওয়ান শ্রেণী

১। ছয় পৃষ্ঠা সম্বলিত অফসেট মুদ্রিত দৈনিক পত্রিকা হতে হবে।

২। প্রচার সংখ্যা ১০,০০০ এর বেশী এবং মুদ্রিত অংশের আয়তন কমপক্ষে ৪৫ সেঃ মিx৭ কলম হতে হবে।

৩। মোট জেলা, মহকুমা ও ব্লক সদরের যথাক্রমে ১০০% ৭৫% অংশে অনুমোদিত সেলস এজেন্ট থাকতে হবে।

এ—শ্রেণী

১। চার পৃষ্ঠা সম্বলিত দৈনিক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ৮,০০০ এর বেশী হতে হবে এবং মুদ্রিত অংশের আয়তন কমপক্ষে ৪৫ সেঃ মিx৭ কলাম হতে হবে।

২) মোট জেলা, মহকুমা এবং ব্লক সদরের যথাক্রমে ১০০% ৭৫% এবং ৫০% অংশে অনুমোদিত সেলস এজেন্ট থাকতে হবে।

বি—শ্রেণী

১) চার পৃষ্ঠা সম্বলিত দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের কমপক্ষে ৫,০০০ প্রচার সংখ্যা হতে হবে এবং মুদ্রিত অংশের অয়েতন ৩৫ সেঃ মিx৫ কলম হতে হবে।

২) দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সমস্ত জেলা সদরে শতকরা ৫০ ভাগ মহকুমা সদরে এবং শতকরা ২৫ভাগ ব্লক সদরে অনুমোদিত সেলস এজেন্ট থাকতে হবে। সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সমস্ত জেলা সদরে এবং শতকরা ৪০ ভাগ মহকুমা সদরে অনুমোদিত সেলস এজেন্ট থাকতে হবে।

সি—শ্রেণী

১) চার পৃষ্ঠা সম্বলিত দৈনিক ও অন্যান্য সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ২০০০ এবং মুদ্রিত অংশের আয়তন ৩০ সেঃ মি × ৪ কলাম হতে হবে।

২) সমস্ত জেলা সদরে অনুমোদিত সেলস্ এজেন্ট থাকতে হবে।

৩) সংখ্যালঘু সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রচার সংখ্যা ৫০০ হলেই চলবে।

৫) রাজ্য সরকারের প্রদত্ত বিজ্ঞাপন নিম্নলিখিত হারে সংবাদপত্রগুলিকে বিতরন করার সংস্থান আছে।

এ-ওয়ান শ্রেণী ভুক্ত সংবাদপত্র এ শ্রেণীভুক্ত সংবাদপত্রের দেড়গুন বিজ্ঞাপন পাবেন। এ শ্রেণীভুক্ত পত্রিকা পাবে সি শ্রেণীভুক্ত সংবাদপত্রের দ্বিগুন। বি শ্রেণীভুক্ত পত্রিকা সিশ্রেণীভুক্ত পত্রিকার দেড়গুণ বিজ্ঞাপন পাবেন। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি সংশ্লিষ্ট শ্রেণীভুক্ত দৈনিক সংবাদপত্রের উ ভাগ বিজ্ঞাপন পাবেন ।

চ) প্রতিটি শ্রেণীবদ্ধ (Classified Advt.) বিজ্ঞাপন সাধারনভাবে ৭টি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়।

বর্তমানে বিজ্ঞাপন মূল্যমানের হার নীচে দেওয়া হলো—

১). এ—ওয়ান কেটাগরী প্রতি কলম সেঃ মিঃ ৩০ টাকা

২) এ কেটাগরী— ক) অফসেটে ছাপা পত্রিকা প্রতি কলাম সেঃ মিঃ ২৫ টাকা

খ) লেটার প্রেসে ছাপা পত্রিকা প্রতি কলাম সেঃ মিঃ — ২১ টাকা

৩) বি— কেটাগরী—অফসেটে ছাপা পত্রিকা প্রতি কলাম সেঃ মিঃ ১৯ টাকা। লেটার প্রেসে ছাপা প্রতি কলাম সেঃ মিঃ— ১৭ টাকা।

৪) সি—কেটাগরী— প্রতি কলাম সঃ মিঃ ১৫ টাকা হারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

ছ) ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের হারের উপর শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দিয়ে মূল্যমান নির্ধারন করা হয়।

ঝ) বিভিন্ন ম্যাগাজিন, সাময়িকী, স্মরনিকা প্রভৃতির জন্য পৃষ্ঠার সংখ্যা, আয়তন প্রভৃতি অনুসারে বিভিন্ন ক্যাটাগরী নির্দ্ধারন করা আছে। এবং ক্যাটাগরী অনুসারে বিজ্ঞাপনের মূল্যায়নও করা আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A. M. on Monday. the 10 July, 2000.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar Speaker in the Chair, The Chief Minister the Deputy Speaker 16 Ministers and 40 Members.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR.

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, I received a letter on the 10th july, 2000 from the Chief Minister of Tripura that Shri Keshab Majumder, Minister, Health & Family Welfare, Parliamentary Affairs etc. Departments to perform the duty and responsibility for the business relating to the Tripura Legislative Assembly in respect of the Departments hold by Shri GopalChandra Das, Minister, Food and Civil Supplies Department during his absence in the House on the 10th July, 2000 as he Was gone out side State for urgent official busness.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার ডাকিলে সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার বললে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় জবাব প্রদান করবেন, শ্রী সমীরদেব সরকার।

শ্রীসুদীপরায় বর্ম্মণ (আগরতলা) : স্যার, আমার মনে হয় প্রশ্নগুলি না পড়াই ভাল। আমাদের কাছে উত্তরগুলি আছে। এই প্রশ্নগুলি না পড়ে যদি উত্তরগুলি দেয়, তাহলে আমার মনে হয় অনেকগুলি প্রশ্ন কাভার করা যাবে।

মিঃ স্পীকার : দেখা যাক না, কি করা যায়।

শ্রীসুদীপরায় বর্ম্মণ :— স্যার, অনেকগুলি প্রশ্ন কাভার করা যাবে, প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট বাঁচবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার। অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) : — স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অ্যাগজাক্টলি একটা অনুরোধ করব, আমাদের আসলে প্রথম দিনের অধিবেশনে একটা আলোচনা উঠেছিল যে আমরা যেসব নিয়মকানুনগুলির কাজকর্ম করছি। এটা কিছুটা আপ টু ডেট করা দরকার।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— পার্লামেন্টে তো স্যার, পড়ে না শুধু উত্তরটা দেয়।

মিঃ স্পীকার : — না আমাদেরও আস্তে আস্তে পার্লামেন্টে দিকে যাওয়া উচিত। পার্লামেন্টে অনেক জিনিস রিপিট করে, এটা অস্বীকার করা যায় না। মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাঙ্খল। তাহলে এটা আবার পড়তে হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) : স্যার, না না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ : — তাহলে তো ১ মিনিট নষ্ট হয়ে গেছে। যদি পার্লামেন্টে এই রকম উত্তর দেওয়া নেই। কাজেই ভাল জিনিসটা গ্রহণ করতে আপত্তি নেই। তাহলে এখান থেকে রিপ্লাইটা ও আমাদের কাছে রিপ্লেস করে দেওয়া হোক।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— তাহলে আমি প্রশ্নটা পড়ে উত্তর দেই, প্রচলিত প্রথায়।

প্রশ্ন

১। ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে ত্রিপুরা রাজ্যে এ পর্য্যন্ত কোন স্থানে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে কি ;

২। হলে কত কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে ;

৩। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, ২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেবার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

৪। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ মজুরী করেছেন কিনা ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য জরীপের কাজ চলছে। সীমান্ত সড়ক সংস্থা আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জমা দেওয়ার পর অর্থ মঞ্জুরী পাওয়া যাবে এবং এরপর কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

৪। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ মঞ্জুরী দিতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী, এখন জরীপের কাজ চলছে, সাধারনত নিয়ম হল বর্ডার থেকে প্রায় ১.৫০ কিলোমিটারের মধ্যে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া কিন্তু কোন কোন এলাকায় দেখছি, বর্ডার রোড আছে। রোডের পাশে বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে এবং সার্ভের কাজ ও চলছে। আমাদের এখানে এই ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী কত দূরে বেড়া থাকে? সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল সীমানাটা বাইরে রয়ে গেল, কাঁটা তারের বাইরে। সেই জায়গায় চাষবাস করতে অসুবিধা হয়ে যায়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সীমান্ত এলাকা থেকে কত দূরে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হবে তার জন্য একটা স্বীকৃত নীতি দেওয়া হবে। এখানে কাঁটা তারের বেড়া দিলে পরে আমাদের সীমান্তের মাঝখানে জায়গা যদি থাকে এবং বসতি অথবা চাষের জমি থাকে তাহলে এটা কি করে হবে। সার্ভের সময় এটাকে বিবেচনার মধ্যে আনা হয় এটাকে এডজাষ্ট করার একটা চেষ্টা চলছে। এ সম্পর্কে এই মূহুর্তে চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। আমি প্রসঙ্গক্রমে যেটা বলছি এই যে কাজটার সঙ্গে যারা যুক্ত বর্ডার রোড অ্যাণ্ড অরগানাইজেশান তাদের লেখা ডাইরেক্টরদের যে লিষ্টটা এটা পড়ে তিনি আজ থেকে কিছু দিন আগে এই উত্তর পুর্বাঞ্চল পরিদর্শনে এসেছিলেন। উনার সাথে আমার কথা হয়েছে এবং সেখানে বিষয়টা উঠে। এর সঙ্গে পরবর্তী সময়ে এখানে যারা দায়িত্বে আছেন তারা এবং রিসেন্টলি ঐ পয়েনটেড্ একজন ইঞ্জিনিয়ার তিনিও এসেছিলেন। এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা তুলি। ফলে মাননীয় সদস্যরা প্রশ্ন করেছেন এই বিষয়টি একেবারে সমাধান করা যাবে না কিন্তু সমস্যা কিছু থাকবে। এটা বসে আলোচনা করে আমাদের সমস্যা সমাধান করতে হবে।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— স্যার, আমরা দেখছি ১ কিলোমিটার পরে পরে সেখানে প্রায় গেটই খোলা থাকবে। যে কৃষকের জমি একদম কাঁটা তারের বেড়া চতুর্দিকে ১ কিলোমিটার ঘুরে তাকে সেই জমিতে আসতে হয়। এই যে অসুবিধাগুলি ঘটছে সেই অসুবিধাগুলি দূরীকরণের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে যাতে এটা দূরবর্তী না হয় কম জায়গা যাতে কাঁটা তারের ঐদিকে রাখা যায় তার জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মূল সমস্যাটাই তো সন্ত্রাসবাদী সমস্যা। এই সমস্যা না থাকলে কোনো সমস্যাইতো থাকে না। কাজেই এই জায়গায় বিষয়টা উৎত্থাপন করা দরকার। সেটা আমরা কাঁটা তারের বেড়ার জন্য বলছি। আর এই বেড়াটা যদি এট রিসেন্টলি করতে হয় এই যে সমস্যাগুলি কিছুতো আমাদের অসুবিধা থাকবে এছাড়াতো কোনো উপায় নেই। এই জায়গায় এমন কিছু বলতে শুরু করি এটা এই না তাহলেতো পুরো বিষয়টাই

উঠবে। কাজেই বহু চেষ্টার পরে (৭৮ সাল থেকে) এই কাজটা শুরু করা গেল প্রায় ২০/২২ বছর পরে। এখন যদি এই প্রশ্ন তুলি তাহলে পরে কিন্তু আমরা পিছিয়ে পরব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— সার্ভের প্রশ্নটা কোথা থেকে আসল এটা বুঝিনি। কারণ প্রাচীন বাংলাদেশ টোট্যাল ৮৩৯ কিলোমিটারের সামান্য কিছু। এটা গভর্ণমেন্ট রিকগ্‌নাইজড্‌। পাঞ্জাবে যেটা আছে আমরা দেখে এসেছি এটা স্বীকৃত ১০০ মিটার পর্যান্ত নোমেন্স প্ল্যান করা হয়। পাঞ্জাবে, গুজরাট এবং রাজস্থানে যেটা করা হয়েছে ঐ একই লাইন এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে কি অসুবিধা আছে?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সার্ভের বিষয়টা আমরা রাজ্য সরকার থেকে বলিনি। যারা করবেন তারাই বলছেন সার্ভেটা করতে। সার্ভেটা করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ল্যাণ্ড এরিয়া এরেঞ্জ এবং এর সাথে সাথে এটা করতে গেলে পরে তাদের কি খরচা হতে পারে প্রিলিমিনারী একটা এসেস্‌মেন্ট করে তারপরে তারা ফিনান্‌সিয়াল ব্যাপারটা প্রসিড করবে। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা এসেছে যেমন বললেন যে, সার্ভে করতে হবে এই কারণে ১০০ মিটারের মাঝখানে যদি কোনো বেড়া পরে যায় বা বসতি পরে যায় তাহলে তাদেরটা কি হবে। পাঞ্জাবের যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন ওরা যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলে আমরা জিজ্ঞেস করলাম বি. এস. এফ এর তারা প্রথম থেকে ভেবেছিল সাধারণভাবে এফেক্‌সিং করবে। আমরা যখন বললাম এটাতো সাধারণ ভাবে এফেক্‌সিং এর ব্যাপার নয়। সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবেলা করার প্রশ্ন এবং পাঞ্জাবের কি হবে। পাঞ্জাবে যেভাবে করেছে যদিও আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই আপনারা ফিরে আসার ফিরে আসার পরে শুনলাম সেখানে তিনটি কি পদ্ধতিতে তারা করেছে। আমরা বললাম ওটার মত করতে হবে এবং তারা আমাদের সঙ্গে এগ্রি করলেন ওটা করতে গেলে পরে ওখানে যে ফেণসগুলি হবে সেগুলি সেন্সিং না বর্ডারে। তার জন্য স্পেশাল টাইপে অর্ডার করে আনতে হবে। সেই জায়গায় আমরা রিকোয়েষ্ট করার পর পাঞ্জাব থেকে তারা সমস্ত ছবি নিয়ে এসেছে এবং দেখেছে তাতে কি এসেসমেন্ট হতে পারে, কত পয়সা খরচ হতে পারে। সবটা মিলিয়ে তারা কথা দেবেন। আর ১০১০ মিটার করে যেটার কথা বলেছেন আমরা এটা বলছি যদি কোনো জায়গা জমি পরে যায় তাহলে তাদের তো অলট্রানেটিভ জায়গা আমরা চট করে দিতে পারি না। এই জায়গায় যাতে গরীব মানুষ বর্ডার সংলগ্ন যারা আছেন তারা যাতে চাষাবাদ করতে করতে অসুবিধা না হয়। তার জন্য কতটা গেপে গেপে সেখানে এইগুলি করা যায়। সেটা আমরা তাদেরকে বলেছি। সবটাই তাদের উপর নির্ভর করবে। আর এটা বি. এস. এফ এর সঙ্গে মিলেই তারা ব্যবস্থা করেছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য সহমত হয়েছেন সেটা নর্থ ইষ্টের জন্য ১৩৩০ কোটি টাকা মঞ্জুরের কথা বলেছেন। ত্রিপুরার জন্য এটার শেয়ারে কত।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— নর্থ ইষ্ট-এর মধ্যে আমাদের বর্ডারটা সবচেয়ে বড়। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বর্ডার বাংলাদেশের বর্ডার এর সীমানায়। বাংলাদেশের সঙ্গে কিছু কিছু এরিয়া লাইন অন্ পার্ট। আমরা সেখানে প্রশ্ন তুললাম। তখন তারা বলল লাইন অন পার্টতো আপনাদের ষ্ট্যাট.। কাজেই একটা বড় অংশটা খুব বেশী হয়তো যাওয়া যায়।

শ্রীরতন লাল নাথ :— এটার টাকা কি পাওয়া গেছে ?

শ্রীমানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী) :— না, না নীতিগতভাবে তারা গ্রহণ করেছে এটা। প্রাইমিনিষ্টার এর প্যাকেজে একটা এমাউ তারা এখানে মেনশন করেছে। এখানে তারা কত টাকা দেবেন সেটা নির্ভর করবে সীমামার সার্ভের উপর তারা সমস্ত এডজাষ্টমেন্ট করে পাঠালে টাকা মঞ্জুর হবে। আমরা রাজ্য সরকার থেকে সার্ভে করে পাঠাতে হলে বিধানসভার ব্যাপার আছে, তাই অনেক সময় চলে যাবে। আমাদের এক হাজার কোটি টাকা থেকে বারশ কোটি টাকা লাগবে ইন্ এড্ভান্স। তারা বলছে পচিশ কোটি থেকে ত্রিশ কোটি টাকা দিয়ে কাজ শুরু হোক। এড্জাষ্টমেন্টও তারা চাইছে। আমরা বলছি কার কাছ থেকে শুরু করব। এটাতো আমাদের প্যাকাজের উপর নির্ভর করবে না। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্যাকেজের উপর নির্ভর করবে। ফলে আমার ধারনা যে টাকা ধরা হয়েছে তার বড় অংশটাই এটা। মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু ও এখানে লেংথ্ সম্পর্কে বলেছিলেন। এখানে লেংথ্ হল ৮৫৬ কি, মি! আমরা আগে জানতাম ৮৩৯ কি, মি। একটা পোরশান ছিল যেটা তারা বলছেন। এখানে কোন সময় ফেনশিং করা যাব না, সার্ভে করা যাবে না এবং সবটা এগ্রি করা যাবে না।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিন্হা (কমলপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই যে, ভারত ও বাংলাদেশের বর্ডার সার্ভে করতে গিয়ে যারা বহু বছর ধরে ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হয়ে আসেছে। হয়তো কিছু কিছু পরিবার সারভে করার পরে ইণ্ডিয়ান বর্ডারের বাইরে চলে যাচ্ছে তাদের জন্য আমাদের সরকার থেকে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মাননীয় সদস্যার প্রশ্ন যদি বুঝতে ভুল না করে থাকি তাহলে ইণ্ডিয়ান বাইরে যাওয়ার কোন প্রশ্ন আসছেনা।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সিন্হা :— সার্ভে করতে গিয়ে অনেক সময় এটা ইণ্ডিয়ানের বর্ডারের বাইরে চলে যাচ্ছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা ইণ্ডিয়ান- বর্ডারের বাইরে হয়তো যাবে না। কাঁটা তারের বেড়া যে দিতে পারে বলে তারা অনুমান করছেন। মাননীয় সদস্যা যে

প্রশ্নটা তুলছেন যে, বর্ডার এবং কাঁটা তারের মাঝখানে যেটা পড়ে যায় সেটা অনেকে মনে করছেন কাঁটা তারটা আমাদের বর্ডার নয়। কাজেই বর্ডারটা এই যদি হয় তবে ওখানে হবে। তাহলে এটাই বর্ডার মাঝখানে জায়গাটা এটাই আমাদের রেভেনিউ। ফলে এই জায়গায় তারা বলছেন ইণ্ডিয়ান বর্ডার বাইরে চলে যাচ্ছে। এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলছে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিজয় রাংখল মহোদয়।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং-১১।

Shri Manik Sarkar (Chief Minister) :— Question (1)), During the 4th term Left front regime on how many passenger borre vehicles bomb/explosive (Granade etc) have been organised and throwon and total number of casualities there of.

(2), What measure have so far been taken to check and stop the venture of hurling of bomb on innocent passenger, and

(3), What steps have so far been taken as regards the victim families and badly injured people. who have become permanently disabled/handicapped due to the attack ?

উত্তর, (এক) গত ১০-৩-২০০০ইং এবং ৩০-৪-২০০০ইং তারিখ যাত্রীবাহিনী গাড়ীর উপর ১১টি বোমা বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এইসব ঘটনায় ১০ জন প্রাণ হারিয়েন এবং ৯ জন আহত হয়েছেন।

উত্তর, (দুই), উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এগারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত দায়ের করা বিভিন্ন মামলায় ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করার জন্য তল্লাসী অভিযান চালানো হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় টহলদারী ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

উত্তর (২), এইসব ঘটনায় নিহত ব্যক্তির আত্মীয়কে তাৎক্ষনিক সাহায্য হিসাবে ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। সরকারী খরচে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে; কাউকে কাউকে রাজ্যের বাইরেও ডাঃ বাবুরা রেফার করে পাঠিয়েছেন; তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন।

Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl :— Under what category of attack one could reccmmended for Govt. job. Some times the police does frame cases of miscreant and the victim never get assistence on for Govt. jobs. So come the Government should

spesify the nature of attack. Because the extremist and miscreant are of the nature to take law and order in their own hand.

So, it may be violance or may be some other activities of the gang. Now, the question is whether Government has specified and catagorised the nature of attack. The police tries to divert Some Ceses otherwise depreving the truth as for example — In Jeolchhera one young Reang boy was kidnapped and another one was killed. He was Stabbed by knife or by some other similer weapons. But in police file it was recorded as an attack by hn unknown miscreant or unknown unidentified miscreant.
Therefore, my opnion is that in such cases Govt. should specify the nature of attack. The police always tries to keep the Cases otherwise. This is my supplementary,

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিঃ রাখল এখানে যে প্রশ্নটা উৎথাপন করেছেন এটা প্রাসঙ্গিক। আমার সরকার এই বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছে। এটা ঘটনা যে, গানস্যাটে কেউ মারা গেলেই তাকে সাহায্য করা হচ্ছে না। সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা কোন আক্রমন সংঘটিত হলে থানায় যে ডাইরী হয় সেই ডাইরীর ভিত্তিতে সরকার সাহায্য করে থাকে। এখন আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করছি যে, কোন কোন জায়গায় মিসক্রিয়েন্স হচ্ছে বা, উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাসবাদের কারণে কোন কোন জায়গায় টেনশন হয়ে কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে। সব জিনিসগুলি এক সঙ্গে হয়ে ভিকটিমাইজ হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের কারনে মারা গেলে যে ভাবে সাহায্য করা হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রেও যাতে সাহায্য করা যায় সেটা আমরা বিবেচনার মধ্যে রাখছি। বিষয়গুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট ২/৩ টি দপ্তরকে বলেছি, এই সম্পর্কে কি ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা দেখার জন্য।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : — স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এটা মেজর বিষয় নয়। কিন্তু গতকালও রেডিওতে শুনেছি এবং আজকের কাগজেও দেখেছি, তেলিয়ামুড়ার কাছে জুড়িলংয়ে বোমায় চারজন উপজাতি এটাক হয়েছে এবং তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গভর্ণমেন্ট বলছেন একদিকে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, অথচ অন্যদিকে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন তোলে যাদের কথা জানতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে, পরশু রাত্রের ঘটনা। তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত করুইলংয়ে

ঘটনা ঘটেছে। সাধারণতঃ দুস্কৃতকারীরা সিঙ্গল কোন মোটিভ নিয়ে এই জিনিসগুলি করে। স্যার, নিরাপত্তার কাজে যুক্ত কর্মচারীরা তারা চট করে বলতে পারে না কোথায়, কোন জায়গায়, কি ভাবে ঘটনাগুলি ঘটবে। এটা যদি বলতে পারত, তাহলে তো, আর ঘটনাই ঘটত না। আমাদের চেষ্টার কোনত্রুটি থাকছে না। মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকে তাহলে সেগুলিআমাদের কাছে দিলে কাজের সুবিধে হবে। এ্যকস্ট্রিমিষ্টদের ঘটনাগুলির সাথে সাথে এখন নন-ট্রাইবেল মিসক্রিয়েন্স দেখা দিয়েছে। ফলে এখন দুদিক থেকে পুলিশকে কাজ করতে হবে। আপনারা দেখেছেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে তাদের মধ্যে ১৬ (ষোল) জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আর কেউ কেউ একস্কণ্ডিং-এ আছেন। তবে তাদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য আমাদের চেষ্টার কোন ঘাটতি নেই। সবটা ফুল প্রুভড করা যাচ্ছে না। সেই দিক থেকে আমি সকলের কাছ থেকে সহযোগিতা চাইছি। দুর্বৃত্তপনার সাথে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রচার চালানো দরকার। আমরা লক্ষ্য করছি এই ক্ষেত্রে বি. ডি আর যে ভূমিকা নিতে পারে সবক্ষেত্রে সমানভাবে তা গ্রহণ করতে আমরা দেখছি না। আমরা আশা করব সেই দিক থেকে এই প্রশ্নে তারাও আমাদের সাহায্য করবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা চলছে যে বিভিন্ন এলাকায় যখন এ্যাকস্ট্রিমিষ্টরা আক্রমণ করে তখন উত্তেজিত জনতা বিভিন্ন জায়গায় হাটে বাজারে, বা গাড়ীতে করে যে সমস্ত নিরীহ উপজাতিরা চলাফেরা করছে তাদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। যেমন কিছুদিন আগে জিরানীয়া থানার অন্তর্গত বর্দ্ধমান ঠাকুর পাড়া এলাকায় দুইজন কৃষক যখন ধান ক্ষেতে কাজ করছিল তখন উগ্রপন্থীরা তাঁদের গুলি করে হত্যা করে। পরবর্ত্তী সময়ে এই ঘটনার জের হিসাবে মোহনপুরে উত্তেজিত জনতা ৭ জন নিরীহ উপজাতিকে গাড়ী থেকে নামিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। তাদের বেলায় কি ধরণের সাহায্য করা হবে এবং কোন্ ভিত্তিতে করা হবে? আর একটা হচ্ছে চম্পাকনগর থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত এ্যাগজিস্টিং যে সিকিউটি সিষ্টেম আছে সেটাই চলছে। কিন্তু আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত গাড়ীতে সিকিউরিটি দেবার ব্যাপারে কোন চিন্তা ভাবনা সরকারের আছে কি না? বর্ত্তমানে ধর্মনগর থেকে তেলিয়ামুড়া পর্য্যন্ত এসে সিকিউরিটি ফোর্স ছেড়ে দেয়। চম্পকনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত উপজাতিরা নিরাপত্তা পাচ্ছে না, বিশেষ করে উপজাতি কর্মচারীরা আক্রান্ত হচ্ছে। কাজেই এই দিকে লক্ষ্য রেখে আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত চলাচলকারী গাড়ীগুলিতে সিকিউরিটি ফোর্স দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় প্রথম যে প্রশ্নটা করেছেন

সেটার জবাব আমি আগেই দিয়েছি। আর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা সম্পর্কে আপনাদের ভালভাবেই জানা আছে যে আমাদের সিকিউরিটি ফোর্সের স্ট্রেংথ কত এবং এদের আমরা কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমরা প্রধানতঃ নির্ভর করছি সি. আর. পি. এফ-এর উপর। কিন্তু এই কাজে তারা রিলাকট্যান্ট। তবে এটা ঘটনা যে জাতীয় সড়ক তাদের উপর ন্যাস্ত করার পর তারা অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে-। এটার জন্য তারা ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। তবে ২/১ টি ঘটনা ঘটেছে। সেগুলির তদন্তের ব্যবস্থা আমরা করেছি। কিন্তু এখানে যেটা বলা হয়েছে যে প্রতিটি রাস্তাতেই যদি আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে ভিতরে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী পাঠাব কোথা থেকে? আর সন্ত্রাসবাদীদের এটা একটা কৌশল যে ওরা যেখানে অবাধে বিচরণ করছে ওখানে যাতে সিকিউরিটি ফোর্স যেতে না পারে তাই সব সিকিউরিটিকে রাস্তায় আটকে রেখে দাও। তাই এখানে যে প্রশ্নটা এসেছে আগরতলা থেকে সিকিউরিটি দেবার, আমরা যদি এখানেই সমস্ত ফোর্সকে আটকে রাখি তাহলে কি করে হবে?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— স্যার, অন্যান্য রাস্তা তো কাভারেজ হচ্ছেই। যেমন— তেলিয়ামুড়া থেকে অম্পি—অমরপুর পর্য্যন্ত। কিন্তু আগরতলা থেকে চম্পকনগর পর্যান্ত যেটা দেবার কথা বলা হচ্ছে সেটার জন্য তো অতিরিক্ত ফোর্স দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। চম্পকনগর থেকে যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা আগরতলা থেকে দিলেই হয়ে যায়। সেই কথাই বলছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য মহোদয় নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন না যে আগরতলা থেকে চম্পকনগর অত্যন্ত লিভিং লাইন। এখানে প্রতি মিনিটে গাড়ী যাতায়াত করছে। মানুষ, দোকানপাট সমস্ত কিছুই আছে। যে রাস্তাগুলিতে মানুষজন, দোকানপাট কম, ভিতরে, যে সমস্ত জায়গাগুলিতে উগ্রপন্থীরা লুকিয়ে থেকে হামলা করে সেই রাস্তাগুলিতে সিকিউরিটি দেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তার ব্যাপারটা তো, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তো তাঁর বাড়ীতেই খুন হয়ে গেছেন, সেই জায়গায় আমি বলছি নিরাপত্তার গ্যারান্টি আমরা দিতে পারব না। কাজেই ব্যাপারটা বুঝতে হবে। যে যে জায়গাগুলি আমরা জরুরী প্রয়োজন মনে করছি সবদিক থেকে চিন্তা করে সিকিউরিটি ফোর্স দেওয়া হয়েছে। সিকিউরিটি ফোর্সরা বলছেন, আলোচনা করছেন সেই ভিত্তিতে আমরা করছি। আমরা উপর থেকে কিছু বলে দিচ্ছি না যে— তোমরা এইগুলি কর। ফলে প্লীজ শেয়ার উইথ আস।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— মাননীয় সদস্য রাংখল সাহেব যে সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চানটা করেছিলেন সেটার সঠিক উত্তর কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে পাইনি। উনি যেটা বলতে চেয়েছিলেন "What is the difference between the miscreants and killing some by a gun shot by a tribal person will be tarmed as extremists.

কিন্তু বেনিফিসিয়ারী অর্থাৎ the victim who has been killed by hurling of bombs and the victims who has been killed by gun shot by the extremists are under the same benefit category এটা মাননীয় সদস্য মি: রাংখল সাহেবের প্রশ্ন ছিল কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উত্তর পরিস্কার হয়নি। যে সব পাহাড়ী ভাইরা bom burling এর জন প্রাণ হারিয়েছে whether they will get the same type of benefit which the Government has decided in case of persons victims by the extremists? This is my supplimentary question?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথাটিই বলেছি যে, এই বিষয়গুলি পরীক্ষা করে একস্ট্রিমিষ্টদের দ্বারা সংগঠিত ঘটনায় যাদের জীবনহানি ঘটেছে তাদেরকে আমরা যে সমস্ত সুবিধা দিচ্ছি সেই ধরনের ঘটনায় কোন জায়গায় সুযোগ সুবিধা দিতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমাদের জানাতে বলেছি। ইমিশিয়ালি আমরা একটা মন্ত্রী সভার বৈঠকে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি। যদিও এই ধরনের ডিফারেন্সশিয়্যাল করার চেষ্টা আমরা করছি না, আমরা আইনানুগত দিকগুলি দেখার চেষ্টা করছি। ইনিশিয়াল যে সমস্ত এ্যাক্সপেনডিচার যেমন ধরুন উগ্রপন্থীর আক্রমণে মারা গেলে আগে তাদের ৫ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করা হত এখন সেটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টের'ও দায়িত্ব নিচ্ছি যেমন কলকাতায় যাদের রেফার করা হচ্ছে তাদের আমরা সাহায্য করছি। এই ধরনে ব্যবস্থা থেকে এটা পরিস্কার যে গভর্ণমেন্টের কোন ইনটেনশান নেই এটা বুঝার অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু কিছুটা আইনগত দিক থেকে পরীক্ষা করে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিল্লাল মিঞা।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত ২৯-১২-১৯৯৯ইং তারিখ মেলাঘর থানাধীন বাগমারা বাজারে তপন মজুমদার (পিতা আলাউদ্দিন, গ্রাম জোরুলী বিশালগড় থানাধীন) নামে কোন ব্যক্তিকে উগ্রপন্থী নাম করে খুন করা হয়েছে, এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কত জন ব্যক্তি ঐ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে,

৩। উক্ত তপন মজুমদার ফিজিকেল হেণ্ডিক্রেপ্‌ট ছিল কি না,

৪। ঐ মৃত তপন মজুমদারের পরিবারের কোন ব্যক্তিকে সরকারী চাকুরী কিংবা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা, এবং

৫। না দেওয়া হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, গত ২৯-১২-৯৯ইং তারিখে বাগমারা বাজারে তপন মজুমদার কতিপয় দুষ্কৃতিকারী দ্বারা খুন হন।

২। এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

৩। তপন মজুমদার একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। নিহত মজুমদারের স্ত্রীকে এককালীন ৫০০ (পাঁচশত) টাকা দেওয়া হয়েছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিল্লাল মিঞা: — সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা ১৯৯৯ ইং এর ডিসেম্বর মাসে জাতি দাঙ্গার রূপ নেওয়ার ফলে বিশ্রামগঞ্জের এই অঞ্চলের মানুষ বিশ্রামগঞ্জ বাজারে আসতে পারছেন না, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারছেন না। এই অঞ্চলের মানুষ বেশীর-ভাগই যারা বাঙ্গালী তারা বাগমারা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় কিনতে যান। ঐদিন সকাল-বেলায় তার স্ত্রী কিছু জিনিস কিনে নিয়ে আসতে বলে এবং সে জিনিসগুলি কিনে নিয়ে আসতে যায়। সেখানে যাওয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়। হত্যার পর সন্ধ্যার সময় খবর আসে। খবর আসার পরে তাকে যথারীতি মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে পোষ্ট মর্টেম করা হয়। এখন প্রশ্ন হল, তপন মজুমদার খুব দরিদ্র শ্রেণীর লোক। তার স্ত্রী এবং শিশুকে নিয়ে পরিবার চলা অসম্ভব। তার স্ত্রীকে যদি একটা চাকুরীর ব্যবস্থা সরকার থেকে করে দেওয়া হয় তাহলে পরিবারটি বেঁচে যায়। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা করবেন কিনা ? দ্বিতীয় হচ্ছে এখানে যে দুষ্কৃতিকারীরা খুন করেছেন তারা সি, পি, এম সমর্থক বলেই তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার — (মুখ্যমন্ত্রী): মাননীয় সদস্য যে তিনটি বিষয়ে সাপ্লিমেন্টারী এনেছেন তার প্রথম দুটো সম্পর্কে আমার জানা নেই। তৃতীয় প্রশ্ন যেটি করেছেন সেটা হল পরিবারটি অসহায়। ভদ্রলোক কিছু করতেন কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু তিনি শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ ছিলেন। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তাঁর স্ত্রী যদি সরকারের কাছে আবেদন করেন তাহলে আমরা বিষয়টা খতিয়ে দেখব, কিভাবে সাহায্য করতে করা যায়।

শ্রীবিল্লাল মিঞা : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্থায়ীভাবে পরিবারটিকে বাঁচার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বন্দোবস্ত করা হবে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার — (মুখ্যমন্ত্রী) : আমি-ত বললাম উনি আবেদন করুক, তারপর আমরা পরীক্ষা করে দেখব কিভাবে কি করতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) : — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যাকে খুন করা হয়েছে, তাকে উগ্রপন্থী সন্দেহ করে খুন করা হয়েছে। এটা একটা প্রি প্ল্যান বলে আমার মনে হচ্ছে। কারণ ওপেন মার্কেটে তাকে খুন করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা, এই ঘটনার অভি-যোগের সঙ্গে যে আসামীদের নাম জড়িত তাদের নাম আছে কিনা এবং থাকলে কেন তাদের এরেষ্ট করা হলনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ একটা মামলা নিয়েছে। পুলিশ যেহেতু মামলা নিয়েছে, নিশ্চয়ই আসামীদের নাম থাকতে পারে। রেডিলী আমি এখন বলতে পারছিনা। এটা একটা ছোট বাজার। তার আগে এখানে একটি কিডন্যাপিং এর ঘটনায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে পর পর কতগুলি ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটা দুঃখজনক। যদি কেউ অপরাধী হয় তাকে খুন করে ফেলাটা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাকে ধরে পুলিশের হাতে দিয়ে দিন। পুলিশ দেখবে তাদের কি করবে। এটা আমরা সমর্থন করি না। এখনও আসামী ধরা যায়নি, এটা নিঃসন্দেহে অস্বীকার করার কিছু নেই এটা দুর্বলতা, চেষ্টা চালাতে হবে দুস্কৃতকারীদের ধরার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা এই তপন মজুমদার আসলে তার উগ্র-পন্থীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা, এইরকম পুলিশের কাছে কোন রিপোর্ট আছে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — এইরকম কোন রিপোর্ট নেই। তবে তার সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ আছে। একটা লোক মারা গেছে, বিস্তৃত বলতে পারছিনা। উগ্রপন্থী বা তাদের সঙ্গে যুক্ত এই ধরনের ডেফিনিট কিছু জানা নেই। কিন্তু অন্য ধরনের কিছু অভিযোগ আছে।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৩২ স্যার।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩২

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য দপ্তরের অধীন উপজাতিদের জন্য টি এস আর, টি পি, টি এ পি সংরক্ষিত পদ খালি আছে,

২। যদি সত্য হয় তাহলে কয়টি পদ খালি আছে, এবং

৩। কবে নাগাদ সংরক্ষিত (উপজাতিদের) পদগুলি পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১ এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, পদ খালি আছে এবং তার মোট সংখ্যা ২৯৮২টি পদ আছে। শূন্য পদের হিসাব নিম্নরূপ :— ত্রিপুরা পুলিশের গ্রুপ এ-তে কোন পদ খালি নেই এস টিদের জন্য বি-তে ৩৫টা পদ খালি আছে। গ্রুপ সি-তে ১৭০টা পদ খালি আছে। গ্রুপ ডি-তে কোন পদ খালি নেই। সব মিলিয়ে ত্রিপুরা পুলিশের এ এবং ডি-তে কোন পদ খালি নেই। বি এবং সি মিলিয়ে ২০৫টি পদ খালি আছে।

টি এস আর-এর গ্রুপ এ-তে এস টি'র ৭টা পোষ্ট খালি আছে। গ্রুপ বি-তে এস টি'র ২৪টা পোষ্ট খালি আছে। গ্রুপ সি-তে এস টির ৭টা ৬৩৩ টি পোষ্ট খালি। সব মিলিয়ে মোট ৬৬৪টি পোষ্ট খালি আছে।

৩। শূন্য পদগুলি পূরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমরা আশা করছি সবগুলি না হলেও ইলেজিবল যে ক্যান্ডিডেট সেই ক্যান্ডিডেট-এর পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে, আমরা চেষ্টা করছি সেগুলি পূরণ করার।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, গত ১৯৯৯ ইং সালে কিছু টি এস, আর, টি, পি এবং টি, এ পি রিক্রুটমেন্ট-এর মধ্যে তারা টিকেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে চাকুরী পায়নি। কাজেই তখন যারা রিক্রুটমেণ্টে টিকেছিল তাদেরকে আবার সুযোগ দেওয়া হবে কিনা এবং ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, এখন যে দুইটা আই আর ব্যাটেলিয়াম যেটা নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে ৫০ পারসেন্ট উপজাতিদের জন্য সংরক্ষন আছে কি না ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** প্রথম সাপ্লিমেণ্টারীতে যেটা বলা হয়েছে, তাতে ইন্টারভিউ যখন নেওয়া হয় তখন ফিটনেসে অনেকে চলে আসে। কিন্তু তার অর্থ এই না যে, যারা ফিটনেসে চলে আসে তাদের সকলের চাকুরী হয়ে যাবে, চাকুরী একটা হিসাবের মধ্যে হয়। একটা ব্যাটেলিয়ানে সব মিলিয়ে ধরুন যদি আমরা মনে করি এক হাজারটা পোষ্ট আছে, ইন্টারভিউ দিল দশ হাজার লোক এবং তার মধ্যে ধরুন তিন হাজার লোক হয়তো ফিটনেসে চলে আসে। তা সবাইকেতো আর চাকুরীতে নেওয়া যাবে না। আবার আমাদের টি, এস আর-এর ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হচ্ছে, তার একটা অংশ রিজার্ভ আছে যেটা বাহিরে থেকে আসতে হয়, এতেও আমাদের কিছু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। কারণ বাহিরে যারা এস টি হিসাবে স্বীকৃত আমাদের রাজ্যে তারা এস টি হিসাবে স্বীকৃত না, ফলে এটাকে আমরা অ্যামেণ্ডমেন্ট করার চিন্তা করছি, কিভাবে করতে পারি কারণ সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের পেরা মিলিটারী ফোর্সে'স যে রিক্রুমেন্ট বা প্রসিডিউর রুল আছে আমরা তাকে ফলো করে এটা করছি। তাই এটাকে কিভাবে অ্যামেণ্ডমেন্ট করা যায় আমরা ল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলছি। কাজেই এটা একটা সমস্যা

আম'দের হচ্ছে : আর ২য় যে প্রশ্নটা এখানে মাননীয় সদস্য করেছেন যে, যারা আগে ইন্টারভিউতে ফিট ছিল, এখন নূতন করে যেহেতু নিচ্ছি তাদেরকে তাতে নেওয়া যাবে কি না। এতে আইনগত দিক থেকে বোধ হয় কিছু বাধা আছে, এটা বোধ হয় করা যায় না এবং এটা করা বোধ হয় সমীচীনও হবে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, টি এস আর এর যে সব রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে তাতে এস টি দের ৩১ পারসেন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত যতটুকু রিক্রুটমেন্ট হয়েছে তাতে ২২ পারসেন্ট মাত্র পূরণ করা হয়েছে, বাকীটা এখনও পূরণ করা হয়নি। এটা যদি সত্য হয় তাহলে কেন এটা পূরণ করা হচ্ছে না, এটা জানাবেন কি ? ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আইন অনুসারে বাইরে থেকেও এস টি নেওয়া হচ্ছে এবং এটাকে অ্যামেণ্ডমেন্ট করে যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এস টিদের পারসেন্টেজটা খুব কম তাই এর মধ্যে বাহির থেকে যদি আসে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের অংশটা আরও অনেক কমে যায়। এই যে এস টি-দের যে কোটা টা এটা ত্রিপুরা রাজ্য থেকেই পূরণ করা হবে কিনা এবং মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র বাবু যে সাপ্লিমেন্টারী করেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যার উত্তর দেন নি যে, টি এস আর-এর ৫০ পারসেন্ট রিজার্ভ ফর ট্রাইবেল করা হবে কি না, এই প্রশ্নটার সুস্পষ্ট জবাব চাই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রথম যেটা বলেছেন তাতে আমি আমার উত্তরে এটা বলেছি যে, বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে টি, এস, আর-এর লোক আছে, তবে সব ক্যাটাগরীতে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন, এখানে ক্যাটাগরী এতে সাতটা অফিসারের পোষ্ট খালি আছে, এই পোষ্ট গুলিতে টি, এস, আর-এর কে হবেন, যারা হবেন তারা ডেপুটি কমান্ডেন্ট র‍্যাংকের হয়ে যাবেন। এটা আমরা পাচ্ছি না। আমরা এখন বি এস এফ-এর সঙ্গে কথা বলেছি সি আর পি-র সঙ্গেও কথা বলেছি যে, তোমরা আমাদেরকে লোক দিয়ে সাহায্য কর। কিছু দিন আগে কিছু নাম এসেছে, তার পরীক্ষা চলছে, আমরা ওখান থেকে কভার করার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের তার যোগ্যতার নিরীক্ষা নির্ধারিত আছে, যোগ্যতা কভার না করলে তো নেওয়া যাবে না। কাজেই এটা একটা সমস্যা আছে। নীচের দিকে যেগুলি আছে সেগুলি পূরণ করা যায়। কিন্তু এই যে ২৫ পারসেন্ট এটা নিয়ে প্রবলেম আছে। আমি আগেই বলেছি আমরা অ্যামেণ্ডমেন্ট করে এটার কি করতে পারি তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য এটাকে হাতে নিয়েছি। ৫০ পারসেন্ট রিজার্ভেশনের প্রশ্নে মাননীয় সদস্য তো সাংবিধানিক বিষয়টা জানেন, আমাদের সদ্ ইচ্ছা আছে এবং এদিক থেকে উপজাতি অংশের যুবক যাদেরকে বিভ্রান্ত করে হাতে অস্ত্র দিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে

যাতে নেওয়া যায় (অপজিশন বেঞ্চ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— আই আর এর কথা বলুন) আমি এখানে আই আর-এর কথাই বলছি এ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক যে সমস্যাটা আছে তাতে আমাদের অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। তবে আমাদের দিক থেকে এটা নিতে পারলে ক্ষতির কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, বাইরে থেকে লোক নেওয়ার যে কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, তার মূল আইন হওয়ার সময় আমরা ছিলাম এই হাউসে, তাতে ২৫ পারসেন্ট বাহিরে থেকে রিক্রুট করার যে কথা আছে এটার সঙ্গেতো এস, টি রিজার্ভেশনের কোন সম্পর্ক নাই। এস, টি রিজার্ভেশন হচ্ছে ৩১ পারসেন্ট এবং এটা ত্রিপুরা থেকেই ফিলাপ করতে হবে এটা বাহিরে থেকে ফিলাআপ করার কথা নয়। স্যার, আমার কাছে টি, এস আর-এর সব লিষ্ট আছে তাতে আমি দেখেছি থার্ড ব্যাটেলিয়ানের অনিল কুমার চাকড়া নামে একজন আছে এবং সে এস, টি হিসাবে চাকুরী পেয়েছে. জানি না সে কোন রাজ্যের। এভাবে প্রত্যেক পোষ্টেই দেখা যাচ্ছে বাহিরের লোক এসে এস, টি হয়ে চাকুরী নিচ্ছে।

বাইরে থেকে আসার জন্য ত্রিপুরার এস, টি, লিষ্টে তাদের নাম নেই। যেমন চাকমারা ত্রিপুরাতে এস, টি, কিন্তু ওয়েষ্ট বেঙ্গলে তারা নন্-এস' টি। কাজেই রিজারভেশন ফিল আপ করার সময় টোট্যাল ১০০ পার্সেন্টের মধ্যে ৩১ পার্সেন্ট শুড্ বি ফিলড্ আপ্ ফ্রম এস, টি, লিষ্ট অব্ ত্রিপুরা। এই নীতিটা গ্রহণ করা হবে কি না ?

আর দ্বিতীয়তঃ মাননীয় হোম মিনিষ্টার বলেছিলেন যে সেভেন্থ অ্যাণ্ড এইটথ্ যে আই, আর, ব্যাটেলিয়ন হচ্ছে সেখানে ৬৮ পার্সেন্ট এস্ টি, রিক্রুট করা হবে এটা মানা হবে কি না ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই আর এর একটা ব্যাটেলিয়নই হবে-দুইটা নয়। আমরা কেন্দ্রের হোম মিনিষ্টারের কাছে যেটা দাবী করেছিলাম চারটা ব্যাটেলিয়ন এর জন্য কিন্তু তারা একটার জন্য রাজী হয়েছেন। আর হোম মিনিষ্টার যেটা বলে গেছেন সেটা কোন নির্দেশ নয়। আমরা হোম ডিপার্টমেন্টের কাছে বলেছি যে, এই ব্যাপারে যেন তারা লিখিতভাবে আমাদের জানান। কিন্তু তারা সেটা করছেন না। কাজেই যে ব্যাক্গ্রাউণ্ডে এই প্রশ্নটা এসেছে এটা আমরা এগ্রি করি। আগের পয়েন্টটা আমরা নিজেরাই তোলেছিলাম যে এই যে ভ্যাকেন্ট পোষ্টগুলি পড়ে রয়েছে সেগুলি ফিল্ আপ্ হবেনা কোন সময়ই। উত্তর প্রদেশের ট্রাইবেল তো আমাদের রাজ্যে মিলবে না-তাদেরকে আমরা নিতে পারব না। এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্যের যারা সাংসদ তিনজন আছেন তাদের বিশেষ করে বাজুবন রিয়াংকে অনুরোধ করেছি যেন এই ব্যাপারটা সংসদে তোলেন। এই ব্যাপারে ঐকামত্যের ভিত্তিতে কমন একটা গাইড লাইন তৈরী হওয়া উচিত। তবে এটা সংবিধান সংশোধনের ব্যাপার একটু সময় লাগবে।

এই পয়েন্টটা আমরা নিজেরাও পরীক্ষা করে দেখছি যে কত দ্রুত আমরা এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারি এই গ্যাপ্ টাকে ফিল আপ্ করা যায়। এটা একটা ভেলিড পয়েন্ট।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে টি, আর, এস, এটাতো ত্রিপুরা বিধানসভায় পাশ করা হয়েছে। এটা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বি মিল রয়েছে সেটা বুঝতে পারছি না। এই আইনটা ত্রিপুরা বিধানসভায় পাশ হয়েছে এই আইনে বলা হয়েছে ২৫ পার্সেন্ট বাইরে থেকে নেওয়া হবে আর ৭৫ পার্সেন্ট নেওয়া হবে ফ্রম ইন সাইড দ্যা ষ্টেট। কাজেই আমাদের প্রশ্ন হলো সেটা ৭০ পার্সেন্ট হোক বা ৮০ পার্সেন্ট হোক কিন্তু এস, টি-দের যে ৩১ পার্সেন্ট কোটা সেটা যেন ফিল আপ করা।

শ্রীমানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী) : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এই জায়গাতে আমরাতো কোন বিরোধিতা করছি না, কিন্তু এটা পরীক্ষা করে আবার এখানে আসতে হবে আমাদের। আবার এটা অ্যামেণ্ডমেন্ট করতে হবে। এবং এটাই আমরা হাতে নিয়েছি। গত দেড়/দুই বছরে তিনটা এ রকম রিক্রুটমেন্টের জন্য লোক পাঠানো হয় পাঁচটা ছয়টা ষ্টেট-এ ফিরে আসার পর আমরা যখন হিসেব নিচ্ছিলাম তখন দেখলাম এই হিসেবতো মিলছে না। তখন আমাদের কাছে এই প্রশ্নটা এলো যে এই ভ্যাকেন্সীতো আমরা কখনো ফিল আপ করতে পারবনা। কোথায় রয়েছে বাঁধা? এই পরীক্ষা করতে গিয়ে এই জিনিসগুলি আমাদের সামনে এলো। আমরা বললাম পরীক্ষা করে এটার অ্যামেণ্ডমেন্ট আনব। কাজেই পয়েন্ট ইজ ভেলিড—এই সম্পর্কে আমার কোন বিতর্ক নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায়।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৫।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে উগ্রপন্থী কবলিত এলাকায় যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য পণ্যবাহী লড়ি আটক হয়ে পড়িলে উক্ত গাড়ী সারাই করে আনা সাপেক্ষে বিলম্ব হলে প্রতিদিন ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা করে উগ্রপন্থী নামধারী দুস্কৃতিকারীদের হাতে গচ্ছা দিতে হয়, এবং

২। সত্যি হলে, এই ব্যবস্থা বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?

উত্তর

১। সরকারের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে এরকম কোন অভিযোগ নেই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে না।

শ্রীদীপক কুমার রায়ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রথমটা হচ্ছে, রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের একটি ক্রেন রয়েছে, কিন্তু সঠিকভাবে সেটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে রোড ট্যাক্স বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ৪,২০০ টাকা এবং এই টাকাটা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিতে না পারেন তাহলে বৎসরান্তে ফাইন সহ সেই অংকটা দাঁড়ায় ১০,৪০০ টাকায়। মাত্র ১৫ দিন দেরী হলেই ১৫ শতাংশ হারে ফাইন গুনতে হচ্ছে পরিবহন মালিকদের। যেখানে একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্য হিসাবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিনিয়ত ভর্তুকী প্রদানের কথা বলছি সেখানে এই ধরণের অস্বাভাবিক হারে ট্যাক্স এবং ফাইন ধার্য্য করার পিছনে যুক্তি সঙ্গত কারনটাইবা কি থাকতে পারে? একদিকে রাজ্য সরকারকে এই অস্বাভাবিক হারে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে এবং এরই পাশাপাশি বিরাট অংকের ফাইনও দিতে হচ্ছে। অপরদিকে পাহাড়ে গাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর উগ্রপন্থী নামধারী দুস্কৃতীকারীদের হাজার হাজার টাকাও দিতে হচ্ছে। এই অবস্থায় পরিবহণ ব্যবস্থা কি ঠিক থাকতে পারে? এটা কি নৈতিক? এতে কি পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক-মালিক পক্ষকে মানসিক অশান্তিতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে না? গাড়ি নষ্ট হলে পাহাড়ের দুস্কৃতকারীদের একটা রাত্রের জন্য ৫ হাজার, ১০ হাজার, ১৫ হাজার, ২০ হাজার করে টাকা দিতে হয়। তাহলে যে ক্রেনটি রাজ্য সরকারের রয়েছে সেটা কি কাজে লাগবে? কেন সেটা কেনা হল?

তৃতীয়তঃ, রাজ্য আরক্ষা দপ্তরের কাছে প্রায় ২৭৫ টি গাড়ির মালিক পক্ষ এখনও আনুমানিক সাড়ে আট কোটি টাকা ভাড়া বাবদ পাওনা রয়েছেন। গত তিন বছর ধরে চেষ্টা করেও তারা তাদের ভাড়ার টাকা রাজ্য আরক্ষা দপ্তর থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারছেন না। গাড়ির মালিকরা ট্যাক্স না দিলে ফাইন বহু টাকা ফাইন গুনে তবেই ট্যাক্স দিতে হয়। অথচ বছরের পর বছর সরকারের কাছে পাওনা গাড়ি ভাড়ার টাকা তাদেরকে কেন সুদ ছাড়াই দেওয়া হয়? একই ব্যবস্থা কেন এখানেও থাকবে না? যারা রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাকে বহু সংকটের মধ্যে দিয়েও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে তিন-তিনটি গচ্ছা দিয়ে জনস্বার্থে কাজ করে যেতে হচ্ছে। কাজেই তাদের প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর যথার্থ পরিবর্তন আবশ্যক কি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীমানিক সরকার (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে সমস্যাটা অস্বীকার করার মত নয়। যদিও সুনির্দিষ্টভাবে থানাতে এই ধরনের কোন অভিযোগ নেই কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না। আমরা যখন বাহে আসা যাওয়া করি তখন দেখেছি পাহাড়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি রয়েছে এবং গাড়ির চারপাশেই পুরুষ-মহিলা আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকেন। জিজ্ঞেস করে জানা গিয়েছে তারা পাহারা দেন। তারা কেন পাহারা দিচ্ছেন? বলল, ওরা গাড়ির মালিকের কাছ থেকে কিছু টাকা পায় এই পাহারা দিয়ে। এটা ঘটনা। যদিও পুলিশের কাছে এই ব্যাপারে কেউ সুনির্দিষ্টভাবে কোন অভিযোগ করেছেন না। এখন এটা সমাধানের যে প্রশ্নটা এসেছে, আসলে বাজো সন্ত্রাসবাদীরাতো হরেক রকমের সমস্যাই তৈরী করে চলছে। ক্রেন একটা কেনা হয়েছিল ঠিকই এবং এটা বোধ হয় পরিবহন দপ্তরই ভাল করে বলতে পারবেন। ক্রেনটাকে আসাম-আগরতলা সড়কের মাঝামাঝি কোন একটি জায়গাতে আমরা রাখতে বলেছি। এটা আগরতলা রেখে দিলে কোন লাভ হবে না। আঠারমুড়া যেতে যেতে অনেক সময় লেগে যাবে। কাজেই মাঝামাঝি জায়গাতে রাখার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ক্রেনের রিক্যুইজিসান দিতে হয়। একই সঙ্গে পাঁচটি গাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন কিন্তু এই একটি মাত্র ক্রেন দিয়ে এক এক করে করতে হবে। বিরাট রাস্তা আমাদের। পরিবহন মন্ত্রী এই ব্যাপারে ভাল বলতে পারবেন। ইতিমধ্যে সাক্রমেও যাতে একটি ক্রেন পাঠানো যায় সেই উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। বাকি যে ট্যাক্সের কথা বললেন এটা কিন্তু আসলে এটার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক না। এটার জবাব আমার পক্ষে দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। যদি আপনাদের কোন অসুবিধা থাকে তার মালিকদের সঙ্গে কথা বলুন। মালিকরাতো হাওয়াই জাহাজের মালিক নয়। তারা একটা দুইটা গাড়ীর মালিক। যদি সমস্যা কিছু থেকে থাকে বসুক আমাদের যারা টেক্সের ব্যাপারটা দেখেন অর্থ দপ্তরের মধ্যে একটা উইং আছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। যদি আমরা মনে করি গ্রহণযোগ্য কিছু থাকে সংশোধন কিছু করার থাকলে নিশ্চয়ই করব। কিন্তু ট্যাক্স দিতে হবে। এখানে আর একটা যে প্রশ্ন আপনার ছিল যদিও এটার উত্তর দেওয়া ঠিক না। সরকারের কাছে পাওয়ানা থাকলে পরে সরকার সুদ দেয় এটা আমার জানা নেই, এই পদ্ধতিটা। কিন্তু আমি এটা বলি আমাদের এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দুই ধাপে দুটা বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যাদের বাড়ী ভাড়া বাকি আছে তাদের সেটা প্রথম ক্লিয়ার করা। ১৯৯৭ ইং পর্যন্ত আমরা পরে নিয়েছি, ১৯৯৭ ইং সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার করে দিয়েছি। এখন আমরা সবটা হিসাব করছি, আপনি সাড়ে আট কোটি বলেছেন আমি বলছি এটা নয় কোটি টাকা। এবং এই টাকাটাও পরিশোধ করার জন্য বাজেটের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি এবং আমরা বলছি গাড়ীর মালিকদের টাকা দিয়ে দাও। কারণ এরমধ্যে অনেকে আছেন ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে গাড়ী চালাচ্ছেন।

তারপর কেউ কেউ মাঝেমাঝে আমাদের বলেন যে আপনি আমাদের গাড়ীর টাকা না দিলে আমি কেনসার রোগী আমি চিকিৎসা করতে পারছি না আউট অব্ টার্ন তাদের সাহায্য করতে হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে। কিন্তু এটাতেও বলছে কেউ উনাকে আউট অব্ টার্ন আমাকে করবেন না কেন ? আমি কি জবাব দেব আমিতো দিতে পারব না। এই সমস্যাগুলি আছে। ফলে আমরা বকেয়াটা দ্রুত পরিশোধ করার জন্য চেষ্টা করছি। তারপরেও আমি বলব ৯ কোটি টাকা বোধয় আমরা এক সাথে পরিশোধ করতে পারব না। আবার কিছু টাকা আছে আমাদের নির্বাচন দপ্তর থেকে পেতে হয়। এগুলি কিছু কিছু সমস্যা আছে।

আমি আশা করব নিশ্চয় মাননীয় সদস্য ব্যাপারটা বুঝবেন এবং আমাদের সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে যেগুলি করা যায় সেখানে যদি কোন গাফিলতি থাকে নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্টভাবে আনলে আমরা এগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করব।

শ্রীদীপক কুমার রায়ঃ — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে আপনার কাছে এই ধরনের কোন অভিযোগ নেই, পুলিশের কাছে অভিযোগ নেই। আমরা বহুবার রিটেন অভিযোগ করেছি আপনার কাছে। কিন্তু জানিনা আপনার অফিস আপনার কাছে পৌঁছায় কিনা ? সর্বশেষ চিঠি দেওয়া হয়েছে গত পরশুদিন ত্রিপুরা মানবাধিকার সুরক্ষা কমিটি ৮ তারিখ দিয়েছে রিটেন অভিযোগ। আপনার অফিস রিসিভড করেছে, এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে একটি গাড়ী ছাড়াতে হলে পাঁচ থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। এই যে মেমোরেণ্ডাম এটা গর্ভনরের কাছে দেওয়া হয়েছে। সি এম কে দেওয়া হয়েছে, সমস্ত মিনিষ্টারকে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আপনি এটা বিচার বিবেচনা করবেন। আমাদেরও দাবী দাওয়া আছে পূর্বের মোটর কর্মী সমিতি থেকে জানিনা আপনার কাছে পৌঁছে কিনা। স্যার, আপনার নলেজে এটা এসেছে বিগত বিধানসভা অধিবেশনে আমি এটাকে প্রশ্ন আকারে এনেছিলাম। এটা আপনি পুনঃ বিবেচনা করবেন যাতে এইভাবে রোড ট্যাক্স একবার পাহাড়ে দাঁড়িয়ে না দিতে হয় পাঁচ থেকে বিশ হাজার টাকা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এর উত্তরে বলছেন পুলিশের গাড়ীর বিলের কথা এটা সর্বোচ্চ ৯ কোটি টাকা। এই ত্রিপুরা রাজ্যে আর কখনও হয়নি এক সঙ্গে ৯ কোটি টাকা। মাননীয় অর্থমন্ত্রী লক্ষ্য করবেন যদিও প্রশ্নটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এইভাবে যারা শ্রমিক ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে গাড়ী চালাচ্ছেন, ওরা গাড়ী আপনার সরকারের কাছে ভাড়া দেবে পয়সা পাবে ৩ বছরে। এই যে ৯ কোটি টাকা এরমধ্যে এই টাকাও আছে। তারপরে তাদের ট্যাক্স দিতে হবে পাহাড়ে পাঁচ থেকে বিশ হাজার টাকা প্রতি রাত্রি তারপরে রোড ট্যাক্স দিতে হবে ৪ হাজার ২শর মধ্যে ১০ হাজার ৪শত টাকা উইথ ইনটারেস্ট। এগুলি চলতে পারে না। কাজেই আমি এই ব্যাপারে

পরিস্কার নই, আপনি আবার পরিষ্কার করবেন। আপনার কাছে লেটেস্ট মেমোরেণ্ডাম রয়েছে আপনি জানেন আপনি অবগত আছেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মেমোরেণ্ডান এর বিষয়ে কোথাও অস্বীকার করছি না। কিন্তু কোন এলাকায় ঘটনা ঘটেছে সেখানে একটা থানা আছে, সেটাতো নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। অমুক গাড়ী অমুক এলাকায় তাহলে ঐ থানা সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত এ যাবে। এটা ছাড়াতো কিছু করা যাবে না আপনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দিয়ে দিলেন জেনারেল একটা কথা বলে তাতে করে কি তদন্ত করা যায়? তাতে তদন্ত করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ যেটা বলছি যে. গাড়ীর ভাড়ার ব্যাপার আমরাতো ডিনাই করছি না খুব অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু কি কারণে হচ্ছে এটাও আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি আমাদের এখানে এত গাড়ীতো নিতেই হত না পরিস্থিতির চাপে আমাদের নিতে হচ্ছে। কিন্তু এটা মিট করতে গেলে কিছু রিকামবারসমেন্ট এর ব্যাপার আছে আর কিছু আমাদের নিজেদের বাজেট থেকে প্রভিশন করতে হয়। সব মিলিয়ে সেটা করা কিছু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভাড়া সম্পর্কে আমরা সচেতন এবং কত তাড়াতাড়ি এটা পরিস্কার করা যায় সেটার চেষ্টা আমরা করছি।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যেটা বলেছেন সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বলব যে, আমাদের কাছে অনেকগুলি তথ্য যে তেলিয়ামুড়ার থানার পুলিশ তাদেরকে সাহায্য করে না। সেই কারণে আজকে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ হয়েছে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য। আর সেখানে যদি ক্রেন দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যে যানগুলি বিকল হবে তাকে আনা যেত তাহলেও সেই সমস্যা হবে না। মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন থাকবে এই ব্যবস্থা টুকু করা যায় কি না। তাহলে পরে পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা আর দিতে হবে না। ক্রেনগুলি তো আমবাসা টি. আর. টি সি অফিসেই আছে। সেই ব্যবস্থা করবেন কি না?

শ্রীমানিক দে : — আমার একটি সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী একই সঙ্গে উত্তর দিতে সুবিধা হবে। ক্রেন করে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিকল গাড়ী এবং ক্রেন উভয়ের ক্ষেত্রে বিপদ হবে। সেই ক্ষেত্রে মালিক যারা আছে তারা যদি নিজেদের টাকা দিয়ে সাড়াই করে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে পুলিশ সাহায্য করের কি না, এই ধরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

শ্রীমানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী) : — আমার দৃষ্টিতে এটাই হওয়া উচিৎ। গাড়ীগুলি আটকে থাকবে কে আনতে যাবে সেখানে? এটা সবটাই আমরা এক সঙ্গে বসে আলোচনা করে একটা উপায় বের করতে হবে। গাড়ির মালিক যারা আছে বা আমাদের শ্রমিক যারা আছেন বা শ্রমিক মালিক আছেন এবং পুলিশ ও ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এক সঙ্গে বসে আলোচনা করে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। যদি সেখানে ক্রেন দিয়ে কেউ আনতে যায়

তাহলে দুইটা কেন্দ্রেট সমস্তা দেখা দিবে।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কি না যে সেখানে স্থানীয় যারা পাহারা দেয় তাদের সঙ্গে পুলিশ এবং সি আর পি এফ এর হাত আছে। সেখান থেকে পুলিশ এবং সি আর পি এফ এর কিছু জওয়ানরা ভাল টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই ধরণের কোন অভিযোগ আমার কাছে নেই। যদি থাকে নিশ্চয়ই আমাদের তদন্ত করে দেখতে হবে। সবাই জানা আছে আর সুনির্দিষ্ট তথ্য এটা এক হলো না। যেহেতু বিষয়টা বিধানসভায় উঠেছে, মাননীয় সদস্যরা যেভাবে জিনিষটা বিধান সভায় তুলেছেন নিশ্চয়ই সেইভাবে সেই রাস্তার সিকিউরিটিতে যারা নিয়োজিত আছে (আসাম—আগরতলা রোড) সাধারণত সি আর পি এফ দেখছে তাদের ঊর্ধতম কর্তৃপক্ষকে বলব যে বিধান সভায় ব্যাপারটা এইভাবে উঠেছে প্লীস লোক আফ্‌টার দ্য মেটার।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্ত আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। ANNEXURE'S 'A & B'

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এক মিনিট। স্যার, গত ৭ তারিখ সকাল ৭-৩০ মিঃ সময় মোহনপুরের একটা বেকারির সামনে ছোট একটা শিশু আট বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। প্রথম তাকে মোহনপুর লোক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থা ঘোরতর মনে করে সেখান থেকে আই জি এম হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু স্যার, দুঃখের বিষয় সেখানে পুলিশ কেস বলে তার কোন চিকিৎসা করা হল না। স্যার খুবই লজ্জাকর ব্যাপার পুলিশের কাছে গিয়েও পুলিশ কেস নিতে অস্বীকার করছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ : — মিঃ স্পীকার স্যার, এই তো এট শিশুটি। অমানুষিকভাবে তার উপর ধর্ষণ করা হয়েছে। স্যার, আজকে আমার আর কোন ভাষা নেই আপনাকে বলার মত।

শ্রীজওহর সাহা : - স্যার মোহনপুরের যে সি আই ডি গৌতম কেসটাকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

শ্রীরতনলাল নাথ : — স্যার, পুলিশ কোন কেস নেয়নি। আমি আর কি বলব, আমার আর কোন ভাষা নেই। এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এইভাবে চলতে পারে না। এইসব ঘটনা একের পর এক হচ্ছে।

কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সেই সি. আই-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, পুলিশও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এখানে পুলিশের প্রশ্ন জড়িত। পুলিশ সময়মত কেন ব্যবস্থা নিল না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ আপনারা শান্ত হোন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলতে দিন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে তার বিরুদ্ধে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আমাদেরকে সময় দিন। ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, সে কোন্ দলের লোক সেটা বড় প্রশ্ন নয়। যারা এই ব্যাপারে জড়িত তাদের আমরা দৃষ্টান্ত মূলক সাজা চাই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তো আগেই বলেছি এই ঘটনার সঙ্গে যারাই জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য করা হবে না। তবে আমাদেরকে সময় দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ:— ডাক্তার বলছে যে পুলিশের কাছ থেকে কোন কাগজ না পেলে তারা চিকিৎসা করবে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— রতনবাবু বসুন। বসুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, সেই সি. আই. বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক রাধারমন বাবুর ছেলেকে টর্চার করেছে। তার বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : — সেই পুলিশ অফিসারকে এখনই সাস্‌পেণ্ড করতে হবে। এখনই তাকে সাস্‌পেণ্ড করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— বসুন, বসুন। এত হৈ চৈ করবেন না। বসুন, বসুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সেই পুলিশ অফিসার সমস্ত কাগজপত্র লুপাট করতে চাইছে। তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তো বলেছি দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত রকম শান্তিমূলক ব্যবস্থা আমরা নেব তবে আমাদেরকে একটু সময় দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এখনই ব্যবস্থা দিতে হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছি তো ব্যবস্থা নেবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার পুলিশের কিছু কিছু অফিসার আছে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে। এমনকি প্রত্যেকটা থানার মধ্যে সি পি এমের অফিসার দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে তাদের নীতি অনুসারে কাজ করে। এটা স্যার কোন্ ধরনের রাজত্ব চলছে। স্যার কালকের মধ্যে এই ঘটনার সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি দিতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— ঠিক আছে স্যার আপনি একটি রুলিং দিন, যাতে আমি বাচ্চা মেয়েটাকে ফিরিয়ে নিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি এনেছেন তো নিয়ে যান।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি তো বলেছি, আমাদের এই বিষয়টা শেষ হলে পরে এই ব্যাপারটা বলতে পারব। আপনিই বলুন এখন তাকে সাসপেনশন্ করা যায় ... তো আইনের লোক। এটা তো এইভাবে করা যায় নাতো। ঠিক আছে আমি ব্যাপারটি কি দেখব।

মিঃ স্পীকার :— আপনি যান যান নিয়ে যান।

(গণ্ডগোল)

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPOND QUESTIONS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্।

গত বিধানসভার অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার ৭ এবং পোণ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০,৭৯,৯৬ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭ এবং পোষ্টপণ্ডে আনষ্টার্ড নাম্বার ৪০, ৭৯, ৯৬ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান।

গত বিধানসভার অধিবেশনে পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চানস নং ৭ এবং পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান্ নং ৪০,৭৯,৯৬ এর উপর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান্ নং ৭ এবং পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড নং ৪০,৭৯,৯৬ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— Sir, Ibeg to lay the copy each of the replies the postpond Starred Q No : 7 and Unstarrad Q : No, 40, 79, 96 in the table of the house.

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড, । আমি আজ একটি (১) নোটিস মাননীয় সদস্য এর নিকট হতে নিয়ে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিয়ে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করিতেছি :—

নোটিশের বিষয়বস্তু হল গত ৩০শে জুন ২০০০ ইং তারিখে স্থানীয় স্যন্দন পত্রিকায় ক্ষুধার তাড়নায় প্রানের মায়ায় সহস্রাধিক বাঙ্গালী বাংলাদেশমুখি শির্ষক প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে। সদস্যের নাম শ্রীকাজলচন্দ্র দাস এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই রেফারেন্সের উপর আগামী ১৩ই জুলাই ২০০০ ইং উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য এর নিকট হতে নিয়ে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষানিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিয়ে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ্য করছি শ্রী অমিতাভ দত্ত এবং শ্রী বাসুদেব মজুমদার।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ত্রিপুরা সীমান্তে সন্ত্রাসবাদ দমনে এবং চোরা চালান রোধে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোন ভূমিকা না নেওয়া সম্পুর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা তো করলাম মাননীয় সদস্যগণও আমার সঙ্গে একমত হবেন।

এটা ডিস্‌কাস্‌ হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যদ্বয়ের নিকট হতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি : —

শ্রী রতন লাল নাথ এবং শ্রী সুরজিৎ দত্ত।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, পূর্তদপ্তরের কুমারঘাট অফিসে নৈরাজ্য মন্ত্রীর নির্দেশে টেণ্ডার বাতিল দুর্নীতিবাজ বহাল তবিয়েতে গত ১লা জুলাই ২০০০ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ৫ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : — স্যার, আমি আগামী ১৯ শে জুলাই ২০০০ ইং তারিখে উত্তর দেব।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ : — স্যার, আমার রেফারেন্সটা হয়নি ?

মিঃ স্পীকার : — না, পত্রিকায় যা যা আছে এই সব হচ্ছে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ : — আপনাদের হোয়ের ইন্‌ দ্যা রুলস্‌ যে রেফারেন্স আমরা পত্রিকার জেরক্স করে দিতে হবে। কোথায় লেখা আছে আপনি বলুন। আপনি বলুন যে কোন জায়গায় লেখা আছে পত্রিকা কাটিং করে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার : — এটা রুলস্‌ অনুযায়ী হয়নি।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ : — স্যার, আমি বইপত্র পড়ি আমি উল্টোপাল্টা কিছু করিনা।

মিঃ স্পীকার :— না, এটা রুলস্‌ অনুযায়ী হয়নি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, পত্রিকায় যদি কোড্‌ করি তাহলে আদারওয়াইজ্‌ আমি যদি রেফারেন্স কল্‌ করি ?

মিঃ স্পীকার : — আমি ক্লিয়ার করব তো আমি বললাম্‌। শুনুন মাননীয় সদস্য যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে আমি ক্লিয়ার করে দেব, কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— প্রশ্নের মধ্যে আছে, তাহলে আপনি কি করে এলাউ করছেন মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্তের এটা কানেকট করলেন। একই ট্রপিক আপনার প্রথমেই তো আসা

উচিত হয়নি। যেহেতু এটা আলোচনা হয়েছে।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— কাজেই এটা কিছুতেই হতে পারে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— না স্যার, এখানে তো দুইটা আছে, তিনটা দেওয়ার কথা। স্যার, আপনি তো একজনকে তো বঞ্চিত করলেন। তাহলে কি আমাদের অধিকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা তো অধিকার পেয়েছেন। আপনি কি কলিং এটেনশন দিয়েছেন?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— হ্যাঁ দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনার তো রুলস অনুযায়ী হয়নি। আপনি আসুন আমার চেম্বারে। কাজেই রুল ফলো করতে হবে। হয় না, হয় না আপনি আমার চেম্বারে আসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি বলছেন একটা আলোচনা হয়েছে। এটা এখানে আসতে পারে না। আপনি তবু এলাউ করছেন।

মিঃ স্পীকার :— এর আগে যেহেতু আলোচনা হয়েছে, এই জন্যই হয় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এখানে যেগুলি সম্মতভাবে আনা হয়েছে, সেইগুলি আপনি বাতিল করুন। তার যেগুলি সম্মতিহীন এইগুলি এলাউ করছেন, এটা ঠিক না।

মিঃ স্পীকার :— না না।

গণ্ডগোল

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : —স্যার, আমি যেটা এনেছি এটাও কি বাতিল হয়ে গেছে? কাজেই এইভাবে তো হাউস চলতে পারে না। কারণ একজন যেটা নীতিগতভাবে আনছেন এটা বাতিল করা হয়েছে: কারণ আপনি এটা আনছেন।

মি স্পীকার :— আমি বললাম তো রুলস ফলো করা হয়নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আপনি যেটা এলাউ করছেন, সেটা ফলো করেনি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যের নাম শ্রীসমীর দেব সরকার। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "গত জুন মাসে খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর থানাধীন কিরণ মালাকার পাড়ায় সাম্প্রদায়িক দুরবৃত্তদের দ্বারা যাত্রীবাহী গাড়ীতে আক্রমণে ২ জন নিহত ও বেশ কয়েক জন আহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একট তারিখ জানাবেন। ঐ তারিখে তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ১৭ই জুলাই ২০০০ইং তারিখ উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার : — আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি সদস্যদের নাম হলো :— শ্রীঅমিতাভ দত্ত ও
শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো : — "বিমান সংস্থার কারণে ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পূর্ণ রোগী সহ যাত্রী সাধারণে নিত্য দুর্ভোগ হওয়া সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত ও শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মণ মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন এবং ঐ দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি ১৮ই জুলাই ২০০০ইং উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যের নাম শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১লা জুন ১৯৯৯ইং তারিখ হইতে দক্ষিণ ত্রিপুরা তদানিন্তন জেলা শাসক কর্তৃক উদয়পুর শহরের উপর দিয়ে সুভাষ সেতু থেকে পূর্বতন বাসষ্ট্যাণ্ড শিববাড়ী সংলগ্ন হয়ে ব্রহ্মবাড়ী পর্য্যন্ত সকল প্রকার যাত্রীবাহী বাস ও জীপ এর চলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারী করে দেওয়ায় বাস ও জীপ যাত্রীদের এবং বিভিন্ন এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জনদুর্ভোগ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া, কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব টি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) : — স্যার, আমি আগামী ১৭ইং তারিখ উত্তর দেব।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে "শর্ট ডিসকাশান অন মেটারস অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স" এর উপর একটি নোটিশ পেয়েছি এবং জন জীবনের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সেটির অনুমোদন দিয়েছি।

উক্ত নোটিশটির বিষয়বস্তুটির উপর আগামী ১১ই জুলাই, মঙ্গলবার ২০০০ইং তারিখ এই সভায় আলোচনা হবে।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "আইন শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত রাজ্য আরক্ষা দপ্তরের পদোন্নতিপ্রাপ্ত সাব ইনসপেক্টরদের (এস. আই) ফৌজদারী সহ অন্যান্য মামলার তদন্ত কার্য্যে এবং সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে দক্ষতা পারদর্শিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত পদোন্নতিপ্রাপ্ত এস. আই. দের যথার্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্পর্কে" (ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ৬৩ নং ধারা মোতাবেক উক্ত বিষয়বস্তুটির উপর আলোচনার জন্য ১ (এক) ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

এটার তো আলোচনার দরকার নেই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এই ফর্মটা হাউস থেকে দেওয়া হয়েছে। এটাতে রুলস ৬১ লেখা রয়েছে, কিন্তু ৬১ না। রুলসটা হল ৬২' ৬১ এটা হল হাফ এ্যান হাওয়ার ডিকাশন।

PRESENTATION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR, 2000—2001

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করা। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, অতিলম্বে আমাদের সকল মেম্বারদের জন্য একটা সেমিনারের ব্যবস্থা করুন। কারণ আমরা বইয়ের যে রোলস্ আছে এই অনুপাতে পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন করেছি।

মিঃ স্পীকার :— এটার প্রয়োজন পড়ে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— কখন আর প্রয়োজন হবে স্যার, ৫ বৎসর পরে ?

মিঃ স্পীকার :— আপনারা কি বুঝতে পারছেন না ? আমি বললাম তো আমাদের যদি ভুল হয়ে থাকে স্বীকার করে নেব। আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (অর্থমন্ত্রী) :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি এখন ২০০০-০১ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাব পেশ করছি।

২। আমাদের দেশ বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। দেশের সামনে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি হলো, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে খুবই কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তথাকথিত উদারীকরণ ও আর্থিক সংস্কার নীতি রূপায়িত হওয়ার ফলে এই পরিস্থিতি আরো তীব্র সঙ্কটের মুখে পড়েছে। নতুন আর্থিক নীতিতে বেসরকারী ক্ষেত্র ও বাজার কেন্দ্রিক বিষয়াদির উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। যার ফলে, আঞ্চলিক বৈষম্য যেমন আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে, তেমনি বিপুল অংশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের উপরেও কঠোর আঘাত নেমে এসেছে। এটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে, সরকার বিদেশী কোম্পানীগুলিকে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। বীমা ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছে। যদিও জাতীয় বীমা কোম্পানীগুলি গত কয়েক বছর ধরেই লাভে চলছে। উপরন্তু, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের শেয়ার কমিয়ে ৩৩ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ব্যাঙ্কগুলির অবশিষ্ট শেয়ার বেসরকারী কোম্পানীর কাছে বিক্রি করা হবে। আমি দৃঢ়তার সাথেই বিশ্বাস করি যে, ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঘিরে এই তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচীর বহর এই ক্ষেত্রটির সামাজিক বাধ্যবাধকতাকে অবশ্যই দাবিয়ে রাখবে।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি বছরের বাজেটে খাদ্যের উপর সরকারী ভর্তুকি হ্রাস করার এবং খাদ্যের গণবণ্টন ব্যবস্থায় তদনুরূপ কিছু পরিবর্তন আনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে নিম্ন আয়ভুক্ত ব্যাপক অংশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বঞ্চনা আরো প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। এই পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনাও যথেষ্ট। কেন্দ্রীয় বাজেটে সারের উপর থেকেও ভর্তুকি হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষক সমাজের উপর যেমন বিরূপ প্রভাব পড়বে তেমনি খাদ্যশস্যের দাম আরো একদফা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪। বিগত কয়েক বছর সমানে কেন্দ্রীয় বাজেটে আবগারী এবং শুল্ক মাশুল বারবার হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কর সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে, কর ও জি ডি পি-এর অনুপাতও হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে, কেন্দ্রীয় করের উপর রাজ্যের শেয়ার হিসেবে প্রাপ্য অর্থের প্রবাহও হ্রাস পেয়েছে। রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতির উপর এই ঘটনা বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

৫। আর্থিক অবস্থার এই দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি বর্তমান বাজেট পেশ করছি। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, অনেক রাজ্যের আর্থিক অবস্থারই এক লাফে

দ্রুত অবনতি ঘটেছে। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে এদের মধ্যে কিছু রাজ্যের সরকারকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সমঝোতা পত্রে বা মৌ-এ স্বাক্ষর করতে হয়েছে : এই 'মৌ' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারগুলি আর্থিক শৃঙ্খলার কঠোরতম শর্তাদি মানতে বাধ্য হয়েছে। তবে ত্রিপুরায়, আমরা আমাদের প্রাপ্ত সহায়-সম্পদ দিয়েই আমাদের আর্থিক অবস্থা সামলাতে পেরেছি। এবং এর মধ্য দিয়ে রাজ্যে আর্থিক সুস্থিতির পরিবেশ আনা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যের হাতে যে আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে, বিচক্ষণতার সাথে এর পরিচালনার সুবাদেই প্রধানত, এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

৬। সার্বিকভাবে রাজ্যের অর্থনীতি ধীরে ধীরে হলেও অগ্রগতির পথে। কুইক এস্টিমেট অনুসারে, স্থির মূল্যে (১৯৯৩-৯৪ সালকে ভিত্তি বছর ধরে) রাজ্যের নীট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (এন এস ডি পি) ১৯৯৬-৯৭ সালে অর্জিত ১৯৮১.৭৯ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭-৯৮ সালে দাঁড়ায় ২১৭৯.৯৭ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ। পাশাপাশি, মাথা পিছু আয়ও বেড়েছে। চলতি মূল্যে (ভিত্তি বছর ১৯৯৩-৯৪) মাথা পিছু আয়, যা ১৯৯৬-৯৭ সালে ছিল ৫,৮৯০ টাকা, ১৯৯৭-৯৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬,৭২১ টাকায়। ১৯৯৮-৯৯ সালে এটা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৬০৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে বলে অ্যাডভান্স এস্টিমেট-এর আনুমানিক হিসেব। রাজ্যে মাথা পিছু আয়ে এই প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হলেও তা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মাথা পিছু আয় স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছর ১৯৯৩-৯৪) ১৯৯৭-৯৮ সালে ছিল ১৯,৬৬০ টাকা। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সুদৃঢ় অগ্রগতি ঘটাতে আমাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকলেও, তা যথেষ্ট নয়—আমাদেরকে জাতীয় বিকাশের স্তরের কাছাকাছি যেতে হলে, আরো অনেক কিছু করণীয় আছে।

আর্থিক পরিস্থিতি

৭ আমরা আমাদের আর্থিক পরিস্থিতিকে দূরদর্শিতার সাথে পরিচালনার পরও, এটা স্বীকার করতে হচ্ছে যে, গত কয়েক বছর ধরে অনেক পূর্ব-প্রতিশ্রুত প্রকল্পের আর্থিক দায়ভার মেটাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের ব্যয়ের বহর প্রায় স্ফিতাবস্থায় চলে এসেছিল। চলতি বছরের বাজেটে লক্ষ্যণীয়, রাজ্যের মোট ব্যয়ের ৬০ শতাংশেরও অধিক খরচ হবে সরকারী কর্মচারীদের বেতন, অবসরকালীন ভাতা, ঋণ পরিশোধ বাবদ। উপরন্তু, যোজনা বহির্ভূত ক্ষেত্রের (নন-প্ল্যান) নির্দিষ্ট কিছু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে চলতি বছরের বাজেটে যোজনা বহির্ভূত ব্যয়ের (নন-প্ল্যান এক্সপেন্ডিচার) একটি বড় অংশ (১৭%) নির্দিষ্ট করে রাখার প্রয়োজন হবে। কারণ হচ্ছে, নিরাপত্তা সম্পর্কিত কাজে ব্যয় বেড়েছে, তেমনি ব্যয় বেড়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃক বিদ্যুৎ ও গ্যাস

ক্রয়ের ক্ষেত্রেও। বিপুল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত এ সমস্ত উপাদান হাতে নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট রচনা করার মতো চাতুর্য্যপূর্ণ কৃৎ-কৌশল সরকারের হাতে নেই। ফলে, বাজেটের একটি সামান্য অংশ মুলধনী ব্যয় (ক্যাপিটেল একস্‌পেণ্ডিচার) শুষে নিচ্ছে এবং বর্তমানের সম্পদ রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য যে টাকার দরকার, সে ব্যাপারেও বাজেট বরাদ্দের সুবিধা অত্যন্ত সীমিত।

৮। উপরিল্লিখিত সমস্যা আরো জটিল হয়েছে অন্য একটি কারণে, যা হচ্ছে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির সমানতালে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়েনি। রাজ্য সরকারের কর রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেমন যুক্তিসঙ্গত বিকাশ (গড়ে ১৪-১৫%) অর্জিত হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি কর-বিহীন রাজস্ব বা নন-ট্যাক্স্‌ রেভিনিউ ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ যেভাবে দিনে দিনে কমছে তা বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী ক্ষেত্রের সংস্থাগুলিতে পাবলিক সেক্টর আণ্ডারটেকিং রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করে আসছে বটে, কিন্তু এই সংস্থাগুলি থেকে এখন পর্যন্ত কোনও রকম আয় পাওয়া যাচ্ছে না। বরং এই সংস্থাগুলিকে চালু রাখার জন্য সরকারকে বাধ্য হয়ে সময়ে সময়ে এই সংস্থাগুলির জন্য অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করতে হচ্ছে।

৯। রাজ্য সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন পরিষেবাগুলি থেকেও আয়ের পরিমাণ এতই কম যে, তাও সমান উদ্বেগের। বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন সরকারী পরিষেবা ক্ষেত্রের উপর রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ করলেও সেইগুলি থেকে আশানুরূপ আমানত ফেরৎ আসছে না। ত্রিপুরায় সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রে রাজ্য বিনিয়োগের সাপেক্ষে আয় হয়েছে মাত্র ০.৬৭% এবং অর্থনৈতিক পরিষেবা ক্ষেত্রে এ হার মাত্র ৬.০২%। উভয় ক্ষেত্রকে একসাথে করে জনগণের পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে রাজ্য সরকারের আয়ের গড় পরিমাণ হচ্ছে ২.৯৪%। এইভাবে জনগণের সেবায় যে সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষেবা চালু হয়েছে, সরকার সেগুলিতে কার্যত ভর্তুকী দিচ্ছে ৯৭.০৬%। একারণে কর-বিহীন রাজস্ব (নন ট্যাক্স রেভিনিউ) ও রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি এস ডি পি) এর অনুপাত ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে এবং রাজস্ব সংগ্রহ প্রয়োজন মাফিক বৃদ্ধি পাচ্ছে না। উপরন্তু, ব্যয় সাপেক্ষে কম আয়ের কারণে, এই সমস্ত পরিষেবার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ সংস্থান সম্ভব হয়নি। ফলে এ সমস্ত সম্পদের গুণমানের ক্ষতি হচ্ছে।

১০। একদিকে রাজস্ব আয়ের ঘাটতি এবং অপরদিকে ব্যয় বৃদ্ধি, উভয় কারণে রাজ্যকে রাজকোষাগার ঘাটতি (ফিসক্যাল ডেফিসিট) বৃদ্ধির পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই রাজকোষাগার ঘাটতি মেটাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। ত্রিপুরার একাউনটেন্ট জেনারেল (এজি) থেকে প্রাপ্ত হিসাবানুসারে ঋণ বাবদ রাজ্য সরকারের দেনার পরিমাণ ১৯৯৪-৯৫ সালের ৮৫২.৩৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালের ৩১ মার্চ-এ

গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৪৭.২৮ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের কাঁধে ঋণের বোঝার পরিমাণ বর্তমানে নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (এন এস ডি পি) ৫৯%।

১১। রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে এই বিপুল দেনার দায়ে পড়লেও, বিধিবদ্ধ নিগম, সরকারী কোম্পানী ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে অর্থকরী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ঋণ নিতে পারে, এরজন্য রাজ্য সরকার এই অধীনস্থ সংস্থাগুলিকে আর্থিক জিম্মা বা গ্যারান্টি দিয়ে চলেছে। ফলে এদের কারণেও রাজ্য সরকারের দায় দায়িত্বের ব্যয়ের বহর বাড়ছে। এজি-র হিসেবানুসারে, ১৯৯৯ এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্য সরকার প্রদত্ত গ্যারান্টির মোট আর্থিক পরিমাণ হচ্ছে ৬৩.৮২ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার প্রদত্ত গ্যারান্টি সাপেক্ষে ওই সংস্থাগুলি ঋণ নিতে সমর্থ হলেও, ওই ঋণ পরিশোধ করার মতো দৃঢ় অবস্থানে পৌঁছতে না পারার কারণে, এদের বকেয়া দেনা পরিশোধের দায় ও বোঝা চাপছে রাজ্য সরকারের কাঁধে। এরকম দেনা শোধ করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার ১০ কোটি টাকার প্রারম্ভিক লগ্নী করে গ্যারান্টি রিডেমশান ফাণ্ড নামে একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১২। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য সরকার আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন ব্যবস্থা সহযোগে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যাতে করে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পরিচালন ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদীকিছু সমস্যা সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আমি এখন এই সমস্ত পদক্ষেপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

১৩। বিক্রয় কর সম্পর্কিত ব্যাপারে জাতীয় স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমহারে কর নীতি (ইউনিফর্ম ফ্লোর রেইটস) রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে এবং রাজ্যে তা রূপায়িত হচ্ছে। এই পদক্ষেপ আন্ত-রাজ্য কর কাঠামোর মধ্যে সাযুজ্য এনেছে এবং রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক কর হার নিয়ে বর্তমান বৈরিতার অবসান ঘটিয়েছে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যে কার্যকর করার ফলে বাৎসরিক ৫কোটি টাকার যোগান হবে বলে রাজ্য সরকার আশা করছে। বিক্রয় করের উপর ইউনিফর্ম ফ্লোর রেইটস এর জাতীয় স্তরের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হলেও, রাজ্য সরকার ডিজেল, রাসায়নিক সার ও সূতোর বিক্রয় করের উপর এই ইউনিফর্ম ফ্লোর রেইটস মেনে নেওয়ার ব্যাপারে অসম্মতি জানিয়েছে। ত্রিপুরা শুধুমাত্র সড়ক পরিবহণের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে, ডিজেলের উপর বিক্রয় করের হার আরো বৃদ্ধি করা হলে, রাজ্যে সব রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও অন্যান্য পণ্যাদির দামের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে, এই তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সামনে তুলে ধরেছে। রাসায়নিক সারের ব্যাপারে রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে যুক্তি সহকারে এই তথ্য তুলে ধরেছে যে, খাদ্য-শস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। কৃষিজ

উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য রাসায়নিক সার হচ্ছে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। রাজ্যে রাসায়নিক সারের ব্যবহারের মাত্রা জাতীয় স্তরের সাপেক্ষে এক-তৃতীয়াংশেরও কম। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যে রাসায়নিক সারকে বিক্রয়করের আওতার বাইরে রাখার অনুমতি দিতে কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে। সুতোর ক্ষেত্রেও অনুরূপ আর্জি পাঠানো হয়েছে। রাজ্যে প্রধানত উপজাতি ও মনিপুরী সম্প্রদায়ের জনগণ তাদের ব্যক্তিগত পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করার জন্য এই সুতো ব্যবহার করে থাকেন। এই তিনটি পণ্যের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত ইউনিফর্ম-ফ্লোর রেইট্স বলবৎ করেনি। তবে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর আহ্বানে গত ২২ জুন, ২০০০ অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিক্রয়কর সম্পর্কিত ইউনিফর্ম ফ্লোর রেইট রাজ্যগুলিকে অবশ্যই রূপায়ণ করতে হবে। এব্যাপারে কোনওরকম বিচ্যুতি চলবে না। এই তিনটি পণ্যকে উপরিল্লিখিত সিদ্ধান্তের আওতা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি এও ঠিক যে, জাতীয় স্তরে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত যদি রাজ্যগুলিকে একশো ভাগ মেনে চলতে বাধ্য করা হয় এবং অন্যথায় রাজ্যের স্বাভাবিক যোজনা সাহায্যের ২৫ শতাংশ আটকে রাখার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত হয়তো কেন্দ্রের পথেই হাঁটা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না।

১৪। রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ মাশুলের হার বৃদ্ধি করেছে। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে রাজস্ব আয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর আশা করছে। বিদ্যুৎ মাশুল কাঠামো যুক্তি সঙ্গত করার ফলে এবং বিদ্যুৎ চুরি আটকাতে উত্তম নজরদারীর ফলে ইতিমধ্যেই রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া, রাজ্য সরকার অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রেও ব্যয়ভার কমানোর লক্ষ্যে এই সকল পরিষেবা ব্যবহারকারীদের উপরও লেভি বসানোর ও মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখছে। রাজ্য সরকার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

একাদশ অর্থ কমিশন

১৫। কর বাবদ নীট অর্থ সংগ্রহ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির কাকে, কত বন্টন করা হবে, তা ২০০০-২০০৫ সালের জন্য সুপারিশ করতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক একাদশ অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে। সুপারিশমূলক একাদশ অর্থ কমিশনের এই রিপোর্ট এবছরের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে পেশ করার কথা ছিল। কমিশনের কাছে প্রদত্ত আমাদের স্মারকপত্রে আমরা আর্জি জানিয়েছি, রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় করের অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে, যে সমস্ত রাজ্য আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী সমূহ রূপায়ণ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, তাদের জন্য প্রভূত অর্থ সংস্থানের প্রতি যেন লক্ষ্য রাখা হয়। বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থ বন্টনের জন্য অর্থ কমিশন এমন একটি দিক নির্দেশক কাঠামো প্রণয়ন করুক, যাতে আন্তঃ রাজ্য বৈষম্য হ্রাস পায় এবং সুষম আঞ্চলিক বিকাশের প্রসার ঘটে।

কমিশনের কাছে প্রদত্ত স্মারকপত্রে এই আর্জির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এবং পৃথকভাবে রাজ্যগুলির মধ্যে সহায়-সম্পদ বন্টনের সুপারিশ করতে গিয়ে কমিশন আমাদের দাবীসমূহের প্রতি সুবিচার করবে এবং আমাদের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করবে বলেই আমরা আশা করি।

১৬। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বন্টনযোগ্য আয়কর ও কেন্দ্রীয় শুল্ক মাশুল এর শতকরা হার ইতিমধ্যে একাদশ অর্থ কমিশনের অন্তবর্তী রিপোর্টে বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, আয়কর ও কেন্দ্রীয় শুল্ক মাশুল এর বর্ধিত অনুপাত এরকমভাবে সুপারিশ করা হয়েছে, যাতে রাজ্য সরকার পায় ২৯%। যেখানে আমাদের দাবী ছিল সারচার্জ ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় কর রাজস্বের ৩৩%। রাজ্যগুলিকে প্রদেয় কেন্দ্রীয় করের ভাগ এর মধ্য দিয়ে অনেকটাই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। উপরন্তু, আমাদের নন-প্ল্যান গ্যাপ পূরণে একাদশ অর্থ কমিশনের কাছ থেকে ঘাটতি চালিত মঞ্জুরীর অধীনে আরো কিছু অর্থ আমরা পাওয়ার আশা রাখছি।

বার্ষিক যোজনা

১৭। সংশোধিত হিসাবানুসারে, ১৯৯৯-২০০০ সালে যোজনা বরাদ্দ ছিল ৫৩৮.২৭ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের সাপেক্ষে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪৫২.৫৩ কোটি টাকা। ঋণের বোঝাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার উদ্দেশ্যে আলোচনা-সাপেক্ষ কিছু ঋণ (নিগোশিয়েটেড লোন) শেষ পর্যন্ত গ্রহণ না করায় ব্যয়ের বহর হ্রাস পেয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত ক্ষেত্র সমূহ বিশেষ করে বি এম এস, বি এ ডি পি, টি এস পি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পুরোপুরি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ২০০০-০১ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক যোজনা বরাদ্দ যোজনা কমিশনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ৫৬৫.৫০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। যা ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের সংশোধিত হিসাবানুসারে যোজনা বরাদ্দ ৪৫১.৫০ কোটি টাকার তুলনায় ২৪% বেশী। ২০০০-০১ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক যোজনা প্রণয়ন করার সময়, মূল কর্মকৌশল হিসেবে যে বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি হলো উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা, পরিকাঠামোর মান উন্নত করা এবং সমাজের সমস্ত অংশের জনগণের মানোন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা। উন্নত পরিকাঠামো সৃষ্টি, যথা বিদ্যুৎ, সড়ক ও সেতু, শিল্প ও পরিবহণ ক্ষেত্রের উন্নতিতে সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। পরিকাঠামো নির্মাণে এ বছর বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৯০.৮৩ কোটি টাকা, যা মোট যোজনা বরাদ্দের ১৬.০৬%।

বিশেষ করে চূড়ান্ত অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উপকারের লক্ষ্যে সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রসারের দিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবং সে কারণে এই ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ ধার্য্য করা

হয়েছে ৩১৯,৮৪ কোটি টাকা, যা মোট যোজনা বরাদ্দের ৫৬,৫৬%। পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেটে বড় ধরনের একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র এবং জলসেচ ক্ষেত্রের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে মোট যোজনা বরাদ্দের ২৪.৬০ শতাংশে তুলে আনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রের জন্য বাজেট বরাদ্দ ধার্য্য হয়েছে ১৩৯.১২ কোটি টাকা। বাদবাকী ক্ষেত্রগুলির জন্য বাজেট বরাদ্দ ধার্য্য করা হয়েছে ১৫.৭৪ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট যোজনা বরাদ্দের ২.৭৮ %।

১৮। এ রাজ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবধান বিশাল। এই দুর্বলতা স্বীকার করে রাজ্য সরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড নামে একটি তহবিল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাধান্য-যুক্ত পরিকাঠামোগত প্রকল্প সমূহে লগ্নী করার উদ্দেশ্যে এই তহবিল ১০ কোটি টাকা দিয়ে খোলা হয়েছে। আমরা আশা করি, এই পদক্ষেপ রাজ্যের মধ্যে শক্তিশালী পরিকাঠামো সৃষ্টিতে জোরদার ভূমিকা নেবে।

১৯। সমস্ত ক্ষেত্রের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের কর্মকৌশল রাজ্যের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে এবং এর জনগণের জন্য উন্নত জীবনযাত্রার সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা নেবে বলে আমার পূর্ণ আস্থা আছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তর

২০। রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতির বিরোধী কিছু শক্তি সশস্ত্র হিংসার পথে পা বাড়িয়েছে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও সমৃদ্ধির শত্রু শিবিরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এরা রাজ্যে হিংসাত্মক কার্যাবলী সংঘটিত করছে। এই অপশক্তিকে মোকাবিলা করে এ ধরনের যে কোন অপচেষ্টাকে পর্যুদস্ত করতে, রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। রাজ্য সরকারের অধীনে আরো কার্য্যকরী আধাসামরিক বাহিনী থাকার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট, রাজ্য সরকার এটা অনুধাবন করছে। সেকারণেই চলতি অর্থ বছরে টি এস আর এর আরো দুইটি নতুন ব্যাটেলিয়ন গঠন করার মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে একটি হবে ইণ্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন।

২১। বিপথে চালিত যুবকদের নিয়ে গঠিত বৈরী গোষ্ঠিগুলির দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের শিকার হচ্ছেন নিরীহ সাধারণ মানুষ। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে যে সমস্ত মানুষ শিকার হয়েছেন, তাদের ক্ষয়ক্ষতি অপূরণীয়। তাসত্ত্বেও সরকার এসমস্ত দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের দুর্দশা আংশিকভাবে হলেও লাঘব করার জন্য যথাসম্ভব সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি সরকারী সাহায্যের আর্থিক মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশেষ করে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত ব্যক্তির পরিবারে সরকারী চাকুরী দেওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তি না থাকলে, ওই পরিবারের জন্য সরকারী আর্থিক সাহায্য ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। ঘটনার পর তাৎক্ষণিক

সাহায্য বর্তমানে চালু ৫০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫, ০০০ টাকা করা হয়েছে। আর যে সমস্ত ব্যক্তি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়েছেন, তাদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

২২। সন্ত্রাসবাদীদের এই দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপ দমনে আমাদের নিরাপত্তারক্ষীরা সাহসিকতার সাথে কঠোরভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে চলেছেন। এতে নিরাপত্তারক্ষীরাও কোনও কোনও সময় ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সন্ত্রসবাদীদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান চলাকালে কোনও পুলিশকর্মী কিংবা হোমগার্ড যদি নিহত হন, তাহলে ঐ নিহত পুলিশ-কর্মী বা হোমগার্ডের পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকার সাহায্য দেওয়া হবে। বৈরী দমনে অভিযানের বাইরেও যদি সন্ত্রাসবাদী হামলায় কোন পুলিশকর্মী মারা যান তাহলে তাঁর পরিবার পাবে ২ লক্ষ টাকা। নিহত পুলিশকর্মী কিংবা হোমগার্ডের পরিবারের কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সরকারী চাকুরী প্রদানের বাইরে এই অর্থ সাহায্য করা হবে। অনুরূপভাবে, সন্ত্রাসবাদী হামলায় কোনও সরকারী কর্মচারী নিহত হলে তাঁর পরিবারের যোগ্য কোনও ব্যক্তিকে সরকারী চাকুরী প্রদানের পাশাপাশি নিহত ব্যক্তির পরিবারকে এককালীন ২ লক্ষ টাকার অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে। সরকারের অপর এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সন্ত্রাসবাদী হামলার ফলে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর কোনও নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যু ঘটলেও তাঁর পরিবারকে অর্থ সাহায্য করা হবে। সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান চলাকালে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান নিহত হলে রাজ্য সরকারের তরফে অর্থ সাহায্যের পরিমাণ হবে ২ লক্ষ টাকা, অন্যথায় অর্থ সাহায্যের পরিমাণ হবে ১ লক্ষ টাকা।

২৩। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে উদয়পুরে টি, এস, আর ব্যাটেলিয়নের হেডকোয়ার্টার নির্মানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে কাঞ্চনপুর ও রামচন্দ্রঘাটেও ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হবে।

২৪। টি. এস. আর-এর ৬ নং ব্যাটেলিয়নকে (আই. আর) প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে।

২৫। ৫৩০ জন সিভিল কনস্টেবল নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা আগরতলায় পুলিশ ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ২০০০ সালের আগষ্ট মাসের শেষে তাঁদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হবে।

২৬। টি. এস. আর-এর বিভিন্ন ব্যাটেলিয়নের জন্য ৫৯১ জন রাইফেলম্যান, ৯৬ জন এনরোল্ড ফলোয়ার, ৪৬ জন নায়েব সুবেদার এবং ১৪০ জন হাবিলদার সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছে।

২৭। ৫৭ জন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হয়েছে। টি পি এস সি-র মাধ্যমে নিযুক্ত এই সাব-ইন্সপেক্টরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে নেফার বড়পাণিতে।

২৮। টি এস আর-এর মধ্য থেকেই দুই কোম্পানী স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এস. টি. এফ) গঠন করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর 'স্কুল অফ জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার'-এ প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর

এস. টি. এফ-দের অপারেশন চালানোর কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। টি. এস. আর-এর জন্য একটি পৃথক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে

২৯। ৩৭ জন টি. পি. এস. অফিসার ব্যারাকপুরে মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষ করে এখন ফিল্ড প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তার মধ্যে ২০ জন শিক্ষানবিশ অফিসারকে অস্ত্রশস্ত্র ও রণকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ইন্দোরের বি. এস. এফ. একাডেমিতে পাঠানো হয়েছে।

৩০। ফরেনসিক ল্যাবরেটরির কাজও এগোচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ২১ টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩১। রাজ্য পুলিশ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অস্ত্র, গোলা-বারুদ, যানবাহন ও ওয়্যারলেস সরঞ্জাম পেয়েছে, যার অর্থ মূল্য ১০.৩৫ কোটি টাকা। রাজ্য বাজেট থেকেও ৪.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে অস্ত্র ও বুলেটপ্রুফ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩২। সরকার কট্টর বৈরীদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। সাথে এও ঘোষণা করেছে যে, এই বৈরীদের গ্রেপ্তারের জন্য কোনও ব্যক্তি সঠিক তথ্য দিতে পারলে ওই ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হবে।

৩৩। সরকার ১৯৯৮-এর ত্রিপুরা পুলিশ আইন (মেরিট প্রোমোশন এণ্ড স্পেশাল রিক্রুটমেণ্ট) সংশোধন করেছে। এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে পুলিশের মধ্যে দক্ষ কর্মীদের উৎসাহ দিতে মেরিট প্রোমোশনের হার পাঁচ থেকে দশ শতাংশ করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য দুই জন সাব-ইন্সপেক্টরকে ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত করা হয়েছে।

৩৪। রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে ১২ জন খেলোয়াড়কে ফুটবল খেলোয়াড়) ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে।

৩৫। ১৯৯৮-৯৯ সালে রাজ্যে সামরিক বাহিনী ও আসাম রাইফেলস-এর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে তিন ব্যাটেলিয়ন ও চার ব্যাটেলিয়ন। কিন্তু ১৯৯৯-২০০০ সালে রাজ্যে কোন সামরিক বাহিনী ছিল না। কারণ সামরিক বাহিনীর সর্বশেষ ব্যাটেলিয়নটি রাজ্য ত্যাগ করে ১৯৯৯ সালের মে মাসে। তখন ছিল মাত্র চার ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেলস্. বর্তমানে উগ্রপন্থী মোকাবিলায় রাজ্যে রয়েছে ১৫ ব্যাটেলিয়ন সি. আর. পি. এফ., ৪ ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেলস্ এবং ৬ ব্যাটেলিয়ন টি এস আর। রাজ্যে উগ্রপন্থী মোকাবিলার কাজ সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য রাজ্য সরকার বহুদিন ধরে সামরিক বাহিনী পুনঃ মোতায়েন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে আসছে।

৩৬। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ফায়ার সার্ভিস ১,৪৮৮ টি কল্-এ সাড়া দিয়ে ৭.২৪ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ রক্ষা করেছে। ২০০০-২০০১ বছরে চারটি নতুন অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে।

৩৭। ২000-২00১ অর্থ বছরে দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ১00.0৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

আইন

৩৮। গরীব মানুষকে আইনগত সহায়তা দানের জন্য ১৭ টি লিগ্যাল এইড-কাউন্সেল নিয়োগ করা হয়েছে। গত বছর দুটি লোক আদালত-সংঘটিত করা হয়েছে। এতে ১১৯ জন ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন এবং ৬৯'৩৯ লক্ষ টাকা তাঁরা পেয়েছেন। এধরদের লোক আদালত ভবিষ্যতেও সংঘটিত করা হবে। সোনামুড়া এবং খোয়াই এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেশন জাজকোর্ট চালু করার জন্য সমস্ত রকমের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে এবং শীঘ্রই এগুলির কাজ শুরু হবে। রাজ্যে বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের জন্য ৩টি আদালত ভবন এবন ৬টি কোয়ার্টার গত বছর তৈরী করা হয়েছে। ধলাই-এ জেলা আদালত এবং ৫টি মহকুমা আদালত স্থাপনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি দপ্তর

৩৯। রাজ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ঘাটতি মিটিয়ে রাজ্যকে পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে স্বয়ম্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে কৃষি দপ্তর একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সুনির্দিষ্ট অ্যাকশন প্ল্যান হাতে নেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন বীজ, সার, সেচ ব্যবস্থা, চাষাবাদের যন্ত্র সরঞ্জাম এবং প্রতিষ্ঠানিক ঋণ ইত্যাদি বিষয়গুলি কৃষক সমাজ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা যাতে সহজেই লাভ করতে পারেন, এরজন্য ধারাবাহিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে এইসব আনুষ্ঠানিক বিষয় ও উপকরণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪০। ইতিমধ্যেই যে কয়েকটি বড় আকারের কর্মসূচীর সূচনা হয়েছে, এদের মধ্যে রয়েছে নথীভূক্ত চাষিদের দিয়ে রাজ্যের মধ্যেই উন্নত বীজ (Certified seeds) উৎপাদন এবং সরকারী কার্মে মৌলিক বীজ (Foundation seeds) উৎপাদন করা। ইতিমধ্যে ৪00 কুইন্টল ফাউণ্ডেশন/সার্টিফায়েড বীজ উৎপাদিত হয়েছে এবং এই বীজগুলির থেকে আরো বীজ উৎপাদনের জন্য ওই ৪00 কুইন্টলই নথীভুক্ত চাষিদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। বিভাগীয় দপ্তর সরকারী কার্মে সংকর জাতের ধানের বীজ উৎপাদন করেও দারুণ সাফল্য অর্জন করেছে। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরাই প্রথম এধরনের ঘটনার প্রবর্তন করেছে। এসমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে আশা করা যাচ্ছে, রাজ্যের বাইরে থেকে গুণমান সমৃদ্ধি বীজ আমদানী করার উপর আমাদের নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

৪১। চাষীদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার সরবরাহ নিশ্চিত করার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সার বিপণন করার কাজে সমবায় ক্ষেত্র, সরকারী সংস্থা ও বেসরকারী

সংস্থাগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে।

৪২। জুমের ফসলের উৎপাদনশীলতার উন্নতি সাধনে বিশেষ ব্যবস্থা হিবে উন্নত পদ্ধতিতে জুম চাষের উপর একটি কর্মসূচী ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে শুরু করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া গিয়েছে। চলতি অর্থ বছরেও এই কর্মসূচীটি আরো ব্যাপক মাত্রায় অব্যাহত রাখা হবে।

৪৩। চাষিদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের কাজে তাদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত গ্রামীণ বাজারগুলি সনাক্ত করার পর এদের উন্নতি সাধনের জন্য যে কর্মসূচী চালু আছে, তা অব্যাহত রাখতে উপযুক্ত বিধান দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ছেলিয়ামুড়ায় ৫০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি হিমঘর স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বাইখোরায়ও একটি হিমঘর স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪৪। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেটে এই দপ্তরে জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫৭.৭৪ কোটি টাকা।

উদ্যান ফলন ও ভূমি সংরক্ষণ

৪৫। এই দপ্তরের পরিচালনায় বিভিন্ন রকমের ফল ও সব্জী ফলনের এলাকা সম্প্রসারণের কর্মসূচী চলিত বছরে জোরদার করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বাজেটে যথেষ্ট সংস্থান রাখা হবে। যে সমস্ত এলাকা এতদিন ধরে বাইরে ছিল, যে সমস্ত এলাকায়ও রেড অয়েল পাম, সুপারি, আঙ্গুর, কলা, আনারস ও কমলা,লেবু ইত্যাদির চাষাবাদে এবং কিছু বাছাই করা উপজাতিভুক্ত এলাকায় সব্জী চাষ করার ব্যাপারে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া ফুল চাষের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪৬। দপ্তরের উদ্যোগে সাদা বোতামের মাশরুম উৎপাদনের কারিগরি বিদ্যাকে গুণমান সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে দপ্তর ১৪.কিলোগ্রাম ট্রু পোটাটো সিডস (টি, পি.এস,) নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ায় রপ্তানী করেছে। টি, পি এস, ব্যবহারের মাধ্যমে আলু উৎপাদনের প্রযুক্তির উপর নেপাল সরকারের অফিসার ও ফিল্ড ষ্টাফদের জন্য দপ্তর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীরও ব্যবস্থা করেছিল। এর মাধ্যমে টি, পি, এস, রপ্তানীর পরিমাণ আরো বাড়তে পারে। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের আলু চাষিদের মধ্যেও টি, পি, এস ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রাজ্যের বাইরে থেকে বীজ আলু আমদানীর নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে।

৪৭। ভারত সরকার ন্যাশনাল ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ফর রেইনফেড এরিয়াস (NWDPRA)-এর অধীনে ৪৬টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এতে ৪৪,৬৭৬টি পরিবার উপকৃত হবে। গত অর্থ বছরে এই প্রকল্পে ৪৫২.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

৪৮। টিস্যু কালচার লেবরেটরিতে কলা এবং আলু ইত্যাদির উন্নত কলনের প্রয়োজনীয় উপাদানের উৎপাদন শুরু হয়েছে। ফল, সব্জী, মশলা, ফুল ইত্যাদি চাষের উন্নয়নের কর্মসূচীও রয়েছে।

৪৯। দপ্তরের মোট বাজেট বরাদ্দ ১৯.৪৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ

৫০। প্রতি ঘন্টায় দশ লিটার তরল নাইট্রোজেন উৎপাদনক্ষম একটি নতুন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এবং একই উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটি তরল নাইট্রোজেন উৎপাদনকারী প্ল্যান্ট স্থাপিত হবে। এর ফলে কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচীর ব্যাপক বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

৫১। ৩০টি দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির সহায়তায় ধর্মনগরের দেওয়ানপাশাতে দৈনিক ৪৫০০ লিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ডেয়ারী প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলেছে।

৫২। রাজ্য খামারে খরগোশ পালনের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এজন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ ৬৪ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে।

৫৩। ৬৩ জন এ আর ডি ডি এসিষ্ট্যান্ট প্রশিক্ষার্থীর দ্বিতীয় ব্যাচটির প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং পশু-পাখীদের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্তিশালী করতে তাদের বিভিন্ন এলাকায় নিযুক্ত করা হয়েছে। পশু চিকিৎসক, ফোডার অফিসার এবং পশু পালকদের জন্য বেশকিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সংগঠিত করা হয়েছে। ত্রিপুরা ভেটেরিনারি কাউন্সিল স্থাপিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে এবং ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মধ্যেই কাউন্সিল পুরোপুরি কাজ শুরু করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৫৪। সরকারী খামারে ৪,৩৪৮টি শূকর-ছানা উৎপাদিত হয়েছে এবং সেগুলো কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। হোয়াইট ইয়র্কশায়ার এবং ল্যাণ্ডরেস প্রজাতির বিদেশী শূকর ছানাও সরকারী খামারে আনা হয়েছে। রাজ্য খামার এবং চাষীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজ্যে শূকরছানা উৎপাদনে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।

৫৫। সরকারী খামারে হাঁস এবং মোরগের ডিম ফোটানোর কাজও অনেক বেড়েছে।

৫৬। কৃষকদের মধ্যে পশুপালনের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পশুপালনের আনুষাঙ্গিক সহায়তাদানে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫৭। দপ্তরের মোট বাজেট বরাদ্দ ২৪.১০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

মৎস্য

৫৮। গত অর্থ বছরে রাজ্যে ১৩,৩৪০ মেঃ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। যদিও রাজ্যের চাহিদার চাইতে এখনও ৫, ৬০ মেঃ টন ঘাটতি রয়েছে। উৎপাদন বাড়াতে মৎস্য দপ্তর ব্যাপক কর্মসূচী

দিয়েছে। এটা জানাতে পেরে আমি আনন্দিত যে, রাজ্যে ইতিমধ্যেই মাছের বীজের উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এই উদ্বৃত্ত পোনা রাজ্যের বাইরে পাঠানো হয়েছে। মিষ্টি জলে গলদা চিংড়ির প্রজননে মৎস্য দপ্তর সাফল্য লাভ করেছে। গত বছরে ৮,৪০০ গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদিত হয়েছে। দক্ষিণ জেলার সব কয়টি ব্লকে গলদা চিংড়ির চারা বিতরণের জন্য ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে মৎস্য দপ্তর এক লক্ষ চিংড়ির পোনা উৎপাদন করবে। দপ্তর ৫৬৬ জন দরিদ্র মৎস্য চাষীকে সহায়তা দিয়েছে।

৫৯। দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১১.৭৪ কোটি টাকা।

সমবায়

৬০। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর লোকদের সহায়তাদানের উদ্দেশ্যেই সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। রাজ্য সরকারের যথাযথ প্রচেষ্টার ফলে গ্রামাঞ্চলের সমবায় সমিতিগুলোর সমন্বয় এবং সহায়তাদানকারী এপেক্স সোসাইটিগুলোর অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। তারা হাজার হাজার দুঃস্থ পরিবারকে বাজার-সহায়তা দিচ্ছে।

৬১। কেন্দ্র অনুমোদিত প্রকল্পে ৫০টি মহিলা সমবায় সমিতি, ৩০টি দুর্বলতর শ্রেণীর সমবায় সমিতি এবং ১১টি অন্যান্য সমবায় সমিতিকে এক বছরে অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

৬২। গরীব উৎপাদনকারীদের সহায়তায় ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং সোসাইটির কাজের দক্ষতা বাড়াতে গত অর্থ বছরে উদয়পুরে একটি এগ্রো কাস্টম সার্ভিস / রিপেয়ার সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। সমবায় দপ্তরের কোল্ড স্টোরেজের ক্ষমতা ২০০০ মে: টন থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ মে: টন করতে ১৬৬,৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করার একটি প্রস্তাব রয়েছে।

৬৩। এই দপ্তরের মোট বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১২.৬৮ কোটি টাকা।

বন

৬৪। গত অর্থ বছরে ১৮,৫১০ হেক্টর এলাকায় ৭,৯00 পরিবারকে নিয়ে বন দপ্তর যৌথ বনায়নের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এতে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীতে ৭,৫০ লক্ষ শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

৬৫। চলতি অর্থ বছরে ৫000 হেক্টর ধ্বংসপ্রাপ্ত বন-জমি এবং ১000 হেক্টর বেসরকারী জমিকে বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। রাজ্যে বাঁশের উৎপাদন বাড়াতে বন দপ্তর থেকে ২১.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁশ চাষের একটি কর্মসূচী নেওয়া হবে।

৬৬। চিরাচরিত বন এলাকা ছাড়াও পরিত্যক্ত জমিতে গাছ লাগানোর জন্য অঙ্গন-বন প্রকল্পে ৫১২ ৯৬ হেক্টর এলাকা সম্পন্ন ১৬০০ প্রাইভেট হোল্ডিং-এ গাছের চারা লাগানো হবে।

৬৭। বর্তমান বন এলাকায় উৎপাদন বাড়াতে গত অর্থ বছরে ৩৯৫৬ হেক্টর ধ্বংসপ্রাপ্ত বন এলাকায় বনায়নের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে বন এলাকার বাইরে এবং ব্যক্তিগত জমিতে গাছ লাগানোর জন্য বন দপ্তর থেকে ১৬.৫৬ লক্ষ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

৬৮। গত অর্থ বছরে জুমিয়া পুনর্বাসনে টি এফ ডি পি সি লিমিটেড্ ১৮৮.৩৫ হেক্টর এলাকায় রবার চাষ করেছে। টি এফ ডি পি সি রবার গাছ থেকে কাঠ তৈরীর জন্য একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। এতে প্রতি বছর ৫০০ কিউবিক মিটার কাঠ তৈরী হবে। এর ফলে আমাদের মূল্যবান বন সম্পদের উপর চাপ অনেক কমে যাবে।

৬৯। এই দপ্তরের মোট বাজেট বরাদ্দ ৩২.৩৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

পূর্ত দপ্তর (সড়ক এবং সেতু)

৭০। রাজ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণ এবং উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দমনে সহজ যাতায়াতের স্বার্থে রাজ্য সরকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ণে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দুর্গম উপজাতি এলাকাগুলোতে প্রচুর সংখ্যক নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমান সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে কাঠের সেতুগুলোর পরিবর্তনের ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে।

৭১। সম্প্রতি হাওড়া নদীর উপরে যোগেন্দ্রনগরে এবং কাটাখালের উপর অভয়নগরে আর সি সি সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। দূর্গা চৌমুহনীতে কাটাখালের উপর সেতু নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দশটি বড় ধরনের আর সি সি সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থ বছরেও অনুরূপ সংখ্যক বড় ধরনের আর সি সি সেতু তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হবে। রাজ্যে ১৬টি বৃহৎ সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও অনুমিত ব্যয় নির্ধারণে কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

৭২। এই সব কর্মসূচী রূপায়ণে রাজ্যের পর্যাপ্ত আর্থিক সংগতি না থাকায় নাবার্ড, হাডকো এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হচ্ছে। কাঠের সেতু পরিবর্তনের জন্য নাবার্ড ইতিমধ্যেই ২১ কোটি এবং ৪৯ কোটি টাকার দুটো প্রজেক্টের অনুমোদন দিয়েছে।

৭৩। রাজ্যে সেতু নির্মাণে কারিগরী সমীক্ষা এবং কিছু সড়কের উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য সম্ভাব্যতা ও কারিগরী রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক আনুমানিক দশ কোটি টাকা দিতে সম্মত হয়েছে।

৭৪। ১৯৯৯ ২০০০ সালে সবকটি সরকারী দপ্তরের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। এই কর্মসূচী চলতি অর্থ বছরেও চলতে থাকবে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪০৭ টি

কোয়ার্টার নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং ১,৪১২ টি কোয়ার্টার নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। এবছর আরো কিছু কোয়ার্টার নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

৭৫। আমি এটা আনন্দের সাথেই জানাচ্ছি যে, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নতুন বিধানসভা ভবন নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ, খাদ্য দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, কনভেনশন কমপ্লেক্স এর মতো কিছু অফিস ভবন নির্মাণের কাজও হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে! আমবাসার কাছে ধলাই জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজও এবছর হাতে নেওয়া হচ্ছে। নতুন দিল্লী, সল্টলেক (কলকাতা) এবং গুয়াহাটিতে ত্রিপুরা ভবনের নতুন ভবন নির্মাণের কাজও এবছর শুরু হবে।

৭৬। এই দপ্তরের মোট বাজেট বরাদ্দ ১৭৪.৫৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

পূর্ত দপ্তর (জল সম্পদ)

৭৭। রাজ্যের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২.৮ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে ১৯৯৮-৯৯ পর্যন্ত মাত্র ৩০ হাজার হেক্টর (১০.৭%) জমিতে নিশ্চিত জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে সেচযোগ্য জমির পরিমান ১.১৭ লক্ষ হেক্টর।

৭৮। রাজ্যকে খাদ্য স্বয়ম্ভর করতে সরকারী পরিকল্পনায় সেচকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ১০৫টি উত্তোলক সেচ প্রকল্প এবং ৮টী গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত ৩০০০ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে। ২000-২০০১ অর্থ বছরে ১৬২ টি উত্তোলক সেচ প্রকল্প এবং ৪টি গভীর নলকূপ বসানো হবে। এর ফলে ৩০৫0 হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। এছাড়াও উপজাতি এলাকায় আরো কিছু ডাইভারশন স্কীম হাতে নেওয়া হচ্ছে। মৈলাকছড়া, মোনাইছড়া, করবছড়া, দোবাইছড়া এবং নোয়াছড়াতে ইতিমধ্যেই ডাইভারশন স্কীমের অধীনে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়েছে।

৭৯। আমাদের তিনটি মাঝারী সেচ প্রকল্প রয়েছে। সবকটিই চালু রয়েছে। সেচের খাল খননের কাজ চলছে। ২000-২০০১ অর্থ বছরের মধ্যেই একটা বড় এলাকা সেচের আওতায় আসবে।

৮0। অতীতে আমরা সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে পারিনি। কেন্দ্রীয় সরকার এখন সেচের জন্য এ, আই, বি, পি, কর্মসূচীতে ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে। এই কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৬0 কোটি টাকা ঋণ পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও ১০টি ডাইভারশন স্কীমে আরো ৬0 কোটি টাকার ঋণের প্রস্তাব নাবার্ডের কাছে পাঠানো হয়েছে।

৮১। আমাদের অনেকগুলো শহর এবং জনবসতি পূর্ণ এলাকা বন্যা এবং নদীর তীর ক্ষয়প্রাপ্ত

হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বন্যার হাত থেকে এইসব এলাকাকে রক্ষা করতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৮২। এই দপ্তরের মোট বাজেট বরাদ্দ ৭৫.২৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরী

৮৩। নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের জন্য সোনামুড়ায় দৈনিক দশ লক্ষ গ্যালন জল পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন পরিশোধনাগারে (ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) স্থাপিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, ধর্মনগরে দৈনিক ১৫ লক্ষ গ্যালন, বিলোনীয়ায় ১০ লক্ষ গ্যালন, কমলপুরে ৭.২ লক্ষ গ্যালন শোধন ক্ষমতা সম্পন্ন পরিশোধনাগার নির্মাণের কাজ চলছে। কুমারঘাট নগর পঞ্চায়েতে পরিশোধনাগার নির্মাণের মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। তেলিয়ামুড়া, সাব্রুম, অমরপুর এবং খোয়াইয়ে জল পরিশোধনাগার নির্মাণের জন্য প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হয়েছে। অর্থের সংস্থান হলেই কাজ শুরু হবে। আগরতলা পৌর এলাকার পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য বাধারঘাটে ৪০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন পরিশোধনাগারটির পরীক্ষামূলক কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই এটি চালু করা হবে।

৮৪। ১৯৯৯-২০০০ সালে গ্রামীণ ক্ষেত্রে এই দপ্তর ৫২টি নতুন নলকূপ খনন করেছে এবং করা হয়েছে। ৪৯টি গভীর নলকূপ ২০০০-২০০১ সালের মধ্যে চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। পানীয় জলে বিদ্যমান অতিরিক্ত লোহার ভাগ অপসারণ করার উদ্দেশ্যে ২৯টি আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট নির্মাণের কাজ চলছে। এবং আরো কিছু নতুন কর্মসূচী ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে হাতে নেওয়া হাতে নেওয়া হবে। এছাড়া ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় পানীয় জলের সুষম বণ্টনের জন্য ৩৯টি আর সি সি ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। গ্রামীণ এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য ছোট আকারের কিছু ভূ-তলট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৮৫। প্রতিটি নগরপঞ্চায়েতে বাড়ী বাড়ী জলের সংযোগ দেবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পের পরিচালনা এবং ছোটখাটো মেরামতের দায়িত্ব পঞ্চায়েত বা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ সংস্থাগুলোর কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে অনুযায়ী নীতি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

৮৬। এই দপ্তরের জন্য আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ ৪৩.১০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

বিদ্যুৎ

৮৬। গত অর্থ বছরে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। গত অর্থ বছরে ৩৬৩ মিলিয়ন ইউনিট (এম ইউ) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে এবং ২৬০ মিলিয়ন

ইউনিট বিদ্যুৎ কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলি থেকে আমদানী করা হয়েছে। রুখিয়া থেকে ৫১ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ মিজোরাম সরকারের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৩৮০ মিলিয়ন ইউনিট (এম ইউ) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। কিন্তু রাজ্যের চাহিদা পূরণ করার জন্য ২৭০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি থেকে কিনতে হবে।

৮৮। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১ মেগাওয়াটের গ্যাস ভিত্তিক একটি ইউনিট রুখিয়ায় স্থাপনের জন্য ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেডকে বরাত দেওয়া হয়েছে।— নবায়ণ এবং আধুনিকীকরণের ফলে গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন ৮.৫ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০ মেগাওয়াট হয়েছে। এবছরের ৬ ফেব্রুয়ারী গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী ত্রিপুরায় ৫০০ মেগাওয়াটের একটি গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন এবং এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা বিষয়ে রিপোর্ট দেবার জন্য নেপকোকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য মেলাঘরের কাছাকাছি এলাকাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

৮৯। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ১১,৪০০ জন নতুন ভোক্তাকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এবং ১৮.৩৮৫ পরিবার কুটির জ্যোতি প্রকল্পে উপকৃত হয়েছে। প্রায় ২০০টি পাম্প ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সেচ ব্যবস্থা এবং পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ১৫ হাজার নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে।

৯০। ট্রান্সমিশন লাইন এবং সংশ্লিষ্ট সাব-ষ্টেশনগুলির কাজ করার জন্য তামাদি অযোগ্য কেন্দ্রীয় তহবিল (নন ল্যাপসেবল সেন্ট্রাল পুল) থেকে ১৫ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ধর্মনগরে ১৩২ কেভি 'ক্লোজড লুপ' ব্যবস্থাপনা শুরু হয়েছে। এর ফলে আন্তরাজ্য এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ পরিবহনের সুবিধা হবে। সমস্ত জেলা সদরগুলি ১৩২ কেভি লাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হচ্ছে। আমবাসা সংযুক্ত হয়েছে, কৈলাসহর এবং উদয়পুরে কাজ শুরু হয়েছে। অমরপুর এবং সাব্রুম ৬৬ কেভি লাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত হচ্ছে এবং গণ্ডাছড়া ও টাকারজলাকে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। আগরতলা পাওয়ার হাউজ থেকে সচিবালয় পর্যন্ত ১১ কেভি ভূনিম্নস্থ লাইনের কাজ শেষ হয়েছে এবং আগরতলা পাওয়ার হাউজ থেকে রাজভবন পর্যন্ত ঐ ধরনের লাইন টানার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ৭৯নং টিলায় 'ষ্টেট লোড ডেসপাচ সেন্টার' নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। এ কেন্দ্রটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, আমদানী এবং বিদ্যুৎ বিতরণের কাজে সমন্বয় সাধন করবে। বিদ্যুতায়িত জনপদগুলোতে প্রায় ৩৩০ কিমি বিদ্যুৎ বন্টন লাইন সম্প্রসারিত হবে। নগর পঞ্চায়েত এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ বন্টন লাইন

সম্প্রসারণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

৯১। ১৯৯৯-২০০০ সালে বিদ্যুৎ রাজস্ব খাতে ২৮.৭৭ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। চলতি বছরে এ খাতে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৭.৫০ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ ৩০ শতাংশ। দুর্নীতি দমন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করে, হুক লাইনের মাধ্যমে বেআইনীভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রবণতা রোধ করে এবং রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থাকে উন্নত করে ঐ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হবে। বে-আইনীভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে দপ্তরের উদ্যোগে ভিজিলেন্স স্কোয়াড গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিল তৈরী এবং হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু করার পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৯২। এই দপ্তরের আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ ২৫৪.৯২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তর

৯৩। উন্নততর শিক্ষার মাধ্যমে রাজ্যের মানব সম্পদের বিকাশে রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ দিকটিকে মনে রেখেই রাজ্য সরকার মোট বরাদ্দের প্রায় ২০ শতাংশ সমাজ শিক্ষা এবং ক্রীড়া সহ শিক্ষা দপ্তরের জন্য বরাদ্দ করেছে। এটা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশী। আমি এটা ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে, রাজ্য সরকার তপশিলী উপজাতি, তপশিলী জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মতোই দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও উৎসাহদানকারী বুকগ্র্যান্ট প্রদান প্রকল্প প্রবর্তন করেছে।

৯৪। প্রাথমিক স্তরে বিপুল সংখ্যক লেখাপড়া ছেড়ে দেয়া ছেলেমেয়েদের (ড্রপ আউট) প্রতি রাজ্য সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। এর প্রতিকার হিসাবে স্কুল ব্যবস্থার কার্যক্রম শক্তিশালী করা হয়েছে। ৩৭টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ১৮টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ২টি উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।

৯৫। কম্পিউটার এবং তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। রাজ্যে কারিগরী শিক্ষার আরো উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সহায়তা পাবার জন্য ১১.৫৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষকদের শিক্ষণ মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে এম এড পাঠক্রম চালু করা হয়েছে।

৯৬। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগ সূর্যমণিনগর বিশ্ববিদ্যালয় অংগনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাকীগুলিও সহসাই স্থানান্তরিত করা হবে। ২.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এ টাকা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তামাদি অযোগ্য তহবিল (নন-ল্যাপসেবল সেন্ট্রাল পুল) থেকে পাওয়া গেছে। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের নবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৯৭। কলেজ-শিক্ষকদের জন্য ইউ জি সি স্কেল চালুর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের কতিপয় রাজ্যের মধ্যে অন্যতম। আংশিক সময়ের জন্য কলেজ-শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯৮। চলতি অর্থ বছরে বিলোনীয়া, খোয়াই এবং মেলাঘরে পাব্লিক লাইব্রেরী ভবন নির্মাণের জন্য এবং আমবাসা ও কাঞ্চনপুরের বর্তমান লাইব্রেরী ভবনগুলির উন্নয়নের জন্যও প্রস্তাব করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারী মিউজিয়ামের উন্নয়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৭ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে।

৯৯। শিক্ষা দপ্তরের আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ ৪০৫.১৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক

১০০। ১৯৯৯-২০০০ সালে রাজ্যের প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদগণ বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতা থেকে রাজ্যের জন্য প্রভূত শিরোপা অর্জন করে এনেছেন। এই সময়ে, রাজ্যের ক্রীড়াবিদগণ ৫টি স্বর্ণ, ১৮টি রৌপ্য এবং ২৮টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছেন। তাঁদের এই সাফল্যের জন্য আমি এই সভার পক্ষ থেকে তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। উদয়পুরে আধুনিক সুইমিং পুল এবং সাব্রুমে টেনিস খেলায় হল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১০১। প্রভূত আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত সুইমিং পুল সহ বাধারঘাট স্টেডিয়ামটি সহসাই উদ্বোধন করা হবে।

১০২। এই দপ্তরের আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ ১৪.২১ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা

১০৩। রাজ্যের প্রবীণ নাগরিকগণ যে সব অসুবিধায় সম্মুখীন হচ্ছেন সেসব সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব, সরকার ঐসব নাগরিকদের মাসিক ভাতা ২৫ টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য পেনশন প্রকল্প অথবা জাতীয় বয়স্ক পেনসন প্রকল্পে যাঁরা ভাতা পাচ্ছেন তাঁরা সবাই বর্দ্ধিত ভাতার সুযোগ পাবেন। ফলে, রাজ্যের ৩৯,১০০ জন প্রবীণ নাগরিক উপকৃত হবেন। এই দপ্তর ৩,৫৩৭ টি সুসংহত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এগুলোর আওতায় ১,৪৭,৪৩০ জন শিশু, গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মা রয়েছে। উপরন্ত, রাজ্যে আরো

৮২৪ টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র চালু রয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে ৭১,০০০ শিশু উপকৃত হচ্ছে।

১০৪। জিলা সাক্ষরতা সমিতিগুলির সুদৃঢ় উদ্যোগের ফলে রাজ্যে সাক্ষরতার হার বেড়ে হয়েছে ৭৩ শতাংশ। সর্বভারতীয় গড় ৬২ শতাংশের চাইতে রাজ্যের সাক্ষরতার হার অনেক বেশী।

১০৫। এই দপ্তরের আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ ৪৪.১১ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

শিল্প

১০৬। শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার প্রতিকূলতা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যগণ অবগত রয়েছেন। যদি চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার সহ বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে অবাধ বাণিজ্য ও পরিবহণের সুযোগ সুবিধার বিষয়টি অনুমোদিত হয়, তাহলে এই প্রতিকূলতা অনেকাংশে দূরীভূত হবে। এই সব সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারও বাংলাদেশ সরকারের সাথে সুদৃঢ় প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এব্যাপারে সাফল্য না আসা পর্যন্ত রাজ্য সরকারের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার আগরতলা, শ্রীমন্তপুর, রাঘনা, মনুঘাট এবং মুহুরীঘাটে বৈদ্যুতিক ওয়েব্রিজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগরতলা, রাঘনা এবং বিলোনীয়ার স্থল শুল্ক কেন্দ্রগুলির রাস্তাঘাটের পরিকাঠামো উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত প্রাকৃতিক গ্যাসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না। প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে এবং শীঘ্রই কলকাতায় এধরনের আরো একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

১০৭। রাজ্যে শিল্পায়নের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে এক জানালা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে টি আই ডি সি ২৩ জন শিল্প-উদ্যোগীকে ৪৫.৮৪ লক্ষ টাকা সহায়তা দিয়েছে। পি এম আর ওয়াই প্রকল্পে ১০৪৫ জন যুবক-যুবতীকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

১০৮। ত্রিপুরার হস্ত তাঁত ও কারু-শিল্প নিগমের মাধ্যমে হস্ত-তাঁত ও রেশম শিল্প অধিকার হাজার হাজার গ্রামীণ শিল্পীর উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করছে। এই অধিকার কারু-শিল্প সামগ্রীর উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সহ একটি নতুন সাধারণ সুবিধাদান কেন্দ্র চালু করেছে। হস্তঁতাত ও কারু শিল্প সামগ্রীর উৎপাদন ও বাজার জাত করণ বিষয়ে একটি নতুন সুসংহত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আগরতলায় একটি টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরি এবং আরো ৬টি কোয়ালিটি ডাই ইউনিট স্থাপন করা হবে। কারুশিল্পের জন্য ৪টি ছোট আকারের সাধারণ সুবিধাদান কেন্দ্র ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সহায়তায় স্থাপন করা হবে।

১০৯। এই দপ্তরের আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ ২৬.৯৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি

১১০। রাজ্যবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সরকার তথ্য-প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে লাগাতে সচেষ্ট। গ্রামীণ জনগণকে তথ্য প্রদান সহায়তা করার জন্য প্রতিটি ব্লকে একটি করে কম্যুনিটি ইনফরমেশন সেন্টার খোলা হবে। একটি তথ্য প্রযুক্তি নীতি খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা। আগরতলায় একটি সফ্টওয়ার টেকনোলজি পার্ক (এস. টি. পি) স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

পরিবহণ

১১১। পরিবহণের সুযোগ সুবিধার উন্নয়ণে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমে আরো ৮টি নতুন বাস যুক্ত করা হয়েছে। কোন গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে তা তুলে আনার জন্য বা দুর্ঘটনায় ফলে আহত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য একটি ১৬ এম টি ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রেন ও একটি আম্বুলেন্স কেনা হয়েছে।

১১২। আগরতলা-ঢাকা বাস সার্ভিস চালু করার জন্য সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। খুবশীঘ্রই এই সার্ভিস চালু হবার সম্ভাবনা আছে। এছাড়াও চলতি বছরে ৫ টি বাসষ্ট্যাণ্ড নির্মাণ করা হবে এবং ট্রাক পার্ক করার জন্য চুড়াইবাড়ী এবং আগরতলার কাছে কাশীপুরে পার্কিং প্লেস নির্মাণ করা হবে।

১১৩। কুমারঘাট আগরতলা রেল লাইন নির্মাণের কাজ চলছে এবং আগরতলা সাব্রুম রেল লাইনের সার্ভে কাজ শেষ হয়েছে। ভারতীয় এলাকায় আগরতলা আখাউড়া রেল লাইনের ফিল্ড সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে।

১১৪। আগরতলা বিমান বন্দরের রানওয়ের সম্প্রসারণের কাজ এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ্ ইণ্ডিয়া হাতে নিয়েছে। আগরতলা বিমান বন্দরে নৈশকালীন বিমান অবতরন চালু রয়েছে।

১১৫। এই দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ১০.৬৭ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

শ্রম

১১৬। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে ১১টি নিয়োগ তালিকা রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪টি নিয়োগ তালিকায় ন্যূনতম মজুরী পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি বছরে মূল্য-সূচকের সাথে সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে কমপক্ষে ১০টি নিয়োগ তালিকায় ন্যূনতম মজুরী পুনর্নির্ধারণ করা হবে। বিভিন্ন শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি দমন আধিকারিকদের তদারকির কাজ অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। শ্রমিকদের স্বার্থে চলতি বছরে পরিদর্শনের সংখ্যা আরো অনেক বাড়ানো হবে। শ্রমবিরোধের খুব দ্রুত নিষ্পত্তি

করা হবে। ফ্যাক্টরী আইন এবং শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন সম্পর্কে স্বীকৃত শল্যবিদ এবং ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হবে। বিপদসংকুল ফ্যাক্টরীগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।

১১৭। ১৯৯৯-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৩,১৮,৩৬৯। ২০০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে এ সংখ্যা ৩,৪০,০০০-এ দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গ্রামোন্নয়ণ ও পঞ্চায়েত

১১৮। রাজ্য সরকার স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ দান এবং মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থান—এই দ্বিমুখী ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের অবস্থার উন্নতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উপরন্তু, বাসস্থানের সুযোগ, নিরাপদ পানীয় জল এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ণের উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। গত বছর স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠন করেছে, যা এখন স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা নামে পরিচিত। এই প্রকল্পে ৮,১৫৮ পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এবং ৪৪৫টি আত্ম-সহায়ক গোষ্ঠী (সেল্‌ফ হেল্প গ্রুপ) গঠন করা হয়েছে। এ বছর ১০ হাজার পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হবে।

১১৯। জহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা এবং নিশ্চিত কর্ম সংস্থান প্রকল্পে ৩২.৪০ লক্ষ শ্রমদিবসের কাজ সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত এবং দূরবর্তী এলাকা হিসাবে চিহ্নিত দুর্গত এলাকাগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দপ্তর ৮,৯৫৮ টি গৃহ নির্মাণ করেছে এবং ৩,৮২১ টি গৃহের মান উন্নত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ১০,০০০ নতুন গৃহ নির্মাণ করা হবে ৪,৪৮০ টি গৃহ উন্নতমানের করা হবে। প্রত্যেকের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে ৪০৬ টি মার্ক থ্রি টিউবওয়েল, ১২৩৫ টি স্যানিটারী ওয়েল ও ২৫১৮ টি শেলো টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে যেখানে প্রথাগত উপায়ে জলের উৎস সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, সেসব স্থানে নতুন উদ্ভাবিত উপায়ে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আরো ৬০০ টি মার্ক থ্রি টিউবওয়েল এবং ১০০০ টি স্যানিটারী ওয়েল বসানো হবে।

১২০। মাননীয় সদস্যরা অবগত রয়েছেন যে, গত বছর সাফল্যের সাথে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। ধলাই জেলায় একটি নতুন জিলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বায়ত্ব শাসন ক্ষেত্রে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই সমস্ত সংস্থাগুলির হাতে আরো অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদানের জন্য প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ জলসেচ প্রকল্পগুলির দেখাশোনা ও পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে পঞ্চায়েতগুলির উপর। পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল (পি ডি এফ)-এর উপরন্ত, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী, জে জি এস ওয়াই প্রকল্পের আওতায়ও পঞ্চায়েতগুলিকে অর্থ দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত

প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে যাতে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার দ্বিতীয় রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন করেছে।

১২১। গত অর্থ বছরে পি ডি এফ থেকে গ্রাম, ব্লক ও জেলা স্তরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৪৬.৬৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়। এই সহায়তা ছিল বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় পাওয়া সহায়তার অতিরিক্ত। এই টাকা দিয়ে স্থানীয় সংস্থাগুলি ২৬০৮ টি জল উৎপাদক-কাঠামো (ওয়াটার হার্ভেষ্টিং ষ্ট্রাকচার) তৈরী করে এবং এবাবদ ৪০.০৫ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়।

১২২। এই দপ্তরের মোট বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৬৭.৮৫ কোটি টাকা।

উপজাতি কল্যাণ

১২৩। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরকে গত অর্থ বছর দেওয়া হয়েছিল মোট ৭৭.১৯ কোটি টাকা। এই দপ্তর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে উপজাতিদের শিক্ষার উন্নয়নের উপর। তাই এই দপ্তরের প্রাপ্ত রাজ্য যোজনা বরাদ্দের ৮০ শতাংশ অর্থ এই খাতে খরচ করা হয়। ৪৫,৬০১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্কলারশীপ, ১,৭১,৫৯২ জনকে পাঠ্য-পুস্তক ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা, ২,৪২৫ জনকে বিশেষ কোচিং-এর মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য ১,৭১৬ জন ছাত্রছাত্রীকে এবছর মাধ্যমিক পাশ করার জন্য বিশেষ কোচিং দেওয়া হয়েছে। এতথ্য জানাতে পেরে আমি খুবই সন্তুষ্ট যে, তুলাশিখর বেহালাবাড়ী, বাইখোরা ও সাব্রুমে ছাত্রাবাস তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। কুলাই এবং কৈলাসহরে দুটি ছাত্রাবাস তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। খুমলুং-এ ৪২০ আসন বিশিষ্ট একটি আবাসিক বিদ্যালয় এবংআমবাসায় ৩00 আসন বিশিষ্ট একটি আশ্রম বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। কলেজে পাঠরত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উদয়পুর ও কমলপুরে ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে আগরতলা ও ধর্মনগরে দুটি ৩০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাস চালু হয়েছে। তাছাড়া আগরতলার কৃষ্ণনগরে ৫00 আসন বিশিষ্ট একটি উপজাতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও অডিটরিয়াম নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

১২৪। অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের আওতায় ৪৫৭টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে, পরিবার কেন্দ্রিক প্রকল্পের 'ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেশন স্কীম) আওতায় আনা হয়েছে ২০৩টি পরিবারকে এবং ব্রয়লার/লেয়ার প্রকল্পের আওতার সহায়তা দেওয়া হয়েছে ১২৫টি পরিবারকে। এবছর নতুন ৬টি এলাকাভিত্তিক প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে।

১২৫। অ-ককবরক ভাষী সরকারী কর্মচারীদের কাজ চালানোর মত ককবরক ভাষা শেখানোর জন্য ৫৬০টি কোচিং ক্লাসের আয়োজন করা হয়। কোচিং-এর ব্যবস্থা করে ট্রাইবেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট। এই গবেষণা কেন্দ্রটি চারটি গবেষণা পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করে, চারটি পুরনো পাণ্ডু-লিপি পুন মুদ্রিত করে এবং তিনটি গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে।

১২৬। আদিম জনগোষ্ঠী কর্মসূচীর (প্রিমিটিভ গ্রুপ প্রোগ্রাম) আওতায় ৫০০টি আদিবাসী (রিয়াং) পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় উত্তর ও ধলাই জেলায় ২২৫টি পরিবারকে অপেক্ষাকৃত সুগম এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণা কর্মসূচীর (হেলথ কেয়ার রিসার্চ প্রোগ্রাম) আওতায় রাজ্যে বসবাসকারী আদিম জাতিভুক্ত জনগণের স্বাস্থ্য-মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। এই সমীক্ষার প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় ১২০ জন উপজাতি স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবক ও ১২০ জন ধাইকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রত্যন্ত এলাকায় মৌলিক চিকিৎসার সহায়তা দেবে।

১২৭। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী উপজাতি উন্নয়নে ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচীর অগ্রগতির নিয়মিত পর্যালোচনা করছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি রাজ্যস্তরের মনিটরিং কমিটি। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ. ডি. সি. এলাকায় ১২২টি ও. বি বি. প্যাটানের জুনিয়র বেসিক স্কুলঘর নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ৯৫টি বিদ্যালয়ের জন্য ঘর নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। ৩২টি সেচ প্রকল্পের আওতায় পূর্ত দপ্তর উপজাতি এলাকায় ১,৬০৬ হেক্টর জমি সেচের জমি সেচের আওতায় এনেছে। ছৈলেংটা, গণ্ডাছড়া এবং কাঞ্চনপুরের মহকুমা হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১২৮। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয় ২০০০ সালের ৩০শে এপ্রিল এবং ৩রা মে। নির্বাচিত জেলা পরিষদ সরকারীভাবে কার্যভার গ্রহণ করে 2000 সালের ১২ মে। পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেমন ৭৩তম ও ৭৪ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, অনুরূপভাবে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল সংশোধন করে জেলা পরিষদের হাতে অধিকতর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেছে।

১২৯। এই দপ্তরের মোট বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৮৫.২৫ কোটি টাকা।

তপশীলী জাতি অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ও সংখ্যালঘু কল্যাণ

১৩০। তপশীলী অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা যে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছেন, সে সম্পর্কে সরকার অবহিত রয়েছে। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নের জন্য সরকার পৃথক পৃথক বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করেছে।

১৩১। মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক/অন্যান্য পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী ৩৬০ জন ও. বি. সি. এবং ১,২৫৬ জন তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে

ডঃ বি. আর, আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে সংখ্যালঘু কো-অপারেটিভ উন্নয়ণ নিগম ১০৬টি পরিবারকে মোট ৩০ লক্ষ টাকার সহায়তা দিয়েছে।

১৩২। এই দপ্তরের মোট্ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৫'৬৭ কোটি টাকা।

স্বাস্থ্য

১৩৩। সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করার উপর সরকার সর্বাধিক প্রাধান্য দিচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে মান্দাই-এ একটি বিশেষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। খালছড়া গঙ্গানগর, জগবন্ধু পাড়াতেও এবছর নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব রয়েছে। চারটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণের কাজ কাজ শেষ হয়েছে এবং নয়টির কাজ চলছে। দুইটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র উন্নীত করা হয়েছে। এগুলির নির্মাণ কাজও খুব শীঘ্রই শেষ হবে।

১৩৪। চলতি অর্থ বছরে ১১টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৩টি কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১০টি হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারি এবং ১০টি আয়ুর্বেদিক ডিস্‌পেনসারি খোলার প্রস্তাব রয়েছে। আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের কাছে পৌছে দিতে গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, ছৈলেংটা, মেলাঘর, বিশালগড় এবং বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে আলট্রা-সোনোগ্রাফি মেশিন বসানো হবে। ছৈলেংটা মহকুমা হাসপাতালে একটি এক্স-রে মেশিনও বসানো হবে।

১৩৫। জি· বি, হাসপাতালে একটি সুপার স্পেশালিটি ওয়ার্ড স্থাপনের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। অনেক নতুন নতুন মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। জি. বি. হাসপাতালে একটি আধুনিক অপারেশন থিয়েটারও খোলা হয়েছে।

১৩৬। আই· জি· এম· হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারটির আধুনীকীকরণ করা হয়েছে এবং একটি কারডিয়্যাক মনিটর ও আণ্ডারওয়াটার ডায়েথারমি মেশিন বসানো হয়েছে। তাছাড়া স্তন ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য একটি ম্যামোগ্রাফি মেশিন ক্রয় বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে।

১৩৭। গত বছর ১১৭ জন নতুন কুষ্ঠ রোগীকে চিহ্নিত করা হয়েছে: এ নিয়ে রাজ্যে মোট কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০৫। তাঁদের সবার চিকিৎসা চলেছে। ৪,০১,৮১৯ জন শিশুকে পোলি ড্রপ দেওয়ার মাধ্যমে পালস্ পোলিও কর্মসূচীর সর্বশেষ ধাপ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে ৩৭,৩৪৭ জন রোগীর চোখের ছানির চিকিৎসা করা হয়েছে। তার মধ্যে, ৪,০০০ জনের অপারেশন হয়েছে মাইক্রো সার্জারি পদ্ধতিতে

জেলা স্তরে স্তরে চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে।

১৩৮। বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য (আর, সি, এইচ,) কর্মসূচীর আওতায় পাঁচটি মহকুমা হাসপাতালে নতুন অপারেশন থিয়েটার এবং লেবার রুম স্থাপন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হবে আরো চারটি গ্রামীণ হাস-পাতাল ও দুইটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ডেলিভারি কক্ষ নির্মাণ করা হবে হবে ২৬ টি উপ-কেন্দ্রে।

১৩৯। দপ্তরের মোট বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৯০.০৭ কোটি টাকা।

তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন

১৪০। আমাদের পুরাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া, রাজ্যে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের পরিবেশকে পরিপুষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে।

১৪১। রাজ্যে বিদেশী ও দেশী পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধির উপর সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিগত বছর ত্রিপুরায় মোট ২,৩৮,৯৯৮ জন দেশীয় পর্যটক এবং ১,২০৩ জন বিদেশী পর্যটক এসেছিলেন। দপ্তরের আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ লক্ষ টাকা হয়েছে।

১৪১। পর্যটকদের জন্য পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বগাফা ও পানি-সাগরে রাস্তার পাশে বিভিন্ন ধরনের পর্যটক সুযোগ-সুবিধার (ওয়ে সাইড এমেনিটি) বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পুরান আগরতলায় একটি ক্যাফেটেরিয়া এবং আগরতলা ও বাতাবাড়ীতে একটি করে নেহরু ইকো-পার্ক চালু হয়েছে। রাজ্যের রাজ্যের শিল্পকলা, সংস্কৃতি তথা পর্যটনের উন্ন-য়ণের লক্ষ্যে একটি সোসাইটি গঠন করা হয়েছে।

১৪৩। রাজ্যে কর্মরত সাংবাদিকরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন, সে ব্যাপারে সরকার অবহিত রয়েছে। তাই তাদের কল্যাণে একটি বিশেষ প্রকল্প চালু করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ

১৪৪। বিজ্ঞানের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বিশেষ করে কমবয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য রূপায়ণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সারা রাজ্যে বিজ্ঞান মেলা একটি জনপ্রিয় মেলার মর্যাদা পেয়েছে।

১৪৫। রাজ্য সরকার ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে ২০০০ সালের মার্চ মাসে সাব্রুম মহকুমার কলাছড়াতে একটি পুনর্নবীকরণ শক্তি কমপ্লেক্স স্থাপন করা হয়। ছামনুতেও বায়ো মাস্ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটি প্রকল্প চালু হচ্ছে। এই প্রকল্প থেকে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। এই দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ

সচেতনতা সৃষ্টি করতে সক্রিয় রয়েছে। আমবাসায় এই দপ্তরের একটি জেলা অফিস খোলা হয়েছে।

রাজস্ব

১৪৬। ১৯৯৯-২০০০ সালে ২,৬৫০ একর খাস জমি ৩৪৬২ টি পরিবারের মধ্যে বন্টন করা হয়। এসময়ে ষোলটি উপজাতি পরিবারের জন্য ৬.৯৬ একর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং আরো ১৯ টি ক্ষেত্রে ১১.৬২ একর জমি পুনরুদ্ধারের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সব অউপজাতি নাগরিকদের কাছ থেকে উপজাতিদের হস্তান্তরিত জমি উদ্ধার করে উপজাতিদের ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, সে সমস্ত অউপজাতি নাগরিকদের আর্থিক সহায়তা প্রকল্পটি আরো উন্নত করে ফের চালু করা হয়েছে।

১৪৭। মিজোরাম থেকে আসা প্রায় ৬,০৫৯ টি শরণার্থী পরিবার বর্তমানে কাঞ্চনপুর মহকুমার বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন। সরকার তাঁদের প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের প্রয়াস জারি রেখেছে। সরকার আশা করছে, এই সমস্যার একটি সমাধানযোগ্য সূত্র শীঘ্রই খুঁজে পাওয়া যাবে।

১৪৮। রাজস্ব দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪৯.৯৬ কোটি টাকা।

খাদ্য ও জনসংভরণ

১৪৯। ১লা এপ্রিল, ২০০০ ইং থেকে কেন্দ্রীয় সরকার দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারদের জন্য মাসিক বরাদ্দ চালের পরিমাণ বাড়িয়ে কুড়ি কেজি করেছে। সরকার এই চালের দামও কিলো প্রতি ৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ছয় টাকা চল্লিশ পয়সা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা মাসিক বরাদ্দ চালের পরিমাণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রশংসার যোগ্য কিন্তু আমরা চালের দাম বৃদ্ধির বিরোধিতা করি। বর্তমানে রাজ্যের ২,৩০,৯০৮টি পরিবার ভর্তুকি মূল্যে চাল ক্রয়ের সুবিধা পাচ্ছে।

১৫০। তাছাড়া, সরকার আগরতলা পুর পরিষদ এলাকার বাইরে বসবাসকারী ভোক্তাদের বরাদ্দ চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আগে জন প্রতি মাসে পাওয়া যেত ৩৭৫ গ্রাম চিনি। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৭০০ গ্রাম, আগরতলা পুর পরিষদ এলাকার বসবাসকারী ভোক্তারা আগের মতই জন প্রতি মাসে এক কেজি চিনি পাবেন।

১৫১। রাজ্যে এল. পি. জি. ডিলারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আমাদের প্রচেষ্টার সুবাদে গত বছর ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড্ দুটি নতুন এল পি জি ডিলারশিপ বরাদ্দ করে। অন্য আরো বারটি স্থানে এল পি জি এজেন্সি খোলার জন্য আমরা দাবী জানিয়েছি। গত অর্থ বছরে ৪৬,০০০ টি এল পি জি সংযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে, রাজ্যে মোট এল পি জি ভোক্তার

সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০৫,০০০। মাননীয় সদস্যরা জেনে খুশি হবেন যে, এখন এল পি জি সংযোগ চাইলেই পাওয়া যায়।

১৫২। দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০.০০ কোটি টাকা।

নগর উন্নয়ন

১৫৩। আরবান ম্যাপিং প্রকল্পের আওতায় আগরতলার জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদয়পুর, ধর্মনগর এবং কৈলাসহরের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্প ও মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের এক বিশেষজ্ঞ দল এই শহরগুলির সমীক্ষা করেছে।

১৫৪। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরের সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্পের (আই. ডি. এস. এম. টি) আওতায় সাব্রুমের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। রাণীরবাজার শহরের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী করা হয়েছে। হাডকোর আর্থিক সহায়তা নিয়ে ১১টি নগর 'পঞ্চায়েতে টুমিলিয়ন হাউজিং প্রোগ্রাম' প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। ন্যূনতম মৌলিক পরিষেবা প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন শহরে ৭৫০টি ঘর নির্মাণের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। জল সরবরাহ সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে নগর পঞ্চায়েতের উপর। তার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম নীতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১৫৫। দপ্তরের মোট ব্যয় বরাদ্দ ১১ ১৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

পরিকল্পনা ও সমন্বয়

১৫৬। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের কাজে সরকারকে সঠিক নীতি নির্দেশ প্রদান করার জন্য রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ 'ত্রিপুরার জনগণের জন্য পরিকল্পনার রূপরেখা' শীর্ষক একটি দলিল প্রণয়ন করেছে। এই দলিলে বিভিন্ন সমস্যা ও সুযোগ-সুবিধা চিহ্নিত করা হয়েছে, কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, উন্নয়নের কৌশল তৈরী করা হয়েছে এবং সরকারের পক্ষে গ্রহণীয় পদক্ষেপের একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ যাতে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সামিল হতে পারেন, তার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, রূপায়ণ ও দেখাশোনার প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৫৭। এই উদ্দেশ্যে সহায়-সম্পদের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশ গ্রহণের জন্য 'গ্রামোদয়' নামে একটি কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ২০০০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিশালগড় ব্লকের হরিশনগর জে বি স্কুলে ত্রিপুরার পূর্বতন মাননীয় রাজ্যপাল অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। চলতি অর্থ বছরে বাকী তিনটি জেলায় এই কর্মসূচী চালু করা হবে।

১৫৮। প্রচলিত দপ্তর ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরিবর্তে 'গ্রামোদয়ের' আওতায় এখন থেকে

এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী করা হবে। এখন পরিকল্পনার ক্ষুদ্রতম ইউনিট হচ্ছে গ্রাম/পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটির উপর পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব থাকলেও ওয়ার্ড স্তর এবং গ্রাম সংসদে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণ এলাকার সহায়-সম্পদ সম্পর্কে সচেতন রয়েছেন। এবং তাদের প্রয়োজন কতটুকু এবং এই সহায়-সম্পদকে তাদের প্রয়োজনে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, এব্যাপারেও তারাই সঠিক পথ নির্দ্ধারণ করতে পারেন বলে মনে করি।

১৫৯। ব্লক স্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় ঐ ব্লকের আওতায় যে সমস্ত গ্রাম রয়েছে, সেগুলির পরিকল্পনাও বিবেচনা করা হবে। এই নিয়ম অনুসরণ করা হবে জেলা ও রাজ্য স্তরের ক্ষেত্রেও। প্রাপ্ত সহায়-সম্পদের উপর ভিত্তি করে, প্রত্যেক স্তরেই তার নিম্ন স্তরের সুপারিশ বিবেচনা করা হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ লগ্নী

১৬০। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে রাজ্যে স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বল্প সঞ্চয় দপ্তর, গ্রুপ ইনস্যুরেন্স ও ইনস্টিটুশনাল ফাইনান্স দপ্তর উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৫ কোটি টাকা। কিন্তু প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী নীট সংগ্রহ হয়েছে ১১০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে নীট সংগ্রহের ৮০% ঋণ প্রদান করে থাকে, বাৎসরিক ১২.৫% সুদে। ২০০০-২০০১ সালের নীট আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। এই লক্ষ্যও পূর্ণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১৬১। এই দপ্তর ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলেছে, যাতে এদের পরিষেবার সুযোগ নিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ করা যায়, গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ণ করা যায়, স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের জন্য কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নী করা যায় এবং সর্বোপরি রাজ্যের উন্নয়ণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। জাতীয় স্তরে সঞ্চিত আমানতের (C D ratio) গড় ৬০%। কিন্তু রাজ্যে এই হার (১৯৯৮-৯৯) মাত্র ৩১%। রাজ্য সরকার এই নিম্ন হারের আমানত সঞ্চয় নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাই, সরকার এই পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও ব্যাঙ্কগুলির সাথে এব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যের রাজস্ব

১৬২। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে সংশোধিত কর রাজস্ব খাতে রাজ্যের আয় হয়েছিল ৯৯.৬৮ কোটি টাকা। গত অর্থ বছরে আয়ের তুলনায় তা ১৮.৪৭% বেশি। চলতি অর্থ বছরে কর রাজস্ব খাতে ১১৪.৪৮ কোটি টাকা আয় হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, কর বিহীন রাজস্ব (নন-ট্যাক্স রেভিনিউ) খাতে ৬৭ ৭৬ কোটি টাকা আয় হবে বলে ধরা হয়েছে। ২০০০ ২০০১ অর্থ বছরে ঋণ প্রদান ও আগাম অর্থ সাহায্য থেকে পাওনা আদায় সহ রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব খাতে মোট আয়ের পরিমাণ ১৮৮ ৭৪ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্তি

১৬৩। আয়কর ও আমদানী শুল্ক মাশুলে রাজ্যের শেয়ার হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ রাজ্য পায়, সেটাই প্রধানত রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস। কেন্দ্রীয় আমদানী শুল্ক আয় খাতে রাজ্যের শেয়ার ৪৯২,১০ কোটি টাকা ও আয়কর শেয়ার ৭৩,৯২ কোটি টাকা হতে পারে বলে হিসাব করা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ত্রাণ খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ১০.৯৭ কোটি টাকা পাওয়া যাবে এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্তি ও রাজ্য সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যেই ব্যয়িত অর্থের সাপেক্ষে কেন্দ্রের কাছ থেকে ফেরৎ-দান (রি-ইমবার্সমেন্ট) বাবদ ২০০০-০১ অর্থ বছরে রাজ্য সরকারের মোট প্রাপ্তি হবে ৩২.৪৪ কোটি টাকা এইভাবে চলতি অর্থ বছরে যোজনা বহির্ভূত খাতে মোট ৭৯৮.১৭ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে।

যোজনা বহির্ভূত ব্যয়

১৬৪। যোজনা-বহির্ভূত খাতের অধীনে বেতন বাবদ ব্যয় হিসাব করা হয়েছে ৭৪৩.৭৭ কোটি টাকা। ঋণ পরিশোধ বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৫ কোটি টাকা। এবং ঋণের উপর সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে খরচ ধরা হয়েছে ২০৫ কোটি টাকা। অবসরকালীন ভাতা (পেনশন) ও অবসরকালীন অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দানের জন্য যত টাকার প্রয়োজন, তা মেটাতে হলে ব্যয় হতে পারে ১১৮.৮৪ কোটি টাকা। সরকারী সংস্থা কোম্পানী ও সমবায় সমিতিগুলির অর্থকরী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেবার সাপেক্ষে সরকার এদেরকে যে আর্থিক গ্যারান্টি দিচ্ছে, এর সুবিধার্থে রাজ্য সরকার ১০ কোটি টাকার প্রাথমিক লগ্নী দিয়ে 'গ্যারান্টি রিডেমশন ফাণ্ড' নামে একটি তহবিল খোলা হয়েছে। প্রধানত, প্রতিশ্রুত আর্থিক দায় দায়িত্বের (committed liability) বকেয়া সহ অন্যান্য যোজনা বহির্ভূত ব্যয়কে বিবেচনায় এনে ২০০০-০১ অর্থ বছরে মোট খরচ ১৫০০.৯৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

বার্ষিক যোজনা বরাদ্দ

১৬৫। মাননীয় সদস্যগণ অবগত রয়েছেন যে, বার্ষিক যোজনা বরাদ্দের ব্যাপারে যোজনা কমিশনের সাথে এখন পর্যন্ত কোনওরকম আলোচনা হয়নি। ফলে, রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় যোজনা সাহায্যের সঠিক পরিমাণ এখনও আমাদের অজানা রয়েছে। তবে, বি এম এস,বি,এ,ডি,পি, ট্রাইব্যাল সাব-প্ল্যান, বস্তী উন্নয়ন, জুম চাষ (Shifting Cultivation) ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষে, এই ক্ষেত্রগুলিতে কেন্দ্রীয় মঞ্জুরী ও প্রাপ্তির পরিমাণ গত বছরের মতোই পাওয়া যাবে বলে আমরা ধরেছি। যোজনা কমিশনের সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের যোজনা বরাদ্দ চূড়ান্ত হবার পরই, যোজনা বরাদ্দের সঠিক পরিমাণ জানা যাবে। রাজ্যে উন্নয়ণ প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার যোজনা বরাদ্দ ৫.০৫%

বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৫৬৫'৫০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে এবং এন ইসি-র কাছ থেকে যথাক্রমে ২৪৪'৪৭ কোটি টাকা এবং ৬২.৮৯ কোটি টাকা পাওয়া যবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আলোচনা আপেক্ষ ঋণ (নিগোশিয়েটেড লোন) ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে ৮২.১২ কোটি টাকা।

আয় এবং ব্যয়

১৬৬। চলতি অর্থ বছরে মোট ২,০৭৩'৮৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সংশোধিত হিসাবানুসারে, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ চছরে এর পরিমাণ ছিল ১,৮৭৪.০৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ এবছর কোট বাজেট বরাদ্দ গত অর্থ বছরের তুলনায় ২৬'৬৭% বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজ্যের মোট অর্থ প্রাপ্তির পরিমাণ ধরা হয়েছে ২,২৩৯.৬৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি দাঁড়াবে ১৩৪.২০ কোটি টাকা। একাদশ অর্থ কমিশনের রিপের্টের উপর ভিত্তি করে যোজনা বহির্ভূত ঘাটতি মঞ্জুরী (নন-প্ল্যান গ্যাপ গ্র্যান্ট) বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং চলতি অর্থ বছরে রাজ্যের মোট যোজনা বরাদ্দ চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষে যে পরিমাণ বর্দ্ধিত টাকা পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে— তা দিয়ে এই ঘাটতি মেটানো যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়া, যথাযথ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রূপায়িত করেও আমরা আরো কিছু টাকা সাশ্রয় করতে চাইছি।

১৬৭। সংক্ষিপ্ত ভাবে বাজেট চিত্র নিম্নরূপ :

	(কোটি টাকার হিসাবে)
ক) রাজস্ব ক্ষেত্র (Revenue Account)	
১। আয়	১,৬২৫.৭৮
২। ব্যয়	১,৯০০.১৮
৩। ঘাটতি	২৭৪.৪০
খ) মূলধনী ক্ষেত্র (Capital Account)	
১। আয়	৪১৯.৩৭
২। খরচ (Disbursement)	৪৭৩ ৬৭
৩। ঘাটতি	৫৪.৩০
গ) পাবলিক অ্যাকাউন্ট (নিট)	১০৫ ০০
ঘ) মোট আয় : (ক১) + (খ১) + গ	২,১৫০.১৫

ঙ) মোট ব্যয় : (ক১) + (খ২)	১,৩৭৩.৮৫
ঘাটতি	২২৩.৭০
ওপেনিং ব্যালেন্স	৮৯.৫০
মোট ঘাটতি	১৩৪.২০

১৬৮। ইতিমধ্যে, আমি সরকারের যে সমস্ত কর্মসূচী ও নীতিসমূহের রূপরেখা এখানে তুলে ধরলাম, সেগুলি রাজ্যের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নয়ণে ও সমৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল করতে আমাদের প্রয়াসকে শক্তিশালী করবে। আমাদের এই প্রচেষ্টায় রাজ্যের জনগণ ও মহতী সভার সহযোগিতা কামনা করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন ২000-২00১ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাব এই মহতী সভার বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি নোটিশ অফিস থেকে ২000-২00১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য এবং যে সকল সদস্য মহোদয়গণ ব্যয় বরাদ্দের (ডিমাণ্ডস ফর গ্যাণ্টস ফর দি ইয়ার) ২000-২00১ইং এর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) এর নোটিশ দিতে চান। তাঁরা আগামী ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার, ২000 ইং তারিখ বেলা ২ ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন। এই সভা বেলা ২.৪০ মিনিট পর্যন্ত মুলতবী রইল।

শ্রীরতনলাল নাথ :— কাট মোশান কয়টায় দিয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার :— ১৩ তারিখ বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটা ওয়ার্কিং আওয়ার্স'-এ রাখেন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ৪ টা পর্যান্ত করা যায়। তাদের তো কাজ করতে হবে। আচ্ছা 8 টা পর্যান্ত নেওয়া হবে।

AFTER RECESS AT—2·40

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা ব্যাপারে জানতে চাইছি যে গত ২৭ তারিখ কৈলাসহরে অরবিন্দ কলোনীতে আনিয়া বেগম নামে একজন সংখ্যালঘু গর্ভবতী মহিলাকে উয়াসেধ আলি, ফিরোজ মিয়া ও কাজি উদ্দিন এই তিন জন শাসক দলীয় লোক বলাৎকার করেছে। গ্রামেরই কিছু লোক প্রতিবাদ করতে গেলে আনিয়া বেগমসহ গ্রামের লোকরা ওই শাসকদলীয় দুস্কৃতকারীদের হাতে বেদম মারধোর খেয়েছে। পরে তাকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে তাদের ভর্তি করা হয়েছে। তাদের গ্রামে কেউ ঢুকতে পারেনি ওই সময়ে। গত পরশু দিন কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ বাবু ওই গ্রামে দেখতে গেলেন। দেখতে গিয়ে

তিনি নিজেও আক্রান্ত হলেন। দুস্কৃতকারীরা শুধু তাকে আক্রমন করেনি, তাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। এবং পরবর্তী সময়ে উনি কৈলাসহর থানাতে এই ব্যাপারে আসামীদের নাম সহ এফ. আই. আর করেছেন। ওই পরিস্থিতিতে সেখানে কিছুলোক আসামীদের সেফ গার্ড দেওয়ার জন্য সেখানকার আমাদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ফজরুত জমাকে উল্টো মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিল। স্যার এইভাবে যদি চলতে থাকে একজন বিধায়ক-এর নিরাপত্তা সেখানে থাকে না। উল্টো উনি আক্রান্ত হলেন। এবং পরে একজন বলাৎকৃত মহিলার পক্ষ হয়ে সেখানে জনগণের কাছে গেলেন এবং জানতে চাইলেন পরবর্তী সময় উনি আক্রান্ত হবেন? পরবর্তী সময়ে···পুলিশ আসামীদের সেফ করে সেখানে উল্টো ব্যবস্থা নেবেন। এই ব্যাপারে স্যার, আমরা আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা, এগুলি তো রেফারেন্স পিরিয়ড, কলিং এটেনশনে আনতে পারেন। নিয়ম কানন তো থাকতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, গত ১লা জুলাই উদয়পুরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকে আক্রমন করার চেষ্টা হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার :— নিয়ম কানুন থাকতে হবে তো। এগুলি কলিং এটেনশন, রেফারেন্স পিরিয়ডে এই হাউসে আনুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** কোন সদস্যকে এসেম্বলীতে ঢুকতে হলে সদস্যকে নোটিশ দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি এ ব্যাপারটা রোলস এ্যাক্ট ফরম-এ আনুন। যে একজন মনে করলে আনল এটা হয় না। এটা নিয়ম কানুন মেনে আনুন আমার আপত্তি নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আপনি এখানে প্ল্যান করে শুধু শাসক দলকে দিচ্ছেন।

মি স্পীকার :— এ কথা বলবেন না। আজকেরটাই দেখুন না। রেফারেন্সে আজকে শাসক দল কি পেয়েছেন। শুনুন, নোটিশের ডুপ্লিকেট দিতে হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— রবীন্দ্রবাবু ডুপ্লিকেট দেন নি?

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এখানে আমি কিছু অভিযোগ এনেছিলাম। হাউস চলাকালে একজন ধর্ষিতা মেয়ের খবর নেওয়ার জন্য মাননীয় বিধায়ক রতনলাল নাথ উনার কন্সটিটিউয়েন্সিতে গেলে তিনি আক্রান্ত হন। বীরজিৎ সিন্হা আক্রান্ত হন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আমি আবার বলছি, আপনারা নিয়ম মেনে চলুন। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।

শ্রীমানিক সরকার (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করব, মাননীয় সদস্যরা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আনলে আমি অবশ্যই জবাব দেব। আমাদের রাজ্যের সব চেয়ে বড় দল বিরোধী দলের বক্তব্য নিশ্চয়ই শুনা হবে। কিন্তু পদ্ধতিমত আসতে হবে।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার, এলাউ করেছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি এখানে স্পেসিফিক জানতে চাই, সত্য দেববর্মার মামলা প্রত্যাহার করা হবে কিনা এবং বীরজিৎ সিন্হার উপর তার বিরোধী দলের যে আক্রমণ তার তদন্ত করে দেখা হবে কিনা,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, ঘটনার সঠিক খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি বলছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, রতিমোহন জমাতিয়ার হাউস গার্ড তুলে নেওয়া হয়েছে। বিলোনীয়ার দীলিপ মজুরী, অমল মল্লিক, ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরীর বাড়ি থেকে হাউস গার্ড তুলে নেওয়া হয়েছে। এগুলি কি বিরোধীদের হত্যা করার চক্রান্ত নয়। রতিবাবু তো এখানেই আছেন, জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন না, উনি ছয় মাস ধরে বাড়ী যেতে পারছেন কিনা ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— এখানে বিজনেস তো মাত্র আর একটু খানিক। ২টি বিল কন্সিডারেশন, আর ২টি বিল পাসিং। হাউস রাজী হলে তো বক্তব্য এখনই রাখা যেতে পারে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী (মাননীয় মন্ত্রী) :— এইভাবে কি হয় ? আগে নোটিশ দিন। তারপর হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— এখানে কি সত্যকে ঢেকে রাখার ঘটনা নয় ? মাননীয় স্পীকার এলাউ করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—"দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি বিল, ২০০০ (ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ২০০০)" উত্থাপন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কবে নাগাদ এই ঘটনা সম্পর্কে উত্তর দেবেন এটা জানান নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তো বলেছেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। তার জন্য তো সময় দিতে হবে ?

শ্রীজওহর সাহা :— সময় আমরা দিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়তো দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন হাউসে উত্তর দেবেন। উনি কবে নাগাদ উত্তর দেবেন ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন কথা বলেন তখন দায়িত্ব নিয়েই বলেন। আপনারা এত অস্থির হচ্ছেন কেন ?

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, রাজ্য অস্থির, আমরা অস্থির, আপনি অস্থির, অস্থির আমরা সকলেই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনি কবে নাগাদ এই ব্যাপারে হাউসে স্টেটমেন্ট দেবেন তিনি যেন জানিয়ে দেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):— তাঁদের যদি এই ব্যাপারে এত আজেন্সী থাকবে তাহলে তাঁরা আজকে নোটিশ দিলেন কেন ? আগেই এই ব্যাপারে নোটিশ দিতে পারতেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সরকারের পক্ষ থেকে যে কোন বিষয়ে বিধানসভার ভেতরে বা বাইরে স্টেটমেন্ট দিতে হলে তথ্য সংগ্রহ করে বলতে হয়। শুধু শুধু এমনিতেই বলা যায় না। অভিযোগ যেমন আছে, আবার পাল্টা অভিযোগও আছে। তার জন্য সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেই, খোঁজ খবর নিয়েই স্টেটমেন্ট দিতে হবে এবং সেটা অল্প সময়ের মধ্যে দেওয়া যায় না। আমরা চেষ্টা করব যাতে ২/৩ দিনের মধ্যে স্টেটমেন্ট দেওয়া যায়। সত্যটা উদ্ঘাটন হলে সবার পক্ষেই সুবিধা হবে।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা :— স্যার, মিথ্যা মামলা হয়ে গেছে। গত ২৭ তারিখে আনিয়া বেগমকে বলাৎকার করা হয়েছে এবং কৈলাশহর থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ আপনি বসুন।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা :— আমি বসব না। আমাদের নামে মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছে। আমাদের চারজন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে সমস্ত কিছু খোঁজ খবর নিয়েই স্টেটমেন্ট দেবেন বলেছেন। প্লীজ বসুন।

শ্রীবিল্লাল মিঞা — মিঃ স্পীকার স্যার, এটা কত তারিখ উত্তর দেবেন মাননীয় চীফ মিনিষ্টার তো পেসিফিক কোন তারিখ বলেননি।

শ্রীমানিক সরকার (চীফ মিনিষ্টার) — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ১৪.৭.২০০০ ইং তারিখ এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

GOVERNMENT BILLS—**Considered and Passed**

মিঃ স্পীকার - সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো— "The Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000)

উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Sri Manik Sarkar (Hon'ble Chief Minister) — Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Securty Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000)

মিঃ স্পীকার — এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশনটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

"The Tripura Security Bill, 2000 (Tripura Bill No. 7 of 2000)"

(না বলার কেউ নেই এতএব এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উৎথাপিত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"The Tripura Sales Tax (Ninth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No 9 of 2000)

উত্থাপন। আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে

Sri Badal Choudhuri (Hon'ble Minister) — Mr. Speaker sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Sales Tax (Ninth Amendment) Bill 2000 (Tripura Bill No. 9 of 2000)"

মিঃ স্পীকার :— এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হলো :—

"The Tripura Sales Tax (Ninth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No, 9 of 2000"

(এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি আজকের সভায় উৎথাপিত বিলগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য।

সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :—

"The Tripura Public Demand Recovery Bill, 2000 (Tripura Bill No. 6 of 2000)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মাননীয় মন্ত্রী) — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি যে,

"The Tripura Public Demand Bill, 2000 (Tripura Bill No. 6 of 2000)"

বিবেচনা করা হোক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা পাবলিক ডিমাণ্ড রিকভারী বিল ২০০০ ইং বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে।

বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সংস্থা, অধিগৃহীত কর্পোরেশন, ব্যাংক অথবা অন্যান্য ফিন্সশিয়াল ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ, সুদ বা অন্যান্য প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য কোন বিশদ আইন নেই। সরকারের যা কিছু পাওনা তা ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার আইন মোতাবেক, বকেয়া রাজস্ব হিসাব আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য সংস্থা বা ব্যাংক ঋণ আদায়ের কোন সুযোগ টি. এল. আর এণ্ড এল-আর অ্যাক্টে নাই। ফলতঃ এইসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ এবং তার সুদের পাহাড় গড়ে উঠেছে। ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে কোন আইনী পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছেনা যাতে করে দোষীদের কাছ থেকে দ্রুতলয়ে অনাদায়ী অর্থ আদায় করা যায়।

ফলে, বিগত বছরগুলোতে রাজ্যে ব্যাংক সমূহের বিনিয়োগের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯২ ৯৩ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে জমার বা ডিপোজিট এর অনুপাতে বিনিয়োগ এর আনুপাতিক হার বা সি. ডি রেশিও ছিল ৫৮.৫ শতাংশ। ১৯৯৬-৯৭ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৩৯ শতাংশ ৯৭-৯৮ তে তা আরো কমে দাঁড়ায় ৩৪ শতাংশ। ৯৮-৯৯ সালে সি. ডি রেশিও আরো হ্রাস পায় ৩১ শতাংশে আর সর্বশেষ ১৯৯৯-২০০০ সাল এর আনুপাতিক হার নেমে দাঁড়ায় ৩০.৪৮ শতাংশে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৬০ টাকা। রিজার্ভ ব্যাংকের গাইডলাইন হচ্ছে ১০০ টাকা কোন রাজ্য থেকে সংগ্রহ করলে পরে সেই রাজ্যের ব্যাংক-গুলি ৬০ টাকা সেখানে বিনিয়োগ করতে হবে। এই ক্রমহ্রাসমান বিনিয়োগ প্রবনতার অন্যতম প্রধান কারণ হল প্রদত্ত যে ঋন বিশাল অংশ অনাদায়ী থাকার দরুন এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত বছরগুলোতে অনাদায়ী ব্যাংক ঋণ সমেত সরকারের অন্যান্য অর্থ আদায়ের জন্য সারা রাজ্যের রিকভারী ক্যাম্প করা হয়েছে ঘন ঘন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে মাননীয় বিধায়করা অনেকেই ব্যাক্তিগতভাবে এইসমস্ত রিকভারী সভার মধ্যে উপস্থিত থেকেছেন। এত সক্রিয় হওয়ার পরও, এই সমস্ত প্রচার সত্বে ও বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত ব্যাংক যে ঋণ আদায় হয়েছে তার পরিমান হচ্ছে ৮.৬২ শতাংশ মাত্র। ফলে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলির আগ্রহ কমে শুন্যের কোঠায় ঠেকেছে। রাজ্যের ঋণ নির্ভর উন্নয়ন

প্রকল্প সমূহে ব্যাংকগুলো আজ আর বিনিয়োগ করতে চাইছে না। বন্ধকভিত্তিক ঋন প্রদানের দিকেই এদের ঝোঁক এখন বেশী। ফলে এটা গুরুতর পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে। এই ধরনের একটা আইন প্রনয়নের জন্য ব্যাংকগুলি, অন্যান্য ইনস্টিটিউশানগুলি যারা এই ধরনের ঋণ দিচ্ছিলেন তাদের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের উপর চাপ আসছিল।
পাবলিক ডিমাণ্ড রিকোভারী অ্যাক্ট্ প্রণীত হলে পরে ব্যাংকসমূহ তাদের টাইম বার্ নথিপত্রগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে, ফলতঃ বিশেষভাবে কমে যাবে ব্যাংক ঋণ বা নন-পারফরমিং অ্যাসেট-এর পরিমাণ।

ব্যাংকের আইন অনুযায়ী তিন বছর ধরে অনাদায়ী ঋণসমূহ যদি ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে পুনর্বীকরণ না করা হয় তবে তা অনদায়ী যোগ্য বা এন পি এ বলে ঘোষিত হয়। আর এই এন পি এ ব্যাংক সমূহের অগ্রগতির পক্ষে বিরাট হুমকি। পি ডি আর অ্যাক্ট ব্যংক সমূহের এন পি এ-এর পরিমান কমাতে সহায়ক হবে এটা চালু হওয়ার পর।

শুধু ব্যাংক সমূহই কেন, সরকারী অধিগৃহীত সংস্থাগুলোও এই আইনের সুযোগ গ্রহণ করে তাদের আদায় যোগ্য অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য পথ সুগম করতে পারবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন এই আইনটা করার সিদ্ধান্ত নেই, তখন এই ঋণ দানের সিদ্ধান্তে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ রাজ্যে এই ধরনের বিল তারা তৈরী করছেন এবং এটা পাশ করিয়েছেন। ঋণ নিলে পরে সেই টাকা ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে সেখানে কার্য্যকরী আইনগত ব্যবস্থা যাতে সেখানে গ্রহণ করা যেতে পারে তার জন্যই এই বিলটা। আমরা যে বিলটা আজকে এখানে এনেছি সেই বিলের মধ্যে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, এই বিলের মধ্যে এক, দুই, তিন ও চার নম্বর এই চারটা অনুচ্ছেদে মোট ৩৮ টি ধারা আছে। প্রথম অনুচ্ছেদে প্রিলিমিনারী, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বকেয়া ডিমাণ্ড এবং সার্টিফিকেট রুজু করার প্রনালী, তৃতীয় অনুচ্ছেদে সার্টিফিকেট কার্য্যকর করার বিভিন্ন উপায় আর চতুর্থ অনুচ্ছেদে রয়েছে 'বিবিধ' যার মধ্যে অ্যাপিল, সেভিং এবং রুলস্ প্রনয়নের কথা বলা হয়েছে।

সেক্শন ২-এ রয়েছে সংজ্ঞা সমূহ। মানে এখানে কিভাবে সার্টিফিকেট অফিসার অ্যাপয়েন্ট করা হবে। এর (সি) উপধারায় জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং এই আইনের অধীনে সার্টিফিকেট অফিসার হিসাবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত যে কোন অফিসারকে সার্টিফিকেট অফিসার হিসাবে চিহ্নিত করা হবে এবং রাজ্য সরকার এই আইনের মধ্যে থেকে তাদের অ্যাপয়েন্ট করবেন। এই আইন পাশ হয়ে গেলে রাজ্য সরকার যাকে প্রয়োজন অফিসার মনে করবেন এই স্তরের জেলা শাসক বা মহকুমা শাসক বা অন্য যে সমস্ত অফিসারকে সার্টিফিকেট অফিসার হিসাবে ঘোষণা করবেন তারা এটা গ্রহণ করতে পারবেন।

৩নং ধারার ১নং উপধারাতে বলা হয়েছে, যে কোন ধরনের পাবলিক ডিমাণ্ড যা ডিউ ডেটের মধ্যে পরিশোধ করা হয়নি, তাই আদায় যোগ্য এরিয়ার অন্ পাবলিক ডিমাণ্ড হিসেবে গন্য হবে এবং যে ব্যক্তির এই অর্থ পরিশোধের দায় রয়েছে তিনি ডিফল্টার হিসেবে চিহ্নিত হবেন।

এই ধারার ২নং উপধারায় বলা হয়েছে সরকারের দপ্তর সমূহ, কর্পোরেশন, ব্যাংক প্রভৃতি বকেয়া পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে নিজ নিজ দপ্তরে এক বা একাধিক অফিসারকে এই অর্থ আদায়ের সর্ববিধ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারকে আইনের অধীনে পি ডি আর ও বা পাবলিক ডিমাণ্ড রিকোভারী অফিসার বলা হবে।

যে সমস্ত দপ্তর ঋণ আদায়ের জন্য তাদের যে অফিসার নিয়োগ করবেন তাকে কিভাবে করা হবে এটা এই ৪নং ধারায় বলা হয়েছে। ৪নং ধারায় এটাও বলা হয়েছে যে, পি ডি আর ও তার দপ্তরের বকেয়া পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সার্টিফিকেট অফিসার যাকে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট অ্যাপয়েন্ট করবেন তার কাছে রিকুয়িজিশন্ পাঠাবেন।

এর পরে যে পদক্ষেপগুলি দিতে হবে ঋণ গ্রহীতা যাতে কোনভাবে হয়রানীর মুখে না পড়েন তার গ্যারান্টিযুক্ত কিনা এগুলি তারা দেখবেন, কেননা পি ডি আরও-র কাছ থেকে রিকুয়িজিশন্ পেয়ে সার্টিফিকেট অফিসার নিশ্চিত হবেন যে ঐ বকেয়া আদায়যোগ্য। যদি তিনি এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট হন তবেই তিনি সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন। অন্যথায় না। এই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সার্টিফিকেট অফিসারকে প্রাথমিকভাবে ডিফল্টার বা সার্টিফিকেট ডেটের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে তা বলাই বাহুল্য।

একটা মূল কথা হচ্ছে পাবলিক ডিমাণ্ড রিকোভারী অফিসার যে লোকটার কাছ থেকে টাকা পাবে সে ঋণ আদায় করার জন্য অর্থাৎ সাব্যস্ত করবেন। তিনি সার্টিফিকেট অফিসারের কাছে তাকে পাঠাবেন। সার্টিফিকেট অফিসার প্রাথমিক তদন্ত করবেন যে লোকটা ঋণ নিয়েছে তার ঋণ দেওয়ার মত অবস্থা আছে কিনা এবং সে যদি ঋণ পরিশোধ করতে পারে তাহলে এ ব্যাপারে সার্টিফিকেট অফিসার তিনি সেখানে সিদ্ধান্ত নেবেন। তার পরেই সেই সার্টিফিকেট অফিসার ৮নং ধারায় যেটা বলা আছে সেই ধারা অনুসারে তাকে নোটিশ দেবেন এবং যাতে তার সম্পর্কে যে ডিমাণ্ড সেখানে করা হয়েছে সেগুলি যোগ্য কি অযোগ্য সেটা সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা দেবেন। তারপরে সার্টিফিকেট অফিসার সিদ্ধান্ত নেবেন যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ডিফল্টার কিনা।

৯নং ধারায় তার এই দরখাস্তের নিষ্পত্তির জন্য সার্টিফিকেট অফিসারকে হিয়ারিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার বোধে সাক্ষী সাবুদও গ্রহন করবেন তিনি। মোট কথা তাকে এই দাবী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে এবং এটা হলে পরেই তিনি ফাইন্যাল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন। মনে রাখতে হবে একজন সার্টিফিকেট ডেটর যদি নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত কারণে ঋণ পরিশোধ না করে থাকেন তবে তাকে উইলফুল ডিফল্টার বলা যাবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপরোক্ত ধারাগুলো ড্রাফটিং-এর সময় একটা আবশ্যিক বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয়েছে যে, এই আইনের সুযোগ নিয়ে যাতে কেউ কাউকে হয়রান করতে না পারে এবং কেউ যাতে এতে হয়রাণী না হয়।

১২ নং ধারাতে বলা হয়েছে, কখন সার্টিফিকেট কার্য্যকর করা হবে। ১৩ নং ধারাতে বলা হয়েছে, কি উপায়ে তা কার্যাকর করা হবে এবং ১৪ নং ধারাতে বলা হয়েছে, ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহীতার সম্পত্তি বিক্রির বিধাম রয়েছে।

১৫ নং ধারাতে বলা হয়েছে, যদি ঋণ গ্রহীতা ঋণ দিতে না পারেন এবং তিনি যদি উইলফুল ডিফল্টার হিসাবে সাব্যস্ত হন তাহলে তার সম্পত্তির বিক্রী ও নীলামের মাধ্যমে ঋণ আদায় করার যে প্রভিশন আছে সেটা এখানে দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই নীলাম এবং ক্রোক সংক্রান্ত ধারাগুলো বিশদ, আমি সে ব্যাপারে আলোচনা করে সভার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না।

শুধু মাত্র সেকশন্ ২৯-এর কথা এখানে উল্লেখ করছি। এই ধারায় সার্টিফিকেট অফিসার ঋণ গ্রহীতা যিনি তাকে যদি সার্টিফিকেট ডেটর হিসাবে চিহ্নিত করেন তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন। তিনি তাকে সিভিল্স ইমপ্রিজনমেন্ট-এ আটক করে রাখারও অধিকারী। তবে এক্ষেত্রে তাকে এই মর্মে আগে থেকেই নোটিশ দিতে হবে। গ্রেপ্তার এবং সিভিল ইমপ্রিজন্মেন্ট-এর কারণগুলো হবে, যদি কোন সার্টিফিকেট ডেটর্ সার্টিফিকেট ইউজ করার পর অসাধুতা অবলম্বন করে সম্পত্তি হস্তান্তর করে দেন এবং তাতে তার উদ্দেশ্য হয় সার্টিফিকেট কার্যাকর করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি বা বিলম্বিত করন হয়। তবে সার্টিফিকেট অফিসার উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ সাপেক্ষে সার্টিফিকেট ডেটর-কে অ্যারেষ্ট করে সিভিল ইমপ্রিজন্মেন্ট দিতে পারেন।

এই সব কিছু করার পরও আমরা এই অ্যাক্টের ৩৫ নং ধারায় যদি ঋণ গ্রহীতা মনে করেন তাহলে তার প্রতি অন্যায়ভাবে সার্টিফিকেট অফিসার এখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাহলে তিনি জেলা শাসকের কাছে আবেদন করতে পারবেন, অ্যাপিলের জন্য। আর জেলা শাসক যদি সেখানে নিজে সার্টিফিকেট অফিসার হয়ে থাকেন তাহলে তিনি সেখানে রাজস্ব সচিবের কাছে অ্যাপীল করতে পারবেন। সুতরাং আইনের সুযোগ যাতে কোন অবস্থার মধ্যে অকোপাই করতে না পারে সেজন্য অ্যাপীলের সুযোগ তার মধ্যে রাখা হয়েছে এবং আমি এটা বিশ্বাস করি আমরা হাউসের সবাই যদি একমত হই এবং এই আইনটাকে যদি এখানে আইনের রূপ দিতে পারি তা হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি আজকে যেসব কারণ দেখিয়ে ঋণ বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছেন, এখানে বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে, ডিপোজিটের রেসিভ কমে যাচ্ছে, তাদের সেই দিক থেকে উৎসাহিত করবে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান যারা ঋণ এনে অন্যকে ঋণ হিসাবে দেন তাদের ঋণ আদায় করার

ক্ষেত্রে দপ্তরগুলি বা কর্পোরেশনগুলি, এখানে আমাদের অনেকগুলি কর্পোরেশন আছে যারা এই ধরণের ঋণ দেন। যেমন, এস, সি কর্পোরেশন, এস, টি কর্পোরেশন, ও, বি, সি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য যে সংস্থগুলি আছে। এমন কি হাউজিং-এর জন্য দপ্তর থেকে অনেকে ঋণ নেন সেই সমস্ত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে এই আইন নিশ্চয় সহায়ক ভূমিকা নেবে এবং এই আইনের যাতে অপ-প্রয়োগ না করা হয় সেজন্য সমস্ত রকমের রক্ষা কবচ এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের হাউসে এই যে বিলটা প্লেস করা হায়ছে তাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্মতি দেবেন এবং তাকে পাশ করাবেন। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় কি কিছু বলবেন? বলুন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলটি যেহেতু আইনদপ্তর রচনা করে দিয়েছেন, যেখানে অর্থ সংকটের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারছেন না. বেকারদের চাকুরী দিতে পারছেন না, শরনার্থীদের রেশন দিতে পারছেন না, সেখানে এই ধরনের বিল আনা ঠিক হয় নি, এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী বোধহয় দেখেননি। রেভিনিউ সবচেয়ে ফল করবে স্যার। বর্তমানে কি সিষ্টেম আছে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত যদি সিভিল সুট করে তাহলে সিভিল কোর্টে মামলা করতে হবে। আর দশ লাখ টাকার উপরে হলে ডিট্ রিকোভারী ট্রাইবুন্যাল, গৌহাটি আছে সেখানে এটা করতে হবে। এবং কোর্ট ফি রেভিনিউ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কোর্টে জমা দিতে হবে। তাহলে এই রেভিনি-উটা ২০০ টাকা থেকে আরম্ভ করে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কোর্ট ফি দিয়ে মামলা দায়ের করতে হয়। সে ক্ষেত্রে একটা বিরাট রেভিনিউ কমে যাবে।

(দ্বিতীয়ত সরকার এই বিলটা এনে দিন দিন কোথায় প্রশাসনিক কাজ যাতে বিচার বিভাগের হাতে যায় যাতে সেখানে নিউট্রল বিচার হবে, এটা না হয়ে উল্টা কোর্টের ক্ষমতা নিয়ে এসেছে নিজেদের হাতে যারা এস. ডি. ও. ডি. এম, যারা তাদের কথায় চলবে তাদের কাছে মামলা করতে হবে তাহলে মামলাটা হবে কি রকম? এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তো বিলটা এনে বলেছেন যে স্পীডি রিকোভারী অব লোন —এটা হবে না স্যার হতেই পারেনা। একজন মহকুমা শাসক উনি এত প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকেন যে উনাকে যদি আমরা ১০৭ ধারা মামলার বা সার্টিফিকেট কেস্ এসবে উনাকে পাওয়াই যায়না বলে উনি তো নেই, ঐ জিরানিয়া গেছেন বি, ডি, সি,'র মিটিং আছে। কাজেই এই একটি সার্টিফিকেট কেস্ যেখানে ৬ মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবার কথা সেটা তিন চার বছর ধরে চলছে। সার্টিফিকেট কেস করবে না প্রশাসনিক কাজ করবে; এবং আরেকটা ব্যাকসাইন দেখা যাচ্ছে শাসক দলীয় যারা লোন নিয়েছেন তাদেরকে বাঁচিয়ে দেবার কৌশল কি না? কারণ উনারটা বাদ দেন এইভাবে ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাকে বাচিয়ে দেবে। আর অপোজিশন হলে

ঝাপাইয়া ধর। এটাতো মারাত্মক। এটাতো কালা কানুনেরএর মত হচ্ছে। এটাতো ডেঞ্জারাস্ কথা। এই সব বিল আনাই উচিৎ না। কার কথায় জানি না এই সব বিল আনছেন। বিলের মূল উদ্দেশ্য ভাল হওয়া উচিৎ হয়নি। এই সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিৎ। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিন যে যারা শাসকদলীয় সমর্থক তাদের লোন মাপ করিয়ে দেওয়া হবে না-এস, ডি ও,ধা ডি, এমদের মাধ্যমে। বলে দিলো ফোন করে যে ওকে মাপ করে দাও। কিন্তু একজন জুডিশিয়েল অফিসারকে সেভাবে ফোন করে বলতে পারবেনা। সেখানে নিউট্রল বিচার হবে। কিন্তু সেখানেতো বাড়াবাড়ির স্কোপ বেশী থাকবে। ঘাড়টা ধরে এনে বলবে এখানে সই কর-কিছু করতে পারবেন না স্যার. এই আইনে পরিস্কার মেনশন করা আছে। তাহলে এই ধরনের বিল কিসের জন্য ? কোর্টে কি বিচার হচ্ছে না ? কোর্ট কি টাকা আদায় করতে পারছেন না। কিন্তু এর ফলে তো রেভিনিউ মারাত্মক ফল করবে।

স্যার, যেখানে মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য চিৎকার করছেন সেখানে সরকারী দপ্তর থেকে বিভিন্ন ধরণের ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে যে, এইভাবে একটা পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেখানে মদ বেশী বিক্রি করার জন্য নির্দেশ বা সার্কুলার দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে অ্যাটেনশন অব্ লাইসেন্স অব্ ইণ্ডিয়ান মেইড ফরেন লিকার শপস আণ্ডার ওয়েষ্ট ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্ট ইজ্ ড্রয়ারবাই ড্রন টু দ্যা প্রভিশন অ্যাণ্ড্ কনটেইন ইন্ রুলস্ ১৮৩ (বি) অব দ্যা ত্রিপুরা এক্সাইজ রুলস্ ১৯৯৩ অ্যাণ্ড অ্যামেনডেড হুয়িচ রানস্ অ্যাজ ফলোজ—

. ১৯৩ (বি) দ্যা লাইসেন্স অব ইণ্ডিয়ান মেইড ফরেন লিকার শপস্ শ্যাল লিভ ইমপোর্ট অ্যাটলিস্ট ৭৫ কেসেস্।

স্যার, আমি পড়ে এসেছি। আমার কথা হল, একজন মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রীর কথা জেলা বিচারপতি শুনবেন কি? কিন্তু মহকুমার শাসককে বললে তিনি এক্ষুনি হাউসে চলে আসতে পারেন। এডভোকেট জেনারেলকে বললে তিনিও আসবেন। সেই জন্যই বিচার বিভাগটা ভাগ হয়েছে। এখানে কালা কানুন করে ব্যাংক ও অন্যান্যদের রাখা হয়েছে।

আমি জানি, বিলটা নিয়ে আমি যা কিছুই বলি না কেন এই বিল পাশ হবেই। তবে আমি শুধু বলতে চাই এই বিল জনস্বার্থ বিরোধী। আমি অর্থমন্ত্রীকে বলব, তিনি যেন আজই বিলটা পাশ না করিয়ে একটু চিন্তা করে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে দু'দিন বাদেও এখানে এটাকে পাশ করানো যেতে পারে। এই প্রভিসনটাতো আইনেই রয়েছে।

ধন্যবাদ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া — মিঃ স্পীকার স্যার, ব্যাংকের কাজ যাতে থেমে না যায় এটা আমাদের দেখতে হবে। কারণ এতে অর্থনীতির প্রসার রুদ্ধ হয়। এটাই স্বাভাবিক। ব্যাংক লোন অনেকেই পরিশোধ করতে পারেন না. এটার জন্য অবশ্য অনেক কারনই আছে। এক

ধরনের লোক স্বপ্রণোদিত হয়ে ঋণ পরিশোধ করেন, আবার ইচ্ছা থাকলেও অনেকেই সেই লোন পরিশোধ করতে পারেন না তাদের জন্য এই বিলটা ক্ষতিকারক। একজনের এমনও হতে পারে লোন নিয়ে ব্যবসা করে লস হয়ে গেল। একজন হয়ত গরু কিনলেন চাষাবাদ করার জন্য, কিন্তু গরুটা মারা গেল। অথবা কোন একটি বিজনেস এস্টাব্লিসমেণ্ট নানা কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কৃষিঋণ নিয়ে চাষাবাদ করতে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মার খেয়েছেন- এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকা সত্বেও কিন্তু ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না অনেকেই। তাদের বেলায় কি হবে এই বিলে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয়নি। আমার মনে হয় এটা সম্পর্কে সরকারের একটা পলিসি থাকা দরকার। প্রথম উনারা অক্‌শন ডাকবেম তারপর যিনি কিনবেন তাদের তারা ২৫ পারসেন্ট প্রথম জমা দিতে হবে এবং ত্রিশ দিনের মধ্যে তার বাকি টাকা দিতে হবে। আর যদি না পারে তাহলে আরও পনর দিন পর্য্যন্ত সময় বাড়াতে পরবেন। কিন্তু যদি ক্রেতা সে দেখে যে গাড়ীটা নিতে যাচ্ছে দেখা যায় লাইন্সেসে গণ্ডগোল. পুলিশেও একটা ভেজাল আছে কিংবা মালিকানা নিয়ে ঝগড়া আছে তখন ডেফিনেটলি সে পিছিয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় এই বিক্রিটা বাদ পড়লেও তার ফাইন রয়ে গেছে। কাজেই আমার মনে হয় এটা বোধয় উচিৎ হবে না। যদি জেনিউন গ্রাউণ্ডে না হয় তারপরে তার যে ২৫ পারসেন্ট জমা এটার পুরাটা তাকে ফেরৎ দেওয়া উচিৎ! এবং এই ব্যাপারে সংশোধন আনা উচিৎ বলে আমি মনে করি। আমি আবার মন্ত্রী মহোদয়কে বলব যারা ইচ্ছা থাকা সত্বেও যারা লোন শোধ করতে পারছে না এই ব্যাপারে সরকার একটা পলিসি এই বিলে না থাকুক আগামী দিনে হলেও এই রকম একটা আনা যাবে কিনা?

শ্রীবীরজিত সিন্‌হা :— স্যার, এখানে যে বিল আনা হয়েছে ত্রিপুরার বর্তমান যে পরিস্থিতি মরার উপর খাড়ার ঘা। এই উগ্রপন্থীর কারণে মানুষ আজকে দিশেহারা এখানে এটা অমানবিকভাবে আনা হয়েছে। যেখানে পাঞ্জাব কাশ্মীরে এই উগ্রপন্থী তৎপরতা ছিল বলে সেখানে ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ মকুব করা হয়েছিল। আমরা গত অধিবেশনে এই ব্যাপারে প্রাইভেট মেম্বারস রেজুলেশন পেশ করেছিলাম। আমরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে আবেদন করেছি যাতে ত্রিপুরার এই পরিস্থিতিতে ঋণ মকুব করা হয়। অথচ আবার আমরা জুলুম করছি আদায় করার জন্য। আমরা এটার বিরোধী। যদি আপনারা এই বিল এখানে পাশ করিয়ে নিলেও আমরা এর বিরোধিতা করব ময়দানে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বাসুদেবমজুমদার।

শ্রীবাসুদেব মজুমদার :— (বিলোনীয়া) স্পীকার স্যার, ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা পাবলিক ডিমাণ্ড রিকভ্যারি বিল ২০০০ ইং এখানে যে উৎথাপন করেছেন আমি এই বিলকে সমর্থন করছি।

আমরা সবাই জানি যে এই ধরনের বিল কার্যকরী হয়েছে আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজ্যে। এইফলে সেই রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যাংকগুলির অবস্থা যেমন ভাল হয়েছে তেমনি সি. ডি রেশিও সেই রাজ্যে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। আমরা সবাই জানি আজকের দিনে ঋণ নেওয়া কি দেশের পক্ষে কি রাজ্যের পক্ষে কি কোন সংস্থার বা সংগঠনে পক্ষে কি কোন ইনডিভিজুয়াল-এর পক্ষে এটা প্রায় অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা। এই জন্য এই বিলটাকে সমর্থন করছি। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি রিকভারী হচ্ছে না বলে সি. ডি রেইশিও ক্রেডিট ডিপোজিট রেইশিও প্রতি মাসে এটা কমতে শুরু করেছে। বিলের মধ্যে খুব পরিষ্কারভাবে এটা উল্লেখ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন কিভাবে বছরের পর বছর সি. ডি রেইশিও কমতে শুরু করেছে। আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি এক বছর আগেও আমাদের রাজ্যে যে রেশিও ছিল সেটা ৩৮ পারসেন্ট। আজকে এখানে এটা ৩০ পারসেন্টএ কমে গেছে। কারণ একটাই যে রিকভারী হচ্ছে না এই ধরণের কোন নিয়ম নির্দেশিকা বা বিল আগে থেকে না থাকাতে ব্যাঙ্কগুলি কোন কার্যাকরী ভূমিকা নিতে পারছে না। ফলে সুযোগ নিচ্ছে উবলফুল ডিফল্টার যারা আছে তারা। তাদের কারণেই আজকে আমাদের রাজ্যের সাধারণ মানুষ ঋণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আজকে এখানে যে বিল আনা হয়েছে সেটা মানুষের এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। আমি এখানে লক্ষ্য করেছি এবং আপনারা সবাই লক্ষ্য করেছেন যে, বিরোধী দল বিশেষ করে রতনবাবু বলেছেন বিলের যে মহৎ উদ্দেশ্য সেখানে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন। সেটার সঙ্গে অবস্থার কোন মিল নেই। সেই জন্য আজকে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ঋণ যাতে আর ব্যাপকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তারজন্য আজকে এই বিল এখানে আনা হয়েছে। এই বিলের মাধ্যমে আমরা আমাদের রাজ্যের সি ডি রেশিও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আজকে যদি আমরা এই বিলকে বিরোধিতা করে যদি বিলটাকে বাতিল করে দেই তাহলে আমাদের রাজ্যে আর্থিক সংকট আরও বিরাট আকার ধারণ করবে। এটা লাভ হবে জোতধার, জমিদারও লক্ষপতিদের। আজকে তাদের কাছেই পাহাড় পরিমাণ ঋণ আটকে পরে আছে। তাদের কাছ থেকে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে এই বিল কার্যাকরী ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। রাজ্যের স্বার্থকে দেখার জন্য আমি সকলকে এই বিলকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী : -- মি. স্পীকার স্যার, এখানে যে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে আশংকা প্রকাশ করেছেন সেই ব্যাপারে আমি প্রথমেই বলব এই ব্যাপারে কোন আশংকা থাকাই ঠিক নয়। এবং আশংকা করার কোন কারণ নেই। এই আইন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে অনেক

আগেই কার্য্যকরী করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে অনেক পরে এইগুলি আনা হয়েছে। সমস্ত দিকে চিন্তা করে আমরা এইগুলি করেছি কিভাবে এই আইন মোডেস্ট ওয়েটে করতে পারে। সাধারণ মানুষ যাতে এই আইনের দ্বারা হয়রানি না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আর মাননীয় সদস্য রতনবাবু বলেছেন যে, ডি,এম বা এস, ডি, ও-দেরকে নিয়ে সেই কাজ করলে পরে ভাল হবে। এখানে ডি. এম বা এস. ডি. ও না তারা তো কাজে ব্যস্ত থাকেন। এছাড়াও সরকার যাকে নিয়োগ করবে সেই সার্টিফিকেট অফিসার হিসাবে কাজ করবে। আর যারা ব্যাঙ্ক থেকে বা কোন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেবে সেই ব্যাঙ্ক বা প্রতিষ্ঠান ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে তারা যাদেরকে ঋণ দিয়েছেন তারাই সেই লিষ্টগুলি দিবে। সেই ক্ষেত্রে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজেদের মধ্যে একজন অফিসার নিয়োগ করবে বা পি, ডি. আর ও ডিপ্লয় করবে। তারা ঠিক করবে এই রকম ঋণ কাদের কাছে পড়ে আছে। এবং তখনই দেখা হবে কে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কে পারবে না। সেখানে যদি দেখা যায় ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা আছে কিন্তু ঋণ পরিশোধ করছে না। উইলফুল ডিফল্টার তাদের বিরুদ্ধেই এই আইনগুলি কার্য্যকরী হবে। তারপরেই তাদের এগেনষ্টে নোটিশ ইস্যু করা হবে। আর সেখানে যদি দেখা যায় কোন ঋণ গ্রহীতা তার ঋণ পরিশোধ করার কোন ক্ষমতা নেই তাদের ক্ষেত্রে হয়রানি করার সুযোগ আমরা দেব না। এখানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি বলছেন যে ঋণ আদায়ের জন্য যদি কোন ক্যাস কেন ফাইল করা হয় তাহলে দেখা যায় পাশ শেষ হইতে পাঁচ থেকে সাত বছর লেগে যায়। আর এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যারা তিন বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না সেটা অনাদায়ী হিসাবে সেখানে চিহ্নিত হয়ে যাবে।

সেখানে এই সমস্ত ঋণ আদায়ের জন্য এই আইনে সেই সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের ঋণ নেওয়ার পরে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যারা থাকবেন এই সমস্তগুলি নিয়ে আদালতে যাওয়ার সুযোগ তাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। যারা টাকা নিয়ে দিচ্ছেন না তাদেরও এই আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এখন বড় সমস্যা হচ্ছে ব্যাঙ্কগুলি বেনিফিসারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এরাই বেনিফিস্যারী নির্বাচন করে থাকে। এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে, ব্যাঙ্কের মধ্যে সব অফিসারই সৎ অফিসার। ব্যাঙ্কের মধ্যে কোন কোন অফিসার কমিশন টমিশন নিয়ে তাদের পছন্দমত লোককে টাকা দেন। এবং শেষ পর্য্যন্ত উনারাই যারা টাকা নেয় তাদের সঙ্গে মিলে এই ঋণ না আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমরা তো সেই ক্ষেত্রে একটা সুযোগ নিতে চাইছি। ব্যাঙ্কগুলি যেভাবে রাজ্য সরকার বা প্রশাসন বা আইনের দোহাই দিয়ে

ঋণ আদায় করেন না, তাদের পছন্দমত কিছু লোককে ঋণ দিয়ে দেন ব্যাঙ্ক-এর থেকে রেহাই পাবে না। তাকে প্রুসর করতে হবে। যে লোকটির কাছে বেশী ঋণ পড়ে আছে সে নাম না দিলে তো তার বিরুদ্ধে এই আইনে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া যাবে না। সেই জায়গায় ব্যাঙ্কগুলি তার নিয়ম নীতি না মেনে যে সমস্ত লোককে ঋণ দিয়েছে সেই সমস্ত লোকগুলিকে চিহ্নিত করা। বে-আইনীভাবে যারা ব্যাঙ্কগুলি থেকে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে অর্থাৎ এখানকার সাধারণ মানুষ ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে যারা বঞ্চিত করেছে এই আইনের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগটা এর মধ্যে থাকবে। এখানে বীরজিৎ বাবু বলেছেন যে তারা এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামবেন। তারা আন্দোলন করবেন। তাদের আন্দোলন করার কোন সুযোগ নেই। এই বিলে যা আছে তাতে কোন হয়রানি হওয়ার সুযোগ নেই। কোন কারণে যদি ঋণ গ্রহীতা মনে করেন যে উনি কোন কারণে হয়রানি হচ্ছেন তার আপিল করার সুযোগও এই আইনের মধ্যে রাখা হয়েছে। সমস্ত ব্যবস্থা এর মধ্যে প্রটেক্ট করা হয়েছে। সুতরাং আমি সেইদিক দিয়ে মাননীয় বিরোধী সদস্যদেরকে অনুরোধ করব দীর্ঘদিন পর ব্যাঙ্কের যে ভূমিকা আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে যেখানে সি, ডি, রেশিও প্রায় বলা যায় উত্তর পূর্বাঞ্চল সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে পিছনে পড়ে আছে। আমাদের এখানে ব্যাংকে প্রচুর টাকা জমা হয়। আমাদের রাজ্যের তারা প্রায় ৩০ ভাগ টাকা বিনিয়োগ করেন আর ৭০ ভাগ টাকা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই টাকাকে আমরা আমাদের রাজ্যের মধ্যে আটকাতে চাই। আরো বেশী পরিমাণে বিনিয়োগ করার জন্য ব্যাংকগুলিকে আমরা বাধ্য করতে চাই এই ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলি যদি সত্যি কিছু করনীয় ভূমিকা নিতে চান তাহলে আজকে এটা কার্যকরী হওয়ার পরে তার পক্ষে পালাবার রাস্তা থাকবেনা। মানুষকে ফাঁকি দেওয়ার রাস্তা থাকবেনা। সেই জন্য এই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনার মধ্যে রেখে আমরা এই আইন, এ্যাক্টটাকে এখানে এনেছি। আমি আশা করব বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তার আর এই সন্দেহ থাকবেনা। এই বিলটা সর্বসম্মতভাবে পাশ করার জন্য আমি তাদের কাছে আবেদন করব এবং আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে তারা সবার আগে এটা করেছে অন্তত আরো ১০ থেকে ২০ বৎসর আগে। আমাদের উপর বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকগুলি চাপ সৃষ্টি করেছে কেন আপনারা এই আইন করছেন না।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩৮ নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক। অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

অতএব, বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে গৃহীত হল।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— The Tripura Public Demand Recovery Bill, 2000 (Tripura Bill No. 6 of 2000)

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, ' The Tripura Public Demand Recovery Bill, 2000 (Tripura Bill No. 6 of 2000)

পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন এই প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Public Demand Recovery Bill, 2000 (Tripura Bill No. of 2000)" পাশ করা হউক।

উক্ত প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো। সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—

"The Tripura Shops and Establishments (Third Amedment) Bill, 2000 (Tripura. Bill No. 8 of 2000)" এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে,

"The Tripura Shops and Establishments (Thrid Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 8 of 2000)" বিবেচনা করা হউক। মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা দোকান সংস্থা আইন ১৯৭০ তৃতীয় সংশোধনীর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে চাই। ত্রিপুরা দোকান ও সংস্থা আইন ১৯৭০ সালে প্রনয়ন ও কার্যকরী করা হয়। পরবর্তী সময়ে দুই বার যথাক্রমে ১৯৮২ ও ১৯৮৮ ইং সালে সংশোধন করা হয়। আইন সুষ্ঠ রূপায়ণের প্রশ্নে ২২নং ধারা এবং (উপ-ধারা অ্যাক্ট) প্রথমে সংশোধন করার জন্য চলতি বিধানসভায় উৎথাপন করা হয়েছে। বর্তমান ফৌজধারী বিধি ১৯৭৩,১৯৭৪ এর ২নং পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর আদালতে আইন ভঙ্গ করার বিরুদ্ধে মামলা পেশ করতে হয়। ইহা বাস্তব যে এই অতিসাধারণ প্রকৃতির মামলা গুলো নিষ্পত্তি হইতে দীর্ঘ সময় লাগে। ত্রিপুরা দোকান ও সংস্থা আইন অনুযায়ী পেশ করা মামলাগুলো অতি সত্বর নিষ্পত্তি প্রশ্নে উল্লেখিত দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়াকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য বর্তমানে শ্রমিক স্বার্থে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে ব্যয় হ্রাসের চিন্তা করে এই তৃতীয় সংশোধনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর ফলে আইন লংঘনের প্রবনতা কমে আসবে। উপরে বর্ণিত এবং এই উদ্দেশ্য

সাধন করা এই প্রস্তাবেই আইনের মুল লক্ষ্য। আমি এই হাউসকে সর্ব-সম্মতি ক্রমে এটা গ্রহণ করার জন্য আবেদন রেখে আমার আলোচনা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এর পরে বলবেন কেউ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এইভাবে তো থাকা ঠিক নয় এটা ২২ ধারা অ্যাক্ট উপ-ধারার সংশোধন সংক্ষেপে বিচার করে। যদিও নাগাল্যাণ্ডে দেখেছিলাম যারা ইনারলাইন পারমিট না নিয়ে প্রবেশ করে তাদের সাথে সাথে বিচার হয়। সাথে সাথে জরিমানা হয়, জেল হয় সব এক সাথে হয়। এইভাবে যদি হতো তাহলে মনে হয় ভাল হতো। এখানে বলেছে যে ছোট ছোট কেস এর জন্য কোর্টে গেলে দীর্ঘদিন সময় লাগে এতে অনেক ক্ষতি হয়, সময় নষ্ট হয়, অপচয় হয়। তাহলে আমার মনে হয় সব বিচার ব্যাবস্থা তুলে দিয়ে সব মোবাইল প্রোভ করে এই ব্যবস্থা করা দরকার। আমার মনে হয় নাগাল্যাণ্ডের মত করলে ভাল হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটাতো ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব আইন তো তৈরী করে আসে আগের থেকে কিন্তু আইন দপ্তর কোন কিছু না দেখেই সই করে দেয়, আসল ব্যাখ্যা তো এখানে হয় নি। এটা, ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী এবং ব্যাবসায়ীদের সাথে বাড়াবাড়ি করার আশঙ্কা রয়েছে। এখানে লেখা আছে অফেণ্ডার বাই সাবমিটিং অ্যাণ্ড এপ্লিকেশন টু সাচ্ অফিসার এজ মে বী অথারাইজড বাই দ্যা গর্ভমেন্ট অন দ্যা বী হাফ অন্ সাচ্ টার্মস্ অন্ পেমেন্ট অব্ সাচ্ ফাইল এজ দ্যা অফিসার্স অথারাইজ বাই মেস্ স্পেসিফাইড্ এ্যাণ্ড অর্ডার। এই যে এটা'তো অফিসারদের ঘুষ খাওয়ার বুদ্ধি বের করে দিচ্ছেন। মীমাংসা কেউ করতে না চাইলেও অযথা আমার বিরুদ্ধে হয়েছে, আমি কোর্টে যাব, লাইন ধরব তারপর বলবে যে আপনার এটা হয়নি বা আইনটা ভুল হয়েছে সই দেন একটা, ফাইন্ কত? ৫০০ টাকা ফাইন, বলবে যে ২০০০ টাকা। এটা কি স্যার, সমর্থন করা যায়, মাননীয় শ্যামাবাবু এটা কারেক্ট বলেছেন। আইন দপ্তরের কথা স্যার, মন্ত্রীরার একটু বোঝা দরকার মন্ত্রী সর্জ্জন মানুষ নো ডাউট্, না বুঝে তো আর বিলে সই করেননি, কারণ উনি যখন বক্তব্য রেখেছেন একটা লেখা বক্তব্য ঠিকই। নিজে তো কন ভিনসড্ হতে হবে, সুতরাং আজকে আপনারটা আনবেন না এটা আন্ নেসেসারি। এই সাদা কাগজ নষ্ট করে কি করছেন, কেন করছেন? কারন সরকার তো বলবেন যে এইগুলি কি কাজে লাগছে? এইগুলি বক্তব্য রাখতে গিয়ে দু খিত, এটা কেন আসল? সরি স্যার, আমি এই বিলটা সমর্থন করতে পারছি না। পাশ হবে কিন্তু যা হবে এটা কে যুক্তিতে আনতে হবে। সুতরাং সময় থাকতেই বিল প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিৎ। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে।

শ্রীমানিক দে :— এখানে মাননীয় মন্ত্রী বিলটা উৎথাপন করার সময় কিছু বিষয়ে হাউসের

সামনে বলেছেন। সপ্স এণ্ড এষ্টাব্লিসম্যাণ্ট এক্ট ১৯৭০ সালে এটা তৈরী হয়। এর মধ্যে রাজ্যের চেহারাও পাল্টাচ্ছে, প্রচুর দোকান বেরেছে, এই সপ্স এণ্ড এষ্টাব্লিসম্যাণ্ট এক্ট এর মধ্যে পরে দোকান, এইগুলি সব সপ্স এণ্ড এষ্টাব্লিসম্যাণ্ট এক্ট এর মধ্যে পরে। এইগুলি এখানে ফার্ম হাউসের মত একটা বিরাট অংশের মানুষ কাজ করে, এরা মূলত আন্ অরগেনাইজড্ সেক্টর। এই সেক্টরের দ্বারাই বেশী ডিপ্রাইভ্ড্ হয়। তাদের যে রাইট্গুলি আছে সেইগুলি তারা এষ্টাব্লিস করতে পারে না। আইনের সুযোগ নিয়েও অনেক সময় বের হয়ে যায় এবং তাদের রাইট্ থেকে কাট করা হয়। যেমন তাদের ছুটির, ব্যাপারে, আদার যে ইস্যু গুলি আছে, তারপর বাৎসরিক ছুটি মেডিক্যাল বেনিফিট যেসমস্ত বিষয়গুলি আছে সেই সমস্ত দিক থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। এই মার্জিনটার যে একটা প্রবনতা তাদের রাইট থেকে বঞ্চিত করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি শ্রম দপ্তর যখন কোন বিষয় নিয়ে যায় তখন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই বিষয়টা এই আইনটা আপনি ভঙ্গ করেছেন, ওরা পাত্তাই দেন না। শ্রম দপ্তর ইনস্পেক্টর বা সাধারণ কর্মচারী গেলে তাকে পাত্তাই দেন না। এখানে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে সেক্শান ফাইভ্ এ, তাদের সাপ্তাহিক ছুটির ব্যাপারে বলা আছে। সেকশান সিক্স এ আছে কাজের সময় নির্ঘণ্ট, এবং ১৬ তে আছে রেজিষ্ট্রেশান্ রেনিউয়াল, ১৭ এ আছে মেণ্টেন্যান্স এণ্ড রেজিষ্টার, ১৮ এ আছে লেটার অব এপয়েন্টম্যাণ্ট। এই যে রাইট্ গুলি আইনের মধ্যে বলে দেওয়া হয়েছে, একট্ এর মধ্যে যেটা আছে সেটা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে একটা প্রবনতা লক্ষ্য করা যায় কিভাবে বেশী ঠকানো যায়। এটা স্বাভাবিক নিয়ম মালিক চাইবে কত কম পয়সা দিয়ে বেশী ঠকানো যায়। আর শ্রমিকের দিকে থেকে চাইবে যে আমি কাজ করব, কিন্তু আমার প্রাপ্যটা বুঝে নিতে হবে। শ্রমিকরা যখন দাবি দাওয়া করে যে, আমার ছুটিটার বেনিফিটা যেহেতু আন অর্গানাইজেশন সেকটার সেখানে দাবি করলে অনেক সময় দেখা যায় যে অধিকার থেকে, বঞ্চিত করা হয়। এবং পিটিশন করলেও ঠিক মত রিপ্লাই পাওয়া যায় না। এখানে যেটা বলা হয়েছে যেটা সামারি ট্রায়েল এর ক্ষেত্রে একজন ইনসপেকটর যদি সেখানে তার কোন অভিযোগ পায়, সেটা কোর্টে নিতে হয়। কোর্টে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয় এবং সম্ভবত বলা হয়েছে যে ফাইন করার মত একটা প্রভিশন দেওয়া হচ্ছে যে, ১০০ টাকা বা ২০০ টাকা যাই হোক সেটা তারা নির্দ্ধারিত করবে ফাইন করার মত প্রভিশন দেওয়া আছে এবং অ্যাক্ট দেওয়া আছে। পরে তারা সেটা কত করবে তারা দেখবে। সেখানে ফাইন করার পর। যদি দেখা যায় পাইন অমান্য করা হয়েছে তাহলে তিনি কোর্টে যেতে পারবেন। কোর্টে যাবে কোর্টে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাইট কিন্তু কাটল করা হচ্ছে না ফাইন করার পর যদি মনে হয় যে ফাইনটা তার মনপোত হচ্ছে না এবং তার উপর অবৈধ ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই

জন্য তিনি নিশ্চয়ই কোর্টে যেতে পারেন বা যে ফাইন করছেন যিনি অভিযোগকারী তিনি ও যদি মনে করেন যে ফাইন হয়েছে এবং যে দোষ করেছে দোষ অনুযায়ী ফাইনটাখুবই কম তিনি ও দরকার পারলে সেই ফাইনটা না ও মানতে পারেন। এবং তার আপিল করার অধিকার আছে। রাইট কাটিলে করার কোন প্রশ্ন নেই। মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন যে আদালতে এভয়েড করার একটা চেষ্টা রয়ে গেছে। আদালতকে এভয়েড করার কোন প্রশ্ন নেই। এটা ন্যূনতম অধিকার দেওয়া হয়েছে, তৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এইটুকু যদি না থাকে তাহলে রাইট এসটাবলিশ হবে না। আমাদের রাজ্যে আমরা যেটা মনে করি একটা বিরাট সংখ্যক শ্রমিক গ্রাম থেকে শহরে এই গ্রেড এর সঙ্গে যুক্ত। এবং তাদের এই অধিকার রক্ষার জন্য একটা ভাল দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই বিলটা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। আমি আশা করি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা আমাদের সঙ্গে একমত পোষণ করবেন এবং বিলটি পাশ করায় ক্ষেত্রে সহমত পোষণ করবেন, যাতে পাশ করে এটা কার্যাকরী করা যায়। কোন অভিযোগ পাওয়ার পর তিনি সুপরিয়র অফিসারের কাছে পাঠাবেন। তিনি যদি মনে করেন যে অভিযোগটা গ্রহন যোগ্য তাহলে অ্যাকশন নেবেন। আর না হলে কোন দরকার নেই। এটা কোন বৈধ সিদ্ধান্ত নিয়ে করা হয় না।

স্যার, আমরা মোটর ভ্যাহিক্যাল অ্যাক্ট এর ক্ষেত্রেও দেখেছি যে একজন সাব-ইনসপেকটর বা মোটর ভ্যাহিক্যাল ইনসপেকটর এর ক্ষেত্রে ও ১৯৮৮ অ্যামেণ্ডমেন্ট করা আছে যে সেখানে রাইট দেওয়া আছে, ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এটা শ্রমদপ্তরের ক্ষেত্রে অভিযোগ থাকলে শ্রমিকদের তাৎক্ষনিক তার অধিকারকে রক্ষা করার জন্য স্কোপ থাকে। কাজেই যে বিলটা এখানে আনা হয়েছে, সেই বিলটাকে সমর্থন করে, আমি আশা করব সমস্ত সদস্যরা একমত পোষণ করবেন। এবং এই বিলটাকে হাউসে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কর্মসূচী হলো :— "The Tripura shops and Establishments Third Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No, 8 of 2000),

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীকয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে

The Tripura shops and Establishments (Third Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No, 8 of 2000)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উংথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—

The Tripura shops and Establishments (Thrtd Amendmen) Bill, 2000 (Tripura Bill N., 8 of 2000)" বিবেচনা করা হউক।

অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১, ২ ও ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

অতএব বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

অতএব, বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— The Tripura shops and Establishments (Third Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No, 8 of 2000)"

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে,

"The Tripura shops and Establishments (Third Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill, 2000 (Tripura Bill No, 8 of 2000)" পাশ করা হউক।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura shops and Establishments (Third Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No, 8 of 2000)" পাশ করা হউক।

অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ১১ই জুলাই মঙ্গলবার, ২০০০ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

'ANNEXURE—A'

PAPER'S LAID ON THF TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No—1

Name of the Mamber—Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power works Department be pleased to State

প্রশ্ন

১। খোয়াই শহরে ইলেকট্রিক ডিভিশান নং ১০ এর ডিভিশান অফিস বিল্ডিং নির্মানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী কেশব মজুমদার (তৎকালীন বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী) কবে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, এবং

২। উপরোক্ত ডিভিশানের অফিসবাড়ী নির্মানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হযেছে এবং এর কাজের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে ?

উত্তর

১। ২রা জানুয়ারী ১৯৯৭ ইং।

২। উপরোক্ত ডিভিশান অফিসের কাজকর্মে বর্তমানে জায়গার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন ভিত্তিক পরিকল্পনা আর্থিক সংস্থান হলে নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No.—16

Name of the member :— Shri Umesh Ch. Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be please to state.

প্রশ্ন

১। উগ্রপন্থী সমস্যা জনিত কারণে বর্তমানে রাজ্যের সকল বিধায়কদের বাড়ীতে হাউস গার্ড দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা।

২। না নেওয়া হলে তার কারণ ?

উত্তর

১নং ও ২নং

রাজ্য সরকার আই. জি. ইন্টিলিজেন্সের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের Protcetee দের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

Admitted Starred Question No. 36

Name of the Member :— Shri Dipak Kr. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক ভাড়া করা ট্রাক গাড়ীর মালিকগণ দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে তাদের বকেয়া বিলের টাকা পাচ্ছে না ?

২। সত্য হলে তাদের বিলের পরিমাণ কত ? এবং

৩। কবে নাগাদ এই বিলের টাকা পরিশোধ করা হবে ?

উত্তর

১। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য সব সময় গাড়ী ভাড়া নিয়মিতভাবে মালিকদের দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

২। আলাদাভাবে বকেয়া ট্রাক ভাড়ার পরিমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন ধরণের ভাড়া করা গাড়ীর ভাড়া বাবদ প্রায় ৯ কোটি বাকী আছে।

৩। বকেয়া বিলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। বাজেট অনুমোদন হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে বকেয়া বিলের যতটা সম্ভব মিটিয়ে দেওয়া হবে।

Admitted Statted Question No. 41

Name of the Member :— Shri Joy Gobinda Deb Roy,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বহিঃরাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি বিদ্যুতের বকেয়া বিলের পাওনা বাবদ রাজ্য সরকারের কাছে ১৫ই মার্চ ২০০০ ইং পর্যন্ত কত টাকা পাওনা আছে ? এবং

২। বহিঃরাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

১। বহিঃরাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির কাছে রাজ্যের কোন বকেয়া নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 71

Name of the Member :— Shri Gour Kanti Goswami,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, বিদ্যালয়ের স্থান অসংকুলান সত্ত্বেও সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত চালিতা বনকুল কলোনী হাই স্কুলের বেশ কয়েকটি ঘর দখল করে একটি টি. এস. আর ক্যাম্প বসানো হয়েছে ?

২। সত্য হয়ে থাকলে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং টি. এস আর জওয়ান উভয়ের সুবিধার্থে অবিলম্বে ক্যাম্পটি সরিয়ে পার্শ্ববর্তী কোন সুবিধাজনক স্থানে নেয়া হবে কি না ?

৩। এই তথ্যও জানা আছে কি না যে স্থানীয় গ্রামবাসীর টি. এস. আর ক্যাম্প বসানোর জন্য বনকুল পুরান বাজার সংলগ্ন একটি সুন্দর ও সবদিক থেকে সুবিধাজনক স্থান বাছাই করে দিয়েছেন ? এবং

৪। যদি থাকে তাহলে কি কারণে ক্যাম্পটি স্থানান্তকরণে বিলম্ব করা হচ্ছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। হ্যাঁ।

৪। পানীয়জল, বিদ্যুৎ ও প্রয়োজনীয় ঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে গিয়ে স্থানান্তকরণে বিলম্ব হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 74

Name of the Member :— Shri Ratam Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কাজে ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে রাজ্যের প্রথম ভাষা হিসাবে স্বীকৃত 'বাংলা ভাষার' ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কি না এবং করা না হলে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কি ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কাজে ইংরাজী ভাষার পাশাপাশি রাজ্যের প্রথম ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার স্বীকৃত হয়েছে।

Admitted Starred Question No.—81

Name of the Member :— Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরায় বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ অচিরেই শুরু হবে ;

২। যদি সত্য হয় কবে নাগাদ শুরু করা হবে ;

৩। আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে কতটুকু দূরত্বে এই বেড়া দেওয়া হবে। এবং

৪। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হলে সীমান্ত এলাকায় কৃষি জমি ও অন্যান্য জায়গা ব্যবহারে কোন অসুবিধা হবে কি না ?

উত্তর

১। সীমান্তে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

(২,৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর)

আশা করা যাচ্ছে বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পরেই সীমান্ত সড়ক সংস্থা কাজ শুরু করতে পারবে।

সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে ১৫০ গজ দূরত্বে ভারতীয় এলাকার মধ্যে নির্মাণ করা হবে।

কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে কোন অসুবিধা হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

কিন্তু কোন জমি আন্তর্জাতিক সীমানা এবং কাঁটাতারের বেড়ার মাঝখানে পড়লে কোন কোন জায়গায় অসুবিধা হলেও হতে পারে।

এ ধরণের কোন সমস্যা আমাদের সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে দেখা দেবে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

Admitted Stared Question No. 89

Name of the Member:— Shri Sudhan Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Departmen be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের সব থানায় টেলিফোনের ব্যবস্থা নেই ;

২। যদি সত্য হয় তার কারণ ; এবং

৩। অবিলম্বে পি আর বাড়ী থানা সহ যে সমস্ত থানায় টেলিফোন নেই, সেখানে টেলিফোনের ব্যবস্থা সত্বর করা হবে কিনা।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কারীগরি ও প্রযুক্তিগত অসুবিধার কারণে বর্তমানে ৮টি থানায় টেলিফোন সংযোগ করা সম্ভব হয়নি।

৩। পি, আর, বাড়ী থানা সহ যে সকল থানায় টেলিফোন নেই সে সকল থানায় টেলিফোন সংযোগ করার চেষ্টা চলছে।

Admitted Starred Question No,—93

Name of the Member :— Shri Sudhan Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজনগর অন্তর্গত ব্লকের নীহারনগর, রাধানগর, রাজামুড়া, বড়পাথারী, তৃষ্ণা, কাশারী আর এক। উত্তর ভারতচন্দ্র নগর, পাইখোলা, চিত্তামারা, যমমুড়া পঞ্চায়েতগুলির বেশীর ভাগ উপজাতি পাড়াগুলিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত পঞ্চায়েতগুলির উপজাতি পাড়াতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হবে ?

উত্তর

১। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজনগর ব্লকের অধিকাংশ পঞ্চায়েতের বিদ্যুৎ পৌঁছানো হলেও এটা সত্য যে উল্লেখিত পঞ্চায়েতগুলির অন্তর্গত সমস্ত উপজাতি পাড়ায় এখনও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

২। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে আর. ই. সি. থেকে ঋণ নিয়ে সারা রাজ্যের সাথে রাজনগর ব্লকেও প্রতি বৎসর গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরনের কাজ করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত পঞ্চায়েত ও গ্রাম বা পাড়ায় এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি সেগুলিকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ঐ সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

যেহেতু, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ সারা রাজ্য ভিত্তিক একটি সার্বিক কাজ এবং যেহেতু রাজ্যের সম্পদ সীমাবদ্ধ তাই কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে সমস্ত কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 97

Name of the Member : Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State t

১। বর্তমান সরকার গ্রামাঞ্চলে রেশন কার্ডধারীদের প্রতিমাসে কত সপ্তাহের জন্য কি পরিমাণ চাল, কেরোসিন, চিনি ও আটা বরাদ্ধ করে থাকেন।

২। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এই বরাদ্দের কোন ফারাক আছে কি না, এবং

৩। যদি থাকে, তবে তাহার পরিমাণ সহ হিসাব।

উত্তর

১। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে প্রতিমাসে ৪ (চার) সপ্তাহের জন্য চাউল / আটা এবং কেরোসিন নিম্নরূপে দেওয়া হয় :—

ক) চাল : - ৪ (চার) কেজি প্রতিমাসে প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কর জন্য এবং তার অর্ধেক প্রতি অপ্রাপ্ত বয়স্কর জন্য । শহর এবং গ্রামে একই হারে ।

খ) আটা/গম :— ১ (এক) কেজি হারে প্রতিমাসে প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কর জন্য এবং তার অর্ধেক প্রতি অপ্রাপ্ত বয়স্কর জন্য শহর এবং গ্রামে একই হারে দেওয়া হয়।

গ) কেরোসিন :— ১ (এক) লিটার মাথা পিছু প্রতিমাসে। শহর এবং গ্রামাঞ্চলে একই হারে।

ঘ) চিনি :— আগরতলা পৌর এলাকার বাহিরে মাথা পিছু প্রতিমাসে ৭০০ গ্রাম করে ১লা জুন ২০০০ থেকে দেওয়া হচ্ছে। এবং পৌর এলাকায় মাথাপিছু ১ (এক) কেজি হারে দেওয়া হচ্ছে।

২। চিনি ছাড়া চাউল, আটা এবং কেরোসিন সমহারে শহর এবং গ্রামে বন্টন হয়ে থাকে।

৩। আগরতলা পৌর এলাকায় মাসিক মাথা পিছু ১ (এক) কেজি চিনি দেওয়া হয় [illegible] আগরতলা পৌর এলাকার বাহিরে রাজ্যের অন্য সকল এলাকায় মাথা পিছু ৭০০ গ্রাম করে চিনি দেওয়া হয়। অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলে বণ্টনের হার সমান।

Admitted Starred Question No.—101

Name of the Member : - Shri. Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department, be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বি. পি. এল কার্ডের সংখ্যা কত।

২। ইদানিং বি পি. এল এর কার্ড নতুন করে করার ফলে কার্ড এর সংখ্যা বাড়ছে না কমছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। ২,৩১,০০০ (দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার)

২। প্রশ্নই আসে না।

Admitted Starred Question No— 105

Name of the Member :— Shri Gour Kanti Goswami

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Power Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আজ থেকে বার তের বছর আগে দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গজালিয়া ও তুমুখ্যা অঞ্চলে ও. এন. জি. সি কর্তৃক ৪। ৫টি কুপে পর্যাপ্ত পরিমানে প্রাকৃতিক গ্যাস আবিস্কার করা সত্বেও তা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানোর জন্য কোন উদ্যোগ নেয়া হয় নি,

২। সত্য হলে রুখিয়া এবং বড়মুড়ার মত আবিস্কৃত এই গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে তুমুখ্যা গজালিয়ার নিকট বর্ত্তী কোন স্থানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বা অন্য কোন প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে কি ?

৩। থাকিলে কবে নাগাদ এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে ?

উত্তর

১। গজালিয়া ও তুমুখ্যা অঞ্চলে প্রাপ্ত গ্যাস এর পরিমাণ খুবই কম (০.০৫ এম, এস, সি, এস, সি, ডি, মাত্র)। যার সাহায্যে এক্ষুনি কোন প্রকল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

২। ঐ গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে কোন প্রকল্প গড়ে তোলার কাজ বর্তমানে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নাই।

৩। দ্বিতীয় প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কাজ শুরু করার প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 113.

Name of the Member :— Shri Sudip Roy Barman,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

1. It is fact that there has been a spurt in the number of abductions and extortion of money ever since the 4th Left Front Government has been installed ?

2. If so, what is the number of abducted persons and amount of money being extorted during the 4th Left Government, till date ; and

3. What is the feed back being received by the Special Branch of State police in respect of the extortion of money and the bulk purchace of sophisticated Weaponry by the militea out fits ?

১নং ২নং ও ৩নং

অপহরণের ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে। ১০. ৩. ৯৮ইং থেকে ৩০. ৪. ২০০০ইং পর্যান্ত সময়ে মোট ১০৭৫ জন অপহৃত হয়েছেন। অবৈধ জুলুম করে কত টাকা আদায় করেছে এমন তথ্য নেই। উগ্রপন্থীদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকিলেও উক্ত সময়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র সংগ্রহ করেছে বলে তথ্য নেই।

Admitted Starred Qnestion No. 177.

Name of the Member :—Shri Kashiram Reang,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১লা এপ্রিল ২০০০ সাল থেকে ৩রা মে ২০০০ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যে কত জন খুন, অগ্নি সংযোগ ও অপহরণ হয়েছে ?

উত্তর

১। ১লা এপ্রিল ২০০০ইং সাল থেকে ৩রা মে ২০০০ইং সাল পর্য্যন্ত রাজ্যে খুন, অগ্নি সংযোগ ও অপহৃতের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

খুন	অগ্নি সংযোগ	অপহরণ
৫৩ জন	৩৪ টি	৪৬ জন

Admitted Starred Question No. 182.

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর থানাধীন তুতাবাড়ী খাদ্য গোদামটি নির্মাণের কাজ কবে শেষ হয়েছিলো ?

২। বর্তমানে এই গুদামটিতে কি কি সামগ্রী কত পরিমাণে আছে ?

৩। কল্যাণপুর খাদ্য গুদামে কর্মরত কর্মচারী সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর থানাধীন তোতাবাড়ী খাদ্য গুদামটি নির্মাণের কাজ ১৯৯৬ ইং সালের শেষ দিকে শেষ হয়েছিল।

২। এই গুদামটিতে এখনও কোন খাদ্য সামগ্রী গুদামজাত করা সম্ভব হয় নাই। এবং

৩। বর্তমানে কোন কর্মচারী নিযুক্ত নাই।

Admitted Starred Question No 186

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Honble Minister in Charge of the Home Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। উগ্রপন্থী মোকাবিলায় নূতন Strategy নেওয়া হবে কিনা ;

২। হলে, কি ভাবে নেওয়া হবে ; এবং

৩। না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। উগ্রপন্থী মোকাবিলায় নিযুক্ত নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতি অনুযায়ী সময়ে সময়ে উপযুক্ত Strategy গ্রহণ করে থাকে।

২ নং ও ৩ নং

১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২ নং এবং ৩নং প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 190

Name of Member :— Shri Ashok Bhattacharjee,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleated to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুতের পরিবহন এবং বিতরনে লোকসানের প্রত্যাশিত পরিমাণ কত এবং পরিবহন এবং বণ্টনের প্রকৃত লোকসান কত ?

২। কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ কত?

৩। রাজ্যে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় এমন কোন ক্ষেত্র আছে কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিবহন এবং বিতরণে আনুমানিক লোকসান ২৯.২৫ শতাংশ এবং ১৯৯৯-২০০০ইং বছরে পরিবহন ও বিতরনের উপর লোকসানের পরিমাণ ১৫২.৪ মিলিয়ন ইউনিট।

২। ১৯৯৯-২০০০ইং বছরে ৮৩.৩৬ মিলিয়ন ইউনিট।

৩। না।

Admitted Starred Question No —192

Name of the Member — Shri Sudip Roy Barman,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

QUESTIONS

1. Is it a fact that an artificial crisis often crops-up in respect of air tickets at Agartala ;

2. Is it also a fact that the State Government ordered an enquiry in to the alleged corrupt practices in sale of air tickets by various private agencies ;

3. If so. whether the enquiry report has held any body responsible ; and

4. What action has been taken by the State Government.

প্রশ্ন

১। প্রায়শই বিমান টিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেয়।

২। রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর (C I D) বিষয়টির তদন্ত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে CID এয়ার পোর্ট থানা ও আগরতলা ৫ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং ৬ জন মাননীয় হাইকোর্টে আত্মসমর্পন করে।

৩। পুলিশ একটি মামলায় চার্জশীট দাখিল করেছেন। এই মামলা বিচারাধীন।

৪। রাজ্য সরকার বিমান যাত্রীদের সমস্যার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সকে কলকাতা-আগরতলা এবং আগরতলা-কলকাতা পথে উড়ানের সংখ্যা বাড়াতে অনুরোধ জানিয়ে আসছে। কিন্তু বিমান কর্তৃপক্ষের দিক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে না। স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে মাঝে মাঝে কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। যেমন মে মাসে ৫টি ও জুন মাসে ৬টি বিশেষ উড়ান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No, : 194

Name of the Member :— Shri Sudip Roy Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to State-

Question

1. Is it fact that there was an acute shortrge of Power before the Madhyamik and H, S, (+2) exams resulting in immense loss to the student ?

2. If so, Why the Govt. did not take edequate messures to ensure the supply of power as to done during the puja festival ?

3. Why did the Govt. not supply kerosene free cost to the student during the exams

4. Will the Govt. ensure either power supply or Kerosene free of cost to the student hance forth ?

Answer

1. Yes, due to heavy rain & storm before the H. S. (+2) & Madhyamik exams many electric lines and sub-stations were damaged through out the State for which smooth power supply was disturbed for 3—4 days.

2. To ensure adequate power supply in the State, 15 MW power per day was arranged in addition to normal drawl 40—45 MW power from the central sector.

3. There is no scheme with power Department to distribute Kerosene to the students during examination free of cost.

4. Department is always commited to ensure steady power supply in the state in accordance with conditions of supply, At present there is no proposal to supply power free of cost.

Admitted Starred Question No. 198

Name of the Member :— Shri Prakash Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সদ্য সমাপ্ত টি, টি, এ, এ, ডি, সি নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ত্রিপুরায় অবস্থানরত সামরিক আধাসামরিক জওয়ানসহ অন্যান্য আরক্ষা কর্মীর সংখ্যা কত ছিল , এবং

২। বাহিনী ভিত্তিক উক্ত সংখ্যা বর্তমানে কত ?

উত্তর

১। এ. ডি, সি, নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত সংখ্যক আরক্ষা কর্মী রাজ্যে ছিল :

ক)	আসাম রাইফেলস	১৬ কোম্পানী
খ)	সি, আর, পি এফ,	১০০ ,,
গ)	টি, এস, আর	৩৭ ,,
ঘ)	ত্রিপুরা পুলিশ	৮১৩৯ জন
ঙ)	হোমগার্ড ভলন্টিয়ারস	২৫০০ ,,

২। বর্তমানে ত্রিপুরাতে আরক্ষা কর্মীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক)	আসাম রাইফেলস	১৬ কোম্পানী
খ)	সি, আর, পি, এফ	৭৫ ,,
গ)	টি, এস, আর	৩৮ ,,
ঘ)	ত্রিপুরা পুলিশ	৮১৩৯ জন
ঙ)	হোমগার্ড ভলন্টিয়ারস	২৫০৩ ,,

Admitted Starred Question No.—206.

Name of the member :— Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be please to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের আরক্ষা কর্মীদের বর্তমান রেশন ভাতা ২৮০ টাকার পরিবর্তে বর্দ্ধিত হারে ৪৮০ টাকা দেওয়ার ব্যাপারে পুলিশ হেড কোয়াটার থেকে 24109/Acctts (78) dt. 21-6-99 মেহামূলে রাজ্য সরকারের কাছে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তাহা শীঘ্রই কার্য্যকর করতে ত্রিপুরা সরকার আগ্রহী কি না ?

২। আগ্রহী হলে আরক্ষা কর্মীদের আর্থিক বঞ্চনা দূরীকরণে উপরোক্ত প্রস্তাবটি শীঘ্রই কার্য্যকর করার ব্যাপারে বর্তমান অর্থ বছরে কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। এ ধরণের একটি প্রস্তাব রাজ্য সরকার পরীক্ষা করে দেখছেন।

২। আর্থিক প্রতিকূলতা সত্বের প্রাসঙ্গিক সমস্ত দিক বিচার করে সময়ান্তরে রেশন ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

Admitted Starred Question No.—212

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Noth.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে নিজস্ব জেল আইন প্রনয়ণ করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের আছে কি না ?

২। থাকিলে তা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এই রকম কোন প্রস্তাব ত্রিপুরা সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—213.

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পুলিশ প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে,

২। এস, এ, এফ কে অ্যান্টি ইনসারজেন্সী ট্রেনিং দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

৩। এস, এ, এফ, ডি, এ, আর, জওয়ানদের রিফ্রেসার ট্রেনিং নিয়মিত করানো হয় কিনা, এবং

৪। না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। পুলিশ প্রশিক্ষণ আধুনিকীকরণের জন্য যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল :—

ক) নূতন নিযুক্ত কনেষ্টবলদের এস, এল, আর, (SLR) ব্যবহারের ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে।

খ) কর্মরত পুলিশ কর্মচারী এবং প্রশিক্ষকরণের A. K. 47 ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

গ) প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে উন্নতমানের obstacles ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঘ) Jungle Training প্রবর্ত্তন করা হয়েছে।

ঙ) Mini Firing Range তৈরী করা হয়েছে।

চ) মহিলা পুলিশ Trainee-দের জন্য পুলিশ Training College এ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট Hostel তৈরী করা হয়েছে।

ছ) Police Training College এ উন্নত ধরনের Training Aids যেমন Over head projector, V. D. O. Projector, Coloured T. V., Traning filness সংযোজন করা হয়েছে।

এছাড়া Jungle Warfare বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য T. S. R. দের Army School of Jungle Warfare এ প্রেরণ করা হচ্ছে।

2nd Bn. T. S. S. Headquarter এ T. S. R. দের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা হয়েছে।

জ) প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে একটি মাল্টিমিডিয়াশিয়াম সত্বর সংযোগ করা হবে। এছাড়া T. S R দের জন্য আলাদা একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২নং সাধারণতঃ S. A. F. কে অ্যান্টি ইমসারজেন্সী ট্রেনিং দেওয়ার পরিকল্পনা নাই।

৩নং S. A. F এবং D. A. R জওয়ানদের refresuer ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

৪নং উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 214.

Name of the Member :— Sri Shyame Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশদের (সি, আর, পি, এফ) হারে রাজ্যে পুলিশদের রেশনভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি না।

২। থাকিলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে, এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১। সি, আর পি, এফ, কেন্দ্রীয় সরকারের একটি আধাসামরিক বাহিনী। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদেয় বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা রাজ্যের আর্থিক সীমাবদ্ধতাসহ অন্যান্য কারণে সব সময় রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনা।

২নং ও ৩নং

রাজ্য সরকারের আর্থিক সঙ্গতি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সমস্ত দিক বিবেচনা করে সময়ান্তরে রেশন ভাতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা হয়।

Admitted Starred Question No. 223.

Name of the Member :— Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যন্ত এলাকাসহ গ্রাম পাহাড়ের অনুন্নত দরিদ্র নিরীহ অশিক্ষিত লোকদের ধর্মান্তরিত করণের জন্য কিছু সংখক খ্রীষ্টান মিশনারিজ ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ,

২। সত্য হলে ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টা রুখবার জন্য ঐ মিশনারিজদের বিরুদ্ধে সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

উত্তর

১। খ্রীষ্টান মিশনারীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার করছেন এবং ধর্মান্তরিত করছেন।

২। ভারতবর্ষের বর্তমান প্রচলিত আইনে ধর্মান্তকরণ রোধার কোন সংস্থান নেই।

Admitted Starred Question No.—224

Name of the Member :— Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। সদ্য অনুষ্ঠিত টি, টি, এ, এ, ডি, সি, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন টি, টি, এ, এ, ডি, সি, এলাকায় বৈরী কর্তৃক খুন-জখম-অপহরণের সংখ্যা কত, এবং

২। বর্তমান বছরের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে উক্ত সংখ্যা কত ছিল ?

উত্তর

১। সদ্য অনুষ্ঠিত টি. টি, এ, এ, ডি. সি, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন ঐ এলাকায় বৈরী কর্তৃক খুন, জখম ও অপহরণের ঘটনা নিম্নরূপ :—

(৩১-৩-২০০০ ইং থেকে ৭-৫-২০০০ ইং পর্যান্ত)

খুন	জখম	অপহৃত
৩৮ জন	৫৫ জন	৫৬ জন

২। বর্তমান বছরে জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যান্ত খুন, জখম ও অপহরণের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	খুন	জখম	অপহৃত
জানুয়ারী	২১	৪২	৭১
ফেব্রুয়ারী	১৫	২০	৫৫
মার্চ	১৯	১৯	৬৫
	৫৫	৮১	১৯১

Admitted Starred Question No — 227

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলায় 'গ্রীন বেঞ্চ' খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কতটুকু অগ্রসর হয়েছেন এবং এই ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের গোচরে বিষয়টি নেওয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। আগরতলার 'গ্রীন বেঞ্চ' খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের এখনি কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Question No. 228

Name of the Member : — Shri Kajal Ch Das

Will the Hon'ble Minister in charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। পুরাতন রেশন কার্ডের পরিবর্তে নতুন রেশন কার্ড ইস্যু করার ব্যাপারে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

২। বর্তমান অর্থ বছরে কোন কোন স্থানে নতুন রেশন দোকান খোলার অনুমতি প্রদান করার পরিকল্পনা রয়েছে,

৩। ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থবর্ষে ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে ৩.৭৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকার কারন কি, এবং

৪। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা কোন কোন তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া গিয়েছিল ?

উত্তর

১। আগামী অর্থবর্ষে ২০০১—২০০২ সালে।

২। বর্তমান অর্থবর্ষে ২০টি নতুন রেশন দোকান নিম্ন লিখিত জেলাতে খোলার পরিকল্পনা আছে,

ক)	পশ্চিম জেলা—	৫টি
খ)	দক্ষিণ জেলা—	৫ "
গ)	উত্তর জেলা—	৪ "
ঘ)	ধলাই জেলা—	৩ "
		—২০টি

৩। ১৯৯৮ ইং অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে গোদাম তৈরী ও মোবাইল ভ্যান ক্রয়ের জন্য ১৩১'০২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৩,১৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থেকে যায় এবং এই অব্যয়িত ৩'১৮ লক্ষ টাকা যাহা মুখ্য বাস্তুকারের নিকট রয়েছে, এই অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ব্যয় করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

উক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের মধ্যে মোবাইল ভ্যান ক্রয় বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

৪। গোদাম তৈরীর জন্য ৭১ ০২ লক্ষ টাকা ৪-২-৯৮ ইং তারিখে এবং মোবাইল ভ্যান ক্রয় করার বাবদ ৬০'০০ লক্ষ টাকা ১৯-২-৯৯ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মঞ্জুর কহা হইয়াছিল।

Admitted Starred Question No. :— 271

Name of the Member :— Shri Gita Mohon Tripura.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Law Department be pleased to state,

প্রশ্ন

১। লোক আদালত ও নিম্ন আদালত পঞ্চায়েত ভিত্তিক করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উহা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। লোক আদালত ও নিম্ন আদালত পঞ্চায়েত ভিত্তিক করার জন্যে রাজ্য সরকারের আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 295

Name of the Member :— Shri Manik Dey,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Departmect be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া থানাকে দুই ভাগ করে রাণীর বাজারে একটি নূতন থানা করার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি না ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ নূতন থানার কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 296.

Name of the member :— Shri Pranab Debbarma,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯ ইং হইতে ২০০০ ইং সালের ১লা জুন মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট কতজন নিরীহ উপজাতি অংশের মানুষ ইউ, বি, এল, এফ নামধারী উগ্রপন্থীদের আক্রমনে নিহত হয়েছেন ? এবং

২। তাদের মধ্যে সরকারী ঘোষিত নীতি অনুযায়ী কতজনকে সরকারী চাকুরী এবং অন্যান্য সুযোগ প্রদান করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৯ ইং সন হইতে ১লা জুন, ২০০০ ইং সন পর্য্যন্ত মোট ২০ জন উপজাতি অংশের লোক নিহত হয়েছেন।

২। মৃত ব্যাক্তিদের নিকট আত্মীয়কে তাৎক্ষণিক ত্রাণ হিসাবে ১৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী প্রদানের বিষয়টি প্রক্রীয়াধীন (Under Process) আছে।

Admitted Starred Question No. 297.

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister in chargo of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১লা জানুয়ারী ২০০০ ইং সাল হইতে ৩১শে মে ২০০০ ইং পর্য্যন্ত কতজন খুন, কতজন অপহরণ, কয়টি অগ্নি সংযোগ ঘটনা হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। অপহৃতদের কতজন ফিরে এসেছে ? তাদের মধ্যে কতজন উপজাতি ও কতজন বাঙ্গালী ?

উত্তর

১। উক্ত সময়ে ২৪১ জন খুন, ২৯১ জন অপহৃত এবং ৬১ টি অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	নিহত ব্যাক্তির সংখ্যা	অপহৃত ব্যাক্তির সংখ্যা	অগ্নি সংযোগের ঘটনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
উদয়পুর	১৫	২৫	৪
অমরপুর	১৭	৪৭	৫
বিলোনীয়া	৭	২২	১
সাব্রুম	২	১	২

১	২	৩	৪
কৈলাশহর	১১	২৮	৭
ধর্মনগর	৯	৬	২
কাঞ্চনপুর	১৬	১০	১২
কমলপুর	৬	১২	—
লংতরাইভ্যালী	৫	২৩	—
গণ্ডাছড়া	৮	২০	—
সদর	৩৬	২৩	১৮
খোয়াই	৯৪	২৫	৬
বিশালগড়	৯	৪০	২
সোনামুড়া	৬	৯	২
মোট—	২৪১	২৯১	৬১

২। অপহৃতদের মধ্যে ১৫৩ জন ফিরে এসেছে। এদের মধ্যে ২৬ জন উপজাতিভূক্ত ও ১২৭ জন অ-উপজাতিভূক্ত।

Admitted Starred Question No—299

Name of the Member—Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত মহারানীপুরে রাজ্য আরক্ষা দপ্তরের প্রস্তাবিত নতুন পুলিশ ফাঁড়ি খোলা সম্ভব হয় নাই।

২। সত্য হলে উক্ত স্থানে প্রস্তাবিত পুলিশ ফাঁড়িটি কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে ; এবং

২। না হলে এর কারণ ?

উত্তর

১। পশ্চিম- ত্রিপুরার কল্যাণপুর থানাধীন মহারানীপুরে সুরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য একটি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি বসানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এলাকার জনগণের এক অংশের তীব্র বিরোধিতার জন্য এই অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা সম্ভ হয়নি।

২। এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতায় ঐক্যমত সৃষ্টি হওয়ায় পরেই পুনরায় এই অস্থায়ী ক্যাম্প বসানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩। উপরোক্ত জবাবের ভিত্তিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Questiou No. 324

Name of the Member :— Shri Umesh Ch Nath,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

সদ্য অনুষ্ঠিত এ. ডি. সি র নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পর থেকে বাজ্যে ৫. ৬. ২০০০ইং পর্যন্ত উগ্রপন্থীর হাতে জাতি উপজাতি কতজন লোক খুন হয়েছেন, এবং

২। যাদের বাড়ীঘর জ্বলে ছাই হয়েছে, তাদের রাজ্য সরকার কি কি প্রকারে সাহায্য করেছেন ?

উত্তর

১। এ. ডি. সি নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পর থেকে ৫-৬-২০০০ইং পর্যন্ত সময়ে মোট ৮০ জন খুন হয়েছেন। এর মধ্যে ১২ জন উপজাতি এবং অবশিষ্ট ৬৮ জন অ-উপজাতি।

২। অগ্নি সংযোগের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের বাড়ী তৈরীর জন্য সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No.—326

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের প্রত্যেকটি থানায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ না থাকার ফলে থানাগুলোর পক্ষে অনেক সময় পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে অসুবিধা হচ্ছে ; এবং

২। সত্য হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। কিছু কিছু থানার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে।

২। আরক্ষা বাহিনীর স্বল্পতার কারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী সবক'টি থানায় দেওয়া সম্ভব হয় না। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে DAR, TSR ও C. R. P. F. বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

Admitted Starred Question No.—352

Name of the Member :— Shri Rabindra Debbarma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি,

২। যদি থাকে, কবে নাগাদ বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ডম্বুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধ ভেঙে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে রাজ্য সরকারের হাতে নেই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আসে না।

Admitted Starred Question No, 355

Name of the Member :— Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গণ্ডাছড়া মহকুমায় একটি কোর্ট স্থাপনের জন্য সমস্ত কিছু কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়া সত্বেও মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে আছে।

২। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। গণ্ডাছড়া মহকুমায় কোর্ট স্থাপনের জন্য কেন্দ্রের অনুমোদনের প্রয়োজন নাই। এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No, 358

Name of the Member :— Shri Gita Moham Tripura

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Power Depertment be plessedto state :—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া বিভাগে উপজাতি প্রত্যন্ত এলাকার কোন্ কোন্ পাড়ায় গত ১ বৎসরে বিদ্যুৎ লাইন পৌছানো হয়েছে, (এলাকা ভিত্তিক পাড়ার নাম সহ হিসাব) এবং

উত্তর

গত এক বৎসরে বিলোনীয়া বিভাগে নিম্নোক্ত উপজাতি প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ লাইন পৌছানো হয়েছে :— (হিসাব সহ)

ক্রমিক নং	উপজাতি পাড়ার নাম	ব্লকের নাম	কাজের হিসাব ১১ কেভি লাইন (কিমি)	২৫ কেভিএ সবে-ষ্টেশন (সংখ্যা)	৩ ফেজ ৪ ওয়ার এল, টি, লাইন (কিমি)	১ ফেজ ২ ওয়ার এল, টি লাইন (কিমি)
১।	কৃষ্ণধন সর্দার পাড়া	বগাফা	২.৫০	১	০.৪০	৫.৬০
২।	ছৈমারাম রিয়াং পাড়া	ঐ	৫.৬০	১	—	২.৬০
৩।	বাশীমগ পাড়া	ঐ	২.০০	১	—	১.০০
৪।	কালাপাড়া	ঐ	৩.০০	১	২.০০	—
৫।	রাজাপুর	ঐ	—	—	—	২.০০
৬।	শিবপুর	ঐ	—	১	—	১.০০
৭।	পালি সর্দার পাড়া	ঐ	—	১	—	১,০০
৮।	লেঙুেম পাড়া	ঐ	১.৮০	১	—	১.০০
৯।	মুহুরী বাড়ি	ঐ	৩.০০	১	০.৫০	১.৫০
১০।	তেজামগ পাড়া	ঐ	০.৫০	১	—	১.০০
১১।	অনন্ত সর্দার পাড়া	ঐ	৫.৫০	১	১.৫০	—
১২।	পত্তিছড়ি	ঐ	—	—	—	১.০০
১৩।	দাস পাড়া (দখল সিংপাড়া)	ঐ	—	—	—	১.০০
১৪।	মানিকছড়ি	ঋষ্যমুখ	—	—	১.১৫	—
১৫।	জারুলছড়া	ঐ	১.০০	১	১.৫০	—
১৬।	দশমনি পাড়া	ঐ	২.৫০	১	১.৫০	—
১৭।	চন্দ্রপুর	রাজনগর	—	—	০.৩২	.৬০
১৮।	রাজকুমার পাড়া	ঐ	—	—		১.১৫
১৯।	বুকিছড়া	ঐ	১.৫০	১	০.৫০	১.৫০
		মোট	২৮.৯০	১৩	৯,৩৭	১৭.২৫

Admitted Starred Question No. 358

Nane of the Member :— Shri Gita Mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Power Department bepe lasee to state :

প্রশ্ন

২। ঐ পাড়াগুলির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় কোন পাড়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না ?

এবং

৩। করা হলে পাড়াগুলির নাম সহ তাহার হিসাব।

উত্তর

১। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত ২৫ দফা উপজাতি উন্নয়ন গুচ্ছ প্রকল্পের পয়েন্ট নং ১৭(এ) তে সারারাজ্যে কমপক্ষে ৫০টি অগ্রসর অবিদ্যুৎতায়ীত উপজাতি গ্রামকে ২০০২ সালের মধ্যে বিদ্যুতায়ীত করার নির্দেশ ছিল। বিদ্যুৎ দপ্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত গ্রাম বিদ্যুতায়নের স্কীমের সাহায্যে সারারাজ্যে গত এক বৎসরে ২৪টি অবিদ্যুতায়ীত উপজাতি গ্রামকে বিদ্যুতায়ীত করেছে। এছাড়া নিবিড় বিদ্যুতায়ন এবং সারাই প্রকল্পের মাধ্যমে যথাক্রমে আরও ৯২টি এবং ৬১টি উপজাতি পাড়ায় বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণ কিংবা সারাই করা হয়েছে। এতে সব মিলিয়ে সারা রাজ্যে মোট ১৭৭টি উপজাতি গ্রাম বা পাড়ায় ১৫৬.১৭ কিমিঃ ১১ কিভি লাইন, ২০৩.৬৪ কিমি: এল. টি লাইন এবং ৯৩টি সাব-ষ্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে।

সারা রাজ্যের মত বিলোনীয়া বিভাগেও ১৯টি উপজাতি গ্রাম কিংবা পাড়ায় বিদ্যুতের লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অবিদ্যুতায়ীত গ্রাম বিদ্যুতায়ন স্কীমে ৩টি, নিবিড় বিদ্যুতায়ন স্কীমে ৮টি এবং সারাই প্রকল্প ৮টি উপজাতি গ্রামে মোট ২৮.৯০ কিমিঃ ১১ কেভিঃ লাইন, ৯.৩৭ কিমিঃ ৩ ফেজ ৪ তার এল. টি লাইন, ১৭.২৫ কিমিঃ ১ ফেজ ২ তার এল. টি. লাইন এবং ১৩টি সাব-ষ্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে।

17(a). At least 50 most backward Tribal villages in the State which do not have electricity at present, would be provieed with electricity conrecti on including non conventional sources by the year 2002.

b). In addition all Dumbur oustees, wherever they are, will be Covered under Kutirjyoti programms.

ANNEXURE—'B'

Admitted Un starred Question No, 2

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের সাংসদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বর্ষ থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বর্ষ অব্দি কি কি কাজ করার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ১৯৯৩-১৯৯৪ ইং অর্থ বর্ষ থেকে ১৯৯৯ ২০০০ ইং অর্থ বর্ষ অব্দি বরাদ্দকৃত টাকার বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

(লাক টাকা)

	মহকুমার নাম															
অর্থ বৎসর	উদয়পুর	অমরপুর	বিলোনীয়া	সাব্রুম	সদর	বিশালগড়	সোনামুড়া	খোয়াই	ধর্মনগর	কৈলাশহর	কাঞ্চনপুর	আমবাসা	গণ্ডাছড়া	কমলপুর	লংতরাই-ভ্যালী	মোট বরাদ্দ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৯৯৩-৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	৩.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮.৭২
১৯৯৪-৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩২.০৫	১৭.৯৫	১৭.৫৩	৯.৫৮	১৪.০০	৬৫.০০	৪.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৬০.৬২
১৯৯৫-৯৬	১৩.৯৬	১২.৩৫	২২.৯৯	১৫.৫৭	১১৬.৪৯	৪.৫০	১০.০০	০.০০	৫.০৫	০.০০	১০.৯৪	০.০০	০.০০	৩৭.৫০	০.০০	২৪৯.২৫
১৯৯৬-৯৭	১৫.৬০	০.০০	৩০.৫০	১২.০০	১৩৯.১০	১৮.৫১	১৪.২০	০.০০	৮.৯৫	১৫.২৪	৪২.৮৩	০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২৯৮.৯৩
১৯৯৭-৯৮	০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.০০
১৯৯৮-৯৯	৬৭.৬০	৫৩.৮৪	১২২.৬১	৪৫.৭৬	১০২.৫৩	২.০০	১০.০০	২১.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪২১.৬৬
১৯৯৯-২০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০৭.৭৬	৯২.১১	৭৬.৩০	৮.০০	১০.০০	২৩.৮৬	২৭.৮০	০.০০	৬.৫০	৪৪.৪৬	২৬.১২	৬৯৩.৮৯
মোট—	৯৭.১৬	৬৬.১৯	১৭৯.০৩	৭৩.৩১	৮৭২.৭৩	১৩৮.৭৯	১২৮.০৩	৩৯.০৯	৩৮.০০	১০৫.১১	৮৬.০৫	০.০৪	৬.৫০	৮৩.৯৬	২৬.১২	১৯৪০.০৭

কাজের তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

WEST TRIPURA

LIST OF PROJECT(S)RECOMMENDED BY HON'BLE (LOK SABHA) OF SHRI SAMAR CHOUDHURY AND ALSO WORK ORDER ISSUED AGAINST THE LIST OF PROJECT(S) DURING THE YEAR 1998-99 TO 1999-2000. ARE AS UNDER

NAME OF FILE NUMBER :- 10 (26)-DWD/SC/98-99 & 99-2000.

Sl. No.	Name of Project (s) with lo-Cation & name of Deptt.	Amount Invol-Ved (Rs. in laces	Sanction No. & Date.	Whether the work compl-ed or not.	Date of Submission of Utill Sation Certificast
	DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION.				
1.	Const. of School building at Ramthakur Pathshala (Boys) H/S School. Agartala.	Rs. 10'00	4144-46 dt 26-10-99	Work in process	
2.	Const. of School building at Borimura H/S School (Bamutia) Under Sadar Sub-Divn.	Rs. 6.00	656-58 dt 31-01-2000	—do—	
3.	Const & Development of School Play ground of Prachya Bharati School. Agt.	Rs. 0,50	768-70 dt. 7-02-2000	—do—	
4.	Const. of School building at Rambabu para J.B. School Under Jirania I. S	Rs. 2.55	750-52 dt. 7-02-2000	—do—	
5.	Const. of School building at Belbari S/B School under Sadar. Jirania	Rs. 5.00	833-35 dt. 15-2-2000	—do—	
6.	—do— of South Joynagar S/B. School under Sadhar Jirania.	Rs. 5.00	—do—	—do—	

1	2	3	4	5
7.	Const. of School building at Binan Kabra JB School under Sadhar jirania	Rs. 8.00	1554.56 dt. 18-32000	—do—
8	—do— of Purba Noabadi high School.	Rs. 8.00	—do—	—do—
9.	—do— of New Mandai Girls High School.	Rs. 8.00	—do—	—do—
10.	—do— of Kalinagar High School.	Rs. 8.00	—do—	—do—
11.	—do— of Lefunga High School. Sadar	Rs. 8.00	—do—	—do—
12.	—do— of Gamchha Kabra High School Sadar	Rs. 8.00	—do—	—do—
13.	—do—of Uttar Twibandal H/S School	Rs. 10.00	—do—	—do—
	Total—	Rs. 87'05		
14.	Const of Dakshin Kaiadepa Sr. Basic School	Rs. 5.00	1554-56 Dt 18-3-2000	Work in precass
15-	—do—of Purba Aralia J B School	Rs. 2.56	—do—	—do—
16.	—do—of Hatirletha J B School	Rs. 2.56	—do—	—od—
17.	—do—of Nilpurna Colony J. B. School	Rs. 2.56	—do—	—do—
18.	—do—of Subal Singh S B School under Mohanpur Sadar	Rs. 5.00	—do—	—do—
19.	—do—of Tamakari S B School under Mohanpur Sadar	Rs. 5.00	—do—	—do—

1	2	3	4	5
20.	—do—of Kambuk Cherra S. B. School under Mohanpur. Sadar	Rs. 5.00	—do—	—do—
21.	—do—of Ramkrishna Ashram Bidhyamandir High School in Sadar Agt.	Rs. 5.00	—do—	—do—
22,	—do—of Jampuijala Girls High School under Bishalghar Sub-Division	Rs. 8.00	—do—	—do—
23.	—do—of Ambedkar J B School N. C. Nagar	Rs. 2.56	—do—	—do—
24	—do—of Bir Chandra Shishu Bidhyamandir Harish thakur Rd. Agartala	Rs. 2.56	1887-89 dt 28-03-3000	—do—
	DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION			
25.	Const of Cultural Hall at Women s College, Agartala Sadar	Rs. 10.00	1587-89 at 18-3-2000	—do—
	DIRECTOR OF HEALTH SERVICES & FAMILY WELFARE & P.M.			
26.	Purchase of 17 Nos Ambu-ance for PHC under MPLADS During the year 1998-99	Rs. 36.35	2842-45 Dt. 19-11-98	Work completed
27.	—do—as addl fund for purchase of the Ambulance	Rs 22.38	702-05 Dt, 10-02-99	—do—
28.	Purchase of 4 Nos Ambulance For Hospital & PHC	Rs. 12.00	771-73 Dt. 7-02-2000	Work in process
		Total—Rs. 126.56		
	EXECUTIVE OFFICER, RANIR BAZAR NAGAR PANCHAYAT			
29.	Construction of Town Hal at Ranir Bazar in Sadar Sub-Division (98-99)	Rs. 15.57	2842-45 (A) dt 16.11 98	Work completed

1	2	3	4	5	6
30.	Addl. fund for Const of Ranir Bazar Town Hall	Rs. 10.00	830-32 dt 15-02-2000	Work iin progress	
	BLOCK DEV. OFFICER, MOHANPUR (SADAR)				
31.	Const. at Irrigation bundh at Bejoynagar Gaon Panchayat	Rs, 2.50	1212-15 at 27-02-2000	Work in process	
32.	Const. Angunwadl Centre At Khejur Bagan	Rs, 1.50	—do—	—do—	
33.	Addl fund for Const. of Irrigation Bundh at Bejoynagar G/P	Rs, 4.22	313-15 dt 18-01-2000	Work in progress	
	BLOCK DEV OFFICER, BISHALGHAR				
34,	Const. of Sepahijala Tribal Boarding House with Boundary Wall.	Rs, 5.00	1216-20 dt 27-02-2000	Work in process	
35;	Const. of Mini Deep Tub Well near the Kanchan. mala FHC.	Rs, 0.81	753-55 dt 7-02-2000	—do—	
36,	Const. of SPT Bridge on Larmacherra at Nabasnti-ganj Kalkalla Rd. via Mohanpur Pal Para undet Newly Constituted Pathalla bari G/P	Rs, 3.00	1578-80 dt 18-3-2000	—do—	
37,	—do— on Laxmicherra	Rs, 3.00	1581-83 dt. 18-03-2000	—do—	
	BLOCK DEV. OFFICER, JIRANIA (SADAR)				
38,	Const of Communiti Hall At Champaknagar	Rs. 3.00	4141-43 dt 26-10-99	Work in progress	

1	2	3	4	5
	BLOCK DEV. OFFICER DUKLI (SADAR)			
40.	Const of building for Surjya Sen Balwary Centre at Town Pratapghar	Rs. 1.00	647-49 dt 31-01-2000	—do—
41.	Const. of Jogendranagar 300-Steated Community Hall	Rs. 10.00	1560-62 dt 18-03-2000	—do—
	Total—Rs. 69.60			
	BLOCK DEV. OFFICER DUKLI (SADAR)			
42	Const boundary Wall for A. D. Nagar Anganwadi Workers Training Centre, run by Tripura State Council for Child Welfare	Rs 2.60	1572-74 dt 18-03-2000	Work in process
	BLOCK DEV, OFFICER, MEL AGHAR (SONAMURA)			
43.	Const. of Bazar shed at Nalchar Market.	Rs. 1.50	653-55 dt 31-01-2000.	—do—
44.	Const. of Community Cow Shed at Maniran Chowd. Para.	Rs. 2.50	765-67 dt. 7-02-2000	—do—
	BLOCK DEV. OFFICER, BOXANAGAR (SONAMURA)			
45.	Const. of Community Cow shed at Mainama, Boxanagar.	Rs. 2.50	762-64 dt. 7-02 2000.	—do—
46.	—do— at Ashabari Bazar.	Rs. 1.50	756-58 dt. 7-02-2000	—do—
47.	Const. of Boxanagar 300. Seated Community Hall	Rs 10.00	1566-68 dt. 18-03-2000.	—do—
	BLOCK DEV. OFFICER, KATHALIA (SONAMURA).			
48.	Const, of Market Shed at Rahimpur Bazar.	Rs, 1.50	759-61 dt. 7-02-2000.	—do—
49.	Const. of Kathalia 300 Seated Community Hall.	Rs. 10.00	1563-65 dt. 18-03-2000	—do—

1	2	3	4	5	6
	BLOCK DEV. OFFICER, HEZAMARA (SADAR)				
50.	Const. of SPT Bridge on Murabari Subalsingh Road over Kalacherra River.	Rs. 3.00	1575-77 dt. 18-03-2000		—do—
	EXECUTIVE ENGINEER, I & FM DIVISION. II. BATTALA. AGT.				
51.	Sinking of Deep Tube Well For Irrigation purpose at Nagar Math under Kalshimura G/P. in Sonamura Sub-Divn.	Rs. 10.00	1221-24 dt. 27-02-99	Work completed.	15-05-2000
52.	—do— at Batadola Village under Sunamura Sub-Divn.	Rs. 10.00 2-11-99	4228-30 dt.	—do—	—do—
		Rs. 55.01			
	EXECUTIVE ENGINEER. R. D. DIVISION, AGARTALA (WEST)				
53.	Const. of Bishalghar Town Hall (2nd instalment) in Bishalgahr Sub-Divn.	Rs. 10.00	1966.69 dt 19-04-99.		Work completed but U/certifcate not yer submitted.
54.	—do— Of Melaghar Town Hall (2nd instalment) under Sunamura Sub-Divn.	Rs. 5.00	—do—		—do—
55.	Const. of road starting from Akhaura road to Kalapania Via PEC brick field at South Ramnagar, under Sadar.	Rs. 10.00	4165-67 dt. 26-10-99		—do—
56.	Adll. fund for Const. of Town Hall at Bishalgarh.	Rs. 12.80	319-21 dt. 18-01-2000		Work in progress.
57.	Const. of Park ner kasba Deghi under Bishalghar.	Rs. 1.50	824-26 dt. 15 02 2000		Work inProcess.
58.	-do- of picnic Spot near Kasba Deghi, under Bishalgarh,	Rs, 1.50	-do-		-do-
59.	Addl. fund for const. of Melaghar Town Hall in Sonamura Sub-Division.	Rs. 17-80	1557-59 dt. 18-02-2000		Work in Progress.

1	2	3	4	5
60.	Const. of Drainage, run for Buses and brick Soling at Radhanagar Motor Stand, Agt.	Rs. 13.00	1884]86 dt. 28-03-2000	Work in Process.
61.	Addl. fund for Const of Park Near Kasba Deghi,	Rs. 2.50	1878 80 dt. 28-03 2000	Work in Progrsees.
62.	Addl. fund for Const. of Picnic Spot near Kasba Deghi.	Rs. 2.50	1881-83 dt, 28-03-2000	-do-
	EXECUTIVE ENGINEER, SOUTHERN DIVISION NO. III SONAMURA.			
63.	Addl. fund for Construction of Mini Stadium at Sonamura Sub-Division.	Rs. 5.00	827-29 dt. 15-02-2000	Work Completed.
	Total—	Rs. 81.60		

EXECUTIVE OFFICER AGARTALA MUNICIPILITY COUNCIL. AGARTALA

64.	Addl. fund for Const. of Pucca Drain at Battala Bazar, Sadar.	Rs, 5.47	316-19 dt 18-01-2000	Work in progress
65.	Addl. fund for Const of Bhati Abhoynagar J.B. School in Sadar Sub-Division	Rs. 1.033	1650-52 dt 31-01-2000	—do—
66.	Const of Tripura Student Health Home, Agartala (2nd instalment in Sadar Sub-Division	Rs. 40.00	1890-92 dt 28-03-2000	Work in process
	EXECUTIVE ENGINEER, PWD. DIVISION NO. III. AGARTALA			
67.	Extension of I G.M Hospital Building in Sadar Sub-Division	Rs. 10.00	1584-86dt 18-03-2000	—do—

1	2	3	4	5
	MANAGING DIRECTOR, TRTC. KRISHNANAGAR, AGARTALA.			
68.	Const of Community & Lavatory ad Krishnangar TRTC Terminus Complex with Sulav International	Rs- 6.00 6.00	1893-95 dt 28 03 2000	—do—
	Total—	Rs. 62.503		
	Grand total (1 to 6 Pages)—	Rs. 482.323		

SYNOPSIS

Fund received from the Govt. of India during the year	1997—98—	Rs,100.00
	1998—99—	Rs. 200.00
	1999—2000—	Rs, 200.00
	2000—2001—	Rs. 50.00
Previous balance amount—		Rs. 54.05
Total fund available upto 31'May.2000		Rs. 604,05

(1) Administrative approval issued upto 31" March, 2000(67 Nos) Rs. 432,323 (-) Rs. 546,783

(2) Fund placed to D. M (South) Rs. 64.46

Rs. 546.783

Balance amount available upto 31" june 2000 Rs. 57,267

Name of MP— Shri Sontosh Mohan Dev. Year—1993-94

Sl. No.	Name of Project	Approval accorded	Amount spent
	DIRECTOR OF EDUCATION		
1.	Netaji Subhash Vidyaniketan Netaji Chowmuhani, Agartala.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,009/-

1	2	3	4
2.	Ramkrishna, Vivekknanda Vidya Mandir Dhaleswar.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
3.	Swami Dayananda Vidyaniketan Dhaleswar	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
	Total—	Rs. 5,00,000/-	Rs. 5.00,000/-

NAME OF MP :- SHRI SANTOSH MOHAN DEV YEAR :- 1994-95

SL. NO.	NAME OF PROJECT	APPROVAL ACCORDED?	AMOUNT SPENT
	DIRECTOR OF EDUCATION		
1.	Const. of School building at Simnacherra J. B. School under Mohanpur Block	Rs. 25,000/-	Rs. 25.000/-
2.	-do- at Tabaria H. S. in Laxmilunga G/P under Mohanpur Block	Rs. 1,30,000/-	Rs. 1,30,000/-
3.	-do- at Durjanagar H. S. under MNP Block.	Rs. 1,50,000/-	Rs. 1,50.000/-
4.	-do- at Durga Choudhury para H.S. under Jirania Block.	Rs. 1.00,000/-	Rs. 1,00,000/-
5.	-do- at Tulakona H.S. under jirania Block.	Rs. 1,50,000/-	Rs. 1,50,000/-
6.	-do- at Durlovnarayan H.S. School under Melaghar Block	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
7.	-do- at Bhati Nalchar Primary School Paschim Nalchar under Melaghar Block	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
8.	-do- Bagabasa H.S. School under Melaghar Block.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
9.	-do- Khetra Mohen Academy H.S. School. Shantipara, Agartala.		
a)	Const. of baranda by road GCI sheets on angle including earth filling pucca floor	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-

1	2	3	4
b)	-do- Iron gate with 2 Nos RCC piller	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
10.	M.G.M H-S. School Collage tilla (building) Agartala	Rs. 1,00,000	Rs. 1,00,000/-
11.	Prachya Bharati School Dhaleswar Agartala Building	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
12.	Bordowali H.S. School, Agartala for const.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
13.	Netaji Subhash Siksha Kendra, Jugahari mura, Agartala Building	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
14.	Const. of school building of Rebidas para J B. School near Piyaribabus Bagan.	Rs. 2,08.8000/-	Rs. 2,08,800/-
15.	Const. of Building of Saha pur J B School under Rabindranagar G/P	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
16.	Const of addl. 2 rooms Rangamatia S.B. South school under rangamatia G/P	Rs. 50,,000/-	Rs. 50,000/-
17.	Kenonia J. B. School under Bishalgarh I/S	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
18.	Debipur H.S School under Bishalgarh I/S	Rs. 1,00.000/-	Rs, 1,00,000/-
19.	Konaban Colony J.B. School under Bishalgarh I/S	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00.000/-
	AGARTALALA MUNICIPALITY		
1.	Arundhuti Nagar Surja para road No. 5 Surja para extn. road brick Solling	Rs. 48,568/-	Rs. 48,568/-
2.	Nibedita Sangha extn. road Bhnata-pukur brick solling	Rs. 49,673/-	Rs. 49,673/-
3.	Kumilla Iswar Pathshala Jakshon gate	Rs, 2,03,524/-	Rs. 2,93,524/-

1	2	3	4
4.	Improvement of road from Gouranga Dhars house to Monoranjan Majumder house behind Govt. Press	Rs. 82,158/-	Rs. 82,158/-
5.	Const. of Passenger's shed and different places Group—I Rs. 1,17,864/- Group-II Rs. 88.398/- Total— Rs. 2,06,262/-	Rs. 2,06,262/-	?
6.	Const. of pucca drain East side of Sarat palli road Shibnagri Word No. 6	Rs. 28,011/-	Rs. 28,011/-
7.	Const. of reading room East side of Amiya Sagar para in from of the house of Mr. B. L. Dey near Deshbandhu Club	Rs. 40,914/-	
8.	Const. of semi permanent building for clinical dispensery of A D nagar High School area.	Rs. 58,823/-	
9.	Const of Latrine Block at Kumilla Iswar Pathsala Jakson gate, Agartala.	Rs. 36,593/-	Rs. 36.593/-
10.	Const of approach road (Brick solling with drain) New Boys Club, Krishnanagar.	Rs, 1 00,000/-	Rs. 1,00,000/-
	BE. P.W,D. DIVN. III		
1.	Const of Club house at MBB Stedium Agartala (In place of club house	Rs. 10,00,000/-	Rs. 10,00 .000/-
	EE. F. M.		
1.	Flood control bundh at Bhatamura Village under Lalsingmura G/P	Rs. 1,10.2000/-	Rs, 1,10,200/-
	BE M I.		
1.	Const, of irrigation chennel from Khetra Das house to Khagendra Sutra-	Rs. 25.000/-	Rs. 25.000/-

1	2	3	4
	dhar to 60 card under Ishanpur G/P Mohanpur block		
	EE. RED.		
1	Installation of Mark. II tube well near the house of Benu Baishnab under Kumaria G/P under Melaghar Block	Rs. 35,440/-	Rs. 35,440/-
	EE. PWD. DIVN 1.		
1.	Vivek Udyan Children Park' Agartala	Rs. 4,00;000/-	Rs. 4,00.000/-
	BDO. JAMPAIJALA		
1.	Const, of RCC well (Sanitary well) under MP scheme of 1.20 Mtr. internal dia 1.36 Mtr. outer dia at Pal para Golaghati of Jampaijala block	Rs. 37,215/-	Rs. 37,215/-
	DY. DIRECTOR OF FISHERY		
1.	Disilting of villge pond with a bathing ghat at Panchabati, Mekhlibon G/P	Rs. 59.400/-	Rs. 59,400/-
	EE, SOUTHERN DIVN. III. UDAIPUR		
1,	Const of boundary wall around the Kabar khala under Notified Area Authority Word No. III in village Karaliamura, Fakiratilla	Rs. 3.01, 100/-	Rs. 3,01,100/-
	BDO. BISHALGARH		
1.	Imgation cannel of Barkurbari under Amtali G/P, Bishalghar under Bishalghar Block	Rs. 50, 000/-	Rs 50. 000/-
	EE. DIVN. NO. II. AGARTALA		
1,	Improvement of road from A A Road to Howra river via Ashram para under Ranirbazar	Rs. 1,48,9000/-	Rs. 1,48.900/-

1	2	3	4
2.	-do- from Jirania P.S. to Subhash nagar via Vivekanda Choudhury housh	Rs. 1,44,350/-	—
	ELEC DIVN. NO. III		
1.	Extn. of L.T, line at Kalacherra T.E (Oriya Basti and Thal Basti) in Kalacherra G/P in West Tripura	Rs. 30,447/-	Rs. 30,447/-
2.	-do- at Gangagatripur from main road to near the house of Rajkumar Sutradhar in Mohanpur G/P	Rs. 7,976/-	Rs. 7;976/-
3.	-do-at Chandracona village under Taranagar G/P	Rs. 45,632/-	Rs. 45,632/-
4.	Extn. of 12 Nos poles L.T. line at Kamrangatali near the house of Debnath and Gopal Debnath	Rs. 68.320/-	Rs. 68,320/'
	EE. DIVN. NO IV		
1.	Extn. of existing word at Bishalghar Hospital for materneity work	Rs, 3,05295/-	Rs, 1,99,296/-
2.	Const of road from Nabashantiganj Bazar to Ishanthakur para via pal para under Mohanpur G/P	Rs, 1,50,000/-	Rs. 1,50 000/-
3.	Const. of Community hall at Brajapur near Elec. Office under Bishalghar Block.	Rs, 2.00,000/-	—
4.	Coust of Community hall at Golaghati Bazar under Bishalghar Block	Rs. 1,90,S00/-	—
	BDO. MELAGHAR		
1,	Const of Anganwadi Centre of Kulubari Uttar para by GCI sheets and Mud wall under Kulubari G/P	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
2.	-do- at U N C nagar under Matinagar G/P	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
3.	do at West para under Aralia G/P	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
4.	-do-at Baramuna under Uttar Kalamchora G/P	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
5.	-do-at Madhya Boxaaagar under M. Boxanagar G/P	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-

1	2	3	4
6.	-do- at Ashaban G/P	Rs. 24,900/-	Rs, 24,900/-
7.	Const of pucca Anganwadi centre at Bakali near Shib Thakur House under Chandramura G/P	Rs, 48,355/-	Rs. 48,355/-
8,	do near Rajendra Choudhury house under Taxapara G/P	Rs. 48 355/-	Rs. 48,355/-
9.	do at Ghosh para (M. Wall house) under Khash chowmuhani G/P	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
10.	do at Dasharathbari under Dasharatbari G/P	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-
11.	do at Sonapur under Sonapur G/P	Rs, 24,900/-	Rs. 24,900/-
12,	Const of Library in Balerdepha under Sonapur G/P	Rs. 48,355/-	Rs. 48,355/-
13,	Const of Anganwadi Centre at Rangamura under Rudhijala G/P	Rs. 48,355/-	Rs. 48,355/-
14.	-do- at Purba para near Suresh Deb house under Monanbhog G/P	Rs. 24,900/	Rs. 24,900/
15	Const of Reading Room ONGC Chow. under Purba Chandighar	Rs. 48,355/	Rs. 48.355/-
16	-do-near Ramkrishna Ashram (M. Wall, under Chandighar G/P	Rs 24,900/-	Rs. 24,900/-
17	Const. of Anganwadi Centre by M. wall at Telkajla	Rs- 24,900/-	Rs. 24,900/-
18	Const of Passenger shed (RCC Well) Dhanpur under Dhanpur G/P	Rs, 33,000/-	Rs. 33,000/-
19	-do (RCC Work)	Rs 33,000/-	Rs, 33,000/-
20	Const of Anganwadi Centre by M wall Baranarayan under Paharpur G/P	Rs 24,900/-	Rs, 24,900/-
21	-do-of Lodhnmura Anganwadi Centre under South Pahar pur	Rs, 24,900/-	Rs. 24,900/-
22	do- at Naindarpur underBashpukur G/P	Rs. 24,900/-	Rs. 24,900/-

1	2	3	4
23	Const of Sarala A/C, under Nirvoypur	Rs 24,900/-	Rs. 24,900/-
24	-do- at Bhumihin Colony by M wall under South Maheshpur	Rs 24,900/-	Rs 24,900/-
25	—do— at Bonadasundari A/C under Kathalia G/P	Rs. 24,900/	Rs. 24,900/
26	Const of Public Library near Panch Office under Nidaya G/P	Rs. 48,355/	Rs. 48,355/
27	Const of A/C with Mud wall in Rajib Saha tilla under K K Nagar G/P	Rs. 24,900/	Rs. 24,900/
28	Const of Ring well (Water) near the house of Niranjan Das under Bhabanipur	Rs. 29,840/	Rs 29.840/
29	Const. of Balwari School near Young Club of Indranagar G/P under Melaghar Block	Rs. 48,355/	Rs. 48,355/
	MOHANPUR BLOCK		
1	Const. of RCC well at Katacham near the house of Parimal Das in Paschim Simna G/P	Rs. 24,440/	Rs. 24,440/
2	Const of Passenger shed near Ishanpur PACS in Ishanpur G/P	Rs. 26,500/	Rs. 26.500/
3	—do—at Sidhai on the way to Brajabinodinipur in Mantala G/P	Ra, 26,500/	Rs. 26,500/
4.	Const, of RCC well at Mantala Colony Purba Para near the house of Sri Nikhil Malakar in Mantala G/P,	Rs, 24,440/-	Rs, 24,440/-
5.	Const, of Bus shed at Manipuri Chow. Barkathal road at Mohanpur G/P/	Rs, 26,500/-	Rs, 26,500/-
6.	Const. of Bus shed at Urabari in Noagoan G/P	Rs, 26,500/-	Rs, 26,50 /-

1	2	3	4
7.	Construction of crematorium and structure on cremation ground along with one shed at Gamchakubra in Bodhjongnagar G/P,		
	a) Structure—	Rs, 14,650/-	Rs, 14 650/-
	b) Cremation shed—	Rs. 26,500/-	Rs, 26,500/-
8.	Const. of building for Anganwadi centre at Laxman singmura at Kamalghat	Rs, 51,600/-	Rs. 51,600/-
9.	Const. of RCC well for providing drinking water at Landless colony Bazar till in Paschim Taranagar G/P	Rs, 20,150/-	Rs. 20,150/-
10.	-do- near Mohanpur D. C, Office under Paschim Taranagar G/P,	Rs, 20,150/-	Rs, 20,150/-
11.	Const. of Small irrigation bundh near Dhoba Basti near the house of Bhagaban Das under Mohanpur G/P,	Rs, 10,000/-	Rs, 10,400/-
12.	Const, of RCC ring well for providing drinking water at Rudrapaul Basti near the house of Kartik paul under Paschim Taranagar G/P,	Rs, 20,150/-	Rs, 20.150/-
13.	Const. of boundary fencing and one rest shed at "Rajib Smriti Ban" at 'Ishanpur under Meghlibond G/P,	Rs, 50,350/-	Rs; 35,800/-
14.	Const. of Reading Room at Mohinipur Panch. office under Mohinipur G/P,	Rs, 46,000/-	Rs, 46,000/-
15.	Const. of building for Cultural and Sports activities at Mohanpur Bazar in Taranagar,	Rs, 73,900/-	Rs, 73,900
16.	Const. of Reading Room at Tulabagan near Kalibari in Tulabagan G/P,	Rs, 37,180/-	Rs, 37,180/-

1	2	3	4
17.	Const. of building for Cultural and Sports activities at Samajbadi Kendrr (Gandhigram) under Purba Gandhigram.	Rs, 73,900/-	Rs, 73,900/-
18,	Study room for Destitute Girls Home of Tripura State Women Voluntary Services at Sinaihani Agartala Airprt.	Rs. 25,000/—	Rs. 25,000/-
	BDO DUKLI.		
1.	Const. of Passenger shed under Dukli Block at	Rs. 1,55,000/—	Rs. 155,900/—
	a) Subhshnagar Auto Stand	Rs. 31,000/—	
	b) Maloynagar Panchoyet	Rs. 31,000/—	
	c) Anandanagar Bavar Panch	Rs. 31,000/—	
	d) Dukli Bazar	Rs. 31,000/—	
	e) Aralia Bazar.	Rs. 31,000/—	
		Rs. 155,000/—	
2.	Const. of pucca drain at Pratapghar G, P, from Manindra Choudury house to Nibaran Shil house and Mrinal Achatjee house to Biprdbanjan house under Dukli Block	Rs. 43,275/—	Rs, 43,275/—
3.	Devlopment of road providing brik solling from Noni Gopal Debnath house to Dilip Choudury house via Ramkrishna Sangha under East Pratapghar under Dukli G/P. Grou—1.	Rs. 50,650/—	Rs. 50,650/—
4,	—do— Goup—II	Rs. 50,900/—	Rs, 50,660/—
5.	Const of community hall at Golitlla.	Rs. 48,361/—	Rs, 48,615/—
6,	Dev, of Arundhutiagar road No,6 providng pucca drain by the side of Rood No, 6 under AD. Nugar G/P/	Rs, 50,000/—	

1	2	3	4
7,	Const of RCC well at Bagantilla (near the h use of Manindra arkar) and Gajaria G.P.	Rs, 20,000/—	
	BDO JIRANIA		
1.	Const, of Community Hall at Resham Bagan under Khayerpur G/P	Rs, 50,000/—	Rs. 50,000/-
2;	Const, of Mark-II tube well near the house of Khalek Miah under Majlshpur	Rs, 35,440/—	Rs, 35,440/-
3,	—do— near the house of Banka Bihari Das under Sachindra Nagar G/P	Rs, 35,440/—	Rs, 35,440/-
4,	-do- near the house of Sabita Das under West Barjala G/P.	Rs, 35,440/-	Rs, 35,440/-
5.	-do- near the house of Nitya lal Mukherjee under East Barjala G/P.	Rs, 35,440/-	Rs, 35,440/-
6	-do- near the house of Narayan D/nath Brajanagar under Majlishpur	Rs, 35,440/-	Rs, 35,440/-

NAME OF MP :- SHRI SANTOSH MOHAN DEV YEAR :- 1995-96

Sl. No,	Name of project	Approval accorded	Amount spent
	DIRECTOR OF AGRICULTURE		
1.	Const, of Battala Market shed	Rs, 10,00,000/-	Rs, 10,00,000/-
2.	Const, of Sonamura Market Complex	Rs, 5,00,000/-	Rs, 5,00,000/-
	EE SOUTHERN DIVISION-III, UDAIPUR		
1,	Const. of gallary in Sunamura Football playground (Mini Stedium),	Rs, 5,00,000/-	Rs, 5,00,000/-
	MUNICIPALITY, AGARTALA.		
1,	Const. of G. B. Bazar Market complex	Rs, 10,00,000/-	Rs, 10,00,000/
2.	Const. of Lake Chow, Market complex	Rs, 10 00,000/-	Rs, 10,00,000/-

Name of M. P. :— Sri Badal Choudhury. Year.1996-97

SL No,	Name of Project	Approval Accorded	Amount spent
	BDO, Mandai		
1.	Const. of community Hall at Mandai Bazar,	Rs. 2,000,0000-/	Rs. 200,000/-
	BDO Jirania		
2,	Constn. of vegitable sail hall at Khayerpur Bazar,	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
3,	-do-at Banikya Bazar Sail hall,	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
4.	Earh filling & constn. of pucca drain at Devta bari Mela ground.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
5;	Constn. of Town Hall at Ranir Bazar	Rs, 400,000/-	Rs. 4.00,000/-
6,	—do— at Champaknagar	Rs. 2,00.000/-	Rs. 1.00,000/-
	BDO, Melaghar		
7,	Const. of Community cattle shed at shibnagar.	Rs 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
8,	—do— at Pancha Nalia.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
	BDO, Mohanpur		
9,	Constn. of sail Hall at Fatikcherra Bazar.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000-
10.	Constn. of Balwadi School at Town Indranagar	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1.00,000/-
	Agartala Municipal Council.		
11.	Constn. of Bhati Abhoynagar J. B. School.	Rs. 1.50,000/-	Rs, 1,50,000/-
12.	Constn of Balwadi School at Mollapara, Agartala.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
13	Const of Pucca Drain at Battala Bazar	Rs, 2,00,000/-	

1	2	3	4
14	Constn. of shelter house for Hindusthani day labourer at Khosbagan	Rs. 4.00,000/-	
15	Constn. of Balwadi School at Mali Basti Agartala	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
16	Constn of Tripura students health home at Melarmath	Rs. 5,00,000/s	
	Director of Education		
17	Constn. of Khas chowmuhani H. S school at Melaghar Block	Rs. 3,20,000/-	Rs. 3,20,000/-
18	Constn. of Ishan ch. Nagar class-xii school at Dukli Block	Rs, 3,20·000/-	Rs, 3,20,000/-
19	Constn. of Berimura H.S, School under Mohanpur Block	Rs, 3,00,000/-	Rs. 3.00,000/-
20	Constn. of Ramkrishna Ashram Vidyamandir. Agartal	Rs. 1,00.000/	Rs, 1,00,000/
	E. E. R D. D		
21	Constn of Lokracharra Bundh in Meghlibodh Mouza under Mohanpur	Rs, 4,00,000/	
22	Constn of Tentai Bundh at Noagaon Under Mohanpur Block	Rs, 4,00,000/	Rs, 4,00.000/
23	Constn. of Town Hall at Bishalgarh	Rs. 7,00,000/	Rs, 7,00,000/
24,	—do—at Melaghar	Rs, 7,00,000/	Rs, 7,00,000/

LIST OF PROJECT (S) RECOMMENDED BY THE HON'BLE MP (RS) OF SHRI KHAGEN DAS AND ALSO WORK ORDER ISSUED AGAINST THE LIST OF PROJECT(S) DURING THE YEAR 1998-99 & 1989-2000 ARE AS UNDER :-

NAME OF FILE NUMBER :- 10 (26)-LWD/KD/98-99 & 99-2000

Sl. NO.	Name of project (s) with location & Name of Deptt	Amount involved (Rs in lacs)	Santion Memo No & date	Whether the Work completed or not	Date of Submission of Utilisation Certificate
1	2	3			
	EXECUTIVE ENGINEER R, D, DIVISION, AGARTALA				
1.	Community latrine with Tube Well for both male & female At (a) Radhanagar Eeast Basti, (b) Cantonment road East basti (Mulla para) (c) Cantoment road west basti (d) Radhanagar west basti & (e) Hrishi Palli Island	Rs, 2.20	3202-05 dt- 7-12-98	Work completed	28-10-99
2.	Setting up of a Mark-II Tube Well At Ramnagar Gangail near Ram Krishna Ashram, Agartala	Rs. 0·40	—do—	—do—	—do—
3.	Const. of Mark-II Tube Well at Gangail Road Forest basti area Agartala, Sadar.	Rs. 0·40	—do—	—do—	—do—
4.	Const. of 3 Nos. Mark-II Tube Well 79 Tilla and Jyotirmay Colony, Agartala, Sadar (each Rs, 40,000/- x 3)	Rs. 1.20	—do—	—do—	—do—
5.	Const. of Community Latrine With Tube Well for both Male & Female At Bidhyasagar Palli, Abhoynagar, Agartala, Sadar	Rs. 1.00	—do—	—do—	—do—

1	2		3	4	
6.	Const. of Maslin Charka Kendra At Dhaleshawar, Agartala. (for employment Generation of Women)	Rs. 3.00	3202-05 dt 7-12-98	Work in progress	
7.	Setting up of Mark-II Tube Well at Northern Side of Battala Cremation Ground, Agartala	Rs. 0.40	—do—	Work completed	28-10-99
8.	Setting up of Mark-II Tube Well at Westem Side of Battala Cremation Ground, Agartala	Rs. 0.40	—do—	—do—	—do—
9.	Const of retaining Wall one side of Tank of U. K Accademy, Agartala.	Rs. 0.80	2381-84 dt 10-05-99	—do—	
	Total :—	Rs. 9.80			

EXECUTIVE, ENGINEER, R. D. DIVISION, AGARTALA.

10.	Const. of Community Latrine for Both Male & Female at Radha, Nagar East Basti, Cantonment Road East Basti (Muila para), Cantonment Road West Basti, Radhanagar, West Basti Hrishi Palli, Island	Rs. 053637 (As addl fund)	4118 20 dt 15-10-99	Work completed	
11.	Addl. fund for Const. of Community Latrine with Tube Well for both Male & Female at Bidhyasagar Palli Abhoynagar, Agartala	Rs. 040348	—do—	—do—	
12.	Improvement of Neharu Park At West Bank of Durgabari Tank. Agrtala.	Rs. 3,998	710,12 dt 04-02-2000	Work in progress	

BLOCK DEV. OFFICER, DUKLI, SADAR

13.	Const. of a New School. House in Jagahari Mura Netaji Shishu Siksha Kendta. Agartala	Rs. 2.00	3178.81 dt. 7-12-88	—do-
14.	Add'. fund for Const of double Storied building of Netaji Shishu Siksha Kendra, Agartala.	Rs 1.17	4121-23 dt 15-10-99	—do—
	BLOCK DEV. OFFICER. MOHANPUR. SADAR.			
15.	Const. of a New School House In Bhati Abhoynagar J B School Agartala Sadar	Rs. 2.00	3182-15 dt 7-12-98	—do-
16.	Const. of Balwary School at Bidhyasagar Palli, Abhoynager Agartala, Sadar	Rs. 1.00	—do—	—do—
17.	Const. of Link Road at Lenin Colony, 79, Tilla, Agartala	Rs. 0.60	—do-	Work 22.05.2000 completet
18.	Addl fund fot Const. of a New School in Bhati Abhoynagar J. B. School Agartala.	Rs. 0.50	92-94 dt 6.01.-2000	Work in progress
19.	Const of building for Foundling At Narsinghar	Rs. 6.00	240.42 dt 15-01.2000	—do-
	BLOCK DEV, OFFICER, JIRANIA; SADAR			
20.	Devlopment of Old Agt. Market, Sadar	Rs. 5.00	3186-86 dt 7.12.98	Work 07-06.99 completed
21.	Const. of Barjala Jr. Basic School. Sadar, Agartala	Rs 2.30	4171.73 dt 26.10.99	Work in proges
22.	Const of Didhya Chandra Model J B School Sadar	Rs, 230	— do—	Work completed
	Total	Rs 2781285		

BLOCK DEV. OFFICER, JIRANIA, SADAR.

23.	Const. of Gandhi J. B. School Sadar.	Rs. 2.30	4171-73 dt. 26-10-99	Work in progress

24.	Addl. fund for Const. of OBB Building at Jirania BlocK @ Rs 23,000×2.	Rs. 0.46	331-33 dt. 19-01-2000	—do—
25.	Const, of Earth filling work at Kashipur Market, Sadar.	Rs. 3.72	134-36 dt. 14-10-2000	—do—
	BLOCK DEV. OFFICER, TELIAMMURA.			
26.	Const, of Town Hall at Teliamuru.	Rs. 5.00	3190-93 dt. 7.12-98	—do—
27.	Addl. fund for Const. of Teliamnra Town Hall (2nd instalment).	Rs. 5.00	2124-27 dt. 28-04-99	—do—
	BLOCK DEV, OFFICER, MANDAI, SADAR.			
28.	Const. of Community Hall At Mandai.	Rs. 5.00	3194-97 dt. 7-12-89	Work completed
29.	Addl. fund for Const. of Bagala J. B. School	Rs. 0.23	695-97 dt. 03-02-2000	Work in proeass
30.	Addl. fnnd for Const. Community Hall of	Rs. 4.90356	707-09 dt	—do—
	BLOCK DEV. OFFICER, BISHALGHAR.			
31.	Const of Warren bari J. B. School.	Rs. 2.30	4177-79 dt. 26-10-99	Work in progress
32.	Addl. fund for Const. of OBB Building at Warren bari.	Rs. 0.27885	334-36 dt. 19-01-2000	—do—
	BLOCK DEV. OFFICER, TULASHIKHAR, KHOWAI.			
33.	Const of Mini Deep Tube Well With Sub-mersible pump in the Site of Now PHC at Tulashikhar.	Rs. 0.81	713-15 dt. 04-02-2000	—do—
	EXECUTIVE OFFICER, AGARTALA MUNICIPAL COUNCIL.			
34,	Const of a Link road from Pranesh Deb's house (Jaga: Hari Mura) Sadar. Agartala.	Rs. 0'40	3206-09 dt. 7-12 98	—do—

1	2	3	4	5
35.	Const. of Community Latrine & Bathroom both for Male & Female at Master Para Basti, Agt. (to be Constructed by Sulav Lntn.)	Rs. 1.00	-do-	Work completed
	Total—	Rs. 31,4024		
	EXECUTIVE OFFICER, AGARTALA MUNICIPAL COUNCIL			
36	Const. of Community Latrine & Bath room both for Male & Female At South Ramnagar, Agartala (to be Constucted by Sulav Int)	Rs 1.00	3206-09 dt 7-12-98	Work completed
37.	For Completion of in-complete Project (s)option by Shri Sudhir Rn, Majumder Ex MP (RS)	Rs 1,41	2125-28 dt 28 04-99	-do-
38.	—do—for Const. of Stall at DurgaChoumohani Market Agartala	Rs. 1,54	2129-32 dl 28-04-99	—do—
39.	Addl. fund for Const. of Link Road & Drain from P Deb's House to Ranjit Chakraborty House	Rs. 3.41	95-97 dt 6-01-2000	Work in progress
40.	Addl. fund for Const. of road & drain from Santosh Majumder house to at Chandrapur Agt,	Rs. 0.10	60-62 dt 03-01-2000	Work completed
	DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION, TRIPURA AGARTALA			
41.	Const. of building at Ramthakur Girls High School, Agartala	Rs. 3.00	3198-201 dt 7-12-98	Work in progress

1	2	3		4
42.	Const. of New building Complex for opening stream swami Dayalnanda H/S School, Agartala	Rs, 4.00	2120-23 dt 28-04-99	—do—
43.	Const. two Class room, three Latrine cum Urinals in Barjala High School, Agartala	Rs. 4.34	—do—	—do—
44.	Extension of Bani Vidhyapith School for accommodation	Rs. 4.00	2373.76 dt 10-06-99	—do—
45.	Const. of Pucca drain & Imptovement of School Ground in Dr B R Ambedkar High School, Agartala	Rs. 5.00	4168-70 dt	—do—
45.	Const. of 3 (three) Class room Three Latrine & two Urinals in Durga choudhury Para High School, Sadar	Rs. 5.00	- do—	—do—
47.	Const. of Bagabasa High School building Sonamura	Rs. 5.00	4168-70 dt 26-10.99	—do—
	Total—	Rs. 37.80		

DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION, TRIPURA, AGARTALA

48.	Const. of Bamarayan J. B. School Under Bejimara G/P, Sonamura	Rs. 200	4168-70 dt 26-10-99	Work in progress
49.	Const. of Latrine & Urrrnal for Women Teacher's in Biren-Dra Nagar Higher Seecndary School. under Jirania Block.	Rs. 1.00	—do—	—do—
50.	Const. of School building of Fakimura J B, School Nalchar	Rs 2.00	—do—	—o—

1	2	3			4
51,	Const. of School building of Sutarmura High School, Bishalaghar	Rs,	5,00	—do—	—do—
52,	Addl. fund for Completion of Boundary Wall of Ramthakur Pathsala Girls H/S School	Rs,	1.00	86-88 dt 6-01-2000	—o—
53,	Const of School building at Ramkrishna Vibeknanda Vidhyamandir, Dhaleswer, Agt	Rs,	10.00	227-30 dt 14-01-2000	—do—
	DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION, TRIPURA, AGARTALA				
54,	Const. inrespect of extension of MBB College for Accommodation	Rs.	10.00	23-7780 at 10-05-99	—do—
55,	Const. of Class Rooms of Ramthakur College, Agartala.	Rs.	8.88	418082 dt, 26-10-99	—do—
56.	Addl. fund for Const. of Class Rooms of Ramthakur College Agartala,	Rs	1.12	82 82 dt 6 01 2000	— do—
	DIRECTOR OF HEALTH SERVICES, TRIPURA. AGARTALA.				
57.	Purchase of Ambutance for Amarpur Sub-Division. Hos-Pital, Amarpur, South Tripura,	Rs.	3.00	4174-76 at 26-10-99	
58.	Purchase of Ambulance for PHC, Kalyanpur, Khowai	Rs.	3.00	— do—	
59.	Purchase of Ambulance for Srinagar & Manu Bankul PHC Sabroom, South Tripura, (@ Rs. 3.00 each)	Rs,	6.00	224 26 dt 14-01-2000	
	Total—	Rs.	53.00		

1	2	3	4	5
	DIVISIONAL FOREST OFFICER SEPAHIJALA, TRIPURA (W)			
60.	Const. of Earthen Dam for Proposed Lake Uttar Mura under Sepahijala wild Life Sanctuary	Rs, 4.27	237-?9 dt 14.01.2000	Work Completed
	DIRECTOR OF SPORTS, TRIPURA AGARTALA			
61.	Const. of Sports Hostel at NSRCC Complex Agartala	Rs, 15s00	231-33 dt 14-01-2000	Work in progress
	EXECUTIVE OFFICER, RANIR BAZAR NAGAR PANCHAYAT			
62.	Const. of PHC at Ranir Bazar West Tripura, Sadar	Rs. 12.00	221-23 dt 14-01-2000	Work in progress
	Total,	Rs, 31 27		
	Grand total :— (P-1 to 6)	Rs. 191.08526		

SYNOPSIS

Fund received from the Govt, of India during the year 1998-99. Rs. 2000-00

1999-2000 Rs. 100-00

Previous balance amount :— Rs, 00.29

Total fund available upto 31st March, 2000 Rs. 3000.29

1. a) Administrative Approal issued upto 31st March, 2000 (62 Nos,) Rs. 191.68526
   d) Fund placed to D. M. South. Rs. 85.40
   e) Fud place to D.M. North. Rs. 04-20
   d) Fund placed to D.M. Dhalai, Rs. 19.62

Total expenditure upto 31st March. 2000. Rs. 300,30526 (—) Rs. 300.30526

Excess expenditure upto 31st March, 2000. Rs. 000.01526

1	2	3	4	5

Name of MP :— Shri Sudhir Ranjan Majumder Year :— 1993-94

Sl. No.	Name of project	Approval accorded	Amount spent
	BDO, Bishalghar —		
1.	Const. of dwelling house, dev. of existing sheds, dev. of existing tank const. of protection wall fo orphen children.	Rs. 3,72,000/-	Rs. 3,72,000/-
	1994—95		
	AGARTALA MUNICIPALITY.		
1	Sinking of 100 × 40 mm, dia tube well filled with India M-II deep tube well hand pump of Hrishi Palli Bhati Abhoy nagar under Word No—12.	Rs. 34,518/-	Rs. 33,500/-
2.	Const. of Gali road at Ashram Chow. starting from the house of Sambhu Nama upto Manipuri tank (Word NO—6). Group No—I. Rs. 1,31,410/- Group No—II. Rs. 1,07,995/- Rs. 2,39,405/-	Rs. 2,39,405/-	Rs. 2,39,405/-
3.	Improvement of road at Ramkrishna Ashram Lane at Town Bordowali, Agartala, Word No.—3 Group No.—I Rs. 1,31,049/- Group No.—II Rs. 1,31,798/- Group No.—III Rs. 1,48.209/- Rs. 4,11,056/-	Rs. 4,11,056/-	Rs. 4,11,056/-
4.	Const. of pucca ghatla near the tank of Manipuri Nat Mandir at Radhanagar.	Rs. 48,900/-	Rs. 48,900/-

1	2	3	4
5.	Impv of Bhattapukur Bapuji road starting from the house of Sri himadri Saha via Bapuji School upto Kalitilla Auto Stand with pucca drain. Group—I. Rs. 1,49,603/- Group—II. Rs. 1,49,615/- Rs. 2,99,218/-	Rs. 2,99,218/-	Rs. 2,99,218/-
6.	sinking of 3 (three) M-II tube well at Saha para M.B. tilla; Agartala.	Rs. 1,03,554/-	Rs. 1,03,554/-
7.	Impv. of road starting from Bishalghar road near Bordowali BOC repairing of road starting from Tripura Machnical works via janakalyan Club upto the house of Lt. Usha Sharma. Group— I. Rs. 1,49,678/- Group—II. Rs. 1,48,052/- Rs. 2,97,730/-	Rs. 2,97,730/-	Rs. 2,97,730/-
8.	Const. of road at Shibnagar from Group— I. Rs. 1,48,607/- Group— II. Rs. 1,47,437/- Group—III. Rs. 1,48,223/- Group—VI. Rs. 1,42,630/- Total :— Rs. 5,86,897/-	Rs. 5,86,897/-	Rs. 5,86,197/-
9.	Installation of shallow tube well at Radhanagar near the house of Shri Nani Gopal Choudhury, Manu Miah and Shri Ajit Das under Word No.—12.	Rs. 16,866/-	Rs. 16,000/-
10.	Const. of Cretche Centre at Cantonment road Abhoynagar, Agartala.	Rs. 60,100/-	Rs. 60,100/-

1	2	3	4
11.	Const. of pucca drain and dustbin at Indira palli road side of Palace compound near Municipal road.	Rs. 49,900/-	Rs. 49,900/-
12.	Impv. of road at Nutunpalli (East end) Krishnanagar starting from the house of Shri Pijush Sarkar upto East Bank of judge Quarter tank (Word—2).	Rs. 2,50,000/-	Rs. 2,50,000/-
	EE. RED.		
1.	Const. of Mark—II tube well at Satdubia near the house of Manindra D/Nath under Mohanpur block.	Rs. 35,440/-	Rs. 35,440/-
	DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION.		
1.	Repair of School building (for children) of Radhamadhab Sishu Bihar at Radhanagar, Agartala.	Rs. 60,000/-	Rs. 60,000/-
2.	Const. of building for Desh Bandhu Sishu Tirtha at Abhoynagar.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
3.	Const. of compound wall in the premises of Netaji Subhash Vidhyanlketan, Agt.	Rs. 10,00,000/-	Rs. 10,00,000/-
4.	Const. of school building for Netaji Adarsha Siksha Mandir, Agt.	Rs, 5,00,000/-	Rs. 5,00,000/-
5.	Const. of New pucca building at Rajnagar (Gandhigram) H. S. near the house of Ex- Minister Sri Prakash Ch. Das.	Rs. 2,50,000/-	Rs. 2,50,000/-
6.	Const, of cultural hall at Sakhicharan Bidhya Niketan H. S, School	Rs. 7,00,000/-	Rs. 7,00,000/-
	EE, PWD, DIVN III,		
1.	Const. of addl. spectators gallary at South East side of M. B. B. Stedium, Agt.	Rs. 9, 98,000	Rs. 9,98,000/-

1	2	3	4
	EE; PHE, I.		
1.	Const. of Iron removel plant including installation and cmmissioning of Booster pump sets at Pragati School near deep tube we.l.	Rs. 4,25,200/	Rs. 4,25,200/-
	EE, M. 1. DIVN. I.		
1.	Deep tube well/ irrigation scheme at Narshinghar Bin para under Mohanpur Block.	Rs. 3,46,080/	
	MD, TRPC.		
1.	Const. of Lake at at Re-settlement colony for ST at Paschim Takerjala Rubber Plantation.	Rs. 30, 683/-	Rs. 30,683/-
2.	—do—at Uttar Promode nagar Rubber Plantation centre,	Rs. 46,364/-	Rs. 46.364/-
3.	Const. of Lake at Resettlement colony for ST at Herma.	Rs. 36,707/-	Rs. 36,707/-
4.	Sinking of tube well fitted with M-II deep tube well at resettlement colony for ST at Paschim Takerjala,	Rs. 35,440/-	Rs, 35,44/-
5.	—do— at Uttar promode nagar	Rs, 35,440/-	Rs, 35,440/-
	DY. DIRECTOR OF FISHERIES,		
1.	Const. of pucca shed for fisherman at G.B. Bazar.	Rs. 2,28,000/—	Rs. 1,710,352/—
	EE, AGARTALA DIVN.NO-IV.		
1.	Impl. of road dt Bordowali Starting from Indira Market North side towards East near Milan sangha.	Rs. 1,50,000/—	Rs. 1,50,000/—

1	2	3	4
	EXECUTIVE OFFICER KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD.		
	Const. of Khadi & Village Industries complex at Agartala.	Rs 5,00,000/—	
	BDO, MOHANPUR·		
1.	Const. of AW centre at Gangagatipur	Rs. 51420/—	Rs 51,240/—
2.	—do — community centre at Gangabatipur	Rs. 35,000/—	Rs 35,000/—
3.	—do— at Uttar Bijoynagar.	Rs. 35,000/—	Rs 35,000/—
4.	—do— Bus shed at Kathalalai.	Rs. 50,000/—	Rs. 50,000/—
5	—do— Passenger shed at Naninagar	Rs. 50,000/—	Rs 50,000/—
6.	—do— Aguniamura.	Rs. 50,000/—	Rs 50,000/—
7.	—do — reading room at West Taranagar	Rs 44,560/—	Rs. 44,560/—
8.	—do — cremationus & structures on cremation ground at Gopalnagar TE.	Rs. 51,420/—	Rs 51,420/—
9.	—do — foot bridge at Tarasundari to Dakai palli.	Rs 54,000/—	Rs 54,000/—
10.	—do— AW centre at Harinakhola.	Rs. 51,420/—	Rs. 51,420/—

Name of MP :— Shri Sudhir Ranjan Majumder. Year :—1995-96

Sl. No.	Name of project	Approval accorded	Amount spent
	DUKLI BLOCK.		
1.	Sinking of one Mark-II tube well in the premises of "SNEHS DHAM" Siddhi Ashram, C/O, Snehamayee Maa, Badharghat, Agt,	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-
2.	Const. of Community Hall at Dukli Bazar, Agartala.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
	MOHANPUR BLOCK.		
1.	Const. of Simna Road from Simna Colony to Katacherra at Simna Colony.	Rs, 1,50,000/-	Rs, 1,50,000/-
2,	Embankment for Agri. at Puran paddy field. Simna.	Rs. 40,000/-	Rs. 40,000/-
3.	Const. of one Yatri shed at Meghli bond Chow. Bairagipara.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-

1	2	3	4
	EXECUTIVE OFFICER, KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD.		
1.	Const. of Khadi & Village Industries complex, Agt.	Rs. 5,00;000/-	
	DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION.		
1.	Const. of Ranirbazar Bidyamandir Class-XII school (school building) Rabirbazar.	Rs. 10,00,000/-	Rs. 10,00,900/-
2.	Const. of Bholananda School & its boarding house, Gurkhabasti.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
3.	Const. of Campus Hall at Ramthakur pathsala Girls H/S school. Agt.	Rs, 4,00,000/-	Rs. 4,00.000/-
4.	Const. of School building of Sankar Acharya Vidyayatan H/S School, Milan Sangha, Agt.	Rs. 3.00,000/-	Rs. 3.00 000/-
5.	Const. of Campus Hall at Bijoy Kumar H/S School, Agt.	Rs. 7,00,000/-	Rs. 7.00.000/-
6.	Const. of school building at Jitendra Kr. High school, Mohanpur under Jirania Block.	Rs. 2,50,000/-	Rs. 2.50,000/-
7.	-do- Kshetra Mohan Sr. Basic school, Agartala.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2.00.000/-
8.	-do- of Ramkrishna Vivekananda school, Agartala.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00 000/-
9.	-do- of Jogendranagar H/S school, Agt.	Rs. 2.00,000/-	Rs. 2,00,000/-
10.	-do- Maa Anandamyee Ashram school Kalinari, Agt.	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
11.	-do- at Netaji Sishu Niketan, Jagaharimura.	Rs, 2,00,000/-	Rs, 2,00,000/-
12.	Const. of Campus hall at Ramnagar Girls High School.	Rs, 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-

1	2	3	4
13.	-do- of Dr. B. R. Ambedker high school	Rs. 5,00,000/-	Rs. 5,00 000/-
14.	-do- at Bishalghar Town Girls School Jounagar.	Rs, 3'00,000/-	Rs. 3,00,000/-
15.	Const of school building of Shib nagar High School, Radhapur.	Rs, 1,00,000/-	Rs, 1,00,000/-
16.	do- at Prachyabharati School, Agt.	Rs, 2,00,000/-	Rs, 2,00 000/-
	EXECUTIVE OFFICER, AGARTALA MUNICIPALITY.		
1.	For dev. for works in 17 Nos. of words under Agt. Municipality Council & Rs, 1.00 lacs cimmunicated by us on receipt of the same from the MP (Rajya Sabha)	Rs, 17,00,000/-	Rs, 17,00,000/-
2.	Const. of drain at west pratapgarh residence of Sri Ranjit Das. Bordwali	Rs, 1,00,000	Rs, 1,00,000/
3.	Const. of surrounding wall of Shibnagar pond (near Gedu mia Masjid) with bathing ghat Agt.	Rs. 2.50.000/-	Rs. 2.50,000/-
4.	Reconstruction of road & drain staring from Bishalghar road upto unnayan Sangha via Modern Club, Bhattapukur inpv. of Banikpara road near house of Nantu Banik.	Rs, 1,50 000/-	Rs, 1,50,000/-
5.	Const. of road, pucca drain staring from the house of Shyamal Banik and Swapan Banik near Swami Vivekananda Club, Agt.	Rs. 1,50,000/-	Rs. 1,50,000/-
6.	Providing sodium vapour lamp on the road from Collage starting from Saha Company house to Chitta Rn. Road.	Rs. 2,09,557/-	Rs. 2,09,557/-

1	2	3	4
7.	Const. of road and drain starting from Bhatta pukur Modern Club upto Unnayan Sungha.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-

NAME OF MP :— SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDER. YEAR 1996-97

Sl No.	Name projects.	Approval accorde	Amount spent
	BDO. JIRANIA		
1.	Earth cutting and soling of Kalikrishna ashram road const of drain at Kalikrishna ashram road Kashipur, Agt.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3.00,000//
	BDO. MOHANPUR		
2.	Const. of Community hall at West Sonatala near Taltala Iscon Mission.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
	DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION		
3.	Const. of building for science-cum-library of Sankaracharjya Vidhyatan. Class-XII school at North Badharghat, Agt.	Rs. 4,00,000/-	Rs. 4,00,000/-
4,	— do— of school boundary wall at Sakhicharan Vidyaniketan Agartala	Rs. 2 00,000/-	Rs. 2,00,000/-
5.	—do— of Computer Room at Netaji Subhash Vidyaniketan, Agt	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
6,	—do—Campus hall of Bishalgar Town school	Rs. 4,00,000/-	Rs. 4,00,000/-
7.	—do—of Mahatma Gandhi Memorial H/S school	Rs. 5,00,000/-	Rs. 5,00,000/
8.	—do—of school building of Budhi Saha JB school at Bridhanaga, Ranirbazar	Rs. 2,00,000/-	Rs. 2,00,000/-
9,	—do—of Campus hall at BLG Class XII School Bishalgarh	Rs. 4 00,000/-	Rs. 4,00,000/-
10.	—do—of school building of Ramkriahna Ashram Vidyamandir, Gangail Road, Agt.	Rs. 2,00,000/-	Rs, 2,00,000/-

1	2	3	4
11.	—do— of Campus hall at Hindi H/S school Abhoynagar,	Rs, 2,00,000/—	Rs. 2,00 000/—
12,	—do— of school building of Vivekananda Vidya Mandir, Pratapgarh.	Rs 2,00,000/—	Rs 2,00,000/—
13.	—do— of Cultural hall at Sankaracharjya Vidya ayatan, Agt.	Rs. 5,00,000/—	Rs. 5,00,C00/—
14	—do— school building of Ramkrishna Ashram. Vidya Mandir. Agt.	Rs 2,00 000/—	Rs. 2 00.000/—
	EXECUTIVE OFFICER. AGARTALA MUNICIPAL COUNCIL		
15.	Const. of road (matteling and carpeting) etc. from Janakalyan Chow to Kalibari at Town Bordowali; Agt.	Rs. 2,00.000/—	Rs. 2,00,000/—
16.	—do— of Market shed at Math. Chow. Bazar	Rs. 5,00,000/—	Rs. 5,00,000/—
	—do— —do— at Durga Chow. Bazar	Rs. 3,0[illegible],000/—	Rs. 3 0[illegible],000/—
18.	—do— Development of children Park, Agt.	Rs. 2,00,000/—	Rs. 2,00,000/—
19.	—do— of retaining wall with pucca ghatla and drain with road at shanti para.	Rs. 9.96,665/—	Rs 9,96,665/—
20.	—do— of road mataling, carpeting & starting from South side of Volcan club upto Gour Baran Surkar house.	Rs. 2,97,000/—	Rs. 2 97,000/—
21	—do— of drain both side of road startin from Ranjit Kr, Das, West Pratapgarh.	Rs. 2,00,000/—	Rs. 2,00,000/—
22	—do— mateling and carpeting of rand starting from MBB club to the house R. C Saha, Shibnagar,	Rs. 2,00,000/—	Rs. 2,00,000/—
23.	—do— of road, pucca drain starting from Math Chow.Upto Purbasha.	Rs. 1,00,000/—	Rs. 1,00,000/—

1	3	4	5
24.	Farth filling at Dhaleswar (Road) from Adhir D/Nath house, Agartala.	Rs. 1,00,000/—	Rs. 1,00,000/—
25.	—do — of stair for uplifting in Collage road near the Qrt. of Prof. Dr. L. M. Mukherjee.	Rs. 53,000/—	Rs. 35,000/—
26.	· do— of road & drain staring from S Dutta's house to S. Choudhury's house,	Rs. 1,49,000/—	Rs. 1,49,000/—
27.	—do— from Nivedita Club to Subhash Palli Bhattapukur,	Rs. 1,49,000/—	Rs. 1,49,000/—
28.	—do— from Janakalyan Club to Yobak Sangha Pratapgarh,	Rs, 1,63,000/—	Rs. 1,63,000/—
29.	—do— from Nava Eaika Club upto Sankar Shil's house,	Rs, 1,50,000/—	Rs. 1,50,000/—
30.	—do—from North Badharghat, Swami Vivekanda club to house of Nantu Banik,	Rs, 1,50,000/—	Rs. 1,50,000/—
31.	—do— from Gadu Miah Maszid upto the house of R. Talapatra,	Rs, 2,69,000/—	Rs. 2,69,000/—
32.	—do— from the house of Manik Chow, to house S, Choudhury, Milan Sangha,	Rs, 1,00,000/—	Rs. 1,00,000/—
33.	—do— from the house of S, Chakraborty upto Manasha Mistana Vhander (Gr, I),	Rs, 2,00,000/—	Rs, 2,00,000/—
33,	A, —do— (Gr—II)	Rs, 2,00,000/—	Rs, 2,00,000/—
34	Const. of road from Charka Sangha to Joynagar middle road, Agt,	Rs, 2,00,000/—	Rs, 2 00.000/—
35,	—do— of road and drain from HGB road near Samir Sen to Dilip Kr. Saha,	Rs, 1,00,000/—	Rs, 1,00,000/—
36.	Const. of road & drain from S. Majumder's house at Chandrapur with mateling & carpeting.	Rs. 2,41,000/	Rs 2,41.000/-

1	2	3	4
37.	Bamboo palasiding, pucca ghatla with sitting arrangement at the pond near the house of Shri R. Das, Jagaharimura.	Rs. 2,49,000/-	Rs, 2,49,000/-
38,	Const. of road from Ramkrishna Ashram Lane Bordowali with mateling & carpeting.	Rs. 3,00,000/-	Rs. 3,00,000/-
39.	-do- & RCC slab culvert at Town Bordowali Gangail Rd. from the house of Anil Ch. Deb Upto main road.	Rs. 1,00,000/-	Rs. 1,00,000/-
40.	-do- of boundary wall, electric wiring. Latrine, varanda at Crech centre of Bhati Abhoynagar.	Rs. 93,000/-	Rs. 93.000/-
	EXECUTIVE ENGINEER, MI. BATTALA.		
41.	Sonataia lift irrigation scheme under Purba Bamutia G/P, Mohanpur Block.	Rs. 7,00.000/-	Rs. 7,00,000/-
	BDO, BISHALGARH,		
42.	Const. of Sanitary well at Konaia Bazar Kamalasagar.	Rs. 31,000/-	Rs. 31,000/-

WEST TRIPURA

State : Tripura, District :— West Tripura Constituency :

2, Tripura East Parliamentary Constituency. 94—95

Name of M.P. :— Maharani Bibhu Kumari Devi. Whether LS/RS : LS

Sl. No.	Name of scheme	Approved outlay	Amount incurred
1	2	3	4
	BDO, KHOWAI		
1,	Const. of Sanitary Well at Indira, Colony under Ramchandraghat G/P	Rs. 30,770/-	Rs. 30,770/-
2.	—do— at Belbari and Tuicin Gram G/P near the house of	Rs. 30,770/-	Rs. 30,770/-
a)	Anil D/Barma (Belbari)		
b)	—do— near the house of Parendra D, Barma (Tuichin Gram)	Rs. 30,770/-	Rs. 30,770/-

1	2	3	4
	BDO TELIAMURA		
1.	Const. of 2 Nos. sanitary well at Krishnapur	Rs. 61,540/-	Rs. 61,540/-
2.	—do— 3 Nos. sanitary well near 37 miles on Assam Agartala Road	Rs 92,310/-	Rs. 92,310/-
3.	—do— 3 Nos. Sanitary well at Biladhan Choudhury para 39 miles point (A A. Road).	Rs. 92,310/-	Rs. 92,310/-
4.	Const. of sanitary well near the house of Kunja D/Barma at Khash Kalyanpur under West Dwarikapur G/P	Rs. 30,770/-	Rs. 30,770/-
5.	—do— at Khash Kalyanpur Bazar	Rs. 30,770/-	Rs. 30,770/-
6.	—do— at near the house of Kanta D/Barma at Laxmi Narayan Colony under Laxmi Narayanpur.	Rs. 30,770/-	Rs. 30,770/-
7.	—do— near the house of Sushil Deb at Catch colony under Uttar Ghilatali G/P.	Rs. 30.770/-	Rs. 30,770/-
8.	Const. of sanitary well at Catch Colony Bazar under Uttar Ghilatali G P	Rs, 30,770/	Rs, 30,770
9.	Const. of pit latrine at Saradamayee School under Teliamura Block	Rs. 8,275/	Rs. 8,275/-
10.	Const. of Community hall for Darjeeling tilla burning ghat under Teliamura Block	Rs. 41,755/	Rs, 41,755/-
11.	Const. of burning ghat at Darjiling tilla under Teliamura Block,	Rs, 13,200/-	Rs. 13,200/-
12.	Const. of Nursery School Building at Hadrai under TLM Block,	Rs, 68,480/-	Rs 68,480/-
13.	Const. of Balwari School at Khashia Mangal under Teliamura Block (as per model estimate)	Rs, 90 500/-	Rs, 90,500/-

1	2	3	4
14.	Const. of boundary wall at Saradamayee school under Teliamura. (Gr-1)	Rs, 56,200/-	Rs, 56,200/
15	—do - Gr-II	Rs, 33,630/-	Rs. 33630/-
16.	Const. of sanitary well at Taichakma West Howaibari, Kunjamura para, Tuithampaipara and Bagan Bazar Tea garden	Rs, 153,850/-	Rs, 1,53,850/
	Total-	Rs. 9,58,210/	Rs. 9,58,210/.

B. K, Devi— Fund received Rs. 36.00 Lakh

Expdt. Incured Rs. 9.58 "

Balance 26.4 Fund received to office (N)

NAME OF MP : – BAJUBAN REANG, 2- TRIPURA EAST PARLIAMENT CONSTITUENCY 98—99

Sl.No.	Name of project (s)	Amount sanctioned.	Remarks
1.	Const. of Market Development earth filling at Subhash Park Market under Khowai Sub-Division.	Rs. 6.51 lakhs	EO Khowai Nagar Panchayat 10 (26) BR DW/D 69 73 Dt – 3. 1. 2000
2.	—do— market development at Tulashikhar under Khowai Sub-Division.	Rs. 5,00 lakhs.	BDO. Tulashikhar Khowai.
3.	Const. of Community hall 500 seated capacity at Behalabari under Tulashikhar.	Rs. 5,00 lakhs	—do— BDO. Tulashikhar 2362-65,Dt-7-5-99
	TOTAL:–	Rs. 16.51 lakhs	

Bajuban Reang MP

Fund received from DM (N) — 16·51 lakhs

Project Sanctioned— 16·51 "

Balance— NIL

(Rs. in Lakhs) (Rs. in Lakhs)

SL. No.	Name of MP	Year	Found Placed	Name of Sub-div, Name of Block,	Name of Project	Amount Barmarkd	Expenditure incurred	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sri Santosh Mohan Deb	1995	26,00	Udaipur Matabari	1) Const. of Kowaimura JB School (Udaipur)	1,50	1.50	Work Complete
2	—do—	—do—	—do—	Udaipur Matabari	2) Const. of an addl, room building for Tepania SB School (Udaipur)	1.50	1.50	—do—
3	—do—	—do—	—do—	Udaipur Killa	3) Const. of building Kaipeng Bulaibari JB School (Udaipur)	1.50	1.50	—do—
4	—do—	—do—	—do—	Belonia Bagafa	4) Const. of Anganawadi Centre(Nath para) under East, (harkbai G/P(BLN)	0.25	0.25	—do—
5	—do—	—do—	—do—	Bilonia Bagafa	5) Const. of Anganawadi Centre (Bamdhara) under Mahuripur R. F. G/P(BLN)	0.25	0.25	—do—
6	—do—	—do—	—do—	Belonia Bagafa	6) Const. of Gardhang Bazar shed & Stall at Gardhang Bazar under (BLN)	1.50	1,85,440	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	—do—	—do—	—do—	Belonia Bagafa	7) Const. of Village Road from Betaga Bazar to Sadhu Majumder-Para.(BLN)	1.50	1.49064	—do—
8	--do—	—do—	—do—	Belonia Bagafa	8) Const. of Road from SSB.Camp to Kalma Bazar under (BLN)	1.50	1.49064	—do—
9	—do—	—do—	—do—	Belonia Rajnagar	9) Const. of Brick soling Road from Barpathari to H. Biswas para under BLN.	1.50	1.57	—do—
10	—do—	—do—	—do—	Belonia Rajnagar	10) Const. of Health Sub-Centre at Gouranga Bazar under BLN.	1.25	1.078	—do—
11	—do—	—do—	—do—	Bilonia Rajnagar	11) Const. of Passenger Shed at Laxmipur under BLN.	0.25	0.36	—do—
12	—do—	—do—	—do—	Udaipur Nagar Panch. Area UDP	12) Const. of Extension bulding at Udaipur Hospital, under UDP	5.00	5.00	Work complete —do—
13	—do—	—do—	—do—	Udaipur Nagar Panch. Area UDP	13) Const. of Market shed (Rice) at UdaiPur Chalkbazar UDP	3.00	3.00	Complete —do—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	—do—	—do—	—do—	Belonia Nagar Panch. Area BLN	14, Const. of Market s ed at No, 1 Tiila of Belonia	3.00	3.052	—do—
	—do—	—do—	—do—	Udaipur Matabari	15. Renovation Dhajanagar Police line JB School under Udaipur Sub-Division,	1 46		Work not executed. Amount refunded.
	—do—	—do—	—do—	Belonis Bagafa	16, Irrigation Scheme & Deep T/A well near East & North side of Debendra Tilla, under Belonia Sub-Division,	1.00		Works not executed.
					Total :—	25.96	23.89,568	

Note :— A) In case of execcss expenditure in any project, money was spent from over all savinge of the other projects being implemented by the same implementing officers.

B) An amount of Rs. 2,10432 Lakh was refuuded to DM (W) as un-spent balance,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Maharani Bibhu Kumari Debi Ex.	1995-96	37,90	Belonia Bagafa	1) Const. of Kowaifung Upayati colony J.B. School under Bln.	1.50	1.50	Works Completed
	MP (L.S)	—do—	—do—	Belonia Bagafa	2) Constn. of Anganwadi centre at Madhy a Pilak under Bln.	0.40	0,40	Completed

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	3) Constn. of two nos Sanitary well at Thakurcherra Mogpara @ Rs. 32515/- providing hand pump.	0810.30	1810.30	Completed
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	4) Constn. of Community hall in the Mahamuni tilla at Buddhist temple complex at Thakurcherra near Anehi Mog para under Belonia.	1.50	151.01	Completed
		—do—	—do—	Belonia Hrishyamukh	5) Const. of cultural and sports activities at Hrishyamukh under Belonia.	1 00	1.00	Completed
		—do—	—do—	Sabroom Satchand	6) Const. of building for reading room at Manu bazar. Under SBM.	1.00	1.00	Completed
		—do—	—do—	Sabroom Satchand	7) Installation of tube wells/Ring wells at Kalacherra bazar under Sabroom,	0.30	0.30	Completed
		—do—	—do—	Sabroom Satchand	8) —do— at Sindhuk pathar under SBM,	0.30	0,30	Completed

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		—do—	—do—	Sabroom Satchand	9) —do— at Dhanu Chowdhurv para under SBM.	0.30	0.30	Completed
		—do—	—do—	Sabroom Satchand	10) —do— at Kaladepha under Sabroom.	0.30	0.30	Completed
		—do—	—do—	Amarpur Amarpur	11) C nstn. of building for cultural and sports activities at Amphi under Amarpur,	1.00	1.00	Completed
		—do—	—do—	Amarpur Amarpur	12) Const. of building for cultral and sports activities at Nutanbzar.	1.00	1.00	Completed
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	13) Const. of Deep tube wells for irrigation at East Jolaibari near Mukunda Bhowmik under Belonia.	1.00		Werks not executed.
		—do—	—do—	Sabroom Rupalchari I	14) Const. of Community Hall at Rupaichari under Sabroom	1.50		Not executed
		—do—	—do—	Sabroom Satchand	15) Const. of Stadium at Sabroom.	5.00		—do—

1	2	3	4	5	6	7
	—do—	—do—	Sabrrom Rupaichari I Satchand	16) Const. of drinking water facilities at Gorakappa. Bniswnabpur Chotakhil and Manughat-two each.	3.30	—do—
	—do—	—do—	Sabroom Rupaichari I	17) Const. of Pantoon bridge on Manu-Bankul Silachari Road under Sabroom.	1.50	—do—
	—do—	—do—	Sabroom Satchand	18) Const. of play fled at Harina under Sabroom	0.30	—do—
	—do—	—do—	Sabroom Satchand	19) Extension of pipe line at Harina with water tanks (GCI sheets) (Overhead) —4 nos. under Sabroom	0.70	—do—
	—do—	—do—	Sabroom & AMP AMP KBK	20) Const. of Sanitary well (2 nos cach) at Jalaya, Thirthamukh and Chellagong under Sabroom	2.10	—do—
	—do—	—do—	Amarpur Amarpur	21) Const. of Pantoon bridge on right side of Amarpur bazar under Amarpur	1.50	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		—do—	—do—	Amarpur Nagar Panch. area AMP	22) Const. of Amarpur Nagar Panchayet Office	2.00		—do—
		—do—	—do—	Amarpur Nagar Panch area AMP	23) Const. of Incomplete Stadium at Amarpur.	3.00		—do—
		—do—	—do—	Amarpur AMP	24) Const. of 5(five) nos Play ground at Amarpur	1.30		—do—
		—do—	—do—	Amarpnr Nagar Panch area AMP	25) Const. of Amarpur Rest house.	1.50		—do—
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	26) Const. of Pantoon bridge between Jolaibari and Hrishyamukh under Belonia.	1.50	—	—do—
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	27) Const. of Joiaibari School under Belonia	2.50	—	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	—do—	—do—	Belenia Bagafa		28. Const of 2 (two) nos Sanitary well at Kalashi under Belonia.	0.70	—	—do—
			Total			38.8103	9.46434	

N.B. Prolects bewring Sl No. 14 to 28 Ban was imposed on execution of the works due to anforcement of model code of conduct during Parliamentarl Election, 1996' Subsequently the matter was taken up with the DM (North) for according aproval by the sitting MP Shri Baju Ban Riyan But approaval is yet to be accorded. Balance amount of Rs. 28,43566 lakh is lying in Bank.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Sri Badal Choudhury, Ex-MP (L.S)	1996-97	36.10	Udaipur Matabari	1) Const. Of Bagabasa High School, under Udaipur.	3.20	320	Work Completed
	—do—	—do—		Udaipur Matabari	2) Const. Of Jolalibari High School, in Mog-Pushkarini under UDP.	3.20	320	Work Completed
	—do—	—do—		Udaipur Matabari	3) Const. of Chandpur High School in South Mirza under UDP.	3.20	320	Work Completed
	—do—	—do—		Udaipur Matabari	4) Const. Of Market shed at Holakhat Bazar, under UDP.	3.00	300	Work Completed
	—do—	—do—		Udaipur Matabarir	5) Const. Of. Market shed at Dhajanagar bazar, under UDP.	3.00	282844	Work Completed

1	2	3	4	5	6	7	8	9
.		—do—	—do—	Belonia Rajnagar	6) Const. Of Barpathari Bus and Passenger shed at Barpathari, BLN.	3.00	3.00	Work Completed
		—do—	—de—	Belonia Nagar Panch. Area BLN.	7) Const. of stall at No 1 Tilla at Belonia.	4 00	4 00	Work Completed
		—do—	—de—	Belonia Bagafa	8) Const. Of Market Stall at Baikhora Market. under Belonia.	2.50	2.50	Work Completed
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	9) Const. of Birchandra Manu Shahid smmti Mandir (Class XII School) under Belonia.	4.00	3.92598	Work Completed
		—de—	—do—	Belonia Bagafa	10) Const. Of town hall (500 sitting capacity) at Santirbazar.	7.00	7.00	Work Completed
				Total :—		30'10	35.85442	24558

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Shri Baju Ban Riyan. MP (L-S)	1996-97	22.00	Sabroom RPC	1) Const. Of Ailmara High School, at Ailmara, under SBM.	4.00	4.00	Work completed
		—do—	—do—	Belonia Hrishyamukh	2) Extension of School building at Sarasima H. S. School under BL,N	3.50	3.50	Work completed
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	3) Const. of Jolabari H. S. School Extension of building under BLN	3.50	3.50	Work completed
		—do—	—do—	Beionla' Hrishyam mukh	4) Const. of Market shed at Nalua under BL.N	3.00	3.00	Work completed
		—do—	—do—	Sabroom Satchand	5) Const, of Pucca drain at Manubazar under SBM	3.00	3.00	Work completed
		—bo—	—do—	Sabroom Nagar Panch, area SBM	6) Const. of Stadium at Sabroom under SBM,	5.00	5.00	Work in progress
				Total		22.00	22.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sri Sudhir Ranjan Majumder, Ex-MP (R-S)	1997-98	3.00	Belonia Nagar Panch area BLN	1) Const of School building at Belonia Vidyapith H. S. School under Belonia	2.00	1.854	work completed
		—do—	—od—	Belonia Nagar Panch. area BLN	2) Const. of Homeopatheic Dispensary near Ramthakur Smriti complex under Belonia	1.00	1.140	—do—
					Total	3.00	3.00	
6)	Sri Samar Choudhury, MP (L-S)	1998-99	64.46	Belonia Bagafa	1) Const. of Cultural Hall at Birchandranagar under BLN,	18.46	18.10	Work in progress
		—do—	—do—	Udaipur Kakraban	2) Const. of Dhuptali High School building under UDP.	4.00	4.00	Work in progress
		—do—	—do—	Udaipur Matabari	3) const. building Netaji Subash Degree College. under UDP	10.00	10.00	Work in progress
		—do—	—d0—	Belonia Bagafa	4) Const. of School building at Kaliprasad cheudhury para, High school under Belonia	5.00	5.00	Work in progress

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	5) Const. of School buillding at West Charakbai High school under BLN,	5.00	5.00	Work in progress
		—do—	—do—	Udaipur Kakraban	6) Const. of Kakrabon Community Hall under Udaipur.	10.00		Fund not yet placed
		—do—	—do—	Udaipur matabari	7) Const. of Passenger shed Sinitary Latrine and sewerage at Rajarbag Motar Stand under Udaipur,	9.00		Fund not yet placed
		—do—	—do—	Udaipur Nagar Banch. Area UDP	8) Const. of Retail Fish market shed at Udaipur town,	3.00		Fund not yet placed
		—do—	—do—	Udaipur Matabari	9) Const. of embankment bundh (flood control) from Hurijoala to Gangachara under Udaipur Sub-Div.	10.00		Fund not yet raceived
		—do—	—do—	Total :-		74.00	42.46	

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Question & Aswners)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Shri BajuBan Riyan MP(L-S)	1998-99	68 958.46	Sabroom Nagar Panch. area SBM	1) Const. of building at Sabroom College.	40.00	10.00	Works in progress.
		—do—	—do—	Sabroom Rupaichari	2) Const. of building at Baiswnabpur High School under Sabroom.	5.064	50.64	—do—
		—do—	—do—	Sabroom Rupaichari	3) Const. of school building at Ghorakappa High school under Sabroom.	5.064	5.064	—do—
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	4) Const. of Market shed at Debdaru bazar under Belonia.	4.00	4.00	—do—
		—do—	—do—	Belonia Hrishyamukh	5) Const. of school building at South Sonaichari High school under Belonia,	5.064	5.064	—do—
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	6) Const. of school building at Kalashi high school under Belonia,	5 064	5.064	—do—
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	7) Const of school building at Srikanta bari high school under Belonia.	5.064	5.064	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		—do—	—do—	Sabroom Rupaichari	8) Extension of Silachari PHC under Sabroom.	5.00		Fund not yet received
		—do—	—do—	Amarpur Karbook	9) Const of Karbook PHC under AMP.	5.00		Fund not yet placed
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	10) Const. of 5 Nos class room and boundary wall at Jolaibari MM Girls High School under BLN	8.00		Fund not received
		—do—	—do—	Amarpur Amarpur	11) Const. of Nobinrai bari High School at paharpur under AMP,	8.00		Fund not received
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	12) Const. of Purba Pillak pallisardar para SB School under BLN	5.00		Fund not received
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	13) Const. of Manirambari H.S. School under BLN	8.00		Fund not received
		—do—	—do—	Belonia Hrishya-mukh	14) Const. of Krishnagar High School. under BLN	8.00		Fund not received
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	15) Const. of Ishanchandra roaja para S. B.schcol under Belonia	5.00		Fund not yet placed

1	2	3	4	5	6	7		8
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	16) Const. of Satrugna para S. B. School under BLN.	5 00		Fund not yet placed
		—do—	—do—	Amarpur Amarpur	17) Const. of SEC at Jamatia Para under East Malbasa G/P under AMP	2.54		Fund not yet placed
		—do—	—do—	Amarpur Karbook	18) Const. of community Hall at Taidu under AMP.	10.00		Fund not received
		—do—	—do—	Amarpur & Sabroom	19) Purchase of 3 Nos Ambulance for Thirtha mukh. Kalacherra and Karbook PHC @ Rs 3.00 lakhs	9.00		received
		—do—	—do—	Sabroom Nagar Panch. area SBM	20) Const. of Stadium at Sabroom Town	11.14	11.14	Work in Progress

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		—do—	—do—	Belonia HRM	21) Const. of Market shed at Nalua under BLN.	0.958 16	0.958.46	Work in Progress
				Total		129.95.846	51.41846	
8 Shri Khagen Das. MP (R-S)		1998-99	85.40	Belonia HRM	1) Const. Of building at Belonia College at Belonia	10.00	10.00	Wark Progress
		—do—	—do	Amarpur Amarpur	2) Const. of. Nutanbazar PHC at AMP	10.00	10.00	—do—
		—do—	—do—	Sabroom Nagar Panch area SBM	3) Mtc. Of Sabroom Town Hall under SBM	4.20	4.20	—do—
		—do—	—do—	Amarpur KBK	4) Const. Of school building at Bamani CPJB School undes AMP	2.30	2.30	Work is Progress
		—do—	—do—	Udaipur KLA	5) Const. Of school building at Raiya cherra para JB School under UDP	2.30	2.30	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		—do—	—do—	Udaipu MTB	6) Const. of School buliding at Barabari Model JB school under UDP.	2.30	2.30	—d0—
		—do—	—do—	Sabroom RPC.	7) Const. of School. building at Sonachandrapra JB School. under SMB	2.30	2.3	Proposal for altrnativ school
		—do—	—do—	Belonia Bagafa	8) Const. of School building at Nishi Kr. Murasing para High school, under BLN	5.00	5.00	Work progres
		—do—	—do—	Udaipur MTB.	9) Const. of school, buliding atPitra H.S. school under UDP	5.00	5.00	—do—
		—do—	—do—	Amarpur AMP.	10) Const. of 4 Class room at Amarpur High school, under AMP	5.00	5.00	—do—
		—do—	—do—	Amarpur AMP,	11) Const. of school, building at Rangamati H.S School under AMP	5.00	5.00	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8	
		—do—	—do—	Udaipur MTB.	12) Const. of building for state orphanage (Boys) at Khilpara under UDP.	10.00	10.00	—do—
		—do—	—do—	Belonia Nagar Panch. are a HRM.	13) Const. of Belonia Vidyapith Subarna Jayanti Bhavan under BLN.	10.00	10.00	—do—
		—do—	—do—	Belonia Nagar Panch. are a HRM	14) Development of Belonia Market including Market shed at B.LN.	10.00	10,00	Work in Progress
		—do—	—do—	Udaipur MTB	15) Const. of Pucca drain and cycle stand in Ramesh H. S School under UDP.	—	2.22	—do—
				Total :–		85.40	85.40	

NORTH TRIPURA

Name of I. O.	SL. No.	Year	Name of project with Location	Amount Sanctioned	Actual Expenditure
Kailasahar Sub-Divn.	1	1994-95	Play Ground levelling earth filling boundary wall at RKSP at KLS town.	5.67	5.67
—do—	2	1995-95	Boundary wall of mahadev bari at Paitur bazar KIS.	2.59	2.57
—do—	3	1994-95	Const. 3 nos SW at chini bagan area newly oonst. PHC side of chinibagan market and dumdum	1.21	1.21
—do—	4	1994.95	Const. of shed at Mahadeb bari at Paitur bazar	0.27	0.26
—do—	5	1994-95	Const. of stadium at R.K. Mahavidyalya KLS	10.00	10.00
—do—	6	1994-95	Const. of maternity ward at R.G.M. Hospital at KLS	14.06	14.06
—do—	7	1994-95	Const. of Sanitary well at R.G.M. Hospital at KLS	3.50	3.50
—do—	8	1994-95	Const. of community hall at Faiza jalil madrassa at KLS	1.87	1.87
—dh—	9	1994-95	Const. of one sanitary well near the house of Surbai Ali S/O Siddak Ali of Kaierkandi, KLS	0.30	0.30
—do—	10	1994-95	Const. of school building at Dudhpur high School at KLS	1.48	1.48
—do—	11	1994-95	Const. of public library with reading room at Chandipur, KLS	1.46	1.46
—do—	12	1994-95	Const. of one PHC at Rangrung T. B.	1.46	1.46
—do—	13	1994 95	Const. of one sanitary well at South Unakuti	0.30	0.30
—do—	14	1994-94	Const. of Sanitarey well at Gournagar Bagabannagar.	0.30	0.30

1	2	3	4	5	6
—do—	15	1994-95	Const. of Sanetary well at Gournagar (Bhagaban Nagar)	0.30	0.30
—do—	16	1994-95	Const. of Sanetarey well at Arabindanagar rubber plantetion	0.30	0.30
—do—	17	1994 95	Const. of Sanctarey well at Damdum	0.30	0.30
—do—	18	1994-95	Const. of Sanetarey well Jarultila	0.30	0.30
—do—	19	1994-95	Const. of Sanetarey well at Fatikroy	0 30	0 30
—do—	20	1994-95	Const. of Sanetarey well at Etachara	0.30	0.30
—do—	21	1994-95	Const. of Sanetarey well at Unakoti	0 30	0.30
—do—	22	1994-95	Const of Sanetarey well Jubarajnagar	0.30	0.30
—do—	23	1994-95	Const. of flood Protection Centre Latiatiapura	2.94	2.94
—do—	24	1994-95	Const. of Manipuri mandap at Ichabpur	7.37	1.50
—do—	25	1994-95	Const. of Community Hall at Darchawi	1.46	1.45
—do—	26	1994-95	Const. of flood protection Centre at Bilashpur	3.22	3.22
—do—	27	1994-95	Watter Supply arrangement at Deorachara	1.38	1 38
—do—	28		Const. of flood prutection centre at Birchandranagar	2.49	249
—do—	29	1994-95	Const. of Multipurpose Sale Hall at Fatikroy Bazar	2.96	2.96
—do—	30	1994-95	Sinking of mark II tubewell near the house of Sadar	0.09	0 09
—do—	31	1994-95	Sinking of Mark II Tubewell at Chandipur	0.09	0.09
—do—	32	1994-95	Const. of Sanitary well at Laljhar	0.30	0.30
—do—	33	1994-95	Const. of Sanitary well at Rajkandi G P near B.S.F. Camp	0.30	0.30
—do—	34	1994-95	Const. of Sanitary well at Saha Choudhury para at Golarpur KLS	0.30	0.30

1	2	3	4	5	6
—do—	35	19?4-95	Const. of 2 Nos fishery tank at Kumarghat Block area	0.30	0.30
—do—	36	1996-97	Providing internal electrification in the newly Const. maternity ward at RGM Hospital at KLS	1.49	1.49
—do—	37	1996-97	do at west Demdum J. B. School	1.87	1.87
—do—	38	1996-97	do at Shikari J. B. School	1.87	1.87
—do—	39	1996-97	For Complition of balance work at Mahadebbari rest house	0.35	0.35
—do—	40	1996.97	Const of Compound wall at east & South site of RGM Hospilal at KLS	9.66	9.66
—do—	41	1999-2000	Const. of building for RKM at KLS on the existing 1st fleor Phase II Const. of Class room Over Existing floor	10.01	10.01
—do—	42	1999-2000	Const. of a building for Science labaratory	4.00	4.00
—do—	43	1999-2000	Purchase of ambulance for Irani PHC @ Rs. 3 98827	3.29	3.29
—do—	44	1999-2000	Const. of Lalpur Madrasa Fatikroy under KLS	2.54	—
—do—	45	1999-2000	Const. of Kaggoan S/B School under KLS	5.00	—
Kanchanpur Sub-Divn.	1	1994-95	Const of Community Hall Near Buddha Mandir at Pecharthal	0.48	0.48
—do—	2	1994-95	Const of Sanitary Well at Kanchanpur	0.44	0.44
—do—	3	1994-95	Const. of Sanitary Well at Saikar	0.44	0.44
—do—	4	1994-95	Const. of Santary Well at Saikar	0.44	0.44
—do—	5	1994-95	Canst. of Sanitary Well at Khedacherra	0.44	0.44
—do—	6	1994-95	Const. of Sanitary Well at Damcherra	0.44	0 44

1	2	3	4	5	6
—do—	7	1994-95	Const. of Sanitary Well at Machmara	0.44	0 44
—do—	8	1994-95	Const. of Sanitary Well at Machmara Bazar	0.44	0.44
—do—	9	1994-94	Const. of Massionery Well at Nandiram Para at Ujan Machmara GP.	0.92	0.92
—do—	10	1995-96	Const. of 35 No. Fishery Tanks at Dasda Block	3.49	3.49
—do—	11	1995-96	Const. of Town Hall at Kanchanpur	2.00	0.51
—do—	12	1995-96	Const. of 40 Fishery Tanks at PTL Block Area	4.15	4.15
—do—	13	1995-96	Development of 23 No. Supari Cultivation and 10 No. Betal Leaf Cultivation at Pecharthal Block Area	1.00	1 00
—do—	14	1995-96	Const. of 2 Nos. Fishery Tank at KDL. Block Area	0.30	0.30
—do—	15	1996-97	Const. of Market Shed at Laljuri	3.88	3.88
—do—	16	1995-97	Const. of Town Hall at Kanchanpur (300 seat Capacity)	5.00	
—do—	17	1996-97	Const. of Market Shed at Dasda	1.50	1.50
—do—	18	1996-97	Const. of Market Shed at Satnala	1.50	1.50
—do—	19	1996-97	Const. of Wt. Reservor Vangmun	2.50	2.50
—do—	20	1996-97	Const of Wt. Reserver at Sanual	2.50	2.50
—do—	21	1996-97	Purchase of 2 Nos. Ambulance (Gypsy) Rs. 3,23,627 Each For OMC. OSP. PHC	6.48	6.48
—do—	22	1996-97	Const. of OBB Pettern School at Ramguna chow. Para High School (PRY. SEC.)	2.52	2.52
—do—	23	1996-97	-do- of Laxmipur J. B. School	2.52	2.52
—do—	24	1996-97	-do- of Laxmipur J. B. School	2.48	2.48
—do—	25	1996 97	Const. of Damdai J. B. School	2.27	2.27
—do—	26	1996-97	Const. of OBB. Pattern School Building At Hijnpui High School	2.20	2.20

	2		3		
—do—	27	1996-97	Const. of OBB Builbing At Dupata Cherra J. B. School	1.87	1.87
—do—	28	1996-97	Const. of Subratangar J. B. School	1.87	1.87
—do—	29	1996-97	Const. of Nakuljoypara C.P. J. B. School	1.87	1.87
—do—	30	1996-97	-do- Tamratali J. B. School	1.87	1.87
—do—	31	1999-2000	IMP. of Sub-Divisional of Rural Hospital of K.G.P.N. C/W ADDL. Building 1 No. (Double OBB TYPE)	8.01	8 01
—do—	32	1999-2000	Const. of Market Shed of Gachirampara Market Under Dasda R.D. Block	3.21	3.21
—do—	33	1999-2000	Const. IRRI. Bundh at Batatuicherra Tasa under DSD. R.D. Block	3.29	
—do—	34	1999-2000	Purchase of Ambulance (GYPSY) R.S. 3,887 for Vangmun PHC	3.29	3.29
—do—	35	1999-2000	Const. of Comminity Hall (300 Seated) at Gachiram Para at KCP	1.00	
			Total :—	229.92	
Dharmangar Sub-Div.	1	199-95	Const. of Stadium At BBI Ground DMM	10.00	1000
—do—	2	1994 95	Sinkihg Of Sanetary Well at Panisagar Blook	0.30	0.30
—do—	3	199495	Const. of L. I. Scheme at Jubarajnagar. PNS	3.70	3.70
—od—	4	1995-95	Const. of 25 Nos Fisery Tank at Panisagar Block	3.05	3.05
—do—	5	1995-95	Const. of Town Hall at panisagar	2.00	

1	2	3	4	5	6
—do—	-	1995-97	Purchase fo Ambulance (Gypsy) for Brajendranagar PHC	3.24	3.24
—do—		199-97	Const. of OBB Pettern School building at Y. Nanjappa J. B. School	1.97	1.97
—do—		1995-97	Const. of OBB building West Bilthai J. B. School.	1.87	1.87
—do—	9	1995-97	—do— at east Saraspur. J. B. School	1.87	1.87
—do—	10	1995-2000	Const of School building for DVN. DMN.	10 00	

Statement Showing on MP LADS of LS and RS under Dhalai District during the year 1995-96 to 1999-2000

SL. No.	Year of Allocation	Name of MP	Name of Sub-Division	Name of Project	Found received from DM (N)/(DV)	Estimated cost	Inplementing Agency	position of work	Remerks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1995-96	Smt B. K. Devi MP(LS)	Kamalpur	Construction of OBB building/Road const/ Fishery Bundh. mark-II Tube well at Salema Primary School	37.50	27.50	BDO,SLM	Completed including two projects	Balance amount Rs. 05-91 lac
2.	1997-98	Sri S. Majumder MP (RS)	Kamalpur	Const. of Hara chandra Class XII School, KMP	2.00	2.00			Could not taken up as the estimated Cost was Rs. 9.57 lac
3.	1999-2000	Sri B. Reang MP(LS)	Kamalpur	Construction of building at Salema Primary School	4.00	4.00	B.D.O,SLM	Completed	Addl Fund Rs. 2.42 lac
4.	1999-2000	Sri B. Reang MP(LS)	Kamalpur	Construction of a building, at KMP SE centre	2.00	2.00	F.O.KMP	Completed	
5.	1999-2000	Sri B. Reang MP(LS)	Kamalpur	Purchase of New Ambulance for Maracherra PHC.	3.50	3.50	DDO.DM (D)	Completed	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	1999-2000	Sri B. Reang MP(LS)	Kamalpur	Purchase of New Ambulance for Nakashi Para PHC, Kamalpur.	3.50	3.50	DDO,DM (D)	Completed	
7.	1999-2000	Sri B. Reang MP(LS)	Kamalpur	Const. of 4 No. OBB building at Kalachari Class-XII School, KMP.	10.00	10-00	EE,RD(D)	Work going on	
8.	1999-2000	Sri K. Das MP(RS)	Kamalpur	Construction of Kamalpur Degree College	10.00	10.00	EE,RD(D)	Work going on	
9.	1909-2000	Sri K. Das,MP (RS)	Kamalpur	Construction of Kulai Town Hall, Kulai, Dhalai District.	11.456	11.456	EE,RD(D)	Work going on	
10.	1999-2000	Sri B. Reang MP(LS)	Longtarai Valley	Purchase of New Ambulance for 82 miles.PHC	3.50	3.50	DDO (DM)	Completed	
11.	1999-2000	Sri B. Reang. MP (LS)	Longtarai Valley	Construction of school at Dewcherra High School (Jamara para) under Longtarai valley Sub-dvn.	5.00	5.00	EE. PWD. KGT	Work going on	
12.	1999-2000	Sri B. Reang MP. LS)	Longtarai Valley	Construction of chailengta Town Hall, LTV. Sub-dvn.	10.00	10.00	EE. PWD. KGT	Work going on	

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3 4	5	6			7	8	9
13.	1999-2000	Sri K. Das. MP(RS)	Longtarai valley	East. Masli A.S. Basic school on Longtarai valley Sub-Division, Dhalai Dist.	2.30	2.30	ZDO. Manu	Work going on	
14.	1999-2000	Sri K. Das, MP(RS)	Longtarai valley	Construction of Hostal building at Jawahar Navodaya Vidyalaya, 82 miles, Dhalai Dist.	2.32	2.32	EE, RD(D)	Being taken-up	Addl. Fund requested Rs. 0.18 lac
15.	1999-2000	Sri B. Reang, MP(LS)	Longtarai valley	Const. of Napal Tilla, Dispensary, LTV.	3.00	3.00	EE, RD(D)	Being taken-up	
16.	1999-2000	Sri B. Reang, MP(LS)	Gandacherra	Development of school ground at Rashyabari High school	1.50	1.50	BDO, GNC	Being taken-up	
17.	1999-2000	Sri B. Reang MP(LS)	Gandacherra	Devolopment of school ground at Jagabandhu High school(GNC)	1.50	1.50	BDO, GNC	Being taken-up	
18.	1999-2000	Sri B. Reang, MP(LS)	Gandacherra	Purchese of New Ambulance for Rashyabari PHC.	3.50	3.50	DDO,DM(D)	Completed	

N.B. Rajya sabha's funds received from DRDA, West Tripura and Lok Sabha's funds received from DRDA, North Tripura.

Admitted Un-Starred Question No.—3

Name of the Member :— Shri Kashiram Reang,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত রাজ্যে মোট কত খুন, অপহরণ, গৃহদাহ, ধর্ষণ, ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে ?

(থানা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। উক্ত সময়ে রাজ্যে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা সংঘটিত হিংসাত্মক আক্রমণের ঘটনাসহ অন্যান্যভাবে ২০০৯টি খুন, ২০১৪টি অপহরণ, ৭০৪টি গৃহদাহ, ৫৩১টি ধর্ষণ এবং ৬৫৮টি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। থানাভিত্তিক হিসাব সম্বলীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

Name of P S.	No. of previus Murdered	No. of previus Kidnapped	No. of Arson Cases	No. of Rape Cases	No. of Dacoity Cases
West Agt. p.s.	62	22	12	15	07
E st Agt p.s.	60	22	32	34	22
Jirania p.s.	143	109	44	13	21
Airport p.s.	19	11	14	07	05
Sidhai p s.	131	92	31	17	40
Khowai p.s.	36	44	19	06	05
Kalyanpur p s.	146	50	63	07	11
Teliamura p;s.	68	57	23	05	04
Bishalgarh p s.	111	76	22	17	42
Amtali p.s	42	08	07	10	11
Takarjala p.s.	55	178	Nil	10	24
Sonamura p s.	25	04	15	15	21
Melagarh p.s	23	16	18	10	07
Jatrapur p.s.	16	07	16	06	04
Kalamchowra p.s.	16	06	03	03	16
Kailashahar p.s.	68	38	38	51	19

1	2		3	4	
Fotikroy p.s,	61	48	21	17	06
Dharmanagar p s.	30	23	15	11	15
Chourібari p.s.	26	17	23	26	07
Panishagar p.s.	25	11	15	09	09
Kanchanpur p s.	57	36	15	18	22
Pecharthal p.s.	19	09	05	09	06
Damcharra p.s.	05	11	02	06	12
Kamalpur p.s.	46	32	18	13	14
Selema p.s.	55	29	09	06	05
Ambassa p.s.	27	45	03	07	05
Manu p.s,	90	109	10	07	03
Chamanu p.s,	20	72	Nil	01	19
Ganganagar p.s,	05	13	Nil	01	11
Gandacharra p.s.	17	15	15	01	08
Raishabari p.s.	37	85	05	01	10
Birganj p.s.	56	122	21	10	27
Taidu p s.	50	104	07	03	13
Natunbazar p.s.	66	140	06	03	802
Ompi p.s.	16	37	02	01	05
R. K, pur p.s.	109	115	50	34	65
	1838	1814	580	410	541
Killa p.s.	08	62	06	03	Nil
Sabroom p.s.	22	05	14	19	25
Manubazar p.s.	26	24	11	16	07
Santirbazar p.s.	44	54	38	11	26
Baikhora p.s.	24	34	14	26	14
Belonia p s.	32	19	32	37	27
P. R- Bari p.s,	13	02	08	09	15
Total—	2007	2014	703	531	655
Bangmun p.s,	2	—	1	—	3
Grand Total—	2009	2014	704	531	658

Admitted Un-Starred Question No.—9

Name of the Member :— Shri Billal Mia,

১। ২০০০ ইং সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা কত ?

২। এর মধ্যে কোন্ ধর্মাবলম্বী কতজন সরকারী কর্মচারী আছেন—পুরুষ ও মহিলাভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব ?

১। জনসংখ্যা এবং Projected জনসংখ্যা ভারতের রেজিষ্ট্রার জেনারেল, গৃহমন্ত্রনালয় থেকে বের করা হয়। ভারতের রেজিষ্ট্রার জেনারেলের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ১লা অক্টোবর ১৯৯৯ ইং সনের Projected জনসংখ্যা ৩৭,৩৩,১২৩।

২। এই তথ্য রাজ্যসরকারের কাছে নেই।

Admitted Un-Starred Question No.— 22

Name of the Member .— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে বর্তমানে ডিজেল চালিত কতটি জেনারেটার অচল অবস্থায় পরে আছে,

২। ডিজেল চালিত জেনারেটারের মাধ্যমে মোট কত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে,

৩। খোয়াই শহরের পাওয়ার হাউসটিতে বর্তমানে কত ক্ষমতাসম্পন্ন কতটি জেনারেটার আছে এবং তা থেকে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ?

উত্তর

১। রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীন ডিজেল চালিত ২৪টি (চব্বিশ) জেনারেটার চালু আছে এবং ১৪টি (চৌদ্দটি) জেনারেটার অচল আছে।

২। প্রয়োজন অনুসারে দিনে প্রায় ৮০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ডিজেল চালিত জেনারেটার হতে উৎপাদন হয়।

৩। খোয়াই শহরের পাওয়ার হাউসটিতে বর্তমানে ২৫ কিলোওয়াট, ১৪৪ কিলোওয়াট এবং ৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি জেনারেটার আছে, এরমধ্যে একমাত্র ৫০ কিলোওয়াট জেনারেটারটি চালু আছে। তা থেকে ২৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 50

Name of the Member :— Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৯৩ইং থেকে ২০০০ইং এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত উগ্রপন্থী দ্বারা কতজন অপহৃত ও খুন হয়েছেন (থানা ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। ডাকাতি, চুরি, নারী নির্যাতন ও নারী পাচারকারীর সংখ্যা কত ? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৬৮৭ জন অপহৃত এবং ৮৭৫ জন নিহত হয়েছেন। থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেয়া গেল :—

২। ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৫৮৮টি. চুরি ৩৭৯৮টি, নারী নির্যাতন ৯৮১টি, নারী পাচার ২১টি ঘটনা ঘটেছে। থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেয়া গেল :—

থানার নাম	উগ্রপন্থী দ্বারা অপহৃত	উগ্রপন্থী দ্বারা নিহত	ডাকাতি	চুরি	নারী নির্যাতন	নারী পাচার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১। পূঃ আগরতলা	০২	০২	১৮	৪১৩	৩১	—
২। পঃ আগরতলা	—	—	০৭	৪৫৫	১৯	—
৩। জিরানীয়া	৯৮	১৭	২৩	২২৬	১২	—
৪। বিশালগড়	৩৫	৭০	৩৮	১৬৩	১৫	—
৫। আমতলী	—	০৫	—	১৪৮	১৭	—
৬। টাকারজলা	৮৫	০৫	২৩	১২	০৩	—
৭। সিধাই	৬১	৬২	২৯	১২৬	২৯	—
৮। এয়ারপোর্ট	—	—	০৫	৭৪	২৪	—
৯। খোয়াই	৩০	৭০	০৫	৩১	—	—
১০। তেলিয়ামুড়া	১৪৫	৬৯	—	১৩৫	—	—
১১। কল্যাণপুর	২৫	১৫২	১১	৪৯	৩২	—
১২। সোনামুড়া	—	—	২১	৯৩	১০	—
১৩। মেলাঘর	১৪	০৩	২১	১৭৭	৩১	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪। কলমচৌরা	০৪	—	০৮	৬৩	০৮	—
১৫। যাত্রাপুর	—	—	০৬	৪৯	০৪	—
১৬। কৈলাশহর	০৮	০২	২০	২৩০	১৬০	—
১৭। ফটিকরায়	৪৩	৪৪	০৭	৮২	১৯	০৭
১৮। ধর্মনগর	০১	০১	২৫	১০৮	৪২	—
১৯। চুরাইবাড়ী	০৪	০১	০৭	৪৬	১৯	—
২০। পানিসাগর	০৩	০১	১১	৫৩	৪২	০৭
২১। কাঞ্চনপুর	৪১	৩০	১৯	৩৯	১৬	—
২২। পেচারথল	০৪	০৬	০৮	৩৩	০৮	০৪
২৩। দামছড়া	০৮	—	১৩	৫৬	০২	০৩
২৪। ভাংমুন	—	0১	—	—	—	—
২৫। আর, কে, পুর	৭৬	০৫	০৭	২০১	১৭৮	—
২৬। কিল্লা	৬২	০৩	২১	২১	—	—
২৭। সাব্রুম	০৬	০২	১৮	৬৩	৩৭	—
২৮। মনুবাজার	০৮	০২	০৭	৩২	১0	—
২৯। বিলোনীয়া	—	—	২৭	৯৭	৯০	—
৩০। পি; আর, বাড়ী	—	—	১৫	২৮	০৯	—
৩১। শান্তির বাজার	৫৪	০৫	২৬	৯৫	১৬	—
৩২। বাইখোরা	৩৪	০৫	১১	১২০	১৮	—
৩৩। বীরগঞ্জ	১২৩	০৮	২৭	৩৯	২৫	—
৩৪। নূতনবাজার	১৫৪	৫৮	২০	৩৮	0১	—
৩৫। অম্পি	৩৬	০৪	০৯	২৫	০১	—
৩৬। তৈদু	৫৭	—	0৮	0২	—	—
৩৭। কমলপুর	৩৮	১৯	0১	০৯	০৩	—
৩৮। সালেমা	৩১	১৯	০৬	২১	২১	—
৩৯। আমবাসা	৫৮	৪০	১০	৬০	১৮	—
৪০। ছামনু	৬৫	৭১	১৯	০৮	০১	—
৪১। মনু	১২৩	৫৬	০৩	৬০	০৭	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪২। গণ্ডাছড়া	৪৬	১২	০৮	১৪	০২	—
৪৩। গঙ্গানগর	২২	১৮	১০	০৪	০১	—
৪৪। রইস্যাবাড়ী	৭৭	১৩	১০	—	—	—
মোট	১৬৮৭	৮৭৫	৫৮৮	৩৭৯৮	৯৮১	২১

Admitted Un-Starred Question No.—51.

Name of the Member :— Shri Billal Mia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতটি উগ্রপন্থী সংগঠন আছে (নামগুলি কি কি ?)

২। সংগঠনগুলির সদস্য সংখ্যা কত (আলাদা আলাদা হিসাব)

৩। রাজ্যে ওভারগ্রাউণ্ডে উগ্রপন্থীর হয়ে কতজন কাজ করে (তাদের—নাম ও ঠিকানা) এবং

৪। রাজ্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কোন্ কোন্ লীডার কাজ করে (তাদের নাম ও ঠিকানা) ?

উত্তর

১। রাজ্যে প্রধানত দুইটি উগ্রপন্থী সংগঠন আছে। সংগঠনগুলির নাম হল অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (A T T F) এবং ন্যাশন্যাল লিবারেশান ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (N L F T)।

২। এই সমস্ত উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির সঠিক সদস্য সংখ্যা জানা নেই। তবে প্রাপ্ত তথ্য থেকে উক্ত সংগঠনগুলির আনুমানিক সংখ্যা নিম্নরূপ।

A T T F :— ২৫০—৪০০ এর কম নহে।
N L F T :— ৬০০—৮০০ এর কম নহে।

৩। রাজ্যে Over ground-এ উগ্রপন্থীর হয়ে যারা কাজ করছে তাদের সংখ্যা পরিবর্তনশীল।

৪। উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির লিডারদের নাম ও ঠিকান নিম্নরূপ :—

A T T F :—

১। রঞ্জিত দেববর্মা পিতা - শ্রী কৃষ্ণ. এসরাই, থানা সিধাই, পশ্চিম ত্রিপুরা।

২। অসীত দেববর্মা পিতা—শ্রী উপেন্দ্র, বেলছড়া, খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা।

৩। চন্দ্র দেববর্মা পিতা—শ্রীসখীচরন, মতাইবাড়ী, ব্রহ্মকুণ্ড, থানা সিধাই, পশ্চিম ত্রিপুরা।

৪। রাজকুমার দেববর্মা, পিতা—সুরেন্দ্র, জিরানীয়া।
৫। মঙ্গল দেববর্মা পিতা—রাজমোহন, সিধাই।
৬। রামপদ্য দেববর্মা, পিতা—নক্কারাই, সিধাই।
৭। উপেন্দ্র দেববর্মা, পিতা—৺দীনেশ সিধাই।
৮। বিকাশ দেববর্মা, পিতা—নাকতুসাই, সিধাই।
৯। রিপন দেববর্মা পিতা—সম্প্রাই, সিধাই।
১০। মনোরঞ্জন দেববর্মা, পিতা—পদ্ম, সিধাই।
১১। রতন দেববর্মা, পিতা—গিরা দেববর্মা, সিধাই।
১২। কৃষ্ণ দেববর্মা, পিত—বীরেন্দ্র, সিধাই।
১৩। নকুল দেববর্মা, পিতা—সুরেন্দ্র, সিধাই।
১৪। প্রিয় দেববর্মা, পিতা—বিন্ধা, সিধাই।
১৫। নির্মল দেববর্মা, পিতা—বিন্ধা খোয়াই।
১৬। সতীশ দেববর্মা, পিতা—দুর্গাচরণ, খোয়াই।
১৭। ফুলকুমার দেববর্মা, পিতা- উমেশ, খোয়াই।
১৮। অশোক দেববর্মা, পিতা - উপেন্দ্র, খোয়াই।
১৯। স্বরাজ দেববর্মা, পিতা—রাজকুমার, খোয়াই।
২০। শৈলেন দেববর্মা, পিতা—শচীন্দ্র, কল্যাণপুর।
২১। বিনয় দেববর্মা, পিতা—মুগলী, কল্যানপুর।
২২। ভানু দেববর্মা, পিতা—লক্ষী, কল্যানপুর।
২৩। বিশ্বজিৎ দেববর্মা, পিতা - রাজেন্দ্র, কল্যানপুর।

N L F T :—

১। বিশ্বমোহন দেববর্মা, পিতা—ব্রজকিশোর, সুমন্ত পাড়া, কল্যাণপুর।
২। বিমল দেববর্মা পিতা—হরিচরণ, কল্যানপুর।
৩। বিশু দেববর্মা পিতা—পদ্মমোহন, কল্যানপুর।
৪। সুজিৎ দেববর্মা, পিতা—ব্রজেন্দ্র, খোয়াই।
৫। প্রসেনজিৎ দেববর্মা, পিতা - অভিমুন্য, খোয়াই।
৬। দিলীপ দেববর্মা, পিতা—শশীকুমার, খোয়াই।
৭। কমিশন ত্রিপুরা, পিতা—তশীলদার, ছামনু।
৮। সরনজয় ত্রিপুরা, পিতা—ভান্দচন্দ্র, ছামনু।

৯। নবীন ত্রিপুরা, পিতা—শশী কুমার, মনু।
১০। ভরত মোহন ত্রিপুরা, পিতা—হরিসাধন, মনু।
১১। অলীন্দ্র ত্রিপুরা, পিতা—ফাল্গুনী, মনু।
১২। বিশ্বজিৎ কলই, পিতা—গোপীনাথ, মনু।
১৩। প্রদীপ ত্রিপুরা, পিতা—বন্ধকজয়, মনু।
১৪। বীরেন কুমার দেববর্মা, পিতা—আশুচন্দ্র, সালেমা।
১৫। হনুচান দেববর্মা, পিতা—বিশ্বকুমার, সালেমা।
১৬। রথীন্দ্র দেববর্মা, পিতা—দয়াল, সালেমা।
১৭। অজিৎ দেববর্মা, পিতা—নরেন্দ্র, সালেমা।
১৮। জীতেন দেববর্মা, পিতা—কুসুম, কমলপুর।
১৯। গয়নজয় রিয়াং, পিতা—বিজয়রাম, গঙ্গানগর।
২০। বুধীজয় ত্রিপুরা, পিতা—খুসীদাস, গঙ্গানগর।
২১। কিশোর জমাতিয়া, পিতা—খৈদামুনি, আর, কে পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।
২২। সুরেশ জমাতিয়া, পিতা—যুগেন, আর, কে পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।
২৩। বীরেন্দ্র জমাতিয়া, পিতা—জহরলাল, আর. কে পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।
২৪। কালু মলসুম, পিতা—রাধানাথ আমবাসা।
২৫। ব্রতমুনি কলই, পিতা—আনন্দ. আমবাসা।

Admitted Un-Starred Question No. 63.

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civll Supplies Deptt. be pelasee to State :—

প্রশ্ন

১। লংতরাইভ্যালী মহকুমায় সর্বমোট কতজন বি, পি, এল কার্ড হোল্ডার রয়েছেন ? এবং

২। এই মহকুমার ময়নামা গ্রামে বি, পি. এল কার্ড প্রাপ্তদের সংখ্যা (নাম ও পিতার নামসহ)

উত্তর

১। ১০,৩৪১ জন।

২। ৩১১টি,

লংতরাইভ্যালী মহকুমার ময়নামা গ্রামে বি, পি, এল কার্ড প্রাপ্তদের নাম ও পিতার নাম সংযুক্তি পত্রে দেওয়া হইল।

ময়নামা গ্রামের বি, পি, এল কার্ড প্রাপ্তদের নাম :

ক্রমিক নং	বি, পি, এল কার্ড হোল্ডারের নাম		পিতার নাম
১।	মনীন্দ্র ত্রিপুরা	—	ডেকামনি
২।	শশী ভূষণ চাকমা	—	অনন্ত
৩।	চন্দ্র সেন চাকমা	—	চড়াই চন্দ্র
৪।	কলি কুমার চাকমা	—	সুরেন্দ্র
৫।	সন্ধ্যা মালা চাকমা	—	কালী কুমার
৬।	বসুকুমার চাকমা	—	মুরারি সিং
৭।	সুধীর মালাকার	—	সূর্যরাম
৮।	জহর লাল মালাকার	—	শশধর
৯।	ডোমু বড়ুয়া	—	সত্যরঞ্জন
১ ।	নীলিমা বড়ুয়া	—	সুকুমার
১১।	সাধনা বালা ঘোষ	—	মনমোহন
১২।	কল্পনা ঘোষ	—	ফটিক
১৩।	ননী রুদ্র পাল	—	কামিনী
১৪।	গোপাল বণিক	—	গনেশ
১৫।	চিত্ত চনিক	—	ঠাকুরচাঁন
১৬।	কিরণ বালা ঘোষ	—	সোনাতন
১৭।	সুশীল দাস	—	সতীশ
১৮।	শচীন্দ্র দাস	—	সতীশ
১৯।	হেমাদ্রি ত্রিপুরা	—	জয়ন্ত
২০।	লালগুম ত্রিপুরা	—	জয়ন্ত
২১।	ইন্দ্রাচাঁন ত্রিপুরা	—	বালাচাঁন
২২।	সুধন ত্রিপুরা	—	বংকুমার
২৩।	ডুমরু মোহন ত্রিপুরা	—	বংশীলাল

1	2		3
২৪।	বিধান ত্রিপুরা	—	গয়ারাম
২৫।	চিকন্দর ত্রিপুরা	—	সুরেন্দ্র
২৬।	ব্রজমোহন ত্রিপুরা	—	প্রসন্ন
২৭।	ফিনাধন চাকমা	—	উপেন্দ্র
২৮।	বেলচাঁন চাকমা	—	নেপ্রো
২৯।	জয়ধন চাকমা	—	নীলকমল
৩০।	কালা চাকমা	—	নোয়াচাঁন
৩১।	বলীচন্দ্র চাকমা	—	ইন্দ্রমনি
৩২।	কন্যারাম চাকমা	—	সুরেশ
৩৩।	হৃদয় মোহন চাকমা	—	অশ্বিনী
৩৪।	কালু বিশ্বাস	—	চূড়ামনি
৩৫।	বিল্লমঙ্গল সরকার	—	নিবারণ
৩৬।	কামিনী দেববর্মা	—	শোভারাম
৩৭।	রবীন্দ্র দেববর্মা	—	শম্ভু
৩৮।	বিশু দেববর্মা	—	শিবচরণ
৩৯।	তঙ্গীরাম দেববর্মা	—	শ্রীহরি
৪০।	নিরল দেববর্মা	—	কৃষ্ণকুমার
৪১।	কৃষ্ণ দেববর্মা	—	মহেন্দ্র
৪২।	শচীন্দ্র দেববর্মা	—	হরিচরণ
৪৩।	সন্তোষ দেববর্মা	—	রেবতী
৪৪।	চন্দ্র দেববর্মা	—	রেবতী
৪৫।	অনিল দেববর্মা	—	উমাচরণ
৪৬।	নীলমনি দেববর্মা	—	বিশ্বাচন্দ্র
৪৭।	হেমন্ত দেববর্মা	—	ইন্দ্রমনি
৪৮।	সুনীল দেওয়ান	—	শ্যামাচরণ
৪৯।	সাধন রুদ্রপাল	—	শান্তি
৫০।	সুজিৎ ঘোষ	—	

1	2		3
৫১।	ইতুাফ্যন চাকমা	—	রতমমনি
৫২।	মিনতি বালা সরকার	-	রামানন্দ
৫৩।	রাখাল সরকার	-	ত্রিভঙ্গ
৫৪।	রবীন্দ্রলাল সরকার	-	রজনী
৫৫।	মিনতি বালা সরকার	-	নিরঞ্জন
৫৬।	নিখিল সরকার	-	ধনঞ্জয়
৫৭।	সুকুমার চৌধুরী	-	সুরেশ
৫৮।	নিশি সরকার	-	নগরবাসী
৫৯।	ব্রজেন্দ্র চৌধুরী	-	গগন
৬০।	গীতা সরকার	-	দীনবন্ধু
৬১।	আঙ্গুলিয়া দেববর্মা	-	তরঙ্গ
৬২।	বাহাদুর দেববর্মা	-	মিলংরায়
৬৩।	কর্ণ মোহন ত্রিপুরা		ব্রজকুমার
৬৪।	রায়ধন ত্রিপুরা		শোভাচন্দ্র
৬৫।	অসীম কুমার ত্রিপুরা		বিনন্দকুমার
৬৬।	সজল দেববর্মা		অখিল
৬৭।	শশী কুমার দেববর্মা		মঙ্গল
৬৮।	বিশ্বাচন্দ্র দেববর্মা		মঙ্গল
৬৯।	মুক্তা সিং ত্রিপুরা		ব্রজকুমার
৭০।	মাগ্রাই দেববর্মা		শম্ভুচরণ
৭১।	পুস্তি দেববর্মা		সত্যাচন্দ্র
৭২।	মঙ্গলবাসী দেববর্মা		যোগেন্দ্র
৭৩।	জ্যোতিষ দেববর্মা		বিশ্বকুমার
৭৪।	সুধীর দেববর্মা		
৭৫।	মনিবাস দেববর্মা		রজনী
৭৬।	সুরেন্দ্র দেববর্মা		ব্যাসমনি
৭৭।	বিপনাবাসী দেববর্মা		যতীন্দ্র
৭৮।	সুমন্ত দেববর্মা		বদন

1	2		3
৭৯।	রাজেন্দ্র দেববর্মা	—	রতনচন্দ্র
৮০।	রামচরণ ত্রিপুরা	—	হরিচাঁদ
৮১।	প্রেমোহন ত্রিপুরা	—	সুধন্য
৮২।	মঙ্গল দেববর্মা	—	গঙ্গাচরণ
৮৩।	কীর্তি মোহন ত্রিপুরা	—	সুধন্য
৮৪।	পিলোক ত্রিপুরা	—	রাজকুমার
৮৫।	সন্ধ্যারাম ত্রিপুরা	—	ধনীরাম
৮৬।	নিরন দেববর্মা	—	হরিভল্লব
৮৭।	রবীন্দ্র দেববর্মা	—	হরিভল্লব
৮৮।	দশরথ দেববর্মা	—	জ্ঞানচন্দ্র
৮৯।	সুরেশ দেববর্মা	—	জ্ঞানচন্দ্র
৯০।	লালমোহন ত্রিপুরা	...	জয়ন্ত
৯১।	সত্যেন্দ্র সরকার	—	রজনী
৯২।	কমল সরকার	—	ত্রিভঙ্গ
৯৩।	হরেন্দ্র সরকার	—	ধনঞ্জয়
৯৪।	নারায়ণ সরকার	—	সুরেশ
৯৫।	প্রদীপ চৌধুরী	—	নরেশ
৯৬।	লক্ষন দেববর্মা	—	জাহ্নব
৯৭।	লক্ষীচরণ চাকমা	—	অমূল্য
৯৮।	ধীরেন্দ্র দেববর্মা	—	রজনী
৯৯।	জ্যোতিষ দেববর্মা	—	সুধন্য
১০০।	দেবেশ রুদ্রপাল	—	শশীমোহন
১০১।	যতীন্দ্র ত্রিপুরা	—	গিরিধন
১০২।	অভিরাম সরকার	—	বিজয়
১০৩।	হরিপদ দাস	—	যোগেন্দ্র
১০৪।	মদন কুমার চাকমা	—	পশুরাম
১০৫।	কমল চাকমা	—	নীলকমল

1	2		3
১০৬।	বসন্ত চাকমা	—	কান্দারা
১০৭।	নিকুলধন চাকমা	—	গর্গমনি
১০৮।	রুদ্রাধন চাকমা	—	গর্গমনি
১০৯।	দিপ্তিময় চাকমা	—	জয়াস্তুপ
১১১।	মনোরঞ্জন দেববর্মা	—	কৃষ্ণকুমার
১১২।	নারায়ণ দেববর্মা	—	জেভাজুরাই
১১৩।	মঙ্গল দেববর্মা	—	নবদ্বীপ
১১৪।	কুঞ্জ লক্ষ্মী দেববর্মা	—	মিশ্রীপদ
১১৫।	জয়গোপাল সরকার	—	হৃদয়
১১৬।	কুমাশ্রী ত্রিপুরা	—	ডুবাই
১১৭।	রবি দেববর্মা	—	ক্ষীরোদ
১১৮।	রামচরণ দেববর্মা	—	রামকৃষ্ণ
১১৯।	উমাকান্ত দেববর্মা	—	রজনী
১২০।	সন্ধ্যারাম দেববর্মা		রবি
১২১।	সুরেন্দ্র দেববর্মা	—	
১২২।	নিখিল সরকার		ত্রিভঙ্গ
১২৩।	চন্দ্রগুপ্ত চাকমা	—	সমীর কুমার
১২৪।	বীরকুমার ত্রিপুরা	—	কর্ণমোহন
১২৫।	জয়কুমার দেববর্মা	—	বৃন্দাবন
১২৬।	মনিরাম দেববর্মা	—	বাহাদুর
১২৭।	মাগ্রাই দেববর্মা	—	ব্রজদাস
১২৮।	বুধুমনি দেববর্মা	—	অমরচাঁন
১২৯।	কৃত্তিভূষণ ত্রিপুরা	—	সুধন্য
১৩০।	কামিনী মোহন চাকমা	—	জয়মনি
১৩১।	নোয়ারাম চাকমা	—	ভরপ্যা
১৩২।	প্রদীপ দেববর্মা	—	সন্ধ্যারাম
১৩৩।	সুশীল ত্রিপুরা	—	মঙ্গল
১৩৪।	জয়ন্ত চাকমা	—	বিমঙ্গ

1	2		3
১৩৫ ।	দক্ষিণা রঞ্জন ত্রিপুরা	—	চিকন্দর
১৩৬ ।	রবিকুমার দেববর্মা	—	কৃষ্ণ
১৩৭ ।	সুনীল দেববর্মা	—	ক্ষমাচরণ
১৩৮ ।	জগদীশ চাকমা	—	প্রেমলাল
১৩৯ ।	বৈষ্টলক্ষ্মী ত্রিপুরা	—	মর্তকুমার
১৪১ ।	বিপিন দেববর্মা	—	মহেন্দ্র
১৪১ ।	ভ্রমণ চাঁন ত্রিপুরা	—	সেনসা
১৪২ ।	অনিল দেববর্মা	—	রাজমোহন
১৪৩ ।	অনন্ত কুমার চাকমা	—	দয়সিং
১৪৪ ।	নৃপেন্দ্র ঘোষ	—	রাজেন্দ্র
১৪৫ ।	সিন্ধু কুমার দেববর্মা	—	জয়ধন
১৪৬ ।	অনিন্দ্র সরকার	—	অমূল্য
১৪৭ ।	সম্পাই দেববর্মা	—	গঙ্গাচরণ
১৪৮ ।	শশীমোহন দেববর্মা	—	ভুবনজয়
১৪৯ ।	মংকরই দেববর্মা	—	নীলমনি
১৫১ ।	খাতেন্দ্র সরকার	—	রজনী
১৫১ ।	মঙ্গলচন্দ্র চাকমা	—	সুরেন্দ্র
১৫২ ।	মেনকা বড়ুয়া	—	অংচরণ
১৫৩ ।	শ্রীরমেশ দেববর্মা	—	জয়কৃষ্ণ
১৫৪ ।	শ্রীবিশুকুমার দেববর্মা	—	অমরচাঁন
১৫৫ ।	শ্রীহেমন্ত দেববর্মা	—	বসন্ত
১৫৬ ।	শ্রীক্ষিরোদ দেববর্মা	—	রামকৃষ্ণ
১৫৭ ।	শ্রীনদীয়া দেববর্মা	—	ঈশ্বর চন্দ্র
১৫৮ ।	শ্রীনেপাল রুদ্রপাল	—	যোগেশ
১৫৯ ।	শ্রীশ্রমতি সবিতা সূত্রধর	—	গোপীশ
১৬০ ।	শ্রীসুভাষ দাস	—	সহদেব
১৬১ ।	শ্রীকৃষ্ণপদ রুদ্রপাল	—	যতীন্দ্র

1	2		3
১৬২।	শ্রীদীপক রুদ্র পাল	—	মনমোহন
১৬৩।	শ্রীধনঞ্জয় সরকার	—	রামনাথ
১৬৪।	শ্রীরহিম মিঞা	—	সোবন
১৬৫।	শ্রীমতি শেফালী চৌধুরী	—	নগেন্দ্র
১৬৬।	শ্রীরীনা দেববর্মা –	—	শম্ভু
১৬৭।	শ্রীঅনিল দেববর্মা—	—	ভিডরমা
১৬৮।	শচীণ দেববর্মা	—	মঙ্গল
১৬৯।	শ্রীপুরেশ সূত্রধর	—	গোবর্দ্ধন
১৭০।	শ্রীপুংখিরাই দেববর্মা	—	মুক্তাচন্দ্র
১৭১।	শ্রীনেপাল বণিক	—	বিপিন
১৭২।	শ্রীরতন মনি দেববর্মা	—	শাস্তুমু
১৭৩।	শ্রীরাধা বং বাউল	—	মনোহর
১৭৪।	শ্রীপ্রদীপ দেববর্মা	—	ধনিরাম
১৭৫।	শ্রীসুচিত্র সরকার	—	সঞ্জয়
১৭৬।	শ্রীবিহারী চৌধুরী	—	বিশ্বনাথ
১৭৭।	শ্রীসোনারঞ্জন ত্রিপুরা	—	রসিন্দ্র
১৭৮।	শ্রীমতি পারুলবালা রুদ্রপাল	—	নিরঞ্জন
১৭৯।	শ্রীধনঞ্জয় রুদ্রপাল	—	ভানুমতিশ
১৮০।	শ্রীলালমোহন রুদ্রপাল	—	কৈলাশ
১৮১।	শ্রীবুধ দেববর্মা	—	শম্ভুরাম
১৮২।	শ্রীচন্দ্রমোহন সরকার	—	সোচেন মোহন
১৮৩।	শ্রীনীলমনি মালাকার	—	উদয়
১৮৪।	শ্রীরূপচান্দ সরকার	—	রজনী
১৮৫।	শ্রীসুবিমল সাহা	—	বিনোদ
১৮৬।	শ্রীমানিক মিঞা	—	রহিম
১৮৭।	শ্রী নিধন দেববর্মা	—	কৃষ্ণকুমার
১৮৮।	শ্রীতরনী সরকার	—	নবদ্বীপ

1	3		3
১৮৯।	শ্রীনীয়ত সরকার	—	নেপাল
১৯০।	শ্রীমলিন দেববর্মা	—	রাজেন্দ্র
১৯১।	শ্রীরসিক সরকার	—	সোনাতন
১৯২।	শ্রীমতি জ্যোৎস্না সরকার	—	ত্রিভঙ্গ
১৯৩।	শ্রীভানু শীল	—	যামিনী
১৯৪।	শ্রীপ্রণয় সূত্রধর	—	পরেশ
১৯৫।	শ্রীমতি হরিণবাসী চৌধুরী	—	কামিনী
১৯৬।	শ্রীমতি অমশিয়া খাতুন	—	আবি অভিজন
১৯৭।	শ্রীমতি সপ্না রুদ্রপাল	—	সুরেশ
১৮৮।	শ্রীযুগেন্দ্র রুদ্রপাল	—	প্রকাশ
১৯৯।	শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার	—	সারদা
২০০।	শ্রীসুকেন্দু চক্রবর্তী	—	ভূতন মোহন
২০১।	শ্রীপদ্ম সরকার	—	পূর্ণধন
২০২।	শ্রীগোপাল সরকার	—	রাজমোহন
২০৩।	শ্রীঅনিল সরকার	—	অমূল্য
২০৪।	শ্রীমনোরঞ্জন ত্রিপুরা	—	রবীন্দ্র
২০৫।	শ্রীগৌরাঙ্গ রুদ্রপাল	—	আনন্দ
২০৬।	শ্রীবিমান বিহারী সাহা	—	নলিনী
২০৭।	শ্রীনিশি কুমার দেববর্মা	—	মঙ্গল
২০৮।	শ্রীরমেশ দেববর্মা	—	রামমোহন
২০৯।	শ্রীসুধীর রুদ্রপাল	—	শশী
২১০।	শ্রীহেমন্দ্র রুদ্রপাল	—	চন্দ্র
২১১।	শ্রীযোগেন্দ্র রায়	—	প্রকাশ
২১২।	শ্রীদাসপদ দেববর্মা	—	বিশ্বমনি
২১৩।	শ্রীসুনীল ত্রিপুরা	—	অরুন
২১৪।	শ্রীমতি আশা খাতুন	—	মরণ
২১৫।	শ্রীমঙ্গল চৌধুরী	—	নারায়ণ

1	2		3
২১৬।	শ্রীবুধু দেববর্মা	—	শম্ভু
২১৭।	শ্রীদীনেশ রুদ্রপাল	—	অমরচাঁন
২১৮।	শ্রীহরেন্দ্র রুদ্রপাল	—	মনোরঞ্জন
২১৯।	শ্রীনীরাপদ পাল	—	সমীর
২২০।	শ্রীআব্দুল মিঞা	—	আলী
২২২।	শ্রীমতি মালতি সরকার	—	যোগেশ
২২২।	শ্রীরাইধন সাহা	—	শচীন্দ্র
২২৩।	শ্রীউমেশ চন্দ্র শীল	—	উপেনন্দ
২২৪।	শ্রীহরিধন রায়	—	যোগেন্দ্র
২২৫।	শ্রীনেপাল সরকার	—	রায়মোহন
২২৬।	শ্রীনিপেন্দ্র কর্মকার	—	সনাতন
২২৭।	শ্রীবিশ্বরাম ভৌমিক	—	কৃষ্ণমোহন
২২৮।	শ্রীহরিপদ সরকার	—	নবতারণ
২২৯।	শ্রীমতি সম্পা দেববর্মা	—	শম্ভু
২৩০।	শ্রীসুকথর মিঞা	—	হাসান আলী
২৩১।	শ্রীবিনোদ বিহারী সাহা	—	রাইমোহন
২৩২।	শ্রীরাইহরণ ত্রিপুরা	—	মংকরাই
২৩৩।	শ্রীসুধীর সরকার	—	রাজেন্দ্র
২৩৪।	শ্রীপ্রভাত দেববর্মা	—	বিশ্বেশ্বর
২৩৫।	শ্রীমনিচান দেববর্মা	—	হরিচান
২৩৬।	শ্রীফারুক আলী	-	অম্বু মিঞা
২৩৭।	শ্রীবিশু দেববর্মা	—	মাগরাই
২৩৮।	শ্রীমনমোহন রুদ্রপাল	—	নরেন্দ্র
২৩৯।	শ্রীকুলমালতি সরকার	—	সনয়
৩৪০।	শ্রীফুলু কুমার ত্রিপুরা	—	দয়াকুমার
২৪১।	শ্রীযতীন্দ্র দেববর্মা	—	রাধামোহন
২৪১।	শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা	—	রাজেন্দ্র
২৪৩।	শ্রীসুভাস রুদ্রপাল	—	পণ্ডিত

1	2		3
২৪৪।	শ্রীব্রজধন ত্রিপুরা	—	জয়রথ
২৪৫।	শ্রীফুলমনি দেববর্মা	—	বীরপদ
২৪৬।	শ্রীরবীচরণ দেববর্মা	—	লক্ষীচরণ
২৪৭।	শ্রীনয়ন সরকার	—	রামেশ্বর
২৪৮।	শ্রীমতি আলুরাণী রুদ্রপাল	—	উপেন্দ্র
২৪৯।	শ্রীভূষণ চৌধুরী	—	হরিচরণ
২৫০।	শ্রীমহারাম দেববর্মা	—	দেবেন্দ্র
২৫১।	শ্রীউত্তম সরকার	—	অনিল
২৫২।	শ্রীবেজরায় দেববর্মা	—	বিধি
২৫৩।	শ্রীমতি গরুংপতি ত্রিপুরা	—	পণ্ডিচরণ
২৫৪।	শ্রীসুধন দেববর্মা	—	বিশুরায়
২৫৫।	শ্রীসুকুরাম দেববর্মা	—	বুদ্ধিচন্দ্র
২৫৬।	শ্রীমতি শকুন্তলা চৌধুরী	—	সতীশ
২৫৭।	শ্রীমতি শুভকন্যা দেববর্মা	—	শম্ভু
২৫৮।	শ্রীমতি মরণী চৌধুরী	—	হরিচরণ
২৫৯।	শ্রীগীতেশ রুদ্রপাল	—	উপেন্দ্র
২৬০।	শ্রীরায়কৃষ্ণ সরকার	—	কালীচরণ
২৬১।	" নারায়ণ সরকার	—	রাজমোহন
২৬২।	" সত্য চৌধুরী	—	বিশ্বনাথ
২৬৩।	শ্রীমতি আরতিবালা সরকার	—	হরিচরণ
২৬৪।	শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা	—	রাইবিহারী
২৬৫।	" রাধামোহন রুদ্রপাল	—	রজনী
২৬৬।	" সুচেন্দ্র চাকমা	—	তারানিস্থর
২৬৭।	" আম্বলী ত্রিপুরা	—	রাজারাম
২৬৮।	" উত্তম রুদ্রপাল	—	আনন্দ
২৬৯।	" সাধন সরকার	—	হরিচরণ
২৭০।	" মালতি চৌধুরী	—	প্রবোধ

1	2		3
২৭১।	" অমূল্য রুদ্রপাল	—	সোনাভন
২৭২।	শ্রীমতি সন্নী দেববর্মা	—	রাধামোহন
২৭৩।	শ্রীরেবতী সরকার	...	নয়নবাসী
২৭৪।	" সুরেন্দ্র সরকার	—	মহীম
২৭৫।	" ঠাকুরধন সরকার	—	সুধনচরণ
২৭৬।	" সুকমন দেববর্মা	—	বাহাদুর
২৭৭।	শ্রীমতি মোহনমায়া রুদ্রপাল	—	সচীন্দ্র
২৭৮।	" মায়ারাণী রুদ্রপাল	—	কালিদাস
২৭৯।	শ্রীমতীলাল রুদ্রপাল	—	ব্রজেন্দ্র
২৮০।	" শ্রীপরেশ দেববর্মা	—	চন্দ্র
২৮১।	" চৈত্র দেববর্মা	—	জ্ঞানচন্দ্র
২৮২।	" রবি দেববর্মা	—	বাসু
২৮৩।	" গোপাল রুদ্রপাল	—	সুরেশ
২৮৪।	" ঝিনক ত্রিপুরা	—	শম্ভুকুমার
২৮৫।	" যতীন্দ্র রুদ্রপাল	—	রামকুমার
২৮৬।	" নারায়ণ চৌধুরী	—	সনাতন
২৮৭।	" নিখিল ভাণ্ডারী	—	উপেন্দ্র
২৮৮।	শ্রীমতি কাঁধনী রুদ্রপাল	—	পুকন
২৮৯।	শ্রীগোপাল ভাণ্ডারী	—	নরেন্দ্র
২৯০।	" মনমোহন রুদ্রপাল	—	ভানুমথ
২৯১।	" রবীন্দ্র দেববর্মা	—	কৃষ্ণ
২৯২।	" রনজিৎ চৌধুরী	—	সতীন
২৯৩।	" মনিশচন্দ্র সরকার	—	অশ্বিনী
২৯৪।	" রবীন্দ্র সরকার	—	অনিল
২৯৫।	" পরেশ দেববর্মা	—	সনীন্দ্র
২৯৬।	" বিশু দেববর্মা	—	রমেশচন্দ্র
২৯৭।	" অমরি দেববর্মা	—	সশপাশ

২৯৮।	" চিত্তরঞ্জন বনিক	কৃষ্ণমোহন
২৯৯।	শ্রীমতি অরুনা রানী পাল	ধনঞ্জয়
৩০০।	শ্রীরতীরঞ্জন বনিক	কৃষ্ণমোহন
৩০১।	" উত্তম দেববর্মা	ভাষান
৩০২।	" সমীর রুদ্রপাল	চন্দ্র
৩০৩।	" রামুবাল দাস	জ্যোতিষ
৩০৪।	শ্রীমতি অমিয় রানী সাহা	শ্রীবাস চন্দ্র
৩০৫।	শ্রীমধুসুধন সাহা	বিনোদ চন্দ্র
৩০৬।	" শঙ্কর রুদ্রপাল	সুনীল
৩০৭।	" বুধিচান্দ দেববর্মা	মুহনবাসী
৩০৮।	" তুষার কান্তি দে	জ্যোতিষ
৩০৯।	" উষারঞ্জন দেববর্মা	চিন্তা
৩১০।	" বুধ্ দেববর্মা	সম্ভু
৩১১।	" রনজিৎ বিশ্বাস	রাত্রি

Admitted Un-Starred Question No. 68

Name of the Member — Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State:—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে থানা ও পুলিশ ফাঁড়ির সংখ্যা কত, (মহকুমা ভিত্তিক নামের তালিকা) :

২। ক) বর্তমান বৎসরে নতুন কোন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হবে কিনা,

খ) হলে খোয়াই মহকুমার আমপুরা ফাঁড়িটি পুনঃ স্থাপন করা এবং খোয়াই নদীর পূর্বপাড়ে দুর্গাপুর এলাকায় নতুন ফাঁড়ি স্থাপনের কথা বিবেচনা করা হবে কিনা ; এবং

৩। চাম্পাহাওয়র থানাটি করে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ৪৪টি থানা ও ৩৩টি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। ।মহকুমা ভিত্তিক নামের হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেয়া গেল,

২। ক) বিভিন্ন দিক বিচার বিবেচনা করে কিছু কিছু থানার এলাকাকে বিভক্ত করার বিষয়টি আরক্ষা দপ্তর পরীক্ষা করে দেখছেন।

যথাক্রমে হৈলেংটা নেপালটিলা (ধলাই জেলা) গর্জি (দঃ জেলা) এবং মহারানী (উদয়পুর) আউট পোষ্ট]

খ) খোয়াই মহকুমার আমপুরা ও দূর্গাপুরে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের রাজ্য সরকারের কোন প্রস্তাব আপাততঃ নেই

৩। চাম্পাহাওর থানার জন্য বাড়ি তৈরী করা শেষ করা হলেই চালু করা হবে। বাড়ি তৈরীর কাজ চলিতেছে।

	মহকুমার নাম	থানার নাম	পুলিশ ফাঁড়ির নাম
	১	২	৩
১.।	সদর-আগরতলা	পঃ আগরতলা	অরুণধুতিনগর
		পূঃ আগরতলা	রামনগর
		জিরানীয়া	বটতলা
		এয়ারপোর্ট	গোর্খাবস্তি
		সিধাই	জি. বি.
			অভয়নগর
			কলেজটীলা
			মহারাজগঞ্জ বাজার
			চম্পকনগর
			মান্দাই
			রাঁধাপুর
			রাণীর বাজার
			লেম্পু ছড়া
			লেফুঙ্গা
			সুন্দরটীলা
২।	বিশালগড়	বিশালগড়	সিপাহীজলা
		টাকারজলা	বিশ্রামগঞ্জ
		আমতলী	

	1	2	3
৩।	সোনামুড়া	সোনামুড়া	
		যাত্রাপুর	
		কলমছড়া	
		মেলাঘর	
৪।	খোয়াই	খোয়াই	সুভাষপার্ক
		কল্যাণপুর	
		তেলিয়ামুড়া	
৫।	উদয়পুর	আর. কে. পুর	পিত্রা
		কিল্লা	কাকড়াবন
			মহারাণী
৬।	অমরপুর	বীরগঞ্জ	যতনবাড়ী
		নূতন বাজার	
		অম্পি	
		তৈদু	
৭।	বিলোনীয়া	বিলোনীয়া	ঋষ্যমুখ
		পি, আর, বাড়ী	মনপাথর
		শান্তির বাজার	রাঙ্গামুড়া
		বাইখোরা	শ্রীরামপুর
৮।	সাব্রুম	সাব্রুম	মনুবনকুল
		মনু বাজার	শীলাছড়ি
৯।	কমলপুর	কমলপুর	
		সালেমা	
		আমবাসা	
১০।	লংথরাই	ছামনু	নেপালটীলা
		মনু	

	2	3	
১১।	গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া গঙ্গানগর রইস্যাবাড়ী	
১২।	কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনপুর দামছড়া ভাংমুন পেচারথল	আনন্দ বাজার
১৩।	কৈলাশহর	কৈলাশহর ফটিকরায়	ইরানী কুমারঘাট
১৪।	ধর্মনগর	ধর্মনগর পানিসাগর চড়াই বাড়ী	কদমতলা

Admitted Un-Starred Question No. 70

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে বৈধ Gun licence Holder এর সংখ্যা কত ; (বেসরকারী স্তরে)

২। ইহা কি সত্য যে এখনও পর্যন্ত সরকারী নির্দেশ অমান্য করে এবং নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অবৈধভাবে উক্ত licence holder বন্দুক রেখে দিয়েছে (তাদের নাম ও ঠিকানা) এবং

৩। সত্য হইলে তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ কি কি ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No.—75

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Planning (P&C) Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। "গ্রামোদয়" কর্মসূচী কয়টি এবং কোন্ কোন পঞ্চায়েতে রূপায়িত হয়েছে ;

২। বাদবাকী পঞ্চায়েতে এই কর্মসূচী রূপায়ণ করা হবে কিনা ,

৩। হলে কবে ,

৪। না হলে কারণ ?

উত্তর

১। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ১৫টি ব্লকের মোট ৪২৪টি ভিলেজ গ্রামে "গ্রামোদয়" কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২। বাদবাকী পঞ্চায়েতে ও এই কর্মসূচী রূপায়ণের পরিকল্পনা রয়েছে।

৩। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতে যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে; বাকী তিনটি জেলার প্রত্যেক ভিলেজ গ্রামে এই বছরেই এই কর্মসূচী গ্রামে বছরেই এই কর্মসূচী হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. 80

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯-৫-২০০০ ইং সন হইতে ২২-৫-২০০০ ইং সন পর্যন্ত কল্যাণপুর ও তেলিয়ামুড়া থানান্তর্গত এলাকায় যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয় তাতে কোন্ সম্প্রদায়ের (জাতি, উপজাতি) কতজন আহত, নিহত, গৃহহারা হয়েছেন ;

২। নিহতদের পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী, আহত, ও গৃহহারাদের আর্থিক সাহায্য এবং পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

৩। থাকিলে-কার্যকরী হয়েছে কিনা ,

৪। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯-৫-২০০০ ইং ইহতে ২২-৫-২০০০ ইং পর্যন্ত সময়ে কল্যাণপুর ও তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় নিহত, আহত ও পুড়ে যাওয়া বাড়ীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	নিহত	আহত	বাড়ীর সংখ্যা
অ-উপজাতি	২৮	—	পুড়ে যাওয়া বাড়ীর সংখ্যা
উপজাতি	১১	৮	তদন্ত ক্রমে নিরূপন করা হচ্ছে।

২। হঁ্যা

৩। তাৎক্ষণিক ত্রাণ হিসাবে প্রতি নিহত ব্যাক্তির নিকট আত্মীয়কে ১৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

আহতদের প্রত্যেককে ৫ (পাঁচ) শত টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

নিহত ব্যাক্তির নিকট আত্মীয়দের উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী দেবার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকারী নিয়মানুসারে হবে।

৪। উপরোক্ত জবারের ভিত্তিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No.— 89

Name of the Member :— Shri Rabindra Debbarma,
Shri Rati Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উগ্রপন্থীজনিত কারণে রাজ্যে কোন ব্লক এলাকা থেকে কতজন অ উপজাতি ও উপজাতি জীবনও নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র চলে গিয়েছেন বা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, এবং

২। গ্রামছাড়া পরিবারগুলি বর্তমানে কোথায় কি অবস্থায় আছে, এবং তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং রাজ্যে জাতি উপজাতির মধ্যে মৈত্রীর বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে গৃহীত পদক্ষেপগুলি কি ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No.—94.

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্টের আমলে ৩১শে মে ২০০০ পর্যন্ত সারারাজ্যে কতগুলি বধূহত্যা, কতগুলি বধূ নির্যাতন এবং কয়টি মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। (পৃথক পৃথক হিসাব এবং থানাভিত্তিক হিসাব).

২। এর মধ্যে কয়টি ঘটনা পুলিশ তদন্ত করে চার্জশীট দাখিল করেছে (পৃথক পৃথক হিসাব এবং থানাভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। উক্ত সময়ে রাজ্যে ৫৪টি বধূহত্যা. ২৮৮টি বধূনির্যাতন এবং ১৩৩টি মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। থানাভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেওয়া গেল।

২। এই ঘটনাগুলির মধ্যে ২১টি বধূহত্যা, ২৩৮টি বধূ নির্যাতন এবং ১০৩টি মহিলা শ্লীলতাহানির চেষ্টার কেইসে পুলিশ তদন্ত করে চার্জশীট দাখিল করেছে। থানাভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেওয়া গেল।

REPLY OF A. Q. NO. 117/2000.

FOR THE PERIOD FROM 10.3.98 TO 31.5.2000

		Dowar Death		Torture Upon Women		Outrage of Madestry		Rape	
Sl. No.	Name of police station	Case Regd.	C.S.	Case Regd.	C.S.	Case Regd.	C.S	Case Regd.	C.S
1	West Agt P. S.	1	—	10	7	3	2	4	3
2.	East Agt. P.S.	2	2	5	4	3	3	8	6
3.	Airport P. S.	—	—	6	5	2	2	6	4
4.	Sidnai.	3	1	3	2	5	5	4	2
5.	Jirania.	—	—	3	2	2	2	—	—
6.	Bishalgarh.	2	1	4	4	9	2	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Amtali.	—	—	12	9	3	3	4	2
8.	Takarjala.	1	1	1	—	Nil	—	1	—
9.	Sonamura.	—	—	5	4	2(Two)	2	8	5
10.	Melaghar.	2	—	5	5	1	1	1	1
11.	Jatrapur.	—	—	2	1	9	2	1	—
12.	Kalamcharra.	—	—	6	6	2	2	3	2
13.	Khowai.	1	—	1	—	3	3	3	2
14.	Kalyanpur.	1	1	5	3	2	2	2	1
15.	Teliamura.	4	4	—	—	—	—	2	1
16.	R. K. pur.	6	2	15	10	17	16	19	10
17.	Killa.	1	1	—	—	—	—	3	2
18.	Santirbazar.	1	1	10	9	1	1	6	3
19.	Baikhura.	—	—	11	10	3	3	7	4
20.	Belonia.	1	1	33	28	12	9	17	10
21.	P. R. Bari.	1	1	5	5	4	4	2	2
22.	Sabroom.	1	1	9	9	1	1	7	5
23.	Monubazar	2	-	-	8	3	2	8	6 (Six)
24	Birganj.	-	-	9	4	1	1	2	-
25	Natunbazar	-	-	1	1	1	-	3	1
26.	Ompi.	-	-	-	-	1	1	-	-
27.	Tuidu.	1	1	-	-	-	-	1	1
28.	Kailashahar	-	-	24	18	9	7	10	4
29.	Fatikroy.	-	-	6	6	6	6	4	3
30.	Dharmanagar	-	-	17	15	1	1	2	2
31.	Choraibari	-	-	15	12	3	2	5	4
32	Panisagar	1	1	13	12	5	2	5	4
33.	Kanchanpur	2	2	9	7	8	4	9	8
34.	Pecharthal.	-	-	-	-	1	1	5	5
35.	Damcharra.	-	-	2	1	4	4	2	2
36.	Bumbmong	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Kamalpur	-	-	16	15	6	4	7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	Salema,	-	-	11	9	2	2	3	3
39.	Ambassa	-	-	2	2	-	-	2	2
40.	Manu	-	-	3	3	1	1	3	2
41.	Chamanu	-	-	-	-	-	-	1(One)	1
42	Gandachara	-	-	-	-	-	-	1(One)	1
43.	Ganganagar	-	-	-	.	-	-	-	-
44.	Kaishyabari	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL :—	34	21	288	233	133	103	187	125

Admitted Un-Starred Question No.—95

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সারা রাজ্যে কয়টি ডাকাতি, কয়টি চুরি এবং কয়টি অগ্নি-সংযোগের ঘটনা ঘটেছে (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কয়টি ঘটনার পুলিশ তদন্ত করে চার্জশীট দাখিল করেছেন। (পৃথক পৃথক হিসাব এবং থানা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে (১০-৩-১৯৯৮ ইং থেকে ২০-৬-২০০০ ইং পর্যন্ত) রাজ্যে ১৩৪টি ডাকাতি, ১০১৫টি চুরি, ২০৬টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। থানা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব সঙ্গে দেয়া গেল

২। এর মধ্যে পুলিশ তদন্ত করে ৫৯টি ডাকাতির ঘটনা, ৩৬৬টি চুরির এবং ৮৪টি অগ্নিসংযোগের ঘটনার তদন্ত ক্রমে চার্জশীট দিয়েছেন। থানা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেয়া গেল।

A. Q. NO. 113/2000

PERIOD FROM 10. 3. 1998 TO 20. 6. 2000

NAME OF P. S.	DACOTY					THEFT					ARSON				
SL NO.	Total Case	Persons Arrest	F.R.	C.S.	P.I	Total Case	Persons Arrest	F.R.	C.S.	P.I.	Total Case	Persons Arrest	F.R.	C.S.	P.I.
1. West. Agt. P.S	2	12	1	1	—	139	199	104	12	23	3	4	1	2	—
2. East. Agt. P.S.	6	14	3	3	—	146	128	85	61	—	3	1	3	—	—
3 Amtali P. S.	1	—	1	—	—	32	36	14	18	—	1	—	1	—	—
4. Airport p.s.	1	2	1	—	—	22	9	19	2	1	2	—	2	—	—
5. Jirania p. s.	—	—	—	—	—	16	12	10	4	2	8	52	4	1	3
6. Kalamcharra p s.	6	13	1	5	—	12	26	7	5	—	2	—	1	—	1
7. Sonamura p. s.	4	10	2	1	1	32	28	19	10	3	—	—	—	—	—
8. Takarjala p. s.	3	—	1	1	1	11	3	8	3	—	10	2	6	2	—
9. Khowai p. s.	1	1	1	—	—	30	14	21	6	3	2	2	2	—	—
10. Bishalghar p. s.	11	18	4	5	2	40	25	38	2	—	8	3	7	1	—
11. Jatrapur p. s,	1	7	—	1	—	24	5	4	6	14	5	—	1	2	2
12. Melaghar p. s.	1	4	1	—	—	19	17	16	1	2	6	21	1	5	—
13. Kalyanpur p. s.	1	—	1	—	—	10	1	7	3	—	8	2	6	—	2
14. Sidhai p. s,	6	12	5	—	1	42	13	37	2	3	8	9	5	1	2
15 Teliamura p. s.	2	—	1	—	1	34	16	17	3	14	14	1	12	—	2
16. R. K. pur p. s,	6	18	3	2	1	52	30	16	31	5	10	5	1	6	3
17. Kilja p. s,	4	7	1	—	3	2	—	—	2	—	4	—	—	4	—
18. Santirbazar p. s.	3	—	—	3	—	28	15	10	18	—	3	—	1	2	—
19. Baikhora p s.	3	6	1	1	1	30	25	8	20	2	2	—	1	1	—
20. Belonia p. s,	3	8	1	2	—	23	28	17	5	1	7	4	4	3	—

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

SL NO. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21. P. R. Bari p. s.	3	7	1	2	—	9	5	5	4	—	2	—	1	1	—
22. Birganj p s.	2	3	1		—	8	6	2	5	1	5	—	1	4	—
23. Natunbazar p. s.	3	—	—	3	—	9	—	1	7	1	5	1	1	4	—
24. Ompi P.s.	—	—	—	—	—	9	5	1	7	1	2	—	2	—	—
25. Taidu p.s.	—	—	—	—	—	3	1	1	1	1	5	—	—	3	2
26. Sabroom p.s.	8	8	—	8	—	23	23	9	14	—	8	4	—	8	—
27. Manubazar p.s.	—	—	—	—	—	15	10	7	7	1	2	—	—	2	—
28. Kamalpur p.s.	9	7	2	7	—	29	7	5	22	2	7	3	4	3	—
29. Salema p.s,	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	5	20	3	1	1
30. Ambassa p s.	—	—	—	—	—	8	19	5	2	I	3	17	2	I	—
31. Manu p s.	1	1	1	—	—	5	3	2	3	—	6	13	2	3	1
32. Chamanu p.s,	1	3	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—
33. Ganganagar P.s.	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
34. Gandacharra	5	—	4	—	I	2	2	—	2	—	6	13	1	4	1
35. Raishyabari p.s.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36, Kailashahar p.s.	5	7	I	4	—	46	62	29	16	1	8	12	—	3	5
37. Fotikroy p.s.	—	—	—	—	—	6	12	3	3	—	8	4	1	—	7
38, Dharmanagar p.s.	6	13	2	2	2	25	20	11	14	—	4	2	—	4	—
39, Churaibari p.s.	4	36	2	1	1	10	14	3	6	1	5	12	3	2	—
40. Panishagar p.s.	2	1	—	2	—	13	21	7	6	—	5	1	—	4	1
41. Kanchanpur p.s	6	13	4	2	—	18	14	9	8	1	11	1	1	6	4
42. Pecharthal p.s.	2	7	1	—	1	9	4	1	8	—	3	1	1	1	1
43, Damcharra p.s,	9	19	7	2	—	20	16	5	15	—	—	—	—	—	—
44. Vangmong p.s.	I	2	I	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—

Admitted Un-Starred Question No.—98

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উগ্রপন্থী হামলা এবং জাতি দাঙ্গার কারণে সারা রাজ্যে কয়টি পরিবারকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

২। বাস্তুচ্যুত পরিবারের মোট লোক সংখ্যা কত ' থানা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 99

Name of the Member :— Shri Ratna Lal Nath

Will the Honble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৩১শে মে, ২০০০ পর্য্যন্ত কয়টি গবাদি পশু উগ্রপন্থী কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে : (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। এর ফলে কয়টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে (এস, সি, এস, টি ও, বি, সি, আলাদা আলাদা হিসাব, থানা ভিত্তিক)

উত্তর

১। সরকারী তথ্যানুযায়ী ৩১শে মে ২০০০ ইং পর্য্যন্ত মোট ১৯টি গবাদি পশু উগ্রপন্থী দ্বারা। লুণ্ঠিত হয়েছে।

২। এর ফলে মোট ৯টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এস, সি, এস টি, এবং ও, বি, সি পরিবারের থানা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নরূপ :—

থানার নাম	এস, সি,	এস, টি	ও, বি, সি,	অন্যান্য
কিল্লা	—	১	১	—
অম্পি	৪	—	১	২
মোট—	৪	১	২	২

Admitted Un-Starred Question No.—100

Name of the Member—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৩১শে মে. ২০০০ পর্য্যন্ত উগ্রপন্থী কর্তৃক কয়টি বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হয়েছে ? এবং (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। এর ফলে কয়টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

১ নং ও ২ নং উত্তর

৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৩১শে মে. ২০০০ ইং সন পর্য্যন্ত উগ্রপন্থী কর্তৃক মোট ৭টি বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হয়েছে। থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

থানার নাম	বাড়ীঘর
কিল্লা	১ টি
টাকারজলা	৬ টি

Admitted Un-Starred Question No. 101

Name of the Member — Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৩১শে মে ২০০০ পর্যন্ত উগ্রপন্থীরা কয়টি বাড়ীতে আগুন দিয়েছে (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। এর এলে মোট কয়টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে (থানা ভিত্তিক হিসাব এবং এস. সি, এস, টি পরিবার এবং ও, বি, সি, পরিবারের সংখ্যা কত, আলাদা হিসাব) এবং

৩। উক্ত সময়ে জাতি দাঙ্গার ফলে কয়টি পরিবারের বাড়ী ঘর অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, (এস, টি, এস, সি, ও, বি, সি আলাদা হিসাব এবং থানা ভিত্তিক হিসাব)

১নং ও ২নং প্রশ্ন

১০-৩-৯৮ ইং থেকে ৩১শে মে ২০০০ ইং সাল পর্যন্ত উগ্রপন্থীদের দ্বারা অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও তাদের ঘর বাড়ীর সংখ্যা—এবং এই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এস, সি, এস, টি এবং ও, বি' সি ভূক্ত পরিবারের আলাদা আলাদা—থানা ভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :—

থানার নাম	অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ঘরের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা—			
		এস, সি	এস, টি,	ও, বি, সি,	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১। মনু	৯	৪	৪	১	—
২। পেচারথল	৩০	—	—	১৫	—
৩। ফটিকরায়	১১	৪	১	৫	—
৪। কাঞ্চনপুর	৮	—	—	৮	—
৫। আর, কে, পুর	১৮	৯	—	১	৮
৬। কিল্লা	২	১	—	—	১
৭। শান্তির বাজার	৩	—	—	—	৩
৮। নূতন বাজার	১	—	১	—	—
৯। তৈদু	৭১	—	৫২	—	—
১০। খোয়াই	৫	—	—	—	৫
১১। জিরানীয়া	২১৪	—	—	—	১০৮
১২। কল্যাণপুর	৩৫	—	—	—	১২
১৩। মেলাঘর	২৫	—	—	২	১৪
১৪। বিশালগড়	৩২	—	—	১০	—
১৫। তেলিয়ামূড়া	২৪	৩	৬	—	৬
১৬। টাকারজলা	১২	২	—	২	৮
১৭। সিধাই	২২	১০	—	১২	—
	৫২২	৩৩	৬৪	৫৬	১৬৫

৩নং প্রশ্ন

উক্ত সময়ে জাতি দাঙ্গার ফলে অগ্নিকাণ্ডে বাড়ীঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এমন এস, টি, এস, সি, ও, বি, সি পরিবারের থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

থানার নাম	ক্ষতিগ্রস্থ ররিবারের সংখ্যা			
	এস, সি,	এম, টি,	ও, বি, সি,	অন্যান্য
১। মনু	৫	৮	২	
২। আমবাসা	—	১৪	১৪	

1	2	3	4	5	6
৩।	আমতলী	২০	৭৩	১০	—
৪।	জিরানীয়া	—	৪৫	—	১২
৫।	কল্যানপুর	—	১১	—	—
৬।	বিশালগড়	—	৮	—	—
৭।	তেলিয়ামুড়া	৩	৬	—	৬
৮।	টাকারজলা	—	৬	—	—
		২৮	১৭১	২৬	১৮

Admitted Un-Starred Question No. 102

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৩১শে মে, ২০০০ পর্যন্ত উগ্রপন্থী কর্তৃক কতজনকে অপহরণ করা হয়েছে ? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কতজন ফিরে এসেছে এবং কতজন এখনও ফিরে আসেনি এবং কতজন উগ্রপন্থীদের আস্তানায় মারা গেছেন ? (থানা ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। উপরিউক্ত সময়ে কতজন সরকারী কর্মচারী অপহৃত হয়েছেন।

এরমধ্যে কতজন ফিরে এসেছে, কতজন ফিরে আসেনি এবং কতজন উগ্রপন্থীদের আস্তানায় মারা গেছেন ?

উত্তর

১ উক্ত সময়ে ৯:৭ জনকে অপহরণ করা হয়েছে। থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

জিরানীয়া	—	২৭	পূর্ব আগরতলা	—	০২
মেলাঘর	—	০৬	অম্পি	—	২৩
কল্যাণপুর	—	২১	তৈদু	—	২৬
তেলিয়ামুড়া	—	৭৯	বীরগঞ্জ	—	৫৫
খোয়াই	—	৪	নূতনবাজার	—	১১৫
সিধাই	—	২১	কিল্লা	—	৩০
বিশালগড়	—	২১	আর. কে. পুর	—	৬৬
টাকার জলা	—	৮৪	বিলোনীয়া	—	০২
কলমচৌরা	—	০৬			

শান্তির বাজার	—	৪৭
বাইখোরা	—	৩১
মনু বাজার	—	১৮
সাব্রুম	—	০৭
পেচারথল	—	০৫
দামছড়া	—	০৬
কাঞ্চনপুর	—	১৩
কৈলাশহর	—	১০
ফটিকরায়	—	৫০
চুড়াইবাড়ী	—	০৬
পানিসাগর	—	০৩
ধর্মনগর	—	০১
মনু	—	৬৬
ছামনু	—	১৯
রইস্যাবাড়ী	—	১৮
গণ্ডাছড়া	—	১৪
গঙ্গানগর	—	০৭
আমবাসা	—	১৪
সালেমা	—	১১
কমলপুর	—	০৩

২ নং ৬৭৯ জন ফিরে এসেছে, ১৮৩ জন ফিরে আসেনি এবং ৫৮ জন উগ্রপন্থী আস্তানায় মারা গেছেন। থানাভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

থানার নাম	ফিরে আসা লোকের সংখ্যা	যারা ফিরে আসেনি তাদের সংখ্যা	উগ্রপন্থী আস্তানায় মৃতদের সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
জিরানীয়া	২০	০১	০৬
মেলাঘর	০৬	—	—
কল্যাণপুর	০৯	১১	০১
তেলিয়ামুড়া	৬৯	১০	—

1	2	3	4
খোয়াই	০৮	০৬	—
সিধাই	১৪	০৭	—
বিশালগড়	১০	০২	০৯
টাকারজলা	২৬	১২	০৬
কলমচৌরা	০৪	০২	—
পূর্ব আগরতলা	০২	—	—
অম্পি	১৬	০৪	০৩
তৈদু	১৬	০৩	০৭
বীরগঞ্জ	৪৫	০৯	০১
নূতনবাজার	৯৭	১৩	০২
কিল্লা	২৬	০৩	০১
আর, কে, পুর	৫৬	০৮	০২
বিলোনীয়া	০১	০১	—
শান্তির বাজার	৩৯	০৮	—
বাইখোরা	২৪	০৬	০১
মনুবাজার	১৬	—	০২
সাব্রুম	০৪	০৩	---
পেচারথল	০৩	—	০২
দামছড়া	০২	০৪	—
কাঞ্চনপুর	১১	০২	—
কৈলাশহর	০৪	০৬	—
ফটিকরায়	২৮	১৯	০৩
চুড়াই বাড়ী	০৬	—	—
পানিসাগর	০১	০১	০১
ধর্মনগর	০১	—	—
মনু	৪৫	১৭	০৪
ছামনু	১৪	০২	০৩
রইস্যাবাড়ী	১৮	১০	—

1	2	3	4
গণ্ডাছড়া	১৩	০১	—
গঙ্গানগর	০৭	—	—
আমবাসা	১২	০২	—
সালেমা	০৬	০৫	০১
কমলপুর	—	০২	০১

৩ নং ১১৬ জন সরকারী কর্মচারী অপহৃত হয়েছেন, ৯২ জন ফিরে এসেছেন, ১৬ জন ফিরে আসেনি এবং জন উগ্রপন্থী আস্তানায় মারা গেছেন।

Admitted Un-Starred Question No.—103

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৩১শে মে, ২০০০ পর্যন্ত কতজন ফোর্সের লোক উগ্রপন্থীর হামলায় মারা গিয়েছে? (আধা সামরিক ও পুলিশের আলাদা আলাদা হিসাব)

২। উক্ত সময়ে কতজন ফোর্সের লোক আহত এবং কতজন একেবারে পঙ্গু হয়েছে? (আধা সামরিক ও পুলিশের আলাদা হিসাব)

১ নং ও ২ নং। **উত্তর**

৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৩১শে মে, ২০০০ ইং পর্যন্ত মোট ৭২ জন নিরাপত্তা কর্মী উগ্রপন্থী হামলায় মারা গিয়েছেন। নিহত, আহতের হিসাব নিম্নরূপ :—

(১১-৩-৯৯ ইং থেকে ৩১-৫-২০০০ ইং পর্যন্ত)

	নিরাপত্তা বাহিনী নাম	নিহত	আহত	পঙ্গু
ক)	আর্মি	৩	১	---
খ)	আসাম রাইফেল	৭	১১	—
গ)	সি. আর. পি. এফ,	১৪	৯	—
ঘ)	বি এস এফ,	১৪	৪	—
ঙ)	টি এস আর,	১৯	২৯	—
চ)	ত্রিপুরা পুলিশ	১৫	১০	—

ANNEXURE—C

Admitted Starred Question No. 7

Name of the Member. :— Shri Sudip Roy Barman

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Departmeat be pleased to State :

1, Is it a fact that thousands of people have been displaced because militancy during the rule of 3rd & 4th Left Front Govt. ?

2. If so, what is the number of such displaced persons ?

4. Has any step been taken to rehabilitate them ?

4. If not, why ?

ANSWER

1. There are reports that some families have shifted temporarily from their place of residence due to militancy.

2. As per report available approximately 6121 number of families have been displaced in two Districts upto January — 2000.

3. The families who have been affected by arsoning, provision have been made to supply 24 Nos GCI sheets & Rs. 20000/- in cash for re-construction of their houses. In case of the families leaving below the proverty line some times covered under the IAY (Indira Abhas Yujana) Sehemes. In addition to this, financial benefits are provided for utencils/books etc.

4, Dees not arise.

PAPERS' LAID ON THE TABLE
(Post Poned Un-Starred Questions & Answers)

ANNEXURE—'D'

Admitted Un-Starred Question No.—40

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উগ্রপন্থাজনীত কারনে রাজ্যের কোন ব্লক থেকে কতজন অ-উপজাতি ও উপজাতি জীবন নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র চলে গিয়েছেন বা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ?

২। তাদেরকে স্ব-স্ব স্থানে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং এই রাজ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে মৈত্রীর বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে গৃহিত পদক্ষেপগুলি কি?

উত্তর

১ নং। ৩,১৩৭ জন উপজাতি ও ২৭,১৬৯ জন অ-উপজাতি সাময়িক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

	ব্লকের নাম	উপজাতি	অ-উপজাতি
ক)	অমরপুর	৯৫ জন	৯০৮ জন
খ)	জম্পুইজলা	—	৬১৬৫ জন
গ)	মোহনপুর হেজামারা	—	১৬৮৫ জন
ঘ)	জিরাণীয়া মান্দাই	—	৬৭৫ জন
ঙ)	বিশালগড়	৮০০ জন	৫২৪০ জন
চ)	ডুকলি	৫৩৭ জন	১২৭ জন
ছ)	খোয়াই	১৭০৫ জন	৮১৮৫ জন
জ)	মান্ডাবাড়ী	—	৩৬২৪ জন
ঝ)	কিল্লা	—	২৪৫ জন
ঞ)	বগাফা	—	৪৫ জন
	মোট—	৩,১৩৭ জন	২৭,১৬৯ জন

২ নং। তাদেরকে স্ব-স্ব স্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিরাপত্তার জন্য কিছু কিছু অস্থায়ী নিরাপত্তামূলক ক্যাম্প বসানো হয়েছে ও নিয়মিত টহলদারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার লোকদের নিয়ে প্রশাসনের তরফে শান্তি-সম্প্রীতি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

দুষ্কৃতকারীদের এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এবং সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে দলমত ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসতে সরকারের দিক থেকে প্রতিনিয়ত আহ্বান জানানো হচ্ছে।

Admitted Un Starred Question No. 79

Name of the Member :— Shri Kajal Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State : -

প্রশ্ন

১। ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে রাজ্যে উগ্রপন্থীদের দ্বারা যারা অপহৃত হয়েছেন প্রতিটি থানা ভিত্তিক তাদের নাম ঠিকানা কি ?

২। সেই সমস্ত নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের চাকুরী প্রদান সহ আর্থিক সহায়তার বিষয়টি রাজ্য সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কিনা ;

৩। না হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৯০ ইং সালের ১লা জানুয়ারী থেকে রাজ্যে উগ্রপন্থী দ্বারা যারা অপহৃত হয়েছেন তাদের নাম ও ঠিকানা (থানা ভিত্তিক) সঙ্গীয় তালিকায় দেয়া গেল :—

২। নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের চাকুরী প্রদান সহ আর্থিক সহায়তার বিষয়টি রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

বছর	ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	থানার নাম
১৯৯০	—	—	—
১৯৯১	—	—	—
১৮৯২	—	—	—

১৯৯৩

ক্রমিক নং	অপহৃতের নাম ও ঠিকানা	থানার নাম
১	২	৩
১।	সর্বশ্রী কমল মল্‌সুম পিতা—সুবাভাগ্য মলসুম বড়মনিপাড়া, তইচালং	তৈদু

১	২	৩
২।	শম্ভুনারায়ণ মলসুম পিতা—৺বড়মণি মলসুম ঐ	ঐ
৩।	হৃদয় দেবনাথ গুলিয়া বাড়ী	বিশালগড়
৪।	সুকান্ত দেববর্মা পিতা—রামমানিক দেববর্মা ঐ	ঐ
৫।	অখিল দত্ত পিতা—অমূল্য দত্ত মানিক ভাণ্ডার	আমবাসা
৬।	রূপক সাহা পিতা—বাধু সাহা লাটীছড়া	
৭।	বিজয় দেববর্মা পিতা—ভুবন দেববর্মা রাইদাসী পাড়া	কল্যাণপুর
৮।	দুলাল দাস আশ্রম চৌধুরী, আগরতলা।	মনু
৯।	মানিক কৃষ্ণ দেবনাথ পিতা—বীরেন্দ্র দেবনাথ দীঘালিয়া	নূতনবাজার
১০।	গোপী মগলসিং হালাহালি, কমলপুর	মনু
১১।	ধনঞ্জয় ত্রিপুরা পিতা—হরিধন ত্রিপুরা উত্তর ধুমাছড়া	ঐ
১২।	লীলাবন্ত ত্রিপুরা পিতা—হরিধন ত্রিপুরা (উত্তর ধুমাছড়া।)	মনু

১	২	৩
১৩	বিষ্ণু ত্রিপুরা পিতা—অনন্ত ত্রিপুরা শিববাড়ী	‐
১৪	শৈলেস সাহা ভোতা বাড়ী, অমরপুর	অম্পি
১৫	নারায়ণ পাল পিতা—কুমুদ পাল মালবাসা	অম্পি
১৬।	স্বপন সাহা নূতনবাজার	অম্পি
১৭।	কাশ্যমান জমাতিয়া পিতা—চন্দ্রকেতু জমাতিয়া মিত্য বাজার	কিল্লা
১৮	জার্মাল বাহাদুর মলসুম পিতা—চানকাপ মলসুম	ঐ
১৯	সুনীল চন্দ্র বণিক পিতা—সুরেন্দ্র চন্দ্র বণিক হরিপুর	রইস্যাবাড়ী
২০	আস্মত আলি পিতা—৺মহম্মদ আলি বাঙ্গালপাড়া, নুতনবাজার	
২১।	সাধন শীল পিতা—জগেশ্বর শীল বতনবাড়ী	ঐ
২২।	জহর সাহা পিতা—যোরাঘী মোহন সাহা অমরপুর	রইস্যাবাড়ী

১	২	৩
২৩।	গণেশ দত্ত পিতা—হিরালাল দত্ত কাঠাল বাগান	আমবাসা
২৪।	রামচন্দ্র লস্কর পিতা—৺আনন্দ মোহন লস্কর বাধারঘাট, আগরতলা	ঐ
২৫।	চন্দন ভৌমিক খয়েরপুর, আগরতলা	ঐ
২৬।	নারায়ণ দাস পিতা—সাঁচী দাস ছনবৈল, কৈলাশহর	ফটিকরায়
২৭।	পীযুষ চৌধুরী পিতা—বলরাম চৌধুরী বলরাম চৌধুরীপাড়া	তেলিয়ামুড়া
২৮।	শ্যামাচরণ দেববর্মা পিতা—মঙ্গল দেববর্মা উদয় কোবড়া	জিরানীয়া
২৯।	রাকেশ পাল পিতা—রমেশ পাল অমরপুর কলোনী	কল্যাণপুর
৩০।	সমীর ঘোষ পিতা—মাখন ঘোষ সালেমা	সালেমা
৩১।	জীবন কৃষ্ণ সাহা পিতা—৺যোগেশ চন্দ্র সাহা অরবিন্দ কলোনী	নূতনবাজার
৩২।	বোলা ডালং পিতা—মুম দিংগা ডালং কাঠালছড়া,	ফটিকরায়

১	২	৩
৩৩।	কমল চক্রবর্ত্তী পিতা—অরুণোদয় চক্রবর্ত্তী খেজুর বাগান, আগরতলা	সিধাই
৩৪।	নির্ণয় ত্রিপুরা পিতা—পবিত্র কুমার ত্রিপুরা সিন্ধু কুমার পাড়া	
৩৫।	দীনেশ সরকার পিতা—৺তরনী সরকার নারায়ণপুর	গণ্ডাছড়া
৩৬।	ধীরেন্দ্র সাহা পিতা—ননী গোপাল সাহা দুর্গাপুর	
৩৭।	অপূর্ব দেবনাথ মাতা—উমা দেবনাথ কুলাই	আমবাসা
৩৮।	অপূর্ব নাহা পিতা—অজিত নাহা নাগফুল	সালেমা
৩৯।	ভুবন ত্রিপুরা পিতা—৺মানিক দাস বৈষ্ণব বোয়ালখালি	রইস্যাবাড়ী
৪০।	রাই মোহন দেববর্মা পিতা—রাজ মোহন দেববর্মা ডেমডুম	ফটিকরায়
৪১।	চন্দন গুপ্তচৌধুরী পিতা—মনিন্দ্র গুপ্তচৌধুরী জয়নগর, আগরতলা	সিধাই

১	২	৩
	৪২। গৌতম দেবরায় জয়নগর, আগরতলা	সিধাই
	৪৩। কিরন কুমার ত্রিপুরা পিতা—কমল কুমার ত্রিপুরা রতননগর	রইস্যাবাড়ী
	৪৪। দিলীপ ঘোষ খোয়াই	খোয়াই
	৪৫। শুভধন রিয়াং পিতা—বিষ্ণুরাম রিয়াং সোনাছড়া, তেলিয়ামুড়া	গণ্ডাছড়া
	৪৬। মূল্যবাম রিয়াং পিতা—বিদ্যারায় রিয়াং ইলারাম পাড়া	ঐ
৪৭।	শান্তিরঞ্জন ভৌমিক পিতা ঃ—যোগেশ ভৌমিক। বগাবিল।	খোয়াই
৪৮।	গোপাল গোস্বামী। পিতা :—রাজেন্দ্র গোস্বামী। বেলছড়া	ঐ
৪৯।	পি. আর. ভট্টাচার্য্য সালেমা	সালেমা
৫০।	দক্ষিণা দাসচৌধুরী সালেমা	ঐ
৫১।	নারায়ণ পালিত। বাস ড্রাইভার।	তৈদু
৫২।	সমীর চন্দ পিতা—সাধন চন্দ। বনমালীপুর, আগরতলা।	

১	২	৩
৫৩।	রবীন্দ্রলাল সিং সহকারী ড্রাইভার।	তৈতু
৫৪।	রণজিৎ সাহা। পিতা :—সুরেন্দ্র সাহা। অম্পি	ঐ
৫৫।	চুনীলাল চাকমা মনুদোলাল অফিস	ছামনু
৫৬।	কচোমণি ত্রিপুরা পিতা :—৺ পূর্ণমণি ত্রিপুরা গোবিন্দবাড়ী	ঐ
৫৭।	ত্রিবিদ চাক্মা ছাত্র	ঐ
৫৮।	অমিয় সরকার যতনবাড়ী	রইস্যাবাড়ী
৫৯।	চিকনরাই কলই অম্পি	তৈতু
৬০।	সুধাংশু সরকার পিতা :—ধনঞ্জয় সরকার নুতনবাজার	টাকারজলা
৬১।	উত্তম বিশ্বাস পিতা :—সর্বানন্দ বিশ্বাস নুতনবাজার	ঐ
৬২।	প্রাণহরি সাহজী পিতা :—৺যণিমোহন সাহজী ঠাকুরচান্দ	
৬৩।	রাজেন্দ্র দেববর্মা পিতা :—৺অর্জুন দেববর্মা লেম্বুছড়া	কমলপুর

১	২	৩
৬৪।	বিশ্বনাথ দেববর্মা পিতা :—চন্দ্রকুমার দেববর্মা তৈরুমছড়া	কমলপুর
৬৫।	ভূটান দেববর্মা পিতা :—শিবনারায়ণ দেববর্মা তৈরুমছড়া	কমলপুর
৬৬।	নৃপেন্দ্র দেববর্মা পিতা :—জংলীবাহাদুর দেববর্মা তৈরুমছড়া	ঐ
৬৭।	কান্তীলাল সাহা পিতা :—শচীন্দ্র কুমার সাহা ইন্দ্রনগর, আগরতলা	জিরানিয়া
৬৮।	কালাচান্দ ত্রিপুরা পিতা :—নিকুঞ্জবিহারী ত্রিপুরা জগবন্ধুপাড়া	গণ্ডাছড়া
৬৯।	রাম মোহন ত্রিপুরা পিতা—চন্দ্র মোহন ত্রিপুরা কুয়াইফাং	বাইখোড়া
৭০।	শচীন্দ্র দেববর্মা সোনারাই	কমলপুর
৭১।	মন্টু দাস পিতা—নবদ্বীপ দাস ব্রজেন্দ্রনগর	কিল্লা
৭২।	মোহন লাল দাস কুমারঘাট	ফটিকরায়
৭৩।	পান্নালাল মুখার্জী ইঞ্জিনিয়ার পি. ডব্লু. ডি	ঐ

১	২	৩
৭৪ ।	ইয়াকুব আলী ওরফে বাবুল মিঞা পিতা— আলী আকবর । চড়িলাম ।	টাকারজলা
৭৫ ।	ভানুরাম রিয়াং পিতা ৺ডং কারাই রিয়াং ইয়ারাই বাড়ী ।	নূতন বাজার
৭৬ ।	সরজুরাম রিয়াং পিতা ৺সম্বুরাম রিয়াং ইয়ারাই চৌধুরী পাড়া ।	ঐ
৭৭ ।	চামচিজয় রিয়াং পিতা কামালী রিয়াং	ঐ
৭৮ ।	অশ্বজয় রিয়াং পিতা ৺ ব্রজরাই রিয়াং	ঐ
৭৯ ।	ধনঞ্জয় ত্রিপুরা পিতা কল্যমাণ ত্রিপুরা । ইয়ারাই চৌধুরী পাড়া	নূতনবাজার
৮০ ।	তপন দেবনাথ বাস কণ্ট্রাক্টর । ইয়ারাই চৌধুরী পাড়া	তৈদু ।
৮১ ।	ব্রজেশ সাহা ওরফে বিজন । পিতা-বৈদ্যনাথ সাহা । হরিপুর ।	ঐ

বছর ১৯৯৪ ইং

১	২	৩
১।	প্রাণ মোহন মলসুম, গামাকু	অম্পি
২।	হরিদাস মালাকার, টিলাবাজার	কাঞ্চনপুর
৩।	ধীরেন্দ্র দেবনাথ, সহকারী ড্রাইভার	গণ্ডাছড়া
৪।	স্বপন দেব, বাসযাত্রী	ঐ
৫।	প্রতীক দাশ, বাসযাত্রী	ঐ
৬।	নিতাই দাস পিতা—ব্রজেন্দ্র দাস, মান্দাই	জিরানীয়া
৭।	বিশ্বজিৎ হালাম পিতা—৺নিশাকলাল হালাম, বলরাম	আমবাসা
৮।	সুবল সিং, গোলাঘাটি পিতা—রমেন সিং	তেলিয়ামুড়া
৯।	কৃষ্ণ ভৌমিক পিতা—বজবাসি ভৌমিক, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
১০।	ব্রজেন্দ্র দেবনাথ ক্ষিরোদ দেবনাথ, নন্দননগর	ঐ
১১।	দিলীপ ভৌমিক চন্দ্রপুর, আগরতলা	ঐ
১২।	জ্যোতির্ময় দেব, শিক্ষক	তৈদু
১৩।	সুরেশ জমাতিয়া, জলেয়া পিতা—৺মুক্ত চন্দ্র জমাতিয়া	কিল্লা
১৪।	বাতুল মিঞা পিতা—মহম্মদ হায়দার আলি, দাতারসি	মনু
১৫।	মইনুল হুসেন, বিশালগড়	মনু
১৬।	চিত্ত পাল, তেলিয়ামুড়া	ঐ
১৭।	নুরুল হুসেন, গোপীনগর	ঐ
১৮।	উপেন্দ্র জমাতিয়া, সববং	বীরগঞ্জ
১৯।	মৃনালকান্তি সাহা, ম্যানেজার রামদুর্লভপুর টি গার্ডেন	কমলপুর

১	২	৩
২০।	নারায়ণ রায় পিতা - কানু গোপাল রায়, চন্দ্রপুর	ঐ
২১।	ব্রজেন্দ্র ত্রিপুরা, মাজরাছড়া	ছামনু
২২।	রাজকুমার দেববর্মা পিতা—গোপাল দেববর্মা পরশীবাড়ী	জিরানীয়া
২৩।	তৈজেন্দ্র দে পিতা—হরেন্দ্র দে, ছামনু	ছামনু
২৪।	পরিমল দত্ত, ছামনু	ছামনু
২৫।	উদয় কুমার রিয়াং পিতা—৺বিষ্ণুরাম রিয়াং, রুপাছড়া	গণ্ডাছড়া
২৬।	উজনরাই রিয়াং পিতা—৺কাথিরাই রিয়াং, রূপাছড়া	গণ্ডাছড়া
২৭।	থাম্বা সিং পিতা—নন্দলাল সিং, গোবিন্দবাড়ি	মনু
২৮।	নমীগোপাল দে পিতা—মনমোহন দে, মনু	মনু
২৯।	গাব্বর মিঞা, সহকারী ড্রাইভার	আমবাসা
৩০।	ভাস্কর বিশ্বাস, সরকারী কর্মকারী	গঙ্গানগর
৩১।	দুলাল দাস, ঐ	ঐ
৩২।	প্রহ্লাদ সিং, ঐ	ঐ
৩৩।	গোপাল দত্ত, তারাবনছড়া অর্চার্ড	মনু
৩৪।	জীবন ত্রিপুরা, ডি-আর-ডাব্লিও	মনু
৩৫।	নেপাল রুদ্রপাল পিতা—৺যোগেশ রুদ্রপাল, ময়নামা	মনু
৩৬।	ভক্তি কান্ত দে পিতা—লহরি কান্ত দে, অরুন্ধুতিনগর	সিধাই
৩৭।	স্বপন দাস পিতা—সতীশ দাস, আড়ালিয়া	সিধাই

১	২	৩
৩৮।	রতনলাল মজুমদার, ড্রাইভার	তেলিয়ামুড়া
৩৯।	রনজিৎ কুমার দে, ড্রাইভার	মনু
৪০।	রঞ্জন বল, ভাগ্যমান রোয়াজাপাড়া	ঐ
৪১।	কেশরাই ত্রিপুরা, ভাগ্যমান রোয়াজাপাড়া	ঐ
৪২।	তারাজয় ত্রিপুরা ঐ	ঐ
৪৩।	প্রবোধ দাস, আমবাসা	গঙ্গানগর
৪৪।	হাবুল চন্দ্র বর্ধন পিতা—রবীন্দ্রচন্দ্র বর্ধন, হেজামারা	সিধাই
৪৫।	সাধুকুমার জমাতিয়া পিতা—৺গঙ্গাকুমার জমাতিয়া কাওয়ামারা	আর, কে, পুর
৪৬।	শান্তনু জমাতিয়া পিতা—গোপাপদ জাগাতিয়া, কাওয়ামারা	ঐ
৪৭।	যুদ্ধপদ জামাতিয়া পিতা—প্রেমহরি জমাতিয়া কাওয়ামারা	ঐ
৪৮।	অমরেন্দ্র দেববর্মা ওরফে অমেন্দ্র পিতা—৺চিকিরাই দেববর্মা, চাম্পাবাজার	তৈদু
৪৯।	পার্থজয় রিয়াং পিতা—দেবেন্দ্র রিয়াং, ভিলাধন	তেলিয়ামুড়া
৫০।	ধনচন্দ্র ত্রিপুরা, জাদব রোয়াজাপাড়	নূতনবাজার
৫১।	ব্রজেন্দ্র দেববর্মা পিতা—জগৎ দেববর্মা, উত্তর মহারাণীপুর	কল্যাণপুর
৫২।	রবীন্দ্র দেববর্মা, পিতা—মহানন্দ দেববর্মা	ঐ
৫৩।	মঙ্গল দেববর্মা পিতা—সুরেন্দ্র দেববর্মা, গঙ্গানগর	গঙ্গানগর
৫৪।	খুসারাম রিয়াং পিতা—নবকুমার রিয়াং, গঙ্গানগর	ঐ

১	২	৩
৫৫।	সুখেন্দু শেখর পাল, ডেপুটি ডাইরেক্টর পি জি পি	আমবাসা
৫৬।	যতীন্দ্র চৌধুরী পিতা—অম্বিকা চৌধুরী, ছামনু	ছামনু
৫৭।	বিনয় বরুয়া পিতা—জীতেন্দ্রলাল বরুয়া, ছামনু	ছামনু
৫৮।	রতন পাণ্ডে, ম্যানেজার, টি গার্ডেন, কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
৫৯।	প্রসেনজীৎ ঘোষ, পিতা—প্রতাপ ঘোষ, শ্রীরামপুর	কমলপুর
৬০।	নীত্যানন্দ সরকার পিতা—পরমানন্দ সরকার, করাতিছড়া	মনু
৬১।	বিমল দেবনাথ পিতা—হরেন্দ্র দেবনাথ, নবীনগর, বিশালগড়	কিল্লা
৬২।	মৃত্যুঞ্জয় মলসুম পিতা—৺শশচন্দ্র মসসুম, বৈনাবাড়ী	অম্পি
৬৩।	টিঙ্কু দত্তচৌধুরী, জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার	সিধাই
৬৪।	ময়ুরেশ দেববর্মা, ডুদরং সর্দার পাড়া	সিধাই
৬৫।	সুব্রত কর, জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার	জিরানীয়া
৬৬।	প্রদীপ সিং ঐ	ঐ
৬৭	রঞ্জন দাস, ওয়ার্ক এ সিঃ	রইস্যাবাড়ী
৬৮।	মৃণাল কান্তি ঘোষ, কনট্রাকটর	সুতনবাজার
৬৯।	রতন লস্কর, রামচন্দ্রনগর	জিরানীয়া
৭০।	প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, এস ডি ও মোহনপুর	সিধাই
৭১।	অঞ্জন ভৌমিক, জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার	ঐ
৭২।	গোপাল চন্দ্র সাহা, ড্রাইভার	বীরগঞ্জ
৭৩।	ভক্তমণি ত্রিপুরা পিতা—উপেন্দ্র ত্রিপুরা, জয়চন্দ্রপাড়া	মনু
৭৪।	ধাপার মণি ত্রিপুরা পিতা—মনীন্দ্র ত্রিপুরা ঐ	ঐ

১	২	৩
৭৫।	তীর্থমোহন ত্রিপুরা পিতা মনি কুমার ত্রিপুরা, জয়চন্দ্র পাড়া	মনু
৭৬।	দীপক চন্দ, পিতা ফনিভূষণ চন্দ, গকুলপুর	টাকারজলা
৭৭।	অরুণ দেববর্মা, পিতা- সম্প্রায়াই দেববর্মা রামচন্দ্র পাড়া	জিরানীয়া
৭৮।	সুরেন্দ্র সরকার, পিতা-রূপচান্দ সরকার চিত্রবাড়ী	গণ্ডাছড়া
৭৯।	কেয়ুচি মগ, পিতা-মনাসিং মগ, উত্তর ইচাছড়া	বাইখোড়া
৮০।	অভিরাম দেববর্মা, নোলাছড়া	খেলিয়ামুড়া
৮১।	জয়ধন ঘোষ, পিতা ৺কান্ত ঘোষ মৈত্রীছড়া	আমমু
৮২।	প্রদীপ সাহা, পিতা মধুসূধন সাহা, কাকড়াবন	আর, কে, পুর
৮৩।	সমর চন্দ্র সাহা পিতা—শৈলেন চন্দ্র সাহা, বনমালীপুর	মনু
৮৪।	সত্যেন্দ্র দেবনাথ পিতা—সোনাতন দেবনাথ, কাঠালতলী	সালেমা
৮৫।	ললিত দেবনাথ পিতা—সূর্য্য দেবনাথ, জয়ন্তীবাজার	ঐ
৮৬।	রতন দাস পিতা—গোপীনাথ দাস, বরকর	খোয়াই
৮৭।	সঞ্জীব দেববর্মা, দেববর্মা পাড়া	গণ্ডাছড়া
৮৮।	রাজেন্দ্র দেববর্মা ঐ	ঐ
৮৯।	গোপাল চৌধুরী, ড্রাইভার	তেলিয়ামুড়া
৯০।	নিখিল ঘোষ ঐ	ঐ
৯১।	নৃপেন্দ্র ঋষিদাস পিতা—কালিচরণ ঋষিদাস, তারানগর	সিধাই

(Past Poned un-Statred Question and Answer)

১	২	৬
৯২।	রঙ্গ মোহন দাস, পিতা—নারায়ণ দাস, বামমপুর	বীরগঞ্জ
৯৩।	দীপক দেবনাথ পিতা—বিকাশ দেবনাথ, গাংকিয়া	আর, কে, পুর
৯৪।	জওহর লাল দাস, ড্রাইভার	আমবাসা
৯৫।	নুপুর চক্রবর্ত্তী, ড্রাইভার	ঐ
৯৬।	ব্রজচন্দ্র সিং, পিতা—বেলুবাবু সিং, নেপালটিলা	ফটিকরায়
৯৭।	ক্ষিতিশ দেববর্মা পিতা হারুন দেববর্মা, টাকারজলা	আমবাসা
৯৮।	বিজয় দেববর্মা, ড্রাইভার, কৈলাসহর	ঐ
৯৯।	রাহুল বনিক, আমবাসা	ঐ
১০০।	বিমল দেবরায়	ঐ
	পিতা—ভানু দেবরায়, আমবাসা	ঐ
১০১।	অজিত দেবনাথ, আড়ালিয়া	ঐ
১০২—	পণ্ডিত পাবন সরকার পিতা—হারাধন সরকার, কুড়ি পুষ্করিণী	তৈদু
১০৩—	রাখাল সাহা, পিতা—চন্দ্র সাহা, চাকমাঘাট	তেলিয়ামুড়া
১০৪—	পুষ্প রঞ্জন দেববর্মা, পিতা—হরিচরণ দেববর্মা, কৈরাই	জিরানীয়া
১০৫—	নন্দ দেববর্মা ঐ	ঐ
১০৬—	কৃষ্ণ সরকার পিতা—ধীরেন্দ্র সরকার, নারায়ণপুর	গণ্ডাছড়া
১০৭—	রঞ্জীত কুমার মজুমদার পিতা যতীন্দ্র কুমার মজুমদার, চন্দ্রপুর	তেলিয়ামুড়া

১	২	৩
১০৮—অহিদ ওরফে বাচ্চু মিঞা দশমীঘাট		ঐ
১০৯—মালু মিঞা		
পিতা—ছুদ মিঞা, নোয়াবাড়ী		কিল্লা
১১০—আশীষ সাহা		
পিতা নেপাল সাহা, সোমবাড়ীয়া বাজার		টাকারজলা
১১১—হিরা ওরফে হিরালাল দেবনাথ		
পিতা—ক্ষেত্রমোহন দেবনাথ, ময়কার্ড		ঐ
১১২—জগৎ নারায়ণ জমাতিয়া, টিজ্বারিয়া		কিল্লা
১১৩—পরিমল পাল		
পিতা—৺ বীরেন্দ্র পাল, লক্ষ্মীপতি		আর, কে, পুর
১১৪—হিরালাল পাল		
পিতা—লালমোহন পাল ঐ		ঐ
১১৫—সবোধ দেববর্ম্মা		
পিতা—মঙ্গল দেববর্মা কাকড়াছড়া		তেলিয়াগুড়া
১১৬—ধনা চন্দ্র দেববর্মা		
পিতা—কলমজয় দেববর্মা, কাকড়াছড়া		ঐ
১১৭—কর্ত্তা মোহন ত্রিপুরা		
পিতা—৺ ধনা কুমার ত্রিপুরা, আনন্দরোয়াজা পাড়া		ছামনু
১১৮—সদাই মোহন ত্রিপুরা		
পিতা—রসিসেন ত্রিপুরা	ঐ	ঐ
১১৯—আজাদ মিঞা		
পিতা—আদম আলী	রাইয়াবাড়ী	কিল্লা
১২০—রইনাল হুসেন কাজী ওরফে মরণ আলী	ঐ	ঐ
পিতা—রুস্তাম আলী,	ঐ	ঐ
১২১—তাজেল মিঞা	ঐ	ঐ
১২২—ধর্ম দয়াল জমাতিয়া	ঐ	ঐ
১২৩—গঙ্গাজয় ত্রিপুরা		
পিতা—আনন্দ মোহন রোয়াজা, রতন নগর		রইসা বাড়ী

১	২	৩
১২৪।	নিলিমেশ পাল পিতা—নরমদা পাল। কৃষ্ণনগর	ফটিকরায়
১২৫।	সাগর দেববর্মা, ডেমডুম	ঐ
১২৬।	মানিক দেব পিতা—পরেশ দেব, নেপালটিলা	ঐ
১২৭।	চিত্ত চাকমা, ড্রাইভার	ছামনু
১২৮।	নন্দন ভৌমিক, পিতা—শঙ্কর ভৌমিক, ছৈলেংটা	ঐ
১২৯।	সুরধন চাকমা, ওয়ার্ক এসিষ্টেন্ট	ঐ
১৩০।	নিশীথ ঘোষ, লেঙ্গুছড়া পিতা— ৺ জয়কুমার ঘোষ	কমলপুর
১৩১।	সবোধ দেববর্মা পিতা— বীরেন্দ্র দেববর্মা, ললিত বাজার	জিরানীয়া
১৩২।	ভোলা লোধ, ড্রাইভার	জিরানীয়া
১৩৩।	উদইহাম মলসুম, শিক্ষক	কিল্লা
১৩৪।	বাসুচরণ জামাতিয়া মিত্য বাজার	ঐ
১৩৫।	অমৃত দেবনাথ, ড্রাইভার	আমবাসা
১৩৬।	ভুলু দেব, জয়নগর	তেলিয়ামূড়া
১৩৭।	সঞ্জীব সূত্রধর, পিতা—সুধীর সূত্রধর যোগেন্দ্রনগর	আমবাসা
১৩৮।	বিদ্যাধর ত্রিপুরা, মাগরিছড়া	মনু
১৩৯।	সাধনা দেববর্মা পিতা—নবকুমার দেববর্মা বৈরাগীডেপা	ঐ ঐ
১৪০।	গয়াপদ জামাতিয়া, সরবং	ঐ
১৪১।	প্রাণবল্লভ দেবনাথ পিতা আনন্দমোহন দেবনাথ নূতন বাজার	টাকারজলা

১	ঘ	৬
১৪২।	নবারুন দাশগুপ্ত পিতা—কুমুদ রঞ্জন দাশগুপ্ত, সিমনা	সিধাই
১৪৩।	হারাধন দাস পিতা—৺রবীন্দ্র চন্দ্র দাস, লেম্বুছড়া	তৈদু
১৪৪।	নির্ধন দাস, লেম্বুছড়া	তৈদু
১৪৫।	বিজয় বিশ্বাস পিতা—৺নগেন্দ্র বিশ্বাস, কলা বাগান	জিরানীয়া
১৪৬।	মংগরাই দেববর্মা পিতা—সোনারাম দেববর্মা, কলা বাগান	জিরানীয়া
১৪৭।	সুনীল দেববর্মা পিতা—রাম প্রসাদ দেববর্মা, জীতেম ঠাকুরবাড়ী	খোয়াই
১৪৮।	বিদ্যাধর তেওয়ারী, ড্রাইভার	বীরগঞ্জ
১৪৯।	রনজীৎ চন্দ পিতা—রামশ চন্দ, সুরমা	গণ্ডাছড়া
১৫০।	মনোরঞ্জন শীল পিতা—সূর্য্য শীল, সুরমা পঞ্চরতন	গণ্ডাছড়া
১৫১।	মানিক জমাতিয়া পিতা—যদু শশাংক জমাতিয়া, একছড়ি	নূতন বাজার
১৫২।	উত্তম দেবরায়, ওরফে সেন্টু, বনমালিপুর	সিধাই
১৫৩।	শ্যামল ঘোষ, বণিক্য চৌধুরী পাড়া, খয়েরপুর	ঐ
১৫৪।	মহম্মদ অনিচ মিঞা, টাউন প্রতাপগড়	ঐ
১৫৫।	বিপ্লব দাস, ড্রাইভার	জিরানীয়া
১৫৬।	মন্টু দেব পিতা—অনঙ্গ মোহন দেব আগরতলা	আমবাসা
১৫৭।	বিজনবিহারী দত্ত পিতা :—৺যোগেন্দ্রনাথ দত্ত আমবাসা	আমবাসা
১৫৮।	মৃত্যুঞ্জয় রিয়াং, ড্রাইভার	ঐ

(Past Poned un-Statred Question and Answer)

১	২	৩
১৫৯।	পান্থ মোদক, গাড়ীর মালিক	ঐ
১৬০।	রতন দাস পিতা শশীমোহন দাস, মনু	ছামনু
১৬১।	আলিত হুসেন পিতা :—মহম্মদ অগীর মিঞা, তৈচাং	অম্পি
১৬২।	তপন দেবনাথ পিতা :—রেবতী দেবনাথ, চন্দ্রপুর	নুতনবাজার
১৬৩।	রবীন্দ্র সরকার পিতা :—বাদল চন্দ্র সরকার নুতনবাজার	জিরানীয়া
১৬৪।	অপূর্ব সাহা পিতা :—ব্রজলাল সাহা শিবনগর, আগরতলা	বীরগঞ্জ
১৬৫।	নুরুল ইসলাম ড্রাইভার	বীরগঞ্জ
১৬৬।	শঙ্কর দেববর্মা, শ্রমিক	ঐ
১৬৭।	বাসুদেব চৌধুরী, তহশীলদার	সালেমা
১৬৮।	রাইমোহন দেববর্মা পিতা :—সামরাই দেববর্মা রাইমোহন চৌধুরী পাড়া	জিরানীয়া
১৬৯।	বলরাম দাস পিতা :—বঙ্কবিহারী দাস, তৈচাং	অম্পি
১৭০।	সুধাংশু দাস পিতা :—কর্ণ দাস, শান্তিনগর	খোয়াই
১৭১।	সুনীল দেবনাথ পিতা :—নবীন দেবনাথ ফুলকুমারী	নুতনবাজার
১৭২ :—	মনীন্দ্র দাস পিতা — অশ্বিনী দাস কচুছড়া	সালেমা

১	২	৩
১৭৩।	লক্ষ্মণ ঘোষ, ড্রাইভার	আমবাসা
১৭৪।	চৈতন্য ভৌমিক, পিতা—৺উমেশ ভৌমিক, জম্পুইজলা	টাকারজলা
১৭৫।	রতনজয় রিয়াং পিতা – নইদা রিয়াং, সমবুয়া	নুতনবাজার
১৭৬।	কার্ত্তিক সচা জমাতিয়া পিতা—চৈতন্য জমাতিয়া, নিউ এ. ডি. সি কলোনী	বীরগঞ্জ
১৭৭।	রবিচরণ দেববর্মা পিতা—৺মঙ্গলীয়া দেববর্মা, বীরচন্দ্রপাড়া	অম্পি
১৭৮।	আশীষ দেব, কমলপুর	কমলপুর
১৭৯।	রাজেন্দ্র দেববর্মা, কমলপুর	ঐ
১৮০।	রতন দেববর্মা পিতা—মুকু দেববর্মা, চারঘরিয়া	জিরানীয়া
১৮১।	শঙ্কর ভৌমিক পিতা—উষারঞ্জন ভৌমিক, হেজামারা	সিধাই
১৮২।	মুকুন্দ মুরারী জমাতিয়া, পিতা—ত্রিলোচন জমাতিয়া, মালবাসা	বীরগঞ্জ
১৮৩।	নিত্যানন্দ ভৌমিক পিতা—উমেশচন্দ্র ভৌমিক, জম্পুইজলা	টাকারজলা
১৮৪।	পত্তিরাম রিয়াং পিতা—ধনচৈয়া রিয়াং, চালিয়াপাড়া	গণ্ডাছড়া
১৮৫।	নারায়ণ সরকার পিতা—জয়দেব সরকার, লালছড়ি	আমবাসা
১৮৬।	কানুলাল দে পিতা—৺প্রিয়মোহন দে, রাজনগর	কিল্লা
১৮৭।	সুনীল দেবনাথ পিতা – নিতাই দেবনাথ, কমলনগর	জিরানীয়া

১	২	৩
১৮৮।	সঞ্জয় দেব পিতা—অখিল দেব, সমতল পদ্মবিল	খোয়াই
১৮৯।	কৃষ্ণধন দাস পিতা—বিধুভূষণ দাস	ঐ
১৯০।	সজল দেব পিতা—কার্তিক দেব, অম্পি	অম্পি
১৯১।	সারদা রোয়াজা, রতনগর	রইস্যাবাড়ী
১৯২।	বিল্লাসন ত্রিপুরা পিতা—ধার্মিক ত্রিপুরা	ঐ
১৯৩।	রহিম মিঞা, পিতা—পিতা কালা মিঞা, উত্তর মহারাণী	আর, কে, পুর
১৯৪।	পরিমল ভৌমিক লাটিয়াছড়া	বিশালগড়
১৯৫।	মহাদেব ঘোষ পিতা—৺নরেশ চন্দ্র ঘোষ, বৃদ্ধনগর	তেলিয়ামুড়া
১৯৬।	সত্যবান দেববর্মা পিতা—বিশু দেববর্মা, নারায়ণবাড়ী	জিরানীয়া
১৯৭।	রাহু দেববর্মা পিতা—চরণ দেববর্মা, সোনামনি সেপয়পাড়া	ঐ
১৯৮।	ননী গোপাল দাস পিতা—রঘুনাথ দাস, কড়াতিছড়া	মনু
১৯৯।	সাধন দেবনাথ পিতা—রমনী দেবনাথ, হৃদপাতল	জিরানীয়া
২০০।	শিবু দেবনাথ, ড্রাইভার	মুক্তনবাজার
২০১।	নিখিল পাল পিতা—ননী গোপাল পাল, লক্ষীপতি, আর, কে, পুর	কিল্লা
২০২।	শচীন্দ্র দেবনাথ পিতা—রাধা কান্ত দেবনাথ, লক্ষীপতি	কিল্লা

১	২	৩
২০৩।	সমীর রঞ্জন দেববর্মা পিতা—যোগেন্দ্র দেববর্মা, উত্তর মহারাণীপুর	তেলিয়ামুড়া
২০৪।	সমীন্দ্র দেববর্মা পিতা—৺মদরাম দেববর্মা ঐ	ঐ
২০৫।	চন্দ্র শেখর ত্রিপুরা পিতা—রাধা কুমার ত্রিপুরা, হারানচন্দ্র পাড়া	রইস্তাবাড়ী
২০৬।	বাসুদেব জমাতিয়া পিতা—৺গোপাল নারায়ণ জমাতিয়া ঐ	ঐ
২০৭।	বিজয় হরি জমাতিয়া পিতা—৺মঙ্গল কুমার জমাতিয়া বিষ্ণুবন্ধু পাড়া	তেলিয়ামুড়া
২০৮।	কার্তিক বিজয় রিয়াং পিতা—মনকরই রিয়াং, জয়রাম পাড়া	গণ্ডাছড়া
২০৯—	উত্তম পাল পিতা—দীনেশ পাল, শান্তিনগর	তেলিয়ামুড়া
২১০—	রঞ্জিৎ দাস, ড্রাইভার	ফটিকরায়
২১১—	মহাদেব দাস পিতা— ৺মনারাম দাস, মোহরছড়া	তেলিয়ামুড়া
২১২—	চন্দ্রমোহন ত্রিপুরা পিতা—৺ পুলিন কুমার ত্রিপুরা, ওয়ানেসা পাড়া	গণ্ডাছড়া
২১৩—	রঙ্গ কুমার ত্রিপুরা পিতা—৺ গৌরাঙ্গ ত্রিপুরা ঐ	ঐ
২১৪—	মধুমঙ্গল ত্রিপুরা পিতা—স্বর্গীয় পাথালা ত্রিপুরা ঐ	,,
২১৫—	পরেশ সাহা পিতা—গোপাল সাহা, নেপালটিলা	ফটিকরায়

বছর ১৯৯৫ ইং

১	২	৩
১।	শরদাস ত্রিপুরা পিতা — বদায্য ত্রিপুরা, পুরাতন দলপতিপাড়া	গণ্ডাছড়
২।	অমর ধর পিতা—সুধীর ধর, চন্দ্রপুর, আগরতলা	মনু
৩।	স্বপন রায় পিতা —হরিদাস রায়, কাণ্ডলামারা	সিধাই
৪।	প্রদীপ পাল, চন্দ্রাইপাড়া	আমবাসা
৫।	অমৃত রিয়াং, আমবাসা	ঐ
৬।	পূর্ণিরাম ত্রিপুরা, ভগীরথ পিতা —৺রূপবান ত্রিপুরা	গণ্ডাছড়া
৭।	ভূবন ত্রিপুরা পিতা —ভূধর চন্দ্র ত্রিপুরা ভগীরথ	ঐ
৮।	ফইদা ত্রিপুরা, পিতা ফুলসিং পুরাতন দলপতি	ঐ
৯।	ব্রজেন্দ্র ত্রিপুরা পিতা —কালী চন্দ্র ত্রিপুরা	ঐ ঐ
১০।	প্রদীপ শীল ড্রাইভার,	আমবাসা
১১।	বিশরাম দেববর্মা পিতা— সিকরাই দেববর্মা রাধা চরণ ঠাকুর পাড়া	জিরানীয়া
১২।	পুনিরাম দেববর্মা পিতা—মঙ্গল ওরফে জমাদার দেববর্মা তুইকালাই	জিরানীয়া
১৩।	আশু মোদক ওরফে আব্রার মোদক ড্রাইভার, শিলাছড়ি	আমবাসা

১	২	৩
১৪।	রণজিৎ রায় পিতা—রাধিকা চরন রায় আমবাসা	আমবাসা
১৫।	মিলন দত্ত পিতা— ক্ষিতিশ দত্ত মাছলি	আমবাসা ঐ
১৬।	অসিত রায়, সহকারী ড্রাইভার	আমবাসা
১৭।	মিন্টু দেবনাথ ড্রাইভার	ঐ
১৮।	সারু দেবনাথ সহকারী ড্রাইভার	
১৯।	বলেন্দ্র দেববর্মা পিতা—মৃত সুকুমার দেববর্মা এন, ই সি কলোনী	আমবাসা জিরানীয়া
২০।	শিশু সরকার, পিতা—অভিনাথ সরকার নারায়ণপুর	গণ্ডাছড়া
২১।	ক্ষিতীশ ঘোষ, ড্রাইভার	আমবাসা
২২।	উত্তম ঘোষ ঐ	ঐ
২৩।	নারায়ণ পাল পিতা—পরেশ পাল, শঙ্করপল্লী, বীরগঞ্জ	বইস্তাবাড়ী
২৪।	বাবুল দাস পিতা—৺শচীন্দ্র দাস, লালছড়া, খোয়াই	খোয়াই
২৫।	গৌর বণিক পিতা—৺ভক্ত বণিক, ছামনু	ছামনু
২৬।	শঙ্কর দে, ড্রাইভার	ঐ
২৭।	মহম্মদ আরজুস মুকুর, ছামনু	ঐ

১	২	৩
২৮।	মিত্যলাল বণিক পিতা—৺কানুলাল বণিক, ছামনু	ঐ
২৯।	বরুন বরুয়া পিতা—গিরিভূষণ বরুয়া, ছামনু	ঐ
৩০।	দিলীপ আচার্য্য পিতা—হরিপদ আচার্য্য, পঞ্চবটি	সিধাই
৩১।	দুলাল চন্দ্র মণ্ডল পিতা বনচরন চাম্পামুড়া, পূর্ব আগরতলা	তেলিয়ামুড়া
৩২।	যত্নবন চাকমা, শিক্ষক	মনু
৩৩।	শ্লোকা জমাতিয়া পিতা—জন্মজয় জমাতিয়া, নিউ কাছিমা	বীরগঞ্জ
৩৪।	জ্যোতিষ ত্রিপুরা পিতা—৺নির্মল ত্রিপুরা, ঘুশিধনপাড়া	ঐ
৩৫।	সুনীল দেবনাথ, বলরাম	সালেমা
৩৬।	সুধীর বিশ্বাস পিতা—নিশিকান্ত বিশ্বাস, আঠারবোলা	কিল্লা
৩৭।	সুবল দাস পিতা—সুরেন্দ্র দাস, হরিপুর	গণ্ডাছড়া
৩৮।	স্বদেশ দেব পিতা—ক্ষিতিশ দেব, ছেজামারা	সিধাই
৩৯।	সুধন দাস পিতা—সুরেন্দ্র দাস, নোয়াবাদী	জিরানীয়া
৪০।	নারায়ণ সাহা পিতা—চন্দ্রকুমার সাহা, রাঙ্গামাটি	অম্পি
৪১।	মনীন্দ্র দাস, পিতা ৺হেমন্ত দাস, ছনবন	কিল্লা

১	২	৩
৪২।	চন্দন চৌহান পিতা — ৺লক্ষণ চৌহান	তৈদু
৪৩।	সোনা মিঞা, পিতা— মজু মিঞা, তুইসাধু	তেলিয়ামুড়া
৪৪।	হিরাম চাকমা পিতা— মনোরঞ্জন চাকমা বিক্রমমোহন কারবারী পাড়া	মন
৪৫।	মধুসূধন ভট্টাচার্য্য, পিতা —কৃপাসাধন ভট্টাচার্য্য কুলাই	আমবাসা
৪৬।	বিমল রিয়াং পিতা—ঘর্গদা রিয়াং, ডাঙ্গাছড়া,	ফটিকরায়
৪৭।	রতন পোদ্দার পিতা-অমূল্য পোদ্দার, কাতলামারা	সিধাই
৪৮।	রবীন্দ্র দেবনাথ পিতা— প্রমোদ দেবনাথ, ডুলুবাড়ী	কমলপুর
৪৯।	মানিক মজুমদার, পিতা— সিতানাথ মজুমদার, রইস্যাবাড়ী	রইস্যাবাড়ী
৫০।	শেখর ভৌমিক, ড্রাইভার,	আমবাসা
৫১	—মনোরঞ্জন দেববর্মা পিতা—যতীন্দ্র দেববর্মা, বি, সি, পাড়া	খোয়াই
৫২	—রাজমোহন দেববর্মা, পিতা—নিমাই দেববর্মা, রাধানগর	ঐ
৫৩	—মলয় পাল পিতা—মণীন্দ্র পাল, নেপাল টিলা	ফটিকরায়
৫৪	—অমূল্য রায় পিতা— কৃষ্ণধন রায়, মোয়াবাদী	
৫৫	—রমণালাল জমাতিয়া ওরফে কলই জমাতিয়া পিতা— স্বর্গীয় রবিরধন জমাতিয়া, খেদারনল	নূতনবাজার

১	২	৩
৫৬।	জহরলাল রায়	
	পিতা—হরেকৃষ্ণ রায়, তারাবসছড়া	মনু
৫৭।	সুনীল দে, বামপুর	বীরগঞ্জ
৫৮।	নীরুদে, ঐ	ঐ
৫৯।	অজয় দার্থ ঐ	ঐ
৬০।	প্রদীপ দেবনাথ	
	পিতা—ভূলম দেবনাথ, চাকমাঘাট	তেলিয়ামুড়া
৬১।	অনিল দেব, ড্রাইভার	আমবাসা
৬২।	প্রবীর দেবনাথ	
	পিতা—স্বর্গীয় গোপাল দেবনাথ, শান্তিনগর	তৈদু.
৬৩।	নিমাই দেবনাথ,	
	পিতা—মুকুন্দ দেবনাথ, ২২ কার্ড	টাকারজলা
৬৪।	সুবোধ দেবনাথ,	
	পিতা—স্বর্গীয় সাধন দেবনাথ ঐ	ঐ
৬৫।	নেপাল দেবনাথ,	
	পিতা—গগণ দেবনাথ, ঐ	ঐ
৬৬।	শঙ্কর রায় চৌধুরী, ম্যানেজার কলাবাগান	জিরাণীয়া
৬৭।	ফালগুনী দেববর্মা, লক্ষ্মণ সর্দারপাড়া	টাকারজলা
৬৮।	উত্তম চক্রবর্ত্তী,	
	পিতা—নির্মল চক্রবর্ত্তী, ছনবন	কিল্লা
৬৯।	ভানু সরকার	
	পিতা—পক্ষেশ্বর সরকার ঐ	ঐ
৭০।	হরেন্দ্র দাস, ড্রাইভার	আমবাসা
৭১।	তাপস ভৌমিক, গঙ্গানগর	গণ্ডাছড়া
৭২।	মালু দাস, ড্রাইভার	ছামনু
৭৩।	সম্পদ বণিক, সহকারী ড্রাইভার	ঐ
৭৪।	প্রদীপ দেবনাথ, অমরপুর	ঐ

১	২	৩
৭৫।	যোগেশ পাল, ড্রাইভার	সিধাই
৭৬।	উত্তম দেববর্মা পিতা—তরনী দেববর্মা	জিরানীয়া
৭৭।	হরিদাস দাস পিতা—সাধন দাস, অম্পি কলোনী	অম্পি
৭৮।	নবীন ছবি ওরফে কুকু জমাতিয়া পিতা—রতি রঞ্জন জমাতিয়া, গহিয়া পাড়া	টাকারজলা ক
৭৯।	চিত্তরঞ্জন গুপ্ত (HG), আমবাসা	আমবাসা
৮০।	শিশির রিয়াং, জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার	মনু
৮১।	রাজেন্দ্র দেববর্মা পিতা—৺রামচন্দ্র দেববর্মা, কান্তি কোবড়া পাড়া	সিধাই
৮২।	সুভাষ মজুমদার পিতা—গনেশ মজুমদার, জম্পুইজলা	টাকারজলা
৮৩।	ডাঃ এস কে. বৈদ্য, ট্রেইনিং এ সি এ্যানিমাল হাসবান্ডারী	খোয়াই
৮৪।	সুনীল দেবনাথ পিতা—শ্রীগোপাল দেবনাথ, জম্পুইজলা	টাকারজলা
৮৫।	সুব্রত চৌধুরী ট্রেইনিং এ্যাসিঃ ফিসারী ডিপা :	খোয়াই
৮৬।	প্রেমানন্দ দাস, ফরেষ্টার, হালাহালি	কমলপুর
৮৭।	নেপাল রায়, পিতা—৺নরেশ রায় কুমারঘাট,	তেলিয়ামুড়া
৮৮।	নেপাল দেবনাথ, ড্রাইভার	রইস্যাবাড়ী
৮৯।	ধনারঞ্জন দাস সহকারী ড্রাইভার	ঐ
৯০।	মুকনজয় রিয়াং লেম্বুছড়া	ফটিকরায়
৯১।	সুরমোহন কারবারী	তেলিয়ামুড়া
৯২।	বাবুল পাল ড্রাইভার	
৯৩।	জি. এস ওয়েম বিনোদ, বোল ডোজার অপারেটর গ্রীফ,	কমলপুর

১	২	৩
৯৪।	সুভাষ দেবনাথ পিতা—ক্ষিতীশ দেবনাথ, গর্জনটিলা	তৈদু
৯৫।	রণজিৎ দাস, পিতা—রনদা চন্দ্র দাস; গর্জনটিলা	তৈদু
৯৬।	দাসু মজুমদার, পিতা—কার্ত্তিক মজুমদার, গর্জনটিলা	তৈদু
৯৭।	মাস্ত মিএগ্রা, সহকারী ড্রাইভার গর্জনটিলা	তৈদু
৯৮।	নরেশ বসাক পিতা—৺নিবারণ বসাক, পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী	ফটিকরায়
৯৯।	রতনমণি সাহা, ড্রাইভার	রইস্যাবাড়ী
১০০।	কানু চৌধুরী পিতা—৺বৈকুন্ট চৌধুরী, ফুলকুমারী	কিল্লা
১০১।	শশী মোহন দেবনাথ. পিতা—৺সুরেন্দ্র দেবনাথ, চাকমাঘাট	গঙ্গানগর
১০২।	রতন দেবনাথ, পিতা—৺মনীন্দ্র দেবনাথ, ব্রহ্মছড়া	তেলিয়ামুড়া
১০৩।	রবীন্দ্র ভৌমিক, পিতা মৃত হরেন্দ্র ভৌমিক, ব্রহ্মছড়া	তেলিয়ামুড়া
১০৪।	প্রদীপ রায় পিতা—৺যতীন্দ্র রায়, ব্রহ্মছড়া	তেলিয়ামুড়া
১০৫।	নৃপেশ দেব, ড্রাইভার	তেলিয়ামুড়া
১০৬।	মনোজ দাস, নূতনবাজার	নূতনবাজার
১০৭।	যতন দাস ত্রিপুরা, পদ্ম সিং রোয়াজা পাড়া	ছামনু
১০৮।	ধর্ম কুমার ত্রিপুরা ,, ,,	,,
১০৯।	পদ্মরাম রিয়াং ,, ,, ,,	,,

১	২	৩
১১০।	যতীন্দ্র দাস পিতা—ধনাঞ্জয় দাস, ছয়ঘরিয়া	বীরগঞ্জ
১১১।	নিখিল দাস পিং সুরেশ দাস, ছয়ঘরিয়া	ঐ
১১২।	হানিফ মিঞা পিতা—ফজর আলি ঐ	ঐ
১১৩।	সুনীল দাস পিতা -গোপাল দাস লক্ষীপতি	ঐ
১১৪।	নীহার গোস্বামী পিতা—হরলাল গোস্বামী, গাংফিয়া	ঐ
১১৫।	বিনোদ দেবনাথ, গাংফিয়া	ঐ
১১৬।	অমলা শর্মা, শিক্ষক, নলবাড়ী	আমবাসা
১১৭।	বৃক্ষ ত্রিপুরা পিতা—৺সিন্ধু কুমার ত্রিপুরা, ভগীরথ	গণ্ডাছড়া
১১৮।	মেঘনাথ রায় পিতা—ক্ষিতীশ রায়, ভদ্রমিনি পাড়া	জিরানীয়া
১১৯।	বাবুল ওরফে কংগ্রেস দেববর্মা পিতা—সুকুমার দেববর্মা, তৈচকমা	তৈদু ঐ
১২০।	শম্ভু দেববর্মা পিতা—রামপদ দেববর্মা, তৈচকমা	ঐ
১২১।	অজিত কুমার দেব পিতা—রবীন্দ্র চন্দ্র দেব, মেতাজীনগর, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
১২২।	সুধীর দেবনাথ পিতা — ৺সুরেন্দ্র দেবনাথ, নেতাজী নগর, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
১২৩।	প্রদীপ কুমার দেবনাথ, পিতা—৺কৃষ্ণধন দেবনাথ, যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা	তেলিয়ামুড়া
১২৪।	পরেশ বিশ্বাস পিতা—৺সুখদেব বিশ্বাস, নেতাজীনগর, তেলিয়ামুড়া	ঐ

	২	৩
১২৫।	যুগল জমাতিয়া, পিতা—সুধন্য জমাতিয়া, মহারাণীপুর, তেলিয়ামূড়া	ঐ
১২৬।	সিদ্ধার্থ দত্তগুপ্ত. মুঙ্গাইবাড়ী, তেলিয়ামুড়া	ঐ
১২৭।	প্রভাত সিং, পি. এ/ভি. জি. পি. দপ্তর, মনু	মনু
১২৮।	রনজিৎ কুমার দেব, ফরেষ্ট গার্ড ঐ	ঐ
১২৯।	কালীপদ দাস, পিতা—৺কাঙ্গালী দাস, চাংলুং পাড়া, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
১৩০।	সুফল রায়, পিতা—৺শরদা রায়, চন্দ্রপুর, সিধাই	সিধাই
১৩১।	গৌরাঙ্গ রায়, পিতা—বীরেন্দ্র রায়, ধর্মছড়া, মনু	মনু
১৩২।	কিরণ সিং পিতা—৺ইন্দ্রজিৎ সিং, অভয়নগর, আগরতলা	তেলিয়ামূড়া
১৩৩।	বিশু দেববর্মা, প্রোগ্রাম এ্যাসিঃ আমবাসা, টি. আর সেন্টার	আমবাসা
১৩৪।	ধীরেন্দ্র প্রোগ্রাম, হেলপার ঐ	ঐ
১৩৫।	লক্ষীমোহন সরকার, সুরমা, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
১৩৬।	মনোরঞ্জন দাস, চেয়ারম্যান, জিরানীয়া, হুক্কা ক্যাম্প;	জিরানীয়া
১৩৭।	প্রদীপ ভৌমিক পিতা—৺যদুলাল ভৌমিক, পেচারথল, ড্রাইভার	তেলিয়ামড়া
১৩৮।	মনোরঞ্জন দাস পিতা—৺হরিচরণ দাস, কমলনগর	জিরানীয়া
১৩৯।	প্রদীপ কর্মকার পিতা—৺ননীগোপাল কর্মকার, ড্রাইভার	ঐ
১৪০।	রথীন্দ্র চক্রবর্তী পিতা—৺ননীগোপাল চক্রবর্তী, ভাটি অভয়নগর, আগরতলা	সিধাই

১	২	৩
১৪১।	মতি দত্ত, চাম্পামুড়া, আগরতলা	ঐ
১৪২।	নারায়ণ বৈষ্ণব, বণিকা চৌমুহনী, আগরতলা	ঐ
১৪৩।	দীপক দেবনাথ, চাম্পামুড়া	ঐ
১৪৪।	বিশ্বমোহন ত্রিপুরা পিতা—ভাগ্য কুমার জমাতিয়া, পদ্মসিং রোয়াজা পাড়া, ছামনু	ছামনু
১৪৫।	উত্তম দাস পিতা—রমনী দাস, উত্তর কৃষ্ণকানগর	টাকারজলা
১৪৬।	প্রদীপ দাস, শিবনগর, বিশালগড়	ঐ
১৪৭।	জীতেন্দ্র সরকার পিতা—গোবিন্দ সরকার, কমলনগর, কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
১৪৮।	থাইম্যাজয় রোয়াজা, মানিকপুর, ছামনু	ছামনু
১৪৯।	সেরধন ত্রিপুরা ঐ	ঐ
১৫০।	নূতনদা ত্রিপুরা ঐ	ঐ
১৫১।	লোকাসিং ত্রিপুরা ঐ	ঐ
১৫২।	অনিল সরকার, হরিপুর, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
১৫৩।	বায়ন্ত নারায়ণ ঘোষ, কন্ট্রাকটর	কমলপুর
১৫৪।	কালীপদ ঘোষ, কমলপুর	ঐ
১৫৫।	ওজনরাই রিয়াং পিতা—অসিরাই রিয়াং, মরিহাম পাড়া	গণ্ডাছড়া
১৫৬।	অতুল সিং, পিতা—সুরেন্দ্র সিং, জামমুং	সালেমা গণ্ডাছড়া
১৫৭।	স্বদেশ পাল পিতা—৺বসন্ত পাল, কমলনগর, জিরানীয়া	জিরানীয়া
১৫৮।	হারাধন দাস পিতা—৺নগেন্দ্র দাস, কমলনগর, জিরানীয়া	ঐ
১৫৯।	নারায়ণ ঘোষ, রাণীরবাজার, ড্রাইভার	জেলিয়ামুড়া

(Past Poned un-Statred Ouestions and Answers)

১	২	৩
১৬০।	উত্তম বণিক, আশ্রম চৌমুহনী, আগরতলা	ঐ
১৬১।	বিশুরাই দেববর্মা পিতা—দেবেন্দ্র দেববর্মা, সৎপাড়া, জিরানীয়া	জিরানীয়া
১৬২।	মহিজ মিঞা, ড্রাইভার	বিশালগড়
১৬৩।	সত্যেন সাহা পিতা—৺হরমোহন সাহা, আভাংগা ছড়া, বাইখোরা	ঐ
১৬৪।	উষা দেববর্মা, শিক্ষক, আযোধ্যাপাড়া, আমবাসা	আমবাসা
১৬৫।	সুধীর বাউল, ফুলকুমারী, ড্রাইভার	নূতনবাজার
১৬৬।	সুভাষ সাহা ঐ কণ্ট্রাকটার	ঐ
১৬৭।	জগবন্ধু চৌধুরী পিতা—৺কামিনী মোহন চৌধুরী, আমবাসা	সিধাই
১৬৮।	বিমল দেববর্মা পিতা—৺পরেশ দেববর্মা, বল্লাবাহী, আমবাসা	আমবাসা
১৬৯।	লক্ষণ ভৌমিক, পিতা—৺কেশব ভৌমিক, বল্লাবাহী, আমবাসা	ঐ
১৭০।	কৃপেশ দেবনাথ পিতা—৺রমেশ দেবনাথ, বল্লাবাহী, আমবাসা	ঐ
১৭১।	নরেশ দাস পিতা —সুধন দাস, লালটিলা, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
১৭২।	মুখিয়া মগ, তারাবন কলোনী, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
১৭৩।	প্রদীপ সাহা পিতা—বীরেন্দ্র সাহা, অম্পি	অম্পি
১৭৪।	নিরঞ্জন সাহা পিতা—নির্মল চন্দ্র সাহা, অফিসটিলা, নূতনবাজার	নূতনবাজার
১৭৫।	তপন দত্ত পিতা—মনোরঞ্জন দত্ত, ফুলকুমারী, উদয়পুর	ঐ
১৭৬।	দিলীপ দে পিতা—৺রাধাচরণ দে, বগাফা, শান্তিরবাজার	ঐ

১	২	৩
১৭৭।	কৃষ্ণ ভৌমিক পিতা—৺বীরেন্দ্র ভৌমিক, সুকান্ত কলোনী, তেলিয়ামুড়া	তৈদু
১৭৮।	নান্টু সরকার পিতা—৺যতীন্দ্র সরকার, করইলং তেলিয়ামুড়া	ঐ
১৭৯।	অভিরঞ্জন (অভিরাম) মল্লিক পিতা—ধনরাম মল্লিক, নারায়ণপুর, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
১৮০।	রনজিৎ দেববর্মা পিতা—বিদ্যা দেববর্মা, চানকাপ, সালেমা	সালেমা
১৮১।	মধুমালা বেগম পিতা—ছিব্রাহিম মিঞা, এই. জি টাকারজলা	টাকারজলা
১৮২।	রতিশ দাশ শিক্ষক, রামপুর, বীরগঞ্জ	গণ্ডাছড়া
১৮৩।	প্রদীপ চৌধুরী পিতা—নরেশ চৌধরী, অঘোর সর্দারপাড়া, মনু	মনু
১৮৪।	নিতাই চৌধুরী ঐ	ঐ
১৮৫।	সুশীল পাল, কুলাই, আমবাসা,	আমবাসা
১৮৬।	কাজল দাস, আমবাসা	ঐ
১৮৭।	অমরেশ দেব, ঐ	ঐ
১৮৮।	দুর্গা দাস ঐ	
১৮৯।	নগেন্দ্র দাস পিতা—যোগেন্দ্র দাস, নেতাজীনগর, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
১৯০।	নির্মল আচার্য্য পিতা—কানাইলাল আচার্য্য, পালাটিলা, আর, কে, পুর	মনু
১৯১।	সাধন দেবনাথ, পানিসাগর,	মনু
১৯২।	মিঃ কে, জি-সিন্‌হা, ইঞ্জিনিয়ার, ও, এন, জি, সি,	টাকারজলা
১৯৩।	প্রেম সাগর, ঐ	ঐ
১৯৪।	শানতুনা সিং, ড্রাইভার, আগরতলা	আমবাসা

১	২	৩
১৯৫ ।	সভিশ সিং, ব্রহ্মছড়া, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
১৯৬ ।	গোপাল দেবনাথ, পিতা—যতীন্দ্র দেবনাথ ডুলুবাড়ী, আমবাসা	আমবাসা
১৯৭ ।	কুসুম ত্রিপুরা, পিতা—থাকড়া ত্রিপুরা, চন্দ্রকুমার পাড়া রইস্যাবাড়ী,	রইস্যাবাড়ী
১৯৮ ।	কর্ণ কুমার ত্রিপুরা পিতা—নবীনচন্দ্র ত্রিপুরা, চন্দ্রকুমার পাড়া, রইস্যাবাড়ী	ঐ
১৯৯ ।	ভারত দেববর্মা, পিতা—সুভাষ দেববর্মা, দার্জিলিং, মেলাঘর,	তেলিয়ামুড়া
২০০ ।	অতীন্দ্র চাকমা, পিতা৺ রঙ্গচান্দ চাকমা, ক্ষেত্রিছড়া, ছামনু,	ছামনু
২০১ ।	বিধুভূষণ সাহা, পিতা—চন্দ্রমোহন সাহা, ছামনু	ছামনু
২০২ ।	দার্জিলিং কলই পিতা— ধনঞ্জয় কলই, বৈশ্যমণি কারবারী পাড়া, অম্পি	অম্পি
২০৩ ।	ধীরচন্দ্র কলই, পিতা— বুধুচন্দ্র কলই, ধনলেখা, অম্পি	ঐ
২০৪ ।	রতন সরকার, পিতা—গোপাল সরকার আড়ালিয়া, বিশালগড়	বিশালগড়
২০৫ ।	রাধা চরণ দেবনাথ পিতা—৺গঙ্গাচরণ দেবনাথ, বোবোদাবাড়ী, গণ্ডাছড়া,	গণ্ডাছড়া
২০৬ ।	বিশ্ব দাস, পিতা—বাদল দাস ঐ	ঐ ঐ
২০৭ ।	পার্থ ভৌমিক, পিতা—সুখেন্দু ভৌমিক, অম্পি	বিশালগড়
২০৮ ।	উত্তম কুমার দেবনাথ, পিতা—হিরালাল দেবনাথ, মুহুরীপুর	ঐ

১	২	৩
২০৯।	রণজিৎ সিং পিতা—ধনঞ্জয় সিং, হালাহালি, কমলপুর	আমবাসা
২১০।	স্বপন দেবনাথ, পিতা— হরিপদ দেবনাথ, কুলাই,	ঐ ঐ
২১১।	জাফর আলী, পিতা- ৺চন্দ মিঞা, কিল্লা	কিল্লা
২১২।	আনন্দ মিঞা, পিতা—হালিফ মিঞা, কিল্লা	ঐ
২১৩।	রাজ কুমার সরকার, পিতা—৺অনুকুল সরকার, নূতন বাজার	নূতন বাজার
২১৪।	প্রবীর কুমার সাহা, পিতা—অমূল্য কুমার সাহা, যতনবাড়ী	ঐ
২১৫।	তপন নমঃশুদ্র, পিতা—৺বিভিষণ নমঃশুদ্র, পঃ ডলুছড়া	সালেমা
২১৬	পার্থ সারথি নন্দী, পিতা—৺পরেশ নন্দী, পঃ গকুলপুর, আর, কে, পুর	আর,কে,পুর,
২১৭।	বিমল দেববর্মা, পিতা—নন্দ কুমার দেববর্মা, পঃ ছামনু	ছামনু
২১৮।	শংকর দেববর্মা, পিতা—রাই দেববর্মা, পঃ ছামনু	ঐ
২১৯।	বিশু দেববর্মা, ঐ	ঐ
২২০।	মঙ্গল দেববর্মা পিতা—সম্প্রাই দেববর্মা, ঐ	ঐ
২২১।	জ্ঞেজেন্দ্র দেব, পিতা—মৃত নৃপেন্দ্র দেব, অপরেশকর, কমলপুর	কমলপুর
২২২।	অনিল পাল, পিতা—৺যামিনী পাল, কচাই বাড়ী, খোয়াই,	খোয়াই

১	২	৬
২২৩।	সুনিল বণিক, পিতা—রাখাল বনিক, দুর্গানগর, খোয়াই	ঐ
২২৪।	নারায়ণ দাস পিতা—মৃত অমূল্য দাস, লালছড়া, খোয়াই	ঐ
২২৫।	হরিদাস দাস. পিতা— হেমলাল দাস পঞ্চরতন, রইস্যাবাড়ী	রইস্যাবাড়ী
২২৬।	শুভুধন চাকমা, পিতা—মৃত—রাম চন্দ্র চাকমা, তিলক পাড়া, মনু	মনু
২২৭।	শ্রীদাম দেবনাথ, নূতন বাজার,	রইস্যাবাড়ী
২২৮।	যদু লাল সাহা, পিতা—মৃত—মনমোহন সাহা, ড্রাইভার	নূতন বাজার,
২২৯।	শংকর পোদ্দার, পিতা—চিন্তাহরণ পোদ্দার, দীনরাম পাড়া, রইস্যাবাড়ী	রইস্যাবাড়ী
২৩০।	পরিমল পাল, পিতা—হরিদাস পাল, লক্ষীপতি, আর, কে, পুর	আর, কে, পুর
২৩১।	খইয়াজয় (ত্রিপুরা) রোয়াজা পিতা—৺কুমার চন্দ্র রোয়াজা, ললিতধন রোয়াজা পাড়া, ছামনু	ছামনু
২৩২।	ডি. কে উপাধ্যায়, ডি, এফ, ও, মনু	মনু
২৩৩।	সুকুমার দাস পিতা—৺লক্ষীচরণ দাস, গৌরাঙ্গটিলা, তেলিয়ামুড়া	বীরগঞ্জ
২৩৪।	নিরঞ্জন সাহা পিতা—মনোরঞ্জন সাহা, অম্পি	অম্পি
২৩৫।	মহম্মদ সাহাবুদ্দিন, পশ্চিমবঙ্গ	খোয়াই
২৩৬।	লালবাবু সিং ঐ	ঐ
২৩৭।	অমূল্য মোহন সাহা, নূতনবাজার	রইস্যাবাড়ী
২৩৮।	অমলেন্দু সাহা ঐ	ঐ

১	২	৩
২৩৯।	বাতুল মিঞা ঐ	ঐ
২৪০।	বাদল সাহা ঐ	ঐ
২৪১।	সুকুমার সাহা পিতা— অজিত সাহা, মনটতলা কলোনী	সিধাই
২৪২।	হরি নমঃ পিতা—বিহারী নমঃ, লক্ষীপুর, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
২৪৩।	কানুলাল ঘোষ পিতা—৺গোপাল ঘোষ, বারভূইয়া	আর. কে. পুর
২৪৪।	দিলীপ দাস পিতা—অধর দাস, আনন্দনগর	জিরানীয়া
২৪৫।	মনোরঞ্জন দেব, পিতা—৺অশ্বিনী দেব, লালছড়ি, আমবাসা	আমবাসা
২৪৬।	দুলাল বিশ্বাস পিতা—মাখন বিশ্বাস, ৬০ কার্ড	গণ্ডাছড়া
২৪৭।	রতন দেবনাথ পিতা—জয়চন্দ্র দেবনাথ, নোয়াবাড়ী	টাকারজলা
২৪৮।	অর্জুন চন্দ পিতা—৺সমীরণ চন্দ, হাওাইবন, আসাম	পেঁচারথল
২৪৯।	আলোক দেবনাথ পিতা—অমূল্য দেবনাথ, সরবং	বীরগঞ্জ
২৫০।	জে. কৃষ্ণ পিতা—৺জে. আঘিয়া, অন্ধ্রপ্রদেশ	আমবাসা
২৫১।	কিশোর কর পিতা—যতীন্দ্র কর, গোলাঘাটি	টাকারজলা
২৫২।	হারাধন শীল পিতা—যোগেশ শীল, মোহনপুর, টাকারজলা	টাকারজলা
২৫৩।	রতন শর্মা পিতা—গোবিন্দ শর্মা, ধলেশ্বর, আগরতলা	কমলপুর

১	২	৩
২৫৪।	রবীন্দ্র ভৌমিক পিতা—৺নন্দ কুমার ভৌমিক, মজলিশপুর	জিরানীয়া
২৫৫।	রামসুদারথ রায় পিতা—পুনিলাল রায় রায়, খেজুরবাগান, আগরতলা	সিধাই
২৫৬।	অনন্ত মৃড়াসিং, মনু	মনু
২৫৭।	তীর্থরাজ মুখার্জী, কমলপুর	তেলিয়ামুড়া
২৫৮।	জামাল মিঞা পিতা—সুরজ মিঞা, মোহনপুর, ছনবাড়ী	টাকারজলা
২৫৯।	হরিধন দেব, কুলাই	গঙ্গানগর
২৬০।	স্বপন দেবনাথ পিতা—কৃষ্ণ দেবনাথ, গঙ্গানগর	ঐ
২৬১।	মধু মগ, বলরাম পাড়া, আমবাসা	গঙ্গানগর
২৬২।	সত্যজিৎ (টিটু) রায় পিতা—প্রশান্ত রায়, আমলাবাড়ী	খোয়াই
২৬৩।	রতন পাল পিতা—হীরালাল পাল, চানকাপ	সালেমা
২৬৪।	অজয় কুমার মালাকার পিতা—অক্ষয় কুমার মালাকার, ছোলাই পাসা	আমবাসা
২৬৫।	কাজল পাল, ড্রাইভার, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
২৬৬।	ঠাকুরচান্দ চৌধুরী পিতা—জগবন্ধু চৌধুরী, ব্রহ্মছড়া, তেলিয়ামুড়া	ঐ
২৬৭।	শশীরঞ্জন চাকমা পিতা—সিনহামণি চাকমা, চালতাছড়া, মনু	মনু
২৬৮।	ইন্দ্রজগৎ প্রসাদ শর্মা, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
২৬৯।	শীতেন্দ্র সাহা পিতা—৺কৃষ্ণধন সাহা, কচুছড়া, সালেমা	সালেমা
২৭০।	সঞ্জীব ভৌমিক, ধলেশ্বর, আগরতলা	জিরানীয়া

১	২	৩
২৭১।	ললিত দেবনাথ পিতা—লালমোহন দেবনাথ, বড়জলা, বিশালগড়	বিশালগড়
২৭২।	চিত্তরঞ্জন শুক্লবৈদ্য, এস, ডি, ও, অফিস, খোয়াই	খোয়াই
২৭৩।	সন্তোষ দেবনাথ পিতা—রমনী দেবনাথ, ইটভাট্টাবাজার, বিশালগড়	বিশালগড়
২৭৪।	রবি দাস পিতা—যোগেশ দাস, ধর্মনগর	তেলিয়ামুড়া
২৭৫।	অজিৎ শীল, ড্রাইভার	ঐ
২৭৬।	শ্যামল দেবনাথ পিতা—চন্দ্রহরি দেবনাথ, আমবাসা	কিল্লা
২৭৭।	সুধন্য দেব পিতা—করুণা দেব, অরুণধুতিনগর, আগরতলা	তেলিয়ামুড়া
২৭৮।	তন্ময় মগ পিতা—৺মনচাজয় মগ, আগরতলা	আমবাসা
২৭৯।	সুখেন্দ্র দেব, বড়লুৎসা, সালেমা	সালেমা
২৮০।	কৃষ্ণ ধর পিতা—অজিৎ ধর, কৃষ্ণনগর, ফটিকরায়	কৈলাশহর
২৮১।	মঃ পি. সি সিঙ্গার ইঞ্জিনিয়ার, খুমুলং জিরানীয়া	জিরানীয়া
২৮২।	দিলীপ নাথ শর্মা পিতা—বসুদা নাথ শর্মা, দুর্গানগর, খোয়াই	খোয়াই
২৮৩।	কর্ণসাধন জমাতিয়া পিতা—বানশপদ জমাতিয়া, বৈরাগী দোকান	নূতনবাজার
২৮৪।	বাবুল মিঞা পিতা - আদম আলী, রাইয়াবাড়ী, কিল্লা	কিল্লা
২৮৫।	রণজিৎ দাস পিতা—৺বানচারাম দাস, ছনবন, আর, কে, পুর	ঐ

১	২	৩
২৮৬।	নৃপেন্দ্র দাস পিতা—৺কৃষ্ণ দাস, সেচুরিয়া, সালেমা	সালেমা
২৮৭।	সুবোধ দাস পিতা—৺সুরেশ দাস, যতনবাড়ী	নূতনবাজার
২৮৮।	খালেকউদ্দিন, লাটুর্গাও, ধর্মনগর	তেলিয়ামুড়া
২৮৯।	ফজুল মিঞা, ড্রাইভার	ঐ
২৯০।	বিদ্যাজয় রোয়াজা পিতা—পূর্ণসিং রোয়াজা, বিদ্যাজয় পাড়া	রইস্যাবাড়ী
২৯১।	রতন ত্রিপুরা, ক্ষেত্রিছড়া, ছামনু	ছামনু
২৯২।	পূর্ণ চাকমা—ঐ	ঐ
২৯৩।	শংকর দাস, পিতা নারায়ণ দাস, ফুলকুমারী	কিল্লা
২৯৪।	মানিক দাস, পিতা—মাখন দাস, মনু	মনু
২৯৫।	মনমোহন ত্রিপুরা, পিতা—জয়কুমার ত্রিপুরা, দলপতি	গণ্ডাছড়া
২৯৬।	সুশান্ত কুমার পুরকায়স্থ, ড্রাইভার	ছামনু
২৯৭।	শংকর মজুমদার, সহকারী ড্রাইভার	ঐ
২৯৮।	বরুণজয় চাকমা, নূতন বাজার	মনু
২৯৯।	বাদল দাস, পিতা—ভানু দাস, ধর্মনগর	দামছড়া
৩০০।	রাইচান্দ বিশ্বাস, পিতা—মাধব বিশ্বাস, জিরানীয়া	জিরানীয়া
৩০১।	আমির হুসেন, পিতা—দুলাল মিঞা, ভদ্রঘিল্লিপাড়া,	জিরানীয়া
৩০২।	অনিল দাস, শিক্ষক পদ্ম কুমার পাড়া, কমলপুর	কমলপুর

১	২	৩
৩০৩।	হরিধন দাস, পিতা—	আর, কে, পুর
৩০৪।	সমরেন্দ্র নাথ, পিতা—সুরেন্দ্র নাথ, সাও পালা, মনু	কাঞ্চনপুর
৩০৫।	সুধাংশু শীল, পিতা—সুকুমার শীল, চানকাপ	সালেমা
৩০৬।	নিতাই দাস, পিতা—জগাধন দাস, সাধুপাড়া	জিরানীয়া
৩০৭।	স্বদেশ দাস, কনডাক্টর,	আঁমবাস
৩০৮।	সমীর চক্রবর্ত্তী, ক্যাশিয়ার, কমলপুর	ঐ
৩০৯।	গৌরাঙ্গ ভৌমিক, ৪র্থ কর্মচারী মহারানী	আর, কে পুর
৪১০।	বিমল সাহা, পিতা—৺দেওকী সাহা, মনুঘাট	ছামনু
৩১১।	তপন দেওয়ান পিতা—সুখলাল দেওয়ান, মইনামা	ছামনু
৩১২।	নন্দলাল দেবনাথ পিতা—যুধিষ্ঠির দেবনাথ, ডিবালিয়া	সিধাই
৩১৩।	গণেশ রিয়াং পিতা—আনন্দ রিয়াং, ও বিছড়া	কাঞ্চনপুর
৩১৪	ননী দাস পিতা—৺নৃপেন্দ্র দাস, লাটিয়াবাড়ী	সালেমা
৩১৫।	কৃষ্ণ দাস পিতা—৺ভগবান দাস, চানকাপ	সালেমা
৩১৬।	কৃষ্ণপদ দেবনাথ পিতা—শিলুচরণ দেবনাথ, বিশ্বমনিপাড়া, জিরানীয়া	জিরানীয়া
৩১৭।	অবনী দাস, হরিভক্ত পাড়া, সিধাই	ঐ
৩১৮।	কৃষ্ণধন দেবনাথ, বিশ্বমনি পাড়া, সিধাই	ঐ
৩১৯।	ভানু ঘোষ, এই, জি	সিধাই

১	২	৩
৩২০।	কাজল কুমার দাস পিতা—৺দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস, বারভুঁইয়া, আর. কে পুর	আর. কে. পুর
৩২১।	প্রহ্লাদ বণিক পিতা—প্রানবল্লভ বণিক, বারভুঁইয়, আর. কে, পুর	আর, কে, পুর
৩২২।	ভবতোষ দাস পিতা—বিষ্ণুচন্দ্র দাস, শচীন্দ্রনগর কলোনী	জিরানীয়া
৩২৩।	দীনেশ শিব পিতা—নরেন্দ্র শিব, জগন্নাথদিঘীর পাড়	আর, কে, পুর
৩২৪।	দিলীপ মজুমদার, চন্দ্রপুর, আগরতলা	মণু
৩২৫।	সত্যেন দেবনাথ পিতা—৺হরেন্দ্র দেবনাথ, মোহনপুর, সিধাই	ঐ
৩২৬।	অধীর মালাকার, বেতছড়া, ফটিকরায়	ঐ
৩২৭।	প্রদীপ মালাকার পিতা—প্রহ্লাদ মালাকার, ফটিকরায়	ঐ
৩২৮।	মনোরঞ্জন মালাকার পিতা—নিরোদ মালাকার, ফটিকরায়	ঐ
৩২৯।	বুধি শীল—বেতছড়া, ফটিকরায়	ঐ
৩৩০।	অমল মিত্র—রেডিও, অপারেটর, করবুক	নূতনবাজার
৩৩১।	গৌরাঙ্গ দেব, ড্রাইভার	নূতন বাজার
৩৩২।	উত্তম সাহা পিতা—নিরঞ্জন সাহা, পল্টুীরোড, আর, কে, পুর,	ঐ
৩৩৩।	বাদল চক্রবর্ত্তী সহকারী শিক্ষক	ঐ
৩৩৪।	ছুহু মিঞা পিতা—মৃত আবদুল মজিদ বহুমনি পাড়া, টাকারজলা,	টাকারজলা
৩৩৫।	স্বপন দেব, পিতা—রুক্মিনী দেব, ইচারবিল, তেলিয়ামুড়া	তৈদু

১	২	৩
৩৩৬।	হারাধন সাহা, পিতা—দীনেশ সাহা, তৈদু বাজার	ঐ
৩৩৭।	দীনেশ বর্মন, পিতা—মৃত রঞ্জন বর্মন ফটিকরায়	ঐ ঐ
৩৩৮।	যোগেশ মজুমদার পিতা—মৃত ভারত চন্দ্র মজুমদার পঃ ছামনু	ছামনু
৩৩৯।	অজিত বড়ুয়া, পিতা—যতীন্দ্র লাল বড়ুয়া, পঃ ছামনু	ঐ
৩৪০।	পরিমল দত্ত, পিতা—মৃত বিপীন দত্ত, পঃ ছামনু	ঐ
৩৪১।	নেপাল সরকার, ধুমাছড়া, মনু,	মনু
৩৪২।	ঝুলন মজুমদার, পিতা—ভূষণ মজুমদার, রাধানগর, জিরানীয়া	জিরানীয়া,
৩৪৩।	সন্তোষ চৌধুরী, পিতা—হরেন্দ্র চৌধুরী রাধানগর, জিরানীয়া	ঐ
৩৪৪।	প্রদীপ দেবনাথ পিতা—হরেকৃষ্ণ দেবনাথ রাধানগর জিরানীয়া	ঐ
৩৪৫।	নারায়ণ দেবনাথ, পিতা—লালমোহন দেবনাথ, রাধানগর, জিরানীয়া	ঐ
৩৪৬।	পরিমল দেবনাথ, পিতা—চন্দ্র শেখর দেবনাথ, রাধানগর, জিরানীয়া	ঐ
৩৪৭।	অমর চান্দ সরকার, পিতা—আশুলাল সরকার, জয়কুমার, পাড়া, রইস্যাবাড়ী	রইস্যাবাড়ী
৩৪৮।	মানিক চৌধুরী, পিতা—জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী জয়কুমার, পাড়া, রইস্যাবাড়ী	ঐ
৩৪৯।	মন্টু সরকার, পিতা—উদয় সরকার, জয়কুমার পাড়া, রইস্যাবাড়ী	ঐ

১	২	৩
৩৫০।	সেন্টু (দেবপ্রসাদ) সরকার পিতা—মনমোহন সরকার, জয়কুমার পাড়া, রইস্যাবাড়ী	রইস্যাবাড়ী
৩৫১।	তীর্থরাই জমাতিয়া পিতা—শশীচন্দ্র জমাতিয়া, তেরুপাবাড়ী, কিল্লা	কিল্লা
৩৫২।	গৌতম দাস, মৈনামা, মনু	মনু
৩৫৩।	প্রদীপ (টুলু) দাস, পাবিয়াছড়া, ফটিকরায়	—
৩৫৪।	গোপাল দাস পিতা—দীনেশ দাস, ছেরমা, খোয়াই	জিরানীয়া
৩৫৫।	দুলাল দেব পিতা—৺ধীরেন্দ্র দেব, জগৎপুর, সিধাই	সিধাই
৩৫৬।	লিটন সাহা পিতা—খোকন সাহা, সরবং, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৩৫৭।	তপন দেবনাথ পিতা—ননী দেবনাথ ঐ	ঐ
৩৫৮।	বাপী কর পিতা—৺সুধা কর, বগাবিল, খোয়াই	খোয়াই
৩৫৯।	প্রবোধ দেব পিতা—প্রাণতোষ দেব, লালছড়ি	—
৩৬০।	চন্দন দত্ত পিতা—৺নারায়ণ দত্ত, ড্রাইভার	অম্পি
৩৬১।	সজল চৌধুরী, ফিল্ড এ্যাসিঃ	জিরানীয়া
৩৬২।	তপন পাল, দুর্গানগর, খোয়াই	—
৩৬৩।	আরফিয়া মগ, পিতা—৺কালু মগ, মগপাড়া, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
৩৬৪।	শ্রীদাম সাহা পিতা—দেবেন্দ্র সাহা, ভদ্রমিনি পাড়া, জিরানীয়া	জিরানীয়া
৩৬৫।	রতন দেবনাথ, ঐ	ঐ
৩৬৬।	আব্দুল ওহাব পিতা—আনসার আলী, সালেমা	কিল্লা

১৯৯৬ সাল

১	২	৩
১।	গনেশ শীল, পিতা—৺মনমোহন শীল, ড্রাইভার	নূতন বাজার
২।	নিরঞ্জন ত্রিপুরা, পিতা—নন্দলাল ত্রিপুরা, মন্দির ঘাট।	ঐ
৩।	কার্ত্তিক চন্দ্র রায়, ৬৬ কার্ড, গণ্ডাছড়া,	গণ্ডাছড়া
৪।	কিষাণ (কৃষ্ণ) রায় পিতা—কার্ত্তিক রায়, ঠিকানা — ঐ	ঐ ঐ
৫।	নেপাল ভৌমিক পিতা—৺নরেশ ভৌমিক ঠিকানা ঐ	ঐ
৬।	অজিত দেববর্মা পিতা—দ্বীজেন দেববর্মা ঠিকানা মেন্দী, সালেমা।	ঐ
৭।	রবীন্দ্র সরকার, খাঘরাছড়া, মনু	ছামনু
৮।	সমীরণ বণিক, ছৈলেংটা, মনু	ঐ
৯।	প্রফুল্ল সাহা, —পিতা রাজমোহন সাহা, সোমবারিয়া বাজার, টাকারজলা	টাকারজলা
১০।	প্রাণতোষ বণিক, পিতা—শচীন্দ্র বণিক, বাধারঘাট, আমতলী	ঐ
১১।	জগমণি দেববর্মা, পিতা—ইন্দ্রকুমার দেববর্মা, তাইচাকাতার, মেন্দি,	সালেমা
১২।	রমেশ দেববর্মা পিতা—৺গণেশ দেববর্মা, ঠিকানা— তইচাকাতার, মেন্দী	সালেমা
১৩।	লালমোহন দাস, পিত্রা, আর. কে. পুর	আর কে. পুর
১৪।	অমরচান্দ দাস, ঠিকানা ঐ	ঐ
১৫।	কালামোহন দাস ঠিকানা ঐ	ঐ
১৬।	নীলমোহন দাস ঠিকানা ঐ	ঐ
১৭।	নৃপেন নমঃশূদ্র পিতা—৺আদিত্য নমঃশূদ্র, বনবাজার, খোয়াই	খোয়াই

১	২	৩
১৮।	মালুমিঞা, উজান পাথালিয়া, টাকারজলা	টাকারজলা
১৯।	সন্তোষ পাল; ড্রাইভার	নূতনবাজার
২০।	প্রণব দেববর্মা; এম এল. এ	সিধাই
২১।	অমল চক্রবর্ত্তী; কনস্টেবল	ঐ
২২।	আশিষ পাল পিতা—মোহন পাল; চানকাপ; সালেমা	—
২৩।	প্রদীপ দাস—জামতলী. দাসপাড়া; টাকারজলা	টাকারজলা
২৪।	অনুমিঞা ড্রাইভার,	নূতনবাজার
২৫।	তপন দেবনাথ; কনডাকটর	ঐ
২৬।	প্রফুল্ল দেবনাথ পিতা—৺নবদ্বীপ দেবনাথ, ধ্বজনগর, আর. কে. পুর	—
২৭।	দেবতোষ তালুকদার-(বচ্চন) পিতা—দিগম্বর তালুকদার, ধুমাছড়া, মনু	মনু
২৮।	নকুল বণিক পিতা—যদু বণিক, আগরতলা	আমবাসা
২৯।	রতন কুণ্ড, সহকারী-ড্রাইভার	ঐ
৩০।	উত্তম শীল পিতা—বাসেন শীল, চণ্ডীবাড়ী, বীরগঞ্জ	অম্পি
৩১।	পুলিন দেবনাথ পিতা—তরনীকান্ত দেবনাথ, বিবেকানন্দপল্লী, বীরগঞ্জ	ঐ
৩২।	দিলীপ বণিক পিতা—যতীন্দ্র বণিক, নারায়ণপুর; গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
৩৩।	দিলীপ রায় পিতা—ধীরেন্দ্র রায়; গনকী কলোনী; খোয়াই	খোয়াই
৩৪।	রণজিৎ সাহা পিতা—রাজমোহন সাহা; সোনবারিয়া, টাকারজলা	টাকারজলা

১	২	৩
৩৫।	কৃষ্ণ দেবনাথ পিতা— অমূল্য দেবনাথ; বিশ্রামগঞ্জ	বিশালগড়
৩৬।	নারায়ণ বৈষ্ণব, পিতা শ্রীমনীন্দ্র বৈষ্ণব, বড়জলা।	বিশালগড়
৩৭।	মাখন দেবনাথ, পিতা—মোহিনী মোহন দেবনাথ, কমলনগর, জিরানীয়া	জিরানীয়া
৩৮।	রাধাকৃষ্ণ অধিকারী, পিতা —৺প্রশন্ন অধিকারী গকুলপুর, আর. কে. পুর।	কিল্লা
৩৯।	রনজিৎ চক্রবর্ত্তী, পিতা— ৺গৌরাঙ্গ চক্রবর্ত্তী, চানকাপ, মেঙ্গাগঞ্জ কলোনী।	সালেমা
৪০।	দিলীপ দাস, পিতা — ৺সুরেন্দ্র দাস	ঐ ঐ
৪১।	গোপেশ বৈদ্য, পিতা — ৺ভগবান বৈদ্য, সালেমা	গঙ্গানগর
৪২।	লালমোহন দেবনাথ, পিতা - শ্রী শচীন্দ্র দেবনাথ ঠিকানা ঐ	ঐ
৪৩।	মাখন দেবনাথ, পিতা—ঠাকুর হরি দেবনাথ, ঠিকানা ঐ	ঐ
৪৪।	ক্ষীতেন্দ্র দেবনাথ, পিতা—মহেন্দ্র দেবনাথ, ঠিকানা ঐ	ঐ
৪৫।	শৈলেশ দেবনাথ পিতা— বৈকুণ্ঠ দেবনাথ, ডলুছড়া	ঐ
৪৬।	অলক গণ, শিলাছড়ি	নূতনবাজার
৪৭।	সুনীল দেবনাথ পিতা—ক্ষেত্রমোহন দেবনাথ, রাজারবাগ, উদয়পুর	ঐ
৪৮।	নেপাল ভৌমিক, মান্দাই	জিরানীয়া
৪৯।	নৃপেন্দ্র রায় ঐ	ঐ

১	২	৩
৫০।	মনীন্দ্র দেবনাথ পিতা—৺বলরাম দেবনাথ; ৯ কার্ড	টাকারজলা
৫১।	রাখাল বণিক পিতা—মনমোহন বণিক, আমবাসা	আমবাসা
৫২।	মায়াচরণ চাকমা পিতা—শ্রীধনেশ্বর চাকমা, ভাঙ্গামুড়া, মনু	মনু
৫৩।	কৃষ্ণ দেববর্মা পিতা—শ্রীরাজেন্দ্র দেববর্মা, লালছড়া, মনু	ঐ
৫৪।	জহরলাল দেববর্মা ঐ	ঐ
৫৫।	ধনঞ্জয় সাহা পিতা—৺ব্রজমোহন সাহা, ধলাছড়া, তৈদু	তৈদু
৫৬।	অরুন রায় পিতা—ইন্দ্ররঞ্জন রায়, ছৈলেংটা, মনু	ছামনু
৫৭।	নিখিল সরকার, সহকারী ড্রাইভার	ঐ
৫৮।	অনিরুদ্ধ বর্মণ পিতা—৺ভক্তদাস বর্মণ, কুপিলং, কিল্লা	কিল্লা
৫৯।	সুদর্শন সাহা পিতা—হরিপদ সাহা, বাগবাসা	ঐ
৬০।	যতীন্দ্র দেববর্মা, তৈরাজবাড়ী	সিধাই
৬১।	নরেশ দেব পিতা—প্রফুল্ল দেব, মনুঘাট; মনু	—
৬২।	উত্তম (বিদেশ) ভৌমিক পিতা—৺অমরচান্দ ভৌমিক, রামহরিপাড়া	টাকারজলা
৬৩।	প্রফুল্ল দেবনাথ পিতা—ক্ষিরোদ দেবনাথ; চাকমাঘাট	তেলিয়ামুড়া
৬৪।	হরিদাস দেব পিতা—৺মহেন্দ্র চন্দ্র দেব, মহারাণীপুর	ঐ
৬৫।	রতন ভৌমিক পিতা—৺সুধীর ভৌমিক, লালছড়ি, আমবাসা	আমবাসা
৬৬।	দিপন রায় পিতা—ধীরেন্দ্র রায়, পূর্বগণকী	কিল্লা
৬৭।	হরিপদ দেবনাথ পিতা— হরেন্দ্র দেবনাথ, পদ্মনগর, বিশালগড়	গণ্ডাছড়া
৬৮।	সুদীপ (প্রবীর) চক্রবর্তী পিতা—৺মীরেন্দ্র চক্রবর্তী, হরিপুর; গণ্ডাছড়া	ঐ

১	২	৩
৬৯।	সহদেব সরকার, পিতা – মৃত সখিচরন সরকার ৩০ কার্ড, গণ্ডাছড়া	ঐ
৭০	শঙ্কর সরকার, পিতা—উপেন্দ্র সরকার, কড়ইলং, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
৭১।	সজল বনিক, পিতা—নরেশ চন্দ্র বনিক উত্তর বাধারঘাট, আগরতলা	জিরানীয়া
৭২।	জহর দাস পিতা—রাজেশ্বর দাস, কিল্লা	কিল্লা
৭৩।	রঞ্জন দেবনাথ, ড্রাইভার	তেলিয়ামুড়া
৭৪।	শঙ্কর চক্রবর্তী, পিতা—৺অবনী চক্রবর্তী, সোমবারিয়া বাজার, টাকারজলা	টাকারজলা
৭৫।	দুলাল দাস, পিতা—জগদীশ দাস, দক্ষিণ গোলাঘাটি	ঐ
৭৬।	সুজিত চৌধুরী পিতা— মৃত প্রিয়নাথ চৌধুরী, জয়নগর তেলিয়ামুড়া	জিরানীয়া
৭৭।	নারায়ণ সাহা, ড্রাইভার	ঐ
৭৮।	কান্তি সেন পিতা—মৃত সুধাংশু সেন, অমরপুর	বীরগঞ্জ
৭৯।	উত্তম বনিক পিতা—নারায়ণ বনিক, মনুঘাট	মনু
৮০।	সূর্য বনিক, ধূমাছড়া	ঐ
৮১।	স্বপন গোস্বামী, পিং—স্বর্গীয় সনত কুমার গোস্বামী,; গঙ্গানগর	ছামনু
৮২।	বকুল দত্ত, পিং—স্বর্গীয় কামিনী মোহন দত্ত, কামেশ্বর, ধর্মনগর	ঐ
৮৩।	কৃষ্ণ দাস, ড্রাইভার	তেলিয়ামুড়া
৮৪।	রবীন্দ্র দেবনাথ, চন্দ্রপুর, আগরতলা	জিরানীয়া

১	২	৩
৮৫।	নিখিল দাস; পিং— স্বর্গীয় সর্বেশ্বর দাস, উত্তর মেছুরিয়া	সালেমা
৮৬।	সনজীৎ দাস পিতা—রুহিনী দাস, ঠিকানা ঐ	ঐ
৮৭।	কেশব দাস, পিতা—সুবল দাস; মৈলাক	বীরগঞ্জ
৮৮।	রবীন্দ্র শীল পিতা—জগদীশ শীল; ৩২ কার্ড	সালেমা
৮৯।	গনেশ গোয়ালা, ঠিকানা ঐ	ঐ
৯০।	কালা মজুমদার, ঠিকানা ঐ	ঐ
৯১।	উত্তম পাল পিতা—কালী পাল, করইলং, তেলিয়ামুড়া	খোয়াই
৯২।	সুমন পাল পিং—সুদর্শন পাল: দুর্গানগর, খোয়াই	ঐ
৯৩।	কমল দেবনাথ পিতা—নীলমোহন দেবনাথ, চণ্ডিঠাকুরপাড়া, বিশালগড়	বিশালগড়
৯৪।	নেপাল দাস, কনস্টবল, এস. এস. বি	আমবাসা
৯৫।	অনিল শীল পিতা—পরেশ শীল, কিল্লা	কিল্লা
৯৬।	গোপাল বিশ্বাস পিতা—স্বর্গীয় নিশিকান্ত বিশ্বাস, আঠারবোলা	ঐ
৯৭।	রণজিৎ পাল পিতা—স্বর্গীয় রাইমোহন পাল, ধলেশ্বর, আগরতলা	জিরাণীয়া
৯৮।	দিলীপ রায় পিতা – যশোধর রায়, ফুলকুমারী	আমবাসা
৯৯।	সেন্টু মিয়া পিতা—মহঃ মনসুর মিয়া, উজান পাথালিয়া	টাকারজলা
১০০।	স্বপন গুহ পিতা—রুক্মিনী গুহ, পাইছাবাড়ী, আমবাসা	আমবাসা

১	২	৩
১০১।	অধীর চন্দ্র রায় পিতা—অনিল চন্দ্র রায়, জয়নগর, তেলিয়ামুড়া	তৈদু
১০২।	ভানু দেবনাথ পিতা—গোপাল দেবনাথ, মহারাণীপুর, তেলিয়ামুড়া	ঐ
১০৩।	রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক পিতা—রাজমোহন ভৌমিক, গৌরাঙ্গটিলা, তেলিয়ামুড়া	ঐ
১০৪।	সমীরণ মালাকার পিতা—সুবল মালাকার, ডলুগাঁও, কৈলাশহর	মনু
১০৫।	বেস্ত রায় পিতা—রাইরঞ্জন রায়. চেবরী, খোয়াই	কল্যাণপুর
১০৬।	বিভুতিভূষণ দেবনাথ পিতা—কৃষ্ণকান্ত দেবনাথ, খামারটিলা, কল্যানপুর	ঐ
১০৭।	উত্তম দাস পিতা—নলিনী দাস, চম্পকনগর	টাকারজলা
১০৮।	চন্দন দেবনাথ পিতা—৺রণজিৎ দেবনাথ. চাকমাঘাট	তেলিয়ামুড়া
১০৯।	নকুল চক্রবর্ত্তী পিতা—৺বঙ্কবিহারী চক্রবর্ত্তী, ভট্টপুকুর, আগরতলা	বীরগঞ্জ
১১০।	গৌরচন্দ্র সরকার, লেবছড়া, নূতনবাজার	ঐ
১১১।	অর্জুন বণিক পিতা—৺হরিপদ বণিক, খেদারনল, নূতনবাজার	ঐ
১১২।	সুবোধ বণিক পিতা—৺মহানন্দ বণিক. ভট্টপুকুর, আগরতলা	ঐ
১১৩।	অর্জুন বণিক পিতা—৺জয়দেব বণিক, গর্জি	ঐ
১১৪।	শ্যামল দেববর্মা পিতা—রূপেন্দ্র দেববর্মা, গণকি	কল্যাণপুর

১	২	৩
১১৫।	গনেশ দেবনাথ, বলরাম. সালেমা	আমবাসা
১১৬।	জহর দেবনাথ ঐ	ঐ
১১৭।	নিতাই বৈদ্য, গকুলপুর	নূতনবাজার
১১৮।	পিযুষ বৈশ্য, পিতা—সুরেশ বৈশ্য, তৈদু	তৈদু
১১৯।	জীবন রায়. পিতা—৺অবনি মোহন রায়, শিবনগর, আগরতলা	সিধাই
১২০।	নিপু দেবনাথ, পিতা—নীলমণি দেবনাথ, দক্ষিণ কচুছড়া, সালেমা	সালেমা
১২১।	দীনেশ দেবনাথ পিতা—দীনদয়াল দেবনাথ, জয়নগর, জিরানীয়া	জিরানীয়া
১২২।	পাত্তম কুমার সাহু, বিহার	ঐ
১২৩।	সুভাষ দাস, কলাছড়া, সাক্রম	আমবাসা
১২৪।	গৌরাঙ্গ দাস, কমলপুর	ঐ
১২৫।	টিঙ্কু সাহা পিতা—উপেন্দ্র সাহা, বড়জলা	জিরানীয়া
১২৬।	তাপস দেববর্মা, পিতা—রবীন্দ্র দেববর্মা, বিণাপানী, জিরানীয়া	ঐ
১২৭।	সত্যরঞ্জন দেববর্মা, পিতা—অনন্ত দেববর্মা, ইয়াবিয়া, টাকারজলা,	টাকারজলা
১২৮।	রামজয় দেববর্মা, পিতা—বিশু কুমার দেববর্মা ঠিকানা ঐ	ঐ
১২৯।	বাবুল দেবনাথ, চড়িলাম ড্রাইভার	আর কে পুর
১৩০।	হুমায়ুন মিয়া পিতা—ফজল রহমান, চন্দ্রশেখর কলোনী, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
১৩১।	অনিল দাস, পিতা—৺রামচরণ দাস, ৩০ কার্ড, গণ্ডাছড়া	ঐ

১	২	৩
১৩২ ।	সনজিৎ দাস, পিতা—মধুসূধন দাস, হরিপুর, গণ্ডাছড়া	ঐ
১৩৩ ।	প্রথম রঞ্জন দত্ত, ছামনু,	মনু
১৩৪ ।	চিত্ত পাল, পিতা—৺নিশিকান্ত পাল, কাল্পিকাপুর; জিরানীয়া	জিরানীয়া
১৩৫ ।	অনিত্য চাকমা বইযমছড়া, ছামনু	ছামনু
১৩৬ ।	যোগব্রত চক্রবর্তী, মেঘলিবন চা বাগান	সিধাই
১৩৭ ।	বিজয় ভট্টাচার্য্য, ঠিকানা ঐ	সিধাই
১৩৮ ।	মিলন আচার্য্য; ড্রাইভার ঐ	ঐ
১৩৯ ।	সুশীল দেববর্মা, হাজারি বাড়ী, কল্যাণপুর,	তেলিয়ামুড়া
১৪০ ।	পরিমল শীল	ঐ
১৪১ ।	মন্টু সাহা	ঐ
১৪২ ।	স্বপন মালাকার	ঐ
১৪৩ ।	পুলিন নমঃ	ঐ
১৪৪ ।	নির্মল বিশ্বাস	নূতনবাজার
১৪৫ ।	বিজয়েন্দ্র দাস পিতা—বিকাশ দাস, ভট্টপুকুর, আগরতলা	ঐ
১৪৬ ।	শ্যামাচরণ সরকার, পিতা—নগেন্দ্র সরকার, হরিপুর গণ্ডাছড়া,	গণ্ডাছড়া
১৪৭ ।	পবিরাম বাড়ই, পিতা—৺যোগেন্দ্র বাড়ই, ৩২ কার্ড, সালেমা	সালেমা
১৪৮ ।	উমেশ চন্দ্র পাল, পিতা—৺বসন্ত পাল, কমলনগর, জিরানীয়া	জিরানীয়া
১৪৯ ।	বনবিহারী সাহা পিতা—৺নিশিকান্ত সাহা, রইস্যাবাড়ী	রইস্যাবাড়ী
১৫০ ।	মানিক মজুমদার পিতা—শ্রীনাথ মজুমদার; ঠিকানা — ঐ —	ঐ

(Post Poned Starred Questions and Answers)

১	২	৩
১৫১ ।	রনজিৎ দাস পিতা—ঘনশ্যাম দাস, ছামথুং	সালেমা
১৫২ ।	মতিলাল দাস পিতা—৺রামচরণ দাস, ঠিকানা ঐ	ঐ
১৫৩ ।	ঘনশ্যাম দাস, ঠিকানা ঐ	ঐ
১৫৪ ।	বিশ্ব চাকমা পিতা—নারায়ণ চাকমা, ক্ষেত্রিছড়া, ছামনু	ছামনু
১৫৫ ।	সুরেন দাস পিতা—রাইমোহন দাস, উত্তর মেছুরিয়া	সালেমা
১৫৬ ।	নৃপেন্দ্র সাহা, পিতা—৺নীলকান্ত সাহা, মনু	ছামনু
১৫৭ ।	গনেশ রায়, পিতা—পিন্টু রায়	ঐ
১৫৮ ।	শঙ্কর দাস, পিতা—৺যামিনী দাস, বাগানটিলা	সালেমা
১৫৯ ।	জীবন চৌধুরী, পিতা—ধনঞ্জয় চৌধুরী, রাধানগর	জিরানীয়া
১৬০ ।	নির্মল সাহা, পিতা—ললীত সাহা, তৈদু	অম্পি
১৬১ ।	ধীরেন্দ্র দেবনাথ, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, ছামনু	ছামনু
১৬২ ।	মতিয়ুর রহমান ওরফে মতিমিঞা পিতা—৺করিবন মিঞা বলদাখাল	জিরানীয়া
১৬৩ ।	মোহন মিয়া পিতা—৺আলি মিয়া, পশ্চিম নোয়াবাদী, আগরতলা	ঐ
১৬৪ ।	জীবন দাস পিতা ৺প্যায়ারীমোহন দাস, আড়ালিয়া, আগরতলা	ঐ
১৬৫ ।	ফরিদ মিয়া, পিতা মালেক মিয়া, নন্দননগর, আগরতলা	ঐ
১৬৬ ।	লক্ষণ দাস পিতা—দুর্গলাল দাস, চিনাই খামার, জিরানীয়া	ঐ
১৬৭ ।	অমল ভৌমিক, রোলার ড্রাইভার, পি. ডব্লু. ডি	নূতনবাজার
১৬৮ ।	মৃণাল কর পিতা—সোহাগ কর, মনু	ছামনু
১৬৯ ।	সন্দীপ চক্রবর্ত্তী পিতা—সুব্রত চক্রবর্ত্তী, কম্পুইজলা	কম্পুইজলা

১	২	৩
১৭০।	শৈলেশ চাকমা পিতা—কামিনী চাকমা, ক্ষেত্রীছড়া, ছামনু	ছামনু
১৭১।	মনীন্দ্র পাল পিতা—রামমোহন পাল, বামপুর, বীরগঞ্জ	অম্পি
১৭২।	শ্যামল সাহা পিতা—গৌরাঙ্গ সাহা, খেদায়নল, নূতনবাজার	নূতনবাজার
১৭৩।	নিরোদ বরণ দেব (মিলন) পিতা…অমূল্য দেব ধূমাছড়া	মনু
১৭৪।	সুরেন্দ্র সতনমি, ড্রাইভার, খেজুর বাগান, আগরতলা	সিধাই
১৭৫।	সুদীপ সাহা কনডাকটর, কলেজটিলা, আগরতলা	সিধাই
১৭৬।	ধরণী দেবনাথ পিতা—অশ্বিনী দেবনাথ, ৩০ কার্ড, লক্ষীপুর, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
১৭৭।	অমল দাস পিতা—রাইমোহন দাস, সিঙ্গাগড় কলোনী, সালেমা	সালেমা
১৭৮।	মনমোহন দাস পিতা—যোগেন্দ্র দাস ঠিকানা ঐ	ঐ
১৭৯।	রাইমোহন দাস পিতা— ঐ	সালেমা
১৮০।	নীল কুমার দাস পিতা-- নবদ্বীপ দাস, ঠিকানা ঐ	ঐ
১৮১।	নৃপেন্দ্র দাস পিতা --৺আনন্দ দাস ঠিকানা ঐ	ঐ
১৮২।	কালাচান্দ বণিক	গণ্ডাছড়া
১৮৩।	তাপস ভট্টাচার্য্য	ঐ
১৮৪।	স্বপন সরকার, ড্রাইভার	ঐ
১৮৫।	নারায়ণ শর্মা, পিতা—৺তরনী শর্মা, বিবেকানন্দ সরকার, শর্মাবস্তী, মিশন	গঙ্গানগর
১৮৬।	পলাশ গুহ ঠিকানা ঐ	গঙ্গানগর
১৮৭।	চন্দন পাল, শিক্ষক, বুড়বুড়িয়া,	বীরগঞ্জ
১৮৮।	অমূল্য দাস, কর্মচারী; স্বাস্থ্যদপ্তর	ঐ
১৮৯।	রাখাল গোস্বামী, ড্রাইভার,	তেলিয়ামুড়া

১	২	৩
১৯০।	রবীন্দ্র নমঃশুদ্র; পিতা—বরাত নমঃশুদ্র পাহজাবাড়ী; আমবাসা	আমবাসা
১৯১।	রতন সাহা; গাড়ীর মালিক	নূতনবাজার
১৯২।	ননীগোপাল সাহা; পিং—রাধাবল্লভ সাহা; জিরাণীয়া	জিরাণীয়া
১৯৩।	অরুণ কুমার নাথ; পিতা—এ কে নাথ ধর্মনগর, ড্রাইভার	আমবাসা
১৯৪।	বিজয় দেব, সহকারী ঐ	ঐ
১৯৫।	রূপেশ পাল, — ঐ	তৈদু
১৯৬।	বিন্দু দেবনাথ পিতা—নারায়ণ দেবনাথ, নোয়াবান্দী, জিরানীয়া	জিরানীয়া
১৯৭।	সন্তোষ দত্ত, পিতা—বীরেন্দ্র দত্ত, সিঙ্গিছড়া, খোয়াই	খোয়াই
১৯৮।	কাজল ভৌমিক, পিতা— জীতেন্দ্র ভৌমিক, ঠিকানা ঐ	ঐ
১৯৯।	গোপেন্দ্র বণিক, কালীটিলা, তেলিয়ামুড়া	তৈদু
২০০।	চিন্ময় দেবরায়, দশমীঘাট, তেলিয়ামুড়া	ঐ
২০১।	মনোরঞ্জন দেব, ড্রাইভার, ঠিকানা ঐ	ঐ
২০২।	টুটন চক্রবর্ত্তী কড়ইলং, ঠিকানা ঐ	ঐ
২০৩।	দিলীপ পাল পিতা— রাজেন্দ্র পাল, কুঞ্জবন, কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
২০৪।	অহিদ মিয়া, পিতা দুলাল মিয়া, অম্পি	অম্পি
২০৫।	অমল দাস,, পিতা—অম্বিকা দাস,অম্পি,	ঐ
২০৬।	মহাদেব সাহা পিতা—কৈলাস সাহা, ধামার বাড়ী, জিরানীয়া	জিরানীয়া
২০৭।	অখিল সরকার, ৩২ কার্ড, সালেমা	সালেমা
২০৮।	অরুণ শর্মা, ম্যানেজার গ্রীক, মনু	মনু

১	২	৩
২০৯।	কে, এল শর্মা, ক্যাশিয়ার, ঐ	ঐ
২১০।	এস শর্মা, ঐ ঐ	ঐ
২১১।	দীপক প্রধান, নাইটগার্ড ঐ	ঐ
২১২।	বীর সিং ঐ ঐ	ঐ
২১৩।	অনন্ত জমাতিয়া, বুড়বুড়িয়া, বীরগঞ্জ	রইস্যাবাড়ী
২১৪।	মানিক জমাতিয়া, ঠিকানা ঐ	ঐ
২১৫।	প্রদীপ জমাতিয়া, ঠিকানা ঐ	ঐ
২১৬।	বীরেন্দ্র জমাতিয়া, ভুইয়াছড়া, রইস্যাবাড়ী	ঐ
২১৭।	অজিত চৌধুরী পিতা—লালমোহন চৌধুরী, চালিতাবাড়ী, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
২১৮।	রমেশ চক্রবর্ত্তী, পিতা—রবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রইস্যাবাড়ী,	আর, কে, পুর,
২১৯।	সুধীর হাজারী, ৩৬ কার্ড, কৃষ্ণপুর, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া,
২২০।	দিপক দাস, পিতা— দীনেশ দাস, মহারানীপুর, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
২২১।	বিজয় গিরি, পিতা—৺চান্দুয়া মোহর গিরি, পূর্ব নাছলী, মনু,	মনু
২২২।	মনোরঞ্জন দেব, পিতা—৺ অশ্বিনী দেব, লালছড়ি আমবাসা	আমবাসা
২২৩।	শীতল চন্দ্র দত্ত, পিতা— বিনোদ বিহারী দত্ত, ওয়ারাংবাড়ী, বিশ্রামগঞ্জ,	বিশালগড
২২৪।	রবীন্দ্র রায়, পিতা— ৺বঙ্কহরি রায়, ৬০ কার্ড, গণ্ডাছড়া,	গণ্ডাছড়া
২২৫।	প্রেমতোষ বিশ্বাস, কর্মচারী, গোমতী হাইড্রোলিকট্রিকেল,	নূতনবাজার
২২৬।	দিলীপ কর্মকার, কনট্রাকটর ঠিকানা ঐ	ঐ
২২৭।	মতি দেববর্মা, কর্মচারী, টি. আর. টি. সি	টাকারজলা

১	২	৩
২২৮।	মিহিরলাল চক্রবর্ত্তী, ঐ	ঐ
২২৯।	রবীন্দ্র মজুমদার,—কর্মচারী টি. আর পি. সি	ঐ
২৩০।	মদন বণিক — — ঐ	ঐ
২৩১।	অলেন্দ্র ত্রিপুরা পিতা—৺গান্ধারী ত্রিপুরা, ভগীরথ পাড়া	গণ্ডাছড়া
২৩২।	ব্রজবাসী কলই, চেয়ারম্যান, সি. পি. এম. তৈচাং, অম্পি	অম্পি
২৩৩।	জীতেন্দ্র ভৌমিক, গৈনামা, মনু	মনু
২৩৪।	সুশীল সরকার ঐ	ঐ
২৩৫।	চিত্তরঞ্জন ভৌমিক ঐ	ঐ
২৩৬।	চন্দন বিশ্বাস, ড্রাইভার, ঐ	ঐ
২৩৭।	গণেশ সাহা পিতা –শ্রীদাম সাহা, টাকারজলা	টাকারজলা
২৩৮।	রাখালনাথ ভৌমিক পিতা –অবিনাশ ভৌমিক, পূর্ব হাওয়াইবাড়ী	তেলিয়ামুড়া
২৩৯।	তপন দাস পিতা—হরেন্দ্র দাস, দক্ষিণ পুলিনপুর, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
২৪০।	সুধীর দাস, তুতবাগান, অমরপুর	বীরগঞ্জ
২৪১।	আশুতোষ দে,—(ডেভেলাপমেন্ট অফিসার)	বীরগঞ্জ
২৪২।	রমেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী—ডেভেলাপমেন্ট অফিসার	ঐ
২৪৩।	সন্তোষ শীল, ম্যানেজার, টি, এস, আই, সি কুমারঘাট	ফটিকরায়
২৪৪।	হারাধন সাহা, চম্পকনগর	জিরানীয়া
২৪৫।	বুল দাস, ঐ	ঐ
২৪৬।	কানু দেবনাথ, ঐ	ঐ
২৪৭।	সুরেন্দ্র সাহা, ঐ	ঐ
২৪৮।	ফণিভূষণ দে, ঐ	ঐ

১	২	৩
২৪৯।	অখিল রায়,	কৈলাশহর
	পিতা—অনুকুল রায়, ছনভলী, কৈলাশহর	
২৫০।	কমল সরকার,	রইস্যাবাড়ী
	পিতা—দীনবন্ধু সরকার, তুরাছড়া, রইস্যাবাড়ী	
২৫১।	দুলাল সরকার,	ঐ
	পিতা—মনমোহন সরকার, ঠিকানা ঐ	
২৫২।	হৃষ্টমোহন সরকার,	ঐ
	পিতা—পরমেশ্বর সরকার, ঠিকানা ঐ	
২৫৩।	গোপাল পোদ্দার,	নূতনবাজার
	পিতা—৺বলরাম পোদ্দার, জোলাইবাড়ী	
২৫৪।	ইন্দ্রজিৎ (নান্টু) দেব,	তেলিয়ামুড়া
	পিতা—রনজিৎ দেব, খাসিয়া মঙ্গল	
২৫৫।	লিটন শীল,	বাইখোড়া
	পিতা—প্রাণকৃষ্ণ শীল, মুহুরীপুর	
২৫৬।	প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, রেঞ্জ অফিসার, এ. ডি. সি.	মনু
২৫৭।	ভক্ত দেববর্মা, মঙ্গল সাধুপাড়া, জিরানীয়া	জিরানীয়া
২৫৮।	কাজল পাল,	তেলিয়ামুড়া
	পিতা—৺গিরিশ পাল, শান্তিনগর, তেলিয়ামুড়া	
২৫৯।	সুখলাল মুণ্ডা,	ঐ
	পিতা—মোহন মুণ্ডা, খামতিং গ্রাই, তেলিয়ামুড়া	
২৬০।	টুনু সরকার,	ঐ
	পিতা—রাজমোহন সরকার, শান্তিনগর, তেলিয়ামুড়া	
২৬১।	অসীম দেবনাথ,	নূতনবাজার
	পিতা—দীনেশ দেবনাথ, ফুলকুমারী	
২৬২।	ভগীরথ বকসী, আলমার্গ, সাব্রুম	ঐ
২৬৩।	চন্দন বনিক,	ঐ
	পিতা—নারায়ণ বনিক, শিলাছড়ি	

১	২	৩
২৬৪।	প্রদীপ সাহা, পিতা—যতীন্দ্র মোহন সাহা. শিববাড়ী রোড	আর, কে পুর
২৬৫।	প্রদীপ শীল. পিতা—দীনবন্ধু শীল, দুর্গাপুর, গণ্ডাছড়া	রইস্যাবাড়ী
২৬৬।	রনজিৎ দেবনাথ, পিতা—যতীন্দ্র দেবনাথ, ৬০ কার্ড	ঐ
২৬৭।	রতন সাহা পিতা—প্রাণেশ সাহা ঠিকানা ঐ	রইস্যাবাড়ী
২৬৮।	ইন্দ্র দেবনাথ পিতা—যতীন্দ্র দেবনাথ ঠিকানা ঐ	ঐ
২৬৯।	প্রভু সাহা পিতা—প্রফুল্ল সাহা ঠিকানা—ঐ	ঐ
২৭০।	সতীশ সেন পিতা—শারদা সেন ঠিকানা—ঐ	ঐ
২৭১।	বিধান রায় চৌধুরী. ড্রাইভার	মনু
২৭২।	অমৃত বণিক পিতা—ক্ষেত্রধন বণিক ঠিকানা—৬০ কার্ড	রইস্যাবাড়ী
২৭৩।	সুভাষ সরকার পিতা—সুরেশ সরকার ঠিকানা—ঐ	ঐ
২৭৪।	নিহার সাহা পিতা—৺রাজমোহন সাহা. ক্ষুদিরামপল্লী, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ বীরগঞ্জ
২৭৫।	রাখাল দাস পিতা—অনন্ত দাস. মৈলাক, বীরগঞ্জ	ঐ
২৭৬।	বিনোদ বিহারী নমঃ পিতা—৺রমনী নমঃ, মৈলাক. বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
২৭৭।	যাদব দাস পিতা—লালমোহন দাস ঠিকানা—ঐ	ঐ
২৭৮।	কৃষ্ণ দাস পিতা—রমনী দাস ঠিকানা—ঐ	ঐ
২৭৯।	বিদ্যুৎ দেবনাথ, পিতা—সীতা দেবনাথ ঠিকানা—ঐ	ঐ
২৮০।	চিন্তামোহন দাস পিতা—সুরেন্দ্র দাস ঠিকানা—ঐ	ঐ
২৮১।	গৌরাঙ্গ দেবনাথ	ঐ
২৮২।	সদানন্দ রায়	ঐ
২৮৩।	মানিক সেন, দক্ষিণ তাকমাছড়া, শান্তিরবাজার	শান্তিরবাজার
২৮৪।	সুখেন মিত্র, তাকমাছড়া, শান্তির বাজার	শান্তিরবাজার

১	২	৩
২৮৫।	মেথড মলসুম, পিতা—পুলাই মলসুম, মলসুম বস্তি, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
২৮৬।	লিটন সাহা, তৈমানি	আর, কে, পুর
২৮৭।	কাজল সরকার, সুরেন্দ্রনগর	ঐ
২৮৮।	বিশ্বনাথ মণ্ডল, পিতা—চিন্তাহরণ মণ্ডল, ডলুছড়া,	নতুনবাজার
২৮৯।	নির্মল সরকার, ড্রাইভার।	তেলিয়ামুড়া
২৯০।	পরিমল লস্কর পিতা—৺বিজয় লস্কর, চন্দ্র শেখর কলোনী।	বীরগঞ্জ
২৯১।	খোকন দাস, বদর মোকাম	আর, কে পুর

১৯৯৭ সাল

১	২	৩
১।	জয়দাস বণিক পিতা—উপেন্দ্র বণিক, ছামনু	
২।	শিবরাম (রাজু) দাস, পিতা—বি, দাস, বেলতলা, আসাম	তেলিয়ামুড়া
৩।	বিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ, পিতা—মদনমোহন দেবনাথ, অরবিন্দ কলোনী নূতন বাজার	নূতনবাজার
৪।	সুজিত পাল, পিতা—যতিশ চন্দ্র পাল, দুর্গানগর খোয়াই	খোয়াই
৫।	ক্ষিতিশ দেবনাথ পিতা—৺দিগম্বর দেবনাথ, তুলাবাগান	সিধাই
৬।	গৌরাঙ্গ দেবনাথ, পিতা—রসময় দেবনাথ, অক্ষয় কলোনী, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৭।	সুধীর দাস, পিতা—৺নগরবাসী দাস, গিরিধন পল্লী আর, কে, পুর	ঐ
৮।	প্রণয় দত্ত, পিতা—প্রমোদ দত্ত, নোওয়াগাঁও, সালেমা	সালেমা

(Past Poned un-Started Questions and Answers)

১	২	৩
৯।	নিবাসন দে পিতা—কুমুদ দে, নোয়াগাঁও, সালেমা	সালেমা
১০।	ইন্দ্রভূষণ আচার্য্য পিতা—৺জগৎ আচার্য্য, মজলিশপুর, জিরানীয়া	জিরানীয়া
১১।	শ্রীবাস (শিবু) সাহা পিতা—৺বলরাম সাহা, জম্পুইজলা	টাকারজলা
১২।	মিলন দেববর্মা পিতা—গয়াচরণ দেববর্মা, কুমারীবিল, সিধাই	সিধাই
১৩।	উপেন্দ্র দাস পিতা—৺গোপালকৃষ্ণ দাস, এভিয়া কলোনী, কৈলাসহর	কৈলাসহর
১৪।	সুদেশ চক্রবর্তী কর্মচারী, কিল্লা ব্লক	কিল্লা
১৫।	স্বদেশ সাহা ঐ	ঐ
১৬।	বিন্দু দেববর্মা পিতা—৺রবি দেববর্মা, চারগরিয়া, জিরানীয়া	জিরানীয়া
১৭।	লক্ষ্মণ বৈষ্ণব, খয়েরপুর, আগরতলা	সিধাই
১৮।	বিমল আচার্য্য পিতা—৺ব্রজেন্দ্র আচার্য্য, বড়জলা, রামসাধুপাড়া, জিরানীয়া	জিরানীয়া
১৯।	বিষ্ণু দাস, পিতা—নেপালচন্দ্র দাস, বাগমারা	মেলাঘর
২০।	সুসেন সরকার পিতা—সুভাষ সরকার, বড়কাঁঠাল, সিধাই	সিধাই
২১।	শঙ্কর গোস্বামী পিতা—প্রফুল্ল গোস্বামী, বড়কাঁঠাল, সিধাই	সিধাই
২২।	বিমল চন্দ্র শীল পিতা—সুভাস শীল, দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর, কিল্লা	কিল্লা

১	২	৩
২৩।	বিমল বর্ম্ণ পিতা—বিনোদ বিহারী বর্ম্ণ, মেলাঘর	বীরগঞ্জ
২৪।	সুভাস মজুমদার পিতা—দ্বিজেন্দ্র মজুমদার, চণ্ডীপাড়া, বীরগঞ্জ	ঐ
২৫।	ভবানী সরকার পিতা—গোপাল সরকার, গোবিন্দটিলা, ঐ	ঐ
২৬।	যুলন দাস পিতা—নেপাল দাস, কনডাক্টর	জেলিয়ামুড়া
২৭।	স্বপন বৈষ্ণব পিতা—বিনোদ বিহারী বৈষ্ণব, পশ্চিম ছামনু	ছামনু
২৮।	শুভকন্যা দেববর্মা স্বামী—শম্ভু দেববর্মা, চারঘরিয়া	জিরানীয়া
২৯।	তরুণ দেববর্মা পিতা—সম্প্রাই দেববর্মা, ভাওয়াবাড়ী, সিধাই	সিধাই
৩০।	আশীষ দেববর্মা ঐ	ঐ
৩১।	কিশোর দত্ত পিতা— শীতল দত্ত, দেবরামঠাকুর পাড়া, আগরতলা	পূর্ব আগরতলা
৩২।	হরলাল দাস পিতা—যোগেশ দাস, ঐ	ঐ
৩৩।	স্বপন লস্কর, কনস্টেবল	আর. কে পুর
৩৪।	অজিত দেবনাথ পিতা—অশ্বিনী দেবনাথ, বলরাম, আমবাসা	আমবাসা
৩৫।	রুক্মিণী দেবনাথ পিতা—নগেন্দ্র দেবনাথ, ঐ	ঐ
৩৬।	খোকন সাহা, সরবং, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৩৭।	হরিদাস দেবনাথ, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
৩৮।	পরেশ পাল পিতা—সুকুমার পাল, বামপুর	বীরগঞ্জ
৩৯।	নীলেশ দাস পিতা—হেমলাল দাস, আভাঙ্গা; সালেমা	সালেমা
৪০।	ক্ষীরোদ মোহন দাস পিতা—৺কাঁলাচান্দ দাস, রামনগর	রইস্যাবাড়ী

১	২	৩
৪১।	গোপাল দাস পিতা—৺পরেশ দাস, দেবেন্দ্র দাসপাড়া	ঐ
৪২।	রাজকুমার রিয়াং পিতা—৺নাকুরাই রিয়াং, ধনবাসী পাড়া	ঐ
৪৩।	সুর্যা রিয়াং পিতা—বিরজা রিয়াং, ধনবাবু	ঐ
৪৪।	শান্তিভূষণ ত্রিপুরা পিতা—ভালুকুমার ত্রিপুরা, ঐ	ঐ
৪৫।	ধনাসিং ত্রিপুরা পিতা—যোগেন্দ্র ত্রিপুরা ঐ	ঐ
৪৬।	যতীন্দ্র ত্রিপুরা পিতা—টিন কুমার ত্রিপুরা ঐ	ঐ
৪৭।	বিনোদ দত্ত পিতা—৺মহেন্দ্র দত্ত, রাঙ্গারবাগ	আর. কে পুর
৪৮।	পরেশ দাস পিতা—৺প্রসান্ত দাস, ভাটখাওরী, সালেমা	সালেমা
৪৯।	ইন্দ্রমোহন সাহা পিতা—৺রেবতীমোহন সাহা, কাতলামারা	সিধাই
৫০।	গহন জমাতিয়া পিতা—অহিম জমাতিয়া, ডুলুমা, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৫১।	রাজমোহন জমাতিয়া পিতা—আস্ত জমাতিয়া ঐ	ঐ
৫২।	সিদ্দিক আলী, বঙ্গাইগাঁও, আসাম	মনু
৫৩।	রফিকুল ইসলাম ঐ	ঐ
৫৪।	অভিনয় সরকার পিতা—বিনয়কুমার সরকার ময়নামা	ঐ
৫৫।	প্রদীপ বিশ্বাস পিতা—ভবানী বিশ্বাস, ছৈলেংটা মনু	ঐ
৫৬।	মরণ সাহা পিতা—আদিত্য সাহা, উদয়পুর	কিল্লা
৫৭।	কৃষ্ণ সাহা পিতা সুরেন্দ্র সাহা ঐ	ঐ
৫৮।	চারু বিশ্বাস পিতা—৺উপেন্দ্র বিশ্বাস, দঃ তাকমা	শান্তিরবাজার
৫৯।	প্রফুল্ল দেবনাথ পিতা—নিত্যগোপাল দেবনাথ ঐ	ঐ
৬০।	সুধীর দাস কর্মচারী	ঐ
৬১।	আশুতোষ সাহা ঐ	ঐ

১	২	৩
৬২।	সুবল দেববর্মা ঐ	ঐ
৬৩।	তপন চক্রবর্ত্তী ঐ	ঐ
৬৪।	তপন মিত্র ঐ	ঐ
৬৫।	সুভাষ দেব পিতা—বিনোদ বিহারী দেব, লাঙ্গটিলা	খোয়াই
৬৬।	কানু মিঞা ড্রাইভার	গণ্ডাছড়া
৬৭।	সেলিম মিঞা পিতা—ফুল মিঞা, দুর্গাচৌধুরী পাড়া	গণ্ডাছড়া
৬৮।	দেবব্রত কলই, এম. এল. এ	মনু
৬৯।	ক্ষিতিকিশোর জমাতিয়া, কনষ্টেবল	ঐ
৭০।	অরুণ দেববর্মা, কর্মচারী	ঐ
৭১।	দিলীপ দাস পিতা—৺হিরণ্ময় দাস, অম্পি	অম্পি
৭১।	দুলাল দেবনাথ পিতা—৺মনমোহন দেবনাথ, তুইচিন্দ্রাই	তেলিয়ামুড়া
৭৩।	সজল পাল পিতা—মনীন্দ্র পাল, জগৎপুর, সিধাই	সিধাই
৭৪।	লিটন দাস পিতা—হরেকৃষ্ণ দাস, কচুছড়ি, রইস্যাবাড়ী	রইস্যাবাড়ী
৭৫।	বিপ্লব দেবনাথ পিতা—জীবন দেবনাথ, কিল্লা	কিল্লা
৭৬।	বাবুল সেন পিতা—৺সুরেন্দ্র সেন, দেবদারু, বাইখোরা	বাইখোরা
৭৭।	চিত্ত দেববর্মা পিতা—রাজমঙ্গল দেববর্মা	খোয়াই
৭৮।	মিহির সেন পিতা—৺রাখাল সেন, চম্পকনগর	ঐ
৭৯।	নিখিল দেব পিতা—রণজিৎ দেব, ঈশ্বরকলইপাড়া, তোল	টাকারজলা
৮০।	শ্রীবাস সাহা পিতা—হীরালাল সাহা, জম্পুইজলা	ঐ
৮১।	স্বপন সরকার পিতা—দেবেন্দ্র সরকার, উঃ ডাকমা	মোহনপুর (শান্তিরবাজার)

১	২	৩
৮২।	বিমল দত্ত পিতা—রাইমোহন দত্ত, শান্তিরবাজার,	শান্তিরবাজার
৮৩।	কৃষ্ণ দত্ত, পিতা—রেবতী দত্ত, পশ্চিম কাঠালিয়া	ঐ
৮৪।	বিপ্লব দেব, পিতা—সুবোধ দেব, ছনবন	আর. কে. পুর
৮৫।	বেনু চক্রবর্ত্তী, খেদাছড়া, দামছড়া	দামছড়া
৮৬।	কৃষ্ণপদ শীল, পিতা—নগেন্দ্র শীল, জম্পুইজলা	টাকারজলা
৮৭।	শ্রীকু (প্রীক) চক্রবর্ত্তী ঐ	টাকারজলা
৮৮।	অনীন্দ্র দেববর্মা পিতা—৺পণ্ডিত দেববর্মা, লেফুংগা	সিধাই
৮৯।	হরিপদ দাস পিতা—৺মেঘু দাস, পিত্রা	পিত্রা
৯০।	কিশোর দাস পিতা—নিশীথ রঞ্জন দাস, লালজুরি	ফটিকরায়
৯১।	সুবিনয় দাস, সমরুপুর	ফটিকরায়
৯২।	নবদ্বীপ দাস পিতা—৺নারায়ণ দাস, লালজুরি	ফটিকরায়
৯৩।	সিদীপ ঘোষ পিতা—৺প্রফুল্ল ঘোষ, লালজুরি	ফটিকরায়
৯৪।	অজয় ঘোষ পিতা—৺অখিল ঘোষ ঐ	ফটিকরায়
৯৫।	পরিমল দেব পিতা শ্রীধ দেব ঐ	ফটিকরায়
৯৬।	মন্টু দে পিতা—শ্রীধ দেব ঐ	ফটিকরায়
৯৭।	গোপাল দেব পিতা—৺সারদা দেব ঐ	বীরগঞ্জ
৯৮।	জয় দেবনাথ পিতা - হেমেন্দ্র দেবনাথ ঐ	বী
৯৯।	পুলিন দেবনাথ পিতা—মনমোহন দেবনাথ ঐ	বীরগঞ্জ
১০০।	ফিরোজ মিঞা, চন্দ্রশেখর কলোনী ঐ	বীরগঞ্জ
১০১।	বিষ্ণু কুমার দেববর্মা পিতা—চিত্রমোহন, এ. ডি, সি কলোনী	জিরানীয়া
১০২।	পূর্ণমোহন ত্রিপুরা, এম. এল. এ	মনু
১০৩।	প্রদীপ দাস পিতা—তরনী দাস, জগৎপুর, সিধাই	টাকারজলা
১০৪।	মিলন দেবনাথ পিতা—নিরঞ্জন দেবনাথ, গোলাঘাটি	ঐ
১০৫।	স্বপন ঘোষ পিতা—৺লাবণ্য ঘোষ, জম্পুইজলা	ঐ
১০৬।	তুকন মিঞা পিতা—৺হায়দর আলি ঐ	টাকারজলা

১	২	৩
১০৭।	বিনোদ সরকার ঐ	টাকারজলা
১০৮।	সুবীর কুমার পোদ্দার	শান্তিরবাজার
১০৯।	ফণীভূষণ সম্মাদার, কর্মচারী, খাবারবোর্ড	ঐ
১১০।	মীরা দেবনাথ পিত.—মনোরঞ্জন দেবনাথ, ডলুছড়া, সালেমা	সালেমা
১১১।	আশীষ দে পিতা—প্রতুল দে, আমরাপাশা	ফটিকছড়া
১১২।	অজিত দে, পিতা—প্রতুল দে, আমরাপাসা	ফটিকরায়
১১৩।	বিশ্বজিৎ দে, পিতা— ব্রজকিশোর দে, ভুরাইছড়া	কমলপুর
১১৪।	রণজিৎ ঘোষ, পিং—মদন ঘোষ, কলাছড়ি—১	ঐ
১১৫।	রাজকুমার দাস, পিতা—৺রাইচরণ দাস, জয়শ্রী	কাঞ্চনপুর
১১৬।	পাইথাবাবু মলসুম, পিতা — বিপদবাহাদুর মলসুম, ছনখলা	তৈদু
১১৭।	সঞ্জয় কুর্মী পিতা—রামরাজ কুর্মী হরিনগর, করিমগঞ্জ	কমলপুর
১১৮।	ভক্ত দেব, পিতা—৺ভুবন দেব, পূঃ কামনছড়া	সালেমা
১১৯।	কানুলাল দেবনাথ, পিতা— ৺কৃষ্ণকুমার দেবনাথ, সাতনালা	কাঞ্চনপুর
১২০।	বরুণ দেব পিতা—৺সুধীর দেব, তারানগর, সিধাই	আর, কে, পুর
১২১।	সুখেন্দু দাস পিতা— নিমাই দাস, জারুলছড়া, মনু	মনু
১২২।	নৃপেন্দ্র দাস পিতা—উপেন্দ্র দাস, জারুলছড়া	মনু
১২৩।	সুরেশ্বর দাস, পিতা— সুরেন্দ্র, জারুলছড়া	মনু
১২৪।	পরিমল দাস, পিতা—সুরেন্দ্র, জারুলছড়া	মনু
১২৫।	অরবিন্দু দাস, পিতা —সুরেন্দ্র, জারুলছড়া	মনু
১২৬।	তপন চক্রবর্তী পিতা—প্রফুল্ল চক্রবর্তী, বিবেকানন্দনগর, শর্মাবাড়ী	আমবাসা

১	২	৩
১২৭।	রতন কুমার জমাতিয়া, পিতা— ৺ব্রজেন্দ্র জমাতিয়া, গর্জনখোলা	বীরগঞ্জ
১২৮।	রণজিৎ দাস পিতা— ৺রমেশ দাস, কাশিরামপুর	কাঞ্চনপুর
১২৯।	দুলাল পাল, পিতা—দুর্গা প্রসন্ন পাল, উঃ মরাছড়া, কমলপুর	কমলপুর
১৩০	কাজল কাহার পিতা—জগদীশ কাহার, সোনারাই কমলপুর	কমলপুর
১৩১।	রণজিৎ দেবনাথ পিতা—নরেন্দ্র দেবনাথ, দুর্গানগর	জিরানীয়া
১৩২।	নগদি রিযাং পিতা—চন্দ্রকুমার রিয়াং, জগন্নাথপুর	আমবাসা
১৩৩।	পূর্ণকিশোর জমাতিয়া পিতা বীর সিং জমাতিয়া, ছেচুয়া, অম্পি	অম্পি
১৩৪।	দুর্গাসিং জমাতিয়া ঐ	অম্পি
১৩৫।	দিল্লীমোহন ত্রিপুরা পিতা—চান্দি ত্রিপুরা, শ্রীনিবাসপাড়া, আমবাসা	আমবাসা
১৩৬।	সুখেন দেব পিতা—হারাধন দেব, চণ্ডীপুর, বীরগঞ্জ	বী
১৩৭।	সুবোধ দাস পিতা—সুরেশ দাস, শান্তিপল্লী বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
১৩৮	হেমেন্দ্র দাস পিতা—নরেন দাস শান্তিপল্লী	বীরগঞ্জ
১৩৯	হীরালাল দেবনাথ পিতা—নইদাবাসী দেবনাথ, মধ্যবাজার শান্তিপল্লী,	বীরগঞ্জ
১৪০।	নিখিল সাহা পিতা সতীশ সাহা, শান্তিপল্লী, অমরপুর	বীরগঞ্জ
১৪১।	েনুলাল পোদ্দার, পিতা—হীরালাল পোদ্দার বিশ্রামগঞ্জ	বিশালগড়
১৪২।	নির্মল সাহা, পিতা—মুকুন্দ সাহা, বিশ্রামগঞ্জ	বিশালগড়

১	২	৩
১৪৩।	বচন বিশ্বাস, পিতা—৺সাধন বিশ্বাস, দশদা	কাঞ্চনপুর
১৪৪।	টাবলু বিশ্বাস পিতা—৺দেবেন্দ্র বিশ্বাস, ঐ	ঐ
১৪৫।	কৃষ্ণ সেন, পিতা—ফটিক সেন, ঐ	ঐ
১৪৬।	নেপাল মজুমদার, পিতা—মনোরঞ্জন মজুমদার, লক্ষীছড়া	বাইখোরা
১৪৭।	অক্ষমান রায় পিতা—অরুণ চন্দ্র রায়, পেকুছড়া পানিসাগর	কাঞ্চনপুর
১৪৮।	সুজিত দেববর্মা পিতা—অনিল দেববর্মা, ইন্দুরিয়া, খোয়াই	খোয়াই
১৪৯।	ভূপেন্দ্র দেববর্মা পিতা—মনোরঞ্জন দেববর্মা, তিনঘরিয়া ঐ	ঐ
১৫০।	অনন্ত রিয়াং পিতা—মৃত রমনী রিয়াং, অযোধ্যাপাড়া, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
১৫১।	তকথংরাই রিয়াং, ঐ	বীরগঞ্জ
১৫২।	অতীন্দ্র দেবনাথ, পিতা—বাণীকান্ত দেবনাথ, গোলাঘাটি	টাকারজলা
১৫৩।	দেবব্রত সাহা, পিতা—নৃপেন সাহা, কাঞ্চননগর	শান্তিরবাজার
১৫৪।	বলরাম দেবনাথ পিতা—জীতেন্দ্র দেবনাথ, বাইখোরা	বাইখোরা

১৯৯৮ ইং

১।	দিলীপ দেববর্মা, তুইমামপুই, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
২।	দেবকুমার রিয়াং ঐ ঐ	তেলিয়ামুড়া
৩।	খগেন্দ্র দেববর্মা, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, দশদা	ঐ

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Past Poned un-Statred Ouestions and Answers)

১	২	৩
৪।	প্রদীপ চক্রবর্তী পিতা—হারাধন চক্রবর্তী, ডেপাছড়া, নতুন বাজার	নূতন বাজার
৫।	বিশ্বাম্বর দাস পিতা—৺বাসদিক দাস, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
৬।	বেনুলাল দেববর্মা পিতা—দেবেন্দ্র দেববর্মা	বীরগঞ্জ
৭।	সুকেশ দেববর্মা পিতা—জ্যোতিলাল দেববর্মা, সুতার মুড়া	ঐ ঐ
৮।	কানুলাল সাহা পিতা—৺গুরুদাস সাহা, সমবারিয়া বাজার	টাকারজলা,
৯।	বিজয় আচার্য্য পিতা—অনুকূল আচার্য্য দঃ তৈদু	তৈদু
১০।	জহরলাল দেব, শিক্ষক পিতা—কালাচান্দ দেব, জ্যামিরছড়া	মনু
১১।	মঙ্গল দেববর্মা পিতা—জন দেববর্মা; তুইকরমা, তোল	তেলিয়ামুড়া
১২।	তন্ময় দেববর্মা পিতা—রামপদ দেববর্মা ঐ	ঐ
১৩।	সমিন্দ্র দেববর্মা পিতা—মঙ্গল দেববর্মা ঐ	ঐ
১৪।	সুজিত মজুমদার পিতা—রতন মজুমদার, দক্ষিণ তাকমা	শান্তিরবাজার
১৫।	অবনি দাস, পিতা—রুক্মিণী দাস, হাটরিক গ্রাম	কমলপুর
১৬।	অর্জুন দাস পিতা—হিরামোহন দাস, মনু	ছামনু
১৭।	হরিপদ দত্ত পিতা—ব্রজেন্দ্র দত্ত, ফুলকুমারী	আর. কে. পুর
১৮।	অবিধর গুরুদাস পিতা—বিমলেন্দু গুরুদাস মনু বনকুল	সাব্রুম

১	২		৩
১৯।	স্নীল শুক্লদাস পিতা—হরেন্দ্র শুক্লদাস	ঐ	ঐ
২০।	বিক্রম সিনহা পিতা—লক্ষীকান্ত সিনহা, মোহনপুর		কমলপুর
২১।	শান্তি দেববর্মা পিতা —হরেন্দ্র দেববর্মা, বীরগঞ্জ		নতুনবাজার
২২।	প্রদিত কুমার ত্রিপুরা পিতা—শুদ্ধ কুমার ত্রিপুরা, রইস্যাবাড়ী		ঐ
২৩।	গণেশ শীল, পিতা—৺মনমোহন শীল, লেবাছড়া		নতুনবাজার
২৪।	মধু দাস, পিতা—মদন দাস	ঐ	ঐ
২৫।	মাখন মল্ল পিতা—৺রাইমোহন মল্ল, পুঃ পিলাক, বাইখোরা		বাইখোরা
২৬।	উত্তম সাহা, পিতা—পরিমল সাহা	ঐ	বীরগঞ্জ
২৭।	মনা দাস পিতা—৺যোগেন্দ্র দাস, জামিরছড়া, মনু		ছামনু
২৮।	প্রদীপ সাহা পিতা—মনমোহন সাহা, নতুনবাজার		নতুনবাজার
২৯।	পি, বিশ্বকরণ, গ্রীফ		আর কে পুর
৩০।	নাগেশ্বর, গ্রীফ		ঐ
৩১।	অমর দেবনাথ, গ্রীফ		আর. কে. পুর
৩২।	নন্দলাল পাল: তেলিয়ামুড়া		তেলিয়ামুড়া
৩৩।	শ্রীকান্ত মণ্ডল· তেলিয়ামুড়া		তেলিয়ামুড়া
৩৪।	ঝন্টু পাল পিতা—মতিলাল পাল, দুর্গানগর· খোয়াই		খোয়াই
৩৫।	রণজিৎ দেববর্মা পিতা—নান্দীমোহন দেববর্মা, বেলুছড়া		সিধাই
৩৬।	ধীরেন্দ্র দেববর্মা পিতা—সংগরাই দেববর্মা, রহিন পাড়া		সিধাই

১	২	৩
৩৭ ।	সুবল দেববর্মা	সিধাই
	পিতা—আগুনিয়া দেববর্মা, রহিন পাড়া	
৩৮ ।	মোহন দেববর্মা	সিধাই
	পিতা—আগুনিয়া দেববর্মা; রহিন পাড়া	সিধাই
৩৯ ।	স্বজল সরকার	খোয়াই
	পিতা—স্বর্গীয় সুধীর সরকার; কয়ঙ্গীছড়া. খোয়াই	
৪০ ।	টিপু দেববর্মা	কমলপুর
	পিতা—নারদমণি দেববর্মা; সন্তোষীমা পাড়া	
৪১ ।	কেশব মজুমদার	সিধাই
	পিতা—ফনিস মজুমদার, সিমনাছড়া	
৪২ ।	কাজল দাস,	বীরগঞ্জ
	পিতা—সুরেন্দ্র দাস, মৈলাক	
৪৩ ।	কল্যাণ রায়	শান্তির বাজার
	পিতা—৺শশধর রায় তাকমা	
৪৪ ।	প্রহ্লাদ দেববর্মা	কমলপুর
	পিতা—পানকুমার দেববর্মা সন্তোসীমা	
৪৫ ।	রতন নম., ড্রাইভার যতনবাড়ী	নূতন বাজার
৪৬ ।	নিখিল পাল, যতনবাড়ী	নূতন বাজার
৪৭ ।	শিবপদ নাহা করবুক	নূতন বাজার
৪৮ ।	ভম্বু দেববর্মা	সিধাই
	পিতা—বসুরাম দেববর্মা. গজপাড়া	
৪৯ ।	অখিল দেববর্মা	সিধাই
	পিতা—৺ভরত দেববর্মা' ডেবরা	
৫০ ।	সুশীল দেববর্মা	সিধাই
	পিতা—বরুন দেববর্মা, সিধাই	
৫১ ।	হিরণ দেববর্মা	
	পিতা—চিন্তারাম দেববর্মা, বৈরাগী	সিধাই

১	২	৩
৫২।	খোকন দাস, পিতা—রাখাল দাস, বনবাজার	খোয়াই
৫৩।	সুভাষ দাস, পিতা—গিরীন্দ্র দাস, নোয়াবাড়ী	আর কে পুর
৫৪।	নিখিল গুরুদাস পিতা—ননীগোপাল গুরুদাস, পশ্চিম কুপিলং	কিল্লা
৫৫।	স্বপন সরকার, পিতা—সুহৃদ সরকার, গকুলনগর	বীরগঞ্জ
৫৬।	নিতাই দাস, কাকঁড়াবন	ঐ
৫৭।	বিশ্বনাথ সাহা পিতা—শুভম সাহা, মনতলা কলোনী	সিধাই
৫৮।	সৌমিত্র নাহা, শিক্ষক, বনমালীপুর	তেলিয়ামুড়া
৫৯।	মন্টু দেব পিতা—৺সুশীল দেব, সিপাইহাওয়র	খোয়াই
৬০।	মধু ভট্টাচার্য্য, পিতা—৺মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য	ঐ
৬১।	সুধীর দেবনাথ, পিতা—৺	ঐ
৬২।	নরেন্দ্র ঘোষ, পিতা—৺বিপিন ঘোষ	বিশালগড়
৬৩।		
৬৪।		
৬৫।	মনমোহন দেবনাথ, পিতা—সুধীর দেবনাথ, দিঘালীয়া	সিধাই
৬৬।	রঞ্জন আচার্য্য, পিতা— কার্ত্তিক আচার্য্য কামাইতলা	ঐ
৬৭।	নারয়ণ চক্রবর্তী, ড্রাইভার শীলনগর	তেলিয়ামুড়া
৬৮।	স্বপন দেবনাথ, কনডাকার সিমনা	ঐ
৬৯।	বিপ্লব ওরফে সুব্রত মালাকার, কুমারঘাট	ঐ
৭০।	বিজন সূত্রধর, কাঞ্চনপুর	ঐ
৭১।	কালিদাস, পেঁচারথল	ঐ
৭২।	ভুবন সরকার,	ঐ
৭৩।	কমল দাস	ঐ
৭৪।	গোপাল বিশ্বাস পিতা—যোগেন্দ্র বিশ্বাস	বাইখোরা
৭৫।	দীপক ভৌমিক পিতা—যোগেন্দ্র ভৌমিক	ঐ
৭৬।	ভজন চক্রবর্ত্তী	বীরগঞ্জ

১	২	৩
৭৭।	সমর দাস পিতা—৺ মনমোন দাস, কামারিয়ারখোলা	বিশালগড়
৭৮।	বিভাষ দেববর্মা পিতা—হরেন্দ্র দেববর্মা, হলুডিয়াবাড়ী	কল্যাণপুর
৭৯।	প্রদীপ সাহা, পিতা—৺গোপাল সাহা, ক্ষুদিরাম পল্লী	বীরগঞ্জ
৮০।	সুনীল চক্রবর্ত্তী পিতা—৺ কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী, ময়নামা	মনু
৮১।	দলকুমার সিং	সিধাই
৮২।	স্বদেশ ঘোষ পিতা—. গজি	বীরগঞ্জ
৮৩।	কার্ত্তিক সাহা পিত—নাগেন্দ্র সাহা. পল্টীরোড উদয়পুর	বিশালগড়
৮৪।	কানু দত্ত পিতা— রমেশ দত্ত, ঐ	ঐ
৮৫।	অরবিন্দ শর্মা পিতা—নরেশ শর্মা, জামতলী	ঐ
৮৬।	হরি কুমার ভট্টাচার্য্য পিতা— ৺দীনেশ ভট্টাচার্য্য, চাম্পামুড়া	ঐ
৮৭।	মন্মথ পাল, বীরচন্দ্র মনু	ঐ
৮৮।	সুভাষ মজুমদার, পিতা—৺অনুকুল মজুমদার ডেমডেমা	ঐ ঐ
৮৯।	দুধ মিঞা পিতা—৺আবদুল মজিদ, বাহমনিপাড়া	টাকারজলা
৯০।	কমলচরন দাস পিতা—পরেশ দাস দেবেন্দ্রপুর	ইস্যাবাড়ী
৯১।	জহর লাল সরকার পিতা—যুধিষ্ঠীর সরকার	রইস্যাবাড়ী
৯২।	পরিমল সরকার পিতা—লালমোহন সরকার	ঐ
৯৩।	বিধুভূষণ দাস, লেগুলেস কলোনী	জিরানীয়া

১	২	৩
৯৪।	মানিক মিঞা পিতা—ছুদ মিঞা, দঃ রামনগর, আগরতলা	গঙ্গানগর
৯৫।	মনোরঞ্জন দেবনাথ, পিতা—যোগেন্দ্র দেবনাথ, আমতলী শালগড়া,	কিল্লা
৯৬।	গোপাল শর্মা পিতা—হিরালাল শর্মা, ডাকালিয়াবস্তী, আমবাসা	গণ্ডাছড়া
৯৭।	নিতাই (বিধূ) ঘোষ পিতা—বনমালী ঘোষ, রামহরি পাড়া,	টাকারজলা,
৯৮।	রণজিৎ দাস, পিতা—রমনী মোহন দাস,	টাকারজলা
৯৯।	সুকেশ মিঞা পিতা—হানিফ মিঞা, ইন্দ্রবাসী পাড়া	আর কে পুর
১০০।	মঞ্জন বনিক, অম্পি	অম্পি
১০১।	জীবন সেন, পিতা—৺বীরেন্দ্র সেন, বীরচন্দ্র মনু	শান্তির বাজার
১০২।	সহদেব দত্ত, পিতা—৺মনমোহন দত্ত, রাজনগর	কিল্লা
১০৩।	রবীন্দ্র সরকার, পিতা—উপেন্দ্র সরকার; দশরাম পাড়া	জিরানীয়া
১০৪।	স্বপন পাল, পিতা—পঞ্চানন্দ পাল, বড়দোয়ালী, আগরতলা	পঃ আগরতলা
১০৫।	দিলীপ দেববর্মা, পিতা—বিনোদ দেববর্মা, দেওয়ানচন্দ্র পাড়া	জিরানীয়া
১০৬।	শ্রীমন্ত দাস, কলাছড়া	শান্তির বাজার
১০৭।	বিশ্বজিৎ দাস পিতা—শ্রীমন্ত দাস, কলাছড়া	ঐ
১০৮।	কাজল মজুমদার, সুন্দরটীলা	সিধাই
১০৯।	প্রাণতোষ দেব ঐ	সিধাই

১	২	৩
১১০।	অভিজিৎ চক্রবর্তী পিতা—গোপাল চক্রবর্তী রামপুর	বীরগঞ্জ
১১১।	নিরঞ্জন সরকার, তুত বাগান	বীরগঞ্জ
১১২।	যুবরাজ দাস, পিতা—হারাধন দাস হরিভক্ত পাড়া	জিরানীয়া
১১৩।	রণজিৎ দেববর্মা, পিতা—সুনীল দেববর্মা, রাজচন্দ্র পাড়া	কল্যাণপুর
১১৪।	শুভরাম রিয়াং, পিতা—শারদা রিয়াং, রানী পাড়া	দামছড়া
১১৫।	ধীরেন্দ্র রিয়াং ঐ	ঐ
১১৬।	পইখাকরাম রিয়াং ঐ	দামছড়া
১১৭।	দয়াপা রিয়াং ঐ	দামছড়া
১১৮।	বিদ্যাজয় রিয়াং ঐ	ঐ
১১৯।	দিপক রায় পিতা—বিনয় রায়, জিরানীয়া	জিরানীয়া
১২০।	বিভাস সাহা, কণ্ট্রাক্টার	নতুনবাজার
১২১।	শঙ্কর দাস পিতা—৺মন্মথ রায়, চন্দ্রসাধু পাড়া	জিরানীয়া
১২২।	কালু মিঞা, ড্রাইভার	রইস্যাবাড়ী
১২৩।	গণেশ দাস, ইঞ্জিনীয়ার	মনু
১২৪।	মৃণালকান্তি চৌধুরী, আদরিণী চাবাগান, আগরতলা, পঃ আগরতলা	
১২৫।	অঞ্জন চৌধুরী পিতা—মৃণালকান্তি চৌধুরী ঐ	ঐ
১২৬।	রাজন দেববর্মা পিতা—গুরুচরণ দেববর্মা, গুরুচরণ পাড়া	তেলিয়ামুড়া
১২৭।	আশুতোষ পাল, কর্মচারী	টাকারজলা
১২৮।	উত্তম শীল পিতা—পুলিন শীল, ইন্দ্রনগর, আগরতলা	ঐ
১২৯।	প্রদীপ দে, যোগেন্দ্রনগর	ঐ

১	২	৩
১৩০।	রণজিৎ দেবনাথ পিতা—৺সুধাংশু দেবনাথ, রামনগর	রইস্যাবাড়ী
১৩১।	রণজিৎ রিয়াং পিতা—বাজুবন রিয়াং, লক্ষজয় রিয়াং	শান্তিরবাজার
১৩২।	শ্রীবাস বণিক পিতা—বীরেন্দ্র বণিক, খেদাছনল	নূতনবাজার
১৩৩।	স্বদেশ বণিক, পিতা—৺কালুরাম বণিক ঐ	ঐ
১৩৪।	শচীন্দ্র বণিক, পিতা—৺হরিচরণ বণিক ঐ	ঐ
১৩৫।	উত্তম (আবু) বণিক পিতা—শচীন্দ্র বণিক ঐ	ঐ
১৩৬।	অনল দত্ত, পূর্ব হালাহালি, মনু	ঐ
১৩৭।	বিজয় দেববর্মা, পিতা—বি. বি. দেবরায়, ছালবস্তি, খোয়াই	খোয়াই
১৩৮।	রাকেশ সরকার পিতা—রাজমোহন সরকার, হরিপুর	গণ্ডাছড়া
১৩৯।	সত্যজিৎ সাহা পিতা—পরিমল সাহা, কিল্লাবাজার	কিল্লা
১৪০।	দীনেশ বিশ্বাস, হাওয়াইবাড়ী	তেলিয়ামুড়া
১৪১।	বিমল দেবনাথ পিতা—অজিৎ দেবনাথ, খামারবস্তী, জিরানীয়া	জিরানীয়া
১৪২।	বিপ্লব দেবনাথ; ঐ	ঐ
১৭৩।	অরুণ কুমার দেববর্মা, পিতা—মোমচরণ দেববর্মা, বাইজলবাড়ী	খোয়াই
১৪৪।	কৃপেশ পাল, পিতা—ক্ষিরোদ পাল, মনু	মনু
১৪৫।	চিত্তব্রত (দেবু) পাল পিতা— নৃপেন্দ্র পাল, রামনগর, আগরতলা	কাঞ্চনপুর
১৪৬।	নিমাই নাথ পিতা—৺সুবল নাথ, সুব্রতনগর	কাঞ্চনপুর
১৪৭।	হরিপদ দাস পিতা—মরণ দাস উঃ মহারাণী	কল্যাণপুর
১৪৮।	রঞ্জন দেববর্মা পিতা—জগদীশ দেববর্মা ঐ	কল্যাণপুর
১৪৯।	অনাথ দাস পিতা—দুলাল দাস, ছয়ঘরিয়া	আর কে পুর

১	২	৩
১৫০।	রণজীৎ সূত্রধর, ড্রাইভার, মাতাবাড়ী	আর কে পুর
১৫১।	সনজিৎ সরকার, গঙ্গাছড়া	ঐ
১৫২।	অমল সরকার, সুরপোষা	শান্তিরবাজার
১৫৩।	নিবারণ চাকমা পিতা—কালাচাম্বা চাকমা, শ্রীরামপুর	কাঞ্চনপুর
১৫৪।	প্রীতিজয় চাকমা, ড্রাইভার	মনু
১৫৫।	সুনীল দেববর্মা, সরকারী কর্মচারী	মনু
১৫৬।	প্রদীপ গোস্বামী, ঐ	মনু
১৫৭।	গৌরকান্তি ভৌমিক পিতা—সুরেন্দ্র ভৌমিক, লক্ষীছড়া,	বীরগঞ্জ
১৫৮।	গোপাল ভৌমিক পিতা—সুরেন্দ্র ভৌমিক ঐ	ঐ
১৫৯।	মানিক বণিক পিতা—৺অতুল বণিক লক্ষীছড়া	বীরগঞ্জ
১৬০।	বিশ্বজীৎ দে পিতা—দুর্গেশ রঞ্জন দে, লালছুরী ঐ	ফটিকরায়
১৬১।	যোগেন্দ্র নমঃ পিতা— হারাধন নমঃ লক্ষীছড়া	ফটিকরায়
১৬২।	বিজয় দাস, পিতা—বিশ্বম্বর দাস, শঙ্করপল্লী	নতুনবাজার
১৬৩।	লক্ষণ দাস পিতা—নেপাল দাস, ষত্তনবাড়ী	ঐ
১৬৪।	সজল দে. ড্রাইভার	টাকারজলা
১৬৫।	রঞ্জিত লোধ পিতা— প্রমোদ লোধ, সমতলপাড়া	বীরগঞ্জ
১৬৬।	রাজকুমার চৌধুরী, গামাইবাড়ী	ছৈছু
১৬৭।	প্রাণাশীর দে পিতা—৺পরেশ চন্দ্র দে, মনু	মনু
১৬৮।	শঙ্কর বিশ্বাস পিতা—সন্তোষ বিশ্বাস, লক্ষীছড়া	বাইখোরা
১৬৯।	তাপস বৈদ্য, পিতা—মধু বৈদ্য ঐ	ঐ
১৭০।	প্রদীপ মালাকার পিতা—প্রহ্লাদ মালাকার, কাটালুৎমা	সালেমা
১৭১।	সুব্রত রায় পিতা —অবণীমোহন রায়, কৃষ্ণপাড়া	গণ্ডাছড়া
১৭২।	হিমাংশু বিশ্বাস পিতা – নন্দমোহন বিশ্বাস, ঐ	ঐ
১৭৩।	কানুলাল সরকার পিতা—সাধন সরকার, পিত্রা	কিল্লা
১৭৪।	রাধেশ্যাম শীল পিতা -- গুরুচরণ শীল, গোলক ঠাকুর পাড়া,	জিরানিয়া

১	২	৩
১৭৫।	দীপক মজুমদার পিতা —হারাধন মজুমদার ঐ	ঐ
১৭৬।	গৌরাঙ্গ দত্ত পিতা—সুরেশ দত্ত, গর্জীবাজার,	আর, কে পুর
১৭৭।	সুবোধ দেব পিতা—৺মহিম দেব. বড়লুৎমা	সালেমা
১৭৮।	দয়াময় ভক্ত পিতা—সুখেন ভক্ত, তাকমাছড়া	শান্তিরবাজার
১৭৯।	নারায়ণ সরকার পিতা—৺যোগেন্দ্র সরকার, অলয়ছড়া	ঐ
১৮০।	প্রমোদ সাহা পিতা—৺বিধু সাহা, বাইজ্যারদিঘী,	টাকারজলা
১৮১।	দিলীপ পাল পিতা —মরণ পাল, চেলাগাং	বীরগঞ্জ
১৮২।	তপন চৌধুরী পিতা—তরণী চৌধুরী. রাঙ্গামাটি	ঐ
১৮৩।	দুলাল দাস ঐ	ঐ
১৮৪।	দুলাল পাল, ড্রাইভার	নতুনবাজার
১৮৫।	মানিক মণ্ডল, টি. এস, আর	ঐ
১৮৬।	সত্যরঞ্জন মজুমদার, রাইস্যাবাড়ী	ঐ
১৮৭।	বনবিহারী সাহা, শিক্ষক	ঐ
১৮৮।	খোকন দাস, ব্যবসায়ী	ঐ
১৮৯।	নিলয় বনিক ঐ	ঐ
১৯০।	সুশান্ত পাল, রইস্যাবাড়ী,	ঐ
১৯১।	রাজেশ খরাগ, টি. এস. আর	নতুনবাজার
১৯২।	অমর সাহা	ঐ
১৯৩।	সুকুমার দেবনাথ. ড্রাইভার	টাকারজলা
১৯৪।	অনিল বৈদ্য পিতা—৺শশীমোহন বৈদ্য, বাগানটিলা	বাইখোড়া
১৯৫।	ক্ষেত্রমোহন নমঃ পিতা ৺যতীন্দ্র নমঃ	ঐ
১৯৬।	রবীন্দ্র দে, ফরেষ্টার	জিরানীয়া
১৯৭।	যদুগোপাল দেবনাথ, ফরেষ্ট গার্ড	ঐ
১৯৮।	পূর্ণ দেববর্মা ঐ	ঐ

১	২	৩
১৯৯।	বিপুল দেববর্মা পিতা—জীবন দেববর্মা, নতুন তবলাবাড়ী	খোয়াই
২০০।	রমাব্রত দেববর্মা, পিতা—উপেন্দ্র দেববর্মা ঐ	ঐ
২০১।	হীরেন্দ্র ভৌমিক পিতা—মৃত নন্দ ভৌমিক, মহেশপুর	জিরানীয়া
২০২।	অশোক সিংহরায়, পিতা—নরেন্দ্র সিংহরায়	খোয়াই
২০৩।	নিলাময় চক্রবর্ত্তী পিতা-- দয়াময় চক্রবর্ত্তী, বড়বাঘাই	ঐ ঐ
২০৪।	কালীপদ দেব পিতা—মনীন্দ্র দেব, পশ্চিম সিঙ্গীছড়া	ঐ
২০৫।	বিশ্বজিৎ দেব, পিতা—মৃত পরেশ দেব, সিঙ্গিছড়া	খোয়াই
২০৬।	মিঃ পি. আর. রবিন্দ্রন, এন. পি. সি. পি	তেলিয়ামুড়া
২০৭।	দিলীপ নন্দী ঐ	ঐ
২০৮।	রণজেন্দ্র রিয়াং পিতা —সরপাহাম রিয়াং, কাঁকড়াছড়া	ঐ
২০৯।	দীপক রঞ্জন দে, বেতছড়া	ফটিকরায়
২১০।	বিশ্বজীৎ দেব পিতা—হরকৃষ্ণ দেব, ইন্দ্রনগর	বীরগঞ্জ
২১১।	পঙ্কজ দত্ত পিতা—বিনয়ভূষণ দত্ত, টাকারজলা	টাকারজলা
২১২।	সুকেশ দাস পিতা—নির্মল দাস, ছনবাড়ী	টাকারজলা
২১৩।	তাপস দে, পিতা—দীনবন্ধু দে	টাকারজলা
২১৪।	সুভাষ ভৌমিক পিতা—সতীশ ভৌমিক, জম্পুইজলা	টাকারজলা
২১৫।	অনিল দেবনাথ পিতা—হরিমোহন দেবনাথ, জম্পুইজলা	টাকারজলা টাকারজলা
২১৬।	অমূল্য শীল পিতা—অঞ্জন কুমার শীল, জম্পুইজলা	টাকারজলা
২১৭।	সুভাষ দেবনাথ পিতা— ক্ষেত্রমোহন দেবনাথ, জম্পুইজলা	টাকারজলা

১	২	৩
২১৮।	বাধু মালাকার, পিতা—কামিনী মালাকার, জম্পুইজলা	টাকারজলা
২১৯।	অভিশ সরকার ঐ জম্পুইজলা	টাকারজলা
২২০।	সুভাষ দেবনাথ ঐ	ঐ
২২১।	কাজল সরকার, জম্পুইজলা	টাকারজলা
২২২।	মোহন্ত রিয়াং, চেয়ারম্যান, রামনগর	গণ্ডাছড়া
২২৩।	ঋষিরাম রিয়াং পিতা—মোহন্ত রিয়াং, রামনগর	ঐ
২২৪।	শশীমোহন পাল পিতা— পাণ্ডব পাল, লালাগিরি বীরগঞ্জ	
২২৫।	শান্তিপাল পিতা—দেবেন্দ্র পাল ঐ	ঐ
২২৬।	সুভাষ পাল পিতা— গজেন্দ্র পাল, পঃ মালবাসা	ঐ
২২৭।	তাহের খান পিতা—৺সিরাজ খান ঐ	ঐ
২২৮।	আমির হুসেন পিতা—নূর মিঞা, গর্জি	নতুনবাজার
২২৯।	উজ্জল সূত্রধর ড্রাইভার, গর্জি	ঐ
২৩০।	স্বপন চৌধুরী পিতা—৺উমেশ চৌধুরী, হরিশকলইপাড়া	তেলিয়ামুড়া
২৩১।	সুধাংশু গোপ, কর্মচারী	শান্তিরবাজার
২৩২।	রাজেশ সাহা পিতা—ধ্রুবরঞ্জন সাহা, গিরিধারীটিলা	ঐ
২৩৩।	দিলীপ বিশ্বাস পিতা—মিলন ভৌমিক, নারাইফাং	শান্তিরবাজার
২৩৪।	বীরবল দত্ত পিতা—রমেন্দ্র দত্ত, শুকানগর	ঐ
২৩৫।	সজল পাল, বীরগঞ্জ	ঐ
২৩৬।	রতন দেব পিতা—কানাইলাল দেব, কুঞ্জবন, আগরতলা	শান্তিরবাজার
২৩৭।	বিমল দেবনাথ পিতা—দুলাল দেবনাথ, দক্ষিণ কিল্লা	আর. কে. পুর
২৩৮।	গৌরাঙ্গ সেন, সহ ড্রাইভার পিতা—রবি সেন, গৌরাঙ্গ টিলা	শান্তিরবাজার
২৩৯।	দিলীপ বিশ্বাস পিতা—রাজমোহন মুহুরী, ওরাইফাং	ঐ
২৪০।	গোপীপদ পাল পিতা—কানু পাল, আশ্রম পাড়া	ঐ

১	২	৩
২৪১।	সত্যজীৎ পাল পিতা—বিহারী পাল, মোয়াটিলা	ঐ
২৪২।	সুজিৎ শর্মা, ড্রাইভার,	গণ্ডাছড়া
২৪৩।	খোকন দে পিতা—গোপীনাথ দে, ২নং ফুলকুমারী	আর,কে. পুর
২৪৪।	ঝন্টু দে ঐ	ঐ
২৪৫।	দিলীপ দেবনাথ পিতা—৺মনেন্দ্র দেবনাথ, উমলাক	বীরগঞ্জ
২৪৬।	অনিল দাস পিতা—৺হলধর দাস, ঝরঝরিয়া	নূতনবাজার
২৪৭।	পরিতোষ দাস পিতা—অনিল দাস ঐ	ঐ
২৪৮।	শঙ্কর সাহা পিতা—৺অনিল সাহা, মলয়নগর	জিরানীয়া
২৪৯।	শ্যামল দে পিতা—৺অখিল দে, ধলাছড়া	তৈদু
২৫০।	পার্থপ্রতিম মজুমদার পিত—নির্মল মজুমদার, সুপল্লী, আগরতলা	জিরানীয়া
২৫১।	পরেশ চন্দ্র দাস পিতা—প্রভাত দাস, টাউন রংকর্	বীরগঞ্জ
২৫২।	পরিমল কর পিতা—৺যামিনী কর, মাতাবাড়ী	আর. কে, পুর
২৫৩।	রাজীব চক্রবর্ত্তী পিতা—রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কুলাই বাজার	আমবাসা
২৫৪।	বিজন চক্রবর্ত্তী পিতা—বরুণ চক্রবর্ত্তী, কল্যাণপুর	ঐ
২৫৫।	ব্রজগোপাল ধর পিতা—বঙ্কভুবন ধর, করাতিছড়া	মনু
২৫৬।	নিতাই দাস পিতা—নিখিল দাস, কামালঘাট	সিধাই
২৫৭।	দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী পিতা—নিপু চক্রবর্ত্তী, লক্ষণসিং পাড়া	ঐ
২৫৮।	তপন দেব পিতা—গৌরাঙ্গ দেব, তুলাবাগান	ঐ
২৫৯।	চিনু সোম পিতা—অনুকুল সোম, মনুবাজার	মনুবাজার
২৬০।	চন্দন বণিক পিতা—মনিন্দ্র বণিক ঐ	ঐ
২৬১।	অমল দেবনাথ পিতা—অবণীশ দেবনাথ, বেতাগা	ঐ
২৬২।	দুলাল দেবনাথ পিতা—হরেন্দ্র দেবনাথ, মনুবাজার	ঐ
২৬৩।	বাবুল বণিক, বনফুল	ঐ
২৬৪।	সৈকত আলি, রামনগর, আগরতলা	

১	২	৩
২৬৫।	রঞ্জিৎ দত্ত পিতা—হামমোহন দত্ত ঐ	ঐ
২৬৬।	সুজিৎ দে পিতা—সূর্য্য দে, সাতচান্দ, মনুবাজার	মনুবাজার
২৬৭।	রাখাল দাস পিতা—দেবেন্দ্র দাস ঐ	ঐ
২৬৮।	অমল বিশ্বাস পিতা—মানিক বিশ্বাস, মাগুরছড়া	ঐ
২৬৯।	সুধীর রঞ্জন দাস পিতা—অশ্বিনী দাস, জুলাইবাড়ী	ঐ
২৭০।	প্রদীপ দেবনাথ পিতা—গীরেন্দ্র দেবনাথ, শান্তিরবাজার	ঐ
২৭১।	আবুনাসের, রামনগর, আগরতলা	ঐ
২৭২।	প্রাণতোষ নাগ পিতা —৺তাজেন্দ্র নাগ, সাক্রম ?	ঐ
২৭৩।	তপন রায়, দুর্গাচৌধুরী পাড়া, আগরতলা	ঐ
২৭৪।	সুভাষ দে পিতা—রবীন্দ্র দে, সাতচাঁন্দ	ঐ
২৭৫।	জহরলাল দেবনাথ পিতা—জগদীশ দেবনাথ, মনুবাজার	ঐ
২৭৬।	নির্মল দেবনাথ পিতা—হরিষ দেবনাথ, গরাফা	ঐ
২৭৭।	গৌতম রায় চৌধুরী পিতা—সুকুমার রায় চৌধুরী	ঐ
২৭৮।		
২৭৯।	হরিশ দেবনাথ পিতা—বাদল দেবনাথ, গরিফা	ঐ
২৮০।	ক্ষিতিশ পাল	ঐ
২৮১।	সমেণ কর্মকার পিতা লালমোহন কর্মকার	মনুবাজার
২৮২।	নৃপেন্দ্র দেব পিতা—নিরঞ্জন দেব, খয়েরপুর, আগরতলা	ঐ
২৮৩।	মনোরঞ্জন গোস্বামী পিতা—রাধামাধব গোস্বামী, বাধারঘাট, আগরতলা,	ঐ
২৮৪।	দীপঙ্কর দেব পিতা—খগেন্দ্র দেব, ধলেশ্বর, আগরতলা	বীরগঞ্জ
২৮৫।	দেবব্রত চক্রবর্ত্তী পিতা—মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, বনমালীপুর, ঐ	ঐ ঐ
২৮৬।	প্রিয়রঞ্জন মজুমদার, মাতারিয়া, আর. কে. পুর	ঐ
২৮৭।	গোপাল দেব, কর্মচারী	ঐ
২৮৮।	নরোত্তম দাস	ঐ

১	২	৩
২৮৯।	সুব্রত সাহা পিতা—বিকাশ সাহা, নতুনবাজার	ঐ
২৯০।	উত্তম সরকার, পিতা—দীনেশ সরকার ঐ	ঐ
২৯১।		
২৯২।		
২৯৩।		
২৯৪।		
২৯৫।		
২৯৬।		
২৯৭।		
২৯৮।		
২৯৯।		
৩০০।	অসীম সাহা, পিতা—বিশু সাহা ঐ	ঐ
৩০১।	পান্না সাহা পিতা—অবনী সাহা ঐ	ঐ
৩০২।	চুড়াইন ত্রিপুরা পিতা—জগদীশ ত্রিপুরা, রতন রোয়াজাপাড়া	মনু
৩০৩।	রূপন মারাক, পঃ মাছলী	ঐ
৩০৪।	সুভাষ সরকার, পিতা—সুধীর সরকার, দঃ গকুলপুর	তেলিয়ামুড়া
৩০৫।	নিরঞ্জন সরকার পিতা—কৃষ্ণধন সরকার ঐ	ঐ ঐ
৩০৬।	সুজিত সরকার, পিতা—খোকন সরকার ১৮ কার্ড	ঐ

১	২	৩
৩০৭।	সম্পদ দাস, পিতা—সুনীল দাস, চম্পকনগর	ঐ
৩০৮।	খাপেংবল দেববর্মা, ছয়ঘরিয়া	জিরানীয়া
৩০৯।	নারায়ণ দাস, পিতা—অনিল দাস, ঝরঝরিয়া	নতুন বাজার
৩১০।	সুবল দেববর্মা পিতা—মুক্তা দেববর্মা, মহিম চৌধুরী পাড়া	জিরানীয়া
৩১১।	সুখরাম দেববর্মা, পিতা—মুক্ত দেববর্মা ঐ	ঐ ঐ
৩১২।	যতীন্দ্র দেবরায় পিতা—মহেশ দেবরায়, ব্রজবিনোদীনি পাড়া	সিধাই
৩১৩।	ইন্দ্রজীৎ (গছিকা)রিয়াং পিতা—কইন্যারাম রিয়াং, পরমজয় চৌধুরী পাড়া	বীরগঞ্জ
৩১৪।	কেয়া দেবরায় পিতা—বিষ্ণু দেবরায়, সুভাষ পাড়া	আর. কে. পুর
৩১৫।	দূর্গাধন দাস, পিতা—বাঞ্চারাম দাস, শান্তির বাজার	শান্তিরবাজার
৩১৬।	প্রিয়ুইরাহ্‌ জামাতিয়া, পিতা—পদ্মমোহন জামাতিয়া, বৈরাগী দোকান	নূতনবাজার
৩১৭।	বিপ্লব ঘোষ পিতা গোপাল ঘোষ, অরবিন্দ কলোনী, বীরগঞ্জ	ঐ ঐ
৩১৮।	বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী পিতা—রনজিৎ চক্রবর্ত্তী, সুকান্ত কলোনী	ঐ ঐ
৩১৯।	বাদল সাহা পিতা—বিশ্বেশ্বর সাহা, অরবিন্দকলোনী	ঐ
৩২০।	বাচ্চু মজুমদার ঐ	ঐ
৩২১।	শুভজয় বরুয়া পিতা—মনোরঞ্জন বরুয়া, অহিলামোর	সাব্রুম
৩২২।	হামু মিঞা পিতা—শোভন মিঞা, নদীলেক	টাকারজলা

১	২	৩
৩২৩।	সাজু মিঞা পিতা—সামসু মিঞা, কালিথালা	ঐ
৩১৪।	বুলু দেব, পিতা—সুনীল দেব, টাকারজলা	ঐ
৩২৫।	সুকুমার দাস পিতা—রেবতী দাস,	ঐ
৩১৬।	বাসুদেব সাহা, পিতা—নরেন্দ্র সাহা, জম্পুইজলা	ঐ
৩২৭।	অহিন্দ্র সরকার পিতা—সুরেন্দ্র সরকার, ঠাকুরপাড়া	ঐ
৩২৮।	সজিৎ সেন, পিতা—শশিমোহন সেন, দিঘারঘর, ফুলকুমারী	আর, কে, পুর
৩১৯।	সুশীল সেন, ঐ	ঐ
৩৩০।	বাবুল রায় পিতা—৺যামিনী রায়, ধুমাছড়া	মনু
৩৩১।	ঈশ্বর দেবনাথ পিতা—জয়চন্দ্র দেবনাথ, মহেশছড়া	কল্যাণপুর
৩৩২।	রবিশঙ্কর দত্ত পিতা—মতিলাল দত্ত, জগাহিপাড়া	বিশালগড়
৩৩৩।	প্রসেনজীৎ দে, কর্মচারী, সিপাহিজলা	ঐ
৩৩৪।	আশুতোষ নমঃ, মজুমদার ঐ	ঐ
৩৩৫।	চিন্তাহরণ দাস পিতা—৺হরিমোহন দাস, চেলাগাং	নূতনবাজার
৩৩৬।	প্রেমানন্দ দেবনাথ পিতা—৺ব্রহ্মানন্দ দেবনাথ, দার্জিলিংটিলা	তেলিয়ামুড়া
৩৩৭।	রমেন্দ্র দত্ত পিতা—যোগেশ দত্ত, ফুটামাটি	কিল্লা
৩৩৮।	নারায়ণ দাস, কর্মচারী	আর, কে, পুর
৩৩৯।	দুলাল দেবনাথ, অমরপুর	ঐ
৩৪০।	অর্জুন দেবনাথ, ঐ	ঐ
৩৪১।	কাজল সূত্রধর পিতা—গোপাল সূত্রধর, শঙ্করপল্লী	ঐ
৩৪২।	দিপালি কর্মকার, কর্মচারী	ঐ
৩৪৩।	সুব্রত দাস পিতা—যতীন্দ্র দাস, রামপুর	ঐ
৩৪৪।	শান্তিপদ রায়, ড্রাইভার	ঐ
৩৪৫।	অরুণ সাহা পিতা—শচীন্দ্র সাহা, ঘোড়াকাপ্পা	নতুনবাজার
৩৪৬।	উৎপল সরকার, কর্মচারী ঐ	ঐ
৩৪৭।	স্বপন ভৌমিক পিতা—৺সুরেশ চন্দ্র ভৌমিক, নতুনবাজার	ঐ

১	২	৩
৩৪৮।	আনন্দ বিশ্বাস পিতা—৺অভয়চরণ বিশ্বাস, কর্মচারী	ঐ
৩৪৯।	বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী পিতা—নট চক্রবর্ত্তী	ঐ
৩৫০।	নিরেন্দ্র দেববর্মা পিতা—৺দেবেন্দ্র দেববর্মা, আঠাইবাড়ী	কিল্লা
৩৫১।	রঞ্জন চৌধুরী পিতা—৺রাজেন্দ্র চৌধুরী, তৃষ্ণাবাড়ী	তেলিয়ামুড়া
৩৫২।	বাবুল সাহা পিতা—রাখালবন্ধু সাহা, ময়নামা	মনু
৩৫৩।	স্বপন দেবনাথ পিতা—লালমোহন দেবনাথ, মহাদেবটীলা	কল্যাণপুর
৩৫৪।	সেবক বিশ্বাস পিতা—যোগেশ বিশ্বাস, লালছড়া	ঐ
৩৫৫।	ললিত অধিকারি পিতা—জগবন্ধু অধিকারী, উত্তর বড়জলা, বীরগঞ্জ	বিশালগড়
৩৫৬।	পরেশ অধিকারী পিতা—ললিত অধিকারী ঐ	ঐ
৩৫৭।	দুলাল দেবনাথ পিতা—৺গোপাল দেবনাথ ঐ	ঐ
৩৫৮।	রণজীৎ দেবনাথ পিতা—নীলমোহন দেবনাথ ঐ	ঐ
৩৫৯।	সুধীর দাস পিতা—সুহাম দাস, পিত্রা	কিল্লা
৩৬০।	স্বপন রূপিনী পিতা—৺ভক্তজয় রূপিনী, বেলবাড়ী, জিরানীয়া	
৩৬১।	অভিরাম দেববর্মা পিতা—সুকরাই দেববর্মা, শশীরামপাড়া	জিরানীয়া
৩৬২।	মানিক গোপ পিতা—৺কৃষ্ণ গোপ, বাজার কলোনী	কল্যাণপুর
৩৬৩।	পরিমল পাল পিতা—যতীন্দ্র পাল ঐ	কল্যাণপুর
৩৬৪।	সুভাষ বৈদ্য পিতা—ক্ষেত্র বৈদ্য, কলসী	বাইখোড়া
২৬৫।	সত্যেন্দ্র পাল পিতা—মনোরঞ্জন পাল, লালজুরী	ফটিকরায়
৩৬৬।	রতন দেবনাথ পিতা—রাধারমণ দেবনাথ, রূপেনপাড়া	তৈদু
৩৬৭।	মিহির চক্রবর্ত্তী পিতা—চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রমোদনগর	বিশালগড়

১	২	৩
৩৬৮।	নান্টু বিশ্বাস, কর্মচারী, ১৮ কার্ড, জিরানীয়া	জিরানীয়া
৩৬৯।	করিম মিঞা পিতা—আবাউদ্দিন, অম্পি কলোনী	অম্পি
৩৭০।	বাহার মিঞা পিতা—করিম মিঞা, অম্পি কলোনী	ঐ
৩৭১।	গোবিন্দ দাস পিতা—গিরিন্দ্র দাস ঐ	
৩৭২।	করুনা দাস, পিতা—খোকারাম দাস, ১৪ কার্ড, নতুন বাজার	নতুন বাজার
৩৭৩।	রনজীৎ পাল পিতা গিরিশ চন্দ্র পাল, রাম্মাপাড়া মনু	মনু
৩৭৪।	মহসিন শেহিফুল পিতা— মাজাহার হুসেন, নুরপুর	টাকারজলা
৩৭৫।	অরুন দাস, পিতা—অমরকুঃ দাস, বরকুলবাড়ী	বিশালগড়
৩৭৬।	অপু দেবনাথ, পিতা—ব্রন্দাবন দেবনাথ, পঃ দলুছড়া	আমবাসা
৩৭৭।	বিনোদ সাহা, পিতা—প্রকাশ সাহা, মাইলাক	বীরগঞ্জ
৩৭৮।	চিত্ত দাস পিতা—মহেন্দ্র দাস, কালাছড়া	শান্তিরবাজার
৩৭৯।	উপেন্দ্র রিয়াং, পিতা—বিন্দুরাম রিয়াং, গাছিরামপাড়া	কাঞ্চনপুর
৩৮০।	নরেশ যাদব পিতা—রাম অবতার যাদব, রামনগর, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
৩৮১।	দুর্গা প্রসাদ গনিছুট, এস ডি, ও, টি টি এম প্রজেক্ট	নতুনবাজার
৩৮২।	বিকাশ দাস, কর্মচারী ঐ	ঐ
৩৮৩।	মাখন মল্লিক " ঐ	ঐ

১	২	৩
৩৮৪।	প্রণব দেববর্মা " ঐ	ঐ
৩৮৫।	মৃণাল কান্তি ভৌমিক পিতা— সমরেন্দ্র ভৌমিক, পঃ কল্যাণপুর	কাঞ্চনপুর
৩৮৬।	রাজেন্দ্র মহাজন পিতা—৺রামকান্ত মহাজন, দেবীছড়া	বাইখোরা
৩৮৭।	শ্রীমন্ত বৈদ্য পিতা—৺সুরেশ বৈদ্য, কলসী	বাইখোরা
৩৮৮।	চন্দ্রকান্ত নমঃ পিতা—৺অখিল চন্দ্র নমঃ, বারভাইয়া মধ্যপাড়া	আর. কে. পুর
৩৮৯।	কুমার রায় পিতা—৺প্রভাত প্রসন্ন রায়, ১৪ কার্ড, লোগাং	নতুনবাজার
৩৯০।	নেপাল পাল পিতা—রমেশ পাল, পূর্ব রামচন্দ্রঘাট	কল্যাণপুর
৩৯১।	নির্মল রায় পিতা—নিত্য রায়, চেবরী	ঐ
৩৯২।	বাদল রায় পিতা—৺নিবারণ রায়, চেবরী	ঐ
৩৯৩।	সুশীল মজুমদার পিতা—চিন্তাহরণ মজুমদার, রামচন্দ্রঘাট	ঐ
৩৯৪।	বিষ্ণুপদ রায় পিতা—শিবচরণ রায়, চেবরী	ঐ
৩৯৫।	হিরণ দেবনাথ পিতা—নারায়ণ দেবনাথ, ব্রজেন্দ্রনগর	জিরানীয়া
৩৯৬।	নারায়ণ দেবনাথ ঐ	ঐ
৩৯৭।	নমু মিঞা পিতা—ইদ্রিস মিঞা, বনতুয়ার	নতুনবাজার
৩৯৮।	তাজর হুসেন, ড্রাইভার, বীরচন্দ্রমনু	নতুনবাজার
৩৯৯।	মজলুর রহমান পিতা—আবানিম মিঞা, যতনবাড়ী	নতুনবাজার
৪০০।	অমূল্য দাস, পিতা—৺হরিপদ দাস, দুধপুর	মনু
৪০১।	কার্ত্তিক সেন পিতা—৺রাজেন্দ্র সেন, জয়নগর, জিরানীয়া	জিরানীয়া
৪০২।	স্বপন দাস, ড্রাইভার	পেঁচারথল

১	২	৩
৪০৩।	স্বপন দাস ঐ	পেঁচারথল
৪০৪।	মানিক চক্রবর্ত্তী, পিতা—মন্টু চক্রবর্ত্তী, জিরানীয়া	ঐ
৪০৫।	ধনঞ্জয় বণিক পিতা —অনিল বিহারী বণিক, আমবাসা	ঐ
৪০৬।	সন্দীপ ভৌমিক পিতা বিমল ভৌমিক, লক্ষীছড়া	বাইখোরা
৪০৭।	ক্ষেত্রমোহন ঘোষ পিতা—৺বসন্ত কুমার ঘোষ, অমরপুর	বীরগঞ্জ
৪০৮।	রেবতী মোহন ঘোষ, অমরপুর	ঐ
৪০৯।	যতন দেবনাথ, নন্দীবাড়ী, টাকারজলা	টাকারজলা
৪১০।	শিবু কর পিতা—সুবোধ কর, পঃ অম্পি	অম্পি
	সাল—১৯৯৯	
১।	চন্দ্রবিলাস জমাতিয়া পিতা— কর্মানন্দ জমাতিয়া, গামাকো	তৈদু
১।	জয়সাধন জমামিয়া পিতা—বিক্রমসাধন জমাতিয়া, গামাকো	তৈদু
৩।	পরিচয় দেববর্মা, তুইচাকমা, থানা-তৈদু	তৈদু
৪।	সুশীল দেবনাথ পিতা—অশ্বিনী দেবনাথ, পালপাড়া, থানা–টাকারজলা	টাকারজলা
৫।	মানিক নাহা পিতা—সুরেন্দ্র নাহা, পালপাড়া, থানা-টাকারজলা	টাকারজলা
৬।	সুজিত নাহা, পিতা—স্বপন নাহা ঐ	টাকারজলা
৭।	রাখাল দাস পিতা—মৃত দেবেন্দ্র দাস, কালাছড়া, শান্তিরবাজার	শান্তিরবাজার
৮।	গোপাল পাল পিতা—মৃত শান্তি পাল, রাঙ্গামাটি, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৯।	শঙ্কর লাল সাহা, কালিকাপুর, জিরানীয়া	টাকারজলা
১০।	রতন রুদ্রপাল, পুরাতন আগরতলা, থানা—পূর্ব আগরতলা	টাকারজলা

১	২	৩
১১।	মনোরঞ্জন দাস, চাম্পামুড়া. থানা—ঐ	
১২।	প্রানবল্লভ দেবনাথ, জম্পুইজলা,	ঐ
	থানা—টাকারজলা	ঐ
১৩।	পঙ্কজ দালাল —রানীরগাঁও, জিরানীয়া	ঐ
১৪।	দীলিপ শীল, জগহরিমুড়া, থানা-পূর্ব আগরতলা	ঐ
১৫।	চন্দ্র শেখর সাহা—টাকারজলা	ঐ
১৬।	শ্রীনিবাস ঘোষ, জম্পুইজলা, থানা—টাকারজলা	ঐ
১৭।	শান্তিপদ রায়, গাবর্দি, টাকারজলা	ঐ
১৮।	সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী, বাধারঘাট, মাতৃপল্লী,	ঐ
	থানা—আমতলী	ঐ
১৯।	রণবীর সরকার	মনু
	পিতা—মৃত অতুল সরকার, কিসারীপাড়া, মনু	
২০।	সজল রুদ্রপাল	জিরাণীয়া
	পিতা— কেবল রুদ্রপাল, রাধানগর, জিরাণীয়া	
২১।	বাবুল দাস পিতা—শচীন্দ্র দাস,	পূর্ব আগরতলা
	ভারত সর্দারপাড়া, থানা-পূর্ব আগরতলা	
২২।	সুজিত শীল,	ফটিকরায়
	পিতা—এস, চন্দ্র শীল, ৭৯ টিলা	
২৩।	শঙ্কর রায় (১৯)	
	পিতা—অরবিন্দ রায়, পদ্মপুর, ধর্মনগর	
২৪।	সুহাস দেব পিতা—নৃপেন্দ্র দেব	টাকারজলা
	পশ্চিম গাবর্দিপাড়া, থানা-টাকারজলা	
২৫।	গৌরাঙ্গ দত্ত (২২) পিতা—শুধাংশু দত্ত	রাধাকিশোরপুর
	সাং—লক্ষীপতি, থানা-রাধাকিশোরপুর	
২৬।	প্রিয়লাল দেবনাথ	বিশালগড়
	পিতা – মৃত বনমালী দেবনাথ, দক্ষিণ চড়িলাম, বিশালগড়	
২৭।	প্রদীপ দত্ত পিতা—মৃত ক্ষেত্র দত্ত	শান্তির বাজার
	সুভাষ কলোনী, শান্তির বাজার	

১	২	৩
২৮। প্রদীপ দাস পিতা—মৃত মনীন্দ্র দাস; শান্তির বাজার		ঐ
২৯। চন্দ পাল		রাধাকিশোরপুর
পিতা—সুখেন পাল; লক্ষীপতি, রাধাকিশোরপুর		
৩০। সমীর দেবনাথ পিতা—ভজন চন্দ্র দেবনাথ,		ঐ
উত্তর মহারাণী, রাধাকিশোরপুর		
৩১। রবীন্দ্র পাল পিতা—কৃষ্ণ পাল	ঐ	ঐ
৩২। বিষ্ণুপদ চৌধুরী পিতা—হরেন্দ্র চৌধুরী		তেলিয়ামুড়া
হরিশ চন্দ্র কলইপাড়া. তেলিয়ামুড়া		
৩৩। সন্তোষ ধর (৫০)		বিশালগড়
পিতা— নগেন্দ্র ধর, বিলোনীয়া		
৩৪। নারায়ণ ঘোষ, বগাবাসা, পি, এম—বি, এল, জি		বিশালগড়
৩৫। হারাধন দত্ত, ফুলকুমারী, রাধাকিশোরপুর		ঐ
৩৬। মোঃ রসিক মিয়া		বিশালগড়
পিতা—মোঃ আনু মিয়া, কুশামারা, রাধাকিশোরপুর		
৩৭। অরুণ নমঃ (২৫),		কাঞ্চনপুর
পিতা—নরেন্দ্র নমঃ, বারাধি—থানা কাঞ্চনপুর		
৩৮। সুশীল গুরুদাস		ঐ
পিতা—দেবেন্দ্র দাস, মাছমারা. থানা-পেঁচারথল		
৩৯। দীনেশ দেবনাথ (৩২),		কিল্লা
পিতা—শচীন্দ্র দেবনাথ, দুধপুষ্করিণী. রাধাকিশোরপুর		
৪০। মুকুন্দ দেবনাথ, ঠিকানা	ঐ	কিল্লা
৪১। দেবপ্রসাদ চৌধুরী		মনু
পিতা—হরিশ চৌধুরী, সাং—ভাঙ্গামুড়া, থানা-মনু		
৪২। কৃষ্ণ চন্দ্র সরকার		কল্যাণপুর
পিতা—বলাই সরকার; বৈষ্ণব কলোনী. কল্যাণপুর		
৪৩। যোগেশ দাস		রাধাকিশোরপুর
পিতা—শশীমোহন দাস, পূর্ব গকুলপুর, রাধাকিশোরপুর		

১	২	৩
৪৪।	আনন্দ দাস (৩০) পিতা—নগেন্দ্র দাস, পূর্ব হাওয়াইবাড়ী, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
৪৫।	শ্যামল চক্রবর্ত্তী. জামজুরি, থানা-রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
৪৬।	নৃপেন্দ্র দেব, বাগমারা, মেলাঘর-থানা	ঐ
৪৭।	সুধন দাস পিতা—অটলবিহারী দাস, উদয়পুর টাউন, রাধাকিশোরপুর	কিল্লা
৪৮।	নারায়ণ সাহা, গকুলপুর, রাধাকিশোরপুর	কিল্লা
৪৯।	অনিল সাহা, বনদোয়ার থানা—ঐ	ঐ
৫০।	নারায়ণ সাহা, পিতা—কচেন সাহা, থানা—টাকারজলা	টাকারজলা
৫১।	নিতাই দাস, পিতা—নিবারণ দাস, রামপুর, থানা বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৫২।	অজিত সরকার, পিতা নিবারণ সরকার গোলাঘাটি, থানা—টাকারজলা	টাকারজলা
৫৩।	লক্ষণ সরকার, পিতা—লালমোহন সরকার জারুলছড়া, থানা-মণু	মণু
৫৪।	ধীরেন্দ্র সাহা, পিতা—চন্দ্রমোহন সাহা, বদরমোকাম, রাধাকিশোরপুর	কিল্লা
৫৫।	চন্দন দেব, পিতা—হরিপদ দেব, রাজনগর রাধাকিশোরপুর	কিল্লা
৫৬।	পরিমল শীল পিতা—মহেন্দ্র শীল, রাজনগর, থানা-রাধাকিশোরপুর	কিল্লা
৫৭।	রাইমোহন দাস পিতা—গিরেন্দ্র দাস, ঠিকানা ঐ	কিল্লা
৫৮।	রবীন্দ্র দেব পিতা—শশীভূষণ দেব, দক্ষিণ গোলাঘাটি, থানা-টাকারজলা	টাকারজলা
৫৯।	কৃষ্ণ সাহা, পিতা—তুলসী সাহা, বিশালগড়	কলমচৌরা

১	২ ১৯৯৯ইং	৩
৬০।	রঞ্জন সাহা পিতা—আশীষ সাহা, রাউথখোলা, বিশালগড়	কলমচৌরা
৬১।	চিত্ত রঞ্জন চৌধুরী পিতা—নিবারণ চৌধুরী, মহারাণী, রাধাকিশোরপুর	কলমচৌরা
৬২।	অঞ্জন সাহা, রাউথখোলা, বিশালগড়	কলমচৌরা
৬৩।	ভরত দাস পিতা—প্রেমচরণ দাস, কামারিয়াখোলা, বীরগঞ্জ, (বীরগঞ্জ)	বীরগঞ্জ
৬৪।	প্রিয়লাল দাস, পিতা—পরেশ দাস, কামারিয়া খোলা, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৬৫।	কান্তি লাল দাস, পিতা—নিশিকান্ত দাস, সুভাষ কলোনী, থানা—নূতন বাজার	নূতন বাজার
৬৬।	বিকাশ দাস পিতা— কান্তি দাস, ঠিকানা. নূতনবাজার	নূতন বাজার
৬৭।	দীনদয়াল বর্মন পিতা— রামানন্দ বর্মণ, সুকান্ত পল্লী ফটিকরায়	ফটিকরায়
৬৮।	অমল চক্রবর্ত্তী, পিতা—মৃত রমনী চক্রবর্ত্তী. পূর্ব রাঙ্গামাটি. বীরগঞ্জ	অম্পি
৬৯।	অনিল পাল পিতা—চন্দ্র পাল বামপুর, বীরগঞ্জ থানা	অম্পি
৭০।	নিখিল সাহা (৪৫) পিতা—অখিল সাহা ধাইকা পাড়া, বীরগঞ্জ	অম্পি
৭১।	স্বপন দেবনাথ, পিতা— যতীন্দ্র দেবনাথ, মগবাড়ী, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
৭২।	সহদেব দাস (৩৯) পিতা—বনমালী দাস, সাং-গুয়াচান্দ. মনুবাজার	কিল্লা
৭৩।	সমরেন্দ্র লাল রায়, জয়নগর, আগরতলা	কিল্লা
৭৪।	কালু নাগ, সাং-ফুলকুমারী রাধাকিশোরপুর	কিল্লা

১	২	৩
৭৫।	নিখিল চন্দ্র দাস পিতা—মৃত হরেন্দ্র দাস, শিলাছড়ি	সাব্রুম
৭৬।	সুব্রত সেন পিতা—কালীপদ সেন, বনদোয়ার, রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
৭৭।	বিশ্বজিৎ রবিদাস (২৮) পিতা—ভূটিয়া রবিদাস, বড়কাঠাল, সিধাই	সিধাই
৭৮।	বিধু সিং (৫৫) পিতা—মৃত দেবেন্দ্র সিং, গোলাঘাটি, টাকারজলা	টাকারজলা
৭৯।	পূর্ণিমা ঘোষ (১২), পিতা—সমীর ঘোষ, জোলাইবাড়ী	রাধাকিশোরপুর
৮০।	সুভাষ দাস (২৮/২৯) , দক্ষিণ তৈদু, থানা-তৈদু	তৈদু
৮১।	প্রদীপ দেবনাথ (৩২/৩৩), দক্ষিণ তৈদু থানা-তৈদু	তৈদু
৮২।	সুধন রায় (৪০), পিতা—ভরত রায় মালবাসা, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৮৩।	অনিল চন্দ্র ভৌমিক, পিতা—অম্বিকা চন্দ্র ভৌমিক খুয়ারিয়া থানা-বিশালগড়	বিশালগড়
৮৪।	সুজিত দাস, (১৬), পিতা—রনজিৎ দাস ইটভাট্টা, বিশালগড	বিশালগড়
৮৫।	সীতানাথ দেবনাথ, ঠিকানা ঐ	বিশালগড়
৮৬।	দিবাকর নাথ, পিতা—সুরেন্দ্র নাথ কাঞ্চনপুর,থানা- কাঞ্চনপুর	তেলিয়ামুড়া
৮৭।	প্রদীপ সাহা (৪০) পিতা —মৃত নিখিল সাহা, অন্নঠাকুর পাড়া, জিরাণীয়া থানা	জীরাণীয়া
৮৮।	নিত্যহরি ঘোষ পিতা—রাইমোহন ঘোষ দারিয়া বাগমা, থানা রাধাকিশোরপুর	বিশালগড়

১	২	৩
৮৯।	আশুতোষ দাস, পরিমল চৌমুহনী, বিশালগড়	টাকারজলা
৯০।	মনোরঞ্জন দেবনাথ (২৭) পিত,—উপেন্দ্র দেবনাথ, রাজাপুর, থানা—শান্তিরবাজার,	শান্তিরবাজার
৯১।	লক্ষীকান্ত নাথ পিতা—দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠিকানা—ঐ	ঐ
৯২।	সুকান্ত দাস পিতা—শান্তনু দাস ঠিকানা— ঐ	ঐ
৯৩।	সমরেন্দ্র বিশ্বাস পিতা—চম্পকলাল বিশ্বাস জম্পুই কলোনী, থানা টাকারজলা	টাকারজলা
৯৪।	মিশু দেববর্মা	অম্পি
৯৫।	সুবল দাস,	অম্পি
৯৬।	চন্দন দাস	অম্পি
৯৭।	স্বদেশ কর্মকার (৪০), পিতা— মৃত-সীতেন্দ্র কর্মকার, শঙ্করপল্লী বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৯৮।	শঙ্কর দে, (২৬), পিতা—বিমল দে, দারিয়া বাগমা, রাধা কিশোরপুর	রাধা কিশোরপুর
৯৯।	কালীপদ ভট্টাচার্য্য, পিতা—মৃত গনেশ ভট্টাচার্য্য করিয়ামুড়া, রাধা কিশোরপুর	রাধা কিশোরপুর
১০০।	শঙ্কর হরিজন (৩১) পিতা— মৃত-দিন চন্দ্র হরিজন, যতনবাড়ী,	নূতনবাজার
১০১।	জীবন দেবনাথ (৭), পিতা —নিরঞ্জন দেবনাথ, গকুলপুর, রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
১০২।	শিমুল দেবনাথ (১০), পিতা—আদিত্য দেবনাথ গকুলপুর, রাধাকিশোপুর	রাধাকিশোরপুর
১০৩।	মনি খান (২৫) পিতা—বৈরাম খান মালবাসা, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ

১	২	৩
১০৪।	সুভাশীষ পাল, ষ্টোরকিপার (নেরামেক)	মনু
১০৫।	দেবেশ্বর রেন্তা (৩৫), নালকাটা	মনু
১০৬।	কিশোর দেববর্মা (২৭) ঐ	ঐ
১০৭।	বিশ্বম্বর দাস (৫০) পিতা—মৃত রসিকলাল দাস ৬০ কার্ড, থানা গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
১০৮।	বাবুল নমঃদাস (২৭) পিতা—দেবেন্দ্র নমঃদাস চন্দ্রপুর, থানা রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
১০৯।	বিপ্লব রায় (১৫), পিতা—স্বপন রায় অক্ষয় কলোনী. বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
১১০।	সুধীর মালাকার	কাঞ্চনপুর
১১১।	বিমল দাস	ঐ
১১২।	বীরেন্দ্র সিং	ঐ
১১৩।	বিপ্লব চন্দ্র নাথ, পিতা—গোপেন চন্দ্র নাথ দুর্গাপুর, থানা কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনপুর
১১৪।	মানিক রিয়াং (৩৫) পিতা—ছায়ারাই রিয়াং পানছেড়া, থানা নূতনবাজার	নূতনবাজার
১১৫।	পবেন্দ্র রিয়াং (৩৫) পিতা—বংশী রিয়াং সাং—গঙ্গারাই, থানা নূতমবাজার	শান্তিরবাজার
১১৬।	ধনঞ্জয় রিয়াং, কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনপুর
১১৭।	ইন্দ্র দেববর্মা পিতা—ব্রজেন্দ্র দেববর্মা যোগীরাম পাড়া, বিশালগড়	বিশালগড়
১১৮।	স্বপন নাগ (৩২) পিতা—হরি নাগ গর্জি, থানা—রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
১১৯।	দীনেশ পাল, পিতা—রুহিনী পাল সাং-শচীরাম বাড়ী, বাইখোড়া	বাইখোড়া
১২০।	হরিপদ দেবনাথ, পিতা—নগেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ গকুলনগর, থানা রাধাকিশোরপুর	কিল্লা

১	২	৩
১২১।	ভুবন দাস (৪০) পিতা—জগদীশ দাস সুভাষ কলোনী, নূতনবাজার	নূতনবাজার
১২২	অজিত দাসগুপ্ত (৫০) পিতা—সারদা দাসগুপ্ত সমভল ভলাক, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
১২	রবীন্দ্র রুদ্রপাল পিতা— কানাই রুদ্রপাল ঠিকানা ঐ	ঐ
১২৪।	ধীরেন্দ্র দেবনাথ (৫০) পিতা…চন্দ্রধর দেবনাথ চন্দ্রপুর ৪ নং কলোনী, রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
১২৫।	নৃপেন্দ্র লস্কর (৫২) পিতা—মৃত অখিল লস্কর চন্দ্রপুর, রাধাকিশোরপুর	ঐ
১২৬।	অরবিন্দ নাথ পিতা—অনিল চন্দ্র নাথ দুর্গাপুর, থানা কৈলাশহর	কাঞ্চনপুর
১২৭।	শ্রীবিমল দাস, (এ, এস, আই অব পুলিশ)	রইস্যাবাড়ী
১২৮।	নির্মল বৈদ্য (৫০) পিতা—মহেন্দ্র বৈদ্য গর্জ্জি বৈদ্যপাড়া, থানা— রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
১২৯।	নিশিকান্ত দেবরায় (১৭) পিতা—ননীগোপাল দেবরায়. চাকমাবস্তি, খোয়াই	খোয়াই
১৩০।	রামভাগ্য মলসুম (৩২) পিতা—বিজয়রাম মলসুম ভক্তমোহন পাড়া. তৈদু	তৈদু
১৩১।	রাধারাম মলসুম (২৫) পিতা—নিরঞ্জন মলসুম ঠিকানা ঐ	ঐ
১৩২।	হৈমন্ত মলসুম (৩০) পিতা—বিজয়রাম মলসুম ঠিকানা ঐ	ঐ
১৩৩।	সজল পাল, অমরকলোনী. থানা—কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
১৩৪।	কমলসাধন জমাতিয়া (২৮) পিতা—ললিত গোবিন্দ জমাতিয়া খেজুর বাড়ী, থানা- অম্পি	অম্পি

১	২	৩
১৩৫।	পদ্মরাম রিয়াং পিতা—মৈত্তিয়া রিয়াং পশ্চিম ছামনু	ছামনু
১৩৬।	হুরেন্দ্র দাস পিতা—মৃত ভুবন দাস থাকছড়া, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
১৩৭।	ধীরেন্দ্র দাস (৫০) পিতা—সুরেন্দ্র দাস ঠিকানা ঐ	ঐ
১৩৮।	অনিল সরকার (৪৭) পিতা—মৃত রাজমোহন সরকার, কৃষ্ণনগর, থানা—পশ্চিম আগরতলা	সিধাই
১৩৯।	তপন ভট্টাচার্য্য পিতা—মনীগোপাল ভট্টাচার্য্য	তৈদু
১৪০।	দুলাল দেবনাথ পিতা…রাধু নাথ তুলামুড়া, রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
১৪১।	উত্তম চক্রবর্ত্তী পিতা—রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, তুলামুড়া, রাধকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
১৪২।	দুলাল দাস পিতা—রাজেশ দাস, ঠিকানা—ঐ	ঐ
১৪৩।	মিলন মজুমদার, গর্জি, রাধাকিশোরপুর	ঐ
১৪৪।	অবনী দাস পিতা—অশ্বিনী দাস, বুরাখা, জিরানীয়া	জিরানীয়া
১৪৫।	ব্রজেন্দ্র বিশ্বাস (২০) পিতা—অমর চাঁন্দ বিশ্বাস, জামিরঘাট, সিধাই	সিধাই
১৪৬।	স্বপন মজুমদার পিতা—মহেন্দ্র মজুমদার, শ্রীনগর, মনুবাজার	বাইখোরা
১৪৭।	বিপ্লব রায় (১৩) পিতা—কমল রায়, শিববাড়ী, থানা—মনু	মনু
১৪৮।	নিখিল দাস (৪৫). পিতা—মহেন্দ্র দাস, অম্পি	তৈদু
১৪৯।	বিমল দেব, পিতা—মহেন্দ্র দেব, অম্পি	ঐ
১৫০।	অজিত ভৌমিক (৩৮), পিতা মৃত—বীরেন্দ্র কুমার ভৌমিক, আগরতলা, থানা—পূর্ব আগরতলা	ঐ

১	২	৩
১৫১।	সুভাষ দাস (৩৬), সোনামুড়া	ঐ
১৫২।	সুধীর ভৌমিক পিতা—আশুতোষ ভৌমিক, উত্তর ঘনিয়ামারা, বিশালগড়	বিশালগড়
১৫৩।	বিনোদ সূত্রধর (৪০) পিতা মৃত—নবদ্বীপ সূত্রধর ঠিকানা—ঐ	ঐ
১৫৪।	সন্তোষ দাস পিতা—অনুকূল দাস, বাইখোরা বৈদ্যপাড়া, বাইখোরা থানা	বাইখোরা
১৫৫।	পলাশ মজুমদার, বেতাগা, থানা—শান্তিরবাজার	ঐ
১৫৬।	হরেকৃষ্ণ সাহা (রায়) পিতা- মৃত হরেন্দ্র সাহা, আনন্দনগর ১০ নং পাড়া, থানা—পূর্ব আগরতলা	টাকারজলা
১৫৭।	অরুণ পাল, পিতা—সারদা পাল দক্ষিণ আনন্দনগর, থানা—টাকারজলা	ঐ
১৫৮।	লালমোহন পাল, পিতা—অসিরাম পাল ঐ ঠিকানা—	ঐ
১৫৯।	মিলন সরকার (৬৫), পিতা—দশরথ সরকার মহারাণী, থানা—তেলিয়ামুড়া	কল্যাণপুর
১৬০।	হারাধন রায়, পিতা মৃত—শিবপ্রসাদ রায় মাতারবাড়ী, রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
১৬১।	নিত্যানন্দ পোদ্দার পিতা মৃত—শচীন্দ্র পোদ্দার, নূতনবাজার	নূতনবাজার
১৬২।	নারায়ণ চন্দ্র দাস, ছনবন, রাধাকিশোরপুর	ঐ
১৬৩।	তপন চন্দ্র দেবনাথ, হরিপুর, বিলোনীয়া	ঐ
১৬৪।	শিবু শীল, পিতা—দীনেশ শীল গোলাঘাটি, টাকারজলা	টাকারজলা
১৬৫।	মানিক ঘোষ, পালাটানা, রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
১৬৬।	বিভূতি দাস (৬২) পিতা মৃত —রাসবিহারী দাস, নৃপেন্দ্রনগর, সিধাই	সিধাই

১	২	৩
১৬৭।	দ্বিগেন্দ্র দেবনাথ পিতা—রমণী দেবনাথ রাধানগর, জিরাণীয়া	জিরাণীয়া
১৬৮।	নিতাই দেবনাথ, নোয়াগাঁও জিরাণীয়া	ঐ
১৬৯।	অর্জুন ঘোষ, পিতা—হরিধন ঘোষ মোহরছড়া, তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
১৭০।	বাদল দাস (৩৫), পিতা—মৃত দীনেশ দাস তুতবাগান, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
১৭১।	তাপস দাস, পিতা — বিধুভূষণ দাস আশারামবাড়ী, খোয়াই।	খোয়াই
১৭২।	চন্দন দাস, পিতা—বিধুভূষণ দাস, আশারামবাড়ী, খোয়াই	খোয়াই
১৭৩।	দুলাল শুক্লবৈদ্য পিতা—মৃত পেয়ারীলাল শুক্লবৈদ্য	ঐ
১৭৪।	সুজিৎ দাস, (২৩), পিতা—গোবিন্দ দাস, নাগিছড়া, থানা পূর্ব-আগরতলা	পূর্ব-আগরতলা
১৭৫।	বাদল দাস, পিতা—মৃত দীনেশ দাস নূতনবাজার, থানা নূতনবাজার	নূতনবাজার
১৭৬।	মনিন্দ্র দাস, (৪৫) পিতা—ফুলকিশোর দাস, নূতনবাজার, থানা—নূতনবাজার	ঐ
১৭৭।	কালু মিয়া, পিতা—মৃত সৈয়দ আলী, দিপাইছড়ি, থানা—নূতনবাজার	ঐ
১৭৮।	নিখিল দাস, নৃপেন্দ্রনগর, সিধাই	সিধাই
১৭৯।	দ্বিজরাজ দাস, ঠিকানা—ঐ	ঐ
১৮০।	মনীন্দ্র রায় লস্কর পিতা— হরকুমার লস্কর, দক্ষিন তৈদু	তৈদু
১৮১।	ধনেশ্বর সরকার পিতা—নিতাই সরকার, ঠিকানা ঐ	ঐ

১	২	৩
১৮২।	সুনীল দাস (৩৮) পিতা—শিবানন্দ দাস, কামালঘাট, সিধাই	সিধাই
১৮৩।	মহেন্দ্র দেববর্মা পিতা—তারামোহন দেববর্মা, মোহন্ত কোবরা, সিধাই নুতনবাজার	ঐ
১৮৪।	ননীগোপাল দাস, পিতা—বিপিন দাস, এ. ডি. সি কলোনী, উত্তর চেলাগাং, থানা নূতনবাজার	
১৮৫।	বাবুল সাহা (১৯), পিতা—সরমণি সাহা. জম্পুই, থানা টাকারজলা	টাকারজলা
১৮৬।	অনিল দেবনাথ (২৫), পিত—মনমোহন দেবনাথ. ঠিকানা ঐ	ঐ
১৮৭।	হারান সাহা (২২) পিতা—মৃত অটল বিহারী সাহা, জম্পুই থানা —টাকারজলা	টাকারজলা
১৮৮।	রতন রায় (২৫) পিতা—মনোরঞ্জন সাহা, যোগেন্দ্রনগর, থানা—পূর্ব্ব আগরতলা	টাকারজলা
১৮৯।	কানু লাল সাহা 8৫) পিতা—দুর্গা চন্দ্র সাহা, হাপানিয়া. থানা—আমতলী	টাকারজলা
১৯০।	অরুন মজুমদার, পিতা—রবিশঙ্কর মজুমদার, কলা বাগান, থানা—জিরানীয়া	জিরানীয়া
১৯১।	কালু জামা (২৫), পিতা—অজিত জানা, রামঠাকুর সংঘ. থানা—পূর্ব আগরতলা,	মনু
১৯২।	অমৃত সরকার, পিতা—মৃত জগদীশ সরকার. মাছমারা, থানা—মনু	ঐ
১৯৩।	চকবেলা জলাতিয়া, পিতা—সিডোকরাই জমাতিয়া, পুরাতন সিমলুং, থানা—তৈদু	তৈদু
১৯৪।	উত্তম কুমার সাহা (৩০) পিতা— মৃত মনীন্দ্র সাহা, মৈরা কুমার পাড়া. রইস্যাবাড়ী	রইস্যাবাড়ী
১৯৫।	সত্য সাহ, বোয়াল খালি থানা—রইস্যাবাড়ী;	ঐ

১	২	৩
১৯৬।	শম্ভু চন্দ্র সাহা, পিতা—মৃত বলাই সাহা, লক্ষীপুর, থানা—রইস্যাবাড়ী	ঐ
১৯৭।	নাণ্টু দেবনাথ, পিতা—বিধাধন দেবনাথ, ছেবরী, খোয়াই ;	কল্যাণপুর
১৯৮।	সুভাষ দেবনাথ ওরফে স্বপন, পিতা—মৃত আশুতোষ দেবনাথ, ঠিকানা ঐ	ঐ
১৯৯।	শঙ্কর সাহা, পিতা—মনমোহন সাহা, জামিরঘাট, থানা—সিধাই	সিধাই
২০০।	ভবতোষ বৈদ্য, পিতা—মৃত অনিল বৈদ্য, গর্জি বৈদ্যপাড়া, থানা—রাধাকিশোরপুর,	রাধাকিশোরপুর
২০১।	গৌরাঙ্গ ঘোষ, পিতা— সুরেন্দ্র ঘোষ, জম্পুইজলা বাজার, থানা- টাকারজলা;	টাকারজলা
২০২।	হরিদাস ঘোষ, পিতা—সুরেন্দ্র ঘোষ, ঠিকানা—ঐ	ঐ
২০৩।	বিমল দাস, পিতা— মৃত বিপিন দাস, কৃষ্ণবন, থানা— কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
২০৪।	রনজিৎ চন্দ; পিতা—উপেন্দ্র চন্দ; ঠিকানা— ঐ	ঐ
২০৫।	বিশ্বজিৎ চন্দ (১৬), পিতা —রনজিৎ চন্দ, ঠিকানা —ঐ	ঐ
২০৬।	বিজিৎ দাস, পিতা—বিমল দাস, ঠিকানা - ঐ	ঐ
২০৭।	গজানন্দ যাদব (৪৫), পিতা—ভগবতী যাদব, ঠিকানা—ঐ	ঐ
২০৮।	সুভাষ দেব, পিতা—মৃত ননীগোপাল দেব, সাং—ধনলেখা, থানা— অম্পি	অম্পি
২০৯।	কৃষ্ণ দেবনাথ, পিতা—বিহারী দেবনাথ ভুতবাগান, থানা—বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ

১	২	৩
২১০।	ধর্মজয় রিয়াং পিতা—পি, রাই রিয়াং কাঠালিয়া, থানা—শান্তির বাজার	শান্তির বাজার
২১১।	চণ্ডি রিয়াং, পিতা—সি, এম, রিয়াং, ঠিকানা— ঐ	ঐ
২১২।	নিবারণ মালাকার (৪২). পিতা—মৃত নিশি মালাকার পশ্চিম দেবীছড়া, থানা—সেলেমা	সেলেমা
২১৩।	উমেশ দেববর্মা, পিতা—জে দেববর্মা, মানিক চন্দ্র পাড়া, থানা—তৈদু	তৈদু
২১৪।	মধুকুমার মলসম; পিতা—ভুলাই মলসম, ভক্তমোহনপাড়া, থানা—তৈদু	ঐ
২১৫।	পরজা বাসী মলসম, পিতা—দীনবন্ধু মলসম, জলেয়াবাড়ী, থানা-তৈদু	ঐ
২১৬।	সঞ্জীব চাকমা, পিতা-জে, চাকমা বাহাদুর পাড়া, থানা মনু	মনু
২১৭।	গৌতম সাহা (২৭) পিতা—সন্তোষ সাহা, দুর্গাপুর, থানা—গণ্ডাছড়া	রইস্যাবাড়ী
২১৮।	শঙ্কজিৎ দত্ত (২০) পিতা—সুনীল দত্ত, এন, এলোপছা, থানা—কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
২১৯।	বিপুল কর (২৩), পিতা—চিত্ত কর, ঠিকানা—ঐ	ঐ
২২০।	উত্তম দাস (২৫)	ঐ
	পিতা—মিহির দাস, বাতাপুরা, থানা— ঐ	ঐ
২২১।	গণেশ দেবনাথ পিতা—মৃত হরিচরণ দেবনাথ, যোগেন্দ্রনগর	টাকারজলা
২২২।	প্রমোদ নাথ	কাঞ্চনপুর
২২৩।	কালিয়া বরুয়া, রবীন্দ্রনগর	ঐ
২২৪।	শীতল নমঃ পিতা—শচীন্দ্র নমঃ, গোপালপুর, থানা—কাঞ্চনপুর	ঐ

১	২	৩
২২৫।	হারাধন নমঃ	ঐ
২২৬।	বাবুল চৌধুরী পিতা—অনিল চৌধুরী, কাঞ্চনপুর	ঐ
২২৭।	রমনী বণিক (৪২) পিতা—ইন্দ্রভূষণ বণিক, জম্পুইজলা, থানা—টাকারজলা	টাকারজলা
২২৮।	সোনাকান্ত বিশ্বাস পিতা—লালমোহন বিশ্বাস কাঞ্চনছড়া, থানা— গণ্ডাছড়া	রইস্যাবাড়ী
২২৯।	কৃষ্ণ দাস (৩০) পিতা—প্রফুল্ল দাস, কৃষ্ণপুর, থানা—তেলিয়ামুড়া	ঐ
২৩০।	গোপাল দাস পিতা—অবনী দাস, আনন্দনগর, থানা—পূর্ব্ব আগরতলা	ঐ
২৩১।	হারাধন দাস পিতা—আনন্দমোহন দাস ধনঞ্জয় পাড়া, থানা—কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনপুর
২৩২।	রামচন্দ্র সরকার (৫৫) পিতা—মৃত হরচন্দ্র সরকার, ডেলাক, থানা—বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
২৩৩।	মনো দেববর্মা, পুলিশ কনষ্টবল, এম. টি. পোল	জিরানীয়া
২৩৪।	বাপী রায়, ৭৯ টিলা, থানা—পূর্ব্ব আগরতলা	ঐ
২৩৫।	রণজিৎ সাহানী পিতা—বি. সাহানী, মন্দিরঘাট, থানা—নূতনবাজার	নূতনবাজার
২৩৬।	রাজকুমার সাহানী পিতা—রঘুনাথ সাহানী, ঠিকানা- ঐ	ঐ
২৩৭।	বিপুল পালিত (৩৮) পিতা—অরবিন্দ পালিত	ঐ
২৩৮।	সুভাষ কির্ত্তনীয়া (১৬) পিতা—নীলমোহন, মনু	ঐ
২৩৯।	প্রদীপ সিং, কাঞ্চনবাড়ী, থানা—ফটিকরায়	ঐ
২৪০।	বিকাশ সরকার (১০) পিতা—হারাধন সরকার, ব্রহ্মছড়া	বিশালগড়
২৪১।	সঞ্জয় চৌধুরী (৯) পিতা—লক্ষণ চৌধুরী, শঙ্করপল্লী, থানা—বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
২৪২।	নিতাই গোপ (১৩) পিতা—নিখিল গোপ, মহারাণী চৌমুহনী, থানা—রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর

১	২	৩
২৪৩।	সজল রুদ্রপাল (২৮) পিতা—মাখন রুদ্রপাল, ধনলেখা বি, পাড়া, থানা—অম্পি	অম্পি
২৪৪।	সুজিত রুদ্রপাল (১২) পিতা—গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল, ঠিকানা— ঐ	
২৪৫।	দিলীপ পাল (২৫ , পিতা—ধীরেন্দ্র পাল, ছেচরিমাইল, থানা—বিশালগড়	বিশালগড়
২৪৬।	বিমল পাল (২৬), পিতা—ধীরেন্দ্র পাল, ঠিকানা—ঐ	ঐ
২৪৭।	নিতাই পাল (৩২), পিতা ও ঠিকানা ঐ	ঐ
২৪৮।	বিপদ পাল (২৪) ঐ	ঐ
২৪৯।	সুখ, আর, দাস (৪২) পিতা—এস, দাস, ৬০ কার্ডস, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
২৫০।	বিজয় বরুয়া (৩৫) পিতা—তেজেন্দ্র বরুয়া, ছামনু, থানা—ছামনু	ছামনু
২৫১।	প্রিয়তোষ বরুয়া (৩৫), পিতা—উপেন্দ্রলাল বরুয়া ঠিকানা—ঐ	গণ্ডাছড়া
২৫২।	স্বপন সরকার পিতা—শ্রী এস, সরকার, ডেমডুম, থানা—ফটিকরায়	কমলপুর
২৫৩।	দিলীপ চৌধুরী পিতা মৃত—হারাধন চৌধুরী, হরিকান্ত পাড়া, থানা—টাকারজলা	টাকারজলা
২৫৪।	কালু রবিদাস পিতা—রতন রবিদাস, এল. বি. সি থানা—এয়ারপোর্ট	জিরানীয়া
২৫৫।	গৌতম দেব (২৮) পিতা—গোপাল দেব, হাপানিয়া, থানা—আমতলী	টাকারজলা
২৫৬।	দিলীপ ঘোষ পিতা - নেপাল ঘোষ, গোলাঘাটি, থানা—টাকারজলা	ঐ
২৫৭।	কুমুদ সাহা পিতা—রাসমোহন সাহা, বাজ্যাদীঘি, থানা—বিশালগড়	ঐ
২৫৮।	রাজেন্দ্র দাস, গোপীনগর, বিশালগড়	টাকারজলা

১	২	৩
২৫৯।	অঙ্কুর চৌধুরী, পিতা—যোগেশ চৌধুরী খেদারনাল, থানা নূতনবাজার	মনু
২৬০।	নক্ষত্র বনিক, পিতা—চন্দ্রনাথ বনিক; ঠিকানা ঐ	নূতনবাজার
২৬১।	দীনেশ দাস, পিতা—মৃত হরিবল দাস; অম্পি কলোনী, থানা অম্পি	অম্পি
২৬২।	প্রিয়লাল দাস; পিতা—মৃত অমরচাঁন দাস ঠিকানা ঐ	ঐ
২৬৩।	প্রমোদরঞ্জন দাস; পিতা—উপেন্দ্র দাস; পদ্মপুর; থানা ধর্মনগর	পানিসাগর
২৬৪।	রনবীর সাহা, পিতা—প্রফুল্ল সাহা, পঞ্চরত্তন; থানা রইস্যাবাড়ী	রইস্যাবাড়ী
২৬৫।	বেনুভূষন দেব, টি. আর. টি. সি. পাড়া; আমবাসা	সেলেমা
২৬৬।	স্বপন দেবনাথ; পিতা—অরুন দেবনাথ, পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী; থানা ফটিকরায়	ফটিকরায়
২৬৭।	অর্জুন দাস পিতা—মৃত যোগেন্দ্র দাস ষতনবাড়ী; থানা নূতনবাজার	নূতনবাজার
২৬৮।	কৃষ্ণ দেবনাথ (২৫), পিতা—বিহারী দেবনাথ তুত্তবাগান; থানা বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
২৬৯।	দুলাল সাহা (২৮), পিতা—লোকনাথ সাহা; পশ্চিম ছামনু, থানা—ছামনু	ছামনু
২৭০।	ধনসা ত্রিপুরা (৩৫), পিতা—বাশী ত্রিপুরা, ওয়াকিরাম-পাড়া, থানা ছামনু	ঐ
২৭১।	অন্নদা ত্রিপুরা (২৬), পিতা—সুলাইমনি ত্রিপুরা হরিমনিপুর, থানা ছামনু	ঐ
২৭২।	পল্লব আচার্য্য, পিতা—যতীন্দ্র আচার্য্য, গুর্খাবস্তী, থানা পশ্চিম আগরতলা	টাকারজলা
২৭৩।	মদন দত্ত, পিতা—নগেন্দ্র দত্ত, গাবর্দি, থানা টাকারজলা	টাকারজলা

১	২	৩
২৭৪।	শ্যামল সেনগুপ্ত, প্রচারক. আর. এস. এস.	মনু
২৭৫।	শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী, আর. এস. এস	ঐ
২৭৬।	দিনেন্দ্র নাথ দে. ঐ	ঐ
২৭৭।	সুধাময় দত্ত, ঐ	ঐ
২৭৮।	গোপাল সরকার. পিতা— মৃত কাদিনী সরকার. মধুমঙ্গলপাড়া, থানা মনু	ঐ
২৭৯।	ক্ষেত্র মোহন দেবনাথ. পিতা—মৃত গগন চন্দ্র দেবনাথ, একছরি, নূতন বাজার	নূতনবাজার
২৮০।	ললিত দত্ত. পিতা—দীনবন্ধু দত্ত, মোহনপুর, পি পাড়া. থানা টালারজলা	টাকারজলা
২৮১।	সি/৭৫১ পরিমল দাস, ১১ কার্ড জম্পুই কলোনী, ডি. এ. আর ক্যাম্প	টাকারজলা
২৮১।	ধীরেন্দ্র সরকার. (৫৩) পিতা—মৃত ভৈরব সরকার, সুকান্ত কলোনী থানা—নতুনবাজার	নতুনবাজার
২৮৩।	সুশীল দাস. পিতা—উপেন্দ্র দাস, ৭ কার্ড, থানা মনু	মনু
২৮৪।	শ্রীমতী মালতী রায়, (৪০), স্বামী—অবিনাশ রায়, ঠিকানা ঐ	ঐ
১৮৫।	স্বপন দেবনাথ (১৫), পিতা—গোপাল দেবনাথ, ঠিকানা ঐ	ঐ
২৮৬।	অবনিশ রায়, পিতা—মৃত বিনোদ রায়, ঠিকানা মনু	ঐ
২৮৭।	অবিনাশ সরকার, পিতা - ধনঞ্জয় সরকার, ৭ কার্ড, থানা মনু,	মনু
২৮৮।	নকুল দেবনাথ, পিতা—নগেন্দ্র দেবনাথ, ঠিকানা ঐ	ঐ

১	২	৩
২৮৯।	রতন বিশ্বাস, পিতা—রসিক বিশ্বাস, ঠিকানা ঐ	ঐ
২৯০।	সমীরন নমঃ. পিতা—কামিনী নমঃ ঠিকানা—ঐ	ঐ
২৯১।	ভূপেন্দ্র নমঃ, পিতা—মহেন্দ্র নমঃ ঠিকানা ঐ	ঐ
২৯২।	রাধাকিশোর দাস, পিতা—অধীর দাস. রামনগর. থানা রইস্যাবাড়ী	রইস্যাবাড়ী
২৯৩।	দিলীপ দাস, পিতা—রাধাকিশোর দাস, ঠিকানা ঐ	ঐ
২৯৪।	দুলাল দাস. পিতা— মৃত শচীন্দ্র দাস, হীরাপুর, থানা রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
২৯৫।	দিলীপ পাল. পিতা—সাধন পাল, ছয়ঘরিয়া, থানা—রাধাকিশোরপুর	ঐ
২৯৬।	অনিল দেবনাথ. পেচারথল, থানা—পেচারথল	মনু
২৯৭।	নিহার দে, বাবরপুর, আসাম	ঐ
২৯৮।	ভুলু দাস, পিতা—ধীরেন্দ্র দাস, নোয়াবাড়ী (মহারানী), থানা—রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
২৯৯।	আনোয়ারা বেগম, ঠিকানা ঐ	ঐ
৩০০।	নরীরুদ্রপাল, পিতা—গোবিন্দপাল, পশ্চিম তৈচং, থানা অম্পি	অম্পি
৩০১।	সুশীল দাস পিতা—বিশ্বাম্ভর দাস, পশ্চিম তৈচং, থানা—অম্পি	অম্পি
৩০২।	রামানন্দ দেবনাথ পিতা—সত্যম সুন্দর দেবনাথ, ঠিকানা—ঐ	ঐ

১	২	৩
৩০৩।	সুনীল ভৌমিক পিতা—নিবারণ ভৌমিক, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩০৪।	কমল রায় বর্মণ (২১) পিতা—অশোক কুমার রায় বর্মণ, থানা – টাকারজলা,	টাকারজলা
৩০৫।	নেপাল ভৌমিক (৩৮) পিতা—মৃত নিবারণ ভৌমিক, হরেকাটা, থানা—সিধাই	সিধাই
৩০৬।	দিপঙ্কর দেবনাথ (মজুমদার) পিতা—নীরোদ মজুমদার, বাগানবাজার, থানা—কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
৩০৭।	সুশীল চন্দ্র দাস (৩৮) পিতা—মোহন চন্দ্র দাস, নেতাজী কলোনী. বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৩০৮।	বিমল দেব পিতা—মুকুন্দ দেব, চম্পকনগর, থানা – জিরানীয়া	টাকারজলা
৩০৯।	শ্যামল দেবনাথ পিতা—জলধর দেবনাথ শিবনগর. থানা – পূর্ব্ব আগরতলা	ঐ
৩১০।	শঙ্কর দেবনাথ পিতা—ভগীরথ দেবনাথ, শান্তির বাজার. থানা – শান্তির বাজার	শান্তির বাজার
৩১১।	মানিক মজুমদার পিতা—যজ্ঞেশ্বর মজুমদার, বাশ্‌কর কোবরা. থানা – জিরানীয়া	জিরানীয়া
৩১২।	সেন্টু ভৌমিক (২৮) পিতা—মৃত শচীন্দ্র ভৌমিক যতনবাড়ী, থানা – নূতন বাজার	নূতন বাজার
৩১৩।	মনোরঞ্জন সাহা পিতা—মৃত বিহারী সাহা ঠিকানা – ঐ	ঐ
৩১৪।	সমীর সাহা (২৯) পিতা—মৃত রাইহরণ সাহা, থাকছড়া, বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৩১৫।	নিখিল দাস, মনু ব্লক, থানা – মনু	মনু
৩১৬।	রাজু কুমার ছেত্রী, ঠিকানা – মনু	মনু

১	২		৩
৩১৭।	রতনমণি দেবনাথ, ঠিকানা—মনু		মনু
৩১৮।	দিপক দাস, ঠিকানা—মনু		মনু
৩১৯।	কিশোর দাস, ঠিকানা—মনু		মনু
৩২০।	সুব্রত চৌধুরী, ঠিকানা—মনু		মনু
৩২১।	ননীগোপাল সাহা, ঠিকানা—মনু		মনু
৩২২।	গৌরমণি দাস, ঠিকানা—মনু		মনু
৩২৩।	সুবিনয় দেববর্মা, ঠিকানা—মনু		মনু
৩২৪।	রসময় ধর, মনু ব্লক		মনু
৩২৫।	চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, মনু ব্লক		মনু
৩২৬।	নিরেশ তালুকদার ঠিকানা— ঐ		ঐ
৩২৭।	বিকাশ বরুয়া, ঠিকানা ঐ		ঐ
৩২৮।	নারায়ণ পাল, ঠিকানা ঐ		ঐ
৩২৯।	রণজিৎ দে, ঠিকানা ঐ		ঐ
৩৩০।	অনিমেশ দেব, ঠিকানা ঐ		ঐ
৩৩১।	রবীন্দ্র মালাকার ঠিকানা ঐ		ঐ
৩৩২।	নীতিশ সাহা (ওরফে কৃষ্ণ)		রাধাকিশোরপুর
	পিতা—শ্রী খগেন্দ্র সাহা, ৫নং চন্দ্রপুর, থানা—রাধাকিশোরপুর		
৩৩৩।	বিপ্লব নন্দী		ঐ
	পিতা—রবি নন্দী, কৃষ্ণবন, থানা—রাধাকিশোরপুর		
৩৩৪।	বিপ্লব আচার্যী		কল্যাণপুর
	পিতা—প্রবীর আচার্যী কল্যাণপুর বাজার কলোনী থানা—কল্যাণপুর		
৩৩৫।	অজিত রুদ্রপাল		ঐ
	সহকারী টি. আর ও ওয়ান/এ ২০১৬ অম্পি		
৩৩৬।	সিঙ্কীরাম রিয়াং		গঙ্গানগর
	পিতা—বরিয়াম রিয়াং, রাণাসাই পাড়া থানা—গণ্ডাছড়া		
৩৩৭।	শিবুদাস (২৫)		আমবাসা
	পিতা মৃত—দোলগোবিন্দ দাস আমবাসা কলোনী, থানা—আমবাসা		

১	২	৩
৩৩৮।	ভজন দাস পিতা—সাধন দাস, বাসুদেব কলোনী, থানা—টাকারজলা	বিশালগড়
৩৩৯।	রাইমোহন দেবনাথ নূতননগর, থানা—টাকারজলা	টাকারজলা
৩৪০।	গিরেন্দ্র পাল পিতা মৃত—ললিত পাল, পূর্ব রাধাপুর, থানা—ধর্মনগর	ধর্মনগর
৩৪১।	মনসা ত্রিপুরা পিতা—মান সিং কাকরছড়া: থানা—ছামনু	ছামনু
৩৪২।	বৃহ কুমার দেববর্মা; পিতা—মধুসূদন দেববর্মা রবিরাই পাড়া, থানা— তৈদু	তৈদু
৩৪৩।	চন্দন দেবনাথ পিতা – চন্দ্রকান্ত দেবনাথ সারবং, থানা—বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৩৪৪।	কার্ত্তিক পাল (২৪) পিতা—নিখিল পাল রবিরাই পাড়া, থানা—তৈদু	অম্পি
৩৪৫।	সুশীল দেববর্মা পিতা—মৃত রাজমঙ্গল দেববর্মা কচুছড়া, থানা—সালেমা	মনু
৩৪৬।	অসিত দাস, সহকারী বাস্তুকার (পি.ডব্লিও,ডি) ৮২ মাইলস।	ঐ
৩৪৭।	ক্ষেত্রমোহন দেবনাথ, পিতা—মৃত কৈলাস দেবনাথ সামরুছড়া, থানা—খোয়াই।	কল্যাণপুর
৩৪৮।	খোকন পাল (৩২) পিতা—অমূল্য পাল মোহনপুর, থানা—টাকারজলা	টাকারজলা
৩৪৯।	স্বপন পাল (১৯) পিতা—অমূল্য পাল মোহনপুর, থানা--টাকারজলা	টাকারজলা
৩৫০।	কাজল দত্ত [৩৫] পিতা—নিবারণ দত্ত পিতা ও ঠিকানা ঐ	ঐ
৩৫১।	উত্তম পাল [১৯] পিতা—মণীন্দ্র পাল পিতা ও ঠিকানা ঐ	ঐ

১	২	৩
৩৫২।	নরেশ পাল [২৫] ঠিকানা ঐ	ঐ
৩৫৩।	পরেশ লাল দাস, পিতা—প্রেমচন্দ্র দাস কামারিয়া খলা, থানা—বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৩৫৪।	খেন্দ্র মলসুম, পিতা—গোবিন্দরাম মলসুম নাগরাই- থানা—অম্পি	অম্পি
৩৫৫।	ব্রজবাসী মলসুম, ঠীকানা ঐ	ঐ
৩৫৬।	রঞ্জিৎ শীল [১৭], পিতা—সুব্রত শীল নূতনবাজার।	নূতনবাজার
৩৫৭।	রঞ্জিৎ ঘোষ [৬৫] পিতা—প্রেমানন্দ ঘোষ পশ্চিম মালবাসা, থানা—বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৩৫৮।	ইন্দ্র দেববর্মা; পিতা—যামিনী দেববর্মা মঙ্গলজয় এস পাড়া, থানা—তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া
৩৫৯।	সন্তোষ দত্ত, পিতা—মৃত নরেন্দ্র দত্ত আমতলী, থানা—বিশালগড়	বিশালগড়
৩৬০।	দীলিপ দত্ত, পিতা - মৃত নরেন্দ্র দত্ত ঠীকানা ঐ	ঐ
৩৬১।	শিপ্রীরাণী মিত্র [৭] পিতা—নব মিত্র লক্ষীপতি, থানা—রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
৩৬২।	শঙ্কর দাস পিতা—সুশীল দাস, সুভাষ কলোনী, নূতনবাজার	নূতনবাজার
৩৬৩।	গৌতম বিশ্বাস [৩২] পিতা—যতীন্দ্র বিশ্বাস শাকাইবাড়ী	চূড়াইবাড়ী
৩৬৪।	বিশ্বজিৎ নন্দী (৩৫), পিতা মৃত হীরালাল নন্দী, শনিছড়া চূড়াইবাড়ী	ঐ
৩৬৫।	সুসেন চন্দ (১৭) পিতা—মৃত শৈলেন্দ্র চন্দ, উত্তর হুরুয়া, থানা—ধর্মনগর	চূড়াইবাড়ী
৩৬৬।	মোঃ কামারুদ্দিন (২৭) পিতা—আবদুল রৌপ, কান্দিগ্রাম, কাছার	ঐ

১	২	৩
৩৬৭।	মতলব মিয়া পিতা—মৈনা মিয়া, শনিছড়া, থানা—চুড়াইবাড়ী	ঐ
৩৬৮।	আব্দুল রসিদ পিতা—মিশির আলী ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩৬৯।	কমল বনিক (২২) পিতা—মৃত চিত্ত বনিক, কুমারঘাট, থানা—ফটিকরায়	ফটিকরায়
৩৭	অঞ্জন দেবনাথ পিতা—অমূল্য দেবনাথ, গাবর্দি, থানা টাকারজলা	টাকারজলা
৩৭১।	লিটন বর্ধন পিতা—পরিতোষ বর্ধন, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩৭২।	রঞ্জন ভৌমিক (২২), পিতা—রাধিকা ভৌমিক, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩৭৩।	মধু রায়, পিতা—শচীন্দ্র রায়, ঠিকানা—ঐ	টাকারজলা
৩৭৪।	গোপাল সাহা (৩২) পিতা—নগেন্দ্র সাহা, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩৭৫।	রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩৭৬।	পল্টু পাল, পিতা—মহেন্দ্র পাল, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩৭৭।	গৌতম দেবনাথ (১৮) পিতা—নেপাল দেবনাথ, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩৭৮।	প্রভাষ মিত্র বরুয়া (৫০) পিতা—মৃত খগেন্দ্র বরুয়া, থানা—ছামনু	ছামনু
৩৭৯।	রতন মিত্র বরুয়া (৩২) পিতা—মৃত খগেন্দ্র বরুয়া, থানা—ছামনু	ঐ
৩৮০।	অমল নমঃ পিতা—গৌরাঙ্গ নমঃ আনন্দপাড়া, থানা—বাইখোড়া	বাইখোড়া
৩৮১।	নীলরঞ্জন পাল (৩০) পিতা—নলিনীকান্ত পাল, দামছড়া, থানা—দামছড়া	দামছড়া

১	২	৩
৩৮২।	বাপা দাস, পিতা—বিধুভূষন দাস শিববাড়ী, থানা—দামছড়া	
৩৮৩।	রনজিৎ দাস পিতা—রমনী দাস, উড়িছড়া, থানা—কাঞ্চনপুর	ঐ
৩৮৪।	বিধান নাথ, কাঞ্চনপুর, থানা—কাঞ্চনপুর	ঐ
৩৮৫।	বাপ্পা নাথ পিতা—বারেন্দ্র নাথ, শুকনাছড়া, থানা—কাঞ্চনপুর	ঐ
৩৮৬।	সাধন চন্দ্র দাস পিতা—ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস, দুর্গাপুর বি, কলোনী, থানা—কল্যাণপুর	কল্যানপুর
৩৮৭।	সুনীল ভৌমিক, পিতা শরৎ ভৌমিক, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩৮৮।	নিতাই শুক্লদাস, পিতা—অবনী শুক্লদাস, ঠিকানা—ঐ	ঐ ঐ
৩৮৯।	ঝন্টু দাস, পিতা—গৌরাঙ্গ দাস, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩৯০।	গোপাল নমঃ ৭০), পিতা—শুকদয়াল নমঃ দক্ষিণ আনন্দনগর, থানা—টাকারজলা	টাকারজলা
৩৯১।	পরেশ পাল (৭৫), পিতা—মৃত কৈলাশ পাল ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩৯২।	বিশ্বজিৎ দাস, পিতা—গোপাল দাস, বাঁশতলী থানা—বিশালগড়	বিশালগড
৩৯৩।	নিরঞ্জন পাল, পিতা—কৃষ্ণ পাল, পালপাড়া, থানা—জিরানীয়া।	জিরানীয়া
৩৯৪।	উত্তম সাহা, পিতা—মোহন সাহা, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৩৯৫।	তপন দেবনাথ, পিতা—নারায়ণ দেবনাথ, মোহনপুর, থানা জিরানীয়া	ঐ
৩৯৬।	প্রনব চন্দ (২২), পিতা—ব্রজেশ্বর চন্দ ৬০ কার্ডস, থানা—গণ্ডাছড়া।	গণ্ডাছড়া

১	২	৩
৩৯৭।	রমেশ দেবনাথ (৭৫) পিতা— মৃত বলরাম দেবনাথ কিল্লা. থানা—কিল্লা.	কিল্লা
৩৯৮।	কৃষ্ণগোপাল দেব (১৫). পিতা—সুখেন্দু দেব ডম্বুবাড়ী থানা— আমবাসা	আমবাসা
৩৯৯।	বলাই দেব, পিতা— শঙ্কর দেব, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৪০০।	বিশু পাল (১৯). পিতা—দুলাল পাল, যতনবাড়ী থানা—নূতনবাজার	নূতনবাজার
৪০১।	রবীন্দ্র পাটারী (৫৫). পিতা—নবদ্বীপ পাটারী. দক্ষিণ ডকমা. থানা—শান্তির বাজার	ঐ
৪০২।	হরিপদ দত্ত, পিতা—মৃত লালমোহন দত্ত. মাতাবাড়ী. থানা—রাধাকিশোরপুর	ঐ
৪০৩।	শশীকান্ত মণ্ডল (২৬). পিতা—নগেন্দ্র মণ্ডল, ডালাক সমণ্ডলপাড়া. থানা—বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৪০৪।	রতন সাহা. পিতা—ধনঞ্জয় সাহা. পঞ্চবটী থানা – সিধাই	সিধাই
৪০৫।	মানিক সাহা পিতা—মাখন সাহা. পঞ্চবটী, থানা—সিধাই,	সিধাই
৪০৬।	জীবন সাহা পিতা—ক্ষেত্রমোহন সাহা, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৪০৭।	মনীন্দ্র চন্দ্র রায়. পিতা—নবকুমার রায়, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৪০৮।	নেপাল সাহা, পিতা—গোপাল সাহা ঠিকানা—ঐ	ঐ
৪০৯।	সুভাষ দেবনাথ, পিতা—মৃত মহেন্দ্র দেবনাথ, মহারানী, থানা—রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর

১	২	৩
৪১০।	মরণকুমার দেববর্মা পিতা—সুনীল দেববর্মা রাজ সরদার পাড়া, থানা—কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
৪১১।	বিমলেন্দু দে, পিতা—নৃপেন্দ্র দে, ধনবিলাশ, থানা—কৈলাশহর	কৈলাশহর
৪১২।	সুধন দেবনাথ, পিতা—খোকন দেবনাথ, রাধাকিশোরগঞ্জ থানা—শান্তিরবাজার	শান্তিরবাজার
৪১৩।	অলোক দে, এ, ডি, নগর,	নূতনবাজার
৪১৪।	গৌতম নাথ, মনুবাজার, থানা-সাব্রুম	ঐ
৪১৫।	অজয় আচার্য্যী, আমতলী, আগরতলা, থানা-আমতলী	ঐ
৪১৬।	নারায়ণ দাস, অমরপুর, থানা—অমরপুর	ঐ
৪১৭।	খোকেন দাস, বীরগঞ্জ, থানা—বীরগঞ্জ	ঐ
৪১৮।	ঝুলন সরকার, ছনবন, থানা—রাধাকিশোরপুর	ঐ
৪১৯।	মিলন মজুমদার	ঐ
৪২০।	জয়দীপ দাস, কমলপুর, থানা—কমলপুর	ঐ
৪২১।	রনজিৎ দেবনাথ, করবুক ব্লক, থানা—করবুক	ঐ
৪২২।	সুধন বিশ্বাস, ছনবন, উদয়পুর থানা—রাধাকিশোরপুর	নূতনবাজার
৪২৩।	ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য মেলাঘর, রাজঘাট থানা—মেলাঘর	বিশালগড়
৪২৪।	অনিল দেবনাথ পিতা—শান্তিরঞ্জন দেবনাথ গাবর্দি, থানা—টাকারজলা	টাকারজলা
৪২৫।	মঙ্গলকান্তি আচার্য্য, পিতা—মৃত মনোরঞ্জন আচার্য্যী, পুষ্করবাড়ী, থানা—বিশালগড়	বিশালগড়
৪২৬।	কার্ত্তিক মজুমদার	টাকারজলা
৪২৭।	বিজয় মানিক বংশী পিতা—গগন মানিক বংশী পূর্ব্ব নালিছড়া, থানা—আমবাসা	আমবাসা

১	২	৩
৪২৮।	গোপাল দাস পিতা—মৃত মাখম দাস ছেচরিমাইল, থানা—বিশালগড়	বিশালগড়
৪২৯।	বনমালী দেবনাথ (৫৫) পিতা—মৃত চৈতন্য দেবনাথ জম্পুইজলা, থানা—টাকারজলা	টাকারজলা
৪৩০।	অশ্বিনী সরকার পিতা—বিহারী সরকার, সুকান্ত কলোনী থানা—বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৪৩১।	দুলাল দাস পিতা—জিয়া মোহন দাস, ২নং সুকান্ত কলোনী থানা—বীরগঞ্জ	ঐ
৪৩২।	দুর্যোধন মজুমদার (৫৫) পিতা—কৃষ্ণ মজুমদার, পূর্ব চরলবাই থানা—বাইখোরা	বাইখোরা
৪৩৩।	গোপাল সেন (৩১) ঠিকানা ঐ	ঐ
৪৩৪।	মনীন্দ্র দাস, পিতা—মহেন্দ্র দাস করুণাটিলা থানা—কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
৪৩৫।	সঞ্জয় শুক্লবৈদ্য (১৭), পিতা—নারায়ণ শুক্লবৈদ্য খাস কল্যাণপুর, থানা—কল্যাণপুর	ঐ
৪৩৬।	আবু মিয়া (৩০), পিতা—রসিদ মিয়া কিল্লা, থানা—কিল্লা	কিল্লা
৪৩৭।	কাদু মিয়া (৩২) পিতা—মৃত মকবুল হোসেন নারায়ণনগর কলোনী, থানা—রাধাকিশোরপুর	কিল্লা
৪৩৮।	আবু তাহের (৫২) পিতা—শেখসাব আলী ঠিকানা—ঐ	কিল্লা
৪৩৯।	যোগেন্দ্র দেবনাথ (৬২) পিতা—অগ্নি দেবনাথ ২ নং ফুলকুমারী, থানা—রাধাকিশোরপুর	কিল্লা
৪৪০।	চন্দন দাস (২৭) পিতা—সুরেশ দাস রাজনগর, থানা—রাধাকিশোরপুর	কিল্লা
৪৪১।	বাবুল সাহা পিতা—বীরেন্দ্র সাহা বদরমোকাম, থানা—রাধাকিশোরপুর	
৪৪২।	মুকসেদ আলী, থানা—কিল্লা	কিল্লা

১	২	৩
৪৪৩।	কুমুদ নাথ পিতা—দীনমনি নাথ ডাইনছড়া, থানা—কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনপুর
৪৪৪।	ননীগোপাল গোস্বামী (২৮) পিতা—শ্রীনিত্যানন্দ, জয়শ্রী, থানা—কাঞ্চনপুর	ঐ
৪৪৫।	জন্টু দেবনাথ (১৮) পিতা—নলিনী দেবনাথ ধনঞ্জয় পাড়া, থানা—কাঞ্চনপুর	ঐ
৪৪৬।	পরিমল ভৌমিক (২৬) পিতা—যতীন্দ্র ভৌমিক ভৈজিলিং, থানা—মেলাঘর	মেলাঘর
৪৪৭।	কৃষ্ণধন সাহা পিতা—মৃত প্রফুল্ল সাহা রঘুনাথপুর, থানা—বিশালগড়	বিশালগড়
৪৪৮।	হরিবাবু কলই, নূতন বিদ্যাজয় পাড়া থানা—আমবাসা	আমবাসা
৪৪৯।	বিশ্বজিৎ দেববর্মা পিতা—কিরণ দেববর্মা কেম্পেরবাড়ী, থানা—খোয়াই	খোয়াই
৪৫০।	কেশব বিশ্বাস পিতা—হারাধন বিশ্বাস নারাইকুং, থানা—শান্তিরবাজার	শান্তিরবাজার
৪৫১।	বীরেন্দ্র চন্দ্র দে পিতা—শচীন্দ্র দে দক্ষিণ চড়িলাম, থানা—বিশালগড়	বিশালগড়
৪৫২।	লক্ষণ সরকার (১৬) পিতা—স্বপন সরকার আমবাসা কলোনী থানা—আমবাসা	আমবাসা
৪৫৩।	সুখলাল সাহা পিতা—অরুণ চন্দ্র সাহা দুর্গাপুর, গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া
৪৫৪।	শঙ্কর দাস (১১) পিতা—নেপাল দাস হরিপুর থানা—তৈদু	তৈদু
৪৫৫।	মনীন্দ্র দাস পিতা—যামিনী দাস তরণী দাস পাড়া থানা—কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
৪৫৬।	কুলেশ দাস পিতা—ললিত মোহন দাস ছৈলেংটা, এস. সি. কলোনী, মনু	মনু

১	২	৩
৪৫৭।	জগদীশ দত্ত পিতা—ভগীরথ দত্ত ছনখোলা জমাতিয়া পাড়া থানা—শান্তিরবাজার	শান্তিরবাজার
৪৫৮।	বিমল নন্দী পিতা—প্রফুল্ল নন্দী কালুয়াঢেপা, থানা—রাধাকিশোরপুর	রাধাকিশোরপুর
৪৫৯।	শ্রীমতী অনন্তেশ্বরী জমাতিয়া (৩৪) স্বামী শ্রীবিনন্দ জমাতিয়া, বুরবুড়িয়া থানা—বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৪৬০।	কুমারী বীণা রাণী জমাতিয়া, পিতা—বিনন্দ জমাতিয়া, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৪৬১।	কুমারী অরুণা জমাতিয়া পিতা ও ঠিকানা—ঐ	ঐ
৪৬২।	অজিত কুমার জমাতিয়া, রণজিৎ কলোনী থানা—বীরগঞ্জ	ঐ
৪৬৩।	জয়ন্তী জমাতিয়া, স্বামী—প্রদীপ কুমার জমাতিয়া ঠিকানা — ঐ	ঐ
৪৬৪।	বিজয় মাধম জমাতিয়া (৩০), ঠিকানা—ঐ	ঐ
৪৬৫।	বসন্তী জমাতিয়া (২০) স্বামী—বিজয় সাধন জমাতিয়া ঠিকানা—ঐ	ঐ
৪৬৬।	সায়েরাবানু জমাতিয়া (২৪), স্বামী—জয়ন্ত জমাতিদা, ঠিকানা—ঐ	ঐ
৪৬৭।	জয়ন্ত জমাতিয়া, রনজিৎ কলোনী থানা বীরগঞ্জ	বীরগঞ্জ
৪৬৮।	কনক সাহা, পিতা—নারায়ণ সাহা, পশ্চিম প্রতাপগড়, থানা—পশ্চিম আগরতলা	বিশালগড়
৪৬৯।	পানু দত্ত, পিতা—দুলাল দত্ত, অরুন্ধুতিনগর থানা—পশ্চিম আগরতলা	ঐ
৪৭০।	জন্টু লাল সাহা, পিতা—সরমনি সাহা সুকান্ত কলোনী থানা—নূতনবাজার	নূতনবাজার

১	২	৩
৪৭১।	রতনচন্দ্র দেবনাথ, পিতা—মতিলাল দেবনাথ কিল্লা, থানা—কিল্লা	কিল্লা
৪৭২।	রবীন্দ্র মালাকার, পিতা—নরেন্দ্র মালাকার তৈলানীনগর, থানা—ফটিকরায়	ফটিকরায়
৪৭৩।	কুমারী বাটি মালাকার, পিতা—প্রনেশ মালাকার ঠিকানা—ঐ	ঐ
৪৭৪।	রমনী রুদ্রপাল, পিতা—মৃত ধীরেন্দ্র রুদ্রপাল শান্তিনগর, থানা—কল্যাণপুর	কল্যাণপুর
৪৭৫।	নিখিল সরকার, পিতা—বিপিন সরকার জোরপুকুর থানা—বিশালগড়	বিশালগড়
৪৭৬।	বিমল দেবনাথ, পিতা—বিশ্বাম্বর দেবনাথ উত্তর বলরাম, থানা—আমবাসা	আমবাসা
৪৭৭।	ছুটন রায়, পিতা—সুখেন্দু রায় রাঙ্গাপানীয়া, থানা—বিশালগড়	বিশালগড়
৪৭৮।	খোকন সাহা, পিতা—মৃত যোগেন্দ্র সাহা ঝড়ুঝড়িয়া, থানা—নূতনবাজার	নূতনবাজার
৪৭৯।	বিপদ দেবনাথ, পিতা—কৃষ্ণ দেবনাথ লক্ষ্মণঢেপা, থানা—মেলাঘর	মেলাঘর
৪৮০।	দুলাল সূত্রধর, পিতা—বৈকুণ্ঠ সূত্রধর পদ্মনগর, থানা—মেলাঘর	মেলাঘর

Admitted Un-Starred Questton No.—96

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ২০০০ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বৈরীদের সন্ত্রাসের কারণে রাজ্যে কতটি পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক জাতি ও উপজাতির পৃথক হিসাব) এবং

২। এ সকল বাস্তুচ্যুতদের স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ১৯৯৮ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ২০০০ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বৈরী সন্ত্রাসের কারণে মোট ৪০৫২টি পরিবার সাময়িকভাবে বসতি এলাকা থেকে অন্যত্র গেছেন।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	উপজাতি	অ-উপজাতি
১। বিশালগড়	৯৮	১,৩৫১
২। খোয়াই	১৫	২১১
৩। সদর	—	৩৭৯
৪। অমরপুর	১৮	১৮৩
৫। উদয়পুর	—	৮২৮
৬। বিলোনীয়া	—	৯
মোট	১৩১	৩,৯২১

২। এ সকল বাস্তুচ্যুতদের স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়ে নেওয়ার জনা রাজ্য সরকারের ব্যবস্থা সমূহ নিম্নরূপ :—

ক) যাদের ঘরবাড়ী আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের আর্থিক সাহায্য সহ নতুন ঘর তৈরী করার জন্য জি. সি. আই সীট দেয়া হয়েছে।

খ) ইন্দিরা আবাস যোজনায় Guideline অনুসারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়ী তৈরীর জন্য আই. এ. ওয়াই স্কীমে সাহায্য করা হয়েছে।

গ) নিরাপত্তা বাহিনীর স্বল্পতা সত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্থায়ী ক্যাম্পেরও টহলদারী ব্যবস্থা করা হয়েছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A. M. on Tuesday, the 11th July 2000.

P R E S E N T.

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, 16 Ministers, and 37 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মি: স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায়।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— মিঃ স্পীকার, এডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান্ নাম্বার ১৩৫।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ ষ্টার্ট কোয়েশ্চান্ নং-১৩৫।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) :— কালকে একটা ডিসিশান হল যে, প্রশ্নটা পড়ার দরকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— এই কোয়েশ্চান্‌টা পড়ার দরকার নেই।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— এটা আমার কোয়েশ্চান্ তো আমি সেটিসফাইড্।

মিঃ স্পীকার :— এটা তো আনডিসাইডেড্। আপনারা ডিসিশান নেন প্রশ্নটা পড়ার দরকার নেই।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— এটা আপনি নেবেন স্যার।

মি: স্পীকার :— শুনুন উনারা বলছেন এফেক্টিভ হয় প্রশ্নটা পড়লে পরে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু :— প্রশ্ন তো সকলের কাছেই আছে। পার্লামেন্টে তো উত্তর দিয়ে লে করে দেয়।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, পার্লামেন্টে কিন্তু পড়েও না। পার্লামেন্টে লে করে দেয়। এটাওতো ঠিক।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :—স্যার, তাহলে আমাদের কাছে রিপ্লাই পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

মি: স্পীকার :—এটা তো চট করে করা যাবে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :- আমরা তাহলে কিছুই শিখব না। আমরা শুধু সাপ্লিমেন্টারী করব আর কিছুই করব না। রিপ্লাইটা চলে যাক।

মি: স্পীকার :—এটা কালকে করা যাবে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— তাহলে এখন সিদ্ধান্ত নিন নেকষ্ট শেসান থেকে যেন রিপ্লাইটা আমাদের কাছে চলে যায়।

মি স্পীকার :—আচ্ছা, ডিসিশান হলে আপত্তি নেই।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— প্রভিন্স রিলিজ বসে রুলস্ চেইঞ্জ করতে হবে। আদারওয়াইজ যে পদ্ধতিতে চলছে সেই পদ্ধতিতে করতে হবে।

মিঃ স্পীকার : —এখনই করা যাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি কি করে উত্তর দেব। প্রশ্ন পড়ে উত্তর দেব। প্রশ্ন কর্তা কি চান।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—এটা আপনারাইতো বলবেন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আপনাদেরই তো মতামত চাইছি। আপনারা বললে পরে ভাল হয়।

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার :—যেটা আমাদের এখন পর্যন্ত চলে আসছে এটাই চলুক। পরবর্তী সময় আবার সিদ্ধান্ত নেব।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সদর মহকুমার ইন্দ্রনগর এলাকায় জল সরবরাহের পাইপ লাইন দিয়ে লৌহ মিশ্রিত পানীয় জল জনগণকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে পানীয় জলে লৌহের ভাগ বন্ধ করার জন্য অনতিবিলম্বে Iron Removal plant বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা,

৩। যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তবে Iron R moval Plant বসানোর সাপেক্ষে পানীয় জলের পাইপ লাইনগুলি অনতিবিলম্বে পরিষ্কার করানোর ব্যবস্থা করা হবে কি না?

উত্তর

১। সদর মহকুমার ইন্দ্রনগর এলাকার সরবরাহকৃত পানীয় জলে দ্রবীভূত আয়রন আছে।

২। Iron Removal Plant বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং তার প্রস্তুতি চলেছে।

৩। ইন্দ্রনগর এলাকার পানীয় জলের পাইপ লাইনগুলি ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করার কাজ চলছে।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, আইরন রিমোবেল প্ল্যান বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ধন্যবাদ। পাশাপাশি বলেছেন যে, লৌহ মিশ্রিত যে জল স্প্রে হচ্ছে এইগুলিকে অনতিবিলম্বে পরিষ্কারের জন্য এটাকে ওয়াস করানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটা ঠিক না স্যার। মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আমি চিঠি দিয়ে চিফ ইঞ্জিনীয়ারকে জানিয়েছি, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের সাথে সরাসরি কথা বলেছি টেলিফোনে অর্ডার একটা হয়েছিল। সেই

অর্ডারের পর দেখা গেল সিসা পাওয়া যায় না বলে সেটাকে ডিলে করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তারপরে কোথা থেকে সিসা সংগ্রহ করে একটা জয়েন্টকে ওয়াস করা হয়েছে। লাইন ওয়াস করা হয়নি। ফলে হচ্ছে কি, একটা কর্নার ওয়াস হয়েছে আর একটা সাইড ওয়াস হয়নি। কারণ এই জল খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হচ্ছে। এত বেশী আইরন এই কারণে বলছি। এই জলের মধ্যে লাল লাল শুধু পাইপ লাইন দিয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে। স্যার, এটা পানীয় জল হতে পারে না। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব সব ধরণের তদন্ত করে প্রয়োজনে লোক পাঠিয়ে যেভাবে হোক আপনি এটা ইনকোয়ারী করে জলের নোংরাটাকে সরানোর জন্য অনতিবিলম্বে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ইন্দ্রনগর এলাকায় যে পানীয় জল ঐখানে সংগ্রহ করা হয় সেটা হচ্ছে ইন্দ্রনগর ১ নং নোয়াগাঁও থেকে। এটা মাননীয় দীপকবাবু এবং সুদীপবাবু বলেছেন যে ডিপ-টিউবওয়েল থেকে জল সংগ্রহ করা হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে আইরনের পরিমাণটা একটু বেশী। প্রায় ৩'৩০ মিলিগ্রাম আইরন সেখানে থাকে। মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন নিশ্চয়ই এটা আমরা তদন্ত করে দেখব। যদি না হয়ে থাকে মাননীয় সদস্য যে সমস্ত প্রশ্নগুলি বলেছেন এমনিতেই আমি বলতে পারি আমাদের দিক থেকে যেটা হচ্ছে ত্রিপুরার এই জলে কোন আর্সেনিক নেই। এটা গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া যে সংস্থার দ্বারা আমাদের কাছে রিপোর্ট দিয়েছেন আমরা খবরের কাগজে পাব্‌লিস করেছি আমাদের জলে এখন পর্য্যন্ত কোনো রকমের আর্সেনিক পাওয়া যায়নি। যদি কোন রকম আইরন দ্রবীভূত পানীয় জলের মধ্যে থাকে তবে এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। তবুও এই প্ল্যানের মধ্যে রি-মোভেল বসানোর কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। এবং আমরা যথাসম্ভব এই কাজটা সম্পূর্ণ করার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করে যাব।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ইন্দ্রনগরে এক নতুন পি এইচ. ই—এর ডিপ-টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। আজকে চার মাস ধরে সেটা চালু করছে না। আমার মনে হয় এটা চালু করা হলে এটা কি পাওয়ার এবং পাবলিক হেল্‌থ কি এইসব কানেকশনের ব্যাপারে একে অপরের কেয়ারার পাবে না। ফলে এই সমস্যাটা আরও বেশী কেস্ করতে হচ্ছে। যদি এটাকে চালু করা হয়, তবে সমস্যা থাকবে না। আর নোয়াগাঁও যেটা বলেছেন সেটা পি. এইচ. ই নয়, এটা ইরিগেশন। ফলে হচ্ছে কি লৌহ মিশ্রিত জল বের হচ্ছে। এটা বিশুদ্ধ: জল নয়। যদি পি. এইচ. ই চালু করা হয় তাহলে বিশুদ্ধ জল ও ক্ষার বিহীন জল পাব বলে আমরা শেষ আশা করছি। আইরন রিমোভেল প্ল্যান-এর কাজটাও আপনারা ধীরে ধীরে করতে পারবেন। যদি এটাকে এখনি চালু করে দেওয়া হয়। এতে একটা কমপ্লিট করা আছে

আর ইনকমপ্লিট কাজের জন্য আমি আপনাকে রিকুয়েষ্ট করেছিলাম কিন্তু সেটার উত্তর পাইনি। আমি অনুরোধ করব আপনারা প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):— ডিপ-টিউবওয়েল সিক হওয়ার পর যে সমস্যাগুলি রয়েছে এবং এর সঙ্গে যে ডিলে হচ্ছে সেগুলি আমরা খোঁজ করে দেখব যাতে তাড়াতাড়ি চালু করা যায়। এখানে আমাদের প্রায় চারশ এর কাছাকাছি ডিপ-টিউবওয়েল আছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। একটা ডিপ টিউবওয়েল-এর আয়ু ১০ থেকে ১২ বছর জল দিতে পারে তারপর সেটা অচল হয়ে যায়। কাজেই, এখানে কোন একটা ডিপ-টিউবওয়েল যদি পুরুনো হয়ে যায় তাহলে সেখানে জল সরবরাহের কাজ যাতে বিঘ্নিত না হয় তারা সেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা আমরা নিশ্চয় খোঁজখবর নিয়ে পুরোনো ডি. টি গুলির জায়গায় নতুন ডি টি গুলি যত তারাতাড়ি করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— (অম্পিনগর) মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় জানেন যে, গ্রামাঞ্চলের পানীয় জল সরবরাহ করা হয় ডি টির মাধ্যমে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যদি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করা হয় তাহলে সেখানে এই সমস্যা থাকে না। শুধু শহর বা বাজারগুলিতে আমরা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ নেয়। অনেক জনপদ আছে যেমন পাশে নদী বা ছড়া থাকে, এইগুলি থেকেও এই রকম ছোট ছোট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ করা যায়। সেখানে ক্ষারমুক্ত জল আমরা দিতে পারি। এই ধরনের প্ল্যান সরকারের আছে কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে ব্যাপারে বলেছেন আমরা এই ধরনের ছোট ছোট ওয়াটার সারফেস্ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করার জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা অলরেডি ইন্টার এরিয়া বা জনবসতি যেখানে সেনসিটিভ সেখানে এই ধরনের প্ল্যান করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। যেমন ছৈলেংটা, ছামনু এই রকম জায়গায় অথবা আরও ভেতরের গ্রামাঞ্চলের দিকে এই ধরনের সারফেস ওয়াটার পাওয়া যাবে। আমরা অলরেডি এই রকম প্রায় সাত আটটি প্রজেক্টের কাজ হাতে নিয়েছি। দুর্গম এলাকায় সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে সেখানে ঠিকেদার পাওয়া যায় না। ছামনুতে এটার কাজ করার জন্য আমরা এই পর্যান্ত পাঁচ থেকে ছয়বার টেণ্ডার কল করেছি। তারা সেখানে গিয়ে কাজ করতে চায় না। এটা একটা সমস্যা। এটা করলে পরে ২৫-থেকে ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যাবে। এটা আমরা করতে পারলে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করতে পারব। আমরা কাজগুলি হাতে নিচ্ছি এইগুলি করতে পারলে এবং এটার সাকসেস যদি হয় তাহলে এগুলি করতে পারব।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য কাজল চন্দ্র দাস।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা কল্যাণপুর প্রপারে পি. এইচ. ই র একটা ডি. টি যে চালু আছে, সেখানে থেকে ক্ষারযুক্ত এবং ভীষণ ময়লা জল বের হয়। এটা পানীয় জল বলা যাবে কি ? স্যার বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য অসুবিধা হচ্ছে জনবসতি এলাকায়। আমরা সেখানকার কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে বললাম। ওনা বললেন কয়লার অভাবে নাকি এই রকম হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই; কয়লার অভাবে দূর করে এলাকাবাসীকে পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই, যদি কয়লার অভাবের জন্য এই রিং-ওয়েলটি চালু না হয়ে থাকে। তবে অবশ্যই কয়লার অভাব দূর করে এটা চালু করার ব্যবস্থা করা হবে।

মিঃ স্পীকার : — শ্রীগৌর কান্তি গোস্বামী।

শ্রীগৌর কান্তি গোস্বামী (সাব্রুম) : — মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৭।

মিঃ স্পীকার :—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং :— ৭।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৭

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য পি ডব্লিও- ডি স্কীমে বহু দিন আগে থেকে নাম থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার প্রত্যন্ত উপজাতি গ্রাম বাঘমারা. চালিতা বনকুল ও উত্তর মনুবনকুল ইত্যাদি অঞ্চলের একমাত্র সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তাটির নির্মানের কাজ দীর্ঘদিন ধরে অসম্পুর্ণ হয়ে রয়েছে,

২। যদি সত্যি হয়ে থাকে রাস্তাটির নাম কি, কত কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং বর্তমানে উক্ত রাস্তাটি কি অবস্থায় রয়েছে,।

৩। কবে নাগাদ এই রাস্তাটিকে সম্পূর্ণ সংস্কার করে (অন্ততঃ পক্ষে ব্রীক সোলিং করে) গাড়ী চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, তবে বর্তমানে সম্পুর্ণ করার কাজ চলছে।

২। রাস্তাটির নাম কাকুলিয়া দেবতালুঙ্গা থেকে বাঘমারা হয়ে বংকুল বাজার পর্যন্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য—১৪ কি, মি, বংকুলের দিক থেকে ইট সোলিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। বাকী অংশের কাজের অগ্রগতি হচ্ছে।

: । আর্থিক সংস্থান হলে পর ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরের মধ্যে সোলিংয়ের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল (কুলাই) :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২

শ্রীরতন লাল নাথ : — স্যার, এটার উত্তর দেবেন কে? ডাক্তারদের ফীস্-এর ব্যাপার। এটা কি ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের আওতায় আসে? উত্তর কে দেবে?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না, বিষয়টি হেলথ ডিপার্টমেন্ট ঠিক করে স্যাংকশানের জন্য ফিন্যান্সের কাছে পাঠায়। অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট থেকে আমাদের ওখানে পাঠানো হয়েছে উত্তর দেবার জন্য। মেম্বারও উনার প্রশ্নে তাই লিখেছেন।

শ্রী রতন লাল নাথ : - বিধানসভায় মেম্বাররা কোয়েশ্চান জমা দেন। অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না, কোন্ ডিপার্টমেন্ট হবে। হয়ত ভুল থাকতে পারে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যা বলেছেন, এটা ঠিক। কিন্তু অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট থেকে ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কাছে যেহেতু উত্তরের জন্য পাঠানো হয়েছে তাই এখানে আমি উত্তর দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাসেম্বলী থেকে অ্যাডভান্সড কপি সেক্রেটারীদের কাছে পাঠানো হয়। যদি কোন ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়, তাহলেতো ফেরৎ পাঠিয়ে কারেকশন করানো যেতে পারে। শুধু এক দিক দেখলেই হবে না। সবাইকেই দেখতে হবে। ঠিক আছে, আপনি উত্তর দিন।

Question

1. What is the present rate of consultation fees of the Govt. Doctors as approved by the state Govt. for treatment in private Chamber for the purpose of medical reimbuosement by the Govt. employees ?
2. Is there any plan to increase the present rate there of ?
3. If so, when it is likely to be effected ?
4. If not, the reasons therefor ?

উত্তর

১) বর্তমানে সরকারী ডাক্তার কর্তৃক ফীসের হার নিম্নে বর্ণিত হল—

ক. সরকারী ডাক্তার যাদের পি. জি, ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা ডিগ্রি আছে।

তাহাদের ১ম পরামর্শের জন্য ৫০ টাকা এবং ২য় পরামর্শের জন্য কোন ফিস নেই। ৩য় পরামর্শের জন্য ২৫ টাকা ধার্য্য আছে।

খ) যাহাদের পি, জি, ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা ডিগ্রি নেই।

তাহাদের ১ম পরামর্শের জন্য ৪০ টাকা, ২য় পরামর্শের জন্য কোন টাকা নেই এবং ৩য় বার পরামর্শের জন্য ২০ টাকা ধার্য্য আছে।

২) ৩) {এই ধরণের প্রস্তাব সরকারের হাতে বর্ত্তমানে নেই।

৪) কারণ বর্ধিত হারে অতি সম্প্রতি ২২.১২.৯৯ ইং তারিখ হইতে চালু করা হইয়াছে।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্ত্তমানে যে এডমিসিবাল রেইট আছে এটার রেইট বাড়ানো হবে কিনা জানতে চেয়ে আমি এখানে প্রশ্ন রেখেছিলাম, কেননা সরকারী কর্মচারী-দের প্রেসক্রিপশান দপ্তরে জমা দিতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিলেন—না। কিন্তু স্পেশ্যালিষ্ট ডাক্তারদের দেখাতে গেলে কমপক্ষে ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা কি দিতে হয়। এই সব রেইট সরকারের জানা আছে কিনা এবং যারা গরীব লোক আছেন তারা এত টাকা ফী দিতে পারবেন না। সুতরাং সরকার থেকে নিয়ম করা হবে কিনা ডাক্তারদের ফীর লিমিটেশান কত হতে পারে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সরকার ২২-১২-৯৯ ইং তারিখে বর্ত্তমান হারের সংশোধন করেছেন। মাত্র ৭ ৮ মাস হলো ফী এর এই নুতন রেইট হয়েছে। এর আগে সব স্তরের ডাক্তারদের জন্য ফী এর হার ছিল ১৬ টাকা। এটাকে সংশোধন করে ৫০ টাকা, ৪০ টাকা, ২৫ টাকা এবং ২০ টাকা করা হয়েছে। বর্ত্তমান রেইটের পরিবর্ত্তনের কোন পরিকল্পনা সরকারের এখন নেই।

শ্রীরতন লাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে কতজন ডাক্তার নন প্রেকটিসিং এ লাউন্স নিচ্ছেন এবং কতজন ডাক্তার নন-প্রেকটিসিং এলাউন্স নিচ্ছেন না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীজয় গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৭ স্যার।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রোগীদের বিশুদ্ধ ও আয়রণ মুক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে কিনা,

২) থাকলে কোন কোন্ হাসপাতালে সেই ব্যবস্থা আছে,

৩) না থাকলে তার কারণ? এবং

৪) বিশুদ্ধ ও আয়রণমুক্ত জল সরবরাহের জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। সব হাসপাতালে আয়রণ মুক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই।

২। যে সব হাসপাতালে আয়রণ মুক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে সেইগুলি হল—

১। আই. জি. এম হাসপাতাল।
২। জি. বি. হাসপতাল।
৩। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর হাসপাতাল।
৪। সোনামুড়া গ্রামীণ হাসপাতাল।
৫। তেলিয়ামুড়া গ্রামীণ হাসপাতাল।
৬। কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতাল।
৭। উদয়পুর জেলা হাসপাতাল।
৮। সাব্রুম মহকুমা হাসপাতাল।
৯। পানিসাগর হাসপাতাল।
১০। কৈলাসহর জেলা হাসপাতাল।
১১। কাঞ্চনপুর হাসপাতাল।
১২ দশদা হাসপাতাল।
১৩। আনন্দবাজার হাসপাতাল।
১৪ পেচারথল হাসপাতাল।

৩। ত্রিপুরার ভূগর্ভস্থ জলে দ্রবীভূত আয়রণ আছে কিন্তু আরসেনিক নেই।

ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার ৫৪টি টিউব ওয়েলের ভূগর্ভস্থ জলের নমুনা All India Institute of Hygine and Pub'ic Helath (Directorate General of Health Services) Govt of India, Calcutta পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে ত্রিপুরার জলে আরসেনিকের উপস্থিতি নেই। তবে যে সমস্ত হাসপাতালে ডিপ-টিউব-ওয়েল থেকে জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে সেইগুলিতে পর্য্যায়ক্রমে আয়রণ রিমুভাল প্ল্যান্ট বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত হাসপাতালে নিজস্ব সোর্সে জল সংগ্রহ করা হয় সেইগুলি এর আওতার বাহিরে। একসঙ্গে সব কাজ আর্থিক সংকটের জন্য সম্পন্ন করা সম্ভব নহে ধাপে ধাপে হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত টিউব-ওয়েলগুলিতে আয়রণ রিমুভাল প্লান্ট বসানোর পরিকল্পনা আছে।

৪। আয়রণ মুক্ত জল সরবরাহের জন্য শহর এলাকায় রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বর্ত্তমানে ধর্মনগর, কৈলাশহর, বিশোনীয়া, কমলপুর শহরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লেন্টের কাজ চলছে অনুরূপভাবে কুমারঘাটে একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্টের মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে।

অমরপুর, যোয়াই, তেলিয়ামুড়া সাব্রুম প্রভৃতি শহরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর জন্য প্রজেকট্ রিপোর্ট এর কাজ তৈরী শেষ হয়েছে। আর্থিক সংকুলান হলে পর এই সব কাজ ধাপে ধাপে হাতে নেওয়া হবে।

তাছাড়া গ্রামীণ ডিপ-টিউব ওয়েলের সঙ্গে যুক্ত হাসপাতালগুলিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আয়রণ রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং বাকীগুলিতে পর্য্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আয়রণ রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট বসানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে-হাসপাতালগুলির কথা বললেন তার মধ্যে জি. বি, হাসপাতাল এবং আই, জি, এম হাসপাতালে ডিপ টিউব ওয়েল-এর জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উদয়পুর হাসপাতালেও ডিপটিউব ওয়েলের জল সরবরাহ করা হচ্ছে। উক্ত হাসপাতালগুলিতে আয়রণ মুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী মন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো আগেই নাম বলেছি যে সমস্ত হাসপাতালগুলিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। উদয়পুরে তো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আছে ওখানে কেন ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জল সরবরাহ করা হচ্ছে না এটা খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে। যে সমস্ত হাসপাতালগুলিতে আই, আর. পির কাজ চলছে সেগুলি হল :— মোহনপুর, আনন্দনগর হাসপাতাল, মেলাঘর হাসপাতাল, নতুনবাজার হাসপাতাল, কাকড়াবন হাসপাতাল, করবুক হাসপাতাল, শান্তিরবাজার হাসপাতাল, জোলাইবাড়ী হাসপাতাল, বিলোনীয়া হাসপাতাল, কদমতলা হাসপাতাল, ডম্বুরগাঁও হাসপাতাল, কুমারঘাট হাসপাতাল এবং জলেবাসা হাসপাতাল। ত্রিপুরার জলে আর্সেনিক নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ, শ্রীরতন লাল নাথ এবং শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

Shri Badal Choudhuri (Minister) :— Mr. Speaker sir, admitted question No—32.

Question

1. Whether the Govt. is aware that the West Bengal Govt. has provided a sum of Rupees 15 lakhs to each MLA as M. L. A area development fund,
2. If so, whether the Government of Tripura is planning so, and
3. If not the reason there fore ?

উত্তর

১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এম, এল, এ এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট প্রকল্পে প্রত্যেক এম, এল, এর জন্য ১৫ লক্ষ টাকা প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২। আপাততঃ রাজ্য সরকারের এ ধরনের কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাহলে আমরা যারা পাবলিক রিপ্রেজেনটেটিভ আছি যার যার কনস্টিটিয়েন্সিতে আমাদের ফাংশান কি? এম, এল, এরা কি শুধু ইনকাম সার্টিফিকেট এটেসটেশান করবে? যার যার এলাকায় পি. ডব্লিউ, ডি বা পি, এইচ, ই বিভিন্ন সময়ে ডাইরেক্টলি ইন ডাইরেকটলি বিভিন্ন কাজ করে থাকেন। যেটা ইমপরটেন্ট সেটা না করে লেস ইমপরটেন্ট কাজগুলি হয়ে যায়। আগরতলা মিউন্যাসিপ্যালিটি আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। এখানে আমাদের বিরোধী দলের তিনজন সদস্য আছেন। সমস্ত ডেভেলাপমেন্টের কাজ, রাস্তা বলুন, ড্রেন বলুন, পুল বলুন সমস্ত কিছু অ্যাজ পার দি রেকমেণ্ডেশান হচ্ছে। ইক্যুয়েল ডিসট্রিবিউশান হচ্ছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেটে এম, এল, এ ডেভেলাপমেন্ট ফাণ্ড হিসাবে কিছু রাখেননি বা প্রপোজালও নেওয়া হয়নি। এটার ব্যাপারে মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডিসিশান নেবেন কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যে এম. এল, এ ডেভালপমেন্ট ফাণ্ড চালু আছে। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবাংলায় ইদানীং চালু হয়েছে সব বড় বড় রাজ্যে, টাকাপয়সার সুযোগ সুবিধা তাদের অনেক বেশী। আমাদের রাজ্যের কথা আপনারা জানেন নুন আনতে পান্তাফুরোয়। আপনারা এই ব্যাপারে চিঠি দিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে ১০ লক্ষ টাকা করে এম, এল, এ ফাণ্ড চালু করা যায় কিনা। আমরা সবটাই বিচার বিবেচনা করে দেখছি অন্যান্য রাজ্যে কিভাবে করেছে সেটা দেখছি এবং আর্থিক সংস্থান করতে পারলে আমরা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পদ্ধতিটা সংসদে চালু করেছিলেন প্রয়াত রাজীব গান্ধী এবং এটা নিয়ে প্রথম দিকে সারা দেশে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সারা দেশে জনপ্রিয় হয়। প্রায় সবকটি রাজ্যে চালু হয় এবং গত সেশানে এটা পশ্চিমবাংলাতেও চালু হয়। স্যার, অনেক সময় আমরা প্রশ্ন করি রাস্তাটি ঠিক করা হবে কিনা? উত্তর আসে, যে না, এই ধরনের পরিকল্পনা নাই। আমার এলাকার লোক আমাকে জনপ্রতিনিধি করল, আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য হচ্ছেনা। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন অনেক বড় বড় স্টেটে হয়েছে। এটার জন্য আলাদা অর্থের দরকার নেই। এই বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যেই হয়ে যাবে। তার জন্য ১ পয়সাও বেশী লাগবেনা। আমি অনুরোধ করব এই বাজেট অধিবেশনে এই অর্থের মধ্যে এনে লোকাল এরিয়া ডেভালাপমেন্ট স্কীম বা যে কোন একটা নাম দিয়ে হোক এটা যেন এই অধিবেশনেই করা হয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন তথ্যগত দিক থেকে এটা ঠিক নয়। এম, এল, এ এরিয়া ডেভোলাপমেন্ট ফাণ্ড এর আমরা একটা প্রস্তাব করলাম আর দপ্তর করে ফেলবে এটা ঠিক না। যিনি এম, এল, এ থাকেন তিনি শুধু প্রস্তাব দেবেন। তারা কিভাবে করাবেন, কিভাবে ইউটিলাইজ করাবেন পুরো দায়িত্ব ডি, এম, এর হাতে। ডি, এম ঠিক করবে সে কাকে দিয়ে করাবে। তার জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দের দরকার। তা না হলে এটা কোনরকমভাবেই সম্ভব না। এটার জন্য আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে, আর আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছেন তাদের সংগে পরামর্শ করেই আমাদের সরকারের কাজ পরিচালনা করি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি যেটা করেছেন-আমরা যাই করছি জনপ্রতিনিধি যারা আছেন-নির্বাচিত সংস্থা যারা আছেন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের সরকার কাজ করছেন। আমি তো বলতে পারি নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে যাতে আমাদের সাহায্য করেন তারজন্য আমরা সবার কাছে আবেদন জানাই। সুতরাং অংশগ্রহনের কোন সুযোগ নাই তাদের প্রস্তাব সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় না এটা ঠিক না। সেরকম প্রস্তাব অনেক আছে এবং সব প্রস্তাবই যে কাযকরী করার মত যে সংস্থান এটা আমাদের নাই। সে কারণে কোন কাজ হয়তো আগে শুরু হয়ে যায় আবার কোন কাজ একটু দেরীতে শুরু হয়। কিন্তু আমরা সবদা চেষ্টা করি জনপ্রতিনিধিরা যেসব প্রস্তাব দেন সেগুলি গুরুত্ব দিয়ে রূপায়িত করার চেষ্টা করি। আর এম, এল, এ, এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট এর ক্ষেত্রে আমি কালকেও বাংলার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন যে 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কিন্তু কখন কবে নাগাদ চালু করতে পারব সে সিদ্ধান্তে আমরা এখনো আসতে পারিনি। আমরা সেগুলি বিচার বিবেচনা করে দেখছি।' আমরা তো বলেছি যে আমাদের পক্ষে যখন আথিক সংস্থান করা সম্ভব হবে তখন আমরা সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নেব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটাতো ইমপ্লিমেন্ট করবে ডি, এম, কিন্তু আমরা যে কাজটার কথা বলব সেটাই করতে হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছামনু) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বোধহয় আমাদের সবাইকে বোকা ধরে নিয়েছেন। এটার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের কোন অনুদান লাগেনা, আর আলাদা ফাণ্ডও লাগেনা। এখানে পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট ফাণ্ড রয়েছে-সেটাকেও এই কাজে ব্যবহার করা যায়। আর যেমন কোন এম, পি, দের ক্ষেত্রে কাজগুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সে রকম এমন অনেক কাজও আছে যেমন ধরুন সাঁকো দেওয়ার কোন প্রভিশেন নাই গভর্ণমেন্টের বাজেটে। অথচ এমনসব জায়গা আছে যেখানে সাঁকো ছাড়া চলে না কাজেই এই সমস্ত কাজ আমরা করতে পারি। আর যে ইনভলভমেন্টের কথা বলছেন-আমার ছামনু ব্লক

ডেভেলাপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান উনি আমি যে প্রস্তাব করি সে প্রস্তাবেরই বিরোধীতা করেন। এটাই হচ্ছে সহযোগীতার নমুনা। ৫ লক্ষ টাকা কমিউনিকেশনের টাকা সেটা খরচই করা গেলো না, কারণ উনি জানেন না-মোডেলিটি কি, নর্মস্ কি, কিভাবে এটা খরচ করা যায়। উনি প্রস্তাব দিয়ে দেন এক রকম, কিন্তু সেটা ডি, এম, এর কাছে গিয়ে ভয়ড, হয়ে যায়। আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে যে প্রস্তাব দেই সেগুলি তিনি খারিজ করে দেন। এটা সুস্থ গণতন্ত্রের অবস্থা নয়। সুস্থ গণতন্ত্রের নিয়ম হলো অপোজিশন এর সহযোগীতা কিন্তু অপোজিশন এর সঙ্গে শুধু অপোজ করার জন্যই নয়। টাকা নাই, পয়সা নাই এটাতো নয়, পশ্চিমবাংলার কি আছে তাদের নিজস্ব ইন্‌কাম কিন্তু, তারা তাদের বাজেট প্রভিশন থেকেই টাকা প্রোভাইড করছে। কাজেই এইভাবে বোকা বানানোর চেষ্টা করবেন না আমাদের সাপ্লিমেন্টারীরও কোন দরকার নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন আমি কখনো বলনি যে কেন্দ্রীয় সরকার এর কাছ থেকে টাকা পেলে আমরা এটা করব। এটা চালু করা না করা এটা সম্পূর্ণ রাজ্যের ব্যাপার। এবং এটার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা পেলাম কি পেলাম না এটার জন্য নির্ভর করতে হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের যে বাজেট আমরা করেছি— উনি বলছেন যে পি. ডি, এফ, থেকে টাকা দেবার জন্য। কিন্তু আমি তো জানি না, পি. ডি এফ. এর টাকা কাটলে গ্রামের অবস্থাটা কি হবে? এটা তারা অন্যান্য ইউজফুল কাজে লাগান। আমরা তো এখানে বলছি যে এই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, ব্যাপারটা হলো মাননীয় মন্ত্রী মহাদয় এখানে বলছেন যে গ্রামে এটা তারা অন্যান্য ইউজফুল কাজে লাগান, তাহলে আমরা কি এই টাকাটা আন্ ইউজফুলকাজেলাগাবো নাকি? এটা কি কথা হলো কি রিপ্লাই হলো। অপব্যাখ্যা করবেন না। এটা বলতে পারেন যে এবার পারছিনা আগামীবার চেষ্টা করব। আমরা প্রশ্ন করছি, দাবী করছি, এটা হাউসেরই দাবী। কিন্তু ইউজফুল তারা করছে আর আমরা যেটা চাইছি এটা বোধ হয় আন ইউজফুল হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কথা হলো মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু নির্দিষ্টভাবেই বলেছেন যে পি, ডি, এফ, এর টাকা থেকে এটার ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা বলছি পি, ডি এফ, এর টাকা এইভাবে কেটে দেওয়া যায় না। তাহলে গ্রামের লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাদের নির্বাচিত সংস্থা রয়েছে তারা এইগুলি কাজে রূপায়িত করেন। কাজেই টাকা কোথা থেকে আসবে আমি বলছি কেন্দ্রিয় সরকার থেকে পেলাম কি পেলাম না— তার উপর নির্ভর করবে না। এটা প্রস্তাবটা এসেছে আমরা প্রস্তাবটা বিচার বিবেচনা করছি অর্থের সংস্থান হলে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীমানিক দে :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিধায়ক এরিয়া উন্নয়ন কাণ্ড সম্পর্কে বলছেন এই ফাণ্ডটা বর্তমানে ভারতবর্ষে এম, পি, দের ক্ষেত্রে চালু রয়েছে এবং কোন কোন রাজ্যেও সেটা চালু হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, এটা আণ্ডার কন্‌সিডারেশন আছে। আমার বক্তব্য হলো-এম, এল, এ, এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট ফাণ্ড যেটা সেটা করার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট একটা গাইডলাইন করে দেওয়া যেতে পারে। এবং আমার অনুরোধ থাকবে যে বিষয়টা এই ক্ষেত্রে মন্ত্রীরাও যুক্ত আছেন, কারণ তারাও তো এম এল, এ, সে ক্ষেত্রে এখান থেকে ফাণ্ডটা বের করে দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— মন্ত্রীরাতো বিধায়কদের ক্ষমতা খাটাতে পারেন না। মন্ত্রী একজন মন্ত্রী হিসাবেই কাজ করবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এম. পিদের জন্য এই ডেভেল্যাপমেন্ট ফাণ্ড নিয়ে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাতে এম. পি মানে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরাও একজন সদস্য হিসাবে এর আওতায় আসেন। এটা নিয়ে কোন রকমের ঝামেলা নেই। স্পীকারও সেটা পারেন।

মিঃ স্পীকার :— না, না, স্পীকার থাকলে এটার জন্য কি আলাদা কোন এরিয়া মাক থাকবে ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, সবই পাবেন এবং এটাতে দ্বিমত হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমি এখানে খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমরা নগর পঞ্চায়েত বা এ. ডি. সি বা পঞ্চায়েত সমিতির জন্য যে টাকা বরাদ্দ করেছি সেটা কিন্তু এই অবস্থায় কাটা যাবে না। সম্ভব নয়। কারণ, তারা এক-একটি নির্বাচিত সংস্থা। তাদের জন্য বাজেট বরাদ্দকৃত টাকার অংক তারা হয়ত ইতি-মধ্যেই জেনে গিয়েছেন। তাদের জন্য এই বরাদ্দকৃত টাকার মধ্য থেকেই তাদেরকে চলতে হয়। কাজেই, তারা বাইরে কি করে টাকার সংস্থান করা যায় সেটা এখন আমাদের ভাবতে হবে। ধরুন, আপনাদের প্রস্তাবমত দিতে গেলেও বিধায়ক পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ৬০ জন বিধায়কের জন্য বছরে ব্যয় হবে ৬ কোটি টাকা। ৬ কোটি টাকা খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সমস্যা আছে। তাছাড়া এই ব্যাপারে একটা গাইড-লাইনতো থাকবেই। এটা সব জায়গাতেই আছে। এগুলি সংগ্রহ করে কিভাবে দ্রুত বিবেচনার মধ্যে আনা যায় সেটা আমি বলছি। আমরা এই ব্যাপারে কি করছি সেটার জন্য আপনারা পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তিনি এটা নিয়ে বিভ্রান্ত করছেন। পঞ্চায়েত ডেভেল্যাপমেণ্ট ফাণ্ড হচ্ছে, যে এলাকায় আছেন ঐ এলাকায় কাজ হবে। এটাতো পঞ্চায়েতের বাইরে যাচ্ছে না ! কাজেই, পি. ডি. এফের টাকা বাইরে যাবে কি করে ? টাকাটাতো সংশ্লিষ্ট ব্লক এবং ডিষ্ট্রিকেই থাকবে। শুধুমাত্র পি. ডি. এফে এই অংশের টাকাটা অমুক এম. এল. এর সুপারিশ নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঐ ঐ এলাকায় হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আইনানুসারে বিধায়করাও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। তাদের যদি সেখানে টাকা খরচ করার জন্য সুযোগ থাকে তাহলে তারা পঞ্চায়েত সমিতির কাছে প্রস্তাব করতে পারেন। পঞ্চায়েত সমিতি এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। এখানে বিধানসভায় বসে নগর পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট থেকে টাকা কাটতে পারবে না! আমি বলেছি, এই টাকা থেকে দিলে পরে তারা যাতে কাজ করতে গিয়ে অসুবিধায় না পড়েন। আমি বলছি, আগামী বিধানসভার অধিবেশনের আগেই যাতে ব্যবস্থা করতে পারি নিশ্চয়ই করব এবং যদি না পারি তাহলে এই ব্যাপারে এটা সিদ্ধান্তে আসব।

মিঃ স্পীকার :— আশার সঞ্চার হল। মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নং—১৬৩।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার - ১৬৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের জন্য চতুর্থ বেতন কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কি পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের জন্য চতুর্থ বেতন কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোন টাকাই পাওয়া যায়নি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ২৬.৩.৯৯ ইং মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে, চতুর্থ ত্রিপুরা বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন টাকা পাওয়া যায় নাই।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কি অস্বীকার করতে পারবেন যে, গত ৭ই জানুয়ারী, ১৯৯৮ ইং এই ব্যাপারে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী (ফিনান্স) মিঃ সুধীর শর্মা, অর্থ দপ্তরের যুগ্মসচিব মনোজ কুমার, অর্থ দপ্তরের মিঃ এ. কে. মুখোপাধ্যায়, টি. আর. টি. সির এম. ডি মিঃ পি. আর. কর এবং একই দপ্তরের তৎকালীন চীফ একাউন্টস অফিসার ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তারপর ৩.৮.৯৮ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরী এবং মুখ্যসচিব সহ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী শশীপ্রকাশ এবং অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব মনোজকুমারের উপস্থিতিতেও একটি মিটিং হয়েছিল এবং সেখানেও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। স্যার, ৭ই জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং সালে একটা মিটিংয়ে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন শ্রীসুধীর শর্মা, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী (ফিনান্স), শ্রীমনোজ কুমার (ফিনান্স), এ. কে. মুখোপাধ্যায় ফিনান্স), পি. আর. কর, এম. ডি (টি, আর, টি, সি), এ. কে. ভট্টাচার্য্য,

চিফ অ্যাকাউনটেন্ট অফিসার (টি, আর, টি, সি)। এবং পরবর্তী সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ এবং অর্থমন্ত্রী সহ ৩রা আগষ্ট, ১৯৯৮ ইং তারিখ ভি. তুলসীদাস (চিফ সেক্রেটারী), শশী প্রকাশ, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী (প্লেনিং এণ্ড ফিনান্স) শ্রীমনোজকুমার, জয়েন সেক্রেটারী (ফিনান্স) এই মিটিংয়ে ফিনান্স কমিশন বলেছেন ১৯৯৮-৯৯ estimates. The estimates include expenditure on Pay Revision of Rs. 196.56 crore of Which Rs. 36 crore each for D. A and Rs. 150 crore for Pay Revision and Rs. 10.50 crore for turminal benefits এই টাকা মঞ্জুর করেছেন। আমি এই পেপারটা আপনার সুবিধার জন্য পাঠাচ্ছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : স্যার, অর্থ কমিশন টাকার সুপারিশ করেন রাজ্যসরকারগুলিকে মানে কেন্দ্র থেকে কি পরিমাণ টাকা দেবে। যেমন ইলেভেনথ ফিনান্স কমিশন তারা দিয়েছেন। সেই জায়গার মধ্যে পে-কমিশন বা ফিনান্স কমিশন ডি-এর জন্য বা অন্য কিছুর জন্য টাকা এইভাবে ধরে দেন না। টাকা পাওয়ার পরে রাজ্যসরকার ঠিক করেন কোন টাকা কিভাবে খরচ করবেন। এখানে সেন্ট্রাল ফিন্যান্স কমিশন কার্য্যকরী করার পর প্রত্যেকটি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এমনকি মুখ্যমন্ত্রীদের মিটিংয়ে তারপরে এম. ডি. সির মিটিংয়ে সব জায়গার মধ্যে তুলেছেন যে তোমরা এই রকমভাবে একটা রিপোর্ট কার্য্যকরী করলে এখানে রাজ্যসরকারের যে কর্মচারী আছে সেখানে আমরা কিভাবে এগুলি কার্যাকরী করব? প্রচণ্ডভাবে সমস্ত রাজ্যগুলি এরমধ্যে কোন দলমতের সরকার ছিল না সমস্ত রাজ্যসরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। ইলেভেনথ ফিনান্স কমিশনের কাছে তারা বার বার জানিয়েছেন মানে সেই সমস্ত প্রশ্নগুলি তারা তুলে ধরেন। ইলেভেনথ ফিনান্স কমিশন তারা বলেছেন এগুলি দেখে দেখে কত টাকার দরকার হবে সেগুলি আমাদের দেখার বিষয় কত টাকা হবে। কিন্তু পার্টিকুলার কোন জায়গায় কিভাবে টাকা দেবে এটা ফিনান্স কমিশন কোন সময় ঠিক করেন না। সুতরাং এখানে মিটিং হতেই পারে দপ্তরের। যদি ডি. এ দেওয়ার প্রশ্ন থাকে সরকার দপ্তরের মধ্যে বসে আলোচনা করে টাকাটা কোথায় কিভাবে ব্যবস্থা করা যাবে সেগুলির উপর সিদ্ধান্ত হতে পারে. যদি আপনি টেনথ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট সংগ্রহ করে থাকেন। আপনি পড়ে থাকেন ফিনান্স কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে এই রকম আলাদাভাবে ডি এ উল্লেখ করে টাকা দেওয়ার কথা উল্লেখ নেই। এগুলি আসলে পরে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুতরাং এখানে আমাদের পে-কমিশন কার্যাকরী করার পরে অতিরিক্ত যে টাকাটা দরকার হয়েছে, আমাদের লেবেলে আছে ফিনান্স কমিশনের যখন মিটিং হয়েছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যাপারের মধ্যে বার বার এই প্রশ্ন তুলেছেন। এখন পর্যান্ত এই ক্ষেত্রে আমরা অতিরিক্ত কোন টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা পাই নি। এখন ফিনান্স কমিশন রিপোর্ট দিয়েছে ফিনান্স কমিশনের কাছে আমরা আমাদের এই সমস্যাগুলি তুলে ধরেছি।

তার জন্য তারা অতিরিক্ত কি টাকা বরাদ্দ করবেন, ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া গেলে পরে এই সম্পর্কে বিস্তৃত জানা যাবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। আমার বক্তব্য হলো, একটা মিটিংয়ের কপি যেটা আমি আপনার কাছে রেফার করেছি আপনার সুবিধার জন্য আপনি সেই জায়গায় না গিয়ে অন্য জায়গায় যাচ্ছেন। ৭ই জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং একটা মিটিং হয়েছিল ফিনান্স কমিশনের। এটা অফিসার লেবেলে প্রথম হয় পরে আপনাদের লেবেলেও হয়। সেই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং এখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছে ১৯৯৮-৯৯ইং The estimates include expenditure on Pay revision of Rs. 196.56 crote of which Rs. 36 crore is for D.A and Rs. 150 crore for Pay revision and Rs. 10.56 crore for turminal benefits, এই টাকার মঞ্জুরী দিয়েছে এবং এখানে পে-রিভিশনের জন্য ফোরথ পে-কমিশনের জন্য টাকা দিয়েছে। এবং পরবর্তী সময় ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ইং একটি কপি আমি আপনাকে দিয়েছি। শশী প্রকাশ, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী কি বলেছে ? It has been confarmed by the State Government that they put to mobalise more many Rs. 56 crore as ARM by way of refering pay revision till the date 1.1.96 for the employees of the State Government,

পে রিভিশন দেওয়ার কথা কর্মচারীদের কিন্তু আপনারা বলেছেন আমরা এটা ডেফার করে দেব। ডেফার করে দেওয়ার জন্য আপনারা এটা ১৯৯৮ইং সালে দিয়েছেন।

আমি এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও চিঠি লিখেছি ক্লিয়ারিফিকেশন চেয়ে। আপনি বলেছেন যে আপনি আমার এটা ডেফার করে দেবেন। আপনি এটা অস্বীকার করতে পারেন ? আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। আরও চিঠি আছে আরও দেব। তাহলে বলুন এই চিঠিটা অসত্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা চেয়েছেন এটা সরকারের তরফ থেকে চাওয়া হয়েছে। স্টেটমেন্টে এটা পরিষ্কার বলা আছে। তারা বলছে যে তোমরা টাকা চাচ্ছ। তোমরা নিজেদের কিছু এডিশন্যাল রিসোর্স মবিলাইজেশন কর। সেটা আমরা কতদূর করতে পারি তাদের কাছে বলেছি। কেন্দ্র এখন পর্যন্ত একটি পয়সা দেয়নি। এই হচ্ছে প্রস্তাব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কথা যদি অসত্য হয়ে থাকে তাহলে আমার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আসুক। আর উনি যদি অসত্য কথা বলে থাকেন তাহলে উনার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আসুক। আমি চাই কর্মচারীদের পাওনা তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হউক।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় সদস্য কি বলছেন। কর্মচারীদের চতুর্থ পে-কমিশনের আমরা গ্রহণ করেছি এবং তা কার্য্যকরীও করেছি। তারজন্য যে অতিরিক্ত টাকা দরকার সেই

ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমি অর্থ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মিটিং করেছি সেই অতিরিক্ত টাকা কোথা থেকে মেনেজ করা যায়। সেই মিটিং এর সিদ্ধান্তগুলি কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়েছেন। আমি যেটা বলেছি চতুর্থ পে-কমিশন কার্যাকরী করার জন্য যে অতিরিক্ত টাকা সেই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার এক পয়সাও দেয় নি।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই):—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার-৬২।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বার—৬২।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে মৃৎশিল্পী কিম্বা পোড়া মাটির কাজ এবং পুতুল প্রতিমা তৈরী করেন এমন শিল্পীর সংখ্যা কত?

২। চীনা মাটির বাসন তৈরী কিংবা অনুরোপ বাসন ও সামগ্রী নির্মাণ করার সম্ভাবনা রাজ্যে আছে কি না?

উত্তর

১। রাজ্যের আগরতলা, বিশালগড়, মেলাঘর, সোনামুড়া, কমলপুর ইত্যাদি মহকুমায় মৃৎশিল্পীরা পোড়া মাটির কাজ, পুতুল, প্রতিমা তৈরী করে থাকেন। সরকারী পর্য্যায়ে তাদের নথীভুক্ত করার কাজ চলছে।

২। সম্ভাবনা আছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রথমতঃ আমরা দেখছি চীনা মাটির বাসনপত্র বহিরাজ্য থেকে আমাদের রাজ্যে প্রচুর পরিমাণ আসে। এমন কি বাংলাদেশ থেকেও নানা রকম জিনিষপত্র মেলামাইন থেকে শুরু করে ত্রিপুরার বাজার দখল করে বসে আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে চীনা মাটির বাসন বা এই ধরণের কোন বাসন উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজ্যের শিল্প দপ্তর বিশেষ করে রাজ্যের বেকারদের স্বাবলম্বী করে তুলার জন্য কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা সার্ভে করে দেখেছি যে, আমাদের রাজ্যে চীনা মাটি ও বোর্ল্ট প্লেট এর কাজ করা যায় এমন ভাণ্ডার আছে। আমাদের এখানে খাদি বোর্ডের সহায়তায় পশ্চিম আনন্দনগরে এই রকম বাসন তৈরীর কারখানা আমরা করি। কিন্তু বিপনন এবং কারিগরির বিভিন্ন ত্রুটির জন্য বন্ধ আছে বর্তমানে। আমরা এটাকে চালু রাখার জন্য খাদি পরিষদকে অনুরোধ করেছি। এখন এটাকে চালু রাখার জন্য আরও ৩০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। এই টাকার জন্য আমরা প্রোপোজাল পাঠিয়েছি। এই টাকা পাওয়ার পরে আমরা আবার কাজ শুরু করতে পারি।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে বর্তমানে যারা পুতুল তৈরীর কাজে যুক্ত আছে, তাদেরকে খাদি বোর্ড, ক্ষুদ্র শিল্প নিগম বা শিল্প দপ্তর থেকে পাইয়ে দিয়ে সেই শিল্পীদের স্বাবলম্বী করে তোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ? এবং তাদেরকে ভর্তুকীতে ঋণ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মেলাঘরে যারা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, তারা এই রকম স্কীমে কাজ করছে। তাদেরকে ছোট ছোট ঋণ ভর্তুকীতে দেওয়া হত। সেই ঋণগুলি খাদি বোর্ডের মাধ্যমে দেওয়া হত। কিন্তু খাদি বোর্ড সেই স্কীম বন্ধ করে দিয়েছেন। বর্তমানে সার্ভে করা হচ্ছে সেই শিল্পের সঙ্গে কতজন নিযুক্ত আছেন। এছাড়াও বেসরকারী বা ব্যাঙ্ক থেকে তারা ঋণ নিয়ে যাহাতে কাজ করতে পারে তার জন্যও চেষ্টা করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই সম্ভাবনা আছে। এই রকম করা যেতে পারে।

শ্রীমানিক দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মৃৎ শিল্পীরা, তারা অধিকাংশই গ্রামে থাকে। আমাদের রাজ্যে কয়েক শত এই রকম মৃৎ শিল্পী রয়েছে। এবং এর সঙ্গে কয়েক শত পরিবার যুক্ত আছে। আগে খাদি বোর্ড থেকে এদের সুযোগ দেওয়া হত এখন সেটা ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাংকে এই সমস্ত স্কীম বন্ধ হওয়ার পথে। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা। তার সঙ্গে মৃৎ শিল্পীরা যাতে তাদের কাজের জন্য মাটি সংগ্রহ করতে পারেন তার জন্য তাদেরকে ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে কি ? আরেকটি হচ্ছে মার্কেট তারা যাতে তাদের উৎপাদিত জিনিস বাজারে বিক্রি করতে পারে এবং তারা যাতে মার্কেট পেতে পারে দপ্তরের কাছে সেই সিদ্ধান্ত আছে কিনা ?

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রাজ্যে কয়েকশত নয়, কয়েক হাজার শিল্পী আছে। আমাদের কাছে তথ্য আছে এবং বাকী তথ্য সংগ্রহ করছি। খাদি কমিশন আমাদেরকে খাদি বোর্ডের মাধ্যমে এই ধরনের ছোট ছোট শিল্পী যারা আছেন তাদেরকে ঋণ দিতেন। এটা মূলত গ্রেণ্ড ইন এইড ছিল আর বাকী সামান্য তার সঙ্গে ঋণ ছিল। এখন সেই স্কীমটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার জন্য আমরা এটা চালু করতে পারছি না। তবে আমরা চেষ্টা করছি এইভাবে ছোট ছোট ইউনিটকে কিভাবে করা যায় সেটা আমাদের রাজ্য সরকারের চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছে আর মার্কেটের সমস্যা আছে তবে এই পোড়ামাটির জিনিসগুলিকে যদি শিল্প হিসাবে করা যায় এবং সেইগুলির দিকে যদি আমরা বেশী নজর দিতে পারি তা হলে চলতে পারে। এবং মার্কেটও পাওয়া যাবে। তবে সেইগুলির জন্য আমরা আলাদাভাবে চিন্তা ভাবনা করছি।

মিঃ স্পীকার :— বিল্লাল মিঞা মহোদয়।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার-১৪১।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ১৪১।

প্রশ্ন

১। আগরতলায় অবস্থিত যে-সমস্ত ট্রেন্সপোর্ট সংস্থা বিভিন্ন স্থানে আছে তার মধ্যে সরকার অনুমোদিত কয়টি,

২। যে-সমস্ত ট্রেন্সপোর্ট সংস্থা বেআইনীভাবে মাল পরিবহনের ব্যবসা করছে সেই সমস্ত ট্রেন্সপোর্ট সংস্থার মালিকদের বিরুদ্ধে সরকার কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,

৩। এই সমস্ত ট্রেন্সপোর্টের মাধ্যমে মাসিক কত টন পর্যন্ত মাল আনা ও নেওয়া করতে পারে তার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ নিয়মনীতি আছে কিনা,

৪। যদি না থাকে তার কারণ কি?

উত্তর

১। আগরতলায় অবস্থিত ট্রেন্সপোর্ট সংস্থাগুলো যেগুলি মাল পরিবহনের ব্যবসা করছে সেগুলো পরিবহন দপ্তর থেকে কোন অনুমতি পত্র নেয়নি।

২। ট্রেন্সপোর্ট সংস্থাসমূহকে পরিবহন দপ্তর থেকে বৈধ লাইসেন্স নেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩। মাসিক কতটন মাল আনা নেওয়া করার কোন সীমাবদ্ধতা আইনে নেই। তবে একটি ট্রাক ১৬,২০০ কে. জি. মাল টানতে পারে।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, যে সমস্ত ট্রেন্সপোর্ট সংস্থাগুলি মাল পরিবহন করছে ব্যবসা করছে, তার মধ্যে অধিকাংশই সীমান্ত মহকুমা এবং সেগুলির মধ্যে লাইসেন্স প্রথা রয়েছে কিন্তু সেই লাইসেন্স প্রথা থাকা সত্ত্বেও তারা বীনা লাইসেন্সে মাল পরিবহনের ব্যবসা করছে এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন চিনি, চাউল, পেঁয়াজ, লবন, তেল এইগুলি সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে কেরিং করে সীমান্তের ওপারে পাচার করে দিচ্ছে. এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? দ্বিতীয় হলো, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা এর জন্য যদি নিয়মনীতি না থাকার ফলে কোন ট্রেন্সপোর্ট সংস্থায় সরকারী অনুমোদন না থাকার ফলে এগুলো হচ্ছে এবং অবৈধ কাজগুলো বন্ধ হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে-প্রশ্নটা এখনে করেছেন, এটা ঠিক ট্রেন্সপোর্ট সংস্থাগুলো এখন পর্যন্ত ট্রেন্সপোর্ট দপ্তর থেকে অনুমোদন নেয় নি। ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাধীনতার পর এই জাতীয় মানুষের জন্য দপ্তর থেকে কোন উদ্যোগ নেয় নি। বা কোন সময় সেটা হয়নি তা-ও নেয়নি। ইতিমধ্যেই আমাদের দপ্তর থেকে তাদের কাছে চিঠি ইস্যু হয়েছে যাতে "মোটর ভেহিক্যাল এ্যাক্ট ৮৮ এবং ১১৫ নম্বর ধারায় যাতে তার সেই অনুসারে বৈধ লাইসেন্স নেওয়া হয় আর যেটা বলেছেন সীমান্তবর্তী এলাকায় সেখানে পেঁয়াজ, লবন বা অন্যান্য সামগ্রী জিনিস সেখানে পরিবহন করছে। পেঁয়াজ লবন সীমান্তবর্তী এলাকায় আমাদের লোকজন আছে নিশ্চয়ই সেখানে যাবে কিন্তু বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে তার জন্য সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আমাদের আছে সেটা তাদের দেখার ব্যাপার। এটা ট্রেন্সপোর্ট দপ্তরের দেখার বিষয় নয় বলে আমি মনে করি।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে-কথা বলেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। উনিএটা করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কোন ট্রেন্সপোর্ট সরকারের অনুমোদন না থাকার ফলে লাইসেন্সিং অথরিটির কোন মালপত্র না নিয়েই অবৈধভাবে মাল নিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে আমি বলতে চাই কি ভাবে মালগুলো যাচ্ছে সেই ব্যাপারে সরকার সুনির্দিষ্ট ভাবে নজর দেবেন কিনা?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য যেপ্রশ্নটা তুলেছেন আমি আগেও বলেছি যে আমাদের দপ্তর থেকে ট্রেন্সপোর্ট সংস্থাগুলোর কাছে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে গত ১৯.০৪.২০০০.

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :– স্যার, এটার ব্যাপারে আমার একটি প্রশ্ন আছে ১৫৮ নম্বরে নতুন বিধানসভা ভবন সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— না সময় তো নেই, কাজেই প্রশ্ন পর্ব শেষ। বসুন দয়া করে। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—"A" & "B"

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— স্যার, বলছি যে গতকালকে আমরা এই হাউসে মোহনপুরে গৌতম দত্ত নামে তার সাত বছরের নাবালিকা মেয়ে ধর্ষণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যারা দুস্কৃতকারী তাদের শাস্তির দাবী করেছিলাম এবং ওখানকার সি. আই, ডি. গৌতম তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়ার

জন্য আমরা দাবী করেছিলাম। আমাদের কাছে একটা খবর আছে যে গতকালকে হাউসে আপনার অনুমোদন নিয়েই সেখানে কিন্তু সব করা হয়েছে। অথচ হাউসে কেন এই মেয়েটাকে আন। হল, মাননীয় সদস্য রত্তনবাবু মেয়েটাকে আমার ব্যাপারে।

মি: স্পীকার :— এটা তো হল।

শ্রীজওহর সাহা :— না, স্যার, এটা আপনি শুনে তারপরে বলুন। সেখানে স্যার, যারা কর্মরত ছিল সামনের দরজায় তাদের কয়েকজনকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে বিশেষ করে হোমগার্ড, কনষ্টেবল, এস, আই। হোয়ার এজ সি, আই কেসটা নিল না। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হল না, যে একটা ৭ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে, তার গ্রেপ্তার হল না স্যার, কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা জানতে চাইছি যে কি কারণে এইখানে তাদেরকে সাসপেণ্ড করা হল এবং তাদের এই সাসপেনশান্ ইউথড্র করা হবে কি না?

মি: স্পীকার :— এই ব্যাপারে আপনি কি সব প্রশ্ন এনেছেন?

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়েই কিন্তু কথা বলেছি।

মি: স্পীকার :— কিসের অনুমতি?

শ্রীজওহর সাহা :— আপনার অনুমতি নিয়ে।

মি: স্পীকার :— কি কি?

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আপনি বলতে এলাউ করেছেন।

মি: স্পীকার :— আরে, মহাশয় বসুন বসুন, আপনি তো রাত্রিকে দিন করে দেন।

শ্রীজওহর সাহা :— আপনি এলাউ করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— আমার ষ্টেটম্যান্ট দেখেছেন, ডোন্ট্ ডু দিজ্। আপনি বিরোধী দলনেতা হয়ে এসব কি করছেন?

শ্রীজওহর সাহা :— এখানে একজন কনস্টেবলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেন কিন্তু ঐ অফিসারের বিরুদ্ধে কিছুই হল না।

মি. স্পীকার :— আরে যেটা বলছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জবাব দেবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— কে বলেছে যে আমার অনুমতি নিয়ে এসেছে?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমার অনুমতি নেয়নি তো। আপনি যার জন্য অসত্য কথা বলছেন আর এটা আমি বললাম যে আমার অনুমতি নেয়নি, এটা কি। আমি জানিনা কি করে বলা যাবে।

এটা তর্ক করার ব্যাপার নয়, যেটা ভাল বুঝেছি তাই করেছি। কাজেই, এটাতে আপনার প্রতিবাদ করার কিছু নেই। যেটা করেছি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সেটা করা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, কি অপরাধ হয়ে গেছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি বুঝেই করেছি, অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— আপনি আইন জানেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— তাহলে কি হাউস চলবে না ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— আমি যেগুলি বলছি আপনি শুনছেন না স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটা কি ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ বসুন আপনারা জায়গায় যান, হাউস চলবে। আমি অনুরোধ করছি আপনারা জায়গায় যান।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এটা তো মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটম্যান্ট দেবেন, এটা তো আমার ব্যাপার নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— এই কথা ঠিক নয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— রুলটা তো এই জন্যই করলাম। রুলের মধ্যেই করা হয়েছে। আপনারা জায়গায় যান জায়গায় গেলে পরেই বলবো। আমি সব কিছু জেনেশুনেই করছি। এটা প্রত্যাহার করার কোন প্রশ্নই উঠে না। আমি রুলিং যেটা দিয়েছি বিবেচনা করেই দিয়েছি। বললাম এটা প্রত্যাহার করা চলবে না।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা যার যার জায়গায় বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— সবটারই সীমারেখা আছে। আমি অনুরোধ করছি এই হাউসকে চলতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত মুলতবী রইল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য যে একটা ঘটনার পরে সেখানে ইনভেষ্টিগেশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি যত তাড়াতাড়ি করা যায় সেটা রাইটা ফরমে জড়িত হবে। এটা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি করা যায় চেষ্টাটা রাখুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমার মনে হয় আর বলাটা ঠিক না কোন ঘটনা ঘটলে এটা হতেই পারে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদীপক কুমার রায় :— উইথআউট সাসপেণশন হতে পারেনা স্যার। তার কি দোষ ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্পীকার যা করছেন তা সঠিক করছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— একটা ঘটলে সাসপেনশান হতে পারে। এবং সেখানে কি ব্যাপার সবটাই তো ইনভেষ্টিগেশনে যাবে। এখানে ইনভেষ্টিগেশনটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— আপনি বিনাশর্তে কাটমোশান—এর অর্ডার দিয়েছেন সেটাকে উইথড্র করুন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ প্লীজ আমাকে সাহায্য করুন।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এটা দোষী তো। এটা অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত এটা হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— এটাতো দোষীর প্রশ্ন না। এটা তো ইনভেষ্টিনেশন হবে। এটা যারা অথরিটি আছে তারাই করছে।

শ্রীজওহর সাহা :— এটাতে অথরিটি যুক্ত আপনি কি করে জানলেন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ সাহায্য করুন। আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বললাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করা হবে।

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— সাসপেণ্ড কেন করা হল ?)

মি. স্পীকার :— সিচুয়েশন কন্ট্রোল করার জন্যই এটা করার দরকার ছিল। তাই করা হয়েছে সিচুয়েশন অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

(গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— আমাকে হাউস চালাতে সাহায্য করুন। আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন। আমি তো বললাম. আমি যা করেছি, বিবেচনা করেই করেছি। আমি আপনাদের বলছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাতে সমাধান হয় তার জন্য চেষ্টা করব। এবং এখানে আমি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি.

(গণ্ডগোল)

মি স্পীকার :— প্লীজ জায়গায় বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি বললাম তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করা হবে।

(গণ্ডগোল)

মি স্পীকার :— আপনারা যদি জায়গায় গিয়ে না বসেন তাহলে আমি হাউস দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী করে দেব.

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

AT 2 00 P. M.

MOTION FOR ELECTION OF MEMBER'S TO ASSEMBLY COMMITTEES—Adopted.

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, The term of office of 5 (five) Elected Committee viz, (1) Committee on Public Accounts.

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার বিজনেস্ পরেও পড়তে পারবেন। আগে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল সেটা আগে আরম্ভ করুন।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলব একটু পরে। আপনারা বসুন।

(গণ্ডগোল)

(2) Committee on Estimates. (3) Committee on Public undertakings, (4) Committee on Welfare of Scheduled Casts and (5) Committee on Welfare of Scheduled Tribes have been extended to hold office until new Committees are appointed under provide to Rule 203 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly which had been circulated under this Secretariat Bulletin Part III dated 23.2.2000.

Now, these five elected Committees are required to be constitued in the current Assembly Session for the remaining period of this Financial year under Rule 203 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of this Assembly.

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশান বেঞ্চ)—স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই এটার আলোচনা আগে হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন। এ ব্যাপারে আমি পরে বলব।

(গণ্ডগোল)

Now, Hon'ble Chief Minister may kindly move a Motion for constitution of these five elected Committees under Rule 98 (iv) of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

Shri Manik Sarkar (Chief Minister) : — Mr. Speaker sir, In Pursuance of Rule 98 (iv) of the Rules of Procedune and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move that the House to proceed to elect eleven members in each of the Committee namely —(1) Committee on Public Accounts, (2) Committee on Estimates, (3) Committee on Public undertakings, (4) Committee on Welfare of Scheduled tribes, according to the principal of propotional representation by means of single transferable vote for this Financial year 2000-2001 as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশান বেঞ্চ—স্যার, এটা একটা মানবিক ঘটনা। তাই আমরা এটার রুলিং চাইছি)।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন। বলছি তো পরে বলব।

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশান বেঞ্চ—স্যার, এখনই বলুন, কারণ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা)।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন বলছি তো পরে বলব।

(গণ্ডগোল)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Motion to vote. The Motion before the House is that— "The House do proceed to elect eleven Numbers in each of the Committee namely :— (1) Committee on Public Accounts. 2) Committee on Estimates, (3) Committee on Public Undertaking (4) Committe on Welfare of Scheduled Castes

and (5) Committee on Welfare of Scheduled Tribes, according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for this Financial year 2000—2001 as required under Rule 202 (1) of the Rules of procedure and Conduct of Rusiness in the Tripura Letislative Assembly.

(The Motion was put to voice vote and passed).

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশান বেঞ্চ— স্যার, এটা নজীর বিহীন ঘটনা তাই এটার আমরা রুলিং চাই)।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন, আমি বলছি। যে ঘটনা নিয়ে আপনারা বলেছেন, এটা নি সন্দেহে দুঃখজনক। আমার এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা গিয়েছিলেন, আমি বলেছি এটা আন-প্রিসিডেন্টেড ঘটনা। এটা কোনদিন হয়নি। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ৭৭ থেকে মাঝখানে একটা বৎসর বাদ দিলে আমি এখানে আছি। এই ধরনের ঘটনা আমার জানা নেই। অতীতে হয়েছে কিনা জানিনা। এখানে প্রভিশান, রুলস অনেক কিছুই আছে। সিচ্যুয়েশানটা এইরকম তাতে অনেক কিছু করা যেত। স্পীকারের হাতে অনেক কিছু আছে। আইন যাই থাকুক, এইসব ব্যাপারে যারা চিন্তাভাবনা করেন এইরকম লোকের সঙ্গে কথা বলেছি। উনারা বলেছেন, আইন যাই থাকুক এইসময়ে এটাই ঠিক ডিসিশান। আমি জানিনা এটা রাইট না রং। যারা অ্যাক্সপার্ট তাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, উনারা বলেছেন আইন যাই থাকুক সিচুয়েশান অনুযায়ী এটাই ছিল সঠিক। যাহোক এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা সিকিউরিটি মেটার, সিকিউরিটিদের দায়-দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে। আমি বলেছি তাদের যিনি অথরিটি, এটার জন্য যাতে সিরিয়াস্ অ্যাক্শান নেওয়া হয়। এই ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখতে হবে। যাতে হাউসের ডিগনিটি নষ্ট না হয় সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সেজন্য ডিপার্ট এই ব্যাপারে ইনভেষ্টিগেট করে অ্যাকশান নিচ্ছে। এখানে প্রশ্ন হল আমি ডিপার্টমেন্টকে বলব এখানে যাতে কোনরকমের ইনজাষ্টিস না হয়। যারা এই ব্যাপারে যুক্ত তাদেরকে যাতে তারা দেখেন। এখানে যাতে কোনরকমের আক্রোশ বা জিঘাংসা এই জাতীয় কোন ঘটনা যাতে তাদের প্রতি না হয়। এই ব্যাপারে যাতে বিবেচনা প্রসূতভাবে ডিপার্টমেন্ট দেখেন।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এখানে কি উগ্রপন্থী ঢুকেছে নাকি? মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ একটা ছোট বাচ্চা শিশুকে নিয়ে এসেছিল। আপনি চীফ মিনিষ্টারকে বলেছেন ষ্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য। এতে অপরাধের কি হল ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (বামুটিয়া) :— একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এসেছে এতে অপরাধের কি হল ?

(গণ্ডগোল)

(**বিরোধী দলের পক্ষে** :— সাসপেনশান উইথড্র করতে হবে।)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, সাসপেণ্ড স্পীকার করেন না। সাসরেণ্ড করবে না করবে এস, পি বা ডিপার্টমেন্ট। স্পীকার কি করে বলবে সাসপেণ্ড উইথড্র হবে কি না হবে ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীদিলীপ সরকার (বাধারঘাট) :—পরিস্থিতিটা আসল কোথা থেকে দেখতে হবে। যদি পরিস্থিতিটা মোহনপুর থেকে আসে, আগে তার বিচার করতে হবে। একের পর এক ঘটনা ঘটছে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেই। এটা একটা কথা নাকি ?

(গণ্ডগোল)

Shri Sudip Roy Barman :— Mr. Speaker Sir, আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, উনি বলেছেন ডিপার্টমার্ক, Bill 1929-1930, the Government of India were the full charge of adequany of the security measure in the precincts of the Central Legislative Assembly. In that year, Speaker Patel disagreed with this view and held the precincts of the Assembly were within the supreme control of the Speaker and no measure which did not have his previous approval could be enforced within those precincts.

মিঃ স্পীকার :— আমি বলেছি তো মেজ্যার নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— সহযোগিতার কথা বলে আর এদিকে সাহায্য করতে চান না।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ্ বলতে দিন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, এখানে অধিকাংশ সদস্যরাই আমার থেকে সিনিয়র, আমি একজন জুনিয়র।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এরা সব অশিক্ষিত, কিছু বুঝে না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যদের বোঝা উচিৎ যা খুশী তা বলা যায় না এখানে। তাহলে তো আমরাও বলতে পারি, নিজেকে এত পণ্ডিত ভাবা ঠিক নয়। এটা গুণ্ডামির জায়গা নাকি। স্যার, আমি আপনাকে বলছি আপনি মেজর নিন, হাউজ চলতে হবে, অনন্ত কাল এসব চলে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আপনারা শান্ত হোন আপনাদের জায়গায় গিয়ে বসুন।

মাননীয় শ্যামাবাবু এবং অশোকবাবু আপনারা আমার চেম্বারে আসুন সেখানে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব।

এই সভা আজ বেলা তিনটা পর্যন্ত মুলতবী রইলো।

OBSERVATION BY THE SPEAKER

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আজকে সভায় যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতি যেটা নিয়ে আমরা বার বার এখানে মিলিত হচ্ছি আবার বার বার চলে যাচ্ছি। গতকালকের যে ঘটনা এটা নিয়ে আজকের এই পরিস্থিতি। এখানে যারা নিরাপত্তার বিষয়টি দেখেন তাদের মধ্যে চারজন বরখাস্ত হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটা প্রোসিডিংস নেওয়ার কাজ ইতিমধ্যে চলছে। এই-ব্যাপারটা নিয়ে আমি বিরোধী দলের সদস্যদের আমার চেম্বারে-ডেকেছিলাম উনারা গেছেন। এই সমগ্র পরিস্থিতির জন্য আমি আগেও বলেছি যে এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা এই রকম কোন দিন ঘটেনি, হয়নি। কাজেই সমগ্র পরিস্থিতির জন্য এই ঘটনার জন্য তাঁরাও অনুতপ্ত। বিরোধী দলের সদস্যরাও বলেছেন যে, না এটা ঠিক হয়নি, সমস্ত ব্যাপারটা অনুতাপের। কাজেই এই নিয়ে চারজন আরক্ষা কর্মী সাসপেনশন হয়েছে। এখানে তাদের যে সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গী এই সবটা ব্যাপার যারা আমরা করলাম নিশ্চয় আমাদের কৃতকর্মের জন্য ঘটনাটা ঘটেছে। যদি আমরা এটা না করতাম তাহলে পরে এগুলি হত না। যাই হউক, আমাদের জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা আমরা দেখব। আমি সমস্ত বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছি এবং আপনাদেরও বক্তব্য এই সাসপেনশনের ব্যাপারটা যে হতু হাউস ২০ তারিখ শেষ হবে তাই ১৯ তারিখের মধ্যে তার একটা ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিয়ে হাউসকে অবহিত করা। এটা হচ্ছে আপনাদের বক্তব্য। কাজেই এটা যাতে খুব লিংগার না করা হয় যাতে তাদের প্রতি আমাদের আক্রোশ বা বিদ্বেষ এইরকম কোন প্রশ্ন নেই একদম সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করে যাতে ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯ তারিখ হাউসকে জানিয়ে দেওয়া। আর একটা জিনিষ এখানে আলোচনা হয়েছে আমরা এখানে যারা নতুন এবং পুরানো আছি আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে এখানে যে রুলসটা আছে সেটাকে পড়া দরকার এবং এই রুলসটা মান্য করা প্রথম দায়িত্ব কিন্তু আমরা এই রুলস অব্ প্রোসিডিউরটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি না। এখানে রুলসের মধ্যে দীর্ঘদিনের পুরানো রুলসও আছে তারমধ্যে কিছু কিছু জায়গায় কিছু এই কাজকর্ম করতে গিয়ে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে এটা আমরা পরবর্তী সময় দেখব। রুলস কমিটি আছে এবং অনেকের প্রস্তাব ইত্যাদি পরবর্তী সময় নেব। কিন্তু আচরণ বিধিটা কিন্তু এই আচরণ বিধির মধ্যে যথেষ্ট আছে। এটা আমাদের মান্য করা উচিত এবং এটা আপনারা মানছেন। চেয়ার থেকে বার বার হেমার করব দাঁড়াব তারপর চিৎকার করব এটা মনে হয় ঠিক না। তাছাড়া এখানে যে ধরনের কথাবার্তা হয় এবং এখানের মাননীয় সদস্যরা নির্বাচিত প্রতিনিধি যাদের যথেষ্ট সম্মান

প্রত্যেকে সম্মানিত কিন্তু এখানে যে কথাবার্তা বলা হয় তাতে আমার মনে হয় সম্মানটা শূন্যের পর্য্যায়ে পড়ে। কাজেই আমি কে বলছেন কে বলছেন না এটা বলছি না অনেকেই বলেন এইরকম বলাটা ঠিক না এটা খুবই অশুভন। আমি অনুরোধ করব যাতে কি সরকার পক্ষ কি বিরোধী পক্ষ তাঁরা সবটা মেনেই কথা বলার চেষ্টা করবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, হাউস সম্পর্কে আমরা সবাই সচেতন আমরা হাউস চলার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করছি এবং করব। ভারতবর্ষে কোথাও এমন নজীর নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা প্রস্তাব। প্রস্তাবটা হচ্ছে, আজকে সেকেণ্ড সেসান শুরু হওয়ার পরে হাউসে যেভাবে অশোভন আচরণ ও কথাবার্ত্তা হয়েছে সেগুলি খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কাজেই আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই সমস্ত অশোভন কথাবার্ত্তাগুলি বাতিল করে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত অশোভন কথাবর্ত্তা হয়েছে সেই সমস্ত কথাবার্ত্তাগুলি বিধানসভার কার্য্য বিবরনী থেকে বাতিল করে দিলাম।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্য বিবরনীতে আর একটি রেফারেন্সের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মধুসূদন সাহা ও দীপক কুমার রায় মহাশয় নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর হাউসে উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটি বিষয় বস্তু হলো :—

বিপন্ন ত্রিপুরায় মন্বন্তরের কালো দিন

"জাতীয় সড়কে ক্ষুধার্ত মানুষের উন্মত্ত খাদ্যলুট ২০ ট্রাক, হামলা ভাঙচুর আহত ৩৪" এই শিরোনামে গত ২৮শে জুন ২০০০ ইং সনের ১ম পাতায় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি প্রস্তুত না থাকেন তাহলে পরবর্ত্তী তারিখ জানিয়ে দিতে পারেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই ব্যাপারে আগামী ১২.০৭ ২০০০ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ মহোদয়ের নিকট থেকে আর একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—

"মন্ত্রীর পরিবারে পর প্রাক্তন বিধায়ক পরিবারের লোক জড়িত হলো যৌন কেলেংকারীতে." এই শিরোনামে গত ১৬.৬.২০০০ ইং, স্থানীয় "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি এখনেও যদি অপারগ হন তাহলে পরবর্ত্তী তারিখ জানিয়ে দিতে পারেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আগামী ১৪.০৭.২০০০ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আর একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে মহোদয়। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটি বিষয়বস্তু হলো :—

"রাজ্যের টেলিফোন পরিষেবা বিপর্যাস্ত হওয়া সম্পর্কে।" এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি এখনেই অপারগ হন তাহলে পরবর্ত্তী তারিখ চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ১৭.০৭.২০০০ ইং, বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজকে আর একটি নোটিশ। এনেছেন মাননীয় সদস্য বাসুদেব মজুমদার এবং জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "রাজ্যে ৪৪তম জাতীয় সড়কের বিকল্প সড়ক নির্মান করা সম্প্যর্কে"।

এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উল্লেখিত বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি এখনই অপারগ হন তাহলে সময় ও তারিখ জানিয়ে দিতে পারেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই সম্প্যর্কে আগামী ১৮.০৭.২০০০ ইং, বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকে আর একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর হাউসে উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৬শে জুন, ২০০০ ইং, তেলিয়ামুড়ায় দুই উপজাতি সহ তিন জন খুন ও অন্যান্য আহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এখনেই অপারগ হন তাহলে পরবর্ত্তী তারিখ জানিয়ে দিতে পারেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উল্লেখিত বিষয়ের উপর আমি আগামী ১৭.০৭.২০০০ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি :—
শ্রী. রবীন্দ্র দেববর্মা।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় খাদ্যাভাবে অর্ধাহার, অনাহারও মৃত্যুর মিছিলের আশংকা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে, অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি আজ না পারে তাহলে দিন ও তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৩.০৭.২০০০ ইং তারিখে উত্তর দেব।

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— কমিটি অন্‌ ওয়েলফেয়ার অব্‌ দি সিডিউল কাষ্টস্‌ এর দশম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস, চেয়ারম্যান, কমিটি অন্‌ দি সিডিউল কাষ্টস্‌ মহোদয়কে অনুরোধ করছি কমিটির দশম প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সভায় পেশ করায় জন্য।

শ্রীসুধন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সিডিউল কাষ্টস্‌ কমিটির দশম প্রতিবেদন সভার সামনে পেশ করছি।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা কমিটি রিপোর্টটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "সর্ট ডিসকাশান অন্‌ দি মেটারস্‌ অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স"। আজকের কার্য্যসূচীতে ১ টি সর্ট ডিসকাশান নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয়।

নোটিশের বিষয় বস্তু হলো : "আইন শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত রাজ্য আরক্ষা দপ্তরের পদোন্নতি প্রাপ্ত সাব-ইনসপেকটারদের (এস, আই,) ফৌজদারী সব অন্যান্য মামলায় তদন্তকার্যো এবং সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ দক্ষতা, পারদর্শিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত পদোন্নতি প্রাপ্ত এস, আইদের যথার্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশের উপর আলোচনা আরম্ভ করতে। সময় এক ঘণ্টা।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটি বিশেষ মুহূর্তে আমি আমার শর্ট নোটিশটি ফর দ্যা পাবলিক ইন্টারেষ্ট আমি ডিসকাশানটি শুরু করছি। স্যার এখানে কিভাবে সাবইনস্পেকটারদের নিয়োগ করা হয়। একটি হলো ডাইরেক্ট রিক্রোটমেন্ট আরেকটি হলো পদোন্নতিতে। এখানে এস. আইদের পাশ করলেই বা চাকরি পেলেই তাকে সমস্ত কিছু দায়িত্ব দেওয়া যায় না। এ্যাকরডিং ট্যু সি. আর, পি সি, এস, আই হলো কগনিজেবল অফেন্স কেইসগুলো তদন্ত করার দায়িত্ব থাকতে হবে এ্যাকরডিং ট্যু সি, আর, পি, সি। স্যার এই যে এস, আইদের ট্রেনিং এগুলো ও যখন ডাইরেক্ট এস, আই যখন পাশ করার পরে তাদের একটি প্রশিক্ষণ এরও সময়। এই প্রশিক্ষণ সময়ও এ্যাকরডিং পি. আর. বি। আমাদের রাজ্যে এখন বর্তমানে কোন আইন নেই যে এদের জন্য কোন সেপারেইট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা . আমরা এটা খুব ভাল করে জানি। পুলিশ রেগুলেশন অব্ বেংগল। সেটাকে ভাল করে করা ' এটা তারা চালাতেই পারে না। এ্যাকরডিং ট্যু পুলিশ রেগুলেশান অব বেংগল একজন এস আই যখন পাশ করার পর তাকে জেলাতে পোষ্টিং দেওয়া হয় প্রবেশনারী পিরিয়ড হিসাবে এবং দুই বছরের জন্য। যারা ডাইরেক্ট এস, আই হয় তাদের দুই বছর আর যারা প্রমোটি তাদের জন্য এক বছর। এ্যাকরডিং পি. আর. বি পোষ্টিং দেওয়ার পর কোথায় কি ভাবে তারা কতদিন সেটাও পি. আর বিতে নির্দেশ করা আছে। যেমন পুলিশ ষ্টেশনে থাকবে ছয় মাস। সেখান থেকে কি করবে সে তাদের উপর লক্ষ্য রাখা হয় কোন সং সুদক্ষ এবং অন্যান্য প্রয়োজনে যেন তারা এগিয়ে আসে এবং এই দুই বছরের মধ্যে তারা কি ভাবে চলবে তা উল্লেখ থাকে। এবং থানায় থাকার সময় যখন অন্য কোন তদন্তকারী দারোগা তদন্ত করে তখন সাথে সাথে যায় এবং দেখে কিভাবে তদন্ত হয়। এই প্রভিশনারী পিরিয়ডের সময় এবং যখন শেষ পিরিয়ড তখন তাকে পেটি কেইস্গুলো দিয়ে তাকে তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। স্যার এর পর আসে সি. আই অফিসে তিন মাস থাকতে হবে। যখন প্রমোটি তদন্তের জন্য দেড় মাস পুলিশ ষ্টেশনে থাকার সময় ছয় মাস, ডাইরেক্ট এস, আই এর প্রমোটির ক্ষেত্রে ও তিন মাস। সি. আই অফিসে থাকার সময় বিভিন্ন অফিসে প্রত্যেকে যাবে কাজ শেখার এবং সে সময় থাকবে তার কর্তব্য এবং দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছে কিনা। এবং রেজিষ্ট্রার মেনটেইন কিভাবে হয় এবং ডেস পাচড কিভাবে হয় সমস্ত কিছু থরেলী ফলো করার জন্য। স্যার,. এর পরে থাকবে কোর্ট অফিসে, সেখান থেকে শিখবে পুলিশকে দিয়ে যে তদন্তগুলি হচ্ছে যে বিচারগুলি হচ্ছে এটা মেজিষ্ট্রেট এবং সেশান্ কোর্টে কিভাবে হচ্ছে এবং কেইস কিভাবে রেজিষ্ট্রার করা হয় সেইগুলি ফলো করতে হয়। তার পরে আসবে

রিজার্ভ অফিসে, সেখানে তাকে মর্নিং পেরেডে যেতে হবে এবং অন্য সিনিয়র অফিসার যিনি আছেন, উনি কি ভাবে যায় উনার সাথে একোম্পেনী করা, রেকর্ড কিভাবে মেনটেইন করা হয়, এইগুলি করা হয়। এখন এই আমাদের রাজ্যে যখন এখানে দেখবেন স্যার, গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে একটা রিপ্লাই দিয়েছেন যে ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১০. ০৩. ৯৮ থেকে ২০. ০৬. ২০০০ইং তারিখ পর্যন্ত ১৩৪টি ডাকাতি হয়েছে। তাহলে চার্জসিট হয়েছে কয়টা, মোট ৫০ টা, ফিফটি পার্সেন্টেরও কম চুরি হয়েছে ১,০১৬ টা এরমধ্যে চার্জসিট হয়েছে ৩৬৬টা! অগ্নিসংযোগ হয়েছে ৮২টা এবং আত্মহত্যার ঘটনা প্রায় গত সেখানে দেওয়া হয়েছে ১৬১১টি এবং মাত্র ৭টা চার্জসিট হয়েছে তাহলে একটা জিনিষ লক্ষ করতে হবে, এখানে স্যার এখন হচ্ছে কি যখন প্রোমোশান দিয়ে দেওয়া তাদেরকে আর বর্তমানে এ্যকর্ডিং টু পি.আর পি কোন ট্রেনিং দেওয়া হয়না ডিরেক্ট দিয়ে তাকে প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনের দায়িত্ব দিচ্ছে এবং পোস্টিং দিয়ে দিচ্ছে, এরফলে তারা তদন্তকার্য্যে ব্যহত হচ্ছে। এবং যে জিনিষটা প্রতিবারই স্যার, আই পি. সি, সি আর পি সি, এভিডেন্স এ্যাক্ট যারা দীর্ঘদিন তারা আইনের প্রেকটিস করে তারাও স্যার, এভিডেন্স একটু ভাল করে বুঝতে পারে না কিন্তু নতুন প্রোমোশান অফিসারদের নিশ্চয়ই তাদের পোস্টিং দিতে হবে, কিন্তু এই পিরিওড্ গুলি মেনটেইন করে না। লোক খুন হয়, যাদের বাড়িতে ডাকাতি হয়, যারা ধর্ষিতা হয়, যাদের বাড়িতে চুরি হয় তারা তো প্রোপারলী বিচার পাচ্ছে না। কারণ তাদের এই অজ্ঞতার ফলে, যেহেতু ট্রেনিং নেই, পাশ করেছে কিন্তু ডিরেকট্ যে ফিজিক্যাল্ ট্রেনিং যে দরকার সেটা নেই, সেই জন্য কালকের ঘটনার মত হচ্ছে। এই যে পুলিশ অফিসার সিষ্টেম হল যখন একটা মেয়ে ধর্ষণ, হয়েছে খবর যখন পেয়েছে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পুলিশের, কারণ শনিবারের ঘটনা যদি রবিবার বা সোমবার ট্রিট্‌ম্যান্ট হয়, তাহলে মাক অব ভায়লেন্স থাকবেনা। এই জিনিষটাই প্রোফেশান্ পিরিয়ডে এস আই দের শিখিয়ে দেওয়া হয়, এইজন্য ভাগ করা আছে পি. এস এ কতদিন, সি. আই অফিসে পুলিশ কোর্টে কত দিন রিজার্ভ অফিসে কতদিন এইগুলি ভাগ করা আছে। এরমধ্যে আছে স্পেশাল ট্রেনিং। এখানে স্যার, একটা প্রশ্নের উত্তরে পেয়েছি এতজন আরক্ষা কর্মী মারা গেছে। তাদের সেই স্পেশাল ট্রেনিং গুলি আজকে নেই, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে বেশী পি. আর পি. ফলো না করলে নিয়মে সে এস. আই. হতে পারেনা। সে এস. আই হয়েছে কিন্তু তাকে পোষ্টিং দেওয়া যাবে না। আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে মনে হয় এইগুলি হচ্ছে না। এইগুলি দুইটা জায়গায় হয় শিলং এবং ব্যারাকপুরে। একর্ডিং টু পি. আর. পি এইগুলি মোষ্ট এসেনশিয়াল আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব। আমি সেলিম আলী সাহেব কে বলেছি, আমাদের রাজ্যে কিন্তু পি. আর. পি ফলো করা হয় না।

অ্যাকর্ডিং টু পি আর. বি, এই ট্রেনিংটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমি অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পি আর বি. টা আমাদের রাজ্যে ফলো করা হয় না। স্পেশাল ট্রেনিং না থাকলে একটা তদন্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। সাক্ষীরা কি বলল, যার বাড়ীতে খুন হলো সেখান থেকে যে আসল জিনিসটা বাহির করা হলো সাব-ইনসপেক্টরের কাজ। আসল জিনিষটা কোনটা এটা জানতে হবে। ঐ ট্রেনিং পিরিয়ডে সেজন্য ভাগ করে দেওয়া হয়েছে কোটা এইগুলি এইভাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার জানা মত লেম্বুচড়ায় একজন সাব-ইনসপেক্টর উগ্রপন্থী ধরতে গিয়ে মারা গেছে। লেম্বুচড়ার দিকে সে গিয়ে খবর পেল এখানে উগ্রপন্থী আছে এবং চারিদিকে ঘেরাও দিল এবং এডিশনাল এস, পি নেপাল দাস সাথে ছিল তখন বলল যে কোন রকম অসুবিধা নেই। কিন্তু তখন চারি দিকে ঘেরাও করে করে দেওয়া হয়েছে, তোমাকে এখন গুলি করবে, সে দেখল উগ্রপন্থী দরজা বরাবর গুলি করল এবং সে জাগাতেই মারা গেল। তার যদি স্পেশাল ট্রেনিং থাকত সে নিজেকে বাঁচাতে পারত। বর্তমানে ত্রিপুরাতে ইমারজেন্সি পিরিয়ড। এই জিনিসটা এবং পি, আর-বি নামে যথার্থ বেআইনি। আমার পরিবারের লোক মারা গেল, আমি তো যথার্থ বিচার পাচ্ছি না তার ভুল তদন্তের জন্য। পরিসংখ্যানে দেখা যায় শতকরা ৭০ এর ও কম কেইস চার্জশীট। চার্জশীট হওয়ার পরেও কোর্টে বিভিন্ন রকম উকিলের ব্যাপার আছে। জেরার ব্যাপার আছে, এই মিলে গিয়ে দাখের করা শতকরা ৭ ভাগ কনভিকশন হচ্ছে না। আমার অনুরোধ তাদেরকে প্রমোশনের ব্যবস্থা করতে হবে এনটাইটেল যা আছে শতকরা ৩০ ভাগ যদি হয়, শতকরা ৩০ ভাগ আর যদি শতকরা ৪০ভাগ হয় তাহলে ৪০ ভাগ। যারা প্রমোটি সাব-ইনসপেকটর, যারা ব্যারাকপুর থেকে ট্রেনিং সম্পূর্ণ করে এসেছেন তাদের সরাসরি প্রমোশন মেনটেইন করা হয়, তাও হয় না। প্রমোটি পেলে পরেরদিন পোষ্টিং দিচ্ছে। মানুষের তাতে মৌলিক অধিকার কাটিল করা হচ্ছে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ না থাকার ফলে। আর এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা উত্তরে বলেছিলেন যে পুলিশের প্রশিক্ষন আধুনিকীরম এর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সেইগুলির মধ্যে এস.এল.আর. একে ৪৭ এইগুলি আছে। সি আর. পি. এফ. আসুক আর আর্মি আসুক সবাই ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশের কন্ট্রোলে থাকবে। এইটাই পদ্ধতি। ইচ্ছা করলেই আসাম রাইফেল দূর করে দিতে পারে না সেখানে সাব-ইনসপেকটরকে যেতে হবে। আর্মির কথা, প্যারামিলিটারী কথা চলবে না, সাব ইনসপেকটরের কথাই চলবে। প্যারামিলিটারী ফোর্স এখন যে বহি রাজ্যে আলাদা জিনিস। এটা অ্যাকোর্ডিং টু পি. আর. বি তাদের কথা পি. আর. বি নেই এটা। অন্য আমার ফোর্স আমাদের রাজ্যে আসবে, আমাদের সাব-ইনসপেক্টরের কথাই চলবে। সেই জন্য প্রত্যেক অপারেশনের সময় সাব-ইনসপেক্টর যায়। এই জনাই বিশেষ ট্রেনিং এর দরকার। বর্তমানে এ্যাকোর্ডিং টু পি. আর

বি, যারা বিশেষ প্রমোটি তাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে না।

আমি অনুরোধ করব যারা প্রমোশন পাচ্ছেন তাদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যে সিস্টেম আছে সেই টেনিংগুলি করা মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট। কারণ যাতে করে মানুষের ফান্ডামেন্টাল রাইটস্ কার্টেল না হয়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে মানুষের জীবন বিপন্ন না হয় সেখানে আমার মনে হয় যেসব মানুষের জীবনের তদন্তের ব্যাপারটা একদম সঠিকভাবে জেনে তদন্ত হয় সেই জন্যই ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে কিন্তু তদন্ত হয় সেটা বুঝে সেই জন্যই সাব-ইনিসপেক্টরদের বিশেষ টেনিং এর ব্যবস্থা করার জন্য আমি আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ মহাশয় যে বিশেষ দৃষ্টি আকর্শনী মোশানের নোটিশটির বিষয়টা আলোচনার জন্য এখানে আমাদের সামনে উপস্থিত করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলি বিষয় এখানে বলেছেন। আমি খুব বিস্তৃত যাচ্ছি না তবে দায়িত্ব নিয়ে কাজে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করছি এটা ঠিক। অপরাধীদের বিরুদ্ধে যত কার্যাকরী ব্যবস্থা করা যাবে। অপরাধী বারবার দমন করতে না পারলেও নিয়ন্ত্রনের মধ্যে আনাটা সহজ এবং এটা উচিৎ। বিভিন্ন স্তরে মিটিং করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, আমি এই তথ্যগুলি নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম জেলাভিত্তিক তারপরে থানা ভিত্তিক। আপনারা বলতে পারেন, গত তিন বৎসরে কত কেইস আপনারা করেছেন। তাতে কতটাতে সাজা হয়েছে, কতটা হওয়া উচৎ ছিল, কেন করতে পারলেন না। যে সাজাটা দিচ্ছেন এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে যখন কথা হয়, আমাদের ল্ ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করেন বিশেষ করে আমাদের সাহায্য করছে তা থেকে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে বিচারশালার পক্ষ থেকে যারা এই কেইসগুলি সাজান তাদের বিরুদ্ধে তো অভিযোগ করা হয় তারা এই কেইসগুলি ঠিক ঠিকভাবে সাজিয়ে উপস্থিত করতে পারেন না। এই কারণেও তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। এই অভিযোগের ভিত্তিতে যখন আমরা আবার এই দায়িত্ব নিয়ে যারা আসেন তাদেরকে বা তাদেরকে যারা উপর থেকে দেখেন তাদের সঙ্গে যখন আমরা কথা বলি তারা আবার এটা বলে যে এটা তো সর্ব অংশে ঠিক না আমরা নিশ্চয়ই দাবী করব না যে আমরা যা যা করছি সব ঠিক ঠিক করছি। কিন্তু কতগুলি সঠিক জিনিস থাকার পরেও অনেক সময় দেখা যায় যে সেখানে প্রকৃত দোষী বা অপরাধী যে কোন কারণেই হোক তারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে আবার দ্বিতীয় পক্ষের মাঝামাঝি আছেন তারা, যারা নাকি ভুলটা করেন পক্ষে বা বিপক্ষে তাদেরকেও এর মধ্যে কোন না কোন অংশ থেকে অভিযুক্ত করা হয়। তারাও ঠিক ঠিকভাবে করছেন না ফলে আমরা ঠিক ঠিক কেইস সাজিয়ে দেওয়ার পরেও দেখা যায় তারা ঠিক করে দিতে পারছেন না। আবার তাদেরও

কিছু বক্তব্য থাকবে। এই জায়গা থেকে কি করে আমরা বেড়িয়ে আসতে পারি। এই নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। আমাদের রাজ্যের মধ্যে সমস্যা তো আছেই। আসলে এটা তো সারা দেশেরই সমস্যা। কারণ কোর্টগুলি তো দেখছেন যে কিভাবে মামলা চলে আসছে এবং দীর্ঘদিন একটা মামলা জমে থাকলে তো বিচারটা সেখানে অনেকটা প্রহসনে পরিণত হয়। এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে মাননীয় সদস্যের যে বক্তব্য এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার লিখিত বক্তব্যটা রেখেছি। এখানে যে উত্থাপিত বিষয়টি এই বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক নয় এটা প্রাসঙ্গিক। এখানে আমি যেটা বলতে চাই এটার মধ্যে দুটো ভাগ আছে আমার মনে হয়। প্রথম পার্ট হচ্ছে মামলা মোকদ্দমাটা ঠিক ঠিকভাবে সাজানো। আর দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে যে, এখানে সন্ত্রাসবাদী বা তাদেরকে মোকাবেলা করার প্রশ্নে পুলিশদের যথাযথভাবে সেই ধরণের ফিল্ড ওয়ার্কের ব্যবস্থা যাতে তারা সেখানে ফিল্ডের ঠিক ঠিকভাবে ভূমিকা নিতে পারে আমার যা মনে হচ্ছে। সেইদিক থেকে প্রথম কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি যে ফৌজদারী মামলায় অপরাধী তদন্তের বিষয়ে পদোন্নতি প্রাপ্ত সাব-ইন্সপেক্টরদের যথাযথ পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি ত্রিপুরা পুলিশ ট্রেনিং কলেজের টি আর সি ৭৮১ (৫) এই ধারা মূলে ৬ মাসের প্রশিক্ষন দেওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। ফৌজদারী মামলার তদন্তের বিষয়টিও এই প্রশিক্ষন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত উক্ত লোকটি পুলিশ অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পেয়েছেন আমাদের রাজ্যে। এদের মধ্যে আমরা মাত্র ১১ জনকে তদন্ত আইন ও অপরাধী তথ্য বিষয়ে ১১ সপ্তাহের প্রশিক্ষন আমরা দিতে পেরেছি। এ থেকে পরিস্কার বুঝতে পারছেন যে আমরা কত পেছনে পরে আছি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকার কারণে। এর কারণটা কি এটা জানতে চেয়েছিলাম আমরা। যে এদের তো ছাড়তে হবে এবং ঐ জায়গাটা খালি করতে হবে। সেটা করা যাচ্ছে না। ফলে সিচুয়েশানটার যে গ্রেভিটি তাতে ট্রেনিংটা দরকার। কিন্তু ফিল্ড থেকে তাকে তুলে আনতে পারছে না। ফলে সেখানে যখন চাওয়া হচ্ছে বলছে এখন ছেড়ে দিলে আমরা খুব অসুবিধায় পড়ে যাব। আমাদের রিপ্লেসমেন্ট দাও আমরা দিতে পারছি না। এটা একটা বড় অসুবিধার কারণ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে। এর মধ্যে আমাদের করতে হবে এটা বললে তো হবে না আমাদের ট্রেনিং তো করতে হবে; তবে এদের মধ্যে থেকে ২৫ জনকে আগামী ৬-১২-২০০০ থেকে ১৭-১২-২০০০ ইং পর্যন্ত বারদিনের ট্রেনিং এর জন্য পুলিশ ট্রেনিং কলেজে ডাকা হবে। এটা আমাদের দপ্তরের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছি। তদন্তের বৈজ্ঞানিক বিষয়ে চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০০১ সালের ৫ই মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত ২৫ পুলিশ অফিসার এই প্রশিক্ষণ নেবেন। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে এই ফৌজধারী মামলাগুলি ইনভেষ্টিগেশন ও প্রসিকিউশন-ট্রায়েল বিভিন্ন দিক থেকেও গত এক বছরে আটটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় আগরতলা, উদয়পুর ও কৈলাসহর তিনটি ডিষ্ট্রিক পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। এইসব কর্মশালায় পুলিশ অফিসার,

প্রসিকিউটার মেডিক্যাল অফিসার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারগণ মেনেছেন এবং এইগুলি খুব সাহায্য করেনা। তাতে এই সব কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী আগামী সেপ্টেম্বর, এবং নভেম্বর মাসে ফৌজদারী তদন্ত ও বিচার বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষন শুরু হবে, এ. ডি নগর সিপার্ডে। এতে প্রায় একশ জন পুলিশ অফিসার এবং পয়তাল্লিশ জন প্রসিকিউটার প্রশিক্ষন দেবেন, তার জন্য সিলেবাস বা কিছু টেকনিক্ মোটামুটিভাবে ঠিক করা হয়েছে। আর পুলিশ এবং 'ল' ডির্পটমেন্ট মিলে তারা কোন কোন বিষয়গুলি নিয়ে করলে কাভার হবে এগুলি তারা গাইড দিতে পারেন। দ্বিতীয় হচ্ছে, যেটা সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলার প্রশিক্ষনের বিষয়টি পুলিশ ট্রেনিং কলেজে ট্রেনিং কোর্সের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা বিষয়টিও ট্রেনিং কোর্সের মধ্যে অন্তরভুক্ত। গত ৪-১০-৯৯ ইং থেকে ৪-১২ ৯৯ ইং পর্যন্ত ২৫ জনকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলার বিষয়, দুই মাসের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে। এটা শুধু পুলিশ ট্রেনিং কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধতা না। এদেরকে ফিল্ড এ নিয়ে যাওয়া হয়। এদের মধ্যে পদন্নোতি প্রাপ্ত এস. আই রয়েছে। দুই সপ্তাহের আরও একটি প্রশিক্ষন এর কর্মসুচী আগামী আগষ্ট মাস থেকে শুরু করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। ৫০ জন পুলিশ অফিসার এই কর্মসুচীর প্রশিক্ষন নেবেন। আর প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত এস গাইদের এই কর্মসুচীর অন্তরভুক্ত করা হবে। যারা টি পি এস সি পাশ করে আসলেন তাদের ট্রেনিং-এর জায়গা বের করতে সমস্যা হয়েছে। আমরা পরবর্তী সময়ে পঃ বাংলা সরকারের সাহায্য পেলাম এবং আমরা এদের ট্রেনিং করে আনতে পেরেছি। এবং নেপাতে তারা আমাদেরকে বললেন যে তারা এটা করে দিতে পারবেন। ফলে সমস্যা আছে কিছু। আর এর থেকে বের হবার জন্য আমাদের যে কিছু সীমাবদ্ধতা সেই ইনস্ফ্রাকট্রাকচারটা ঠিক সেইভাবে নেই। আমরা অন্যদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আমরা বি এস এফ-কে স্পেসিয়ালি বলেছি যে আমাদের এখানে নতুন নতুন ব্যাটেলিয়ান কে আপনারা (বি এস এফ) ডিরেক্টলি ট্রেনিং করে দাও। বি এস এফ এখানে ট্রেনিং-এর ব্যাপারটা রিজেক্ট করেনি। এখানে তারা এসেন্টও দেয়নি। এই সুযোগ আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি। তারা হয়তো সবটা পারবেনা। যেমন কিছুদিন আগে এসটিয়েট বলে দুটো আমরা কমপেনিং করেছি। এইগুলি আমরা নেপাতে পাঠিয়ে তাদেরকে ট্রেনিং করে এনেছি। ফলে উদ্যোগ আছে, হয়তো আজকে যা প্রয়োজন এটা প্রয়োজনের সঙ্গে মিলে যতটা যেভাবে করা দরকার সবটা আমরা করতে পারিনি। সবটা জিনিস চট করে এক সাথে একেবারে ঠিক ঠিক করা যাবে এটা তো সম্ভবনা। কিন্তু বাস্তব অবস্থার মধ্যে আমরা আমাদের সাধ্যমত করার চেষ্টা করেছি। আর সাজেশানগুলি মাননীয় সদস্য এখানে যেটা রেখেছেন সেগুলি যুক্ত করতে পারে। ফলে সেই বিষয়গুলি তার মধ্যে অর্ন্তভুর্ক্ত করতে আপত্তি কিছু থাকেনা। সেইগুলি নিশ্চয় আমরা কনসিডারেশনে নেওয়ার চেষ্টা করব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এতে অন্য কিছু নেই। তবে সাজেশানগুলি ঠিক আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যেহেতু বলেছেন আমাদের এই ব্যাপারে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবেন : তবে এতে কোন কোন ব্যাপারটা তুলেছি এবং কোন কোন ব্যাপারটা কনসিডেরাশনে নেয়ার চেষ্টা করবেন সেটা আমাদের জানিয়ে দেবেন। তবে একটা কথা বলে এখানে বলে রাখি যে এ এস. আই থেকে যখন প্রমোশন দেওয়া হয়, তাদেরকে তদন্তের কাজে ট্রেনিং এর কাজ শেষ না হলে না দিলে চলে ওই দায়িত্বটা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এখানে শুধু একটি কথাই বলব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু বলেছেন, সেজন্য আমি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেব। আমি শুধু বলতে চাই, দুর্বলতার কারণে আসামী খালাস পেয়ে যাচ্ছে। এটা যাতে না হয় সেটা যেন দেখা হয়।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION—Adopted in Amended form.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউ-লিউশান"। আজকে কার্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউলিশান আছে। প্রথম রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস মহাশয়, দ্বিতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহোদয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়কে উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস : – মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার রিজিউলিউশানটি এই সভায় উত্থাপন করছি। রিজিউলিউশানটি হলো :—

"দেশের বিভিন্ন অংশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যক্ষ সংশযে নিরবচ্ছিন্ন ও যথেচ্ছ ধর্মান্তকরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে শান্তি-শৃঙ্খলা-সম্প্রীতি রক্ষার্থে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে শীঘ্রই যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে"।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস মহোদয় এখানে যে রিজিউলিউশানটি এনেছেন তার উপর একটি অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে এই হাউসের সামনে উনার অ্যামেণ্ডমেন্টটি পড়ার জন্য বলছি এবং সাথে সাথে বক্তব্য রাখার জন্যও অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

জ্যোতি বসু কংগ্রেসকে একটি সেকুলার পার্টি বলে অভিহিত করেছেন। এই কারণেই আমি এখানে কংগ্রেসকে সাহায্য করার জন্য আমার অ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে এনেছি। ধর্মীয় নিরপেক্ষতার প্রশ্নে খৃশ্চান হওয়া, হিন্দু হওয়া, ধর্মীয় মত পরিবর্তন করা একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিশেষ করে, বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস এই ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মাননীয় সদস্য প্রকাশ দাস মহোদয় এখানে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু আনেন নি। কাজেই সর্ব ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত যাতে সামঞ্জস্য থাকে সেই জন্য আমি আমার অ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে এনেছি। তার আগে আমি একটি বিষয়ের অবতারনা করতে চাই। মাননীয় স্পীকার মহোদয় এখানে থাকলে ভাল হত। ঠিক আছে, আপনি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের দৃষ্টিতে নেবেন। আমরা দেখেছি, আগে এই হাউসে চাইনিজ কার্পেন্টারের সুন্দর কাঠের কারুকার্য সম্বলিত সিলিং ছিল। এইগুলি সরিয়ে এখন টিন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সিলিং না থাকায় ভীষণ হীট হয়ে যায়। ভেন্টিলেটার নেই, জানালা নেই। কাজেই এই গরমে ঝগড়া করতে গেলেও একটু হাওয়া চাই। কাজেই পার্লামেন্টের মত তিন সারি সিলিং ফ্যান লাগানো হউক।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, আমার অ্যামেণ্ডমেন্ট হচ্ছে, "ইনসারট অ্যামেণ্ডমেন্ট ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে বিকোর দেশের বিভিন্ন অংশে এট্সেটরা অ্যাণ্ড ডিলিট অমিট দি ওয়ার্ল্ড পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নিরবিচ্ছিন্ন ও যথেচ্ছ ধর্মান্তরকরনের ঘটনার আফটার অ্যামেণ্ডমেন্ট দি রিজিউলিউশান শেল স্ট্যাণ্ড এজ বিলো "ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে দেশের বিভিন্ন অংশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের পরিপ্রেক্ষিতে এই সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি রক্ষার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে শীঘ্রই যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে ধর্মের নামে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ মারাত্মকভাবে মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। একজন সর্বত্যাগী সেবক রেভারেন্ট ষ্টেইন-কে তার দুই ছেলে সহ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে হত্যা করার মত মানবিকতা ভারতবর্ষে এখনও রয়ে গেছে। এছাড়া গুজরাট, রাজস্থানে খৃষ্টানদের গীর্জা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অতি সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকে বার বার খৃষ্টানদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। এগুলি ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী। এর ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে খৃষ্টান সম্প্রদায় যারা আছেন, তাদের মনে এটা বিরাট আঘাত পাচ্ছে। এর ফলে আরেকটা মৌলবাদী দেখা দেওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। বলা হচ্ছে মুসলমানদের থেকে নাকি খৃষ্টানরা এখন ভয়ংকর। ভারতবর্ষে একবার হিন্দু মুসলমান বিবাদে টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এখন খৃষ্টানদের উপর আক্রমণের ফলে আবার টুকরো হতে যাচ্ছে এই আশংকা একেবারেই অমূলক নয়. ভারতবর্ষের মধ্যে কেরলেই সবচেয়ে বেশী খৃষ্টান অধ্যুষিত

এলাকা এবং ঐ রাজ্যে খৃষ্টানই মেজরিটি। কিন্তু সেখানকার মানুষদের মনে ন্যাশানাল ইনটিগ্রিটি কোন দিন কোন প্রশ্ন উঠে নি। এমনকি দক্ষিণ ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের জন্য তামিলরা যখন সংগ্রাম করে তখন একমাত্র কেরালিয়ানরাই সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্যর জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং দেশ বরণ্যে যত বড় বড় নেতা, সমাজবাদী, বিজ্ঞানী প্রায় বেশীর ভাগই কোল থেকে বের হয়েছেন। নাম্বুদিরিপাদ একজন বড় রাজনীতিবিদ, উনি শুধু রাজনীতিবিদই নন একজন বড় স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন। মহাত্মাগান্ধীর ডাকে কেরল থেকে অনেক বড় বড় নেতাই ভারবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। এ রকম লোক গুলিকে যদি খৃষ্টান বলে দুরে সরিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। নাম্বুদিরিপাদ একজন উচ্চ বর্ণের লোক। সেই নাম্বুদিরিপাদ সমস্ত সংস্কারের উর্দ্ধে উঠে চণ্ডালদের হাতে ভাত খেতেন। আজকে মেঘালয়ে যে খাসিয়া, গারোরা আছেন তারা সবাই খৃষ্টান। কিন্তু তাদের ইন্টিগ্রিটি নিয়ে কোন দিন প্রশ্ন উঠে নি। তারা কোন দিন অস্ত্র হাতে ধরেন নি। তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে বিধানসভার প্রতিটি আসন দখল করে নেয়। তারা গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করে দেশে নজীর রেখে মেঘালয়ের জন্ম দেয়। কাজেই খৃষ্টান হলেই এটা হবে ধরে নেওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিছু কিছু উগ্রবাদী সংস্থা হয়তো বিশেষ কোন ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার জন্য হয়তো বাধ্যকতা সৃষ্টি করতে পারে। এগুলিকে আমরা নিন্দা করি। তারা যাতে এইসব কাজ না করেন, তার জন্য আবেদন জানাই। বিশ্বাস নিয়ে যার যার ধর্ম যাতে সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে তার জন্য সরকার থেকে এটা সুনিশ্চিত করা দরকার। ধর্মের প্রতি যাতে তাদের অধিকার নিশ্চিত থাকে সেটাও দেখা দরকার। এটাকে আমরা পরিকল্পিত ভাবে মৌলবাদী এইভাবে অন্তত: এখানে ধরে নিতে পারি না। যেই বা যারা এই কাজ করেছে হয়তো তাঁরা এই কাজ জেনেও করে, আবার না জেনেও করে। জেনে করার একটা কারণ আছে এই গৌড়ীয় মঠে অর্থাৎ জগন্নাথ মন্দিরে আমি অনেকবার নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি এবং সেখানে বিশাল অথিতিশালা আছে কিন্তু সেখানে কোন ট্রাইবেল নেই। আমি তাদের বলেছি কেন এখানে পাহাড়ের উপজাতিরা নেই। উপজাতিরা যদি আসে তাহলে তাদের কোন্ না কোন্ বুদ্ধমন্দিরে যেতে হয়। ভারতবর্ষে অনেক মন্দির আছে কিন্তু ট্রাইবেলরা যখন সেই সমস্ত জায়গায় যায় তখন তাদের কোন বুদ্ধমন্দির কিংবা ব্যাপটিষ্ট মিশনারীতে যেতে হয়। এখানে তো কত মন্দির আছে কিন্তু কেন সেখানে ট্রাইবেলরা থাকতে পারে না। অনেক বৈষ্ণব মন্দিরও আছে কিন্তু সেখানেও ট্রাইবেলরা থাকতে পারে না। বাঙ্গালীদের মধ্যে যত সংখ্যক খৃষ্টান আছে তার চেয়ে আমাদের ত্রিপুরীদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যা অনেক বেশী। এই যে আপনাদের বড় বড় মন্দির আছে সেখানে শুধু হরেকৃষ্ণ নাম করলেই হবে না, কেন পাহাড়ী অঞ্চলে এই সব মন্দির গড়া হচ্ছে না; এখানকার বুদ্ধমন্দিরের অধ্যক্ষ উনি ত্রিপুরী এবং বেনারস হিন্দু উইনিভারসিটি থেকে পাশ করে

এসেছেন। উনি পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় ঘুরেছেন এবং অনেক ভাষা জানেন ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, জাপান, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক ভাষা জানেন এবং জলের মত বলতে পারেন। আমরা যখন সরকারে ছিলাম তখন উনি একদিন বলেছিলেন, করমছড়ায় একটা হাইস্কুল করবেন কিন্তু তখন আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছি করমছড়ায় তো একটা হাইস্কুল আছে আপনারা মাছলি, ছামনু, খেদাছড়ায় হাইস্কুল করুন। কিন্তু সর্ব ধর্ম নেতারা সেখানে কি করে যাবেন কারণ সেখানে তো টেলিফোন নেই, কারেন্ট নেই। কিন্তু ফাদার ষ্টেইনরা একটা অজ পাড়া গাঁয়ে জীবনের স্বর্ণ দিনগুলি বিসর্জন দিয়েছেন। অনেক মিশন আছে তাঁরা এইভাবে কাজ করছেন। মন্দিরে গেলে তো গুরু নাম উচ্চনা করা হয় এবং বলা হয় দাম-দক্ষিণা কর। এইগুলি করলে তো সমাজের উন্নতি হবে না। কাজেই এই ধম ধম করে মানুষকে যেন বিভ্রান্ত না করা হয়। ধর্ম যেটা সেটা যেন বজায় থাকে এবং যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে দিকে নজর দিতে হবে। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষ। সংবিধানের নীতি অনুসারে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের ধর্ম পালন করতে পারবে। একের ধর্মের প্রতি অন্য কেহ বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারবেনা। সবলেই নিজের ধর্ম পালন করতে পারবে। কেহ বাঁধা সৃষ্টি করতে পারবেনা। এটাই ধর্ম নিরপেক্ষতার মূল নীতি। আমরা লক্ষ্য করছি আজকে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা পরিধানের দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও দৃঢ় ঐক্যই হচ্ছে আমাদের মূল শক্তি। বিশ্বজুড়ে এটাই আমাদের মূল পরিচিত। আমাদের দেশকে ধর্ম এবং জাত-পাতের ভিত্তিতে ভাগা-ভাগির জন্য বিদেশী মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি দীর্ঘদিন ধরে তৎপর হয়ে রয়েছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আজও যারা শিক্ষায় অর্থনীতিতে এবং সামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃতভাবে পিছিয়ে রয়েছে তথা সামগ্রিকভাবেই অনগ্রসর তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহ আজ ধর্মের নামে জাত-পাতের নামে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে দেশের মানুষের শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নের জন্য এক অশান্ত পরিস্থিতি কায়েম করে ভারতবর্ষকে সর্বদাই অস্থির রাখার চেষ্টায় ব্রত হয়েছে। আমাদের জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করারও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এরাই করে চলছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ আমাদের দেশের ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্মীয় উন্মাদনায় মত্ত রয়েছে। দেশে সাম্প্রতিককালে কিছু অপ্রীতিকর এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-বিরোধী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উৎকণ্ঠীত। হিন্দু মৌলবাদী দল আর, এস, এস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমর্থকদের নগ্ন -আক্রমনের শিকার হচ্ছেন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাদের গীর্জা বা ধর্মীয় উপসনাস্থলে ক্রমাগত আক্রমন চালাচ্ছে উগ্র হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবক নামধারী

সমাজদ্রোহীরা। সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইতালীর ভ্যাটিক্যান সিটিতে গিয়ে পোপ দ্বিতীয় জন পলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাদের দেশের খ্রীষ্টান নিগ্রহের ব্যাপারে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে ভারতের খ্রীষ্টান নিগ্রহ বন্ধে যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়া আশ্বাস দিয়ে এসেছেন। ভারতের খৃষ্টান নিগ্রহের প্রচার সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপীয়ান কান্ট্রিগুলিতে খৃষ্টান নিগ্রহের ব্যাপারে ভারত সরকার আজ প্রচণ্ড চাপের মুখে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর এই নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘ পরিবারের বাজপেয়ীর কট্টরপন্থী সমালোচকরাও তার উপর রুষ্ট হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই দুঃখ প্রকাশ ভারতের খৃষ্টানদের মতে কতটুকু প্রলেপ দিতে পারবে সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান। কারণ খৃষ্টানদের নিগ্রহ এখনও দেশে অব্যাহত রয়েছে। তারা ধরে নিয়েছেন, তারা প্রহৃত হবেন, তাদের ধর্মস্থান ও ধর্মগ্রন্থ আগুনে পুড়বে, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হবে, তাদের সন্ন্যাসীনিরা ধর্ষিতা হবে, পাদ্রী ও যাজকরা নিহত হবে। এমনকি তাদের সমাধি ক্ষেত্রেও হিন্দু মৌলবাদীরা খুঁড়ে অপবিত্র করবেন। এগুলি এখনও প্রতিদিনই দেশের কোথায় না কোথায় হচ্ছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী অস্বস্তিতে পড়ছেন বটে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে সাহস পাচ্ছেন না। ফলে সমগ্র বিশ্বে আমাদের দেশের ভাব-মূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে

উড়িষ্যায় খৃষ্টান ধর্মযাজক গ্রাহাম স্টেইন্সের হত্যাকাণ্ডে হয়েছে নায়ক দারা সিংহের মত স্বঘোষিত খৃষ্টান বিদ্বেষীকে এদেশের হিন্দু মৌলবাদীরা প্রকাশ্যে মাথায় তুলে নাচছেন একজন বি. জে. পি সাংসদও তার সমর্থনে ময়দানে নেমেছে। আর এস এস, বজরঙ্গ দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও শিবসেনা প্রকাশ্যে এখনও খৃষ্টান বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। এইভাবে তারা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেশদ্রোহী শক্তিগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের দেশকে দুর্বল করছে। যা আমাদের রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তিই ক্ষুন্ন হচ্ছে না— ঘটনাবলী যথেষ্ট উদ্বেগজনক বটে।

অপর দিকে আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি যে, দেশের বিভিন্ন স্থানের দুর্বলতর অংশের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের বিভিন্নভাবে প্রলোভিত করে এক শ্রেণীর খৃষ্টান পাদ্রী ও যাজক খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার খেলায় মত্ত রয়েছে। কিন্তু ক্ষিপ্ত হচ্ছে দেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অনগ্রসর তথা পিছিয়ে পড়া নিরীহ দরিদ্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকদের এক সুচতুর পরিকল্পনার মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন থেকেই চলছে। এতে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক শক্তিই যুক্ত নয়। যুক্ত রয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সমূহ। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে তাদের এই ধর্মান্তকরণের জাল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনিতেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, অরুনাচল

প্রদেশ এবং মেঘালয়ের অধিকাংশ বাসিন্দারাই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বি বলে পরিচিত। আসাম ও মণিপুরের পাশাপাশি এখন ত্রিপুরা রাজ্যেও খৃষ্টান পাদ্রী এবং তাদের সহযোগি রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিক্রিয়াশীল বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি দীর্ঘ দিন ধরেই প্রচেষ্টা চালিয়ে হিন্দুদের খৃষ্টান মধ্যে ধর্মান্তরিত করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। পত্রিকায় দেখতে পেলাম খৃষ্টানপন্থী একদল বৈরী ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে খৃষ্টান মিশনারিস্‌দের স্কুল ছাড়া অন্য সব স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে এবং সেটা বিশেষ করে এ ডি সি এলাকায়। তারা ২০০১ সালকে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তকরণের জন্য বিশেষভাবে এগুচ্ছে। শুনা যাচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই সাতটি রাজ্যকে নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পথে ধীরে ধীরে দেশদ্রোহী শক্তিগুলি এগুচ্ছে. এই জন্য তারা ২০০১ সালকে খৃষ্টান ধর্ম ধর্মান্ত ধর্মান্তকরণের বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে। তারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মৃদু আওয়াজ এখন থেকেই তুলতে শুরু করে দিয়েছে। স্যার, বিশেষ করে দুর্বলতর অংশের উপজাতিদের ত্রিপুরা রাজ্যে খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়ায় এক শ্রেণীর খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে খৃষ্টান বৈরীরা হাত মিলিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তি হিন্দু ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করেছে। মিজোরাম থেকে প্রায় অর্ধ লক্ষ হিন্দু রিয়াং নিজ ভূমিতেই খৃষ্টানদের দ্বারা নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হয়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। হিন্দুদের পূজা অর্চনা থেকে বিরত থাকার জন্য হুলিয়া বা নির্দেশ জারি করে চলছে খৃষ্টান সমর্থক বিচ্ছিন্নতা-বাদী তথা সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি। যদিও এসব নিয়ে কোথাও কোন প্রশ্ন উঠে না। এই ক্ষেত্রে জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলিও যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ।

স্যার, তাদের এই বর্বরতার খবর পোপ দ্বিতীয় জন পলের কাছে যায় না। ইউরোপীয়ান কান্ট্রিগুলির কাছে এই খবর থাকলেও তারা যে এতে উল্লসিত সেটা নিশ্চয়ই আর বলার কোন অপেক্ষা রাখে না।

রাজ্যের হিন্দু ধর্মের নিরীহ উপজাতিদের নিষেধ করা হচ্ছে গড়িয়া পূজা করতে। এবার গ্রাম পাহাড়ে ধর্মপ্রান উপজাতিরা অন্যান্য বছরের মত গড়িয়া পূজা করতে পারেনি। শহরে এবার অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যায় গড়িয়া পূজার আয়োজন হয়েছিল। খৃষ্টান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হুমকি অগ্রাহ্য করে তীর্থমুখের মেলায় গত দুই বছর ধরে উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকরা প্রায় যেতেই পারছেন না। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা রাজ্যে খার্চি পূজা, দুর্গা পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা থেকে শুরু করে বিদ্যার আরাধনা করার দেবী সরস্বতীর পূজাও বন্ধ করার ব্যাপারে চূড়ান্ত হুমকি দিয়ে গ্রাম পাহাড়ে হুলিয়া জারি করেছে। এগুলি কিসের ইঙ্গিত বহন করছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে বৈরী নানধামী বিচ্ছিন্নতাবাদী তথা রাষ্ট্রদ্রোহী মনোভাবাপন্নরা হিন্দুদের খৃষ্টান বানানোর জন্য এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে লংতরাই পাহাড়ের

জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসীর আখড়া ভেঙ্গে তছনছ করে ঐ সন্ন্যাসীকে হত্যা করেছে। রাজ্যে পর্যটকরা এসে ঊণকোটি মন্দিরে আজ যেতে সাহস পাচ্ছে না। সেখানেও মন্দিরের পবিত্র স্থানগুলি খ্রীষ্টান পন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নষ্ট করে দিয়েছে।

মন্দিরের একমাত্র পুরোহিত যিনি তিনিও আজ নিয়মিত মন্দিরে গিয়ে হিন্দু ধর্মের নিয়ম নিষ্ঠা অনুসারে পূজার্চনা করতে পারছেন না বলে অভিযোগ। এতে কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগছে। এর থেকেই সৃষ্টি হয় ধর্মের নামে বিদ্বেষ-হাঙ্গামা ও হিংসা। এটা আমাদের কারোর কাছেই কাম্য হওয়া উচিৎ নয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকালের স্থানীয় পত্রপত্রিকায় দেখতে পেলাম-৩৯ জন ছাত্র শিক্ষককে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টায় কাঞ্চনপুরে হিন্দু আবাসিক স্কুল পুড়িয়ে দিল উগ্রপন্থীরা। সংবাদে দেখতে পেলাম, কাঞ্চনপুরের আনন্দ বাজারে রতনমনি সেবা সদন কর্তৃক পরিচালিত ঐ আবাসিক বিদ্যালয়ে রাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এলাকাবাসীদের সন্দেহ এতে হাত রয়েছে খ্রীষ্টান মিশনারিদের এবং আক্রোশমূলকভাবে এটা করা হয়েছে। পাহাড়ী জনপদে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের আবাসিক বিদ্যালয়গুলি বৈরীদের হুমকির মুখে এক এক করে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বাগবাসাতে বনবাসী কল্যান আশ্রমের আবাসিক বিদ্যালয়টি আগুন লাগিয়ে পুড়ে দেওয়া হয়েছে। কল্যান আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক বলরাম সাঁতরা জানান, বৈরীরা তাদের বিদ্যালয়গুলিতে সরস্বতী প্রার্থনার বদলে প্রভু যীশুর প্রার্থনা করার নির্দেশ জারি করেছে। পাহাড়ে মূলতঃ পিছিয়ে থাকা উপজাতিদের উন্নয়নেই এই সংগঠনটি কাজ করছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু বৈরীরা তাদের শুধু তাড়িয়েই দিচ্ছে না, তাদের সংগঠনের চার চারজনকে দীর্ঘদিন ধরে অপহৃত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। তাদের আর কোন খোঁজই এখনো নেই।

ধর্ম দিয়ে উন্মাদনা এবং উন্মাদনা থেকে হানাহানি, দাঙ্গা, খুন, ধর্মীয়স্থানে হামলা এর আগেও হয়েছে। দেশের ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির পক্ষে এসব ঘটনা চ্যালেঞ্জ হিসাবে এলেও প্রশাসনের কর্ণধাররা বিরূপ আচরণ করেছেন। ধর্ম নিয়ে কত যে রক্তপাত, গৃহদাহ, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার কোন ইয়াত্তা নেই। এক ধর্মের সমর্থকরা অন্য ধর্মের সমর্থকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ধর্মের নামে তারা আজ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, হয়ে উঠছে প্রতিহিংসাত্মক।

দেশের পশ্চাদপদ তথা প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যারা বাস করছেন, তাদের কাছে ধর্মান্তকরনের সুযোগ সন্ধানীরা অতি সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে এবং তাদেরকে প্রলোভিত করে ধর্মান্তরিত করে তাদের দিয়েই ধর্মাবলম্বিদের ধর্মের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে।

কাজেই স্যার, রাষ্ট্রীয় সংহতির স্বার্থে ধর্মান্তকরণকারী উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক আজ ধর্মান্তকরণকে নিষিদ্ধ করার দাবী উঠেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. বিধানসভার গত অধিবেশনে আমার এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার মহোদয় জানিয়েছিলেন,খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত উপজাতিরা সংরক্ষনের আওতায় থাকবে, থাকবে কিন্তু তপসিলী জাতির কেউ যদি খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় তাহলে সে আইনানুসারে সংরক্ষনের আওতায় আর থাকবে না। গতকাল এই বিধানসভার অধিবেশনে অ্যাড্‌মিটেড্‌ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৩ এর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় লিখিত উত্তরের মাধ্যমে জানালেন, হ্যাঁ, খৃষ্টান মিশনারীরা প্রত্যান্ত অঞ্চলে খৃস্টান ধর্মের প্রচার করছেন এবং ধর্মান্তরিত করছেন। ভারতবর্ষে বর্তমান প্রচলিত আইনে ধর্মান্তকরণ রোখার কোন সংস্থান নেই তাহলে কি মাননীয় মন্ত্রী অনিলবাবুর সেদিনের লিখিত উত্তরটির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটি আসছে না যে তাহলে কিভাবে আইনানুসারে ধর্মান্তরিত খৃস্টান উপজাতিরা সংরক্ষনের সুযোগ পাচ্ছে। আসলে এই মন্ত্রীসভা ধর্মান্তকরণের সুনির্দিষ্ট আইন বা এর নীতি নির্দেশিকা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত না হয়েই মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুররা আমাদের বিভ্রান্তমূলক তথ্য পরিবেশন করে চলেছেন। কাজেই এই বিভ্রান্ত দূর করা আবশ্যক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মান্তকরণ আমাদের রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার পরীপন্থী কি না আজ সেই প্রশ্নটই বড় হয়ে উঠেছে আমাদের সকলের মাধ্যমে। গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই ধর্মান্তকরণ চলছে। চার্চগুলিকে পিছন দিক থেকে জঙ্গীরা মদত দিচ্ছে। নাকি চার্চগুলি জঙ্গীদের মদত দিচ্ছে সেই প্রশ্নে আমি যেতে চাই না। তবে এটা ঠিক যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে ত্রিপুরার সাধারন গরীব মানুষে ভুলিয়ে ভালিয়ে এবং প্রলোভন দেখিয়ে যেভাবে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে সেটা আগামীদিনের একটা অশুভ ইঙ্গিত বলেই মনে করি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরিশেষে আমি বলতে চাইছি, আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষের হিন্দু, মৌলবাদী সংগঠনগুলির দ্বারা এবং খৃস্টান সমর্থক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা হিন্দু এবং খৃষ্টানদের মুসলমান, বৌদ্ধ ও জৈন-পরস্পরের উপর হামলা-হুজ্জতি বন্ধ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের সুপ্রাচীনকালে ধর্মীয় সংহতি ও ঐতিহ্য অনুসারে আমরা যাতে সকল ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিলে মিশে এক শক্তিশালী ও মজবুত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্র আমাদের দেশের পরিচিতিটাকে আগামী দিনেও বহাল রাখতে পারি সেজন্য আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। দেশদ্রোহীদের মদতে তথা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অভিপ্রায় অনুসারে ধর্মের ভিত্তিতে আমরা আর দেশকে দ্বিখণ্ডিত করা সুযোগ করে দিতে পারিনা। এবং আমাদের রাজ্যের যুবক যারা দেশ বিরোধী শক্রদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে এসব করছে-তারা নিজেদের ধর্মীয় সংস্কৃতিকে বিলোপ করছে। এটা সাধারণ উপজাতিদেরও কাম্য নয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ এই পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রান্ত সহ ত্রিপুরায় শান্তি শৃংখলা ও সম্প্রীতির স্বার্থে আমি এখানে আমার প্রস্তাব উল্লেখ

করেছি দেশের বিভিন্ন অংশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও তাণ্ডবের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যক্ষ সংশ্রবে নিরবচ্ছিন্ন ও যথেচ্ছ ধর্মান্তকরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে শান্তি শৃংখলা সম্প্রীতি রক্ষার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে শীঘ্রই যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।"

আশা করি, বর্তমান সময়ের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আমার এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে এই হাউসে সমর্থন পাবে এবং তৎপরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যথার্থ ব্যবস্থাও প্রস্তাবানুসারে নেওয়া হবে। এটাই আজ সভাতার দাবী।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ দাস মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে দু'চারটি কথা বলছি।

প্রথমতঃ আমি বলব যে-ধর্ম হলো যার যার নিজস্ব বিষয়। মানুষ যে কোন্ ধর্ম পালন করবে বা আদৌ সে কোন ধর্ম মানবে কি না সেটা তার নিজস্ব বিষয়। ভারতবর্ষ হলো ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। আসলে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও আমাদের দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে—যার জন্য আজকে বিধানসভায় এই ধরণের একটা প্রস্তাব এসেছে। আমি প্রথমতঃ মনে করছি যে এই ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় সেই ১৯৪৭ সালে তখন মুসলিম এবং হিন্দু এই দুটি ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন করা হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এই ধর্মের নামে এই দেশে যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল তখন তার সর্বনাশা পরিণতি আজকে দেখা দিয়েছে। আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভারতবর্ষে এখনো ধর্মের নামে সর্বনাশা খেলা খেলছে কিছু মৌলবাদী শক্তি। আজকে উল্লেখনীয় বিষয় হলো যে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মৌলবাদী চক্র প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে এই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সে প্রচেষ্টা চলছে। এর প্রধান কারণ হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্মের প্রতি দুর্বলতা। আজকে সেই রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ যারা তথাকথিত দেশপ্রেমের কথা বলেন তারা এই ভারতবর্ষের মত দেশ যেখানে নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা বর্ন রয়েছে এক বৈচিত্রময় দেশ সে দেশে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে যখন সঠিকভাবে মানা হবে না তখনই এই ধরণের বিপদ দেখা দিতে পারে। এবং সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলেই তার বিপদ দেখা দিয়েছে প্রবলভাবে। এবং এটা শুধু আজকে নয় সেই ইংরেজ আমল থেকেই আমরা দেখছি সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে আলাদা করবার জন্য চক্রান্ত চলছে— এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করবার জন্য তারা সেই সর্বনাশা নীতি নিয়েছিল। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও আমরা দেখছি এই সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল অবহেলিত, অনুন্নত, পিছিয়ে পড়া অঞ্চলটির জন্য কোন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এরফলে এখানে সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া

দিয়ে উঠেছে। কাজেই এটাকে দমন করার জন্য এখানে সন্ত্রাসবাদ নীতি প্রসমন করা প্রয়োজন এবং এজন্য বিধানসভায় বার বার সে ধরণের প্রস্তাব এসেছে। আজকে এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা না নিয়ে এখানে শুধুমাত্র ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা হচ্ছে। আমাদের দেশে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। আজকে আই, এস, আই এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি ধর্মের নামে দেশকে দুর্বল করার জন্য, দেশে বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য নানাভাবে কাজ করছে, চক্রান্ত করছে। এবং এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ধর্মান্তকরণকারীদের নানাভাবে মদত দিয়ে যাচ্ছে। আজকে বিভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদী খ্রীষ্টান মিশনারী, মুসলিম মৌলবাদী, হিন্দু মৌলবাদী যারা আর, এস, এস, করেছে, সেই আনন্দমার্গীরা তাদের কাজকর্ম নানাভাবে এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এবং আমরা দেখেছি পশ্চিমবাংলায় কিছুদিন আগে পুরুলিয়ার অস্ত্রবৃষ্টির ঘটনা।

পুরলিয়ার অস্ত্র বৃষ্টির ঘটনা এটা বিচ্ছিন্ন কিছু না। নানা দিক থেকে এগুলি করে করে ভারতবর্ষকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। কাজেই আমাদের দেশের দেশপ্রেমির মানুষ এই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদ অথবা ধর্মীয় মৌলবাদীরা এই আক্রমণ সম্পর্কে চুপ করে থাকতে পারেন না। আমরা মনে করি যে সঠিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই প্রস্তাব এসেছে। একটা জিনিষ প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার কিছু কিছু ঘটনা এটা আলোচনা না করলে হয় না। এই যে বাবরি মজিদ ভাঙ্গার ঘটনা এই ঘটনাকে বাদ দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা যাবে না। এটা কারা করেছিলেন? কারা ভোটের সময় ভোট এলে নিশ্চয় বুদ্ধিজিবীরা চিহ্নিত করতে পেরেছেন কোন কোন রাজনৈতিক দল। এই মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনা একদিনে হয়নি, আগেও এর প্রক্রিয়া চলেছে ভোটের সময় এলে কোন কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা কোথায়ও গিয়ে বলেছেন ঐ পাঞ্জাবে গিয়ে বলেছেন যে এখানকার ভিন্দ্রেনওয়ালা উনি সাধু মানুষ সার্টিফাই করেছেন। কখনও গিয়ে ধর্মের নামে রামজন্মভূমি রাম পার্টির শপথ নিয়ে ভারতবর্ষকে রাম রাজত্ব বানিয়ে দেওয়ার শপথ নিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন, ভোটের প্রচার করেছেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কাউকে কাউকে আমরা ভোটের সময় দেখেছি ঐ মাচাং বাবার লাথি খেতে যেতেন। পায়ের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে খুব ধর্ম প্রনেতা অবশ্যই হিন্দু ধর্মের হবে মাচাং বাবার পায়ের নিচে দাঁড়িয়ে লাথি খেতে দেখেছি ভোট কুড়ানোর জন্য। এইভাবে যদি ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করা হয় তাহলে তার কুফল ফলতে বাধ্য. এবং এই জিনিষগুলিই হচ্ছে। যদিও শ্যামাবাবু বলেছেন, জ্যোতি বসু বলেছেন কংগ্রেস দল হিসাবে ধর্ম নিরপেক সেটা আলাদা কথা না। কিন্তু দল ধর্ম নিরপেক্ষ আর দলের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়ানোর মানুষ তারা ছিলেন। জন্ম থেকে আমরা দেখছি সেই দলের দলের মধ্যেও কিছু কিছু লোক

আছেন এই বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। ঐ মাচাং বাবার লাথি খাওয়ার জন্য এগিয়ে গেছেন। ব্যাক্তিগত ব্যাপারে দলের মধ্যে বা নেতৃত্বের মধ্যে যদি এই ধরণের মানসিকতা থাকে তাহলে রাজনৈতিক দলের তর্ক হওয়া উচিৎ। কারণ, আজকে ভাববার দিন এসেছে। এই তথা-কথিত ধর্মীয় উন্মাদনা যারা ছড়াচ্ছেন দেশের মধ্যে এই ধরণের একটা শক্তি আছে রাজনৈতিক মুনাফা লুটের জন্য তারা এই কাজগুলি করছেন। ধর্মীয় মৌলবাদও বলে যে সামন্ততন্ত্রের প্রথম, আজকের দিনে বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশের যুগে এই ধর্মীয় উন্মাদনা থাকার কথা না। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের এই কুফলটা আজকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরও রয়ে গেছে। আমাদের দেশের স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী একদিকে যেমন সেই নতুনভাবে পুঁজিবাদকে বিকশিত করার সুযোগ, সাম্রাজ্যবাদকে বিকশিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। শুধু সুযোগ না সাম্রাজ্যবাদের কাছে উন্নততর পুঁজির কাছে মাথাটা বিকিয়ে দিয়েছেন। ঠিক তেমনি এই ঐ পচা গলা সামন্ততন্ত্র তার যে নীতি হবেই ধর্মীয় সেই মৌলবাদ ধর্মীয় যে নীতিগুলি ধর্মীয় যে কুসংস্কার একে আকড়ে ধরার জন্য মিলিঝুলি চলার চেষ্টা করছেন। এই কুফল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৫২-৫৩ বছর পরও এই সাম্রাজ্যবাদ ঘেষা সামন্ততন্ত্র ঘেষা এই যে নীতি আজকে ভারতবর্ষ অনুসরণ করছেন যদিও এই দল আজকে চালাচ্ছেন ভারতবর্ষকে। এর কুফল ফলতে শুরু করেছে; এবং এর বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে যদি আমরা সত্যি সত্যি দৃঢ় হতে পারি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সামন্ততন্ত্রের কুফলের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সত্যি সত্যি লড়াই করার জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কিছু দিন আগে মহারাষ্ট্রে যে ঘটনা ঘটলো দীলিপ কুমারের মত ব্যক্তিত্ব তাকে আর-এস এসরা খুনের হুমকি গজল গায়ক গোলাম আলী তার অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা এখানে খেলবেন, দেখা খেলস্টেডিয়াম নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করেছেন। কারা তারা? এরা বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত দলের। ওরা আর. এস. এসের নাম করে এই কাজগুলি করার চেষ্টা করছে। এই সম্পর্কে মানুষকে যদি সচেতন করা না যায় তাহলে সামনে খুবই বিপদ।

মকবুল হোসের গ্যালারী ভেঙ্গে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। ধীক্কার জানিয়েছে সারা দেশের মানুষ। দেশের প্রত্যেক মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। শেষ যেটা হলো সারা ভারতবর্ষে প্রচার হলো, সারা দেশে প্রচার হলো। গ্রাহাম স্টেটের পরিবারের উপর কেন এই ধরণের নারকীয় অত্যাচার হবে আমাদের এই ভারতবর্ষে। কোন পর্য্যায়ে গিয়ে পৌছেছে আমাদের ভারতবর্ষ। আর একটা ঘটনা দীপা মেহেতা একটা ছবি করতে চেয়েছেন। সেখানে তিনি সেন্সার বোর্ডের কাছে পারমিশন চেয়েছেন। সেখানে তাকে বলে দেওয়া হয়েছে না কোনমতে পারমিশান দেওয়া হবে না। শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ সরকার

তাকে অনুমতি দিয়েছেন। এবং সেখানে তার সেই শুটিং এর কাজ করেছেন। এই ঘটনাগুলি ঘটছে কি উস্কানীতে ঘটছে। কি উদ্দেশ্য তাদের। আজকে যে সারা ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র করতে চাইছেন এটা কি সম্ভব। উদ্দেশ্য একটা উত্তেজনা বাড়িয়ে দাও। ঐ তো যেমন বলেছেন রাম রথ চালিয়ে দাও, আর যখন মাঝে মধ্যে রাম রুটি। রামের সঙ্গে রুটিকে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। এইভাবে ধর্মটাকে রাজনীতিতে মিশিয়ে ফেলার একটা কৌশল। সেই সম্পর্কে আমাদের খুব সচেতন থাকা দরকার। এবং এইগুলি সম্পর্কে যদি সচেতন না থাকি তাহলে ধর্ম নিরপেক্ষতা যাচাই করা খুবই কঠিন হবে। আমি বিশ্বাস করি এবং এখানে মাননীয় সদস্য প্রকাশ দাস যেটা উল্লেখ করেছেন, আমরা আমাদের রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ কার্য্যকলাপ সম্পর্কে এই যে ধর্মীয় মৌলবাদের সাথে মিশে রাজ্যে একটা সাম্রাজ্যবাদীরা আক্রমণ করছে। সংঘটিত করছে সব দিক থেকে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ জাত পাত এইগুলি বিভিন্ন দিক থেকে তারা আক্রমণ সংঘটিত করছে। মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ এই সবগুলিকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নতাবাদি শ্লোগানটা তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এক দিকে ধর্মান্তর সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নতাবাদ পাশাপাশি সম্রাজ্যবাদীদের এই আক্রমণ ভারতবর্ষকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য এই চক্রান্ত। উত্তর ত্রিপুরার পাবিয়াছড়ায় গত নির্বাচনে পত্রপত্রিকায় দেখলাম যে পুলিশ অভিযান চালিয়ে কিছু গুলাবারুদ এবং নামা জিনিষপত্র পাওয়া গেছে তাদের কাছে। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলকে অথবা কোন উগ্রপন্থী দলকে উস্কে দেওয়ার জন্য কোন কোন ধর্মীয় মৌলবাদীরা বা ধর্মীয় প্রচারকরা জড়িত আছে। জঘন্য ঘটনা সংগঠিত করছে। তবে এটাও ঠিক বিচ্ছিন্নবাদী যারা তাঁদের কোন অংশ হয়ত ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাতে মসকারা দিচ্ছে। ভারতবর্ষকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাখার জন্য এবং আমাদের এই ছোট্ট রাজ্য ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ রাজ্য এখানে জাত-পাত ধর্ম বর্ণ সম্পর্কে খুবই সচেতন থাকা দরকার। এখন পর্যান্ত ভারতবর্ষে কোন আইন নেই যে, ধর্মান্তর করাকে রোখার জন্য। কিন্তু যদি সেখানে কোন ধর্মীয় লোক বা সম্প্রদায়কে প্রলোভন বা জোর জবরদস্তি করে ধর্মান্তর করে বা করতে চেষ্টা করে কোন ধর্মীয় মৌলবাদ বা বিচ্ছিন্নতাবাদ তাহলে সেখানে অবশ্যই জোর জবরদস্তি বা প্রলোভন দেখানোর জন্য আইনী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এবং এই হাউস থেকে আবেদন রাখা উচিৎ ধর্মীয় মৌলবাদিদের বিরুদ্ধে। সত্যিকারের ধর্ম নিরপেক্ষ করে আবেদন রাখা উচিৎ। সত্যিকারের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আমরা যাহাতে এক হতে পারি। এই বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রাইভেট মেম্বোর রিজোলিওশান এনেছেন তার উপর আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে

আমাদের দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আমরা যে কোন ধর্মের লোকেই হোক না কেন প্রথমেই কনডেম করতে হবে বাবরি মসজিদের ঘটনা। উড়িষ্যার খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচারের ঘটনা, সাথে সাথে কনডেম করতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে গড়িয়া এবং স্বরস্বতী পূজা বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা। এখানে আমি কোন ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করতে যাচ্ছি না। ধর্মনিরপেক্ষতার সার্থেই এইগুলি কনডেম। করে আলোচনা শুরু করতে হবে। এখন আমাদেরও যাতে কোন ভুল না হয় সেই জন্য বলা দরকার প্রলোভন, অভিসন্ধি ছাড়া শুধু মাত্র মানুষের বিবেকের উপরে ধর্মান্তরকরণে কোন রকম আপত্তি থাকতে পারে না। কেন না ধর্মাচরণ একেবারেই ব্যাক্তিগত, স্বাধীন বিষয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খুব সম্ভবত গতকাল একটা প্রশ্নের উত্তরে শুনেছিলাম যে ভারতবর্ষের প্রচলিত আইনের ধর্মান্তর বোঝার কোন আইন নেই। এটা ঠিক। সাথে সাথে যারা প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তকরণে দীক্ষিত হয়। এটা এই না তো যে আমার ধর্মে দীক্ষিত হলে বেলুড়মঠ নিয়ে যাব। আমার ধর্মে দীক্ষিত হলে রাজস্থানে নিয়ে যাব। এটা তো প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তকরন করা হলো। সেই জন্য আরটিক্যাল ২৫ (১) বলা আছে সাব জেক্ট টু পাবলিক অর্ডার মরালিটি এ্যাণ্ড হেলথ এ্যাণ্ড টু দ্যা আদার প্রভিশান অব দিজ পার্ট অল পার্সন আর ইকুয়েলি এনটাইটেল টু ফ্রিডম অব কনসিয়েন্স এ্যাণ্ড দ্যা রাইট ফ্রিলি টু প্রপেস প্রেক্টিস এ্যাণ্ড প্রপাগেণ্ড রিলিজিয়াস। সাথে সাথে ২৬(, আরটিক্যাল বলছে নাথিং ইন দিস আরটিক্যাল সেলআ্যাফেক্ট দ্যা অপারেশন এনি এগজিসটিং ল অর প্রিভেন্ট দ্যা স্টেট ফ্রম মেকিং এনিল রেগুলেটিং অব রেসটিকটিং এনি ইকনিমিক, ফিনান্সসিয়াল পলিটিক্যাল অব আদার সেকুলার একটিভিটি হুইচ মেভি এসোসিয়েটেট উইথ রিলিজিয়াম প্রেকটিজ। রেগুলেটিং অর রেসটিকটিং এনি ইকনিমিক ফিনান্সসিয়াল পলিটিকেল অর আদার সেকুলার একটিভিটি হুইচ মেভি এসোসিয়েটেড উইথ দ্যা রিলিজিয়াস প্রেকটিস। যদি আমি থ্রেট দেয় বা অন্য ভাবে প্রলোভন করে তাহলে পরিস্কার আইন এখানে কনকারেন্স লিষ্ট রাজ্য করতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারে এবং একরজিংলি উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান সহ সম্প্রতি এই রাজ্যগুলোতে নিজস্ব রাজ্যের আইন প্রনয়ন করছে এবং সেখানে প্রভিশন আছে যদি কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে থাকে তাহলে তাকে এফিডেভিট দিতে হয় ডি এমের কাছে যে আমি অন্য ধর্মে ধমান্তরিত হব। সেখানে এফিডেভিট দেওয়ার পর ডি, এম রেজিষ্ট্রি মেনটেইন করে এবং পরবর্তী সময় ইনকোয়ারী করে যে এই লোকটা যে ধর্মান্তরিত হচ্ছে সেকি প্রলোভন পেয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। সে জন্য প্রভিশন ইজ দেয়ার যদি দেখে সে নিজের বিবেকের ফলেই ধর্মান্তরিত হচ্ছে তাহলে কোন রকম আপত্তি নেই। না হলে এটা আটকে দেয়। এবং সরকার ওখানে একটা চেক আছে। যদি আমাদের রাজ্যে যদি এই রকম সুযোগ থাকে তাহলে করুন। স্যার, ভাসা ভাসা করতে গেলে কোন লাভ হবে না। প্রথম প্রশ্ন হলো স্যার, একটা বিশেষ সম্প্রদায় স্কুল গুলো কেমন করে ভাল চলছে। তাহলে তাদের বুঝা যায় বুদ্ধি আছে। তাহলে হওয়াট ইজ দ্যা

ডিফেন্স মেকানিজম তারা যাতে এটাক না হয় এই পথটা রাজ্য সরকার গ্রহণ করছে না কেন। তাহলে ডিফেন্স মেকানিজমটা ভাল। কেমন করে তারা প্রতিরক্ষা করছে। সেটা ফলো করুন। কি করে তার প্রতিরক্ষা করছে। আমি এইরকম শুনি যে কারোর ধর্মান্তরিত হলে প্রথমে শিলং তার পরে লণ্ডনের কথা কয়! কিন্তু এটা যদি হয়, ইট ইজ্ ফেকট্, যদি সত্য হয় তাহলে বলুন তো ভয়ের কি এটা হচ্ছে. এটা ও প্রশ্ন, এই বিভেদটা থাকার ব্যাপার আছে স্যার, রাজ্য যেমন বৌদ্ধ, ইসলাম এবং খ্রীষ্টান এই ৩ টা ধর্মে কাস্টিজম নেই। কিন্তু স্যার, হিন্দু ধর্মে কাস্টিজম আছে স্যার, যদি এস. সি-রা মুসলিম হয়ে যায়, তাহলে তারা সেই কাষ্টে থাকবেনা, তার পরে তার ছেলে মেয়ের জন্ম হলে তারা এস. সির সুযোগ সুবিধা পাবে না। এরা আবার বৌদ্ধ হলে এস. সি-র বেনিফিটটা পাবেনা। খৃষ্টাদেরও আবার এই অবস্থা। সুতরাং বি এলাট রাজ্য সরকার সাইলেন্স, ক্যাকটরস হয়ে থাকতে পারবে না, আমার এখানে প্রশ্ন হল স্যার, শিক্ষা সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীদের ক্ষেত্রে অনেকে অর্থনৈতিক বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার প্রলোভনে নিরাপত্তার অভাবেও ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এখন একটা জিনিষ স্যার শরৎ সাহিত্য একটা বই, আমার কথা হল নেপাল থেকে কিছু আসছে কি না যদি এসে থাকে তাহলে তারা কোন দিক দিয়ে আসে। ইউরোপ এ যখন ভাস্কোদাগামা, বা অন্যরা যখন দেশ আবিষ্কারে নামল তখন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সোনা সংগ্রহ করা। এই সোনা সংগ্রহ তের থেকে চৌদ্দ শতকে, পনের শতকে তখন ভারতের টারগেট্। এই দেশ এ টার্গেটটা কেন, এই দেশের অনেক গল্প শুনেছি এখানে পাওয়া যাবে। যখন আসল তখন দেখলাম পালতোলা নৌকাতে আসল, আবার এই সব নৌকার ভিতরে অস্ত্র। তে এটার লক্ষনটাতো বেশী ভাল লাগছে না। নেপাল থেকেও কি অস্ত্র আসে যেকোন সম্প্রদায়ের হউক না কেন, এখানে শরৎচন্দ্র একটা কথা বলেছে, কোনটা সত্য এটা শাখা বাবু ও মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বলতে পারবেন। এইটা কেন বলল? শরৎ সাহিত্য সমগ্র পথের দাবী উপন্যাসে এই সমুদ্র পার হয়ে ইউরোপ থেকে যখন প্রথম এসেছিল তখন চিন্তা করেছিল কেবল জাপান, তাই আজ তার এত সৌভাগ্য, সেই এখন ইউরোপ এর সমকক্ষ। কিন্তু চিনতে পারেনি ভারত ও চীন। বলছে তখন জাপান স্পেন এর এক নাবিক কে জিজ্ঞাসা করে এত রাজ্য তোমাদের কি করে হল? নাবিক বললেন অতি সহজে সেই দেশ আত্মসাৎ করতে চাই। সেখানে যাই প্রথমে চাই মাল তার পরে দেশের রাজা থেকে ব্যবসার জন্য চেয়ে নেই একটু জমি, তারপর আমি মিশনারি তার মত না করে খৃষ্টান তার বেশী করে সেই দেশের ধর্মকে গালিগালাজ। আমার কথা না স্যার, লোকে হঠাৎ করে উঠে দু একটাকে মেরে তখন আসে কামান বন্দুক, আসে আমাদের সৈন্য সামন্ত, আমাদের সভ্য দেশের মানুষ অসভ্য দেশের থেকে যে কত শ্রেষ্ঠ জাপান বলল, প্রভু আপনারা তাহেলে শুধু গা

তুলুন আমাদের আর কোন কাজ নেই, এই বলে তাদের বিদায় দিতে নিজেদের দেশের মধ্যে আইন জারি করে দিল, চন্দ্র, সূর্য্য যতদিন উদয় হবে ততদিন খৃষ্টান যাতে আমাদের দেশে পা না দেয়, দিলে প্রাণ দণ্ড। এটা আমি একমত না। কিন্তু এটা বলল কেন, কিন্তু আমার কথা হল যে দেখতে হবে যে কেন ধর্মকে আমরা বড় করে ধর্মান্তরিত করছি না। এটা প্রচণ্ড অপরাধ, হ্যা রামকৃষ্ণ মিশনের তারা আবার যেতে চায় না, তাদের ভয় লাগে, ভয় লাগলে হবে না। সবার কাজ করবার জন্য সবার যেতে হবে। আমার বক্তব্য হল ডিফেন্স মেকানিজম্ ছাড়া মিশনারী তাদেরটা ভালো, তাহলে সরকার তাদের টা কলো করুক। আমার আলোচনার মূল অংশ গ্রহণের কথাটা হল আমরা যে জাতিতে থাকিনা কেন, আমরা যে জাতিতে অবলম্বিত হই না কেন আমাদের অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে। সেই জন্যই ঐ ৩টি বাবরী মসজিদ, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, সব গুলি চিন্তা করতে হবে। আমি একটা কণ্ডেম করব বাকি গুলি সেইভ করব, তাহলে তো স্যার, প্রতিনিধিত্ব করা যাবে না।

সরকার সাইলেন্স স্পেকটেটর হয়ে থাকতে পারে না। আমাদের হিন্দুধর্মের অনেক বাড়াবাড়ি আছে এইগুলি আমরা প্রচণ্ডভাবে কণ্ডেম করি। শুধু আমার ধর্মে ধর্মান্তরিত যারা আছেন তারাও কণ্ডেম করা উচিত সুতরাং আমি অনুরোধ করব এটা বড় সেনসেটিভ কিন্তু বলা ও দরকার সেই জন্য হাউস সিদ্ধান্ত নিবে, উদ্বেগ প্রকাশ করবেন যদি সত্য হয়। না সেই জন্য চিন্তার বিষয়। আমরা তো অন্য জিনিস প্রচণ্ডভাবে কণ্ডম করি। এখানে গড়িয়া পুজার হুমকি দিল তা তো চুপ করে থাকলে চলবে না। এর পেছনে কারা আছে যদি বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল থাকে সেটা ও কণ্ডেম করতে হবে। আবার নেপাল থেকে যদি অস্ত্র আসে সেই ব্যাপারেও আমাদের কণ্ডেম করতে হবে এখন দেখতে হবে অতীতে ইংরেজরা কি উদ্দেশ্যে এসে ছিল সেই উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয়, তাহলে আমরা কণ্ডেম করব আর যদি উদ্দেশ্য ভাল হয় তাহলে কোন আমার আপত্তি থাকবে না। আর যদি কেউ মনের আবেগে ধর্মান্তরিত হয়ে তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে স্টেনগান লাগিয়ে যদি ধর্মান্তরিত করে তাতে আমার প্রচণ্ড আপত্তি আছে। সেখানে সরকারের ভূমিকা নিতে হবে। কারণ ধর্মের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি নিজেও একবার বুদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নিতে চেয়েছিলাম, খৃষ্টান ধর্ম নিতে চেয়েছিলাম। কারণ কারণ মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই সব শ্রদ্ধা ভাজন ব্যক্তিদের কথা বলে লাভ নেই। আমার মনে হয় এটা করলে মনে হয় লণ্ডন যেতে পারবে। এই রকম লোভ হলে চলবে না। কেউ যদি আমাকে লোভ দেখায় চলবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ঘটনার মূল বিষয়টি এটা ও ঠিক আগে আমাদের স্টেটে কোম ধর্মের প্রতি আক্রমণ করা চলবে না। কোন সংগঠনের সঙ্গে, কোন বিদেশী শক্তির যোগ থাকে তাহলে তো এটা সহ্য করা যাবে না। সেই জন্য এই

গুলি খতিয়ে দেখা দরকার। ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে শুধু আমার দোষ দিলে চলবে না। কাজেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের পার্টিকুলার কোন বিষয়ে ব্যাঙক এবং কোন সংগঠন এর কমপ্লেন দিচ্ছ সেটাও দেখতে হবে। তবে এটা গভীর উদ্বেগের বিষয়। পত্রপত্রিকায় যে রকম দেখছি, তবে আজকেও পত্রপত্রিকায় কি জানি এসছে। আবার যেন গণ-আন্দোলনের কমপিটিশন শুরু হয়েছে। ঐ বজরঙ বোধ হয় বলছে আরও দাও ঐ পাহাড় অঞ্চলে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— মাননীয় সদস্য ক্লোজ করুন। আরও দুইটা বিষয় আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ: এটা যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে কিনা? আমরা পাহাড়ে শতকরা ৫০ ভাগ স্কুল খুলব মানে পিটাপিটি লেগে যাক। সুতরাং এখন মূল উদ্দেশ্য জোড় করে কোন ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে কি না? বা প্রলোভন দেখিয়ে করা হচ্ছে কি না। এটা আমাদের দেখে কনডেম করা উচিত। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার:— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য বলছি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, শ্রীপ্রকাশবাবু যে প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন তাকে খানিকটা সংশোধন করে শ্যামাচরণবাবু কেন বিচ্ছিন্নতাবাদকে বাদ দিলেন, এটা আমার কাছে খুবই অস্পষ্ট। কাজেই আমি এই জায়গায়টা বাদ দিয়ে আমি বলতে চাই যে গোলমাল হচ্ছে ধর্ম নিয়ে, ধর্মান্তকরণ নিয়ে ইত্যাদি।

আমাদের দেশের যে জনসংখ্যা তাতে খৃষ্টান আছে ২.২ শতাংশ, মুসলিম আছে ১১.১২ শতাংশ হবে। এই যারা বৌদ্ধিষ্টরা আছেন, শিখরা আছেন, জৈনরা আছেন। এক কথায় আমাদের দেশ বহু ধর্মের দেশ বহু জাতি সত্তার দেশ, বহু ভাষার দেশ, বহু জনসমাজ এবং পরস্পরকে সহ্য করা আমাদের ট্রেডিশান বা সহ্য না করা আমাদের বিরোধিতা। কিন্তু আমরা চাই এই ভারতবর্ষের কোন ধর্ম এখন শাসক গোষ্ঠির ধর্মে যেন পরিণত না হয় অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষ এই হল আজকের ভারতবর্ষের আমাদের সর্বশেষ পরিচয়। আর্য্য, অনার্য্য, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে ধর হাত সবাকার। এখন বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে আমার দুঃখ হয় যেসব হিন্দুরা যীশুর সৌন্দর্য্যকে অনুভব করতে পারছেন না, তার চরিত্রের মহত্বকে অনুভব করতে পারছেননা, আমার দুঃখ সেই সব খৃষ্টানদের জন্য যারা হিন্দুদের মত খৃষ্টের মত যারা জীবন দিয়েছেন। যেমন চৈতন্য দেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করার জন্য এখানে গবেষণা হচ্ছে প্রায় সত্য। তাকে পুরীর মন্দিরে গলা টিপে হত্যা করে মারা হয়েছে। এত বড় শহীদ সেটাকে হিন্দু সেই পৌরহিত তন্ত্র ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কিভাবে তাদেরকে গিলে ফেললেন এটা

বোধ হয় বৃহত্তম কলঙ্ক। এই ঘটনাটা আজকে গবেষনা হচ্ছে। এটাই বোধ হয় বিবেকানন্দ বলেছেন, আমার সেই সমস্ত খৃস্টানের জন্য দুঃখ হয় যারা হিন্দুদের মত মহল আছে, সেই যীশুর মত প্রাণ দিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে চিনতে পারেন না। বিবেকানন্দ আরেকবার বলেছেন যদি বৌদ্ধিষ্ট বিপ্লব এই দেশে না হত তাহলে লক্ষ্য লক্ষ্য নিম্নভাগের নিম্নবর্গের মানুষ যারা উচ্চ বর্ণের অত্যাচারে সেই প্রভাবশালীদের অত্যাচারে নিগৃহিত হয়েছে তাদের মুক্তির জায়গা বলে কিছুই থাকত না। এইভাবে তিনি বৌদ্ধ ধর্মকেও বিশ্লেষণ করেছেন। আর একবার বলেছেন আমাদের মাতৃভূমির জন্য সেটাই হবে একটা জংশন, মিলন ক্ষেত্র। যেখানেই হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম পরস্পরের সঙ্গে পাশাপাশি যুক্ত হয়ে থাকবে। যুক্তিবাদ এবং এর সঙ্গে যুক্ত হবে ইসলামের বডি মানে মুসলিমদের কাজ করার মত যে ক্ষমতা বডি এবং মাইণ্ডকে যদি যুক্ত করা যায় এটা হল আওয়ার হোপ্স এবং সেখানে এই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করতে চাই যে মৌলবাদের প্রসঙ্গটা আছে তখন মৌলবাদের মোট যে সমস্ত তাত্ত্বিক গবেষণাগার বা ট্রেডিশন্যাল জায়গাটা সেখানে মূল কথাটা একটু উল্লেখ করতে চাই। এই জন্য এখানে বলছে মুসলিম আর হিন্দুদের বেদান্তের যে মনন এবং এখানে বলছে মুসলিম আর হিন্দুদের বেদান্তের যে-মনন এবং ইসলামদের ভারতবর্ষের শাস্ত্র সেখানে বলতে চাই যে মনু সেখানে ঠিকই উল্লেখ করেছেন শুদ্র যে দেশের রাজা অধার্মিক জনসংখ্যায় অধিক পাষণ্ড অধ্যুষিত অধিক মাত্রায় কিংবা চণ্ডালাদি অন্ত্যজ ব্যাক্তি বর্গ কর্তৃক উপযুক্ত সেই দেশে বাস করবেন না। চণ্ডাল ও নাস্তিক যারা বেদ, বেদের মুমূর্ষতা বিশ্বাস করে না। এই হল তার মূল উৎস। এই থেকেই মৌলবাদ এসেছে। আর একটা জায়গায় এসে বিবেকানন্দ বলেছেন যদি মুসলিমরা ভারত জয় না করত তাহলে আমাদের মুক্তি যারা হিন্দবর্গের গরীব মানুষ যারা তাদের মুক্তি অনেক দূরে থাকত। সেইজন্যই আমাদের দেশে এক পঞ্চমাংশ মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন অথবা ইসলাম মানুষের মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে সে বার্তা প্রথম বার্তা হল সাম্যবাদ। সেখানে একটাই ধর্ম দ্যাট ইজ প্রেমিক সেখানে ধর্ম লাভ। সেই জাতির কোন আলাদা প্রশ্নই নাই। এছাড়া এইভাবে যদি আমরা জিনিসটাকে লক্ষ্য করি তাহলে সহনশীলতা এই দেশটার আজকে যেমন কতগুলি ঘটনা ঘটে গেছে সেই বাবরি মসজিদও ভাঙ্গা হয়েছে। বলা হয়েছে যে মুসলমানরা বহিরাগত এর নিকট যায়। খ্রীষ্টানরাও বহিরাগত এরা বিদেশ থেকে এসেছে। এরা ভয়ঙ্কর, গর্ববোধ। ভারতবর্ষের তিনটি আভ্যন্তরীন এনেই এদেরকে শেষ করে। বিহারে দরিদ্ররা খুন হয়েছেন রণবীর সেনাদের হাতে। আম্বেদকরের গলায় যারা জুতার মালা পড়িয়েছে স্বাধীনতার ৫০ বছরে পাঁচশবার অপমান করা হয়েছে নানাভাবে। তাহলে কি কোন ধর্মের ধর্মান্ধের মূল কাড়াকাড়িটা নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিতে বলছেন? প্রাক ব্রিটিশ যুগে বৃহৎ অংশ ছিল হিন্দু। দ্বিতীয় স্থানে ছিল মুসলিম। এবং এর-বাইরে নিজস্ব গোষ্ঠী সমাজ সেই আদি সমাজ এবং আর্যযুগের দিকে যায় তখন

আমরা সেটা পরিষ্কার করতে পারি। আর্যদের সময়ে যারা বিজীত হয়েছে তারা দাস হয়েছে। তারা বিজীত হয়ে হিন্দু সমাজে যারা ক্ললিং ক্লাস, তাদের মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিছু। আর যারা বিজীত হয়নি কিন্তু বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেছে তারা হয়েছে আদিবাসী। তারা পাথর, গাছ বৃক্ষের পূজা করত। তারা হিন্দু ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আসলে তারা হিন্দু ধর্মের মধ্যেও না। এটাকে নিয়ে আজকে যা প্রচার হয়েছে, এটা ক্রসিং দি ট্রাসেল অব দি হোপস অথবা অপারেশন টু দি ওয়ার্ল্ড। সেই বিংশ শতাব্দীর শেষ শতকে যীশুর মতবাদ প্রচারের শেষ দশকে এবং ২০০০ সালে যীশুকে তারা একান্ন শতাংশ জনগণের একটা চাই তারা বিশ্ব উপহার দেবে। যেখানে এশিয়া ও ইউরোপ বেশীর ভাগ মানুষ খ্রীষ্টান ধর্মেও দীক্ষিত হবে। এবং এশিয়া আফ্রিকায় গাছ ও পাথরের পূজারীরাই খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত হবে। এই নিয়ে অবশেষে কথা বলা হয়েছে যে, এই দুই হাজার সাল আমাদের বিশ্বজয়ের সাল, ধর্মবিজয়ের সাল। এই কথাগুলি থেকে আজকে এই যে ধর্মবিরুদ্ধ, ধর্মান্তকরণের বিরোধিতা এখানে। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, আমাদের সংবিধান-এর মত প্রচারে সেই ২৫ নম্বর ধারায় সকল মানুষের এক বিশ্বাসের ধর্মচর্চা করা, পালন করা এবং প্রচার করা অধিকার এবং স্বাধীনতা আছে। সুপ্রীমকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে সংবিধান ২৫ নং-এ তারা প্রচারের অধিকার, ধর্মান্তর ধর্মান্তকরণের অধিকার নেই। বলা হয়েছে যাতে প্রত্যেকে ধর্ম প্রচার করতে পারেন, ধর্মপালন করতে পারেন। ধর্ম প্রচার করার জন্য বা ধর্মান্তর করণের জন্য যাতে কারও ধর্ম বিশ্বাসে বল প্রয়োগ করা হয়, জোর করা হয়। এবং তাকে যদি ক্যাপচার করা হয় সেটা অনৈতিক এবং বে-আইনী। সেই দিক থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে অসুর-এর আমলে সারা ভারতবর্ষ মোট জনগোষ্ঠী জনভিত্তিক হয়েছিল। আবার বুদ্ধ এবং গুপ্তের রাজত্বের সময়ে সেই হাজার হাজার বুদ্ধের সন্তানদের খুন করা হয়েছিল। এদের আবার পূর্ণধর্মাস্তিককরণ করা হয়েছে এবং সেখানে শুদ্ধীকরণ-এর ব্যাপার হয়েছে। মুসলমানদের আমলে গুজরাটে বহু হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। সেখানে আজকের মত এই বিরোধিতা ছিল না। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে গুজরাটে পর পর খৃষ্টানদের উপর ১৯৯৭ সালে আঠার আক্রমণ এবং ৯৮ সালে ৩৮ বার আক্রমণ করা হয়েছে। সেই স্টেইনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। যে নাকি আদিবাসীদের পার্বত্য এলাকায় কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা করেন। এবং মহম্মদ রহমান নামে মুসলিম ব্যবসায়ীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। মিঃ রহমান নামে এক মুসলিম ব্যবসায়ীকে পুড়িয়ে মারল। দ্বারা সিং, যিনি এই ঘটনার নায়ককে জাতীয় হিরোর মর্য্যাদা দেওয়া হচ্ছে। তাকে হিন্দু ধর্মের অবতার হিসাবে তুলে দাঁড় করান হচ্ছে। এখন ভারতবর্ষের নাম হবে, হিন্দুস্থান। ভারত মহাসাগরের নাম হবে, হিন্দু মহাসাগর। সব নাম পাল্টাতে হবে। স্যার, খৃষ্টানের মধ্যেও মৌলবাদ আছে। ইভ-আদমকে জ্ঞান বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়েছিল। নারীকে সেখানে নরকের দরজা বলছে। খৃষ্টের মধ্যেও মৌলবাদ প্রখর।

আর ৭০০ বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি থাকা সত্বেও মুসলিমকে ভারতীয়রা গ্রহণ করতে পারল না। যে বেদের কথা বলা হয়ে থাকে বার বার। সেই বেদেও বলা আছে, গরু বলি দেওয়ার কথা, গো মাংস ভক্ষণের কথা। কিন্তু এখানে বলা হয়, যারা গরুর দুধ খায় তারা শ্রেষ্ঠ হিন্দু। আর যারা গরুর মাংস ভক্ষণ করে তারা নিকৃষ্ট মুসলমান। এই জায়গায় দাঁড়িয়েই আমরা চাইছি, ধর্মনিরপেক্ষতা। আজকে গড়িয়াপূজা বন্ধ করে দেবার কথা হচ্ছে, সরস্বতী পূজা বন্ধ করে দেবার কথা হচ্ছে। পুরুলিয়ায় কারা অস্ত্র বর্ষণ করছে? ধর্মের নামে রাষ্ট্র ভাগাভাগি করার কথা চলছে। কাশ্মীরে মৌলবাদীরা নিজেরা মুসিলিমকে মসজিদে পুড়িয়ে গণ্ডগোল করার চেষ্টা করছে। কিংবা শিখরা স্বর্ণমন্দির পুড়িয়ে শিখদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধানোর চেষ্টা করে। এইগুলি ঘটনা হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও তা চলছে কাজেই ক্রমশঃ আমরা ভাগ হয়ে যাচ্ছি। আমরা ভাগ হয়ে যাচ্ছি, আন্তরিকতায়, আমরা ভাগ হয়ে যাচ্ছি, ভালবাসায়। আমরা ভাগ হয়ে যাচ্ছি, ভালবাসায়। আমরা ভাগ হয়ে যাচ্ছি, ভ্রাতৃত্ববোধে, আমরা ভাগ হয়ে যাচ্ছি, মনুষ্যহীনতায়। সেই জায়গায় আমরা আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি বন্ধ করতে পারি ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে। সেই জায়গায় আমাদের এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। কাজে কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য প্রকাশ দাসের স্পীচকে গ্রহণ করলাম। শ্যামাচরণ বাবু কেন আবার বিচ্ছিন্নতাবাদীর দলে বুঝতে পারলাম না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেবো, এবং পরে মূল প্রস্তাবটি ভোটে দেব।

শ্রীরতন লাল নাথ :— উদ্দেশ্য যখন এক, তখন একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ হলেই ভাল হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** আমার মনে হয়, শ্যামাচরণ বাবুর সংশোধনীর মূল বিষয় হচ্ছে, সেকুলারাইজম। তাই নয় কি ?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— বিচ্ছিন্নতাবাদ কথাটি আমি ইচ্ছে করেই বাদ দিই নি। বাদ দিলে আপত্তির কিছু থাকবে না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** ঠিক আছে, আমি এইভাবে প্রস্তাবটি আনছি। দেখুন তো হয় কিনা ? যেহেতু আমাদের মূল বিষয়ই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা, তাহলে এরকম হতে পারে :—

"দেশের বিভিন্ন অংশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যক্ষ সংশ্রবে ভয় ও হুমকির মুখে স্থানে স্থানে ধর্মান্তকরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম মৌলিক আদর্শকে সুরক্ষা এবং শান্তি শৃঙ্খলা সম্প্রীতি রক্ষার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে শীঘ্রই যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।"

শ্রীজওহর সাহা :— আবার এখানে মাননীর মুখ্যমন্ত্রী পড়ুন। আমার মনে হয় ঠিকই আছে। এতে কোন আপত্তির কিছু নেই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, প্রস্তাবটা হলো—"দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়ি তাণ্ডবের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যক্ষ সংশ্রবে ভয় ও হুমকির মুখে স্থানে স্থানে ধর্মান্তকরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম মৌলিক আদর্শকে সুরক্ষা এবং শান্তি শৃংখলা সম্প্রীতি রক্ষার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে শীঘ্রই যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— লীডার অব দ্যা হাউস যে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করলেন এটা সর্ব সম্মত ভাবে গৃহীত হলো। ২য় রিজলিউশানটি এসেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভার উপস্থাপন করার জন্য আমাদের হাতে আর সময় বেশী নেই। এখন পাঁচটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। সুতরাং শুধু মাত্র প্রস্তাবক এবং মন্ত্রী মহোদয় যদি বলেন তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি যদি হাউসের কোন আপত্তি না থাকে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— স্যার, আমার প্রস্তাবটি হলো—"এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, জাতীয় সংহতির স্বার্থে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্নে অন্যতম বাধা সন্ত্রাসবাদী সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করে এই সমস্যা নিরসনে কেন্দ্রীয় সরকার কার্য্যকরী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক"।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা : স্যার, আগামীকাল শেষ বেলায় তো বেশী বিজনেস নেই। সুতরাং এখন যদি দুইটা প্রস্তাবই মুভ করে রাখা হয় তাহলে আগামীকাল আমরা আলোচনা করতে পারি। দুইটা প্রস্তাবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই দুইটা প্রস্তাবই এখানে আলোচনা হওয়া উচিৎ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা সবাই যদি এগ্রি করি তাহলে আরও এক ঘন্টা সময় বাড়িয়ে দুইটা আলোচনাই আমরা শেষ করতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— লীডার অব দ্যা হাউস যেহেতু বলেছেন তাই আমরা এক ঘন্টা সময় বাড়িয়ে আমরা দুটো আলোচনাই শেষ করতে পারি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— যেহেতু আগামীকাল বিজনেস বেশ নেই তাই আমি বলছিলাম আগামীকাল আলোচনা করা যেতে পারে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— হাউস যদি এগ্রি করে তাহলে আমর কোন আপত্তি নেই। সময়টা এডজাষ্ট করে নিতে পারলে আগামীকাল আলোচনা হোক না। তবে দুটো প্রস্তাবই আজকে মুভ করে রাখতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহোদয়কে উনার রিজলিউশানটি সভায় উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, আমার রিজলিউশানটি হলো—"The age limit for unemployed job-seekers of all categories from Tripura and other N. E. States should be relaxed by five more years for all jobs in Central Govt, Public Sector undertakings, Banks, Corporations etc. in view of serious unemployment problem in this backward region".

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা এর মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন তাদের এই দুটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান আগামী কাল শেষের দিকে আলোচনা হবে।

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER

শ্রীরতন লাল নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় চীফ মিনিষ্টার আজকে একটা ষ্টাটমেন্ট দেবেন বলেছিলেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় চীফ মিনিষ্টারের ষ্টাটমেন্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাউস চলবে।

শ্রীজহর সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্ট্যাটমেন্ট শেষ হওয়ার পর আমরা যদি কিছু আলোচনা করতে চাই তাহলে তো আমাদের কিছু সময় দিতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, আর সময় বাড়ানো যাবে না। কিছু বললে আগামী কাল বলবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি ষ্ট্যাটমেন্টের পর কোন আলোচনা হয় না।

গত ৮.৭.২০০০ ইং সন্ধ্যা ৫টা ৪০ মিনিটে জনৈক গৌতম দত্ত পিতা মৃত ফণী ভূষণ দত্ত বং.স ৩২ সাংগঙ্গাগতিপুর (মণিপুরী চৌমুহনী) থানায় আসিয়া এই মর্মে লিখিত অভিযোগ করেন যে ঐ দিন সকাল ৯টা হইতে ১০ টার মধ্যে জনৈক প্রবীর দেব পিতা শ্রীচুনীলাল দেব সাং গঙ্গাগতিপুর (মনিপুরী চৌমুহনী) থানা সিধাই, অভিযোগকারীর ৬ বৎসর বয়স্ক কন্যা শ্রীমতি (নাবালিকা) গোপা দত্তকে অভিযোগকারীর বাড়ী হইতে মনিপুরী চৌমুহনী-স্থিত নিজস্ব বেকারীর মধ্যে নিয়ে যায় এবং সেখানে মেয়েটির উপর পাশবিক অত্যাচার করে। মেয়ের চিৎকার শুনিয়া মেয়েটির মা দোকানে গিয়া দেখেন যে তাহার কন্যাকে ধর্ষন করা হইয়াছে। আহত মেয়েটিকে (গোপা দত্ত) প্রথমে মোহনপুর হাসপাতালে এবং সেখান হইতে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বাবু আই, জি, এম হাসপাতালে নাবালিকা গোপাকে রেফার করেন এবং গোপা দত্ত আই, জি, এম হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়।

এই অভিযোগ মূলে সিধাই থানাতে ৩৬/২০০০ নং মোকদ্দমা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৬ ধারায় গ্রহণ করা হয়।

তদন্ত কালে জিজ্ঞাসাবাদে মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার বাবু জানান যে, ঐ দিন প্রথম বেলাতে যৌন অত্যাচারের অভিযোগ সহ জনৈক গোপা দত্তকে (৬) হাসপাতালে আনিলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলাস্থিত আই. জি. এম হাসপাতালে পাঠাতে না হয়।

এখানে প্রকাশ থাকে যে মেয়ের পিতা (বাদী) বা অন্য কেহ মামলা দায়ের করার সময় কুমারী গোপা দত্তকে নিয়া থানায় আসে নাই।

তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার ঘটনাস্থলে গিয়া দেখেন যে বাদী এবং বিবাদীর বাড়ী পাশাপাশি অবস্থিত। তদন্তকারী অফিসার আরও জানিতে পারেন যে, গত ৮.৭ ২০০০ ইং তারিখ সকাল ৯টা হইতে ১০ টার মধ্যে বাদীর বাড়ীর গেইট হইতে কুমারী গোপা দত্তকে (৬) বিবাদী প্রবীর দেব ওরফে (প্রভু) পিতা শ্রীচুনীলাল দেব ডাকিয়া তাহার বেকারী ঘরে নিয়া মেয়েটির উপর যৌন অত্যাচার চালায়। গোপা দত্তের (৬) চিৎকারে তাহার মা ঘটনাস্থলে গিয়া মেয়েকে আহত অবস্থায় পায়।

এই বিষয়ে মোকদ্দমা দায়ের হওয়ার পূর্বে পর্যান্ত বাদী বা অন্য কেহই ঘটনা সম্পর্কে সিধাই থানাতে অবহিত করেন নাই।

আসামী প্রবীর দেব (প্রভু) কে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ তার বাড়ী, সম্ভাব্য জায়গায় এমন কি আগরতলাও অভিযান করেন। আসামীকে গ্রেপ্তার করার জন্য এই অভিযানে বাদীর বড় ভাই দীপক দত্ত তদন্তকারী অফিসারের সাথে সারা রাত্র ছিলেন। তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার কুমারী গোপা দত্ত ৬ কে গত ৯.৭ ২০০০ ইং তারিখ আই, জি, এম হাসপাতালে মোকদ্দমার সংশ্রেবে পরীক্ষা এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদে ইহা জানা যায় যে ঘটনার দিন বাদী কার্য্য উপলক্ষে আগরতলায় থাকায় থানায় মোকদ্দমা দায়ের করিতে তাহার দেরী হয়। উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসার তদন্তের বিষয়ে সুপারভাইজ করিতেছেন। আসামীধরার প্রচেষ্টা জারী আছে। এর সাথে যেটা কালকে প্রশ্ন উঠেছিল সি, আই সম্পর্কে তাকে ফর দি টাইম বিংগ, সেখান থেকে উইথড্র করে নেওয়া হয়েছে। সেখানে ডি, আই, জি (রেঞ্জ) থেকে অবিলম্বে তদন্ত করে দ্রুততার সংগে সরকারের কাছে সাবমিট করতে বলা হয়েছে। রিপোর্টে যদি অফিসার দোষী সাব্যস্ত হয়, তার সম্পর্কে নিয়ম অনুযায়ী, আইন অনুযায়ী সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ৮ তারিখে চিকিৎসা হয়েছে আই, জি, এম হাসপাতালে, আমি জনপ্রতিনিধি হিসাবে হাউসে দাঁড়িয়ে বলছি ৮ তারিখে আই, জি, এম হাসপাতালে কোন চিকিৎসা হয় নাই। থানাতে যায় নাই, যেতে দেওয়া হয় নাই। নতুবা একটা রেপ কেইস, ডাক্তারবাবু রেফার করেছে আই, জি, এম-এ। উইদাউট পুলিশ অফিসার সে যেতে পারে না। তার ট্রিটমেন্ট সেদিন হয় নাই। পরের দিন সন্ধ্যার সময় ইলা লোধের বাড়ীতে তার ট্রিটমেন্ট হয়েছে। তাহলে ৮ তারিখে চিকিৎসা হলনা কেন? ডাক্তারবাবু রেফার করেছে। থানায় যেতে দেওয়া হয়নি সারাদিন থেকে। সকালবেলার ঘটনা। থানার থেকে মাত্র এক ফার্লং দূরে মনিপুরী চৌমুহনী। সি, আই, গৌতম এবং শাসক দলীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ফনীভূষণ দেব থানায় যাওয়ার সময় বাঁধার সৃষ্টি করে স্যার এই রিপোর্টটি অসত্য। কেউ বানিয়ে দিয়েছে এই রিপোর্টটি। ৮ তারিখে আই, জি, এম হাসপাতালে কোন চিকিৎসা হয় নাই, পরের দিন সন্ধ্যার সময় ডাঃ ইলা লোধের বাড়ীতে চিকিৎসা হয়েছে। আমি বলার পরে ও, সি এসেছে। পরের দিন সন্ধ্যার সময় পুলিশ অফিসার এসেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী-ত স্টেটমেন্ট দিয়েছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— প্রশ্ন হল এটা অসত্য সংবাদ। ডাক্তারবাবু মোহনপুর থেকে রেফার করে দিয়েছে। বলেছে থানা হয়ে যাও। থানায় যাওয়ার সময় অ্যাম্বুলেন্স বাঁধা দিয়েছে। দেরী-ত হবেই। উইদাউট পুলিশ অফিসার রেপ কেইসের ট্রিটমেন্ট হয় হাসপাতালে? স্বাস্থ্যমন্ত্রী-ত আছেন, তিনি জানেন। আমার বক্তব্য হল যারা বাঁধা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক এফ, আই, আর ১২০ বি ২০১ আই, পি, সি মোতাবেক রেজিষ্ট্রি করতে হবে এবং যে সি, আই গৌতমের ইন্ধনে দেরী করল, সাক্ষী লোপাট করার চেষ্টা করা হয়েছে, ইমমিডিয়েট তার সাসপেনশান চাই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে এনকোয়ারী দেওয়া হয়েছে। অ্যানকোয়ারী রিপোর্ট আসুক। তাতে যে দোষী সাব্যস্ত হবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শাসক দল, বিরোধী দল এই সম্পর্কে আমি এখানে কোন স্টেটমেন্ট বলব না। বিষয়টি যখন তদন্তের মধ্যে আছে, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এর বাইরে কিছু বলতে যাওয়া ঠিক হবে না। আর অভিযোগ থাকতেই পারে, অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টা যথাযথ তদন্ত না করে চট করে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— কতদিন সময় লাগবে?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— খুব দ্রুত হবে। এটা গণ্ডাছড়া না। এটা সদরের পাশাপাশি জায়গা। এটা বেশী সময় লাগবে না।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে যা লিখে দিয়েছে তা পড়ে শুনিয়েছেন। এখানে রতনবাবু বলেছেন এটা রাইট ও হতে পারে আবার রংগ্ ও হতে পারে যে সি, পি, এম পার্টির সমর্থকরা এতে জড়িত। আমি সেই দিকে যেতে চাই না। আমার কথা হল…

(গণ্ডগোল)

আসামীর কোন রকম পার্টির লিডারশীপ হয় না। সৌকার গভর্ণমেন্ট ইস্ ক্যান্স্যারন্ আমরা জানি আইনের দিক থেকে ক্রিমিন্যাল ইস্ এ ক্রিমিন্যাল, তার কোন পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি হয় না। সেই সুবাদে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলব, যেহেতু ম্যাট্যারটা সিরিয়্যাস্, এবং ৮ তাং ঐ মেয়েটার কোন চিকিৎসা হয়নি এটা আমিও জানি। কারণ রতনবাবু যখন ও সি সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন তখন আমিও সেখানে ছিলাম। ও সি সাহেব অনেক রকম কথাবার্তা বলেছেন যেমন, কেন আপনারা মেয়েটাকে নিয়ে আসছেন না, সি আই গৌতমকে আমি দেখে নেব ইত্যাদি। কাজেই এই জিনিষটা জানি বলেই বলছি ৮ তারিখ কোন রকম চিকিৎসা হয়নি, ৯ তারিখ বিকাল বেলা ডা: ইলা লোধের বাড়ীতে তার চিকিৎসা হয়েছে। তো এই যে রিপোর্টটা যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে পড়ে শুনিয়েছেন ইট্ ইস্ টৌটালী ক্যান্ককৃটেড। আমি তাই অনর‍্যাবল্ মিনিস্ট্যারকে রিক্যোয়েস্ট করছি এই সব ঘটনাগুলিকে আমরা কেউইতো সমর্থন করতে পারছি না। এখানে রিপোর্ট'টা হয় কাউকে তাড়াল করার জন্য নয় কাউকে বাঁচানোর জন্য করা হয়েছে। যারা রিপোর্ট'টা লিখেছে তাদের একটা উদ্দেশ্য আছে যে, আমার এই অফিসারটাকে বা আমার এই জিনিষগুলিকে বা এই ক্রিমিন্যালগুলিকে রক্ষা করতে হবে। আমরা তাই অনর‍্যাবল্ লিডার অব্ দা হাউজকে রিক্যোয়েষ্ট করছি, এখানে আমরা একটা পয়েন্ট আপনাকে দিয়েছি যে, ৮ তারিখ ওর চিকিৎসা হয়নি, ৯ তারিখ ওর চিকিৎসা হয়েছে। কাজেই আপনি আরও দুইদিন সময় নিয়ে প্রয়োজন হলে ও সি এবং ডা: ইলা লোধের সঙ্গে কথা বলে প্যার্সন্যালী আরও ভালভাবে তদন্ত করে যদি একটা স্টেইট্ম্যান্ট দিন তো আমার মনে হয় আমরা যারা হাউসে আছি আমরা স্যাটিস্ফাইড হতে পারব।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য যা যা করা দরকার সব করা হবে। প্রকৃত সত্যটাকে জানার জন্য যদি এই বিষয়গুলি জানার দরকার হয়, নিশ্চয়ই জানতে হবে।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— আমাদেরকে জানাবেন তো হাউজে ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— নিশ্চয়ই, অসুবিধা কি, হাউজে যখন একটা প্রশ্ন উঠেছে তো কেন হাউজে জানাবো না।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— থ্যাঙ্ক ইউ।

মি: স্পীকার :— এই সভা ১২ তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPER'S LAID ON THE TABLE.

(Questions and Answers)

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question NO.—2.

Name of Member :— Shri Dipak Kr Roy,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, জাতীয় সড়কে যান চলাচলে কোন গাড়ী বিকল হয়ে পড়লে উগ্রপন্থীর কবলিত এলাকা থেকে সঙ্গে সঙ্গে বিকল গাড়ী মুক্ত করা উদ্দেশ্যে বিগত আর্থিক বৎসরে পরিবহন দপ্তর থেকে একটি ক্রেইন গাড়ী খরিদ করা হয়েছিল ?

২। যদি কেনা হয়ে থাকে তবে এখন পর্যান্ত উক্ত ক্রেইন গাড়ী দিয়ে জাতীয় সড়ক থেকে মালামাল সহ বিকল গাড়ীগুলি উগ্রপন্থীর কবলিত এলাকা থেকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধারের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না ?

৩। না হয়ে থাকিলে তার কারণ ? এবং

৪। কবে নাগাদ জাতীয় সড়ক থেকে মালামাল সহ বিকল গাড়ী উগ্রপন্থীর কবলিত এলাকা থেকে মুক্ত করতে ক্রেইন গাড়ী কাজে গাগানো হবে ?

উত্তর

১। জাতীয় সড়ক থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ী উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিগত ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক বৎসরে পরিবহন দপ্তর একটি ১৬ টনের ক্রেইন ক্রয় করেছে।

২। বর্তমানে ক্রেইন জাতীয় সড়কে বিকল গাড়ী উদ্ধারের কাজ করছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—42.

Name of Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। পেট্রোলের সাশ্রয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে "লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস" দ্বারা চালিত যান চলাচলের ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যে 'মোটর ভেহিক্যালস্ এ্যাক্টের' প্রয়োজনীয় সংশোধনে পরিকল্পনা রয়েছে কি না ?

উত্তর

১। এই রকম কোন পরিকল্পনা বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনায় নাই।

Admitted Starred Question No.—52.

Name of the Member :— Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কুটির শিল্প এবং অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প কারখানার সংখ্যা কত ? এবং

২) উক্ত শিল্প কারখানাগুলিকে সরকার থেকে কি কি ধরণের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় ?

উত্তর

১) রাজ্যে নথীভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার (ssi Uuit) সংখ্যা ২০৮৪টি।

২) রাজ্যে জেলা শিল্প কেন্দ্রে নথীভুক্ত ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা গুলিকে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় :—

রাজ্য সরকারের প্রকল্প :

ক) স্থায়ী বিনিয়োগের উপর ৩০ শতাংশ ভর্তুকী (30% Capital Subsidy).

খ) সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পোদ্যোগীদের পণ্যের উপর ১৫ শতাংশ মূল্য শৈথিল্যের সুযোগ (15% Price Preference).

গ) সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পোদ্যোগীদের অগ্রিম সুরক্ষামূল্য প্রদানে অব্যাহতি (Exemption from earnest mony and Securitye Drposit)

ঘ) স্থানীয় শিল্পোদ্যোগীদের ৫ বছরের জন্য ক্রয়কর রদ্ (Sales Tax excmption—5 years)

ঙ) ঋণের সুদের উপর আংশিক ভর্তুকী (Partial Re—imbursement of Interest Subsidy)

চ) পণ্য মান নির্ণয়ক মুল্যের ভর্তুকী (Re-imbursemnt of Staudard Certification fees/Chargcs)

ছ) রুগ্ন এবং বন্ধ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য আর্থিক সহায়তা (Finantial Assistance to Closd and sick Unit).

জ) শিল্পনগরী এবং গ্রোথ সেন্টারে আগ্রহী শিল্পোদ্যোগীদের স্বল্পভাড়ায় জায়গা এবং শেডঘর প্রদান (Land/Sheds are alloted to Industrial Entreneurs at Industrial Estntes, Growth Centres on nominal rent).

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প

ক) ৯০ শতাংশ পরিবহণ ভর্তুকী পরিকল্পনা (90% Transport Snbsidy Scheme),

খ) স্থায়ী বিনিয়োগ ভর্তুকী (Capital investment Subsidy)

গ) ঋণের সুদের উপর ভর্তুকী (Interest Subsidy).

ঘ) পাঁচ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় শুল্ক রদ (Central Excise Exemption—5 years)

Admitted Starred Question No :— 102.

Name of the Member :— Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

১। প্রশ্ন : — বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত শহর সংলগ্ন বনকর কাঠের সেতুটি পাকা বা লোহার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। উত্তর : — হাঁ, সেতুট পাকা করার পরিকল্পনা আছে।

২। প্রশ্ন : — যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়,

২। উত্তর : — প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের পর প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা গেলেই কাজটি হাতে নেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩। প্রশ্ন : — না থাকিলে তার কারণ কি ?

৩। উত্তর : — ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No.—106.

Name of the Members :— 1. Shri Sudhan Das &

2. Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transpart Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করার জন্য সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে ;

২। সত্য হলে এই রেলপথ বিলোনীয়া শহর হয়ে যাবে কি না ;

৩। ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ এখন পর্যন্ত কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে ; এবং

৪। বর্তমান ২০০০—২০০১ ইং আর্থিক বৎসরে ধর্মনগর থেকে আগরতলা রেলপথের জন্য কত টাকা আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হঁ্যা, ইহা সত্য।

২। হঁ্যা, এই রেলপথ বিলোনীয়া শহর হয়ে সাব্রুম যাবে।

৩। ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত ইতিপূর্বেই রেল চালু হয়েছে। বর্তমানে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেলপথের কাজ (কুমারঘাট মনু এবং আগরতলা জিরানীয়া) তথা মাটি কাটা ব্রীজ নির্মান ইত্যাদি কাজ পুরোদমে চলছে।

৪। বর্তমান ২০০০-২০০১-ইং আর্থিক বৎসরে ধর্মনগর থেকে আগরতলার জন্য কোন টাকা বরাদ্দ হয় নি। তবে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

Admitted Starred / Un-Starred Question No. 110-

Name of the Member : — Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department.

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বিভিন্ন কলকারখানায় রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

২। তার মধ্যে শুধু চা বাগান গুলিতে শ্রমিক সং্যা কত ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে বিভিন্ন কলকারখানায় রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিকের সংখ্যা হল ২৯,০৯০ জন।

২। শুধু চা বাগানের শ্রমিক সংখ্যা হল ১৫ ০১১ জন।

Admitted Starred Question No.—114

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ট্রাইবেল এরিয়ায় এ· ডি. সি· এরিয়া ট্রেন্সপোর্ট কর্পোরেশন নামে নতুন ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন গঠন করার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না;

২। না থাকিলে বিবেচনা করা হবে কি না ?

উত্তর

১। এ রকম কোন প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No :— 120

Name of the Member :— Shri Dipak Kr. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Lobour" Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরীর হার বৃদ্ধি করা হয়েছে কি না ?

২। হয়ে থাকলে কোন কোন শ্রেণীর শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মজুরী বৃদ্ধি কার্যকরী করা হয়েছে ?

৩। কোন কোন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এখনও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি ? এবং

৪। যদি না করা হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ রাজ্যে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এখন পর্য্যন্ত ১১ (এগার) টি তালিকাভুক্ত কর্মসংস্থানের নূন্যতম মজুরী নির্ধারণ ও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

যথা— (১) দোকান ও সংস্থা। (২) রাবার বাগিচা। (৩) পাথর ভাঙ্গা ও চূর্ণ করা। (৪) রাস্তা ও দালান নির্মাণ ও মেরামত। (৫) পেট্রোল পাম্প। (৬) চালের কল। (৭) বিড়ি। (৮) ইট তৈরী। (৯) কৃষি। (১০) চা বাগিচা। (১১) বেসরকারী যান পরিবহণ।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 123.

Name of the Member :— Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. What is the total number of Govt, employees belonging to the Minority community who have been alloted or accommodated in the Govt. quarter ? (Category wise number of Govt. employee) and :

2. Question :— What is the total number of applicant who are in the waiting list ?

ANSWERS

1. Number of Muslim Govt. employees who have been alloted or accommodated in the Govt. quarter is 16 (stxteen) anlp for General/P. W. D. pool.

Categries of Covt. employees and quarters arc as follows :—

Employlopess

Group 'A' — 5 Nos.

Group 'B' — 2 Nos.

Group 'C' — 5 Nos.

Group 'D' — 4 Nos.

TOTAL — 16 Nos.

Quarters.

Type-I — 5 Nos.

Type-II — 4 Nos.

Type-III — 5 Nos.

Type-IV — 1 No.

Type-VI — 1 No.

TOTAL — 16 Nos.

2. Total numbers of applicant who arc in the waiting list are 9 (Nine) only.

Admitted Starred Question No.—126.

Name of the Member :—Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যে উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ কত ?

২। রাজ্য সরকার প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের জন্য কি মূল্য দিচ্ছেন ?

৩। এই গ্যাস কোথায় কোথায় পাওয়া গেছে।

৪। এই এই গ্যাস ব্যবহার করে রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কয়টি স্কীম্ পেশ করেছেন এবং সেগুলি কি কি ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরের এপ্রিল মাসে গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ২৭,৭১৮, ১৮৩ ঘন মিটার।

২। রাজ্য সরকার প্রতি ১ হাজার ঘনমিটার গ্যাসের জন্য ১,৭০০, টাকা মূল্য দিচ্ছেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের বড়মুড়া ও রুখিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সমূহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি ১ হাজার ঘন মিটার গ্যাসের জন্য ৩০০, টাকা ভর্তুকী দিচ্ছে এবং ১,৪০০, টাকার মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

৩। বড়মুড়া, রুখিয়া, আগরতলা ডোম ও কোণাবন গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস পাওয়া গেছে।

৪। রাজ্যে গ্যাস ব্যবহার করে শিল্পস্থাপনের জন্য ২ (দুই) টি প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পগুলো নিম্নরূপ :

ক) ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা,

খ) সেকেন্দ্রাবাদ্ স্থিত M/S. Green view Pewer Project কর্তৃক রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন।

Admitted Starred Question No. 138.

Name of the Member :—Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, নতুন বিধানসভা ভবন তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২। যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ নির্মানের কাজ শুরু হবে এবং কোথায় করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

আগরতলা শহর হতে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ উত্তরে ও আগরতলা বিমান বন্দরের রাস্তা হতে ২০০ মিটার পূর্বদিকে বিগ্রেড্ হেড্কোয়াটারে সেনা কর্তৃপক কর্তৃক খালি করা ৪০ একর জায়গাকে নতুন বিধানসভা ভবন নির্মানের জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No—144.

Name of the Member :— Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা ব্লক হেড কোয়ার্টার থেকে কবে নাগাদ আগরতলা রাজধানী শহরে T.R.T.C. বাস যাতায়াত করবে ?

২। বর্তমানে কতটি ব্লক হেড কোয়ার্টার থেকে T.R.T.C. বাস এর ব্যবস্থা নাই ?

উত্তর

১। কদমতলা ব্লক হেড কোয়ার্টার থেকে রাজধানী শহর আগরতলা পর্যন্ত T.R.T.C. বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। নিম্নলিখিত ব্লক হেড কোয়ার্টারের সাথে T.R.T.C. বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা নাই :—

(১) কদমতলা (২) ছামনু (৩) মোহনপুর (৪) হেজামারা (৫) বক্সনগর (৬) কাঠালিয়া (৭) রাজনগর (৮) কিল্লা (৯) রুপাইছড়ি (১০)মেলাঘর (১১) টাকারজলা (১২) কাকড়াবন।

Admitted Starred Question No.—147

Name of the Member :— Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা নেতাজী রোড হইতে সোনামুড়া ভায়া বড়পাথারী পর্যন্ত ইউনিক ট্রেন্সপোর্ট-এর পরিচালনায় TR-01-1653 এবং TR-01-1737 নম্বর-এর ট্রাকগাড়ীতে কোন মালামাল অবৈধভাবে পাচার করা হয় কি না ? এবং

২। যদি সত্য হয়, তাহলে তাদের বৈধ কোন কাগজপত্র আছে কি না ? এবং

৩। যদি না থাকে তাহলে এই ইউনিক ট্রেন্সপোর্ট-এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। এ রকম কোন তথ্য সরকারের গোচরে আসে নাই।

২। ইউনিক ট্রান্সপোর্টের দু'টি ট্রাক যথাক্রমে TR-01-1653 এবং TR-01-1737 নং পরিবহন দপ্তর থেকে রেজিষ্ট্রেশন করেছেন এবং আগরতলা পৌর পরিষদ থেকে নেতাজী রোডের জায়গায় গাড়ী রাখার জন্য অনুমতি পত্র নিয়েছেন, তবে আইন মোতাবেক ব্যবসার জন্য কোন অনুমতি পত্র তারা পরিবহন দপ্তর থেকে নেয় নি।

৩। পরিবহন দপ্তর থেকে অনুমতি না নেওয়ার জন্য ইউনিক ট্রান্সপোর্টকে কারন দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়েছে।

Admitted Starred Questions No. 149

Name of the Member :— Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will be Hon'ble Minister of Fisheries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে মৎস্য জীবি সমবায়ের সংখ্যা কত ?

২। তার মধ্যে কতটিতে নির্বাচিত বোর্ড এবং কতটিতে মনোনীত বোর্ড কাজ করছে ; এবং

৩। তার মধ্যে কতগুলি সমবায়ের কাজ চালু অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি সহ মোট ১২৯ (একশত উনত্রিশটি) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি আছে।

২। তার মধ্যে ৭৯ (উনআশী)-টিতে নির্বাচিত বোর্ড এবং ১টিতে মনোনীত বোর্ড কাজ করছে।

৩। ১২৯ (একশত উনত্রিশ)-টির মধ্যে ১১৫ (একশত পনের)-টি সমবায়ের কাজ চালু অবস্থায় আছে।

Admitted Starred Question No.—151.

Name of the Member :— Sri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজনগর ব্লকের দঃ শ্রীরামপুর, একিনপুর, ডিমাতলী সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের লোক পি. ডাব্লিও. ডি অফিসে যোগাযোগ করতে হলে ৪০ থেকে ৪৫ কিঃ মিঃ ঘুরে আসতে হয়।

২। যদি সত্য হয় তাহলে জনগণের স্বার্থে P. W. D. অফিস, ব্লক হেড কোয়ার্টারে করা হবে কিনা এবং হলে কবে নাগাদ করা হবে ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। রাজনগরে P. W. D Sectional Office করার কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Questions No. 153

Name, of the Member — Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. H. E. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থ বর্ষে রাজ্যে পানীয় জলের জন্য কতটি ডিপটিউবওয়েল খনন করার পরিকল্পনা আছে,

২। খোয়াই ব্লকের জাম্বুরা পশ্চিম সোনাতোলা, বারবিল এবং উত্তর সিঙ্গিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ডি. টি. ডব্লিও খননের কাজ বর্তমান অর্থবর্ষে আরম্ভ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমান অর্থবর্ষে রাজ্যে পানীয় জলের মোট ৫০টির মত ডিপ টিউবওয়েল খনন করার পরিকল্পনা আছে।

২। জাম্বুরা ও বারবিল এ গভীর নলকূপ খননের কাজ ইতিমধ্যে শেষ করা হয়েছে। পশ্চিম সোনাতোলায় গভীর নলকূপ খননের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং উত্তর সিঙ্গিছড়ায় খনন কার্য্য এই অর্থবর্ষে শেষ করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starcd Question No : — 162.

Name of the Member :— Shri RatanLal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের তুলনায় কত শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা কম দেওয়া হচ্ছে ? এবং বর্তমান অর্থবর্ষে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানের ব্যাপারে কত টাকা বাজেটে বরাদ্ধ রয়েছে এবং

২। ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বছরে নন প্লেন এবং একস্‌পেনডিচার খাতে ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদানে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং সেটা মোট বাজেটের কত শতাংশ,

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের তুলনায় ১৬% কম দেওয়া হচ্ছে (৩৮—২২)। মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়নি।

২। মোট ৮৫১'৫১৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে। প্রকৃত খরচের হিসাব এখনও A G হতে পাওয়া যায় নাই। মোট বাজেটের ৪৫.৪৩%।

Admitted Starred Question No.— 168

Name of the Memder :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জোত ভূমি যদি ৩/৪ বছর পর্য্যন্ত অনাবাদী রাখা হয়, ভূমি. মালিকের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করার আইন আছে কিনা ;

২। শাস্তি বিধান থাকিলে কি কি বিধান আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ আছে।

২। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ এর ১০৬ (১) ধারা মতে যদি কোন ভূমি অন্যূন ১ বৎসর যাবত অকর্ষিত অবস্থায় থাকে তাহা হইলে উক্ত এলাকার কালেক্টর নির্দিষ্ট তদন্তক্রমে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার নিয়মাবলী ১৯৬১-এর ১৩১ (১) উপধারা মতে ৪১ নং ফর্মে উক্ত ভূমি ব্যবহার করার জন্য নোটিশ জারি করিতে পারেন। নোটিশ জারির ৩ মাসের মধ্যে ভায়ত কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে নিয়মাবলী ১৯৬১-এর ১৩৪ ধারা অনুযায়ী কালেক্টর যে ব্যক্তিকে যোগ্য মনে করিবেন সেই ব্যক্তিকে সর্ত সাপেক্ষে ইজারা দিতে পারিবেন।

Admitted Starred Question No.— 170.

Name of the Memders :— Shri Anil Chakma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। নদীর গতির পরিবর্ত্তনের ফলে অনেক জোত ভূমি নদীর পর পারে চলে গেলে ঐ ভূমির প্রকৃত মালিক কে হবে ;

২। এক্ষেত্রে সরকারী আইনে উক্ত ভূমির মালিক কোন কৃষককে দেওয়া হয়ে থাকে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ সালের ১৭ ধারা মতে নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে জোত ভূমি নদীর পর পারে চলে গেলে ঐভূমির প্রকৃত মালিক ত্রিপুরা সরকার।

২। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৮ (২) উপধারা মতে ভূমির দখলকারী ঐ ভূমি পাইবার অধিকারী হইবে। তবে ১৭ ধারা অনুযায়ী এই প্রকার ভূমির বিলির ব্যাপারে ভূমির সিকস্তিহেতু ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে পারা যাইবে।

Admitted Starred Question No :— 171

Name of the Member :— Sri Sudip Roy Barman.

Will theHon'ble Minister-in-charge of the P. H. E. Department be pleased to state :

1. Question — What is the average reach of ground level of water in Tripure,

১। প্রশ্ন — ত্রিপুরা ভূগর্ভস্থ জল গড়ে মাটির কতটুকু নীচে আছে ;

1. Answer — The average ground water level in Tripura for plain & Semi plain areas is about 4 meter below ground level. The Valley wise depth of ground water level are—

a) Agartala Valley — 3.5 to 4 m.
b) Khowai Valley — 3.0 to 4 m.
c) Dharmanagar Valley — 2.5 to 3 m.
d) Kailashahar Velley — 2.5 to 3 m.
e) Kamalpur Velley — 2.5 to 4 m.
f) Kanchanpur Velley — 5 to 10 m.
g) Amarpur Velley — 4 to 6 m.
h) Udaipur-Sabrom Velley — 4 to 6 m.

১। উত্তর — ত্রিপুরার সমতল এবং আংশিক সমতল এলাকায় ভূগর্ভস্থ জল মাটির প্রায় ৪ মিটার নীচে অবস্থিত। উপত্যকা ভিত্তিক গভীর —

ক) আগরতলা উপত্যকা — ৩.৫—৪.০ মিটার
খ) খোয়াই উপত্যকা — ৩.০—৪.০ মিটার
গ) ধর্মনগর উপত্যকা — ২.৫—৩.০ মিটার
ঘ) কৈলাসহর উপত্যকা— ২.৫-৩.০ মিটার
ঙ) কমলপুর উপত্যকা— ২.৫-৪.০ মিটার
চ) কাঞ্চনপুর উপত্যকা— ৫.০-১০.০ মিটার
ছ) অমরপুর উপত্যকা— ৪.৬—৬.০ মিটার
জ) উদয়পুর-সাব্রুম উপত্যকা— ৪.০-৬.০ মিটার

2. Question— Is it a fact that the reach of said Water has increased subsquently for the last ten years ? (year wiste breakup from 1990)

২। প্রশ্ন— ইহা কি সত্য যে গত দশ বছরে ভূগর্ভস্থ জলের গভীরতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ? (১৯৯০ সাল থেকে বর্ষ ভিত্তিক তথ্য)

2 Answer— No. yearwise break up of water level for last ten years is enclosed for hydrograph walls maintained for observation by Central Ground Water Board at Annexure— 'A'

২। উত্তর— না। বর্ষ ভিত্তিক গত দশ বছরের ভূগর্ভস্থ জলের গভীরতার তথ্য যা সেন্ট্রাল ওয়াটার বোর্ড রক্ষণা বেক্ষণ করে তাহা সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হল।

3. Question— What are the Causes for the increase of reach of the ground level of water ? and

৩। প্রশ্ন ভূগর্ভস্থ জলের গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কী ? এবং

3. **Answer— The main causes os deplete of gronnd water are—**

1) Land use Characteristics,

2) Over exploitation.

3) Insufficient re-charge of eround water due to in adequate annual rain fell.

4) Absence of rainfall for consecutive month,

5) Nature of Soil strafa over the aequifers.

6) Thickness and slope of acquifers

7) Grain Size soil distribution in the acquifers.

8) Depth of acquifers below ground level

9) Elevation of acquifers in comparison to the general ground level of the area.

৩। উত্তর— ভূগর্ভস্থ জল নেমে যাওয়ার প্রধান কারণগুলি হল—

ক) ভূমি ব্যবহারের বৈশিষ্ট

খ) অতিমাত্রায় ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন।

গ) কম বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ফলে ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ণবায়ন প্রয়োজন অনুপাতে না হওয়া।

ঘ) পর পর অনেক মাস বৃষ্টিপাত না হলে।

ঙ) জল ধারক স্তরের উপরের মাটির স্তরের চরিত্র।

চ) জল ধারক স্তরের পুরুত্ব এবং নতি।

ছ) জল ধারক স্তরে বালু কনার আকারের বিভাজন।

জ) ভূতল থেকে জলধারক স্তরের গভীরতা।

ঝ) এলাকার ভূতলের সংপেক্ষে জল ধারক স্তরের উচ্চতা।

4. Question— What steps are to be taken immediately to restore the reach of ground level of water from further increasing ?

প্রশ্ন

৪। ভূগর্ভস্থ জলের গভীরতা বৃদ্ধি রুখতে অতি সত্বর কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ?

4. Answer— As the ground water level has not lowered due to good rainfall for re-charging and limited ground water development which is well within the safe limit, the re-charging of ground Water artificially does not arise at this stage. However, in case of foot hills for all the Valleys due to high ground level, the water level decrease considerably during dry season and as a result ground water levels changes varies pre-monsoon to post monsoon. Here re-charge of ground water is required during dry season to have shallow wells feasible for exploitation of ground water by means of storages in foot hills areas.

উত্তর

৪। যেহেতু ভূগর্ভস্থ জলের গভীরতা প্রচুর বৃষ্টিপাতের পুনর্ণবায়ন হওয়ার ফলে নীচে নেমে যায়নি এবং ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারের মাত্রা এখনও নিরাপদ সীমার মধ্যে আছে, সেহেতু, কৃত্রিমভাবে ভূগর্ভস্থ জলের পূনর্ণবায়ন করার দরকার এই মূহুর্তে নেই। যাহা হউক সব উপত্যকার পহাড়ের পাদদেশে ভূতলের উচ্চতা বেশী হওয়ার ফাল খরার সময়ে ভূগর্ভস্থ জলের গভীরতা কমে যায় এর ফলে গভীরতা বৃষ্টির মরশুম ও খরার মরশুমে পার্থক্য হয়ে যায়। এখানে খরার মরশুমে স্যালো টিউব ওয়েল দিয়ে জল তোলার জন্য পাহাড়ের পাদদেশে জলাশয় তৈরী করে ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ণবায়ন করা যেতে পারে।

ANNEXURE— 'A' / (সংযোজনী— 'ক')

DETAILS OF WATER LEVEL IN TRIPURA (mbgl)

Well No.	Year	JAN	APRI	AUG	NOV.
State : Tripura—	District—	North	Tripura	Location—	Kamalpur
78P4D1	1990	2·67	3.74	2.36	N.A.
	1991	N.A.	1.75	1.42	N.A
	1992	N.A.	1.96	4.06	2.08
	1993	2.60	N.A.	2.46	2.65
	1994	2.95	2.14	4.20	N.A
	1995	2.81	2.84	N.A.	1.47
	1996	2.71	1.87	N.A.	N.A.
	1997	N.A.	N.A,	1.97	N.A
	1998	N.A.	3.02	—	2.18
	1999	2.73	3.96	2.39	0.939
State-Tripura	District—	North	Tripura	Location—	Manu
78P4D3	1990	—	N.A.	2.99	N.A.
	1991	5.43	4.99	3.20	3.87
	1992	N.A.	3.70	4.21.	4.28
	1993	4.33	5.04	5.16	4.47
	1994	4.54	3.91	5.12	4.98
	1995	5.52	6.04	N.A.	3.70
	1996	5.51	5.30	N.A.	5.08
	1997	7.22	1 85	3.70	4.79
	1998	5.55	6.15	3.55	4.90
	1999	5.50	6.22	5.37	4.02

Well No.	Year	JAN.	APR.	AUG.	NOV.
State-Tripura,	District—	North Tripura,		Location—ABHANGA	
78P4D4	1990	—	M.A.	1.06	N.A.
	1991	N.A.	1.98	1.09	1.97
	1992	N.A.	1.12	4 17	N.A.
	1993	3.33	2.26	4.27	1.91
	1994	3.28	0.60	2.20	N.A.
	1995	2.27	3.65	N.A.	1.66
	1996	2.15	1.47	N.A.	N.A.
	1997	N.A.	N.A.	0.43	N.A.
	1998	N.A.	2.18	—	2.04
	1999	1.93	2.92	1.14	1.13
State—Tripura	Dist ict—NORTH TRIPURA,			Location—AMBASSA	
75M1D1	1990	0.55	1 66	1 16	1.63
	1991	3.35	1.90	0.78	1.50
	1992	N.A.	2.02	2.20	2.87
	1993	3.34	2.11	3.78	3.29
	1994	3.58	1.77	1.94	2.22
	1995	5.42	4.51	1.60	1.86
	1996	3.24	1.11	N.A	2.35
	1997	4.76	0.57	0.58	1.82
	1998	3 42	2.11	1.16	3.02
	1999	1.23	2.43	1.60	—
State—Tripura,	District—North Tripura,			Location—Kailashahar	
83D3A2	1990	3.98	2.97	1.66	190
	1991	1.58	1.90	0.97	0.80
	1992	N.A.	1.13	2.33	2.24
	1993	2.46	1.94	3.31	2.14
	1994	2.66	0.88	2.16	2.36
	1995	3.92	3.23	0.68	1 66
	1996	N.A.	0.93	N A.	1.82
	1997	3.75	0.81	0.81	N.A.
	1998	N.A.	1.61	—	3,10
	1999	2.61	3.90	1.65	—

State-Tripura,	District—	- North Tripura		Location-	Panisagar
	1990	3.27	2.54	1.20	1.57
	1991	3.12	3.54	2.32	2,18
	1992	N.A.	3.32	3.10	3.13
	1993	3.44	4.43	3.41	3.27
	1994	3.20	3.59	5.16	3.78
	1995	4.05	5.46	1.38	2.35
	1996	3.22	4'91	N.A.	4.32
	1997	5.45	5.42	3.52	4.92
	1998	4.44	6.36	3.70	4.70
	1999	6.05	7.36	4.20	—

State-Tripura,	District—	North Tripura,		Location—Kumarghat.	
	1990	N.A.	N.A.	N.A.	N.A
	1991	N.A,	N.A.	N.A.	N.A.
	1992	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	1993	—	N.A,	—	N.A.
	1994	—	2.26	N.A.	2.39
	1995	—	—	3.18	5.20
	1996	4.13	6.87	N.A.	6.88
	1997	6.95	7.88	7.20	7.74
	1998	7.58	7.67	7.04	7.62
	1999	8.11	8.94	8.56	—

State—Tripura,	District—	South Tripura,		Location—UDAIPUR.	
	1990	2.01	1.96	1.76	1.63
	1991	1.50	2.08	1.16	1.45
	1992	3.64	1.28	1.62	1.65
	1993	2.95	2.38	2.31	1.54
	1994	2.77	—	2.60	1.79
	1995	4.96	1.86	1.02	1.48
	1996	1.66	1.83	N.A.	1.56
	1997	1.80	2.11	0.95	1.58
	1998	2.71	2.37	1.08	2.52
	1999	1.80	1.86	1.94	2.30

State—Tripura,	District—	South Tripura		Location—BELONIA.	
	1990	4.84	3.68	2.40	2.12
	1991	3.42	3.86	1.99	2.95
	1992	3.75	3.8[illegible]	3.22	3.34
	1993	5.56	4.30	5.52	2.95
	1994	5.63	—	4.32	3.43
	1995	3.88	4.54	1.95	3.12
	1996	3.64	3.17	N.A.	3.04
	1997	3.49	3.49	N.A.	N.A.
	1998	—	3.92	—	3.67
	1999	—	— ?	2.74	2.24

State—Tripura,	District—	South Tripura,		Location—GORJEE BAZAR	
	1990	3.84	2.31	2.00	1.81
	1991	2.02	2.56	1.50	1.79
	1992	2.01	6.14	1.84	2.28
	1993	4.44	5.88	4.08	1.83
	1994	4.31	—	5.33	2.98
	1995	6.12	5.82	1.62	2.06
	1996	2.78	2.01	N.A.	1.95
	1997	2.60	2.64	2.62	2.00
	1998	N.A.	2.82	2.70	2.62
	1999	1.97	4.74	2.37	2.13

State—Tripura,	District—	West Tripura,		Location—SIMNA.	
	1990	5.51	4.84	4.57	5.72
	1991	4.52	5.41	4.73	5.15
	1992	5.07	5.50	6.41	4.92
	1993	5.40	6.10	4.83	4.97
	1994	—	5.02	N.A.	5.52
	1995	6.27	6.29	4.41	4.80
	1996	4.96	4.81	N.A	N.A.
	1997	5.45	N.A.	N.A	N.A.
	1998	—	6.3	—	3.31
	1999	—	—	4.56	3.60

State—Tripura, District—West Tripura, Location— KHOWAI

1990	2.29	2.12	2.05	1.76
1991	2.18	1.98	1.80	N.A.
1992	4.02	1.84	2.92	N.A.
1993	—	2.12	0.88	1.03
1994	0,26	0.84	N.A,	1.14
1995	1.23	2.59	N.A.	2.46
1996	2.43	2.76	N.A.	2.34
1997	2.68	2.48	2.18	2.78
1998	3.54	N.A.	2.40	3.20
1999	—	2.79	1.85	2.06

State—Tripura, District—West Tripura, Location—CHAITANTILLA

1990	3.30	3.25	5.29	3.55
1991	2,77	3.55	1.70	0.52
1992	N.A.	3.65	1,89	3.80
1993	5.37	4,53	1,42	2.10
1994	4.47	1,97	4.76	2.55
1995	4,60	N,A,	1.21	1.96
1996	2.60	1.13	0.93	1.35
1997	1.89	4.47	0.30	1.95
1998	2.67	2.72	0.70	2.95
199	2.44	4.88	1.63	1.99

State—TRIPURA, District — WEST TRIPURA, Location — AGARTALA

1990	8,80	7.01	4.73	5.29
1991	8.77	9.65	6,05	4.30
1992	5.18	6.00	2.37	6.26
1993	9.47	6.30	5.72	6.22
1994	7.97	7.33	5.97	7.32
1995	8.70	10,41	3.80	5.87

1996	7.20	5.50	5.49	5.76
1997	9.13	9.95	5.55	6.98
1998	8,81	6,52	5,41	5,90
1999	8.55	10,44	9.66	7,14

State— TRIPURA, District — WEST TRIPURA, Location— MOHANPUR

1990	3.70	1,32	2,78	3.72
1991	6.12	3.80	1,09	1.10
1992	3.27	1.24	1.91	2,85
1993	4.41	2.48	1,13	2.16
1994	—	1.66	N.A,	2.90
1995	3.92	4.06	0.27	0-79
1996	3.49	0.52	2.56	N.A.
1997	3,32	3.20	6.77	2,40
1998	2.88	1.35	—	3.34
1999	3.26	4.35	1.63	2.04

State - Tripura, District - WEST TRIPURA, Location - CHAMPAKNAGAR

1990	3.55	3.80	2·38	3.26
1991	3.27	N.A.	N.A.	N,A
1992	3.48	N.A.	3.22	4.23
1993	5.22	4.28	2.01	2.61
1994	5.52	4.24	2.02	4.86
1995	5.36	5.83	4.13	3,69
1996	3.99	4.50	N.A.	3.12
1997	3,62	5.05	2.80	2.60
1998	3.40	4.90	2.20	3.76
1999	3.77	4.87	4.40	2.95

State - Tripura, District - WEST TRIPURA, Location - KALYANPUR

1990	4.11	5.06	3.40	3.35
1991	4.09	4.08	3.74	3.58
1992	7.19	4.18	6.21	4.97
1993	6.34	5.36	3.68	3.87
1994	7.19	4.11	6.12	4.13
1995	4.38	5.14	N.A.	4.12
1996	4.26	1.47	N.A,	4.08
1997	4.29	4.53	3.84	4.08
1998	4.27	N.A.	4.19	4.35
1999	—	4.92	2.91	3.21

State—Tripura, District—West Tripura, Location—KENANIA

1990	4,48	4.94	3.42	3,41
1991	3.74	5.20	2.41	2.27
1992	4.14	5.10	2.28	4.51
1993	5.68	5.20	2.99	4.25
1994	—	5.25	N,A,	N,A,
1995	5.56	6.25	3.92	4.09
1996	4.81	5.16	4.26	4.20
1997	4.72	5.40	3.33	3.75
1998	4.58	5.55	9.18	3.62
1999	4.47	6.30	4.30	4.62

State—Tripura District—WEST TRIPURA, Location—BISHALGARH

1990	1.97	5.12	3.82	3.97
1991	2.26	4.12	1.17	0.23
1992	2.34	N.A.	N.A.	N.A.
1993	4.33	3.28	2.03	2.33
1994	4.12	1.94	3.51	3.92

1965	4.69	5.72	3.33	2.66
1996	3.83	3.22	3.48	3.66
1997	4.42	4.63	3.28	4.12
1998	4.52	4.42	3.30	3.82
1999	3.45	4 30	4.03	4.11

State— TRIPURA, District—WEST TRIPURA, Location—NALCHAR

1990	3.67	4.05	2.22	2.01
1991	3.04	4.02	1.78	0.49
1992	3.90	4.17	1.85	3.30
1993	4.52	5.13	1.53	2.38
1994	4.84	3.98	3.83	4.12
1995	4.57	5.27	2.63	2.67
1996	3.45	4.22	2.32	3.74
1997	3.07	4.70	1.01	2.77
1998	3.62	5.20	2.02	3.10
1999	3.75	5.22	2.99	3.38

State—Tripura, District—Wets Tripura, Location—SONAMURA

1990	2.51	2.31	17.5	1.76
1991	1.21	2.91	1.13	1.05
1992	N.A.	3.14	1.23	1.92
1993	3.09	3.92	1.26	1.93
1994	2.53	N.A.	3.34	2.16
1995	3.01	4.28	1.34	1.87
1996	2.02	2.13	1.53	1.39
1997	2.18	2.33	1.10	2.05
1998	2.05	2.46	1.05	1.85
1999	2.28	4.35	1.54	1.66

Ground Water Resource Assessment for Tripura State (Provisional)

	Geo area	Area Avl for GwRc	Com Area	N/com Area	Draft Comnd Area	Draft N/com Area	Av Rain Fall	Av Fluc.	Sp Yield-d	Rch CA To/Ri	Rch Due CA	Total Rch N/CA	Total Rch. Gw	Net Anual Need	Total Draft Irg	Alliocation For Dom. Irg.	Net gw. For future Gw dev.	Exine Stage of
	Km	km	ha	ha	ha	ha	mm	m	%	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kadamtala	161.79	160.00	812	15188	111.00	401.60	2536	1.2	10	208.44	31.27	177.17	2224.16	2401.33	512.60	240.133	2050.197	21
Panisagar	241.64	200.00	2570	17430	149.30	291.70		1.0	10	406.30	60.95	345.35	203.70	2380.05	441.00	238.005	1993.045	19
Kumarghat	446.24	250.00	3273	21727	126.40	630.60		1.4	10	584.62	87.69	496.93	3672.38	4169.31	757.00	416.931	3625.979	18
Pecharthal	325.69	200.00	455	19545		114		1.3	10	59.15	8.87	50.28	2655.45	2705.73	114.60	270.573	2435.157	4
Dasda	803.46	138.00	1011	11989	15.60	115.50		1.7	10	187.47	28.12	159.35	2153.63	2312.98	131.10	131.298	2066.082	5
Salyma	384.63	200.00	3552	16448	107.20	484.14	2300	1.3	10	568.96	85.34	483.62	2602.38	3086.00	571.34	308.600	2670.200	19
Manu	343.78	100.00	322	9678	18.50	211.80		1.2	10	57.14	8.57	483.62	1373.16	1421.73	230.73	142.173	1261.057	16
Chha Manu	526.54	150.00	916	14084	23.40	33.20		1.1	10	124.16	18.62	105.54	1582.44	1687.98	56.60	163.798	1495.782	3
D.Nagar	598.22	90.00	426	8574	5.40	71.9.0		1.3	10	60.78	9.12	51.66	1186.52	1238.18	77.30	123.818	1108.962	6
Ambasa	551.12	150.00	820	14180.	-	50.80		1.3	10	106.60	15.99	90.61	1894.20	1984.81	50.80	198.481	1786.329	2
Khowai	148.00	88.00	2050	6830	846.68	323.60	2024	1.3	12	1166.48	25.0	1141.48	1389.08	2530.56	1170.28	253.056	1430.824	46
Tulasikhar	328.00	131.20	176	12944	413.29	122.00		1.5	12	444.97			24551.92	2896.89	535.29	289.689	2193.911	19
Teliamura	547.00	218.80	4613	17267	600.29	673.60		1.2	12	1204.56	66.6	1197.96	3160.01	4357.97	1273.89	435.797	3321.883	29
Mandai	198.00	79.20	326	7558	192.77	171.50		1.5	12	257.93	25.0	232.93	1531.94	1764.87	364.27	176.487	1395.613	21
Jirania	215.00	15050	2878	12172	82401	63970		1.2	12	1238.44	41.6	1196.84	2392.47	3589.31	1463.71	358.931	2406.369	41
Mohanpur	424.00	296.80	2523	27157	851.95	959.20		1.5	12	1306.09	241.9	1064.19	5847.46	6911.65	1811.15	691.115	5368.535	26
Dukli	132.00	66.00	986	5614	148.00	677.50		1.4	12	313.65	66.6	247.05	1620.65	1867.70	825.50	186.770	1532.93	24
Jampui	225.00	90.00	594	8406	151.70	188.10		1.7	12	272.88	25.0	247.88	1902.92	2150.80	339.80	215.080	1784.02	16
Bishalgharh	328.00	229.60	5155	17801	1105.4	1105.4		1.2	12	2269.42	166.5	2102.92	3668.74	5771.66	2631.92	577.166	3667.974	46
Melaghar	488.00	292.80	4235	25045	771.10	771.10		1.1	12	1033.29	116.6	916.69	4077.04	4993.73	1245.37	499.373	4020.087	25
Killa	270.14	130.00	447	12553	55.50	34.70	2101	1.7	10	131.49	19.72	11.77	2168.71	2280.48	90.20	228.048	1996.932	3
Amarpur	649.97	250.00	2554	22446	8.40	438.85		1.3	10	340.42	51.06	289.36	3356.83	3646.19	447.25	364.619	3273.171	12
Matabari	379.14	250.00	4083	20917	910.72	721.10		1.7	10	1604.83	240.72	1364.11	4276.99	5641.10	1631.8	564.110	4166.27	28
Rajnagar	385.72	250.00	2743	22257	262.29	274.66		1.0	10	536.59	80.49	456.10	2500.36	2956.46	536.46	295.646	2398.524	18
Karbuk	184.07	100.00	213	9787	-	52.50		1.7	10	36.21	5.43	30.78	171.29	1747.07	52.50	174.707	1572.363	3
Bagafa	625.08	200.00	2284	17716	438.75	481.13		1.8	10	819.87	127.48	127.48	3670.01	4392.40	919.88	439.240	3514.41	21
Rupaichari	265.28	170.00	314	16686	18.50	165.70		1.5	10	65.60	9.84	9.84	2668.60	2724.36	184.20	372.436	2433.24	7
Satchand	257.76	150.00	1395	13605	334.99	341.56		1.5	10	544.24	81.64	81.64	2382.31	2844.91	676.55	284.491	2225.429	14

Note :
Com. Area : Command area N/Com. Area : Non Command area.

ASSEMBLY PROCEEDINGS (11TH JULY, 2000)

GROUND WATER RESOURCE ASSESSMENT

Block wise no of ground water abstraction structure as on 31.3.99

	Block			GRC	UND	WAT	ER		STR	UC	TU	Re		Total
			Deep T/W	Sallon T/W	Shal-low T/W	Shal-low Pump	Total	RCC	MK II	SAN	HP	Deep T/W		
			Irrg.	FPg	NWg		Draft Irrg.	Draft Irrg.				Doms	Draft Doms	Draft
1	Kadamtala	N	6	-	-	-	111.00	76	269	263	263	17	401.60	512.60
2	Panisagar	O	6	20		103	149.30	210	389	38	388	10	291.70	441.00
3	Kumarghat	R	2	-	19	108	126.40	453	715	315	693	22	630.60	757.00
4	Pecharthal	T	-	-	-	-	-	144	100	162	0	4	114.60	114.60
5	Dasda	H	-	-	-	52	15.60	114	107	375	0	3	115.50	131.10
6	Salema	D	2	-	10	134	107.20	196	671	223	790	21	464.14	571.34
7	Manu	A	1	-	-	-	18.50	240	428	442	160	7	211.80	230.34
8	Chha Manu	L	-	-	-	78	23.40	45	20	175	2	-	33.20	230.30
9	D'Nagar	A	-	-	-	18	5.40	9	200	110	12	2	71.90	56.60
10	Ambassa	I	-	-	-	-	-	67	200	76	31	-	50.80	77.30
11	Khowai	W	3	2114	3	98	846.68	253	353	-	739	10	323.60	50.80
12	Tulashikar	E	-	-	-	-	413.29	230	216	-	314	-	122.00	1170.28
13	Teliamura	S	8	1117	13	274	600.29	233	489	-	841	22	673.60	535.29
14	Mandai	T	3	-	-	99	192.77	459	584	-	1044	37	171.50	1273.89
15	Jirania		5	1223	93	200	824.01	446	441	-	1103	17	639.70	364.27
16	Mohanpur		31	785	8	514	851.95	316	512	-	1027	38	959.20	1463.71
17	Dukli		8	-	1	232	148.00	450	535	-	1430	25	677.50	1811.15
18	Jampuijala		3	260	-	-	151.70	210	225	-	120	4	188.10	825.50
19	Bishalgarh		20	2996	16	-	1105.4	127	299	-	724	32	1105.4	339.80
20	Melaghar		14	371	26	-	771.10	253	296	-	265	3	771.10	2831.92
21	Kilia	S	3	-	-	-	55.50	10	142	98	87	-	34.70	1245.37
22	Amarpur	O	-	-	-	28	8.40	0	392	242	695	23	438.85	90.20
23	Matabari	U	16	1376	13	222	910.72	0	510	300	1000	38	721.10	447.25
24	Rajnagar	T	8	287	-	27	262.29	0	474	382	710	14	274.66	1631.8
25	Karbuk	H	-	-	-	-	-	1	280	165	80	-	52.50	536.95
26	Bagafa		7	505	25	158	438.75	10	490	393	690	25	481.13	52.50
27	Rupaichari		1	-	-	-	18.50	85	228	139	110	5	165.70	919.88
28	Satchand		6	487	14	6	334.99	50	360	351	495	17	341.56	184.88

Source : MI, PHE, (Govt. of Tripura)

Admitted Starred Question NO. 175.

Name of Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P.H.E. Deptt be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ছাওমনু বাজারে পাণীয় জল সরবরাহের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি না,

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত কাজ শুরু করা হবে আশা যায়, এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বর্ষে ছাওমনু এলাকায় একটি Mini Surface Water Treatment Plant নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No—184.

Name of the Member :— Shri Ashok Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Wotks Department be pleased to state:-

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্য এষ্টেট অফিস ছাড়া আর কয়টি সাব-পুল আছে ও সাব-পুলগুলির নাম কি,

২। ডঃ বি, আম্বেদকর হসপিটাল পুল আই, জি, এম পুল এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর পুল অভয়নগর এগ্রি কমপ্লেক্স, এম, বি, টিলা পুল এ বিভিন্ন টাইপ-এর কতটি আবাস আছে এবং উপরোক্ত সাবপুলের অধীনে কোন টাইপের কতটি সরকারী আবাস আছে,

উত্তর

১। এষ্টেট অফিস ছাড়া তার কোন সাব পুল নেই। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পি, ডব্লিউ, ডির নিজস্ব বাসস্থান পি, ডব্লিউ; ডি কন্ট্রোল করে এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের বাসস্থানগুলি নির্মাণ হস্তান্তর করা হয় এবং এই বাসস্থানগুলি তারাই কন্ট্রোল করে।

২। উপরোক্ত পুলের টাইপ এবং কোয়ার্টারের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল,

১। ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর হসপিটাল—৬৬টি

টাইপ — ১ — ৩০টি
টাইপ — ২ — ২৪টি
টাইপ — ৩ — ১২টি

৬৬টি

২। আই, জি, এম পুল ৪৩টি

টাইপ — ১ — ৩২টি
টাইপ — ২ — ১০টি
টাইপ — ৩ — ১টি

৪৩টি

৩। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর— ১৭টি— টাইপ ১—৮টি
টাইপ —২ —৬টি
টাইপ— ৩—২টি
টাইপ — ৪—১টি

১৭টি

৪। অভয়নগর এগ্রি কমপ্লেক্স পুল—নাই
৫। এম, বি, টিলা পুল — ৮টি (নন-টাইপ)

প্রশ্ন

৩। এই সকল পুল ও সাবপুল গুলির অধীনে বসবাসকারীদের হিসাব কিভাবে রক্ষনা বেক্ষন করা হয়,

৪। এই সমস্ত সাবপুলগুলির জেনারেল পুলের আওতায় আনা হবে কিনা ও উপরোক্ত পুলের আবাসিকগণ সরকারী নিয়মে মাসিক ঘড় ভাড়া দিয়ে থাকেন কিনা,

৫। উপরোক্ত সাব পুলগুলি আইনের দ্বারা সরকারী বাসস্থানে বেআইনী দখলকৃত নিবাসীদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে এবং শিক্ষা দপ্তরের অধীনে গান্ধীঘাটে যে লাইব্রেরী আছে সেখানে অবসর প্রাপ্ত কিছু কর্মচারী যে বেআইনীভাবে সরকারী দালানে বসবাস করছেন সে ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিবেন কিনা ?

উত্তর

৩। এই সকল বাসস্থানগুলির বসবাসকারীদের হিসাব সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক রক্ষনাবেক্ষন করা হয়।

৪। সাব পুলগুলি জেনারেল পুলের আওতায় আনার প্রস্তাব আপাতত নেই। এই সব পুলের আবাসে বসবাসকারীদের ঘড় ভাড়া তাদের বেতন থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর আদায় করেন।

৫। উক্ত বাসস্থানে বেআইনী দখলকৃত নিবাসীদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর আইনানুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকেন। গান্ধীঘাট লাইব্রেরীতে বেআইনীভাবে সব-বাসকারীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা দপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনা করছেন।

Admitted Starred Questions No. 188
Name of the Member — Shri Prakash Ch. Das
Will be Hon'ble Minister-in-Charge of Fisheries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বহিঃ রাজ্যে যাদের স্থায়ী ঠিকানা তাঁরা যাতে পুর্বেকার প্রথা তথা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মত বর্তমান চালু প্রথা অনুসারে HTC এর সুযোগ পেতে পারেন এজন্য যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা এবং না হলে এর কারণ কি ?

২। ত্রিপুরায় HTC প্রথা চালু রয়েছে বলে সরকারী সিদ্ধান্ত বলবৎকালীন যে সকল কর্মচারী ত্রিপুরায় এসে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর চাকুরী করছেন তাদের ক্ষেত্রে HTC এর সুযোগ প্রতি বছর না দেওয়ার সিদ্ধান্তটি পূর্ণ বিবেচনা ক্রমে চালু করা হবে কিনা এবং না হলে এর যুক্তি সঙ্গত কারণ কি ?

উত্তর

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর এক সাথে

সরকারের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্যে HTC র সুযোগ পুনরায় সম্প্রসারিত করা যাচ্ছে না। তবে ত্রিপুরা ভবন গুলিতে যারা কাজ করছেন এবং বহিঃ রাজ্য থেকে যারা TSR এ যোগ দিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে HTC'র সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করা যায় কিনা তা সরকার খতিয়ে দেখছেন।

Admitted Starred Question No.—204.
Name of the Member : - Sri Prakash Ch. Das
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৯০ সালে শালবাগান বামুটিয়া রাস্তাটির সম্প্রসারনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল,

২। সত্য হলে বর্তমানে উক্ত কাজের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ.

২। রাস্তাটি প্রশস্ত করার জন্য মাটি ভরাট করার শেষ হয়েছে। রাস্তাটির কার্পেটিং অংশের গড় প্রশস্ততা ৩ মিটার থেকে বাড়িয়ে ৫ মিটার করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রথম ধাপে ০ থেকে ৪ কিঃ মিঃ এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ৩.৮ কিঃলোমিটারের কাজ শেষ হয়েছে দ্বিতীয় ধাপে ৪ থেকে ৬.৫ কিঃ মি এর জন্য দরপত্র বিবেচনাধীন আছে। বাকী অংশের (৬.৫ কিঃমি থেকে ১২.০০ কিঃ মি) জন্য ইষ্টিমেট তৈরীর কাজ চলছে।

Admitted Starred Question No —221.

Name. of the Member — Shri Ashok Bhattacharjee.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

আগরতলা শহরের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত সরকারী বাসস্থান গুলির সংখ্যা কত ? এবং নিয়মমাফিক উক্ত বাসস্থানগুলির ভাড়া সংগ্রহ করার জন্য একটি দপ্তরের অধীনে দায়িত্ব ন্যস্ত করার কোন চিন্তা ভাবনা সরকার করেছেন কিনা,

২। যদি না করে থাকেন তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। আগরতলা শহরের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত সরকারী বাসস্থানগুলির সংখ্যা ১৮২৫ টি ! বাসস্থানগুলির ভাড়া সংগ্রহ করার জন্য একটি দপ্তরের অধীনে দায়িত্ব ন্যাস্ত করার কোন পরিকল্পনা আপাতত : নেই।

২। জেনারেল পুল ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে এই সব দপ্তরের আর্থিক মঞ্জুরীর ভিত্তিতে অনেক বাসস্থান তৈরী করা হয়েছে এবং-এইসব বাসস্থান তৈরী করার পর উক্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়। এই সব সরকারী আবাসন সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সেই দপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা সরকারের নজরে আসেনি। তাই সব বাসস্থানকে একই দপ্তরের অধীনে আনার চিন্তা ভাবনা করা করা হয়নি।

Admitted Starred Question No—229

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of th Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। প্রয়োজনের ভিত্তিতে বা ভ্রমণের জন্যে টি, আর টি, সি, বাসে করে বহিঃ বা অন্যান্য রাজ্যে আসা যাওয়া করার জন্যে ত্রিপুরা সরকারের অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের ভর্তুকী দেওয়া হচ্ছে কিনা,

২। না হলে শীঘ্রই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা ; এবং

৩। নেওয়া না হলে এর কারণ ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের টি, আর, টি, সি, বাসে চলাচলের জন্যে কোন ভর্তুকী দেওয়া হয় না।

২। এই জাতীয় প্রস্তাব এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের হাতে নেই।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Staired Questionr No. 231

Name of the Member—Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Water Resources Deptt. be pleased to State—

প্রশ্ন

১। লংতরাইভ্যালী মহকুমায় জল সেচের জন্য কয়টি এবং কোন কোন প্রকারের প্রকল্প রয়েছে,

২। এর মধ্যে সচল এবং অচলের সংখ্যা কত,

৩। অচল প্রকল্পগুলি সচল করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং

৪। চলতি অর্থ বছরে কয়টি, কোথায় এবং কি প্রকারের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। লংতরাই ভ্যালী মহকুমায় জল সেচের জন্য ১৭টি লিফট ইরিগেশন এবং ১টি ডিপ টিউব ওয়েল প্রকল্প রয়েছে।

২। সচল প্রকল্পের সংখ্যা ১৪টি এবং অচল প্রকল্পের সংখ্যা ৪টি।

৩। অচল প্রকল্পগুলি সচল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৪। চলতি অর্থ বছরে নিম্নলিখিত ৬টি লিফট ইরিগেশন এবং ২টি ডাইভারসন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

ক) মাছলি ১ নং

খ) মাছলি ২ নং

গ) ময়নামা

ঘ) মানিকপুর ২ নং

ঙ) পশ্চিম করমছড়া ২ নং

চ) চক্রমনি রোয়াজাপাড়া ডাইভারসন

ক) পশ্চিম করমছড়া

খ) বেতছড়া।

Admitted Starred Question No. 233

Name of the member :—Sri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Deptt.

প্রশ্ন

১। বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে রাজ্যের চা বাগানের শ্রমিকদের বর্তমান মজুরীর হার বৃদ্ধি করার আবশ্যকতার ব্যাপারে বিবেচনা করা হবে কিনা ?

২। বর্তমানে কত টাকা করে তাদের মজুরী দেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। গত ০৫-০৬-১৯৯৯ ইং তারিখে রাজ্যের চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে মূল্যসূচক বৃদ্ধির কারণে ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধি করা সরকারের বিবেচনাধীন আছে ?

২। বর্তমানে চা-বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী হার নিম্নরূপ :—

১। প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা ও পুরুষ—Rs. 22-80 (Adult male & female)

২। কিশোর এবং শিশু—Rs. 11.40 (Adolescent and Children)

Admitted Starred Question No. 234

Name of the Member :— Shri Ashok Bhattacharjee,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। কোন সরকারী বাসস্থানের নিবাসী বা পরিবারের কেহ যদি চাকুরী করেন, তারা এইচ. আর. এ নিতে পারেন কি ?

২। যদি না পারেন, তবে সরকারী নিবাসে বসবাসকারী কোন সরকারী কর্মচারী এইচ, আর, এ (হাউস রেন্ট এলাউন্স) বেআইনীভাবে নিচ্ছেন কি না তাহা তদন্ত করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। না।

২। সরকারী বাসস্থান বন্টন করার পর উক্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট D. D. O-দের কাছে পাঠানো হয় যাতে বসবাসকারী কর্মচারীর এইচ, আর, এ এবং লাইসেন্স ফি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাসস্থান সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় ঘোষণা (Declaration) ব্যতীত সরকারী কর্মচারীদের এইচ, আর, এ দেওয়া হয় না।

Admitted Starred Question No. 236.

Name of the Member :—Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। লংতরাই মহকুমা অন্তর্গত ছৈলেংটা, লাল্‌ডিংগা রোড মানিকপুর চলাবায় রোড ছাওমনু-শিকারী বাড়ী রোডের কাজ, ছাওমনু মানিকপুর, মানিকপুর মালিধর রোডের উপর বেইলী ব্রীজ তৈরী কাজের অগ্রগতি হয়েছে কি ?

উত্তর

১। রাস্তা এবং ব্রীজগুলির কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ :—

(ক) হৈছেলংটা—লালভিংগা রোড।

রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ১৬ কি:মি। রাস্তাটির মাটির কাজ শেষ হয়েছে। ৬ কিলোমিটারের মত সোলিং-এর কাজ এবং এস, পি, টি ব্রীজের কাজও শেষ হয়েছে।

(খ) মানিকপুর দশারাম রোড।

উক্ত নামে পূর্ত দপ্তরের অধীনে কোন রাস্তা নাই, তবে মানিকপুর ঈশারায় রোড নামে ১৫ কি:মি দৈর্ঘ্যের একটি রাস্তা আছে, এই রাস্তার মাটিও সোলিং-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ০.০০ কি:মি হতে ২.৫০ কি:মি পর্যন্ত মাটির কাজ শেষ হয়েছে। ০ কি:মি থেকে ১.২৫ কি:মি পর্য্যন্ত সলিং-এর কাজ শেষ হয়েছে। ১.২৫ কি:মি থেকে ২.৫০ কি:মি পর্য্যন্ত সলিং-এর কাজ চলছে।

(গ) ছাওমনু—শিকারী বাড়ী রোড।

১০ কি:মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট উক্ত রাস্তার কাজ এখনও হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নাই। প্রয়োজনীয় সার্ভের কাজ শেষ করে ইষ্টিমেট তৈরী করা হচ্ছে। সম্ভব হলে বর্তমান অর্থ বছরেই কাজটি হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

(ঘ) ছাওমনু—মানিকপুর রাস্তার বেইলী ব্রীজ।

এই রাস্তার ৫টি এস, পি, টি ব্রীজের মধ্যে ৩টি (ব্রীজ নং ৩, ৪ এবং ৫) বেইলী ব্রীজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ব্রীজ নং ১ এবং ২ কেও বেইলী ব্রীজে রূপান্তরিত করা হবে। ২ নং ব্রীজের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

(ঙ) মানিকপুর মালিধর রাস্তার বেইলী ব্রীজ।

উক্ত রাস্তায় রাজধর ছড়ার উপরে বেইলী ব্রীজ ও মালিধর ছড়ার উপরে cause-way নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেইলী ব্রীজ ও cause-way নির্মাণের Design তৈরী হচ্ছে। আশা করা যায় বর্তমান আর্থিক বছরের শেষের দিকে এই রাস্তায় বেইলী ব্রীজ ও cause-way নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবে।

Admitted Starred Question No :—238.

Name of the Member :— Sri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পূর্ত দপ্তরে কর্মরত Fixed pay Jr. Engineer (Degree & Diploma)দের চাকুরীতে নিয়মিত করে বেতনক্রম কবে থেকে দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

২। ঐ উদ্দেশ্যে বাজেটে এই খাতে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে কিনা?

উত্তর

১। এখনি বলা সম্ভব নয়।

২। আপাতত করা হয় নাই। প্রয়োজন হলে টাকার ব্যবস্থা করা হবে।

Admitted Starred Question No :—257

Name of the Member :— Shri Sudip Roy Barman

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Deptt. be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যে সকল কর্মচারী ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব অত্যন্ত সতর্কতা ও প্রতিনিয়ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করছেন তাদেরকে চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বর্ধিত হারে ক্যাশ এলাউন্স ১-১০-৯৮ ইং থেকে দেওয়ার ব্যাপারে শীঘ্রই সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবে কিনা?

২। না হলে আগামী ব্যয় বরাদ্দ সংক্রান্ত বাজেটে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হবে কিনা?

৩। রাখা না হলে এর যুক্তি গ্রাহ্য কারণ কি?

উত্তর

১,২,৩ নং প্রশ্নের উত্তর

চতুর্থ বেতন কমিশন সুপারিশকৃত অন্যান্য বিষয়গুলি সহ এ বিষয়ে কমিশনের সুপারিশটি ও সরকার এখন পরীক্ষা করে দেখছেন। যথাসময়ে এবিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবে।

Admitted Starred Question No. 300

Name of the Member :— Shri Rabindra Debbarma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি রাস্তায় টি আর টি সি বাস চালু আছে; এবং

২। টি, আর, টি, সি, বাস হইতে বছরে কত টাকা আয় হয় ?

১। বর্তমানে ২৫টি রাস্তায় টি, আর, টি, সি, বাস চালু আছে।

২। গত তিন বৎসরে টি, আর, টি, সি, বাস হইতে আয় হইয়াছে যথাক্রমে :—

১৯৯৬-৯৭ সনে—১,৫০,৪৮,৮৬১.৪২ পঃ

১৯৯৭-৯৮ সনে—১,৫১,১৩,০৫১ ৭৪ পঃ

১৯৯৮-৯৯ সনে —১,৭৮,৫৬,১৩৩.৯৯ পঃ

Admitted Question No :—301

Name of the Members :— 1. Shri Kashiram Reang,
2. Shri Ratan Lal Nath,
3. Shri Dilip Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জুটমিলসহ রাজ্য সরকারের শিল্প দপ্তরের অধীনস্থ অন্যান্য অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য নয়া বেতনক্রম চালু করার ক্ষেত্রে একই ধরনের আর, ও, পি, চালু রয়েছে কিনা ?

২। চতুর্থ বেতন কমিশনে এবং জুটমিলের শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য গঠিত পে-রিভিশন্ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ত্রিপুরার একমাত্র জুটমিলটির শ্রমিক-কর্মচারীদের নয়া বেতনক্রম চালু করা হয়েছে কিনা ?

৩। না হয়ে থাকলে এর যথার্থ কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। বেতন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আর, ও, পি, চালু হয়েছে, সুতরাং পে-রিভিও কমিটির প্রশ্ন আসে না।

৩। যেহেতু চতুর্থ বেতন কমিশনের আওতায় আনা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 359

Name of the Members :— Sri Manik Dey

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of P. H. E. Deptt. be Pleared be state.

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে জিরানীয়া ব্লকের মান্দাই রোডের কালি চৌমুহনীতে পানীয় জলের

গভীর নলকূপ খনন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

২। থাকলে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। কালি চৌমুহনীতে একটি ডিপ টিউবওয়েল খননের পরিকল্পনা আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে নলকূপটি খনন করার চেষ্টা করা হবে।

Admitted Starred Question. No — 361

Name of the Members :— Shri Padma Kr. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি ব্লক রয়েছে, যেখানে এখন পর্যন্ত টেলিফোনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই ;

খ) এই সমস্ত ব্লকে টেলিফোনে যোগাযোগের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন কিনা ;

গ) যদি এরূপ প্রস্তাব পাঠিয়ে থাকেন তবে তার ফলাফল ?

উত্তর

১। ক) রাজ্যে বর্তমানে মাত্র একটি ব্লকে তথা ছামনুতে টেলিফোনের ব্যবস্থা হয় নাই।

খ) হ্যাঁ।

গ) টেলিকম দপ্তর অতি শীঘ্রই একটি সেটেলাইট ফোন STD PCO এর কাজ করার জন্য ছামনুতে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

Admitted Starred Question No. 363

Name of the Member :— Shri Rabindra Deb Barma,

Will the Hon'ble Minisrer-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গণ্ডাছড়া মহকুমার গণ্ডাছড়া হইতে রইস্যাবাড়ী রাস্তাটির কাজ তৈচাকমা পর্যান্ত হয়ে বর্তমানে বন্ধ হয়ে আছে ? এবং

২। ইহাও কি সত্য যে, উক্ত মহকুমার তীর্থমুখ হইতে রইস্যাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে ?

৩। যদি সত্য হয় তবে তাহার কারণ ?

৪। উপরোক্ত মহকুমার ডাঙ্গাবাড়ী হইতে অম্পি পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

৫। যদি না থাকে তার কারন ?

উত্তর

১। না।

২। না।

৩। ১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৪। হাঁ।

৫। ৪ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 364

Name of the member — Sri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থবছরে যান ও লোক চলাচলের স্বার্থে বাধারঘাট বিধান সভার অন্তর্গত শচীন্দ্রলাল থেকে দক্ষিন চারিপাড়া পর্যান্ত রাস্তায় যে দুটি ভাঙ্গা কাঠের ব্রিজ রয়েছে সেগুলি অবিলম্বে পাকা ব্রিজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

২। না থাকিলে প্রায়শই ভেঙ্গে যাওয়া এই দুটি ব্রিজ লোক ও যান চলচেলের সুবিধার জন্য রাজ্য পূর্তদপ্তর থেকে বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No 366

Name of the member — Sri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বাধারঘাট বিধানসভার অন্তর্গত চারিপাড়া এবং দক্ষিন বাধারঘাট এর যে সমস্ত রাস্তাগুলিতে ইতিপূর্বে ইট সলিং, মেটেলিং এবং কার্পেটিং হয়েছিল সেগুলিতে বর্তমানে বড় ধরনের গর্ত থাকাতে লোক চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে,

২। সত্য হলে উপরি উক্ত রাস্তাগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের জন্য কোন ব্যবস্থা রাজ্য পূর্তদপ্তর কর্তৃক নেওয়া হয়েছে কিনা, এবং,

৩। উক্ত রাস্তাগুলির নিয়মিত মেরামত ও সংস্কারের জন্য পূর্তদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ডিভিসনকে বর্তমান অর্থবছরে নির্দিষ্টভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। না, সময়মত মেরামত করে রাস্তাগুলিকে লোক চলাচলের উপযোগী করে রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। উক্ত রাস্তাগুলির মধ্যে একটির জন্য অর্থ বরাদ্দ এই বছরে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে আরো কয়েকটি রাস্তার অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ইষ্টিমেট তৈরীর কাজ চলছে।

Admitted Starred Question No. 368

Name of the Member :— Shri Manik Dey,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of P. H. E. Deptt. be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া ব্লকের তারক ভূঞা পাড়া এবং জয়নগরে পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে কি না ?

২। খনন করা হয়ে থাকলে এখন কি পর্য্যায়ে আছে ? এবং

৩। কবে নাগাদ পানীয় জল সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হয়েছে।

২। বর্তমানে তারা ভূঞা পাড়া ডিপ টিউব ওয়েলের পাম্প হাউস ও পাইপ লাইন ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুত সংযোগ পাওয়ার পর জল সরবরাহ প্রকল্পটি চালু হবে এবং আরও পাইপ লাইন-এর কাজ হাতে নেওয়া হবে।

জয়নগর ডিপ টিউব ওয়েলটি গত ফেব্রুয়ারী মাসে সিং কিং করা হয়েছে। পাম্প হাউস ও পাইপ লাইনের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

৩। তারক ভূঞা ডিপ টিউব ওয়েল অক্টোবর বা নভেম্বর মাস নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায়। এবং জয়নগরের ডিপ টিউব ওয়েলটি বর্তমান আর্থিক বছরের ভিতর চালু করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No :— 370.

Name of the member :— Sri Padma Kr. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Public works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিভাগে এমন কোন গাঁওসভা আছে কিনা যেখানে এখন পর্যন্ত পি, ডব্লিউ, ডি-র কোন রাস্তা নেই।

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত বিভাগের গৌরনগর গাঁওসভায় কোন পি, ডব্লিউ, ডি রাস্তা নেই।

৩। যদি সত্য হয় তবে তাহার কারণ এবং বর্তমান আর্থিক বছরে উক্ত গাঁওসভায় পূর্ত বিভাগ কর্তৃক রাস্তা করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। হাঁ। খোয়াই বিভাগে ৩ (তিন) টি গাঁওসভায় পি, ডব্লিও, ডি এর কোন রাস্তা নেই।

২। ইহা সত্য নয়। গৌড়নগর গাঁওসভায় পি, ডব্লিউ,ডির রাস্তা আছে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 378.

Name of the Member :—Shri Manik Day

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে জিরানীয়া থানা থেকে মান্দাই রোড পুনর্বাসন কলোনী পর্যান্ত রাস্তাটি এবং জিরানীয়া বাজার থেকে মান্দাই রোড ভায়া জুমন্ত নারায়ণ পাড়া রাস্তাটি মেটেলিং এবং কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকলে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাগুলির মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আপাততঃ এরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের, পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No. 11

Name of the Member :— Shri Sudhan Das,

Will be Hon'ble Minister of Fisheries Department be Please to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মোট কয়টি নির্বাচিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি আছে ?

(নির্বাচিত সমবায়ের নাম, সমবায়ের প্রেসিডেন্টের নাম সহ তালিকা)

উত্তর

১। সারা রাজ্যে মোট ৭৯ (উনআশি টি) নির্বাচিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি আছে।

নির্বাচিত সমবায় সমিতির নাম এবং নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নাম সহ তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	মহকুমার নাম	নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নাম
১	২	৩	৪
১।	পঞ্চবটী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	সদর	শ্রীরূপচান সরকার
২।	ছেচোরিয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, হরিচরণ সরকার
৩।	কলকলিয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, গৌরাঙ্গ দাস
৪।	গান্ধীগ্রাম মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, রমনী সরকার
৫।	পশ্চিম নারায়ণপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, শশীমোহন সরকার
৬।	লঙ্কামুড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, ভগবান বর্ম'ণ
৭।	পূর্ব বড়জলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, অজিত বিশ্বাস
৮।	সদর পূর্বাঞ্চল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, গোপাল দাস
৯।	রাণীর বাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, ললিত দাস
১০।	চম্পকনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, শক্তিচরণ দাস
১১।	আগরতলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, রণজিৎ দাস
১২।	কালিকাপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস
১৩।	পাথালিয়াঘাট উদীয়মান মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	বিশালগড়	,, ক্ষুদিরাম দেববর্মা
১৪।	রতননগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, গোপাল বর্ম'ণ
১৫।	জনকল্যান মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, চন্দ্রকমল দাস চৌধুরী
১৬।	কৈয়াডেপা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, অনিল দাস
১৭।	কমলাসাগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, ভজন দাস
১৮।	বিবেকানন্দ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, গোপাল সরকার

১	২	৩	৪
১৯।	যোগেন্দ্রনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, নিশীকান্ত বিশ্বাস
২০।	কাঞ্চনমালা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, মনোরঞ্জন দাস
২১।	দক্ষিণ বাধারঘাট মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, রমেশ দাস
২২।	দরিদ্রকল্যাণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, ক্ষেত্রমোহন সরকার
২৩।	সূর্য্যমণিনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, মনোরঞ্জন দাস
২৪।	পাণ্ডবপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, জহরলাল দাস
২৫।	খোয়াই মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	খোয়াই	,, নেপালচন্দ্র দাস
২৬।	চেবরী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি·	,,	,, সুকুমার দাস
২৭।	শ্রীগঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, নরেশ সরকার
২৮।	সর্ব্বমঙ্গল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, মনীন্দ্রচন্দ্র দাস
২৯।	তেলিয়ামুড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, সুভাষ দাস
৩০।	রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	সোনামুড়া	,, নকুলচন্দ্র দাস
৩১।	মেলাঘর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, মনমোহন দাস
৩২।	কাজল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, কানাই দাস
৩৩।	সোনামুড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, নিত্যানন্দ দাস
৩৪।	গ্রামীণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, দীনেশ বিশ্বাস
৩৫।	রাজনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	বিলোনিয়া	,, প্যারামোহন মজুমদার
৩৬।	রাধানগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, বিমান দাস
৩৭।	রাঙ্গামুড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, হরেন্দ্র দাস
৩৮।	কমলপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, সুধীর সরকার
৩৯।	উত্তর শ্রীরামপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, মিলন দাস
৪০।	দক্ষিণ শ্রীরামপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, অনিল নমঃ
৪১।	মা গঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, রণজিৎ দাস
৪২।	কলাবাড়িয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, লক্ষ্মীকান্ত দাস
৪৩।	বিলোনীয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	বিলোনীয়া	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাস
৪৪।	মির্জাপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, প্রিয়লাল দাস
৪৫।	মা অভয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	,,	,, বলহরি নমঃ

১	২	৩	৪
৪৬।	পত্তিছরী মৎস্যজীবি কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, মেঘনাথ দাস
৪৭।	শান্তিরবাজার মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, মিলন দাস
৪৮।	মৎস্যজীবি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, সুকুমার নমঃ
৪৯।	সুকান্ত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, নগেন্দ্র নমঃ
৫০।	রাণীরাসমনি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	উদয়পুর	,, রাখাল চন্দ্র সরকার
৫১।	বাগমা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	উদয়পুর	,, রতন দাস
৫২।	উদয়পুর সমাজকল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, আনন্দমোহন দাস
৫৩।	উদয়পুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, সুকুমার দাস
৫৪।	জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, ব্রজমোহন দাস
৫৫।	হুরিজলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, লক্ষণ দাস
৫৬।	মুড়াপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, বিজয় দাস
৫৭।	ইচাছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		,, সুধীর দাস
৫৮।	পালাটানা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		,, সাগর দাস
৫৯।	গঙ্গাবতী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	সাব্রুম	,, সুবল বর্মণ
৬০।	সামপল্লী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		,, হীরণ চন্দ্র দাস
৬১।	দুর্গানগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		,, সুনীল নমঃ
৬২।	পদ্মাবতী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, সুনীল চন্দ্র দাস
৬৩।	ফুলছড়ি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস
৬৪।	অমরপু ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	অমরপুর	,, নির্মল চন্দ্র দাস
৬৫।	মালবাসা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, সুবল দাস
৬৬।	অম্পিনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, দীনেশ দাস
৬৭।	বৈত্তুবাড়ি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, ক্ষিতীশ দাস
৬৮।	ধর্মনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	ধর্মনগর	শ্রীমতি সন্ধ্যা রাণী মাঝি
৬৯।	পানিসাগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		শ্রী শুভেন্দু দাস
৭০।	কুমারঘাট মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	কৈলাসহর	,, রসময় দাস
৭১।	দুধপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		,, সুধাময় নমঃ
৭২।	সোনাইছড়ি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		,, মাখন মালাকার

১	২	৩	৪
৭৩।	কৈলাসহর এম. এস কে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, নগেন্দ্র মালাকার
৭৪।	চণ্ডিপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	শ্রীমতি কিরণবালা দাস
৭৫।	যুবরাজনগর প্রাইমারী সমবায় সমিতি লিঃ	কৈলাশহর	মহঃ মায়া মিঞা
৭৬।	খাউরাবিল নগর প্রাইমারী সমবায় সমিতি লিঃ	”	শ্রীমাখন রায় নমঃ
৭৭।	জলাই প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, মাখনলাল মাহেষ্য দাস
৭৮।	পেচারডহর প্রাইমারী সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, সুবল মালাকার
৭৯।	পারবর্তী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	”	,, হরকুমার নমঃ

প্রশ্ন—২

গত ১৯৯৮—৯৯ইং অর্থ বর্ষে ও ১৯৯৯-২০০০ইং সালে কোন সমিতিকে কত টাকা শেয়ার ক্যাপিটেল ও ম্যানেজারিয়েল সাব-সিডি দেওয়া হয়েছে।

উত্তর—২

গত ১৯৯৮-৯৯ইং অর্থ বর্ষে দুই লক্ষ টাকা শেয়ার ক্যাপিটেল এবং দুই লক্ষ টাকা ম্যানেজারিয়েল সাব-সিডি দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৯-২০০০ইং সালে দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা শেয়ার ক্যাপিটেল এবং সাত লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা ম্যানেজারিয়েল সাব-সিডি দেওয়া হয়েছে।

যে সকল সমিতিকে টাকা দেওয়া হয়েছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হল।

ক্রমিক নং	সমবায় সমিতির নাম	১৯৯৮-৯৯		১৯৯৯-২০০০	
		শেয়ার ক্যাপিটেল	ম্যানেজারিয়েল সাব-সিডি	শেয়ার-ক্যাপিটেল	ম্যানেজারিয়েল সাব-সিডি
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	দুধপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		—	১০,০০০/=	৬০০০/-
২।	সোনাইমুড়ি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		—	—	৬০০০/-
৩।	কৈলাশহর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		—	১০,০০০/-	—
৪।	চণ্ডিপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		—	১০,০০০/-	—
৫।	যুবরাজনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ		—	—	৬০০০/-

১	২	৩	৪	৫	৬
৬।	জলাই মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	৬০০০/—
৭।	পেচারডহর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	৬০০০/—
৮।	পানিসাগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০.০০০/—	৬০০০/—
৯।	ছৈলেংটা আদর্শ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০০০০/—	৬০০০/—
১০।	গণ্ডাছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	১২.০০০/-
১১।	দাশপল্লী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০০০০/-	—
১২।	গঙ্গাবতী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—		৬০০০/-
১৩।	জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	১২.০০০/-
১৪।	মুড়াপাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	৬০০০/-
১৫।	হুরিজলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	৬০০০/-
১৬।	ইচাছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	৬০০০/-
১৭।	পালাটানা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০.০০০/-	—
১৮।	বাগমা সমাজকল্যাণ মৎস্যজীবি সমঃ সমিতি	—	—	১০.০০০/-	—
১৯।	শ্রীরামপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০.০০০/-	৬০০০/-
২০।	কলাবাড়িয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০.০০০/-	৬০০০/-
২১।	মল মালবাসা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০.০০০/-	—
২২।	অমরপুর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০.০০০/-	৬০০০/-
২৩।	ফুলছড়ি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	৬০০০/-
২৪।	রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	১২.০০০/-
২৫।	মেলাঘর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০.০০০/-	৬০০০/-
২৬।	জাগ্রত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	৬০০০/-
২৭।	খোয়াই মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	৬০০০/-
২৮।	চেবরী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০.০০০	৬০০০/-
২৯।	শ্রীগঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০.০০০	—
৩০।	বিবেকানন্দ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০.০০০-/	—
৩১।	কৈয়াঢেপা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	৬০০০/-
৩২।	দরিদ্র কল্যাণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	৬০০০/-
৩৩।	দক্ষিণ বাধারঘাট মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০.০০০/-	৬০০০/-

১	২	৩	৪	৫	৬
৩৪।	গান্ধীগ্রাম মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	—	৬000/-
৩৫।	পশ্চিম নারায়ণপুর মৎস্যজীবি সমবায় "	—	—	—	৬000/-
৩৬।	পূর্ববড়জলা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১০,000/-	—
৩৭।	সদর পূর্বাঞ্চল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	—	—	১0.000/-	৬000/-
৩৮।	ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো:	২.00,000/-	২.00.000	১.00.000	৬.C0.000
	অপারেটিভ সো: লি: মোট=	২.00.000/-	২.00.000	২.৯০.000	৭.৮৬C00/-

Admitted Un-starred Question No. 13.

Name of the Member :— Sri Billal Mia.

Will be Hon'ble Minister of Fisheries Department to please to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬ইং থেকে ২০০০ইং সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সোনামুড়া মহকুমার রুদ্রসাগরে কত সংখ্যক মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে,

২। এর মধ্যে ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ইং আর্থিক বৎসরে কোন কোন তারিখে কি পরিমাণ মাছের পোনা ছাড়া হয়েছিল ;

উত্তর

১। ১৯৯৬ইং থেকে ২০০০ইং সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সোনামূড়া মহকুমার রুদ্রসাগরে মোট ১৮,৪১,৬০০টি মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে।

২। ১৯৯৮-৯৯ইং আর্থিক বৎসরে মোট ৫, ৬১, ৯৫0টি মাছের পোনা এবং ১৯৯৯-২০০০ইং আর্থিক বৎসরে মোট ৩,১৮,৪০৩ টি মাছের পোনা রুদ্রসাগরে ছাড়া হয়েছিল।

কোন কোন তারিখে কি পরিমাণ মাছের পোনা ছাড়া হয়েছিল তাহা নিম্নরূপ :

আর্থিক বৎসর	তারিখ	মাছের পোনার সংখ্যা
১৯৯৮-৯৯ইং	১৯-৪-৯৮	৭,৭১৫টি
	২৯-৪-৯৮	৩,০০০ ,,
	১১-৫-৯৮	৪,৮০০ ,,
	২৭-৫-৯৮	১৫,০০০ ,,
	২৬-৭-৯৮	১,৮৪,০০০ ,,
	৯ ৯-৯৮	১৫,০০০ ,,

1	2	3
	২৯-৯-৯৮	১,৫০,০০০ ,,
	১৩-১০-৯৮	৫০,০০০ ,,
	১৮-১১-৯৮	২২,০০০ ,,
	৮-৩-৯৯	২১,৪২৫ ,,
	১১-৩-৯৯	৭৯,০০০ ,,
	মোট :—	৫,৬২,৯৫০ টি
১৯৯৯-২০০০ ইং	৯-৪-৯৯	৪৫,৯৭৫ টি
	১১-৫৯৯	২২,৪২৮ ,,
	৩১-৭-৯৯	১,৫০,০০০ ,,
	১৬-৯-৯৯	১,০০,০০০ ,,
	মোট :—	৩,১৮,৪০৩ টি

প্রশ্ন

৩। ঐ সমস্ত সব মাছের দাম কত ছিল এবং উক্ত সময়ে বন্যার জলে কি পরিমাণ মাছের ক্ষতি হয়েছে ?

উত্তর

৩। ঐ সমস্ত সব মাছের মূল্য ছিল যথাক্রমে ৯১,২৪৭ টাকা এবং ৫০,০৭৫ টাকা। উক্ত ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে মোট ৪.০ মেট্রিক টন মাছের ক্ষতি হয়েছে যার মূল্য ২,০০,000 (দুই লক্ষ) টাকা এবং ১৯৯৯-২000 ইং সালে মোট ৮.0 মেট্রিক টন মাছের ক্ষতি হয়েছে যার মূল্য ৪,00,000 (চার লক্ষ) টাকা।

তারিখ অনুযায়ী মজুত মাছের পোনার পরিমাণ এবং মূল্য নিয়ে দেওয়া হল :—

আর্থিক বৎসর	তারিখ	মাছের সংখ্যা (পোনা)	মাছের মূল্য (পোনা)
১	২	৩	৪
১৯৯৮-৯৯ ইং	১৯-৪-৯৮	৭,৭২৫টি	৬১৮,00
	১৯-৪-৯৮	৩,000টি	৮৭৯,00
	১১-৫-৯৮	৪,৮০০টি	৬00,00
	২৭-৫-৯৮	১৫,000টি	৩,৭৫0,00
	২৬-৭-৯৮	১,৮৪,000টি	৩৬,৮00,00

1	2	3	4
	৯-৯-৯৮	১৫,০০০টি	১,৫০০,০০
	২৯-৯-৯৮	১,৫০,০০০টি	৩০,০০০,০০
	১৩-১০-৯৮	৫০,০০০টি	৮,০০০,০০
	১৮-১১-৯৮	২২,০০০টি	২,২০০,০০
	৮-৩-৯৯	২২,৪২৫টি	৪,৪৮৫,০০
	১১-৩-৯৯	৭৯,০০০টি	২,৪১৫,০০
	মোট :—	৫,৬২,৯৫০টি	৯১,২৪৭.০০ টাকা
১৯৯৯-২০০০ ইং	৯-৪-৯৯	৪৫,৯৭৫টি	৯,১২৫.০০
	১১-৫-৯৯	২২,৪২৮টি	২,২০০.০০
	৩১-৭-৯৯	১,৫০,০০০টি	১৮,৭৫০.০০
	১৬-৯-৯৯	১,০০,০০০টি	২০,০০০.০০
	মোট :—	৩,১৮,৪০৩টি	৫০,০৭৫.০০ টাকা

Admitted Un-Starred Question No—14

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কটি নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

২। রাজ্যের নতুন কোন সড়ককে জাতীয় সড়ক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কি না ?

৩। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কটি উন্নয়নের জন্য বর্তমান অর্থবর্ষে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

১। সেতুগুলি ব্যতীত আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কটির নির্মাণের কাজ আগামী মার্চ ২০০১ ইং সনের মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

স্থায়ী সেতুগুলির নির্মাণের কাজ ধাপে ধাপে হাতে নেওয়া হবে এবং মার্চ ২০০৫ইং সনের মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

২। হ্যাঁ। মনু হতে সিমলুং (Mizoram Border) পর্য্যন্ত রাস্তাকে জাতীয় সড়ক—৪৪ এ হিসাবে ভারত সরকারের ৬-১-৯৯ ইং তারিখের গেজেট (Extra ordinary issue) বিজ্ঞপ্তী মারফত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতল পরিবহন মন্ত্রক কর্তৃক নীতিগতভাবে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কটিকে ইন্টার মিডিয়েট লেন হইতে ডাবল লেনে উন্নতি করণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই কাজ ক্রমান্বয়ে হাতে নেওয়া হবে। এবং প্রথম পর্যায়ে ৫৬ ৫০ কি:মি রাস্তাকে ডাবল লেন করার পরিকল্পনা আছে। ভূতল পরিবহন মন্ত্রকের অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে এবং কারিগরী অনুমোদন পাওয়ার পর ধাপে ধাপে কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

বন্যার জলে প্লাবিত হয়, জাতীয় সড়কের এমন ৪ কি:মি হইতে ৭ কি:মি (খয়েরপুর অঞ্চল), এবং ১৬৯.১১ কি:মি অংশের উচ্চ করার কাজের পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বছর ২০০০ ২০০১ ইং সনে গ্রহণ করা হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No.—15.

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে নূতন শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না ? এবং

২। থাকিলে খোয়াই মহকুমায় একটি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কথা সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে নিম্নবর্ণিত ৬ (ছয়) টি স্থানে ৬ (ছয়) টি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুমতি প্রদানের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হ'তে কোন উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি :—

ক) বিলোনীয়া— দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা।
খ) উদয়পুর— ,, ,, ,,
গ) খোয়াই— পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা।
ঘ) আমবাসা— ধলাই জেলা।
ঙ) কাঞ্চনপুর— উত্তর ত্রিপুরা জেলা।
চ) ধর্মনগর— ,, ,, ,,

২। হ্যাঁ।

Admitted Un-Stared Question No. 17

Name of the Member—Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। Tripura Khadi & village Industries Board থেকে সারা রাজ্যে ১৯৯৩-৯৪ ইং সন থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থবর্ষে মোট কতজনকে (সংস্থাসহ) কত পরিমাণ অর্থ ঋণ দেওয়া হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং সন থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বৎসর পর্যন্ত Tripura Khadi & village Industries Board থেকে ৪ (চার) টি সংস্থা সহ মোট ১৬৭৬ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। বৎসর ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক ঋণের বিস্তারীত তথ্য সংযোজন করা হল।

STATMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE EXTENDED TO RURAL ARTISANS DURING 1993-94 TO 1999-2000 UNDER KHADI & VILAGE INDUSTRIES SCHEMES.

Amt. in lacs of Rs.

Sl. No.	Name of the Sub-Division	Pattern Approach 1993-94 Unit	Amount	1994-95 Unit	Amount	C.B.C. System 1995-96 Unit	Amount	REGP/SEP 1999-2000 Unit	Amount	Remarkes
A	West Tripura Dist.									
	Agartala	75	10 5	121	464	114	8.51	13	5.92	
	Khowai	219	18 29	115	5 78	36	2.20	6	1.19	
	Bishalgarh	80	4.50	81	5.63	5	63	5	0.25	
	Sonamura	46	4.97	38	2.44	1	1 95	1	0.15	
	TOTAL—	420	38.28	355	22.49	156	12.91	26	10.16	
B.	South Tripura Dist.									
	Udaipur	18	1.54	85	3.11	32	2.20			
	Amarpur	33	2.58	42	2.69	5	0.43			
	Belonia	61	5.08	111	7.49	32	2 07			
	Sabroom	18	1.27	33	2.27	9	0.45			
	TOTAL—	130	10.47	271	1556	78	5.15			

C. North Tripura Dist.								
Kanchanpur			1	0.07	6	0.29		
Kailashahar	34	2.41	22	1.38	7	0.42		
Dharmanagar	27	1.92	39	2.55	7	0.39		
TOTAL—	61	4.33	62	4.00	20	1.10		
D. Dhalai Dist.								
Kamalpur	18	1.34	20	1.52				
Langtharai Valley			19					
Gandachara			3	0.21				
Ambassa	7	0.54	19	1.43	11	0 64		
TOTAL—	25	1.88	61	3.16	11	0.64		
GRAND TOTAL—	636	54 96	749	45.21	265	19.80	26	10.16

Note :—During the years 1996-97, 1997-98, 1998-99 on financial assistance could be given from Board's end as no fund was received from KVIC.

NOTE :—Pttern Approach :—Assistauce geven as per the fixed pattern of KVIC.

C. B. C. Syftem— Assistance given on fixed pettern and project report.

REGP/SEP— Assistance given from the Bank only 30% Margin Money is released from the Board out of the fund received from KVIC for this purpose.

Admitted Unstarred Question No :—24.

Name of the Member :— Shri Samir Dab Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce be please to state :—

প্রশ্ন

১। Tripura Industrial Development Corporation গত ১৯৯৩-৯৪ ইং থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থবর্ষ পর্য্যন্ত মোট কতজন বা কতটি সংস্থাকে কত পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়েছে (বৎসরভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন নিগম কর্ত্তৃক গত ১৯৯৩-৯৪ ইং থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থবর্ষ পর্য্যন্ত ঋণ প্রদানের হিসাব নিম্নরূপ :—

অর্থবৎসর	উদ্যোগের সংখ্যা	মোট মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ
১৯৯৩-৯৪	৪০ নং	৫৫·০৫ লক্ষ
১৯৯৪-৯৫	৯৫ ,,	৩২৪·৭২ ,,
১৯৯৫-৯৬	১০৩ ,,	২৮৪·৯৫ ,,
১৯৯৬-৯৭	১০৪ ,,	২৩৪·১৮ ,,
১৯৯৭-৯৮	৫৪ ,,	৯৮·৩৪ ,,
১৯৯৮-৯৯	৬৮ ,,	১০৮·১৪ ,,
১৯৯৯৯-২০০০	২৩ ,,	৩৪·৩৮ ,,
	৪৮৭ নং	১১৩৯·৭৬ লক্ষ

মহকুমাভিত্তিক ঋণের প্রদানের হিসাব নিম্নরূপ

মহকুমার নাম	উদ্যোগের সংখ্যা	মোট মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ
১। সদর	২৮৬	৬৮৯·১১ লক্ষ
২। বিশালগড়	৮৬	১৪৮·৮৭ ,,
৩। সোনামুড়া	৭	১৫·৪৫ ,,
৪। খোয়াই	৭	৯·৮৮ ,,
৫। উদয়পুর	১২	৩৯·৭১ ,,
৬। অমরপুর	১১	৩৯·৭৮ ,,
৭। বিলোনীয়া	১২	৩৫·৯২ ,,
৮। সাব্রুম	৬	৮·৬১ ,,
৯। ধর্মনগর	২৩	৬২·০১ ,,
১০। কৈলাশহর	১৯	৫৪·৪২ ,,
১১। কাঞ্চনপুর	৫	১১·৯৭ ,,
১২। কমলপুর	১৩	২৪·৪৩ ,,
	৪৮৭	১১৩৯·৭৬

প্রশ্ন

২। টি, আই, ডি, সি, থেকে ২000-২00১ ইং অর্থবর্ষে কতজনকে ঋণ প্রদান করার পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

২। ২000-২00১ ইং অর্থবর্ষে আবেদনের ভিত্তিতে টি, আই, ডি, সি, থেকে ঋণ প্রদান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তাই এই মুহূর্তে সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নহে।

Admitted Un-Starred Question. No. :— 26

Name of the Members :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water resource Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২000 ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট কতটি L.I, DTW এবং Diversion Schemes করার পরিকল্পনা ছিলো, তন্মধ্যে কতটি করা হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। ২000-২00১ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট কতটি L.I DTW এবং Diversion Scheme করার পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৯-২000 অর্থ বর্ষে রাজ্যে মোট ২০৮টি এল আই এবং ১১টি ডি টি ডব্লিউ প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে ১0৫টি এল আই এবং ৮টি ডি টি ডব্লিউ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হইল —

মহকুমা	প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংখ্যা		মোট	চালু করা প্রকল্পের সংখ্যা		মোট
	এল আই	ডি টি ডব্লিউ		এল আই	ডি টি ডব্লিউ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। অমরপুর	৩৯	X	৩৯	১৩	X	১৩
২। উদয়পুর	১৮	X	১৮	১0	X	১0
৩। বিলোনীয়া	৩২	১	৩৩	২৫	১	২৬
৪। সাব্রুম	১১	X	১১	৬	X	৬
৫। লংথরাই ভ্যালি	৬	X	৬	২	X	২
৬। আমবাসা	৬	X	৬	X	X	X
৭। গণ্ডাছড়া	২	X	২	২	X	২
৮। কমলপুর	১৭	X	১৭	X	X	X
৯। ধর্মনগর	১৬	X	১৬	৯	X	৯
১0। কাঞ্চনপুর	২	X	২	X	X	X

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১। কৈলাসহর	১৪	১	১৫	৪	১	৫
১২। সদর	১৩	১	১৪	১০	১	১১
১৩। খোয়াই	৮	৩	১১	৮	১	৯
১৪। বিশালগড়	৬	২	৮	৫	১	৬
১৫। সোনামুড়া	১৮	৩	২১	১১	৩	১৪
মোট	২০৮	১১	২১৯	১০৫		১১৩

প্রশ্ন

২। ২০০০-২০০১ অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ২০০টি এল আই, ৪টি ডি টি ডব্লিউ এবং ৭টি ডাইভারসন প্রকল্প করার পরিকল্পনা আছে।

মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ দেওয়া হইল :—

উত্তর

মহকুমা	২০০০-২০০১ সনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংখ্যা এল আই	ডি টি ডব্লিউ	ডাইভারসন	মোট প্রকল্প
১	২	৩	৪	৫
১। অমরপুর	২১	X	১	২২
২। উদয়পুর	৯	X	X	৯
৩। বিলোনীয়া	২৪	X	২	২৬
৪। সাব্রুম	১৩	X	X	১৩
৫। লংথরাইভ্যালী	৫	X	১	৬
৬। আমবাসা	৬	X	X	৬
৭। গণ্ডাছড়া	X	X	X	X
৮। কমলপুর	১৭	X	১	১৮
৯। ধর্মনগর—	১	X	X	১
১০। কাঞ্চনপুর	৫	X	X	৫
১১। কৈলাসহর	১১	X	X	১১
১২। সদর	২০	X	১	২১

১	২	৩	৪	৫
১৩। খোয়াই	১৭	৩	×	২০
১৪। বিশালগড়	৭	১	×	৮
১৫। সোনামুড়া	৬	×	১	৭
	১৬২	৪	৭	১৭৩

২০০০-২০০১ সনে প্রস্তাবিত মোট ২০০টি সেচ প্রকল্পের মধ্যে অবশিষ্ট (২০০-১৭৩) ২৭টি প্রকল্পের স্থান এখনো নির্ধারিত হয়নি। স্থান নির্ধারণ হইলে পরবর্তী সময়ে জানানো যাইবে।

ডাইভারসন প্রকল্পগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হল।

ক) মৈলাকছড়া। অমরপুর মহকুমা।

খ) নয়াছড়া, সোনামুড়া মহকুমা।

গ) সোনাই, সদর মহকুমা।

ঘ) মুনাইছড়া, সদর মহকুমা।

ঙ) করমছড়া, লংথরাইভ্যালী মহকুমা।

চ) ডুম্বাইছড়া, কমলপুর মহকুমা।

ছ) মহামায়াছড়া, বিলোনীয়া মহকুমা।

Admitted Un-Starred Question No.—30

Name of the Member :—Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে পূর্তদপ্তরে বেকার যুবকদের ঠিকেদারী কাজ দেওয়ার কোন সরকারী নিয়মনীতি আছে কি না ?

২। না থাকলে সরকার কোন নীতি নির্ধারণ করবেন কি না ? এবং

৩। যদি থাকে তবে সেগুলি কি কি ?

৪। ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত কতজন বেকার কাজ পেয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। পূর্তদপ্তর কর্তৃক বেকার যুবক-যুবতীদের ঠিকেদারী কাজ দেওয়ার নীতিগুলি হল :—

ক). রেজেষ্ট্রিকৃত ডিডের মাধ্যমে।

খ) ট্রাইবেল বেকার যুবক যুবতী দিগকে ট্রাইবেল বেনিফিট স্কীমের মাধ্যমে।

গ) সাধারণ বেকার যুবক-যুবতীদের ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে।

ঘ) বেকার Degree/Diploma Holder ইঞ্জিনীয়ারদের এককভাবে ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়।

৪। ১৯৯৮-৯৯ ইং সনে ১৬,৩১৭ জন বেকারকে ঠিকেদারী কাজ দেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে ১৩,৪২৮ জনকে ডিড্ ফার্মের মাধ্যমে, ২১১০ জন উপজাতি বেকারকে ট্রাইবেল বেনিফিসারী স্কীমের মাধ্যমে, ৫৩৯ জন সাধারণ বেকার ও ২৪০ জন ডিগ্রী ডিপ্লোমা ধারী বেকার-কে ফর্ম-১১ এর মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৯-২০০০ ইং সনে ৭৪০৯ জন বেকার-কে ঠিকেদারী কাজ দেওয়া হয়েছে,তারমধ্যে ৪৫৫১ জনকে ডিড্ ফার্মের মাধ্যমে, ২১৫৫ জন উপজাতি বেকার যুবককে ট্রাইবেল বেনিফিসারী স্কীমের মাধ্যমে, ৫৩৪ জন সাধারণ বেকার ও ১৬৯ জন বেকার ডিগ্রী-ডিপ্লোমাধারী-কে ফার্ম-১১ এর মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়েছে।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য।

বর্তমান আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০০০-২০০১ ইং সনে ট্রাইবেল বেনিফিসারী স্কীমে ২০৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সংযোজনী—'ক'

Sl. No.	Name of Circle & Division	1998-1999 Deed Firm	Tribal Individual	Other Individual.	Degree & Diploma.	1999—2000 Deed Firm	Tribal Individual.	Other Individual.	ee & Dipl
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Superintending Engineer, 1st Circle.									
1.	Northern Divn.	4?6	177	20	7	207	235	29	9
2.	Kailashahar Divn.	105	197	92	6	119	117	34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Kumarghat Divn.	339	156	—	—	174	231	—	—
4.	Kanchanpur Divn.	426	235	—	3	6	105	—	2
5.	Ambassa Divn.	339	206	49	7	63	206	47	4
		1635	971	161	23	569	894	110	19
	Superintending Engineer, 4th Circle.								
1.	Agt. Divn. No. IV.	510	314	—	42	99	197	—	6
2.	Agt. Divn. No. V.	116	—	—	24	34	—	—	37
3.	Agt. Divn. No. II.	158	222	—	5	32	177	—	—
		784	536	—	71	165	374	—	43
	Superintending Engineer, 2nd Circle.								
1.	Agt. Divn. No. I.	730	—	77	122	130	—	168	29
2.	Agt. Divn. No. III.	162	—	—	5	77	—	—	15
3.	Internal Elect. Divn.	—	—	41	—	—	—	39	—
4.	Teliamura Divn.	117	160	43	—	134	300	41	14
5.	Store Division.	6	—	—	—	2	—	—	—
		1015	160	161	127	343	300	248	58
	Superintending Engineer, 3rd Circle.								
1.	Southern Divn. I.	213	113	141	—	241	327	111	17
2.	Southern Divn. II.	9	80			10	100	—	29
3.	Southern Divn. III.	715	156		13	46	14	—	—
4.	Amarpur Divn.	105	94	76	6	76	75	65	3
5.	R & B Sabroom Divn.			—	—	67	71	—	—
		1042	443	217	19	440	587	176	49
	GRANT TOTAL	33,428	2110	539	240	4551	2155	534	163
			= 16,317						7409

Admitted Un-Starred Question No. 32

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার (রাস্তাঘাট সেতু নির্মাণ, ইত্যাদি) উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্য সরকার ওয়াল্ড ব্যাংক এবং নাবার্ড থেকে ঋণ পাবার জন্য কোন প্রজেক্ট সাবমিট করেছিলেন কিনা,

২। করে থাকলে ওয়াল্ড ব্যাংক সম্পূর্ণ বা মঞ্জুর হয়েছে কিনা এবং নাবার্ড থেকে কোন ঋণ পাওয়া গেছে কিনা,

৩। নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়ে কি কি কাজ করা হচ্ছে বা হবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। জেলা সড়কগুলির উন্নতিকল্পে ২৫০ কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট বিশ্ব-ব্যাংক পাঠানো হয়েছিল। বিশ্ব-ব্যাংক ত্রিপুরার বিভিন্ন রাস্তার উন্নতিকল্পে কনসালটেন্সি সার্ভিসের জন্য ১.৬ মিলিয়ন ইউ, এস ডলার প্রাথমিকভাবে মঞ্জুর করেছে।

উক্ত প্রজেক্টের ভারপ্রাপ্ত কনসালটেন্টের (M/S BCEOM, France and C.E.S. New Delhi)

কারিগরী এবং অর্থনৈতিক প্রস্তাবটি বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক বিবেচিত হয়েছে। চুক্তিপত্র সম্প্রতি সম্পাদন করা হয়েছে।

R.C.C. bridge, Bailey bridge এবং Culvert করার জন্য নাবার্ড দুটি প্রজেক্ট মঞ্জুর করেছে এবং ১৯৯৯-২০০০ সনে ৪৩১.৩৩ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে।

৩। নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়ে ২ (দুই)টি প্রজেক্টে মোট ১৬টি আর, সি, সি, ব্রীজ ৫৩টি বেইলী ব্রীজ এবং ৪৪টি আর, সি, সি, বক্স সেল ব্রীজের কাজ করা হবে। ব্রীজগুলোর তালিকা সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হলো।

Annexure—'A'

The NABARD loan to Government of Tripura has been sanctioned for the schemes under two phases. In phase I (under RIDF IV) total loan sauctioned for Rs. 2169.71

lacs for which works taken up. In second phase (under RIDF-V) total loan sanctioned for Rs. 4501.17 lacs.

The details of RIDF—IV and RIDF—V are mentioned below :—

RIDF—IV

R.C C. BRIDGE

Name of work with Location.	Span in Metre.	Brief progress.
1	2	3
1. Construction of RCC Bridge over river Howrah near Jogendranagar	102 065	Bridge completed Approach in progress.
2. Construction of RCC Bridge over Katakhal near Abhoynagar.	73.13	—do—
3. Construction of RCC Bridge over Kathakhal near Durga Chowmuhani.	73.13	Sub-structure completed Superstructure in progress.
4. Over River Dhalai near Salema Market, Kamalpur.	127.42	Sinking of 4 Wells in progress.
5. Over river Gumti at Kawamaraghat on Udaipur-Amarpur-Tirthamukh Road.	102.055	Work is in progress.
6. Over river Kakri near Dharmanagar on Dharmanagar-Bagpassa Road.	58.708	—do—
7. Over river Gumti near Natunbazar on Udaipur-Tirthamukh Road.	76.708	—do—
8. Over river Howrah at Khayerpur Agartala-Takarjala-Udaipur Road.	73.13	—do—
9. Over river Kakri at Kathalia on Sonamura-Nidaya-Belonia Road.	76.708	— do—
10. Over Kathakhal ot Indranagar Agartala-G. B. Hospital Road.	36.20	Work-awarded.
11. Over Tributary of Katakhal at Indranagar on Agartala-G. B. Hospital Road.	36.20	—do—
BAILEY TYPE BRIDGE		
12. Over River Deo at Tuichama near Adibashighat on Dasda Tuihma Road.	79.50	Work in progress.

13.	Over local Cherra on Jatan bari—Tirthamukh Road at 5 to 6 KM.	21.33	All materials iupplied.
14.	Over local cherra bridge No. 4 ou Chaomanu—Manik pur Road.	45.72	Completd.
15.	Over Ranicherra on Kakraban Harifala Road. (Chainage—1 Km.)	24.40	Supply order for ealley bridge issued.
16.	Over Ranicherra on Kakraban—Taibadal Road. (Chainae—1 Km.)	30.50	—do—
17.	Over local Cherra on Seigarah—Hadandal Kishore Ganj Road. (3 to 4 KM.)	36.56	Tinder under scrutine.
18.	Over Ichacherra on Kakraban Tulamrura Rord.	36.56	Work in progress.
19.	Over local Cherra on Udaipur—jampuijald road. (At 3 to 4 Km.)	30.50	—do—
20.	Over local Cherr on Tirthamukh Raishyabari Road. (At 2 to 3 KM.)	21.33	Erection compl eted.
21.	Over local Cherra on Jatanbari—Tirthamuk Road. (At 2 to 3 Km)	21.33	All Materials supplied.
22.	Over Ugal Cherra on Pechartal—Kanchanpur Road. (Chainage 2.62 K.M.)	36.56	Supply completed.
23.	Over Taplama Cherra on Ambassa—Gandacherra Road.	33.53	Work in progress
24.	Over river Raima on Gandacherra Ratannag Raishyabari Road.	30.62	—do—

R I D F—V

R. C. C. BRIDGE.

১	২	৩
1. Construction of RCC Bridge over River Kakri on Dharmanagar—Tilthai Road.	60.00	Work not yet taken up.
2. Construction of RCC Bridge over river Muhuri at Muhuripur.	105.00	-do—
3. Construction of RCC bridge over Lowgang Cherra at Kanchannagar on Bagafa to Kanchannagar via Lowgang.	40.00	Work not yet taken up.
4. Construction of RCC Bridge on road from Bishramganj to Sonamura near Nalchar Bazar,	30.00	—do—
5. Construction of RCC Bridge over River Khowai at Kalyanpur.	125.00	-do—

BAILEY TYPE BRIDGE

(Span in feet)

6. On Machmara to Krisnatilla Road at Chainage 3.350 Km. Kukicherra.	90.00 Ft.	Work not Yet taken up.
7. On Kanchanpur to Jalebassa (up to Kewri) road at Chain—age 3 Km. Baradupta Cherra.	150.00 Ft.	—do—
8. On Anandabazar to Bhandarima over local Cherra.	130.00 Ft.	—do—
9. Near Gandacherra Market Gandacherra.	140.00 Ft.	—do—

10.	Bridge No.2 on Ambassa Marracherra-Kamalpur Road.	120 Ft.	work not yet teken up.
11.	Bridge No.3 on Ambassa Marracherra-Kamalpur Road.	130 Ft.	—do—
12.	On Ambassa-Gandacherra Road, Ultacherra.	150 Ft.	—do—
13.	On Jalebassa to Panisagar Road Via Dharmatilla Forest Beat Office.	150 Ft.	—do—
14.	On D.K. Road to Baithangbari.	110 Ft.	—do—
15.	Bridge No.1 on Manu-Fatik roy Road. Jamircherra.	150. Ft	—do—
16.	Bridge No. 1 on Chaomanu-Manikpur Road. Localcherra.	120 Ft.	—do—
17.	Bridge No. 3 on Manu-Dhumacherra Fatikroy Road.	150 Ft.	—do—
18.	Oo Manu Valley Tea Garden road to Chagaldema Road.	120 Ft.	—do—
19.	On Gopalnagap to Maharani road at Ch. 10-11 Km. Localcherra.	60 Ft.	—do—
20.	Gopalnagar to Bachaibari Road at Chainage 0 to 1 Km, over Local cherra.	100 Ft.	Work not yet taken up.
21.	On Gopalnagar to Bachaibari Road at Chainage. 1 to 2 Km. over Local cherra.	100 Ft.	—do—
22.	On Gopalnagar to Maharani at Chainage 3 to 4 Km. Local cherra.	130 Ft.	—do—

23.	On Gopalnagar to Bachaibari Road at 4 to 5 Km. Local cherra.	130 Ft.	—do—
24.	On Gopalnagar to Maharani at Ch. 12 to 13 Km. Local cherra.	80 Ft.	—do—
25.	On Gopalnagar to Maharani at Ch 15 to 16 Km. Local cherra.	70 Ft.	—do—
26.	On Gopalnagar to Maharani at Ch. 16 to 17 Km. Local cherra.	90 Ft.	—do—
27.	On Gopalnagar to Maharani at Ch. 19 to 20 Km. Local cherra.	80 Ft.	—do—
28.	On Gopalnagar to Maharani at Ch. 20 to 23 Km. Local cherra.	70 Ft.	—do—
29.	On Gopalnagar to Maharani at ch. 20 to 21 Km.	80 Ft.	—do—
30.	On Kakraban-Tulamura Road Ranicherra.	150 Ft.	—do—
31.	ON B.B. Road to Paikhola Via Kathalia Road, Tinkucherra.	80 Ft.	
32.	On U. S. Road to Debipur Via Santi Coloney Road. Manucherra.	150 Ft.	
33.	Bridge No. 1 on Baikhera to Birendranagar at Chainage 0 to 1KM. Laxmicherra.	100 Ft.	
34.	Bridge No. 1 on Debdaru Madhya Pilak Road, Pilakcherra.	100 Ft.	
35.	Bridge No. 1 Debipur Kurma Road. Lowgang cherra.		
36.	On Kathalia to Ramcherra Via Thalibari Road, Lumbacherra.	70 Ft.	
37.	On Amarpur-Ompi-Teliamura Road, Ekjancherra.	150 Ft.	

38. On Kathal'a to Ramcherra Via Thalibari Road. Kamaicherra. 150 Ft.

39. On Amarpur-Ompi-Tellamura Road. Changang cherra. 140 Ft.

BAILEY TYPE BRIDGE

40. On Kobrakhamar to Patni via Burakha. Durjoychera. 110 Ft,

41. On Mandai to Chachubazan via Patni. Durgachera. 100 Ft.

42. On Chamaknagar to Mandai via Bhrigudaspara. Dhamat river. 140 Ft.

43, On Bichramganj Itbhatta to Amarendranagar. Localchra 120 Ft.

44. On Bishramganj to Amarendranagar at Hirapur, Rangania Chera. 80 Ft.

45. On Bishramganj Itbhatta to Amarendranagar at Amarendra Nagar near Tehsil Office. 80 Ft.

R. C. C BRIDGE

46. Replacement of SPT Bridge No. 2 on Bamutia — Kalkhalia Road. 16 Mtr.

47. On Ranirbazar to Rajchantai via Durganagar Harinamura. Debtachera. 16 Mtr.

R. C. C. BOX CELL BRIDGE

48. On Mandai to Chachubazar via Patni. (Bridge No. 1). 8 Mtr.

49. Bridge No. 2 on Mandai to Champaknagar via Patni. 8 Mtr.

50.	Bridge No. 3 on Mandai to Chachubazar via Patni.	8 Mtr.
51.	On Ramnagar Janata College to Old Padmabill Maaket. Local Chera.	12 Mtr.
52.	On Dharmanagaa — Bagpassa Road. Noagangcherra.	24 Mtr.
53.	On Dharmanagar — Bagpassa Road. Maracherra.	24 Mtr.
54.	On Dharmanagar to Baruakandi via Sakaibari Road. Sakaicherra.	12 Mtr.
55.	On Dharmanagar to Sukanta Colony Road. Sakaicherra.	12 Mtr.
56.	On Pabiacherra Bazar — Trijiuection Block Tilla. Localcherra.	6 Mtr.
57.	On A. A. Road to Manu Barrage over local Cherra.	8 Mtr.
58.	Bridge No. 4 on Manu — Fatikroy Road. Localcherra.	12 Mtr.
59.	On Assam — Agartala road to Chittagang Basti via Shib-cherra. Localcherra.	12 Mtr.
60.	On Bhagabannagar to Deepacherra Road. Unakutticherra.	12 Mtr
61.	On Kailashahar to Manuvalley via Jamtaibari and Chagalcherra on Cherra No. 1 Localcherra.	12 Mtr
62.	On Kailashahar to Manuvalley via Jamtaibari and Chagalcherra on Cheraa No. 2 Localcherra.	12 Mtr.
63.	On Kailashahar to Manuvalley via Jamtaibar and Chagalcherra. on Cherra No. 3 Localcherra.	12 Mtr.

64.	On K. F. Road to Dalugaon School Road. Localcherra.	12 Mir.
65.	Bridge No. 13 on Kamalpur-Mara-cherra-Ambassa road/R. C. C. slab Bridge.	12 Mtr.
66.	Bridge No.1 on Kamalpur-Maracherra-Ambassa Road/R.C.C Slab Bridge.	9 Mtr.
67.	On Kamalpur-Ambassa Road. Construction of R.C.C. Bridge Over Nalicherra.	18 Mtr.
68.	Bridge No. 1 on A.B. Road to Kathalia.	8 Mtr.
69.	Bridge No. 11 Kamalpur-Mnraeherra Ambassa Road.	18 Mtr.
70.	On Debipur to Barmantilla. Localcherra.	16 Mtr.
71.	On Kathalia to Debipur Road Localcherra.	16 Mtr.
72.	On Bagafa-Kanchanagar Road at Kanchannagar. Lowgangcherra.	32 Mtr.
73.	On P. R. Bari to Ekinpur Localcherra	24 Mtr.
74.	On Hrishyamukh to Nalua. Localeherra.	24 Mtr.
75.	On South Sonaichari to Manu Localeherra.	16 Mtr.
76.	On Laxmicherra to Tainima Laxmicherra.	24 Mtr.
77.	Bridge No. 2 on UBC Nagar to Barpathari Road. Beloniacherra.	18 Mtr.
78.	Bridge No. 3 on UBC Nagar to Barpathari Road. Beloniacherra.	8 Mtr.

79.	Bridge No. 2 on UBC Nagar to Barpathari Road. Beloniacherra.	9 Mtr.
80.	Bridge No. 2 on Lowgang to Bankar-Sarashima Road Localcherra.	7 Mtr.
81.	Bridge No. 3 on Lowgang to Bankar-Sarashima Road. Localcherra.	12 Mtr.
82.	Bridge No. 1 on Belonia to Paivia Mandaria Road. Beloniacherra.	18 Mtr.
83.	On Debipur to Barmantilla Road (2 Nos, 8 Mtr span each) Localcherra.	16 Mtr.
84.	On Kathalia to Devipur Road (3 Nos. 10 Mtr, each) Localchera.	30 Mtr.
85.	Bridge No. 2 on Golabari to Ghilatali Road Local cherra.	8 Mtr.
86.	Bridge No. 4 on Golabari to Ghilatali Road, Localcherra.	8 Mtr.
87.	Bridge No. 3 on G.M, Road. Loacal cherra.	8 Mtr.
88.	Bridge No. 1 on T. K. Road to Khamarbari. Localcherra.	8 Mtr
89.	Bridge No. 1 on T. K. Road to Duski. Localcherra.	

DISTRICT WISE TOTAL WORKS.

North Tripura	:	24 Nos.
Dhalai	:	8 Nos.
South Tripura	:	35 Nos.
West Tripura	:	22 Nos.
TOTAL		89 Nos.

Admitted Un-Starred Question No—34

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P. H. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই ব্লকের পূর্বগনকী ধলাবিল, তবলা বাড়ী ও সিঙ্গিছড়া B.S.F. ক্যাম্প সংলগ্ন স্থানে D.T.W. কোনটি কোন সালে খনন করা হয় এবং

২। উপরি উক্ত ব্লকের পহড়মুড়া. ধলাবিল, তবলা বাড়ী, সিঙ্গিছড়া তিনটি ডাব্লিও জন্য পাম্প হাউস নির্মাণ ও পাইপ লাইন সম্প্রসারণ এর কাজ বর্তমান অর্থবর্ষে শুরু হবে কিনা,

৩। ইহা কি সত্য খোয়াই শহরের হাসপাতাল ও থানা সংলগ্ন স্থানে পাণীয় জলের ডিপটিউব ওয়েলগুলির জন্য ওভারহেড ট্যাংক এর কাজ বর্তমান অর্থ বর্ষে শুরু হবে এবং

৪। সিঙ্গিছড়া ডি, টি ডব্লিও টিয় ওভার হেড ট্যাংক ও আই আর, পি নির্মানের কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। উপরি উক্ত ৪টি ডিপ টিউব ওয়েল স্কীম মাইনর ইরিগেশনের জন্য করা হয়েছে।

ক) পূর্ব্ব গনকী— ১৯৯৮—১৯৯৯ সালে

খ) ধলাবিল— ১৯৯৯—২০০০ সালে

গ) তবলাবাড়ী— ঐ

ঘ) সিঙ্গিছড়া ক্যাম্প সংলগ্ন— ঐ

২। ধলাবিল (এম, আই) ডিপ টিউব ওয়েলটি পাম্প হাউজ এবং পাইপ লাইনের কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং কাজটি শুরু হয়েছে। সিঙ্গিছড়া (এম আই) ডিপ টিউব ওয়েলটি আগামী ডিসেম্বর নাগাদ শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়। তবলা বাড়ী (এম আই) ডিপ টিউব ওয়েলটি পাম্প হাউস ও পাইপ লাইনের জন্য দরপত্র পাওয়া গিয়েছে। এবং কাজটি বর্তমান অর্থবর্ষে হাতে নেওয়া হবে। পহড়মুড়া ডিপ টিউব ওয়েলটির (ওয়াটার সাপ্লাই)). পাম্প হাউসের কাজ সমাপ্তির পথে এবং কিছু পাইপ লাইনের কাজ জুলাই মাসের মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩। না। তবে খোয়াই শহরের জন্য একটি Water Treatment plant এর project Report তৈরীর কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। ঐ প্রকল্পটির মঞ্জুরী হওয়ার পর Treatment Plant সহ Ov r Head Tank এর কাজ একই সাথে শুরু করার পরিকল্পনা আছে।

৪। সিজিছড়া (Water Supply) ডিপ টিউব ওয়েলটির Over Head Tank নির্মানের কাজের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়ার জন্য কাজ এখনো শুরু করা যায়নি। তবে ইতিমধ্যে ১২ × ১২ মিটার একটি জায়গা পাওয়া গেছে। মালপত্র রাখার জায়গার জন্য আরও কিছু জায়গা পাওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। আশা করা যায় কাজটি ইতিমধ্যে শুরু করা যাবে। তবে Iron Removal Plant নির্মানের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।

Admitted Un-Staired Question No. 35

Name of the Member:— Shri Joygobinda Debroy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কতজন তাঁত শিল্পী রয়েছেন. (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। তাঁত শিল্পের প্রসারের জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

৩। তাঁতীদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী কিভাবে বাজারজাত করা হয় ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ১,৩৬, ৩৩৪ জন তাঁতশিল্পী রয়েছেন। ইহাদের মধ্যে বুননে ১,১৫,২৩৬ জন এবং প্রাক প্রক্রিয়া কাজে ২১,০৯৮ জন।

২। তাঁত শিল্পের প্রসারের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ক) তাঁত শিল্পীদের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাকে হস্তঁতাত গুচ্ছ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া এই এলাকায় বৃহত্তর প্রাথমিক হস্তঁতাত সমবায় সমিতি গঠন।

খ) হস্তঁতাত উন্নয়ন কেন্দ্র ও উন্নতমানের রঞ্জন শালা গঠন।

গ) প্রজেক্ট প্যাকেজ প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পীদের বিভিন্ন প্রকার সুবিধা প্রদান।

ঘ) স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান।

ঙ) সুসংহত হস্তঁতাত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পে সুবিধা প্রদান।

চ) কর্মশালা নির্মাণের জন্য শিল্পীদের আর্থিক সুবিধা প্রদান।

ছ) দুঃস্থ তাঁতশিল্পীদের মার্জিন মানি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান।

জ) মিতঃব্যয়ী তহবিল প্রকল্পের সুবিধা প্রদান।

ঞ) রপ্তানি বানিজ্য প্রকল্পের সুবিধা প্রদান।

ট) উন্নত মানের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সুবিধা প্রদান।

৩। তাঁতীদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর বৃহৎ অংশ ত্রিপুরা শীর্ষ তাঁতশিল্প সমবায় সমিতি এবং ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়। ইহাছাড়া উৎপাদিত সামগ্রীর অবশিষ্ট অংশ রাজ্যে ও রাজ্যে বাহিরে বিভিন্ন মেলায় এবং প্রাথমিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

Admitted Un-Starred Question No—36

Name of the Mamber—Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public works Depa tment be pleased to State

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট কতটি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তর করার পরিকল্পনা ছিল এবং কতটির কাজ হয়েছে বা চলছে (ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব);

২। ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট কতটি বেইলী ব্রীজ নির্মাণ করা হবে।

৩। উক্ত আর্থিক বছরে কতটি পাকা সেতু নির্মানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং কতটি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে উন্নীত করা হবে (ডিভিশান ভিত্তিক হিসাব),

৪। খোয়াই নদীর উপর কল্যানপুরের কাছাকাছি স্থানে পাকা সেতু নির্মানের জন্য মাটি পরীক্ষা ও ইষ্টিমেট তৈরী হয়ে থাকলে কবে নাগাদ কাজটি শুরু হবে বলে আশা করা যায়,

৫। না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ১৯৯৯-২০০০ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট ১২৮টি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তর করার পরিকল্পনা ছিল। এরমধ্যে ৫৮টির কাজ শেষ হয়েছে এবং ৭০টির কাজ চলছে। ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

ডিভিশনের নাম	প্রস্তাবিত সেতুর সংখ্যা	রূপান্তরিত সেতুর সংখ্যা	অগ্রগতির সেতুর সংখ্যা
১। বর্দ্ধান ডিভিশন	১৫ টি	৯ টি	৬ টি
২। কৈলাসহর ডিভিশন	৫ ,,	১ ,,	৪ ,,
৩। কুমারঘাট ডিভিশন	৯ ,,	৮ ,,	১ ,,
৪। কাঞ্চনপুর ডিভিশন	১০ ,,	১ ,,	৯ ,,
৫। আমবাসা ডিভিশন	১০ ,,	৬ ,,	৪ ,,

	1	2	3	4
৬।	তেলিয়ামুড়া ডিভিশন	১৭ ,,	৩ ,,	১৪ ,,
৭।	আগরতলা ডিভিশন নং—৩	২ ,,	১ ,,	১ ,,
৮।	সাউদ´ান ডিভিশন নং—১	১১ ,,	৩ ,,	৮ ,,
৯।	সাউদ´ান ডিভিশন নং—২	৭ ,,	৪ ,,	৩ ,,
১০।	সাউদ´ান ডিভিশন নং—৩	৬ ,,	—	৬ ,,
১১।	অমরপুর ডিভিশন	৯ ,,	২ ,,	৭ ,,
১২।	সাব্রুম ডিভিশন	৩ ,,	২ ,,	১ ,,
১৩।	আগরতলা ডিভিশন নং-২	১১টি	৯টি	২টি
১৪।	আগরতলা ডিভিশন নং-৪	১৩টি	৯টি	৪টি
		মোট ১২৮টি	৫৮টি	৭০টি

২। ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক বছরে মোট ৩০টি বেইলী ব্রীজ নির্মানের প্রস্তাব আছে ডিভিসান ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হল।

১।	নর্দান ডিভিসান		—	১টি
২।	কুমারঘাট ডিভিসান		—	৩টি
৩।	কাঞ্চনপুর ডিভিসান		—	৩টি
৪।	আমবাসা ডিভিসান		—	৩টি
৫।	তেলিয়ামুড়া ডিভিসান		—	৪টি
৬।	সাউদার্ন ডিভিসান	নং-১	—	৩টি
৭।	সাউদার্ন ডিভিসান	নং-২	—	৩টি
৮।	সাউদার্ন ডিভিসান	নং-৩	—	৩টি
৯।	অমরপুর ডিভিসান		—	২টি
১0।	সাব্রুম ডিভিসান		—	২টি
১১।	আগরতলা ডিভিসান	নং-২	—	১টি
১২।	আগরতলা ডিভিসান নং-৪		—	২টি
			মোট	৩0টি

৩। উক্ত আর্থিক বছরে ১0৯টি পাকা সেতুর মধ্যে ৪টি নতুন সেতু নির্মান ও ১0৫টি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ডিভিসান ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হল।

	ডিভিসানের নাম	প্রস্তাবিত পাকা সেতুর সংখ্যা	রূপায়ের জন্য প্রস্তাবিত কাঠে সেতুর সংখ্যা।
১।	নর্দান ডিভিশন	২০ টি	১৯ টি
২।	কৈলাসহর ডিভিশন	২ ,,	২ ,,
৩।	কুমারঘাট ডিভিশন	১৩ ,,	১৩ ,,
৪।	কাঞ্চনপুর ডিভিশ	৩ ,,	৩ ,,
৫।	আমবাসা ডিভিশন	১২ ,,	১১ ,,
৬।	তেলিয়ামুড়া ডিভিশন	৮ ,,	৭ ,,
৭।	সাউর্দান ডিভিশন নং-১	৯ ,,	৮ ,,
৮।	সাউর্দান ডিভিশন নং-২	৫ ,,	৫ ,,
৯।	সাউর্দান ডিভিশন নং-৩	৫ ,,	৫ ,,
১০।	অমরপুর ডিভিশন	৯ ,,	৯ ,,
১১।	সাব্রুম ডিভিশন	১০ ,,	১০ ,,
১১।	আগরতলা ডিভিশন নং-২	১০ ,,	১০ ,,
১৩।	আগরতলা ডিভিশন নং-৪	৩ ,,	৩ ,,
		মোট— ১০৯ টি	মোট— ১০৫ টি

৪। খোয়াই নদীর উপর কল্যানপুরের কাছাকাছি স্থানে পাকা সেতু নির্মাণের জন্য মাটি পরীক্ষা ও ইষ্টিমেট তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে এবং দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আশা করা যায় এই আর্থিক বছরে শেষ নাগাদ কাজটি শুরু করা যেতে পারে।

৫। ৪ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No.—38

Name of the members :— 1. Shri Joy Gobinda Deb Roy,
2. Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be please to state.

প্রশ্ন

১। ২০০০ ইং সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে কতগুলি 'স' মিল রয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। এই 'স'-মিলগুলিতে কতজন শ্রমিক কাজ করেন ? এবং

৩। উক্ত সবগুলি 'স'-মিল চালু অবস্থায় আছে কি না ?

৪। না থাকলে তার কারণ এবং বন্ধ 'স'-মিলগুলি চালু করার জন্য সরকার কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কি ?

৫। নিয়ে থাকলে সেগুলি কি কি ?

উত্তর

১। ২০০০ ইং সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট ৬২ টি 'স'-মিল আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক)	সদর	৩৭ টি ?
খ)	আমবাসা	২ ,,
গ)	কুমারঘাট	২ ,,
ঘ)	কৈলাসহর	১ ,,
ঙ)	ধর্মনগর	৭ ,,
চ)	উদয়পুর	৬ ,,
ছ)	বিলোনীয়া	১ ,,
জ)	সোনামুড়া	৫ ,,
	মোট—	৬২ টি

২। কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা—৫৩২ জন।

৩। ৬২টি 'স'-মিলের মধ্যে নির্দ্ধারিত (Designated) শিল্পনগরীতে যে ২৬টি 'স'-মিল পুনরায় স্থাপিত হয়েছে সে সব 'স'-মিলগুলি বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে।

৪। ৬২টি 'স'-মিলের মধ্যে ২৬টি চালু আছে। বাকী ৩৬টি মিল চালু করার জন্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন।

৫। যে সমস্ত মিলগুলি চালু নেই সেগুলো চালু করার ব্যাপারে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা নিম্নরূপ :—

ক) বিগত ১৫/০১/৯৮ইং তারিখের পর যে ২৫টি 'স'-মিলকে High Power Committee Clearance দিয়েছে সেগুলোকে শিল্পনগরীতে স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। Apex Court গত ০১/০৫/২০০০ ইং তারিখের আদেশমূলে ঐ সমস্ত 'স'-মিলগুলোকে অনুমতি প্রদান করেছে। Apex Court-এর আদেশটি এখনও পাওয়া যায়নি। উক্ত আদেশ প্রাপ্তির পর 'স'-মিলগুলোকে লাইসেন্স দেয়া হবে।

খ) ধর্মনগর মহকুমার ৩টি এবং সদর মহকুমার (আগরতলা) ৪টি 'স'-মিল শিল্পনগরীতে পুনরায় স্থাপন করা হয়নি। এরমধ্যে ২টি 'স'-মিল গুয়াহাটী হাইকোর্টের আগরতলা বেঞ্চের নিকট দরখাস্ত জমা দিয়েছে।

গ) উদয়পুর মহকুমার ১টি এবং সোনামুড়া মহকুমার ৩টি 'স'-মিল যেহেতু নির্ধারিত (Designated) শিল্পনগরীতে তাদের মিল স্থাপন করতে গড়রাজী সেহেতু তাদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হয়নি।

Admitted Un-Starred Question No.—41.

Name of the Member :—Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই শহরের টি, কে, রোড টু ভি, কে রোড (লিংক রোড)টির জন্য অধিগৃহিত জমির কয়েকটি স্থানে অধিগ্রহণ করা জমির মালিকদের ঘর, স্নানাগার ইত্যাদি সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ না দেওয়ায় রাস্তার কাজের জন্য জমির দখল ছাড়া হচ্ছে না,

২। সত্যি হলে মোট কতজন মালিককে উক্ত রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহন বাবদ ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয় নাই ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। মোট ৬ (ছয়) জন জমির মালিক ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার বাকি রয়েছেন।

Admitted Un-Starred Question No.—42

Name of Member — Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, paharmura permanent bridge approach road (phase-III)এর জন্য নতুনভাবে কয়েকজন মালিকের জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন আছে।

২। ইহাও কি সত্য যে, উপরোক্ত সড়কে অবস্থিত কয়েকটি স্থায়ী ও অস্থায়ী ঘরের মালিকগণ এখনও ঘর ভাঙ্গার জন্য ক্ষতিপূরণ পাননি,

৩। সত্য হলে, উক্ত জমি ও ঘরের মালিকের সংখ্যা কত এবং ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ কত,

৪। উপরোক্ত সড়কটিতে কবে নাগাদ গাড়ী চলাচল শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ। মোট ৮ (আট) জন মালিকের সর্বসাকুল্যে ০.০৯২ একর জমি নতুনভাবে অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন আছে।

২। খোয়াই মহকুমার হাসপাতালের নিকটবর্ত্তী ট্রাই জংশনে অবস্থিত স্থায়ী এবং অস্থায়ী ঘরগুলির সঠিক অবস্থান বেসরকারী মালিকানাধীন জায়গায় অথবা সরকারী জায়গায় কিনা তা এখনও এল, এ দপ্তর কর্তৃক নির্ধারণ করা হয় নাই। জমির মালিকানা নিয়ে এল, এ দপ্তরের সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের জন্য পরবর্ত্তী কোন পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়।

৩। এল, এ অথারিটির সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত এ ব্যাপারে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

৪। সড়কটির মাটির কাজ ও সলিং এর জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা গেলেও জমি হস্তান্তর করতে না পারায় কবে নাগাদ উক্ত রাস্তায় গাড়ী চলাচল শুরু করা যাবে তা বলা বর্তমানে সম্ভব নয়। তবে উক্ত জমি হস্তান্তরের জন্য এল, এ অথারিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। বর্তমানে পুরানো Approach road দিয়ে উক্ত সেতুর উপর গাড়ী চলাচল চালু আছে।

Admitted Un-Starred Question No.—44

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Public works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। খোয়াই শহরের হাতিমারা টিলা শিববাড়ী মোড়টিকে খোয়াই-উদনা রোড এর সাথে যুক্ত করার জন্য (সিঙ্গিছড়া চাম্পাহাওর রাস্তা থেকে উদনা রোডের ১.৫০ কিঃ মি অংশে) জমি অধিগ্রহণ করার কোন প্রস্তাব আছে কিনা,

২। থাকিলে, ঐ অংশে কতজন মালিকের মোট কত পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন ও তার আর্থিক মূল্য কত হবে?

৩। কবে নাগাদ উপরোক্ত রাস্তাটি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা হবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ। প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন আছে।

২। মোট ২ (দুই) জন মালিকের সর্বসাকুল্যে ০.৫১ একর জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন হবে। উপরোক্ত পরিমাণ জমির আর্থিক মূল্য নিরূপনের জন্য এল, এ, কালেক্টর কে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩। নির্দিষ্ট করে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

Admitted Un Starred Question No.—45

Name of the Member :— Shri Dipak Kr. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। বর্তমান ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে টি, আর, টি, সি-তে কতজন কর্মীকে নতুনভাবে নিয়োগ করা হয়েছে,

২। যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের কোন্ কোন্ পদে নিয়োগ করা হয়েছে ;

৩। টি, আর, টি, সি-তে দীর্ঘ ১০ থেকে ১৫ বৎসর ধরে যারা ডি, আর, ডব্লিও কর্মী আছেন তাদের নিয়মিত করা হয়েছে কিনা ;

৪। না করা হয়ে থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমান ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৪৬ (ছচল্লিশ) জন কর্মীকে নতুন নিয়োগ করা হয়েছে।

২। ৪৬ (ছেচল্লিশ) জনকেই স্থির বেতনে হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভার পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। না, নিয়মিত করা হয় নি।

৪। রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়োগের উপর প্রতিবন্ধক প্রয়োগ করার কারণে এবং উক্ত ডি. আর ডব্লিও কর্মীর মধ্যে কাহারো কাহারো চাকুরীর নির্ধারিত বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় তাদেরকে নিয়মিত করা সম্ভব হয়নি।

Admitted Un-Starred Question. No. :— 52

Name of the Members :— Shri Ashok Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

1. The accumulated loss of Public Sector Enterprises, like, TRTC, Tripura Jute Mills Ltd. and T. S. I. C. upto 1998-99.

2. Enterprise-wise investment upto 1998-99.

3. If the Government would bringout a white paper on State's Finance pointing out the loss making Public Enterorises.

4. Is there any suggestion for introduction of Public Enterprise reforms as a means to imbrove their ragging financial situation ?

প্রশ্ন

১। TRTC, T. J. M Ltd. এবং TSIC প্রভৃতি সরকারী শাখা উদ্যোগগুলিতে ১৯৯৮–১৯৯৯ সনের মোট ক্ষতির পরিমান।

২। ১৯৯৮–১৯৯৯ সনের উদ্যোগগুলির বিনিয়োগ।

৩। রাজ্য সরকার ঘাটতিতে চলা পাব্‌লিক এন্টারপ্রাইজগুলির ক্ষতির ব্যাপারে অর্থনৈতিক সম্বন্ধে কোন শ্বেতপত্র প্রকাশ করিবেন কি?

৪। এই PSU গুলির আর্থিক অবস্থা উন্নতিকল্পে-অর্থনৈতিক সংস্কার ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে সরকারের কাছে কোন সুপারিশ আছে কিনা?

ANSWER

1. The accumulated loss of different PSUs upto 1998-99 has been as under :-

1.	Tripura Jute Mills Ltd.	80.00 crores.
2.	Tripura Small Industries Corpn.	1.49 crores.
3.	T. H. H. D. C. Ltd.	6.71 crores.
4	T. F. D. P. C. Ltd.	4 93 crores.
5.	T. T. D. C. Ltd.	0.80 crores.
6.	T. I. D. C. Ltd.	3.60 crores.
7.	T. R. P. C. Ltd.	2.76 crores.
8.	T. R. T. C. Ltd.	70.16 crores.
9.	T. H. C. L. Ltd.	2.22 crores.

2. The enterprise-wise investment upto 1998-99 has been :—

1.	T. J. M. Ltd.	44.88 crores.
2.	T. S. I. C. Ltd.	11.27 croacs.
3.	T. H. H. D. C. Ltd.	7.11 crores.
4.	T. F. D. P. C. Ltd.	8.05 crores.
5.	T. I. D. C. Ltd.	7.58 crores.
6.	T. R. P. C. Ltd.	4.58 crores.
7.	T. R. T. C. Ltd.	58.75 crores.
8.	T. H. C. L. Ltd.	1.36 crores.

3. The State Govt. has no intention to bringout a White paper on the State's Finance indicating the loss making public enterprises.

The State Govt. recently has set up three Committee to examine the present problems of the P. S. Us and to suggest remedial meaures for their sustainability Thete Commtttee are expected to submit their report to the Govt. very soon. On receipt of such reports Govt. wquld examine various aspects of the reports and take appropriate decisions in due course.

উত্তর

১। বিভিন্ন পাব্লিক আণ্ডারটেকিং-এর ১৯৯৮-১৯৯৯ সনের ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ :—

১।	T. J. M. Ltd.	৮০.০০ কোটি টাকা
২।	T. S. I. C.	১.৪৯ ,, ,,
৩।	T. H. H. D. C.	৬.৭১ ,, ,,
৪।	T. F. D. P. C.	৪.৯৩ ,, ,,
৫।	T. T. D. C.	০.৮০ ,, ,,
৬	T. I. D. C,	৩.৬০ ,, ,,
৭	T, R. P. C.	২.৭৬ ,, ,,
৮।	T, R. T. C.	৭০.১৬ ,, ,,
৯।	T. H. C. L.	১.২২ ,, ,,

২। শুরু থেকে ১৯৯৮-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত উদ্যোগ ভিত্তিক সরকারী বিনিয়োগ এইরূপ :—

১।	T J. M. Ltd.	৪৪.৮৮ কোটি টাকা
২।	T. S. I. C.	১১.২৭ ,, ,,
৩।	T. H. H. D. C.	৭.১১ ,, ,,
৪।	T. F. D. P. C.	৮.০৫ ,, ,,
৫।	T. I, D. C.	৭.৫৩ ,, ,,
৬।	T. R. P. C.	৪.৫৮ ,, ,,
৭।	T. R. T. C.	৫৮.৭৫ ,, ,,
৮।	T. H. C. L.	১.৩৬ ,, ,,

৩। রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাব্লিক এন্টারপ্রাইজগুলি যে ঘাটতি হচ্ছে সেই বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ বিষয়ক কোন কার্য্যক্রম সরকারের বিবেচনায় নেই।

৪। পাব্লিক সেক্টর ইউনিটগুলির বর্তমান সমস্যাবলীকে খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার তিনটি কমিটি গঠন করেছেন। উক্ত কমিটি তাঁদের রিপোর্ট খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকারের নিকট জমা দেবেন। এই রিপোর্টের অনুপুঙ্খ ভাবে বিচার বিবেচনা করে রাজ্য সরকার যথার্থ পদক্ষেপ নেবেন।